শ্রীশ্রীরামঃ।
শরণং।

শ্রীমদ্ভাগবত।

মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত।

প্রথমস্কন্ধ।

শ্রীযুক্তনন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
সস্বামিক মূলার্থ গৌড়ীয় সাধুভাষায় প্রতিভাষিতহইয়া।

কলিকাতা।
পাতরঘাটা মণ্ডলষ্ট্রীটে
১২ সংখ্যক ভবনে
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা যন্ত্রে মুদ্রিতহইল।

মূল্য ৮ অষ্টমুদ্রা মাত্র।

শকাব্দা ১৭৭৯।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ।

শরণং।

শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণং।

অথ গ্রন্থস্য ভূমিকেয়ং।

সুপূর্ণশারদশশী মণ্ডল কিরণ উজ্জ্বল, ধবল গঙ্গাজল, র্নির্ম্মল যশোরাশি প্রকাশীকৃত দিঙ্মণ্ডল, ধন্যমান্য বদান্য ণ্যনৈপুণ্য সৌজন্য বিশিষ্ট ইষ্টনিষ্ঠ গরিষ্ঠ, ধর্ম্মিষ্ঠ, রমকারুণিক, ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ জনগণ সন্নিধানে মদীয় বেদনমেতৎ।

অষ্টাদশ মহাপুরাণোপপুরাণাষ্টাদশৈতৎ ষট্ত্রিংশৎ পুরাণ ধ্যে সমস্তভাবে পরিণত শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে মহর্ষিবেদ াস গোস্বামী ভগবত্তত্ত্বের সম্যক্ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সর্ব্ব দান্তাভিপ্রায় প্রয়োজন পর পরমাত্ম তত্ত্ব প্রাপণৈক হেতু ত ভগন্মুক্তি প্রতিপাদকতা প্রযুক্ত জন্মসংসারাব্ধি নিস্তিতীর্ষু

ভগবদ্ভক্ত জনৈক পরিত্রাণ কারণ শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ সুবার্ণ তরণের প্লবাস্বরূপ হইয়াছেন, (হেলয়া [illegible]) শ্রব পঠনে পরম মোক্ষ পদ প্রাপ্তি হয়, এতদ্রাজধানী কলিকাতা নগরী মধ্যে একালপর্য্যন্ত কোন মহাত্মাই সস্বামিক ভাগবত শ্লোকার্থ গৌড়ীয় ভাষা প্রবন্ধে বিরচন করেন নাই, এতন্নিমিত্ত সজ্জনানুরঞ্জনার্থে ভগবন্মহিমাপ্রতি নিতান্ত নির্ভর করতঃ পটোলডাঙ্গা নিবাসী শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ আঢ্য মহাশয়ের সুযত্ন ভক্তিডোরেকাবদ্ধ হইয়া সংপ্রতি এতদ্ গাঢ় সংস্কারাপন্ন শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ গৌড়ীয় সধুভাষায় মুদ্রাঙ্কিত করণে বাধিত হইলাম, কিন্তু বিদ্যা ভাগবতাবধি পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, তাহাতে সুমন্দমতি, সর্ব্বথা শাস্ত্রার্থানভিজ্ঞ অস্মৎ কর্তৃক এতদ্দুরূহ ব্যাপার সম্পন্ন হওয়া সুদূরপরাহত, বামনের চন্দ্র গ্রহণবৎ আশাপাশ যন্ত্রিত কর সিঞ্চন সমুদ্র শোষণন্যায় অভিলাষ মাত্র, অতএব, ভগবদ্ভক্তিমান পণ্ডিতগণের সন্নিধানে প্রার্থনা এই যে মদীয় বালিশতা প্রতি দৃষ্টিপাৎ না করিয়া স্বীয়২ মহত্ত্বানুসারে সমস্ত দোষ পরিবর্জ্জন পুরঃসর শূর্পবৎ গুণ গ্রহণে পরিতোষিত হইবেন ইত্যল মতি বিস্তরেণ।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা সম্পাদকস্য॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

দশাক্ষর মহামন্ত্র ব্যাখ্যার, যে, কতমত; তাহার পরিসীমা নাই, তথাপি সাহস পূর্ব্বক স্বীয় বুদ্ধ্যনুসারে শাস্ত্রাভিপ্রায়ের সহিত যুক্তির ঐক্য করিয়া কিঞ্চিল্লিপি প্রয়োগে বাঞ্ছিত হইলাম, পরব্রহ্মবাচক প্রণব, তদ্বাচ্য পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, গ্রন্থারম্ভে তাঁহাকে নমস্কার করি, অকার, উকার, মকারাত্মক প্রণবাক্ষরকে পরব্রহ্ম বলিয়া বেদে উক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ বাচ্য ও বাচকের অভেদাঙ্গীকার আছে, প্রণবাবলম্বন দ্বারা পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রতিপন্ন হয়, সুতরাং প্রণবাক্ষরকে তাবন্মন্ত্রের সেতুরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং প্রণবোচ্চারণে যাগযজ্ঞাদি তাবৎ কর্ম্মের অচ্ছিদ্রাবধারণ হয়, অতএব আদৌ প্রণবোচ্চারণ পূর্ব্বক বেদব্যাস গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের সমারম্ভন করেন, অনন্তর ভগব শব্দে পরব্রহ্ম, ভকারে সকলের (সংভর্ত্তা) অর্থাৎ ভরণকর্ত্তা, গকারে (গময়িতা) অর্থাৎ প্রলয়াবস্থাতে জীবনিকায় যাহাতে অধিগমন করে, বকারে, বস্তু মাত্রই যাহাতে অধিবাস করে, অর্থাৎ যদ্ভিন্নান্য স্থানাভাব, যথা শ্রুতিঃ। (যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে যত্র জাতাজ্জীবন্তি যৎপ্রতিযন্তীতি) যাহাতে উৎপত্তি, যাহাতেস্থিতি, যাহাতে লয়, তিনিই ভগবান্। অন্যদপি তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ব্যাখ্যারম্ভে ভগবচ্ছঙ্করাচার্য্যও নমস্কার সূত্রে লিখিয়াছেন

ওঁ নমো ভগবতেবাসুদেবায় সর্ব্বধীসাক্ষিণে নমঃ।

সর্ব্বজীবে বুদ্ধিসাক্ষিরূপে ষড়ৈশ্বর্য্য যুক্ত ভগবানের অধিষ্ঠান, (ঐশ্বর্য্যশ্চসমগ্রশ্চ বীর্য্যশ্চযশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যযোশ্চৈব ষণ্ণাং ভগইতি স্মৃতঃ) ভগ শব্দে ঐশ্বর্য্য তদ্যুক্ত ভগবান্ পরিপূর্ণব্রহ্ম, (বসুদেবস্যাপত্যং বাসুদেবঃ) বসুদেবের পুত্র এজন্য বাসুদেবঃ অথবা* চতুর্ব্ব্যূহাদ্যঃ শ্রুতি স্মৃতিঃ প্রসিদ্ধঃ পরমেশ্বরো বাসুদেবঃ, অপিচ, প্রলয় দশাতে সকল যাঁহাতে বাস করে তাঁহার নাম (বাসু) স্বতঃ প্রকাশদীপ্তিমান, ইত্যর্থেদেবঃ যথা শ্রুতিঃ (যদ্ভাসা ভাস্যতে জগৎ) যাঁহার ভাসাতে জগৎ ভাসিত অর্থাৎ তিনি সকলের প্রকাশক তাঁহার প্রকাশক কেহই নাই, সর্ব্ব জীবের হৃৎ পুণ্ডরীক মধ্যে বিজ্ঞানঘন বাসুদেবঃ, যথা (সএব দেবকী পুত্রোব্রহ্মণ্যো মধুসূদন) ইতিমহোপনিষদি, যিনিহৃৎপদ্মস্থিত বিজ্ঞানঘন কারণ রূপ মধুসূদন বাসুদেবাখ্য আত্মা, তিনিই দেবকী পুত্র, সর্ব্বনিয়ন্তা; সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বান্তরাত্মা, সকলের সম্ভজনীয়; গ্রন্থারম্ভে সর্ব্বাভীষ্ট প্রদ সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করি; এতন্নমস্কারানন্তর প্রকৃত গ্রন্থানুবন্ধো মহাত্মা শ্রীধর স্বামীকৃত গ্রন্থাভিপ্রায় ব্যাখ্যায় তন্মুখ বন্ধ শ্লোকের প্রয়োজনতা জানাইতেছি।

---

* বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, এই চতুর্ব্ব্যূহের আদ্য বাসুদেবঃ শ্রুতি স্মৃতি প্রসিদ্ধ পরমেশ্বরঃ।

অথ শ্রীভাগবতভাবার্থ দীপিকা।

নাম্নী শ্রীধরস্বামিকৃতা টীকেয়ং।

ওনমো ভগবতে শ্রীপরমহংসাস্বাদিত চরণ কমল চিন্মকরন্দায় ভক্ত জন মানস বাসায় শ্রীকৃষ্ণায়॥ বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্যচ বক্ষসি। যস্যাস্তেহৃদয়ে সম্বিৎ তংনৃসিংহমহং ভজে॥ বিশ্বসর্গ বিসর্গাদি নব লক্ষণ লক্ষিতং। শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরংধাম জগদ্ধাম নমামিতং॥ মাধবো মাধবাবীশৌ সর্ব্বসিদ্ধি বিধায়িনৌ। বন্দেপরস্পরাত্মানৌ পরস্পপর নতিপ্রিয়ৌ॥ সংপ্রদায়ানুরোধেন পৌর্ব্বা পর্য্যানুসারতঃ। শ্রীভাগবত ভাবার্থ দীপিকেয়ং বিতন্যতে॥ ক্বাহং মন্দমতি; ক্বেদং মথনং ক্ষীরবারিধেঃ কিন্তত্র পরমানুর্ব্বৈ যত্রমজ্জতি মন্দরঃ। মূকংকরোতি বাচালং পঙ্গুংলংঘয়তেগিরিং। যৎকৃপাতমহংবন্দে পরমানন্দ মাধবং॥ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ সুরতরুস্তারাঙ্কুরঃ সজ্জনিঃ। স্কন্ধৈর্দ্বাদাশভিস্ততঃ প্রবিলসদ্ভক্ত্যালবালোদয়ঃ॥ দ্বাত্রিংশৎ ত্রিশতঞ্চযস্য বিলসচ্ছাখা সহস্রান্যলং পর্ণস্যাষ্ট দশেষ্টদোতি সুলভো বর্ব্বর্ত্তি সর্ব্বোপরি॥ ১॥ অথ নানা পুরাণ শাস্ত্র প্রবন্ধৈশ্চিত্ত প্রসত্তিমলভমান স্তত্রতত্রা পরিতুষ্যন্নারদোপদেশতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গুণ বর্ণন প্রধানং শ্রীভাগবত শাস্ত্রং প্রারিপ্সুর্ব্বেদব্যাস স্তৎপ্রতিপাদ্য পর দেবতানুস্মরণ লক্ষণং মঙ্গল মাচরতি জন্মাদ্যস্যেতি॥

শ্রীভাগবত ভাবার্থ দীপিকানামে টীকারম্ভে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীধরস্বামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নম

স্কার করিয়াছেন, যথা (নমো ভগবতে ইতি)* ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, যচ্চরণারবিন্দ গলিত জ্ঞান মকরন্দ, নিরন্তর নির্দ্বন্দ পরমহংসবৃন্দ কর্তৃক আস্বাদিত হইতেছে, এবং ভক্তজনের হৃদয়সদ্মমধ্যেই যাঁহার নিয়ত বাস, এব ম্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করতঃ স্বীয়াভীষ্ট দেবতা শ্রীনৃসিংহ দেবকে নমস্কার করিতেছেন, যথা (বাগীশাযস্য বদনে লক্ষ্মী র্যস্যচ বক্ষসি যস্যাস্তেহৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহ মহভজে) অর্থাৎ সমস্ত বাক্যের ঈশ্বরী সরস্বতী যাঁহার বদনে বিরাজ মানা, বক্ষস্থলে নিয়ত লক্ষ্মীরবাস হৃৎপদ্মে নিত্যজ্ঞানের অধিষ্ঠান্ এমৎ শ্রীনৃসিংহরূপী পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি, যথা (বিশ্বসর্গ বিসর্গাদি নবলক্ষণ লক্ষিতং। শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম ধাম জগদ্ধাম নমামিতং।) † অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়াদি নবলক্ষণে লক্ষিত, এবং সমস্ত কারণ স্বরূপ চিদ্ঘন শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্ম, য়িনি সকলের ধাম স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার করিয়া

* পূর্ব্বোক্ত। ঐশ্বর্য্যশ্চ সমগ্রশ্চ বীর্য্যশ্চ যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান বৈরাগ্য যোশ্চৈব ষণ্ণাংভগইতি স্মৃতঃ। ইতি পুরাণান্তরীয় বচনং॥ ঐশ্বর্য্যপদে (অনিমা) অতিসূক্ষ্ম, (লঘিমা) অতিস্থূল, (ব্যাপ্তি) সর্ব্বত্রব্যাপনশীলত্ব (ঈশিত্ব) সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব, (প্রাকাম্য) সত্যসংকল্প, অর্থাৎ মানস মাত্রেই কর্ম্ম সম্পাদন করণ (মহিমা) তাঁহার তুল্য প্রভাব কাহার নাই, এবং পর কায় প্রবেশন, অগ্নিস্তম্ভ জলস্তম্ভ প্রভৃতি সিদ্ধিকে ঐশ্বর্য্য বলে, (সমগ্র) সর্ব্বত্রে সমতা অর্থাৎ বৈষম্যাচার রহিত, (বীর্য্য) যাহার তুল্য পরাক্রমী কেহনাই, অর্থাৎ অজিত, (যশঃ) অতুল্য কীর্ত্তি অর্থাৎ এই বিশ্বকার্য্যই যাঁহার কীর্ত্তি, (শ্রী) অর্থাৎ তাঁহার তুল্য শোভা কাহার নাই, যেহেতু

অভেদাত্মক হরিহরের নমস্কারকরেন। যথা (মাধবা মাধবা বীশৌ সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনৌ। বন্দেপরস্পরাত্মানৌ পরস্পরনতি প্রিয়ৌ॥) মাধব ও উমাধব অর্থাৎ শ্রীপতি এবং উমাপতি, সর্ব্বসিদ্ধি বিধায়ক পরমাত্মারূপী হরিহর সংজ্ঞায় ঈশ্বর দ্বয়, পরস্পর প্রণতি প্রিয়, তাঁহারদিগকে ভক্তি পূর্ব্বক বন্দনাকরি, অভেদ রূপী হরিহরের প্রণাম কারণ এই যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য জ্ঞেয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ, জ্ঞানপ্রদাতা শঙ্কর, সুতরাং জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞেয়পদার্থের অনুপলব্ধি বিধায় জ্ঞানস্বরূপ শিবের

শ্রুতিতেকহে তদ্ভাসাভাস্যতে জগৎ] তাঁহার দীপ্তিতে জগৎ দেদীপ্যমান, অর্থাৎ সকল শোভাই তিনি, [জ্ঞান] স্বতঃসিদ্ধঃ জ্ঞান স্বরূপ যথা [সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্মেতি] তিনিসত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত এতদর্থে তাঁহার অবিদিত কিছুমাত্র নাই। [বৈরাগ্য] অর্থাৎ তিনি সমস্ত মায়া কার্য্যের অতীত, যেহেতু কোন কার্য্যে লিপ্তনহেন, নচেৎ বৃন্দাবনাদিতে আবির্ভাব হইয়া গাঢ়ানুরাগিণী গোপীগণকে পরিত্যাগ করিতেপারিতেন, না দ্বার কাধামে আপনি বংশ বিস্তার করিয়া আপনি সংহার করিতে শক্ত হই তেন, সুতরাং তাঁহার ব্রহ্মত্ব স্থির জানিয়া ঋষিরা বৈরাগ্য গুণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

† অত্রসর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণ মূতয়ঃ। মন্বন্তরেশানু কথা নি রোধোমুক্তিরাশ্রয়ঃ] [সর্গঃ] ভূমি জল অগ্নি বায়ু আকাশ তন্মাত্র গন্ধ রসরূপ স্পর্শ শব্দ, আর ইন্দ্রিয়াদি, মহানতত্ত্ব অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তম, আর অহংকার আদৌ এই সকল বস্তু পরমেশ্বর হইতে সৃষ্ট হয় অতএব ইহার নাম সর্গঃ। [বিসর্গঃ] অগ্রজন্মা পুরুষ ব্রহ্মা, তৎকৃত চরা চর স্থাবরাস্থবর প্রভৃতি সৃষ্টিকে বিসর্গ বলে। [স্থান] ভগবৎ সৃষ্টি নিয়মের মর্য্যাদারক্ষা অর্থাৎ তৎকৃত নিয়মে অবস্থিতির নাম স্থান। [পোষণ] স্বনিয়ম স্থিত ভক্তের প্রতি অনুগ্রহের নাম পোষণ। [উতি]

প্রণাম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞেয় এতদুভয়ের ঐক্যত্ব অঙ্গীকার বেদে করিয়াছেন। এতন্নমস্কারানন্তর, পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারতঃ সম্প্রদায়ানুরোধে (শ্রীভাগবত ভাবার্থ দীপিকানামে) টীকা রচনা করিলাম, ইহাতে মহর্ষিবেদব্যাস গোস্বামীর চিত্তস্থ সমস্ত গূঢ়াভিপ্রায়ের উদ্ঘাটন হইবেক, সংপ্রদায়ানুরোধ ব্যাখ্যায়, সগুণ নির্গুণ উভয় মত ব্যাখ্যা করিয়া দ্বৈতাদ্বৈতউভয় বাদীকে পরিতুষ্ট করিয়াছেন, অপিচ আত্মদৈন্য প্রকাশে পরিচয়দিয়াছেন, যথা (ক্বাসৌ মন্দমতিঃ ক্বেদং মথনং ক্ষীরবারিধেঃ। কিংতত্র পরমাণুর্ব্বৈযত্র মজ্জতি মন্দরঃ॥) অর্থাৎ ক্ষীরসমুদ্রতুল্য ভাগবত শাস্ত্র, কোথায় আমি পরমানুতূল্য মন্দ মতি, সুতরাং আমাহইতে শাস্ত্র মন্থনে ভাবার্থ উদ্ধারের সম্ভব কি। যেখানে মন্দর পর্ব্বত তূল্য মহর্ষিবেদব্যাসেরই বুদ্ধিমজ্জমানা, তাহাতে

ভগবদনুগ্রহীত মন্বন্তরাধিপতিদিগের ধর্ম্ম কর্ম্মাদি বর্ণন। [ঈশানু কথা] হরির অবতারানুচরিত বর্ণন এবং তদনুবর্ত্তিত ভাগবতদিগের যে সৎ কথা তাহাকে ঈশানু কথা বলে। [নিরোধ] হরির যোগনিদ্রা অর্থাৎ মায়ার সহিত জীবের শয়নকে লয় অর্থাৎ নিরোধ কহে। [মুক্তিঃ] অবিদ্যাকৃত আত্মাভিমান অর্থাৎ অহং কর্ত্তা অহং সুখী ইত্যাকার জ্ঞানের অবসানে ভগবানের স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তিঃ। [আশ্রয়] যাহাতে সৃষ্ট্যাদিলয়, সেই পরব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্মাই সত্য, ইহা নিশ্চয় করতঃ ব্রহ্মাশ্রিত জগৎ এবং সর্ব্বত্রে তাঁহার স্ফূর্ত্তির নাম আশ্রয়॥ ইহা নবলক্ষণের অতিরিক্ত পুরাণ লক্ষণে দশধা সংখ্যায় ভুক্ত, সুতরাং একাভিপ্রায় লক্ষণে মুক্তিকেই আশ্রয় বলিয়া নবলক্ষণে বর্ণন করিয়াছেন।

অত্যল্প মন্দমতি পরমাণুতুল্য আমাহইতে তদর্থ নিষ্পাদন-কিরূপে হইতে পারে, এতদ্দুরূহ কর্ম্ম সাধন প্রতি ভগবদনু কম্পার বিস্তর অপেক্ষা করে, যথা (মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তেগিরিং যৎকৃপা তমহং বন্দেপরমানন্দ মাধবং) অর্থাৎ যাঁহার কৃপায় মূক ব্যক্তি বাচাল হয়, সর্ব্বেন্দ্রিয় অবশ এমৎ পঙ্গু ব্যক্তি ও পর্ব্বতোল্লংঘন করিতে পারে, সেই পর-মাত্মা স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করি ॥

অপিচ, কল্পবৃক্ষের স্বরূপাকারে শ্রীমদ্ভাগবত পুরা-ণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। যথা (শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ সুরতরু তারাঙ্কুর সজ্জনিঃ। স্কন্ধৈর্দ্বাদশভিস্ততঃ প্রবিলসদ্ভক্ত্যাল-বালোদয়ঃ। দ্বাত্রিংশৎ ত্রিশতঞ্চ যস্যবিলসৎ শাখাসহস্রা-ণ্যলং। পর্ণাণ্যষ্ট দশেষ্টদোতি সুলভো বর্ব্বর্ত্তি সর্ব্বোপরি) সর্ব্বাভীষ্ট প্রদ শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ, অর্থাৎ এমৎ সুলভ, যেহ অভিলাষে শ্রবণ করে তাহা আশু পরিপূর্ণ হয়, উক্ত পুরাণ কল্পবৃক্ষ স্বরূপ, প্রণববীজের অঙ্কুর হয়েন, মূলশাখা দ্বাদশ স্কন্ধ, প্রতিশাখা তিন শত দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়, পল্লব অষ্টাদশসহস্র শ্লোক, ভক্তিরূপ (আলবাল) অর্থাৎ স্কন্ধ হইতে পরিলম্বিত (আল) যাহাকে পরিভাষায় ঝুরি বলে, অথবা আলবাল শব্দে জল সিঞ্চনার্থ উপকরণের নাম, (সচনি) প্রাকৃত ভাষায় সিউনি কহে, অথবা, বৃক্ষ মূলে কিঞ্চিৎ জল ধারণার্থ মৃত্তিকা খনন করিয়া আলি বন্ধন দ্বারা, অর্থাৎ ভক্তি সিঞ্চনদ্বারা প্রবৃদ্ধ হয়েন, সুতরাং শ্রীমদ্ভা-গবত পুরাণ সর্ব্বোপরি প্রধান রূপ পরিগণিত হইয়াছে।

অথ "নানা পুরাণ শাস্ত্রেতি" মহর্ষি বেদব্যাস গোস্বামী পুরাণাদি নানা শাস্ত্র প্রবন্ধে অর্থাৎ বেদবেদান্ত সংহিতা, পুরাণাদি নানা শাস্ত্র প্রকাশ করতঃ চিত্ত প্রসত্তির অলাভে, অর্থাৎ চিত্ত প্রসন্ন না হওনবিধায় সরস্বতীর নীরে আকণ্ঠমগ্ন শরীরে চিত্ত মালিন্য নিরাসার্থে নিয়ত তপস্যায় লগ্ন হয়েন, একদা ব্রহ্মলোকাদাগত যদৃচ্ছাগতি দেবর্ষিনারদ গোস্বামী বাদরায়ণের * চিত্ত মালিন্য দূরীকরণার্থে ভগবদ্‌গুণ বর্ণন প্রধান ভাগবত শাস্ত্র প্রকাশ করিতে অনুশাসন করেন, অর্থাৎ মহর্ষি বেদব্যাস গোস্বামী বেদান্তাদি নানা শাস্ত্রে নানা প্রকার উপাখ্যান প্রসঙ্গে নানা কথা বিস্তার রূপে কহিয়াছেন, কিন্তু চিত্ত প্রসত্তিলাভার্থে ভগবদ্ভক্তি রস বিমিশ্র ভগবৎ গুণ বর্ণনা মাত্রও করেন নাই, অতএব নারদোপদেশতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গুণ বর্ণন প্রধান রূপে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র প্রকাশেচ্ছু হইয়া উক্ত পুরাণ প্রতি পাদ্য পর দেবতা শ্রীকৃষ্ণানু স্মরণ লক্ষণ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। যথা

---

* বাদরায়ণ শব্দে বদরিবকাশ্রমে যাঁহার বাস তাঁহার নাম বাদরায়ণ, তাঁহার জন্ম বৃত্তান্ত, মৎস্যগন্ধা নামে ধীবর কন্যার গর্ব্ভে পরাশর ঋষির দ্বারা যমুনার উপদ্বীপে জন্ম একারণ তাঁহার অপর এক নাম দ্বৈপায়ণ।

জন্মাদ্যস্যযতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্। তেনেব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ॥ তেজোবারিমৃদাংযথাবিনিময়ো যত্রত্রিসর্গো মৃষা। ধাম্নাস্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥ ১॥

জন্মাদ্যস্যেতি॥ পরং পরমেশ্বরং ধীমহীতি ধ্যায়তে র্লিঙিছান্দসং ধ্যায়েমেত্যর্থঃ বহুবচনং শিষ্যাভিপ্রায়কং। তমেবস্বরূপ তটস্থ লক্ষণাভ্যামুপলক্ষয়তি। তত্রস্বরূপ লক্ষণং সত্যমিতি। সত্যত্বেহেতুঃ যত্রযস্মিন্ ত্রয়াণাং মায়াগুণানাং তমোরজসত্ত্বানাং সর্গো ভূতেন্দ্রিয় দেবতারূপোঽ মৃষা সত্যযৎ সত্যতয়া মিথ্যা সর্গোঽপি সত্যবৎ প্রতীয়তে। তং পরং সত্যমিত্যর্থঃ। অত্রদৃষ্টান্তঃ তেজোবারিমৃদাং যথাবিনিময়ো ব্যত্যয়ঃ অন্যস্মিন্ অন্যাবভাসঃ। সযথাধিষ্ঠান সত্তয়া সত্যবৎ প্রতীয়তইত্যর্থঃ। তত্রতেজসিবারি বুদ্ধি র্মরীচিকায়াং প্রসিদ্ধা মৃদিচ কাচাদৌ বারিবুদ্ধি রিত্যাদি যথাযথমুহ্যং। যদ্বাতস্যৈব পরমার্থ সত্যত্ব প্রতিপাদনায় তদিতরস্য মিথ্যাত্ব মুক্তং। যত্রমৃষৈবায়ং ত্রিসর্গো নবস্তুতঃ সন্নিতি। যদ্বৈত্যনেন প্রাপ্ত মুপাধি সম্বন্ধং বারয়তি। স্বেনৈবধাম্না সহসানিরস্ত কুহকং কপটং যস্মিন্তং। তটস্থ লক্ষণমাহ। [জন্মাদীতি] অস্যবিশ্বস্য জন্মস্থিতি ভঙ্গং যতো ভবতি তং ধীমহি। তত্রহেতুঃ অন্বয়া দিতরতশ্চ অর্থেষু কার্য্যেষু পরমেশ্বরস্য সদ্রূপেণান্বয়াৎ অকার্য্যেভ্যঃ খপুষ্পাদিভ্য স্তদ্ব্যতিরেকাৎ। যদ্বা অন্বয় শব্দেনানুবৃত্তিঃ ইতর শব্দেনব্যাবৃত্তি অনুবৃত্তত্বাৎ সদ্রূপং ব্রহ্মকারণং মৃৎ সুবর্ণাদিবৎ। ব্যাবৃত্তত্বাৎ বিশ্বকার্য্যং ঘটকুণ্ডলাদিবৎ ইত্যর্থঃ। যদ্বাসাবয়বত্বা দন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং যদস্যজন্মাদি তদ্যতো ভবতীতি সম্বন্ধঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেনজাতা জীবন্তীত্যাদ্যা। স্মৃতিশ্চ।

যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদি যুগাগমে। যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে ইত্যাদ্যা।, তর্হিকিং প্রধানং জগৎ কারণত্বাৎ ধ্যেয় মভিপ্রেতং নেত্যাহ । অভিজ্ঞোযস্তং সঐক্ষত লোকান্নুৎ সৃজাম ইতি সইমান লোকান্ সৃজতেত্যাদিশ্রুতেঃ [ঈক্ষতের্নাশব্দ মিতিন্যায়াচ্চ। তর্হিজীবস্যান্নেত্যাহ স্বরাট্ স্বেনৈবরাজতে যস্তং স্বতঃ সিদ্ধজ্ঞান মিত্যর্থঃ। তর্হিকিং ব্রহ্মা। [হিরণ্যগর্ত্তঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্যজাতঃ পতিরেক আসীৎ ইতি শ্রুতেঃ] নেত্যাহ তেনে ইতি। আদিকবয়ে ব্রহ্মণেপি ব্রহ্মবেদং যস্তেনে প্রকাশিতবান্। [যোব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যোবৈবেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈতমিত্যাদিশ্রুতেঃ] নন্বব্রহ্মণোহ্ন্যতো বেদাধ্যয়নমপ্রসিদ্ধং সত্যং তত্তু হৃদা মনসৈবতেনে। অনেন বুদ্ধিবৃত্তি প্রবর্ত্তকেত্বেন গায়ত্র্যর্থোহপি দর্শিতঃ। বক্ষ্যতিহি। [প্রচোদিতা যেন পুরাসরস্বতী বিতন্বতা জস্য সতীং স্মৃতিংহৃদি। স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ সমেঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতা মিতি] নন্বব্রহ্মাসুপ্ত প্রতিবুদ্ধন্যায়েন স্বয়মেব বেদমুপলভতাং। নেত্যাহ। তদর্যস্মিন্ ব্রহ্মণি সূরয়োপি মুহ্যন্তি। তস্মাদ্ব্রহ্মণোপি পরাধীন জ্ঞানত্বাৎ স্বতঃ সিদ্ধজ্ঞানঃ পরমেশ্বর এবজগৎকারণং। অতএব সত্যঃ অসতঃ সত্তা প্রদত্তত্বাচ্চ পরমার্থ সত্য। সর্ব্বজ্ঞত্বেনচ নিরস্তকুহকঃ তংধীমহি ইতি গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মবিদ্যারূপ মেতৎ পুরাণ মিতি দর্শিতং। যথোক্তং মৎস্য পুরাণে পুরাণ দান প্রস্তাবে, [যত্রাধিকৃত্যাং গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ। বৃত্রাসুর বধোপেতং তদ্ভাগবত মিষ্যতে,] লিখিত্বাতচ্চযোদদ্যাৎ হেমসিংহ সমন্বিতং। প্রোষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং সযাতিপরমংপদং॥ অষ্টাদশ সহস্রাণি পুরাণং তৎ প্রকীর্ত্তিতং॥ পুরাণান্তরেচ, গ্রন্থোষ্টাদশ সাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধ সম্মিতঃ। হয় গ্রীব ব্রহ্মবিদ্যা যত্রবৃত্রবধস্তথা। গায়ত্র্যাচ সমারম্ভ স্তবৈ ভাগবতং বিদুরিতি] পদ্মপুরাণেচ অম্বরীষং প্রতি গৌতম বচনং। অম্বরীষ শুকঃ প্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু। পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয় মিতি] অতএব ভাগবতং নামান্য দিত্যপি নাশঙ্কনীয়ং॥ ১॥

স্বরূপতটস্থ এতদুভয় লক্ষণদ্বারা 'শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরম পুরুষের ধ্যান করিয়াছেন, অর্থাৎ সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের সত্যত্যের প্রমাণ, যথাশ্রুতিঃ(সত্যংজ্ঞান মনন্তং ব্রহ্মেতি) সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত ব্রহ্ম, তাঁহার নির্গুণত্বেকারণ এই যে, যিনি গুণাদিতে নির্লিপ্ত, যথাশ্রুতিঃ (সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাস-সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতঃ) সমস্ত ইন্দ্রিয়গুণাভাসকে গ্রহণ করিয়াও সর্ব্বেন্দ্রিয় বর্জ্জিত হয়েন, যেহেতু সত্ব রজঃ তমঃ এই মায়াগুণত্রয়, অর্থাৎ ভূতেন্দ্রিয় দেবতারূপ অসত্য হইয়াও যাঁহার সত্বাকে অবলম্বন করিয়া সত্যের ন্যায় প্রতিভাপাইয়াছে তিনিই সত্য, যদ্রূপ তেজঃমৃত্তিকা জলাদির বিনিময়ে দ্রব্যান্তরজ্ঞান, অর্থাৎ মিথ্যা হইয়াও অন্যান্যাভাসের প্রতীতি, যথা রজ্জুতে সর্পভ্রম, বস্তুত্বে সর্প মিথ্যা, কিন্তু রজ্জুর সত্যতা প্রযুক্ত তাৎকালিক সর্প ভ্রমেরও সত্যবৎ প্রতীতি হয়, তেজঃ পদার্থে জলবুদ্ধি, অর্থাৎ হিমাবসানে রবিকরণে জলভ্রম, যাহাকে মৃগতৃষ্ণা বলিয়া আখ্যাত করে, এবং মৃত্তিকাদিতে কাচ বুদ্ধি, ফলিতার্থ তেজোমৃত্তিকাদি সত্য তদবলম্বনে জলকাচাদি মিথ্যা হইয়াও সত্যের ন্যায় প্রতিভাপায়, তদ্বৎমায়া গুণ বিশিষ্ট বিশ্বকে ত্রিসর্গ বলে, ঐ বিশ্ব মিথ্যা হইয়াও এক চৈতন্য সত্বাকে অবলম্বন করিয়া সত্যের ন্যায় প্রতিপন্ন হইতেছে, স্বরূপতঃ দৃশ্যজাত বস্তু মাত্রই মায়ারকার্য্য, সুতরাং এক ঈশ্বরের সত্যত্ব প্রতিপাদন নিমিত্তে (ইতর) শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনিই সত্য, তদিতর বস্তু মাত্রই মিথ্যা, অনন্তর, স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান স্বরূপ আত্মা এতজ্জন্য,

(অর্থেষু অভিজ্ঞঃ স্বরাট,) শব্দ প্রয়োগ হয়, অর্থাৎ আত্মাই সকল কার্য্যের কারণ, যিনি সকলের প্রকাশক তৎ প্রকাশক বস্তুন্তরাভাব, (ধাম্নাস্বেনসদানিরস্তকুহক মিতি) শব্দে স্বীয়-ধাম দ্বারা অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপতা লক্ষণদ্বারা সমস্ত কুহক (কপটযুক্ত মায়ার কার্য্য) নিরস্ত হয়, স্বীয়ধামপদে (তদ্বিষ্ণুর পরম পদ) অর্থাৎ ব্রহ্মৈকত্ব প্রাপ্ত জগদ্বস্তুতে পৃথক্ জ্ঞানের অবসান হয়।

তটস্থ লক্ষণে (জন্মাদ্যস্যযত ইতি) এতদ্বিশ্ব সংসারের উৎপত্তি স্থিতি ভঙ্গ, যদ্দ্বারা হইতেছে, তিনিই সত্য, তাঁহা-কেই ধ্যান করি, পুনঃ কি ভূত, "না" পরমেশ্বরঃ [অন্বয়াৎ] অর্থাৎ সমস্ত কারণ স্বরূপ পরমেশ্বরের সদ্রূপ হইতে এই বিশ্বকার্য্যের ক্রমান্বয়ে রচনা হয়, অর্থাৎ ঈশ্বর কামনা করিলেন আমি অনেক হইব ইহা শ্রুতিতে সংবাদ আছে যথা আত্মা হইতে প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে মহানতত্ব, মহর্ত্তত্ব হইতে অহংতত্ত্ব, অহংতত্ত্ব হইতে বৈকারিক, তৈজসঃ, তামস, তম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ুঃ, বায়ু হইতে তেজঃ তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, বৈকারিক ইন্দ্রিয় সর্গাদি এক ঈশ্বর হইতে ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পায়, যদিও ঈশ্বর হইতে ভিন্নবোধ হয় হউক তথাপি স্রুক্সূত্রের ন্যায় অর্থাৎ মাল্য গ্রন্থনবৎ তাঁহাতে সংগ্রথিত আছে, এই অন্বয় ব্যাখ্যানন্তর [ইতরতঃ] শব্দে কার্য্যের পৃথকত্ব প্রতিপত্তি অর্থাৎ আত্মা হইতে ভিন্নং রূপে কার্য্যের উৎপত্তি, স্বরূপতস্তু, তদ্ব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তির সম্ভব হয় না, যদ্রূপ আকাশের

পুষ্পাদি অসম্ভব, তদ্রূপ পরমেশ্বরের সদ্রূপান্বয় ব্যতিরেকে বিশ্বকার্য্যের অসম্ভব হয়, যথা স্মৃতিঃ (সিসৃক্ষুরাদৌভগবান্ নির্গুণঃ সগুণোভবেদিতি) সৃষ্টি করণেচ্ছু ভগবান্ নির্গুণ হইয়াও সৃষ্টির প্রথমে সগুণ হয়েন, এতদর্থে নির্গুণ হইতে সৃষ্টি কার্য্যের সম্ভব হইতে পারে না, অন্বয় শব্দে অনুবৃত্তিঃ, অর্থাৎ আত্ম সংযোগে কার্য্যোৎপত্তি, ইতর শব্দে ব্যাবৃত্তিঃ, অর্থাৎ পৃথক্ রূপে সৃষ্টি কার্য্যের বিস্তার, ফলিতার্থ এক আত্মাই সমস্ত কার্য্যের কারণ হয়েন, যথা (মৃৎ সুবর্ণাদিবৎ) এই বিশ্বকার্য্যের রচনা, অর্থাৎ হারকেয়ূর কঙ্কণ কটিসূত্র কিরীট কুণ্ডলাদি উপাধি এক সুবর্ণের হয়, বাস্তব আভরণ উপাধিত্যাগে সত্য সুবর্ণই থাকে, তদ্রূপ এক মৃত্তিকাতে ঘটসরাবাদি উৎপত্তি, ঘটাদিভঙ্গে মৃত্তিকার নাশ হয় না, এইরূপ আত্মার সত্বায় বিশ্বকার্য্যের রচনা, তৎভঙ্গে কারণ স্বরূপ আত্মাই সত্য থাকেন, যথা শ্রুতিঃ (যতোবাইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেনজাতা জীবন্তীতি) যাহা হইতে এই সকল জীব জন্মিতেছে, যাহাতে অবস্থিতি করিয়া যাহাতে লয় পাইতেছে, তিনিই সকলের কারণ সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম, তথাচ স্মৃতিঃ (যতঃ সর্ব্বানি ভূতানি ভবন্ত্যাদি যুগাগমে। যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে) সৃষ্টির প্রথমে যাহা হইতে জীব সকল উৎপন্ন হয়, যাহাতে অবস্থান করতঃ পুনঃ প্রলয়াবস্থাতে যাহাতে লয়কেপায়, সেই সত্য সকলের কারণ, (অর্থেষু) অর্থাৎ বিশ্বকার্য্যে তৎকারণত্ব প্রতি যদ্যপি এমৎ আপত্তি কর, যে পরমাত্মার নির্গুণত্ব প্রযুক্ত বৈষম্যাচার রহিত, সৃষ্টি

কার্য্যের প্রতি বৈষম্যাচরণ অবশ্যই মান্য করিতে হইবে, যিনি শুভাশুভ কোন কার্য্যকে জানেন না, তাঁহাকে কারণ স্বরূপে মান্য করিবার প্রয়োজনাভাব, উত্তর, আত্মা কোন কার্য্যে অনভিজ্ঞ নহেন, শুদ্ধ স্বভাবদ্বারা বিশ্বকার্য্যের উৎপত্তি হইতেছে এমৎ তাৎপর্য্য নহে, তিনি সর্ব্বকার্য্যে [অভিজ্ঞ] অর্থাৎ সকল কার্য্যকে জানিয়া সর্জ্জন করেন, যথা শ্রুতিঃ (সঈক্ষতলোকান্নুৎসৃজাম) ইতি (সইমান্ লোকান্ সৃজতেত্যাদি) অর্থাৎ তিনি ঈক্ষণদ্বারা এই বিশ্বসৃষ্টি করিতে কামনা করিয়াছিলেন, এবং বুদ্ধ্যালোচিত হইয়া বিশ্বোৎপাদন করিয়াছেন, (ঈক্ষতের্না শব্দ) ইতি বেদান্ত সূত্র ন্যায়েতে তাঁহাকে সর্ব্ব কার্য্যাভিজ্ঞ কারণ স্বরূপে মানিয়াছেন (স্বরাট) শব্দে স্বীয় ভাসাতেই দীপ্তিমান্ যাঁহাকে অন্যে প্রকাশ করিতে পারে না, অর্থাৎ স্বয়ম্প্রকাশ, ইত্যর্থে স্বতঃ সিদ্ধজ্ঞান স্বরূপ হয়েন, যদ্যপি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে স্বতঃ সিদ্ধ জ্ঞানবান্ বলিয়া মান্য করে, তন্নিবারণার্থ (তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদি কবয়ে) এতৎ শব্দ প্রয়োগ হয়, অর্থাৎ যিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, যথা শ্রুতিঃ (হিরণ্যগর্ব্ভ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ) হিরণ্যগর্ব্ভ * ব্রহ্মা, যিনি সকলের অগ্রে উৎপন্ন হন, বিস্বস্থ জীবের এক ঈশ্বর, সুতরাং স্বতঃ সিদ্ধজ্ঞান স্বরূপে ব্রহ্মাকে শ্রুতি সংবাদ করেন

---

* হিরণ্যগর্ব্ভ, অর্থাৎ তেজঃ পরিপূর্ণ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণাদেব যাঁহার উদরস্থ এই ব্রহ্মাণ্ড, কারণ স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বিধায় হিরণ্যগর্ব্ভ শব্দে কার্য্য ব্রহ্মব্রহ্মাকে বুঝায়।

নাই, সকলের অগ্রে জন্মা ব্রহ্মা তাঁহাকে পরমাত্মা ব্রহ্ম বিদ্যা প্রদান করিয়াছেন ইহাই শ্রুতিতে কহেন যথা (যোব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যোবৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ ইতি) যিনি ব্রহ্মাকে সকলের অগ্রে উৎপন্ন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে বেদ প্রদান করেন, তিনিই স্বতঃ সিদ্ধজ্ঞান স্বরূপ আত্মা জগতের আদি কারণ হয়েন, ফলিতার্থ ইহাতে সামান্য জীববৎ ব্রহ্মার উৎপত্তি এমৎ অভিপ্রায় নহে, শুদ্ধ কার্য্যানুরোধে ব্রহ্মের রূপান্তর গ্রহণমাত্র, যেহেতু অন্যের নিকট ব্রহ্মার বেদাধ্যয়ন অপ্রসিদ্ধঃ এতন্নিমিত্ত তন্মীমাংসা করিয়া (তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদি কবয়ে) কহিয়াছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মার মনে স্বরূপ লক্ষণা বেদস্মৃতি প্রদান করিয়াছিলেন, নচেৎ সমান্য জীববৎ ব্রহ্মা কোথাও অধ্যয়ন করেন নাই। অনন্তর জগদীশ্বরের বুদ্ধিবৃত্তি প্রবর্ত্তকত্বে গায়ত্র্যর্থ প্রদর্শন করাইতেছেন, যথা (প্রচোদিতা যেনপুরা সরস্বতী বিতন্বতাজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি। স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ সমেঋষীণা মৃষভঃ প্রসীদতামিতি) পূর্ব্বে প্রলয়াবস্থাতে প্রসুপ্ত ব্রহ্মার প্রতিবোধে পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ স্বলক্ষণা বেদস্মৃতিকে তাঁহার মনে যিনি প্রদান করিয়াছিলেন, তিনিই সকল ঋষি শ্রেষ্ঠ, বেদবেদ্য পরমেশ্বর প্রসন্ন হউন, ঋষি শব্দে মুনি বিশেষ নহে, যিনি [একোগম্য] তিনিই ঋষিপদের বাচ্য হয়েন, দুরবগাহত্ব প্রযুক্ত বেদার্থ গ্রহণে জ্ঞানীরাও মুগ্ধ হন, একারণ [মুহ্যন্তিযৎ স্বরয়ঃ] এই বাক্যের উক্তি আছে,

সুতরাং বিশ্বরাজ্য মধ্যে জগৎ স্রষ্টা ব্রহ্মাবধি জীব পর্য্যন্ত কেহই স্বতন্ত্র নহেন, স্বতঃ সিদ্ধজ্ঞান স্বরূপ এক পরমাত্মাই জগৎ করাণ হয়েন, [তেজো বারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোমৃষা] অন্য বস্তুতে অন্য বস্তুর আভাসের নাম তদ্বিনিময়, অর্থাৎ যেরূপ তেজে জলভ্রম, মৃত্তিকাতে কাচ-ভ্রম, সেই রূপ অসত্য বিশ্বেসত্যভ্রম, সত্ব রজঃতমঃ এই মায়া গুণত্রয়, অর্থাৎ ভূতেন্দ্রিয় দেবতা রূপ অসত্য হইয়াও যাঁহার সত্বাকে অবলম্বন করিয়া সত্যের ন্যায় প্রতিভাপাইয়াছে, তিনিই সত্য, যদ্রূপ তেজঃ মৃত্তিকা জলা-দির বিনিময়ে দ্রব্যান্তর জ্ঞান, অর্থাৎ মিথ্যা হইয়াও অন্যা-ন্যাভাসের প্রতীতি, যথা রজ্জুতে সর্পভ্রম, বস্তুতঃ সর্পমিথ্যা রজ্জুর সত্যতা প্রযুক্ত তাৎকালিক সর্প ভ্রান্তিরও সত্যবৎ প্রত্যয় হয়, তেজঃপদার্থে জলবুদ্ধিঃ, অর্থাৎ হিমাবসানে প্রখরতর রবি কিরণে জলভ্রম, যাহাকে মৃগতৃষ্ণা বলিয়া আখ্যাত করে, এবং মৃত্তিকাদিতে কাচবুদ্ধি, ফলিতার্থ তেজো মৃত্তিকাদি সত্য কিন্তু তাৎকালিক তদবলম্বনে জল-কাচাদি জ্ঞান মিথ্যা হইয়াও সত্যের ন্যায় প্রতিভাপায়, তদ্বৎ মায়াগুণ বিশিষ্ট বিশ্বকে ত্রিসর্গ বলে, অর্থাৎ এই বিশ্ব মিথ্যা হইয়াও এক চৈতন্য সত্বাকে অব-লম্বন করিয়া সত্যের ন্যায় প্রতিপন্ন হইতেছে, [ধাম্নাস্বেন সদা] স্বীয়ধাম পদে তদ্বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ ব্রহ্মৈকত্ব প্রাপ্তে তদ্দ্বারা জগদ্বস্তুতে পৃথক্ জ্ঞানের অবসান হয়, অত-

এব সেই সত্য, যিনি অসত্যের সত্যতা প্রদান করেন, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা নিমিত্ত শ্লোক মধ্যে [নিরস্ত কুহক] বলিয়া অর্থাৎ সম্যক কপটশূন্য এক সত্য পরমেশ্বরকে ধ্যান করিয়াছেন।

অনন্তর, গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মবিদ্যা রূপ অর্থাৎ বেদ স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রকে ব্যাখ্যাকরেন, অর্থাৎ বেদের প্রতিপাদ্য যে ভগবান্, ভাগবতেরও প্রতিপাদ্য সেই ভগবান্ হয়েন, যথোক্তং মৎস্য পুরাণে, গায়ত্রীকে অধিকৃত করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ধর্ম্মবর্ণন করেন, অর্থাৎ বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য বৃত্রাসুর বধ, যাহা ঋগ্বেদের বাসবীঋক্ মধ্যে সম্যক্ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই বৃত্রাসুর বধের আখ্যান সংযুক্ত শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদস্বরূপ গ্রহণে উক্ত পুরাণে লেখেন (বৃত্রাসুর বধো পেতং তদ্ভাগত মিষ্যতে। লিখিত্বা তচ্চ যোদদ্যাৎহেমসিংহ সমন্বিতং। প্রৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং সযাতি পরমং পদং। অষ্টাদশ সহস্রাণি পুরাণং তৎ প্রকীর্ত্তিতং।) স্বর্ণ সিংহ সহিত ভাদ্রপদমাসে পৌর্ণমাসিতে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক পূর্ণিত যাহাতে বৃত্রাসুর বধোপাখ্যান আছে, সেই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ দান করিলে বেদ প্রদানতুল্য ফল হয়, অর্থাৎ দেহাবসানে উক্ত পুরাণ দাতা ব্যক্তি পরম পদে গমন করেন, পুরাণান্তরেচ। [গ্রন্থোষ্টাদশ সাহস্রোদ্বাদশ স্কন্ধ সম্মিতঃ। হয় গ্রীব ব্রহ্ম বিদ্যা যত্র বৃত্রবধ স্তথা।। গায়ত্র্যাচ সমারম্ভ স্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ] অষ্টাদশ সহস্রশ্লোক দ্বাদশ স্কন্ধযুক্ত

* হয় গ্রীব ব্রহ্ম বিদ্যা অর্থাৎ হয় গ্রীব কর্তৃক হৃতবেদ যাহাতে বৃত্রাসুর বধ, এবং সর্ব্বারাম্ভে গায়ত্র্যর্থ বিস্তার, তাহাকেই ভাগবত বলিয়া জ্ঞানীরা জানিয়াছেন, অপিচ পদ্মপুরাণে অম্বরীষরাজাকে গৌতম কহিয়াছেন, (অম্বরীষ শুক প্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু। পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়ং।) হে মহারাজ অম্বরীষ, যদ্যপি জন্ম বন্ধ পরিমুক্ত হইতে ইচ্ছা হয়, তবে নিত্য ভাগবতপুরাণ শ্রবণ, অথবা স্বমুখে পাঠ করহ।

ধ্যায়েম শব্দে শ্রীধর স্বামী শিষ্যাভিপ্রায়ক বহু বচনের দোষ মার্জ্জনা করেন, অর্থাৎ বহু শিষ্যাভিপ্রায়ে কহেন এতদ্ভাগবত ভিন্ন ভাগবত নামে অন্য পুরাণ আছে এমৎ আশঙ্কা কেহ করিহ না।

অনন্তর, ভাগবত মতানুসন্ধায়িদিগের অভিপ্রেত সিদ্ধ্যর্থে প্রথম শ্লোকে ভগবদবতার প্রসঙ্গে স্বরূপাভিপ্রায় প্রকাশ করেন, নচেৎ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ভগবল্লীলা বর্ণন প্রস্তাবে নির্গুণত্ব বর্ণনে বেদব্যাস গোস্বামীর প্রয়োজন কি ছিল, যেহেতু স্বকৃত বেদান্তাদি শাস্ত্রে নির্গুণ ব্রহ্মবর্ণনের কি অপেক্ষা রাখিয়াছেন, ফলিতার্থ, শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের

* যে কালে বিষ্ণুরনাভিপদ্মে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মা স্বমুখ কমল হইতে বেদ প্রকাশ করেন তৎকালে তদন্তিকে থাকিয়া হয় গ্রীব নামা অসুর তাহা হরণ করিয়ালয়, পরে মৎস্যাবতারে ভগবান্ তাহাকে নষ্ট করিয়া বেদের উদ্ধার করেন।

মঙ্গলাচরণ শ্লোকে সংপ্রদায়ানুসারে সগুণ নির্গুণ উভয় মত ব্যাখ্যা করেন, অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত উভয়বাদীর মত রক্ষা করিয়াছেন, তথাপি অস্মদাদির মতঃপ্রসিদ্ধ ভগবানের জন্মাবধি কংসবধ পর্য্যন্ত উক্ত শ্লোকে সুবর্ণিত হইয়াছে, (জন্মাদ্যস্যেতি) ভগবানের জন্মাদি, অর্থাৎ আদি পদে দৈবকী বিবাহ কীর্ত্তিমন্তাদি ষট পুত্রের বিনাশ, বলদেবাবির্ভাব, শ্রীকৃষ্ণ জন্ম,(যতোন্বয়াৎ) শব্দে যতঃহেতো অনু অগ্রঃ, অর্থাৎ জন্মানন্তর মথুরা হইতে গোকুলাভি গমন,(অর্থেষু) "অসুর বধাদিষু কার্য্যেষু" অর্থাৎ অসুর বধাদি কার্য্যে (অভিজ্ঞ) স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান্, নচেৎ দশম দিবসীয় অজ্ঞান বালক হইতে কিরূপে পূতনাদি বধ সম্ভব হয়, সুতরাং সকল কার্য্যে অভিজ্ঞ বটেন, পূতনা, তৃণাবর্ত্ত, শকট, বৃষ, বৎস, ধেনুকাঘ বক প্রলম্ব কেশী প্রভৃতি অসুর বধ আখ্যাত হইয়াছে, (স্বরাট্) শব্দে রাসাদি মাধুর্য্য লীলাবর্ণন, যথা "স্বৈর্গোপী জনৈরাজতে" অর্থাৎ স্বীয়াশক্তি গোপীগণের সহিত বিরাজমান হইয়াছেন, এতদর্থে স্বতঃ সিদ্ধজ্ঞান কদাপি পরতন্ত্র নহেন,(তেনেব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে) ইত্যর্থে ব্রহ্মমোহন ব্যাখ্যা হয়, আদিকবি ব্রহ্মা যাঁহার হৃদয়ে স্বলক্ষণা বেদস্মৃতি প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মা গোকুলাবতারে স্বরূপ বিভ্রম চিত্তে কৃষ্ণে নিরীশ্বর আপনাকে স্বতঃ সিদ্ধজ্ঞান করিয়াছিলেন, তন্নিরাসার্থ ব্রহ্ম হৃদয়ে পুনঃ স্বরূপ জ্ঞান প্রদত্ত হয়েন, (মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ) ইহাতে যজ্ঞ পত্নীগণের অন্নভিক্ষা প্রস্তাবে ঋষিগণকে প্রমোহিতকরেন,

(তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়) এতৎ প্রয়োগে দাবানল পান বরুণাদির দর্প ভঙ্গ হয়, (যত্র ত্রিসর্গোঽ মৃষেতি) বদনে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাইয়াছেন, অর্থাৎ সত্ব রজ তম এত্ ত্রিগুণ বিষয়ক মিথ্যা হইয়াও যাঁহাকে অবলম্বন করতঃ সত্যবৎ প্রতীত হইয়াছে, বস্তুতস্তু যশোদাকে প্রবোধ দেন যে আমিই সত্য আমা ভিন্ন বস্তু মিথ্যা, আমি যে মৃত্তিকা ভোজন করিয়াছি এ অত্যন্ত অসম্ভব, যেহেতু আমিই জগদ্রূপে ব্যাপ্তময় আমা হইতে মৃত্তিকা স্বতন্ত্র বস্তু নহে, (ধাম্নাস্বেনসদা নিরস্তকুহক মিতি) শব্দার্থে শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্ম হইতে সমস্ত কুহক নিরস্ত হয়, অর্থাৎ সকল মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, অপর কুহক শব্দে কপটশীল ব্যক্তি সকল শ্রীকৃষ্ণ হইতে অবসন্ন হইয়াছে অথবা (কু) শব্দে পৃথিবী, তাহাকে আঘাত যে করে তাহার নাম (কুহ) সুতরাং কুহ শব্দে (কংস) (কং) শিরঃ, অতএব কংসের মস্তক নিরস্ত যাহা হইতে হয় তাঁহার নাম (নিরস্ত কুহক) যথোক্তং ভবিষ্য পুরাণে (পুরাবসুন্ধরাহাসীৎ কংসারাধন তৎপরা, স্বাধিকার প্রমত্তেন কংস দূতেন তাড়িতা) পূর্ব্বে কংস কর্ত্তৃক অধিকৃতা ধরণী কংসের বশে ছিলেন, স্বাধিকার মদমত্ত কংস দূত কর্ত্তৃক তাড়িতা হয়েন, এতজ্জন্য কুহ শব্দে কংসকে বুঝাইয়াছে, এবম্ভূত নিরস্ত কুহক শ্রীকৃষ্ণাখ্য সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের ধ্যান করি, তৎসত্যত্বের কারণ পুরাণান্তরে (অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনমিতি) যদ্রূপ তৈত্তিরীয়া শ্রুতিতে (সত্যং জ্ঞান

মনন্তং ব্রহ্মেতি) কহিয়াছেন; তৎ সমন্বয়ে পুরাণেও সত্য স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ব্যাখ্যা করেন, অতএব পরব্রহ্ম বিশেষণে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই এক বিশেষ্য হইয়াছেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ রূপ ধ্যানই পরমমঙ্গলাস্পদ এবং মোক্ষ প্রাপণের হেতুভূত।

ইদানীং শ্রোতৃ প্রবর্ত্তনায় শ্রীভাগবতস্য কাণ্ডত্রয় বিষয়েভ্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়তি ধর্ম্ম ইতি।

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং বেদ্যং বাস্তব মত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং। শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনি কৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥ ২॥

অত্র শ্রীমতি সুন্দরে ভাগবতে পরমোধর্ম্মোনিরূপ্যতে। পর মত্ত্বেহেতু প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভি সন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপিনিরস্তঃ। কেবলমীশ্বরারাধন লক্ষণোধর্ম্মোনিরূপ্যতে। অধিকারিতোপিধর্ম্মস্য পরমত্বমাহ। নির্ম্মৎসরাণাং পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরঃ তদ্র-হিতানাং সতাং ভূতানুকম্পিনাং। এবং কর্ম্মকাণ্ড বিষয়েভ্যঃ শাস্ত্রেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যমুক্তং। জ্ঞানকাণ্ড বিষয়েভ্যোপি শ্রৈষ্ঠ্যমাহ বেদ্যমিতি বাস্তবং পরমার্থভূতং বস্তুবেদ্যং। নতুবৈশেষিকাণামিব দ্রব্য গুণাদি রূপং। যদ্বাবাস্তব শব্দেন বস্তুনোংহং শোজীবঃ বস্তুনঃ শক্তির্মায়াচ বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চতৎ সর্ব্বং বস্ত্বেবনততঃ পৃথগিতি। বেদ্যং অযত্নে নৈবজ্ঞাতুং শক্যমিত্যর্থঃ। ততঃ কিমত আহ শিবদং পরমসুখদং। কিঞ্চ আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়োন্মূলনং চ। অনেনজ্ঞান কাণ্ড বিষয়েভ্য

ৈশ্রেষ্ঠ্যং দর্শিতং। কর্ত্তৃত্বেপি ৈশ্রেষ্ঠ্যমাহ মহামুনিঃ শ্রীনারায়ণঃ তেন প্রথমং সংক্ষেপতঃ কৃতে। দেবতাকাণ্ডগত ৈশ্রেষ্ঠ্যমাহ পরৈঃ শাস্ত্রৈঃ তদুক্তসাধনৈর্ব্বা ঈশ্বরোহৃদি কিম্বা সদ্যত্রবাবরুধ্যতে স্থিরী ক্রিয়তে। বাশব্দঃ কটাক্ষে। কিন্তু বিলম্বেন কথঞ্চিদেব অত্রতু শুশ্রূষুভিঃ শ্রোতুমিচ্ছুভিরেব তৎক্ষণা দেবাবরুধ্যতে। নম্বুই দমেব তর্হিকিমিতি সর্ব্বেন শৃণ্বন্তিতত্রাহ কৃতিভিরিতি শ্রবণেচ্ছাত্ত পুণ্যৈর্বিনানোৎ পদ্যতইত্যর্থঃ। তস্মাদত্রকাণ্ড ত্রযার্থস্য চ যথাবৎপ্রতি পাদনাৎ ইদমেব সর্ব্ব শাস্ত্রেভ্যঃ ৈশ্রেষ্ঠ্যং অতোনিত্যমেতদেব শ্রোতব্য মিতি ভাবঃ॥ ২॥

প্রথম মঙ্গলাচরণে জন্মাদ্যস্যশ্লোক, তদর্থব্যাখ্যাকরণানন্তর ইদানীং শ্রোতাগণের প্রবৃত্তি নিমিত্ত কাণ্ডত্রয় বিশিষ্ট অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ডাদি বিষয়যুক্তবিধায় অন্যান্য সকল শাস্ত্র হইতে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব জানাইতেছেন। (ধর্ম্ম) ইতি।

পরম শ্রীযুক্ত অতি সুন্দর শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে সর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষা যে ধর্ম্ম পরম, সেই ধর্ম্মকে নিরূপণ করিয়া কহিয়াছেন, তৎপরমত্বেকারণ এই যে (প্রোজ্ঝিত) যে শাস্ত্র হইতে প্রকৃষ্টরূপে উজ্ঝিত কৈতবধর্ম্ম, অর্থাৎ ফলাভিসন্ধি লক্ষণ কপটধর্ম্ম যাহা হইতে এককালে নিরাস হইয়াছে, (পরমঃ) তৎ শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মই পরম ধর্ম্ম, প্রশব্দে জ্ঞানকাণ্ড প্রতিপাদ্য নিরতিশয় যে বিদেহ মোক্ষ অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তি, তাহাকেও নিরাস করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে কেবল এক ঈশ্বরারাধনকেই পরম ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন, অধিকারিত্ব বিষয়ে ধর্ম্মের পরমত্ব অঙ্গীকার আছে, অর্থাৎ আপন২ অধিকারোক্ত ধর্ম্মকে সকলেই পরম ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন, থাকুন,

তাহা কে নিবারণ করে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সর্ব্ববাদী সম্মত যে সেবা ধর্ম্মই পরম ধর্ম্ম তাহার প্রতি কোন আপত্তি নাই, যথা (নির্ম্মৎসরাণাংসতাং মিতি) পরোৎকর্ষা অসহনের নাম মৎসর, তাহা নাই যাহাদ্বের তাহাকে নির্ম্মৎসরকহে, এবং সর্ব্ব জীবানুকম্পীর নাম সাধু, এবম্ভূত নির্ম্মৎ সরসাধু ব্যক্তি দিগের অর্থাৎ জীবন মুক্ত পুরুষেরদের বেদ্য ভাগবতোক্ত পরমধর্ম্ম, সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডাদি লক্ষণান্বিত শাস্ত্র হইতে ভাগবতেরি শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, (বেদ্যং বাস্তবমিতি) পরমার্থভুত বস্তুবেদ্য, এতৎ বস্তু শব্দে বৈশেষিক মতে গুণ-রূপাদি দ্রব্য বিশেষ নহে, অর্থাৎ পরমেশ্বরভিন্ন জগতে পৃথক্ বস্তু নাই, সর্ব্বত্রে ভগবদ্ভারোদয়কে বেদ্যবস্তুরূপে কহিয়া-ছেন, যেহেতু ব্রহ্ম নিরূপণ কষ্টসাধ্য অর্থাৎ অনেক আয়াসদ্বারা যে পরমাত্ম তত্ত্বকে জানিতে পারে না, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত পরমধর্ম্ম গ্রহণে অনায়াসে জানাযায়, পুনঃকিম্ভূত, না, (শিবদং) পরমসুখদ, অর্থাৎ জন্ম মরণাদি কোন দুঃখের অনুভব করিতে হয় না, ইত্যর্থে জ্ঞানকাণ্ড হইতেও পরম শ্রেষ্ঠ, অতঃকীদৃশঃ; না (তাপত্রয়োন্মূলনং) অর্থাৎ দেহ সম্বন্ধভূত * তাপত্রয় নিবারক, অনন্তর, কর্ত্তৃত্বে শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকরেন, (মহামুনিকৃতে) অর্থাৎ মহামুনি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে. ইহাতে ব্যাসোক্তি অপ্রসিদ্ধা যেহেতু মহাজ্ঞানী

---

* আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, অর্থাৎ মানসতাপ, ও ভূত সম্বন্ধি শারীরকতাপ, বাতবজ্রাগ্নিদ্বারা আধিদৈবিকতাপ।

বেদব্যাস আত্ম প্রশংসা সূচক আপনাকে কি মহামুনি বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, এমত নহে, সুতরাং মুনিশব্দের ব্যাখ্যায় জ্ঞানবানকে বুঝায়, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর নাম মহামুনি, তদর্থে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান স্বরূপ পরমত্মা নারায়ণকেই এস্থলে মহামুনি বলিয়া বেদব্যাস উক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ নারায়ণই সংক্ষেপতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের কল্পনা করেন, এতৎ পুরাণ নিত্য সিদ্ধ, (কিম্বা পরৈরীশ্বর) অর্থাৎ প্রাকৃত ব্যক্তি হইতে রচিত নহে, আদৌনারায়ণ ব্রহ্মাকে কহেন, ব্রহ্মা নারদকে উপদেশ করেন, নারদ, মহর্ষিবেদব্যাসকে দেন, এতৎক্রমে পৃথিবীতে শ্রীমদ্ভাগবতের অবতরণ হয়, যদ্রূপ ঈশ্বর নির্ম্মিত অপৌরুষেয় বেদ, তদ্রূপ ঈশ্বর নির্ম্মিতত্ব প্রযুক্ত ভাগবতেরও অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, দেবতাদিগের শ্রোতব্য, ইত্যর্থে দেবকাণ্ড হইতেও শ্রেষ্ঠ, এতদর্থে দেবতাদিগের উপাসনা ও কর্ম্মকণ্ডাদির ফল মোঘ অর্থাৎ ব্যর্থ এমত নহে, যেহেতু কর্ম্মকাণ্ডাদি উপাসনায় বহুকালানন্তরে হৃদয়ে দেবতার স্বরূপ প্রতিভাসমান হয়,(সদ্যোহৃদ্যবরুধ্যতেত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ) কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণমাত্রেই হৃদয়ে ভগবান অবরুদ্ধ হয়েন, অর্থাৎ ভাগবত ধর্ম্মপ্রভাবে ঈশ্বর জ্ঞানের স্থিরীকৃত হয়, (বা) শব্দে বিলম্ব প্রতি কটাক্ষ করিয়া তৎশঙ্কানিরাস করিয়াছেন, যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ শ্রবণানন্তরের অপেক্ষা নাই, শ্রবণেচ্ছামাত্রেই হৃদয়ে ভগবান অবরুদ্ধ হয়েন আর কোনমতেই অন্তর হইতে পারেন না, ইহাতে এরূপ আশঙ্কা হয়, যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণেচ্ছা প্রতি

পূর্ব্ব পুণ্যের বিস্তর অপেক্ষা করে, নচেৎ সর্ব্বসাধারণেরই ভাগবত শ্রবণেচ্ছা জন্মিতে পারিত, এতদর্থে কর্ম্মকাণ্ডাদির বৈফল্য নিরাস করতঃ অবশ্য করণীয়রূপে উক্ত করিয়াছেন, যেহেতু ভাগবত শ্রবণেচ্ছা প্রতি সাধন চতুষ্টয়কে কারণ মানিয়াছেন, অর্থাৎ কর্ম্ম, ভক্তি, যোগ, জ্ঞান এই সাধন চতুষ্টয়ার্থে শমদম আসন প্রাণায়ামাদি, সুতরাং নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সম্পাদন করণানন্তর চিত্তশুদ্ধি হইলে পর ভাগবত শ্রবণেচ্ছা জন্মে, তন্নিমিত্ত সর্ব্ব শাস্ত্র হইতে ভাগবত শাস্ত্রকে শ্রেষ্ঠত্বরূপে পরিগ্রহণ করেন। এতদ্ভাগবত প্রশংসা শ্রবণে যে অন্যান্য শাস্ত্র বিফল, বা, একালেই তৃণতুল্য পরিত্যজ্য এমত তাৎর্য্য নহে, ফলিতার্থ যথা বিহিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মপরায়ণ হইয়া ভাগবত শ্রবণ করিলে ভগবৎ প্রাপ্তি, অন্যথা অসদাচারির চিত্ত ভূমিতে কদাপি ভগবদ্ভক্তি বীজাঙ্কুরিত হইতে পারে না।

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রব সংযুতং। পিবতভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহোরসিকা ভুবিভাবুকাঃ ॥ ৩ ॥

ইদানীন্তু নকেবলং সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বাদস্য শ্রবণং বিধীয়তে অপিতু সর্ব্বশাস্ত্র ফলরূপমিদং অতঃপরমাদরেণ সেব্যমিত্যাহ নিগমেতি। নিগমোবেদঃসএবকল্পতরুঃ সর্ব্ব পুরুষার্থোপায়ত্বাৎ তস্য ফলমিদং ভাগবতং নাম তত্তুবৈকুণ্ঠ গতং নারদেনানীয়মহ্যং দত্তং ময়াচ শুকস্যমুখে নিহিতং তচ্চতন্মুখাদ্ভুবিগলিতং শিষ্য প্রশিষ্যাদিরূপ

পল্লব পরম্পরয়াশনৈরখণ্ডমেবাবতীর্ণং নতুচ্চ নিপাতেনস্ফুটিত মিত্যর্থঃ। এতচ্চ ভবিষ্যদপি ভূতবন্নির্দিষ্টং। অনাগতাখ্যানে নৈবাস্য শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তেঃ। অতএবামৃতরূপেণ দ্রবেণ সংযুতং। লোকেহিশুকমুখস্পৃষ্টং ফলমমৃত মিবস্বাদু ভবতীতি প্রসিদ্ধং। অত্রশুকোমুনিঃ অমৃতং পরমানন্দঃ সএবদ্রবোরসঃ। রসোবৈ রসংহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতীতিশ্রুতেঃ। অতঃহেরসিকারসজ্ঞাঃ তত্রাপিভাবুকা রস বিশেষ ভাবনাচতুরাঃ অহোভুবিগলিতমিতি অলভ্যলাভোক্তিঃ ইদং ভাগবতং নামফলং মুহুঃপিবতনন্বত্বগষ্ট্যাদিকং বিহায়ফলাদ্রসঃ পীয়তে কথং ফলমেবপাতব্যং তত্রাহরসং রসরূপং অতস্ত্বগষ্ট্যাদেহেয়াংশসস্যাভাবাৎফলমেবকৃৎস্নং পিবত। অত্রচরসতাদাত্ম্য বিবক্ষয়ারসবত্ত্বস্যাবিবক্ষিতত্বাৎ অগুণবচনেপিরসশব্দে মতুপঃ প্রাপ্ত্যভাবাৎতেনবিনৈবরসং ফলমিতি সামানাধিকরণ্যং। অত্রফলমিত্যুক্তে পানাসম্ভবোহেয়াংশ প্রসক্তিশ্চ ভবেদিতি তন্নিবৃত্ত্যর্থং রসমিত্যুক্তং। রসমিত্যুক্তেপি গলিতস্যরসস্যপাত্তুমশক্যত্বাৎ ফলমিত্যুক্তমিতি দ্রষ্টব্যং। নচভাগবতামৃতপানং মোক্ষেপিত্যাজ্যমিত্যাহ আলয়ং লয়োমোক্ষঃ অভিবিধাবাকারঃ লয়মভিব্যাপ্যনহীদং স্বর্গাদিসুখবন্মুক্তেরুপেক্ষ্যতে কিন্তু সেব্যতএব। বক্ষ্যতিহি আত্মারামাশ্চ মুনয়োনিগ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে ইত্যাদি॥ ৩॥

কেবল সর্ব্বশাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠবলিয়া ভাগবতের শ্রবণ বিধান এমতনহে, ফলিতার্থ সর্ব্বশাস্ত্রের ফলস্বরূপ এই ভাগবতপুরাণ, অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্রোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করতঃ পরিণামে ভাগবতধর্ম্মগ্রহণে অধিকারীহয়, অতএব সমাদর পূর্ব্বক ভাগবতপুরাণশ্রবণের অনুশাসন করিয়াছেন, (নিগম কল্পতরুরিতি) অর্থাৎ নিগম শব্দে বেদ, সেই বেদই কল্পতরু, অর্থাৎ সর্ব্বাভিলাষপূরক, তৎকল্পতরুর ফলস্বরূপ

ভাগবতপুরাণ, বৈকণ্ঠ হইতে আনিয়া দেবর্ষিনারদগোস্বামী আমাকেদেন, আমি শুকমুখে অর্পণ করি, শুকমুখ হইতে গলিত হইয়া পরম্পরা সম্বন্ধে শিষ্য প্রশিষ্যাস্তুরূপ শাখা প্রশাখায় পতিত হইয়া ভূমিতলে অবতরণহয়, অত্যুচ্চ স্থান হইতে নিপতন হইয়াও অস্ফুটিতরূপে অখণ্ডই আছেন, এতৎ বার্ত্তাভবিষ্যৎ হইয়াও ভূতবৎ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অনাগত যে উপাখ্যান তাহাকে বহুকালীয় সম্পাদিতরূপে উক্ত করিয়াছেন, যেহেতু এই বিশ্বেরচক্রবৎ পরিবর্ত্তন হইতেছে, এতন্নিমিত্ত পুরাণাদির আধুনিকত্ব নিবারণ করতঃ পুরাণত্বই স্থির করিয়াছেন, অর্থাৎ বেদের নিত্যত্বসিদ্ধে ভাগবতেরও নিত্যত্ব সিদ্ধির ব্যাঘাৎ নাই, স্বভাবত বেদকল্পদ্রুমের অর্থাৎ বেদস্বরূপ কল্পবৃক্ষের ফলস্বরূপ ভাগবতের রস অমৃতবৎ স্বাদু, তাহা শুকমুখ দ্রবসংযোগে অতি সুস্বাদু হইয়াছে, অর্থাৎ শুকমুখ হইতে গলিত সুদুর্ল্লভ বস্তু মর্ত্ত্যলোকে পতিত হয়, তাহা ভুবিভাবুকেরা বারম্বার পান করহ, যদি বল, ত্বগষ্টি বিশিষ্টফল কিরূপেপানকরাযায়, উত্তর, শুকমুখে মর্দ্দিত হওয়াতে তন্নির্য্যাস পানীযোগ্য হয় না, অথবা, এমত আশঙ্কা যদি হয় যে সামান্য ফলবৎ এতৎফলের ত্বগষ্টি পরিত্যাগ করায় অসাররূপে পরিগ্রহ করাযায়, তদভিপ্রায় নিরাসার্থ স্বামী ব্যাখ্যাকরেন, যে শ্রীমদ্ভাগত রূপফলের সামান্য ফলের ন্যায় ত্বগষ্টি নাই, শুদ্ধ পরিপূর্ণ ব্রহ্মরস সংযমিত ফলাকারমাত্র তৎপান করণে কিয়দংশেরও পরিত্যাগ করিতে হয় না, এতদ্ভাগবত শাস্ত্র মর্ত্ত্যলোকে অলভ্য, শুদ্ধ মহর্ষি-

কৃপায় লব্ধ হইয়া রসিক জনে নিয়ত রসপানে নিযুক্ত হও। যথাশ্রুতিঃ (রসোবৈরসংহ্যেবায়ংলব্ধানন্দী ভবতীতি) অতএব পরিপূর্ণ ব্রহ্মরস পূরিত ভাগবতরূপ ফলরসপান করহ। যদ্যপি এমত আশঙ্কা কর, যে মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তিরা পান করুক কিন্তু মুক্ত ব্যক্তিদিগের তৎ পানে প্রয়োজন হয় না, তদর্থে মুক্ত মুক্তীচ্ছু, বিষয়ী ত্রিবিধ ব্যক্তিরই পানাবশ্যক যেহেতু (আলয়) শব্দ উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ বিদেহমুক্তি যাবৎ না হয় তাবৎ ভাগবত শ্রবণের প্রয়োজন, লয়শব্দে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যে ব্রহ্মতন্ময়তা, আলয় শব্দে জীবনমুক্ততা, অর্থাৎ অদেহপাত পূর্ব্বক স্বর্গাদি ভোগ নিরাসের নাম আলয় মোক্ষ, সুতরাং দেহ বিশিষ্ট অথচ কর্ম্মবন্ধ রহিত যে মুক্ত পুরুষ তাঁহারদি-গের সম্বন্ধে ভাগবত রসপানের নিত্যত্বসিদ্ধি, কদাপি ভগব-দ্ভক্তে নির্ব্বাণ মুক্তিকে আদর করেন না, এবং নিয়ত ঈশ্বরারা-ধনাকেই তাঁহারা মোক্ষ বলিয়া মান্য করেন, যথা (সালোক্যং-সার্ষ্টি সারূপ্যংসামীপ্যং শ্রীহরেরপি। তত্রনির্ব্বাণ মোক্ষঞ্চ নহিবাঞ্ছন্তি বৈষ্ণবাঃ তথা (দীয়মানং নিগৃহ্নন্তিবিনামৎসেবনং জনাঃ) (সালোক্য) তল্লোক প্রাপ্তি, (সার্ষ্টি) তদভিগমন অর্থাৎ তাহাতে গমন করা, (সামীপ্য) তৎসন্নিধানে বাস, (সারূপ্য) তদ্রূপ হওয়া। এতচ্চতুর্বিধামুক্তি, তদিতর নি-র্ব্বাণ মুক্তি ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত হইলেও সেবাব্যতীত ভগবৎ ভক্তে গ্রহণ করেন না। যাঁহারা ইন্দ্রিয় ব্যাপার শূন্য আত্মাতেই রমণ করেন তাঁহারাও লয় পূর্ব্বক মোক্ষের যত্ন করেন না, যথা) আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রম

ইত্যাদি) আত্মাতেই যাঁহারদিগের রতি তাঁহারা আত্মারাম, পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞ' ভগবদালাপ ভিন্ন ব্যাক্য প্রয়োগে মৌন ইত্যর্থে মুনি, নির্গ্রন্থশব্দে সম্যক প্রকারে মায়াগ্রন্থিচ্ছিন্ন হইয়াছে, সেই সকল ভক্তেরা অহৈতুকী অর্থাৎ হেতু শূন্যা ভক্তি পূর্ব্বক অহরহ নিত্যানন্দরসে মগ্নহয়েন, অতএব ভাগবত শ্রবণে সকলেরি অধিকার আছে'। উপরিউক্ত শ্লোকত্রয়ে ইষ্টদেবতানুস্মরণ পুরঃসর প্রারিপ্সিত ভাগবৎ শাস্ত্রের প্রয়োজন বিধায় শ্রোতাদিগে অভিমুখীকরতঃ প্রকৃত ভাগবত শাস্ত্রারম্ভ করিতেছেন।

নৈমিশেহ নিমিষক্ষেত্রেঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ
সত্রংস্বর্গায়লোকায় সহস্র সমমাসত ॥ ৪ ॥

তদেবমনেনশ্লোকত্রয়েণ বিশিষ্টেষ্ট দেবতানুস্মরণ পূর্ব্বকং প্রারিপ্সিতস্য শাস্ত্রস্য বিষয় প্রয়োজনাদিবৈশিষ্ট্যেন সুখসেব্যত্বেনচ শ্রোতৄণভিমুখীকৃত্যশাস্ত্রমারভতে ওঁ নৈমিশেইতি ব্রহ্মণাবিসৃষ্টস্য চক্রস্য মনোময়স্যনেমিঃ শীর্য্যতে কুণ্ঠীভবতিয়ত্রতন্নৈমিশং নেমিশমেবনৈমিশং তথাচ বায়বীয়ে। এতন্মনোময়ংচক্রং ময়াসৃষ্টং বিসৃজ্যতে। যত্রাস্যশীর্য্যতেনেমিঃ সদেশস্তপসঃ শুভঃ। ইত্যুক্ত্বাসূর্য্য সঙ্কাশংচক্রং সৃষ্টামনোময়ং। প্রণিপত্যমহাদেবং বিসসর্জ্জ পিতামহঃ। তেপিহৃষ্টা স্তদাবিপ্রাঃ প্রণম্য জগতাং প্রভুং। প্রযযুস্তস্যচক্রস্য যত্রনেমির্ব্যশীর্য্যত। তদ্বনং তেনবিখ্যাতং নৈমিশং মুনিপূজিত মিতি। নৈমিষইতিপাঠে বরাহ পুরাণোক্তং দ্রষ্টব্যং তথাহি গৌরমুখমৃষিং প্রতিভগবদ্বাক্যং এবং কৃত্বাততোদেবোমুনিং গৌরমুখং তদা। উবাচ নিমিষেণেদং নিহতং দানবংবলং। অরণ্যেস্মিংস্ততস্তেতন্নৈমিষা-

ব্রহ্মসংজ্ঞিতং। ভবিষ্যতি যথার্থংবৈ ব্রাহ্মণানাং বিশেষক মিতি। অনিমিষং শ্রীবিষ্ণু অলুপ্তদৃষ্টিত্বাৎ তস্যক্ষেত্রে তথাচান্যৈব শৌনকাদি-বচনং ক্ষেত্রেস্মিনবৈষ্ণবেবয় মিতি। স্বর্গায়ইতিস্বঃ স্বর্গেগীয়ত ইতি স্বর্গায়োহরিঃ সত্রবলোকঃ ভক্তানাং নিবাসস্থানং তস্মৈতৎ প্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ। সহস্রংসমাঃ সম্বৎসরাঃ অনুষ্ঠানকালায়স্য তৎসত্রং সত্রসংজ্ঞকং কর্ম্মোদ্দিশ্য আসত উপবিবিশুঃ। যদ্বা আসত অকুর্ব্বতেত্যর্থঃ। আলভতে নির্ব্বপতি উপযন্তীত্যাদিবৎ প্রত্যয়োচ্চারণ মাত্রার্থত্বেন আসতের্ধাত্বর্থস্যাবিবিক্ষিতত্বাৎ ॥ ৪ ॥

অনিমিষক্ষেত্রে, অর্থাৎ দেবক্ষেত্রনৈমিশারণ্যে শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষি বহুবার্ষিক যজ্ঞেদীক্ষিত হইয়াছিলেন, অনন্তর টীকানুযায়ী নৈমিশাদিক্ষেত্র ব্যুৎপত্তি পূর্ব্বক বিস্তারিত রূপে অর্থ লিখিতেছি, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট মনোময় চক্রের নেমিদেশ বিশীর্ণ যে স্থানে হয়, তাহার নাম (নৈমিশ) যথা বায়ুপুরাণে (এতন্মনোময়ং চক্রংময়া সৃষ্টং বিসৃজ্যতে। যত্রাস্য শীর্য্যতে নেমিঃ সদেশ স্তপসঃ শুভঃ) পূর্ব্বে শৌনকাদি ঋষিরা আগত কলি সম্ভাবনায়, ব্রহ্মর্ষিগণ সমাবৃত ব্রহ্মলোকে সমাগত হইয়া তপস্যার্থ স্থান যাচিঞা করেন, তদর্থে জগৎ পিতামহ ব্রহ্মামনোময় এক চক্র সর্জ্জন করতঃ ঋষিগণ প্রতি আদেশ করিলেন, যে এইমনোময় চক্রকে বিসর্জ্জন করিলাম তোমরা ইহার পশ্চাৎ২ গমন করহ, যে স্থানে ইহার নেমিদেশ বিশীর্ণ হইবে. অর্থাৎ নেমিশব্দে চক্রের নিম্নদেশ যাহাকে (বেড়) বলে সেই নেমিদেশ যে স্থানে ভগ্ন হইবে, সেই স্থান তোমারদিগের তপস্যার্থ শুভপ্রদ, অর্থাৎ তদ্দেশে সাম্প্রত

কলির অধিকার থাকিবেক না, তথাহি (ইত্যুক্ত্বা সূর্য্য সং-
কাশং চক্র সৃষ্ট্বামনোময়ং প্রণিপত্য মহাদেবং বিসসর্জ্জ
পিতামহঃ। তেপিহৃষ্টা স্তদাবিপ্রাঃ প্রণম্যজগতাং প্রভুং।
প্রযযুস্তস্য চক্রস্য যত্রনেমি ব্যশীর্য্যত। তদ্বনং তেন বি-
খ্যাতং নৈমিষং মুনি পূজিত মিতি) এতৎকথনানন্তর পিতা-
মহ ব্রহ্মা পরমাত্মাকে নমস্কার করতঃ সূর্য্য তুল্যদীপ্তিমান
মনোময় চক্র সৃষ্টি করিয়া বিসর্জ্জন করিলেন, ঋষিগণেরা
পরম হৃষ্টান্তঃকরণে জগৎ প্রভুকে প্রণাম করিয়া মানস
চক্রের পশ্চাৎ২ ধাবমান হইলেন, বহুদেশ দেশান্তরকে
অতিক্রম করিয়া যে দেশে নেমিবিশীর্ণ হইল সেই দেশে
মুনিগণেরা সমাদর পূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন, তদবধি তাহার
নাম নৈমিশারণ্য বলিয়া বিখ্যাত হয়, অপিচ নৈমিষ ইতি
পাঠে বরাহ পুরাণোক্ত গৌরমুখ ঋষি সংবাদে ভগবদ্বাক্যং।
(এবং কৃত্বা ততোদেবো মুনিং গৌরমুখং তদা। উবাচ
নিমিষেণেদং নিহতং দানবং বলং। অরণ্যেস্মিং স্ততস্ত্বেতৎ
নৈমিষারণ্য সংজ্ঞিতং।) অসুরবধানন্তর দেবভগবান গৌর-
মুখ ঋষিকে কহেন, যে একনিমিষকালমাত্রে এই বনে
আমি দানবসৈন্য সমূহকে নিহত করি, তন্নিমিত্ত ইহার নাম
নৈমিষারণ্য হইয়াছে অথবা অনিমিষ শব্দে বিষ্ণুকে বুঝায়,
যেহেতু তাঁহার কোনকালে দৃষ্টির আবরণ হয় না, সুতরাং
বিষ্ণুক্ষেত্র স্থানকে নৈমিষক্ষেত্র বলাযায়, পূর্ব্বোক্ত স্বর্গনি-
মিত্তে ঋষিগণেরা যে, যজ্ঞেদীক্ষিত হইয়াছেন, ইহা অযোগ্য
বর্ণনা, কেন না তাঁহারা মোক্ষব্যতীত সুখভোগার্থ কামী

নহেন, সর্ব্বশাস্ত্র সম্মতা যুক্তি এই যে নিষ্কাম পুরুষেরা স্বর্গাদি সুখভোগে বিতৃষ্ণ, এতৎসন্দেহ নিরাস করিয়া কহেন, যে (স্বর্গায়) শব্দে বিষ্ণুকে ব্যাখ্যাকরেন, অর্থাৎ স্বঃশব্দে স্বর্গ, (গায়) শব্দেগান, স্বর্গে যাঁহার নাম গান করে তাঁহাকে স্বর্গায় বলাযায়, লোক শব্দে সকলের আবাস ভূত স্থান, তাহাতেও শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণকে জগদ্ধাম বলিয়া উক্ত করিয়াছেন সুতরাং বিষ্ণুপ্রাপ্ত্যর্থে নৈমিষারণ্য-বাসী ঋষিগণেরা যজ্ঞেদীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহাতে স্বর্গাদি সমান্য সুখভোগের সম্বন্ধ ছিলনা।

তএকদাতুমুনয়ঃ প্রাতর্হুতহুতাগ্নয়ঃ। সৎ-কৃতং সূতমাসীনং পপ্রচ্ছুরিদমাদরাৎ॥ শ্রীঋষয় উচুঃ ॥ ৫ ॥

প্রাতঃকালে হুতাএবহুতা অগ্নয় যৈঃ তে। অনেন নিত্যনৈমিত্তিক হোমসাধনত্বং দর্শিতং। ইদং বক্ষ্যমাণং আদরাৎ পপ্রচ্ছুঃ॥ ৫ ॥

কদাচিৎ প্রাতঃকালে নিত্যনৈমিত্তিক হোমাদি কর্ম্ম সাধনকরতঃ নৈমিশীয় শৌনকাদি ঋষিগণেরা প্রাপ্তসৎকার কুশাসনোপবিষ্ট সূতগোস্বামীকে সমাদর পূর্ব্বক এই প্রশ্ন করেন।

(তএকদাতু মন্নুয়ঃ) ইত্যর্থে নৈমিশারণ্য বাসী মুনিগণেরা কোন এক দিবস * (প্রাতর্হুতহুতাগ্নয়ঃ) অর্থাৎ প্র-

* এতদর্থে নিত্তনৈমিত্তিকাদি হোমকর্ম্ম সাধকত্বরূপে দর্শন করাইয়া-

ভাতে কৃতনিত্যক্রিয় সন্ধ্যাবন্দনাদি পূর্ব্বক সংস্থাপিত বহ্নিকর্ম্ম সমাধানকরতঃ (সংকৃতং সূতমাসীনং) অর্থাৎ সম্মান পূর্ব্বক ঋষিগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত এবং দত্তব্রহ্মাসনোপবিষ্ট সূতগোস্বামীকে (পপ্রচ্ছুরিদমাদরাৎ) যত্নপূর্ব্বক এতৎ প্রশ্ন করিলেন ॥ ৫ ॥

ত্বয়াখলু পুরাণানি সেতিহাসানিচানঘ।
আখ্যাতান্যপ্যধীতানি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি যান্যুত ॥ ৬ ॥

বিবিদিষিতান্ অর্থান্ প্রষ্টুং সূতস্য সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞানাতিশয় মাহুঃ। ত্বয়েতি ত্রিভিঃ। ইতিহাসোমহাভারতাদি তৎসহিতানি নকেবল মধীতানি অপিতু আখ্যাতান্যপিব্যাখ্যাতানিচ উত অপিযানি ধর্ম্ম শাস্ত্রাণি তান্যপি ॥ ৬ ॥

উক্ত ঋষিগণেরা প্রশ্নানুসন্ধানে সূতগোস্বামীর সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞানাতিশয় জানাইয়াছেন, অর্থাৎ সূতসদৃশ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ কেহনাই ইহাই কহিয়াছেন। হে অনঘ, (নিষ্পাপ) অর্থাৎ বিশুদ্ধান্তঃকরণ সূত, মহাভারতাদি ইতিহাস সহিত ষট্‌ত্রিংশৎ পুরাণ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রাদি সকল তোমা কর্ত্তৃক

না, যেহেতু (যজ্ঞেন, বিবিদিষন্তীতি) শ্রুতি প্রমাণে ফলাভিসন্ধিরহিত কেবল ঈশ্বর প্রাপ্ত্যর্থে যজ্ঞাদিসাধন করিয়াছেন, ফলিতার্থ তাঁহারা নিশ্চিতই জানিতেন যে বিনাকর্ম্মে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না, এবং সম্পন্ন জ্ঞানেও জ্ঞানস্থির থাকেনা, সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়া তাঁহারা কর্ম্মের সমাচরণ করিয়াছিলেন।

অধীত হইয়াছে, কেবল অধীতও নহে, বরং এতজ্জগতে বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

এতদর্থে সূতের প্রশংসা এই যে, পুরাণেতিহাসাদি সকল প্রকাশকরতঃ সূতগোস্বামী এতদ্বিশ্বে সর্ব্বসাধারণ জনগণের পরমোপকার করিয়াছেন, নচেৎ এতদ্রসাস্বাদন করিতে কে পারিত।

যানিবেদবিদাং শ্রেষ্ঠোভগবান্ বাদরায়ণঃ।
অন্যেচমুনয়ঃ সূত পরাবর বিদোবিদুঃ ॥৭॥

কিঞ্চযানীতি বিদাং বিদুষাং মধ্যেশ্রেষ্ঠঃ যানিবেদ পরাবর সগুণ নির্গুণে ব্রহ্মণী বিদন্তীতি তথা ॥ ৭ ॥

সমস্ত জ্ঞানিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবানবাদরায়ণ অর্থাৎ বদরিকাশ্রমনিবাসী বেদব্যাস গোস্বামীর বিদিত বস্তু এবং অন্যান্য জ্ঞানবান্ ঋষি সকল যাঁহারা পরাবরজ্ঞ, অর্থাৎ সগুণনির্গুণ উভয়াত্মক ব্রহ্মের স্বরূপতত্ত্ব বিশেষরূপ জানিয়াছেন, হে সূত তাহা তুমিও জান, তত্রহেতু ॥ ৭ ॥

বেত্থত্বং সৌম্য তৎসর্ব্বং তত্ত্বতস্তদনুগ্রহাৎ।
ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত ॥ ৮ ॥

বেত্থজানাসি সৌম্য হেসাধো। তেষামনুগ্রহাৎ। তত্ত্বতো জ্ঞানে হেতুমাহু ব্রূয়ুরিতি। স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য প্রেমবতঃ উতএব রহস্য-মপি ব্রূয়ুরেব ॥ ৮ ॥

হে সৌম্য (সাধো) অর্থাৎ সূত। পূর্ব্বোক্ত বেদব্যাসাদি তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ ঋষিদিগের বিদিত বস্তু সকল তুমিও বিদিত আছ, তাহার কারণ, উক্ত ঋষিদিগের অনুগ্রহ ভাজন তুমি, তদনুগ্রহে অর্থাৎ তাঁহাদিগের নিকট উপদিষ্ট হইয়া সম্যক্ তত্ত্ববিজ্ঞাত হইয়াছ, (যদি বল রহস্য অর্থাৎ গোপনীয় তত্ত্ব * অস্মৎবিধ ব্যক্তিকে তাঁহারা উপদেশ কেন করিবেন উত্তর, স্নিগ্ধ শিষ্য সম্বন্ধে অর্থাৎ প্রেমবান শিষ্য সম্বন্ধে সুগুহ্য হইলেও গুরু উপদেশ করেন॥ ৮॥

এতৎ প্রশংসাসূচক বাক্যে জগতে বিখ্যাত করিয়াছেন, যে, সদ্গুরুর উপদেশ ভিন্ন জ্ঞানোদয় হয় না। অতএব এরূপ গুরু ও সূতেরমত শিষ্য দুষ্প্রাপ্য, নচেৎ অশ্রদ্ধাবান শিষ্য এবং শিষ্য বিত্তাপহারক গুরু অনেক প্রাপ্ত হওয়াযায়।

তত্রতত্রাঞ্জসা য়ুষ্মন্ ভবতাযদ্বিনিশ্চিতং।
পুংসামেকান্ততঃ শ্রেয়স্তন্নঃ শংসিতুমর্হসি
॥ ৯॥

অঞ্জসা গ্রন্থার্জ্জবেন একান্ততঃ শ্রেয়ঃ অব্যভিচারি শ্রেয়ঃ সাধনং॥ ৯॥

হে আয়ুষ্মন্ হে সূত। তোমা কর্ত্তৃক একান্ত যৎশ্রেয় নিশ্চিত হইয়াছে, অর্থাৎ (একান্ততঃ) শব্দে অব্যভিচারি শ্রেয় সাধন যাহা তাহাই আমারদিগের কহিতে সম্মত হও।

---

* যদিও সূত গোস্বামী পরম ভাগবত ধার্ম্মিক ভগবত্তত্ত্বের সম্যক্ স্বরূপজ্ঞ ছিলেন, তথাপি প্রশ্নছলে সূতোক্তি ভানে আপত্তি আনয়ন করামাত্র, নচেৎ স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানের হেতু কথনের আকাঙ্ক্ষা থাকেনা।

(অব্যভিচারি শ্রেয় সাধন) শব্দে গ্রন্থার্থের অবিরোধি শ্রেয় সাধন; শুদ্ধ যৌক্তিক না হয় ॥ ৯ ॥

প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্যকলাবস্মিন্ যুগেজনাঃ।
মন্দাঃ সুমন্দমতয়োমন্দভাগ্যাহ্যুপদ্রুতাঃ ।১০।

অন্যেপিবহুনাকালেন বহুশাস্ত্র শ্রবণাদিভির্বিনিশ্চিন্নন্তুনেত্যাহুঃ। প্রায়েণেতি। হেসভ্য হেসাধো অস্মিন্ যুগেকলৌ অল্পায়ুষোজনাঃ। তত্রাপিমন্দা অলসাঃ। তত্রাপি মন্দমতয়ঃ। তত্রাপি মন্দভাগ্যা বিঘ্নাকুলাঃ। তত্রাপ্যুপদ্রুতাঃ রোগাদিভিঃ ॥ ১০ ॥

সভ্য (হে সাধো) অর্থাৎ পরম সাধু হে সূত এই যুগে* জন সকল অল্পায়ু, কেবল অল্পায়ুও নহে (মন্দ) অর্থাৎ সর্ব্বদা আলস্যযুক্ত, এবং (মন্দমতি) অর্থাৎ স্থূলবুদ্ধি, সূক্ষ্মার্থ ধারণ করিতে অশক্ত, তত্রাপি (মন্দভাগ্য) অর্থাৎ†

---

* এই যুগ শব্দে বর্ত্তমান কলিযুগের উপলক্ষে আগত অনাগত সকল কলির অবস্থা কহিয়াছেন, অর্থাৎ সূত শৌনকীয় প্রস্তাব কলিযুগেই হয়, কিন্তু কুলাল চক্রবৎ যুগচক্রের পরিভ্রমণ জন্য পুরাণ বাক্যের নিত্যতা সিদ্ধ, যেহেতু প্রলয়াদিতে তাবৎ বিশ্বের পরিবর্ত্তন হয়, অব্যাকৃত রূপে বেদ পুরাণাদি থাকে।

† মনুষ্যের পরমায়ু অল্প তাহাতে নানাবিঘ্ন (নিদ্রয়াহ্রিয়তেনক্তং ব্যবায়েনচবাবয়ঃ দিবাচার্থে হয়া রাজন কুটম্বভরণে নবা) মদন নিদ্রাতে রাত্রিকালের অপহরণ হয়। অর্থচেষ্টায় এবং সংসার ভরণপোষণার্থ দিবাবসান হইয়াযায়। কোনমতেই ভগবদালাপের সাবকাশ হয় না।

বহু বিঘ্নেতে সমাকুল, তদর্থে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সাধন বর্জ্জিত। তদপি (উপদ্রুত) অর্থাৎ নানাবিধ রোগাদিতে অবিভূত ॥১০॥

অতএব বহুকালে বহুশাস্ত্র শ্রবণাদি দ্বারা অর্থাৎ অনেক শাস্ত্রালোচনায় আত্মশ্রেয়ান্বেষণকরা দুঃসাধ্য যাহাতে স্বল্পাক্ষরাবৃত্তিতে কল্যাণোদয় হয় এমত সুশাস্ত্র ব্যাখ্যাকরিয়া কহ ॥ ১০ ॥

ভূরীণি ভূরিকর্ম্মাণি শ্রোতব্যানি বিভাগশঃ।
অতঃসাধোত্র যৎসারং সমুদ্ধৃত্য মনীষয়া।
ব্রূহি ভদ্রায়ভূতানাং যেনাত্মা সুপ্রসীদতি
॥ ১১ ॥

নচবহু শাস্ত্র শ্রবণেপি তাবতৈব ফলসিদ্ধি রিত্যাহুঃ ভূরীণি কর্ম্মাং-- অনুষ্ঠেয়ানি যেষুতানি সমুদ্ধৃত্য যথাব দুদ্ধৃত্য। যেনউদ্ধৃতবচনেন আত্মা বুদ্ধি প্রসীদতি সম্যগুপ শাম্যতি ॥ ১১ ॥

হে সাধো, হে সূত। ভূরিশাস্ত্রোদিত অনুষ্ঠেয় ভূরি২ কর্ম্ম সকল আছে, এবং বিভাগক্রমে শ্রোতব্য শাস্ত্রও অনেক আছে, অতএব বুদ্ধিদ্বারা সেই সকল শাস্ত্র এবং অনুষ্ঠেয় শাস্ত্রোদিত কর্ম্ম হইতে উদ্ধৃত করিয়া যাহা* সার তাহাই

* (অনেক শাস্ত্রং বহবশ্চ বিদ্যা স্বল্পশ্চকালো বহুবিঘ্নতাচ যদেবসারং তদুপাসনীয়ং হংসোযথা ক্ষীরমিবাম্বু মিশ্রং) শাস্ত্র ও অনেক বিদ্যাও অনেক মনুষ্যের পরমায়ুঅল্প তাহাতেও নানাবিঘ্ন অতএব যাহাসার তাহাই উপাসনীয় যেমন জলমিশ্র দুগ্ধকে হংসগ্রহণ করে। (শতং জীবতি যদ্যল্পং নিদ্রাতস্যার্দ্ধহারিণী। বাল্যরোগজরা দুঃখৈরর্দ্ধং তদপিনিষ্ফলং) মনুষ্যমাত্রে শতবর্ষ বা অল্পই জীবিত থাকুক্ তাহার

কহ। যাহাতে আত্মা সুপ্রসন্নহয়, অর্থাৎ অনিত্য দেহ গেহাদিতে বুদ্ধির সম্যক্ উপশমহয়। নচেৎ বহু শাস্ত্র শ্রবণ করিলেই তাবতের ফলসিদ্ধি হইতে পারেনা॥ ১১॥

এতদর্থে অন্যান্য শাস্ত্র এবং কর্ম্মহেয় অথবা সেই সকল র্ম্মক বিফল এমত নহে, অর্থাৎ বহু আয়াস সাধ্য, সুতরাং আনায়াস লভ্যেই যত্নকরা কর্ত্তব্য॥ ১১॥

সূতজানাসিভদ্রংতে ভগবান সাত্বতাংপতিঃ।
দেবক্যাং বসুদেবস্য জাতোযস্য চিকীর্ষয়া
॥ ১২ ॥

প্রশ্নান্তরং সূতেতিপঞ্চভিঃ। ভদ্রংতেইত্যৌৎ সুক্যোনাশীর্ব্বাদঃ। ভগবান্নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যাদিগুণঃ। সাত্বতাং সচ্ছন্দেন সত্ব মূর্ত্তির্ভগবান স উপাস্যতয়া বিদ্যতে এষামিতি। সত্বন্তো ভক্তাঃ স্বার্থেণ রাক্ষস বায়সাদিবৎ। তস্যচাশ্রবণ মার্ষং তদেবং সাত্বদিতিভবতি। তেষাংপতিঃ পালকঃ যস্যার্থ বিশেষস্য চিকীর্ষয়া বসুদেবস্য ভার্য্যায়াং দেবক্যাং জাতঃ॥ ১২॥

অতঃপরসূত জানিসি ইত্যাদি পঞ্চশ্লোকে প্রশ্নান্তর কহিয়াছেন। হে সূত, তোমার কল্যাণ হউক, ঔৎসুক্যে এই আশীর্ব্বাদ করেন* সাত্বতাং পতির্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যৎ-

অর্দ্ধভাগকে নিদ্রাহরণ করেন, অপরার্দ্ধ বাল্য রোগ জরাদি দুঃখে অবসান হয় অতএব বহু শাস্ত্রালোচনা করিতে ইহাদের সাবকাশ হয় না।

* সাত্বতাংপতিশব্দে যদুবংশীয় (সাত্বৎ) নামে প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন, তদন্বয়ে বংশের নাম সাত্বতবংশ। তদ্বংশ প্রসূত এবং

চিকীর্ষাতে † বসুদেব ভার্য্যা দেবকী গর্ব্ভে জন্মিয়াছেন, সর্ব্ব তত্ত্বজ্ঞ তুমি সেই সকল বিশেষরূপ জানহ ॥ ১২ ॥

অর্থাৎ বেদব্যাসানুগ্রহে তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছ তোমার অবিদিত কিছুমাত্র নাই ॥ ১২ ॥

তন্নঃ শুশ্রূষমাণানামর্হস্যঙ্গানুবর্ণিতুং। যস্যাবতার ভূতানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ॥১৩॥

অঙ্গ, হে সূত। তন্নোঽনুবর্ণয়িতু মর্হসি। সামান্যতস্তাবদ্ যস্যাবতারঃ ভূতানাং ক্ষেমায় পালনায় ভবায় সমৃদ্ধয়ে ॥ ১৩ ॥

হে অঙ্গ, হে সূত। সর্ব্বজীবের ক্ষেম অর্থাৎ পরিপালনার্থে এবং ভবায় অর্থাৎ সমৃদ্ধি নিমিত্তে ভগবানের যে অবতার হয়, সেইভগবদতার কথা শ্রবণেচ্ছু অস্মদাদির সম্বন্ধে তদনুবর্ণন করিতে সম্মত হও ॥ ১৩ ॥

রক্ষাকর্ত্তা একারণ শ্রীকৃষ্ণকে সাত্বতাংপতি বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। অথবা সত্বমূর্ত্তী ভগবান পরমাত্মা স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণই উপাস্য হইয়াছেন যাঁহারদিগের তাঁহাদিগের নাম (সাত্বৎ) সুতরাং ভক্তবৎসলতা প্রযুক্ত ভগবান্‌কে সাত্বিতাং পতিবলাযায়। অপরমপি। নির্গুণ ব্রহ্মপক্ষে তত্ত্বমস্যাদি লক্ষণে সৎশব্দে ব্রহ্ম অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগীদিগকে (সত্বন্ত) অর্থাৎ সাত্বৎ বলে, ইহাতে যোগীদিগের পরিপালক শ্রীকৃষ্ণকে সাত্বতাং পতি বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন।

† পূর্ব্বে ভগবানের অংশাবতাররূপে ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদিকে বর্ণন করিয়া ইদানীং গোকুলাদিতে পূর্ণাবতার ব্যাখ্যাকরেন, বস্তুতস্তু দৈবকী পুত্রের অবতার কথনে গোকুলাবতারের বৈয়র্থ ঘটনা হয়। তদর্থে গোস্বামী মতে ব্যাখ্যা করিয়া কৃষ্ণাবতারদ্বয় স্থির করাগেল, অর্থাৎ যশোদার এক নাম দেবকী, নন্দকেও বসুদেব বলে, অর্থাৎ দ্রোণবসু

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নামবিবশো গৃণন্। ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ং ॥ ১৪ ॥

তৎপ্রভাব মনুবর্ণয়ন্ত তদ্যশঃ শ্রবণোৎসুক্য মাবিষ্কুর্ব্বন্তি আপন্ন ইতিত্রিভিঃ। সংসৃতিমাপন্নঃ প্রাপ্তঃ বিবশোপিততঃ সংসৃতেঃ। অত্রহেতুঃ যদ্যতো নাম্নঃ ভয়মপিস্বয়ং বিভেতি ॥ ১৪ ॥

অনন্তর শৌনকাদি ঋষিগণেরা ভগবৎ প্রভাবানুবর্ণন দ্বারা (তদ্যশঃ) অর্থাৎ তল্লীলা শ্রবণে উৎসুক হইয়া আবিষ্কার করতঃ আপন্নইতি শ্লোক ত্রয় উক্ত করিয়াছেন।

(আপন্ন সংসৃতিঃ) প্রাপ্ত ঘোরাসংসৃতি অর্থাৎ সংসারাধীনতা প্রাপ্ত, যাহাতে যাতায়াত রূপ জনন মরণ যন্ত্রণা

নামে দেবতানন্দ সুতরাং নন্দকে বসুদেব বলাযায়। দ্রোণ পত্নীধরা দেবীকে দেবকী বলে [দিব্যতীতিদেব,] স্বার্থে, ক, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্রত্যয় অর্থাৎ দেবকীশব্দে যশোদা। অথবা গোকুল মথুরাউভয় স্থানেই অবতার হয়েন, তাহার প্রমাণ পুরাণান্তরে বসুদেব কর্ত্তৃক প্রস্থাপিত পুত্র নন্দালয়ে নন্দপুত্রেলীন হইয়াযান, যথা (লীনেনন্দ সুতেরাজন্ঘনে সৌদামিনী যথা) যদ্রূপমেঘে সৌদামিনী লয়পায় তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণে বসুদেব পুত্র লীনহয়েন। অন্যদপি ভাগবতে। [নিশীথেতম উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দ্দনে। দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয় আবিরাসীদ্যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুস্কলঃ।) দেবরূপিণী যশোদাতে জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ জন্মিলে পর সর্ব্বগুহাশয় অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান বিষ্ণুঃ দেবকীতে আবির্ভাব হইলেন, (নচেৎ সাবিষ্ণোরনুজা ভগিনী) ভগবতীকে বলাযায় না, এবং [পঙ্কজাক্ষ] নন্দনন্দন না হইলে ব্রহ্মস্তুতিতে পশুপাঙ্গজ বলিবার প্রয়োজন কি ছিল।

মুহুর্মুহুঃ প্রাপ্ত হইতেছে, তদাপন্নভীতব্যক্তি বিবশ হইয়াও যদি মুমূর্ষু কালে ভগবন্নামোচ্চারণ করে, তন্নাম প্রভাবে* স্বয়ং ভয়ই ভয় প্রাপ্ত হয়॥ ১৪॥

যৎপাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃপ্রশমায়নাঃ।
সদ্যঃ পুণন্ত্যুপস্পৃষ্টা স্বর্ধুন্যাপোহনুসেবয়া
॥ ১৫॥

কিঞ্চ যস্য পাদৌ সংশ্রয়ৌ যেষাং অতএব প্রশম অয়নবর্ত্ম আশ্রয়োবা যেষাং তেমুনয়ঃ উপস্পৃষ্টাঃ সন্নিধিমাত্রেণ সেবিতাঃ সদ্যঃ পুণন্তি। স্বর্ধুনী গঙ্গা তস্যা আপস্তু তৎপাদান্নিঃসৃতাঃ নতুত ত্রৈব তিষ্ঠন্তি অতস্তৎ সম্বন্ধেন পুণন্ত্যোপি অনুসেবয়া পুণন্তি নতু সদ্যইতি মুনীনা মুৎকর্ষোক্তিঃ॥ ১৫॥

হে সূত। শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মদ্বয় সংশ্রয়ে † প্রশমায়ন হইয়াছেন যে সকল মুনিগণেরা, তাহারদিগের সন্নিধি মাত্রেই অর্থাৎ চরণ স্পর্শমাত্রেই তাঁহারা পবিত্র করেন। যেমন স্বর্ধুনী অর্থাৎ গঙ্গাজল স্পর্শমাত্রেই পবিত্র হয়। তদর্থে স্বামী ব্যাখ্যাকরেন, যে গঙ্গাপেক্ষা ভগবদ্ভক্তশ্রেষ্ঠ

---

* মরণকেই ভয় বলে সেই মৃত্যু ভগবন্নাম শ্রবণে ভীত হইয়া অতিদূরে পলায়ন করে অর্থাৎ ভগবৎ সাধক ব্যক্তির কৃতান্তভীতির পরিহরণ হয়।

† প্রশম শব্দে প্রকৃষ্ট রূপে প্রবৃত্তির উপশম। অয়ন শব্দে, পথ অথবা আশ্রয়। অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গে প্রস্থিত অথবা সর্ব্বতাপোপশমন কারণ ভগবৎ চরণাশ্রয়।

অর্থাৎ ভগবৎপাদনিঃসৃতা সরিৎ গঙ্গা তৎপাদপদ্মে নিত্য অধিষ্ঠিতা নহেন। সুতরাং তদনুসেবায় ভগবৎ পাদ সম্বন্ধে বহু আয়াসে কালে পরিমুক্ত হইতে পারে কিন্তু ভগবদ্ভক্ত মুনিগণের সন্নিধিমাত্রেই তৎক্ষণাৎ পরিমুক্ত হয়। এতদোৎকর্ষসূচক ভগবদ্ভক্তের প্রশংসা করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

কো বা ভগবতস্তস্য পুণ্যশ্লোকেড্যকর্ম্মণঃ।
শুদ্ধিকামো ন শৃণুয়াদ্যশঃ কলিমলাপহং
॥ ১৬ ॥

পুণ্যশ্লোকৈ রীড্যানি স্তব্যানি কর্ম্মাণি যস্য তস্য যশঃ ॥ ১৬ ॥

পুণ্যশ্লোক সুকৃতকর্ম্মা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান নিষ্ঠ ঋষিদিগের ঈড্য অর্থাৎস্তব্য যে ভগবানের কর্ম্ম, (তদ্যশঃ) সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যশ, অর্থাৎ কলিমলাপহারিণী তল্লীলা কথা আত্মশুদ্ধ্যর্থে শ্রবণ করিতে কে না ইচ্ছাকরে ॥ ১৬ ॥

তস্য কর্ম্মাণ্যুদারাণি পরিগীতানি সূরিভিঃ।
ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং লীলয়া দধতঃ কলাঃ
॥ ১৭ ॥

প্রশ্নান্তরং তস্যেতি। উদারাণি মহান্তি বিশ্বসৃষ্ট্যাদীনি সূরিভির্নারদাদিভিঃ। কলা ব্রহ্মরুদ্রাদিমূর্ত্তীঃ ॥ ১৭ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উদারকর্ম্ম অর্থাৎ এতদ্বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি লয়াদি কর্ম্ম সকল, যাহা নারদাদি জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিদিগের গান স্বরূপ হইয়াছে, আর লীলাবিস্তার করণার্থ অংশরূপে ব্রহ্মা

বিষ্ণু শিবাদি মূর্ত্তিধারণ করিয়াছেন, সেই ভগবানের লীলা কথা শ্রবণেচ্ছু এবং শ্রদ্ধধান হইয়াছি যে আমরা, আমারদিগের সম্বন্ধে হে সূত বিস্তাররূপে কহ ॥ ১৭ ॥

ইত্যর্থে কারণ স্বরূপ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই সকলের আদি, তিনি অচিন্ত্যাব্যয় অপ্রমেয় নিত্য সত্য মুক্ত স্বভাব সচ্চিদানন্দ নির্ব্বিকার নিরীহ সত্বামাত্র বলিয়া বেদে উক্ত করিয়াছেন, তাঁহাহইতেই এতদ্বিশ্ব প্রকাশিত হয়। তিনিই ইচ্ছাবশতঃ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে নানারূপে ক্রীড়া করেন ॥ ১৭ ॥

অথাখ্যাহি হরের্ধীমন্নবতারকথাঃ শুভাঃ।
লীলাবিদধতঃ স্বৈরমী শ্বরস্যাত্মমায়য়া
॥ ১৮ ॥

প্রশ্নান্তরং অথেতি। অবতারকথাঃ স্থিত্যর্থমেব তত্তদবসরে যে মৎস্যাদ্যবতারাঃ তদীয়াঃ কথাঃ। স্বৈরং লীলাঃ কুর্ব্বতঃ ॥ ১৮ ॥

ধীমন্, হে সূত। অনন্তর অনাদিরাদি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার প্রস্তাবে শুভাকথার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া কও। অর্থাৎ জগদ্রক্ষার্থ তাঁহার অবতারাদি হয়, স্বতন্ত্র পরমেশ্বর, তদ্বশেজগৎ তিনি কাহার বশ নহেন। ইচ্ছাময় স্বেচ্ছাদ্বারা অর্থাৎ আত্মমায়া দ্বারা* মৎস্যাদি নানা অবতার হইয়া স্ববশে নানা লীলা করেন ॥ ১৮ ॥

* [মৎস্যঃ কূর্ম্মো বারহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা। রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তেদশঃ।] মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ বামন পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কীত্যাদি দশাবতার। অন্যৎ শুক্র,

যদিও তিনি নির্গুণ নিরঞ্জন নির্ব্বিকার বটেন তথাপি তাঁহার নানা রূপে লীলাকথা বেদে কহিয়াছেন, যথা বেদান্তে (লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং) সর্ব্বনিয়ন্তা হইয়াও পরব্রহ্ম লোকবৎ অর্থাৎ মনুষ্যবৎ লীলাকরেন। সুতরাং স্বাধীনতা প্রযুক্ত তাঁহাতে সকল সম্ভবে, লৌকিক যুক্তিতে যুক্তকরা অযুক্ত হয়॥ ১৮॥

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে
॥ ১৯॥

শ্রীকৃষ্ণাবতার প্রয়োজন প্রশ্নেনৈব তচ্চরিত প্রশ্নোপিজাতস্তএব। তথাপ্যৌৎসুক্যেন পুনরপি তচ্চরিতান্যেব শ্রোতুমিচ্ছন্তস্তত্রাত্মনস্তৃপ্ত্যভাবমাবেদয়ন্তি। বয়ন্ত্বিতি। যোগযাগাদিষু তৃপ্তাঃ স্ম। উদ্গাচ্ছতি তমোযস্মাৎ স উত্তমস্তথা ভূত শ্লোকঃ যশো যস্য বিক্রমেতু বিশেষেণ ন তৃপ্যামঃ। অলমিতি ন মন্যামহে তত্র হেতুঃ। যদ্বিক্রমণং শৃণ্ব-

---

রক্ত, পীত, কৃষ্ণাদি যুগাবতার। অপর অংশাংশ রূপে চতুর্বিংশাবতার, হইয়া যে যে সকল লীলা করিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত, কেননা, যখন যেরূপ ধারণ করেন, তখন তজ্জাতীয় ব্যবহার অবিকল করিয়া থাকেন, এই ঈশ্বরের অসাধারণ ক্ষমতা, অর্থাৎ পশুরূপে পশু ব্যবহার ব্যতীত কোন কর্ম্ম করেন না, মনুষ্য রূপ ধারণকালে মনুষ্যবৎ কর্ম্ম দৃষ্টে যথার্থ মনুষ্য ব্যতীত ঈশ্বর বলিয়া কেহই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, তবে অনুগ্রহ করিয়া যাহাকে জানাইয়াছিলেন, সেই জানিয়াছিল।

তাং। যদ্বা অন্যে তু তৃপ্যন্তু বয়ন্তুনেতি। তুশব্দস্যান্বয়ঃ। অয়মর্থঃ। ত্রিধাহ্যলং বুদ্ধির্ভবতি উদরাদি ভরণেনবা। রসাজ্ঞানেনবা। স্বাদু-বিশেষাদ্বা। তত্রশৃণ্বতামিত্যনেন শ্রোত্রস্যাকাশত্বান্ন ভবণমিত্যুক্তং। রসজ্ঞানামিত্যনেন চাজ্ঞানতঃ পশুবৎ বৃত্তির্নিরাকৃতা। ইক্ষু ভক্ষণ বদ্র-সান্তরাভাবেন তৃপ্তিং নিরাকরোতি। পদেং প্রতিক্ষণং স্বাদুতোপি-স্বাদু॥ ১৯॥

উত্তম শ্লোক বিক্রম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যশোবর্ণন শ্রবণেচ্ছু রসজ্ঞব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে তল্লীলাকথা পদে পদে স্বাদু; সুতরাং কৃষ্ণলীলাশ্রবণে আমরা পরিতৃপ্ত হই না॥ ১৯॥

ঋষিদিগের প্রয়োজনীয় শ্রীকৃষ্ণাবতার প্রশ্ন, তৎদ্বারা তল্লীলাদি শ্রবণ প্রশ্নও জিজ্ঞাসাকরা হইল। অর্থাৎ ভগবচ্চরিত শ্রবণৌৎসুক্যপ্রযুক্ত নৈমিশীয় ঋষিগণেরা সুতগোস্বামীকে আপনারদিগের তৃপ্ত্যভাব আবেদন করিতেছেন। তাহার এই অভিপ্রায়, যে যোগযাগাদিতে আমারদিগের তৃপ্তিজন্মিয়াছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ লীলা শ্রবণে পরিতৃপ্তি হয় না, অর্থাৎ বারম্বার শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়। উত্তম শ্লোক, শ্রীকৃষ্ণ, (উদ্গাচ্ছতি তমোযস্য স উত্তম। শ্লোকোয়শোযস্য বিক্রমেতু বিশেষেণ।) সমস্তভাবেতমোলেশ রহিত যাঁহার যশ, তাঁহাকে উত্তমশ্লোক বলাযায়, বিক্রম (তচ্চরিত) শ্রবণে আমারদের তৃপ্তি নাই, যেহেতু তল্লীলা শ্রবণেচ্ছু হইয়াছি, অর্থাৎ অন্যে তৃপ্তি যে হয় হউক, আমরা তৃপ্তনহি। তৃপ্তির [illegible] বুদ্ধিঃ, সেই বুদ্ধি ত্রিবিধা হয়। অর্থাৎ উদরাদিভরণে, এবং রসজ্ঞানাদির অভাবে, স্বাদু বিশেষ দ্রব্যের

স্বাদ পরিগ্রহণানন্তর অনুৎকণ্ঠায় তৃপ্তি জন্মে, কিন্তু অন্নাদির ন্যায় কৃষ্ণলীলা ভারাত্মক দ্রব্য বিশেষ নহে, যে উদরভরণ হইলেই তৃপ্তিজন্মিবে, ইহাকে কর্ণমুখে পান করিতে হয়, আকাশাংশে শ্রোত্র উৎপন্ন, অতএব আকাশের ভরণের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং ইহাতে শ্রবণের তৃপ্তির অভাব সাব্যস্থ হইল, অপর, রসজ্ঞ শব্দ প্রয়োগে, পশুবৎ রস বিষয়ক অজ্ঞানতার নিবারণ করিয়াছেন, অর্থাৎ শ্রবণেচ্ছু রসজ্ঞ ব্যক্তিরা কদাপি পরিতৃপ্ত হয় না, যদ্রূপ, নিষ্পীড়নদ্বারা ইক্ষুদণ্ডের রসনির্গত হইলে আর সেই ইক্ষুদণ্ডের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থাকেনা, সুস্বাদু দ্রব্য যাবৎ আস্বাদিত না হয় তাবৎ উৎকণ্ঠা জন্মে, কিন্তু স্বাদ পরিগ্রহ হইলে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ লীলাকথা ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় খণ্ডরসান্বিত নহে, যে চর্ব্বণ দ্বারা নিরস হইয়া যাইবেক, হরিলীলা মৃতরসের পরিসমাপ্তি হয় না, অর্থাৎ যত আলোচনা হয় ততই পরমামৃত রসকে উদ্গীরণ করে, সুতরাং পদেপদে, অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই স্বাদুতর হয়, এরূপ অখণ্ড ব্রহ্মরস পরিপূর্ণ ভগবল্লীলা শ্রবণেচ্ছু রসজ্ঞ ব্যক্তি সম্বন্ধে পরিতৃপ্তি হইবার সম্ভব কি? ॥ ১৯ ॥

কৃতবান্ যানি কর্ম্মাণি সহ রামেণ কেশবঃ।
অতিমর্ত্যানি ভগবান গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ ॥ ২০ ॥

অতঃ শ্রীকৃষ্ণ চরিতানিকথয়েত্যাশয়েনাহুঃ। কৃতবানিতি। অতি মর্ত্যানি মর্ত্যানতিক্রান্তানি, গোবর্দ্ধনোদ্ধারণাদীনি। মনুষ্যেষু অসম্ভাবিতানীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

গূঢ়ঃ* প্রচ্ছন্নরূপী মায়ামানুষবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বলরামের সহিত অতিমানুষ অর্থাৎ† মনুষ্যাতিক্রান্ত গোবর্দ্ধনধারণাদি যেং কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়াছিলেন, হে সূত সেই সকল কর্ম্ম বিস্তার করিয়া কহ। ইত্যাশয়ানুসারে হরিলীলা শ্রবণেচ্ছু ঋষিগণেরা সূত গোস্বামীকে প্রশ্ন করেন ॥ ২০ ॥

---

* গূঢ় শব্দে আত্মা সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বগুহাশয়, যিনি গোপন হইতেও গোপনতম যেহেতু তাঁহার পরিজ্ঞাতা কেহই নাই যথা শ্রুতিঃ (সসর্ব্ববেত্তা নহিতস্যবেত্তা ইত্যাদি) তিনি সকলকে জানেন তাঁহাকে কেহ জানেনা। সজীবা জীবের অন্তরাত্মা হয়েন, যেহেতু শব্দগুণ বিশিষ্ট আকাশে অবস্থিতি করেন আকাশ তাঁহাকে জানেনা, সুতরাং শ্রুতি বাক্য প্রমাণে তিনি অশরীর কিন্তু প্রচ্ছন্নরূপে সর্ব্ব শরীরী বটেন যথা বিরাটরূপে (সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি) শ্রুতি সংবাদ করিয়াছেন। অতএব আত্মাকে গূঢ় বলিয়া অঙ্গীকার করেন। সেই আত্মাই মায়া মানুষ রূপ ধারণ করিয়াছেন।

† অতি মানুষ কর্ম্ম, তদর্থে মনুষ্যাতিক্রান্ত কর্ম্ম অর্থাৎ যথার্থঐশী-ক্ষমতা প্রকাশ না করিয়া মনুষ্য কর্ম্ম হইতে কিঞ্চিৎ অসাধারণ কর্ম্ম গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন যাহা মনুষ্যে সম্ভাবিত হয় না, অথচ ঈশ্বরীয় কর্ম্মের মধ্যে তাহাকে ধৃত করাযায় না, যথা গোবর্দ্ধনাদি ধারণ মনুষ্য বালকে সম্ভবেনা, কিন্তু ঈশ্বরীয় কর্ম্মও বলাযায় না যাঁহার সত্বাকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত জগৎ রহিয়াছে, গোবর্দ্ধন ধারণ করা তাঁহার বিচিত্র কার্য্য নহে। গোবর্দ্ধন ধারণাদি শব্দ প্রয়োগে, আদি পদে,

কলিমাগতমাজ্ঞায় ক্ষেত্রেঽস্মিন্ বৈষ্ণবেবয়ং।
আসীনাদীর্ঘ সত্রেণ কথায়াং সক্ষণাহরেঃ
॥ ২১ ॥

ননু যজনাধ্যয়নাদি ব্যগ্রাণাং কুতএব কথা শ্রবণনাবকাশঃস্যাৎ তত্রাহুঃ। কলিমাগত জ্ঞাত্বা তদ্ভিয়া বিষ্ণুপদং গন্তুকামাঃ দীর্ঘসত্রেণ নিমিত্তেনাসীনাঃ হরে কথায়াং সক্ষণা লব্ধাবসরাঃ॥ ২১॥

হে সূত, এই বৈষ্ণবক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে দীর্ঘসত্রে অর্থাৎ দীর্ঘকাল ব্যাপীযজ্ঞে আমরা দীক্ষিত আছি। * সুতরাং হরিকথা শ্রবণে সাবকাশাভাব। অর্থাৎ ব্রহ্মানুষ্ঠান যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ অধ্যয়ন অধ্যাপনাদিতে ব্যগ্রচিত্ত ব্যক্তির হরিকথা শ্রবণে কি প্রকারে সাবকাশ হয়। অধুনা সমাগত কলিযুগ জানিয়া তদ্ভীতি প্রযুক্ত অর্থাৎ বিষ্ণুপদ গমন কামনায় ব্রহ্মানুষ্ঠান যজ্ঞাদির বিঘ্নসন্দর্শনে ভীত হইয়া যজ্ঞাবসানে* হরিকথা শ্রবণে লব্ধাবসর অর্থাৎ কিঞ্চিৎ সাবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছি॥ ২১॥

পূতনা, তৃণাবর্ত্ত, শকট ভঞ্জন, বৃষবৎস, বকাসুর, অঘাসুর বধ, কালীয় দমন, দাবানল পান, কেশীকংসাদি বধ, কুব্জী সজ্জীকরণ, মৃতপুত্রা-নয়নাদি কর্ম্ম।

* কলিযুগে যোগযাগাদি দ্বারা উপাসনা সিদ্ধ হইতে পারে না, যেহেতু কলিকৃত মনুষ্যের চিত্ত অস্থির হইয়াছে, সুতরাং চিত্তের অস্থিরতা প্রযুক্ত তপজপ যোগযাগাদির অঙ্গহীন হয়, অতএব কলিতে কেবল হরিনাম সংকীর্ত্তন, হরি কথালাপ, হরি লীলাদি শ্রবণ ব্যতীত মুক্তির অন্য উপায় নাই। যথা (সত্যে যদ্ধ্যায়তে বিষ্ণু স্ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ।

ত্বং নঃ সন্দর্শিতো ধাত্রা দুস্তরং নিস্তিতীর্ষতাং।
কলিং সত্ত্বহরং পুংসাং কর্ণধার ইবার্ণবং ॥ ২২ ॥

অস্মিংশ্চ সময়ে ত্বদ্দর্শন মীশ্বরেণৈব সন্দর্শিত মিত্যভিনন্দন্তিত্বং ন ইতি ॥ ২২ ॥

এতৎ সময়ে (পুংসাং সত্ত্বহর কলিঃ) অর্থাৎ জীর সম্বন্ধে সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান বিলোপককলি, পুনঃ কিম্ভূত না, শ্বাপদ জালমালাকুল সাগরোপম, সেই দুস্তর কলিসাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক আমারদিগের সম্বন্ধে বিধাতা তোমাকে কর্ণধার সন্দর্শিত হইয়াছেন, অর্থাৎ কলিসাগর পারে তোমাকে নাবিকস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ২২ ॥

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ
॥ ২৩ ॥

কলিং নিস্তরিতু মিচ্ছতাং অর্ণবং নিস্তিতীর্ষতাং কর্ণধারো নাবিক ইব। পুনঃপ্রশ্নান্তর ব্রূহীতি ॥ ধর্ম্মবর্ম্মণি কবচবদ্রক্ষকে স্বাং কাষ্ঠাং মর্য্যাদাং স্বরূপমিত্যর্থঃ। অস্যোত্তরং কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ইত্যাদি শ্লোকাঃ ॥ ২৩ ॥

দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ) সত্যযুগে ধ্যানে, ত্রেতাযুগে যজ্ঞে, দ্বাপরে সেবায়, যে গতি, কলিতে হরিনাম সংকীর্ত্তনে সেই গতি লাভ হয়। অন্যদপি, (হরের্নাম২ হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা) কেবল হরিনাম ব্যতীত কলিতে আর অন্য গতি নাই। এতন্নিমিত্ত ঋষিগণেরা আগত কলিজ্ঞানে বিষ্ণুপদ

হে সূত, ধর্ম্মবর্ম্মা অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্ম রক্ষক ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ স্বধামোপগত হইলে পর, ইদানীং ধর্ম্ম কাহার শরণাপন্ন হইলেন, তাহা বিস্তার করিয়া কহ।

এই ত্রয়োবিংশতি শ্লোকে মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক ঋষিগণের প্রশ্ন, অস্যোত্তর উত্তরাধ্যায়ে হইবেক ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামষ্টাদশ সাহস্র্যাং প্রথমস্কন্ধে নৈমিষীয়োপাখ্যানেঋষি প্রশ্নঃ প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

এই অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকান্বিত বৈয়াসকি অর্থাৎ শুক প্রোক্ত পরমহংসসংহিতায় নৈমিষীয় উপাখ্যানে শৌনকাদি ঋষিদিগের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা প্রথম অধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

প্রাপ্তীচ্ছু হইয়া দীর্ঘসত্রের অবসানে হরিকথা শ্রবণে লব্ধাবসর হইয়াছেন।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ।

ইতি সংপ্রশ্ন সংহৃষ্টো বিপ্রাণাং রৌমহর্ষণিঃ।
প্রতি পূজ্য বচ স্তেষাং প্রবক্তুমুপচক্রমে। ১।

তদেবং প্রথমেধ্যায়ে ষট্ প্রশ্নামুনিভিঃকৃতাঃ। দ্বিতীয়েতুত্তরং সূতশ্চতুর্ভিমাহতেষ্বথ ॥ ১ ॥ বিপ্রাণামিতি। এবম্ভূতৈঃ সম্যকপ্রশ্নৈঃ সম্যক হৃষ্টো রোমহর্ষণস্য পুত্র উগ্রশ্রবাঃ তেষাংবচঃ প্রতিপূজ্য সংকৃত্য প্রবক্তুমুপক্রান্তবান্॥ ১॥

প্রথমাধ্যায়ে শৌনকাদি ঋষিগণেরা যে * ছয় প্রকার প্রশ্ন করেন, দ্বিতীয়াধ্যায়ে সূতগোস্বামী চতুঃশ্লোকে তদুত্তর প্রদান হয়েন।

উগ্রশ্রবাঃ সূতঃ, যাহাকে রৌমহর্ষণিবলে, অর্থাৎ রোমহর্ষণ পুত্র, ঋষিদিগের সম্যক্ প্রশ্ন শ্রবণে, সম্যক্ প্রকারে হৃষ্ট হইয়া সমাদর পূর্ব্বক শৌনকাদি ঋষিগণের বাক্যকে পূজা-করতঃ প্রশ্ন বাক্যের উত্তর করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥

---

* কলিকালজ জীবের কর্ত্তব্যতা কি ॥ ১ ॥ আর সর্ব্ব শাস্ত্রাপেক্ষা শ্রোতব্য কি ॥ ২ ॥ বসুদেব ভার্য্যা দেবকী গর্ব্ভে কিহেতু ভগবানের জন্ম হয় ॥ ৩ ॥ অপর মৎস্যাদি অবতার বর্ণন ॥ ৪ ॥ এবং অবতার বিষয়ক লীলা কথা ॥ ৫ ॥ বিশেষ কৃষ্ণ বলরামের গোকুল মথুরা দ্বারকাদি লীলা বর্ণন ॥ ৬ ॥

শ্রীসূতউবাচ।

যংপ্রব্রজন্ত মনুপেত মপেতকৃত্যংদ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব। পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোভি নেদুস্তংসর্ব্ব ভূতহৃদয়ং মুনিমান তোস্মি ॥ ২ ॥

প্রবচনস্যোপক্রমে গুরুদেবতা নমস্কার ইতি তমাহ যমিতিত্রিভিঃ। তত্র স্বগুরোঃ শুকস্যৈশ্বর্য্যং তস্করিতেনৈব দ্যোতয়ন্নাহ। যংপ্রব্রজন্তং সংন্যাস্যগচ্ছন্তং অনুপেতং মামুপনয়স্বেত্যুপনয়নার্থ মনুপসন্নং। যদ্বা-কেনাপ্যনুপেত মননুগতং একাকিন মিত্যর্থঃ। অত্রহেতুঃ অপেত-কৃত্যং কৃত্যশূন্যং বিরহাৎকাতরোভীতঃ। পুত্রহুইতি প্লুতেনাজুহাব আহূতবান্। দূরাহ্বানে প্লুতে সত্যপি সন্ধিরার্ষঃ। তদাতন্ময়তয়া শুক স্বরূপতয়া তরবোভিনেদুঃ প্রত্যুত্তর মুক্তবন্তঃ। পিতুঃ স্নেহা-নুবন্ধ পরিহারায় যোবৃক্ষরূপেণোত্তরং দত্তবানিত্যর্থঃ। তংমুনিমান-তোস্মি তন্ময়ত্বোপপাদনায় বিশেষণং সর্ব্বভূতানাং হৃন্মনঃ অয়তে যোগলেন প্রবিশতীতি সর্ব্বভূত হৃদয়ন্তং॥ ২॥

শৌনকীয় প্রশ্ন বাক্যের উত্তর প্রদানের উপক্রমে প্রথমতঃ (যং প্রব্রজন্তমিত্যাদি) শ্লোকত্রয়ে গুরু দেবতাকে নমস্কার করেন। অর্থাৎ শুকদেবের শিষ্য সূতগোস্বামী আদৌ স্বগুরু শুকদেবকে নমস্কারকরতঃ প্রশ্নোত্তরে শুকৈশ্বর্য্য বর্ণনে বাধিত হয়েন। ইত্যাভাস।

জন্মমাত্রতঃ পিতামাতার প্রতিস্নেহ শূন্য, সম্যক্ সংসার পরিত্যাগ করতঃ পরমাত্ম তত্ত্বান্বেষণে যে শুকদেব অভি-

গমন করেন, অর্থাৎ পরিব্রাজক ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, আর বিজ্ঞানবান্ বিশিষ্ট পুত্র বিচ্ছেদে কাতর হইয়া বেদব্যাস গোস্বামী যাঁহাকে প্লুতস্বরে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করতঃ সস্নেহে আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই শুকদেব কীদৃশ, না, (অনুপেত) অর্থাৎ বেদব্যাস গোস্বামী যাঁহার সমীপে অনুপপন্ন হইয়া দূরে থাকিয়া বারম্বার আহ্বানকরতঃ কহিয়াছিলেন। হে পুত্র, তুমি আমাকে তোমার সমীপে নীত হও। (ইত্যভিপ্রায় ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে যাদৃক্, পরম জ্ঞানী জীবন্মুক্ত শুকদেব ব্রহ্ম তন্ময়তা প্রাপ্ত, বেদব্যাস তাদৃশ মায়াপাশ মুক্ত হইতে পারেন নাই, অতএব শুক সমীপস্থ হওনের প্রত্যাশায় পুনঃ২ কহিয়াছিলেন) অথবা, অনুপেত শব্দে অননুগত, অর্থাৎ সর্ব্বসঙ্গ পরিমুক্ত একাকীমাত্র। পুনঃ কীদৃশঃ, না, (অপেতকৃত্যং) কৃত্য শূন্য, জাতকর্ম্মাদি সংস্কার হীন, অর্থাৎ শুকদেবের নাড়ী চ্ছেদনাদি কোন ক্রিয়াই হয় নাই, কিন্তু সকল ক্ষমতা বিশিষ্ট, যেহেতু পিতৃস্নেহে পরাঙ্মুখ হইয়া আহ্বয়িতা পিতাকে আপনি স্বয়ং উত্তর প্রদান না করিয়া বৃক্ষস্বরূপে প্রত্যুত্তর করেন, ইত্যর্থে (তন্ময়তা) শব্দের প্রয়োগ হয়, অর্থাৎ শুকাভিমত * বৃক্ষেরা উত্তর করিয়াছিলেন, এই শুকদেবের পরমমাহাত্ম্য, যে ঈশ্বরানুরূপ যোগবলে স্থাবরাস্থাবর সর্ব্ব জীব হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারেন, সেই শুকদেব আমার গুরু তাঁহাকে সর্ব্বারাম্ভে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

---

* বৃক্ষ স্বরূপে বেদব্যাসকে অধ্যাত্ম তত্ত্ব উপদেশ করেন।

যঃ স্বানুভাব মখিল শ্রুতিসার মেকং মধ্যা ত্মদীপ মতি তিতীর্ষতাং তমোন্ধং। সংসা রিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং। তংব্যাসসূনু মুপযামিগুরুং মুনীনাং॥ ৩॥

তৎকৃপালুতাং দর্শয়ন্নাহ। যঃস্বানুভাবমিতি। অন্ধং গাঢ়ংতমঃ সংসারাখ্যং অতিতরিতু মিচ্ছতাং। পুরাণানাং মধ্যে গুহ্যং গোপ্যং। তত্রহেতুত্বেন চত্বারি বিশেষণানি। স্বোনিজঃ অসাধারণঃ অনুভাবঃ প্রভাবোযস্য তৎ। অখিল শ্রুতীনাংসারং একমদ্বিতীয়ং অনুপম মিত্যর্থঃ। আত্মানং কার্য্যকারণ সংঘাত মধিকৃত্য বর্ত্তমানং আত্মতত্ত্ব মধ্যাত্মং তস্যদীপং সাক্ষাৎ প্রকাশকং উপযামি শরণং ব্রজামি॥ ৩॥

অনন্তর, শুকদেবের কৃপালুতা দর্শন করাইয়া কহিয়াছেন, (যঃস্বানুভাবমিতি) সংসারাখ্য ঘোরতরতম নিস্তিতীর্ষু অর্থাৎ সংসারতরণেচ্ছু জনগণের সম্বন্ধে কৃপা প্রকাশকরতঃ সমস্ত পুরাণের মধ্যে অতি গোপনীয় পুরাণ * শ্রীমদ্ভাগবত যিনি আখ্যাত করেন, আর, যাঁহার অসাধারণ প্রভাব সেই

---

* শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বেদব্যাস কর্ত্তৃক রচনা হয়, তাহাতে শুকদেব আখ্যাত করিয়াছেন ইহা অসঙ্গত বর্ণনা, উত্তর ইহাতে অসঙ্গত বর্ণন বলাই অসঙ্গত হয়, যেহেতু পুরাণের নিত্যত্ব সিদ্ধিঃ, অর্থাৎ রাজা পরীক্ষিতকে শুকদেব যে আখ্যান কহিয়াছিলেন, বেদব্যাস সেই আখ্যানকে গদ্য পদ্যাদি রচনাদ্বারা প্রকাশ করেন, অতএব শুক প্রোক্ত ভাগবত তাহাতে সংশয় নাই, যথা (গ্রন্থাষ্টাদশ সাহস্রং দ্বাদশ স্কন্ধ সম্মিতং। শুকঃ প্রোক্তং ভাগবতং শ্রুত্বানির্ব্বাণ কারণং) ইতি নারদ পঞ্চরাত্রং। অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকদ্বাদশ স্কন্ধ সংযুক্ত শুক প্রোক্ত ভাগবত শ্রবণ নির্ব্বাণের কারণ হয়।

শুকদেব গোস্বামী স্বীয় অনুভাব দ্বারা অর্থাৎ স্বমহিমানুসারে সমস্ত শ্রুতিসার অনুপম এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা কার্য্য কারণ সমূহকে যিনি অধিকৃত করিয়া আছেন, সেই পরমাত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎ প্রকাশক একারণ শুকদেবকে অধ্যাত্মদীপ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, এবম্ভূত ব্যাস পুত্র শুকদের গোস্বামীর শরণাপন্ন হই ॥ ৩ ॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং। দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততোজয় মুদীরয়েৎ ॥৪।

জয়ন্ত্যনেন সংসারমিতি জয়ো গ্রন্থস্তং উদীরয়েৎ ইতি স্বয়ং তথোদীরয়ন্ অন্যমপি পৌরাণিকানুপশিক্ষয়তি ॥ ৪ ॥

পুরাতন * ঋষি নর নারায়ণ আদি দেব অর্থাৎ পরমাত্মা তাঁহারদিগকে এবং সমস্ত বিদ্যাবাক্যাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবীকে, আর অখিল বেদ পুরাণ বক্তা † বেদব্যাস গোস্বামীকে নমস্কার করতঃ জয় উদীরণ করিবেক। জয় শব্দে গ্রন্থ অর্থাৎ যৎশ্রবণে সম্যক্ সংসার জিত হওয়া যায়, একারণ গ্রন্থকে জয় বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, সুতরাং সংসার জয়েচ্ছু জন সম্বন্ধে পরমপবিত্র ভাগবত পুরাণ ব্যাখ্যা করিতেছি ॥৪॥

---

* ঋষিপদে সামান্য মুনি বিশেষ নহে, যিনি একোগম্য পরমাত্মা তিনিই ঋষিপদের বাচ্য হয়েন, তৎসাধন ফলে কিঞ্চিৎ তদৈশীক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিকেও ঋষি বলাযায়।

† স্বয়ং বেদব্যাস আপনাকে নমস্কার করতঃ কিরূপে জয় উদীরণ করেন, অর্থাৎ স্বয়ং বক্তা রূপে অন্যৎ পৌরাণিকদিগকে অনুশিক্ষা করাইয়াছেন।

মুনয়ঃ সাধুপৃষ্টোহহং ভবদ্ভির্লোকমঙ্গলং।
যৎকৃতঃ কৃষ্ণ সংপ্রশ্নো যেনাত্মা সুপ্রসী-
দতি ॥ ৫ ॥

তেষাং বচঃ প্রতিপূজ্যোতি যদুক্তং তৎপ্রতিপূজনং করোতি। হেমু-
নয়ঃ সাধু যথাভবতি তথাহং পৃষ্টঃ যতোলোকানাং মঙ্গলমেতৎ যতঃ
কৃষ্ণ বিষয়ঃ সংপ্রশ্নঃ কৃতঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থ সারোদ্ধার প্রশ্নস্যাপি কৃষ্ণে
পর্য্যবসানাদেবমুক্তং ॥ ৫ ॥

অনন্তর সূত গোস্বামী নৈমিষীয় ঋষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহারদিগের প্রশ্ন বাক্যের পূজা করিয়া কহিয়াছেন, (হে ঋষয়ঃ) অর্থাৎ মুনিগণেরা, অদ্য আমি সাধুবৎ সমাদৃত হইলাম, যেহেতু আপনারা আমাকে লোক মঙ্গল প্রশ্ন করিলেন, অর্থাৎ লোকের পরমমঙ্গলহয় এমত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক সাধুপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কেননা সকল শাস্ত্রার্থ মন্থনে উদ্ধৃত সারবৎ প্রশ্নের কৃষ্ণেতেই পর্য্যবসান হয়, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণাখ্যানই সর্ব্ব শাস্ত্রের সার, অতএব শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক প্রশ্নে আশু আত্মা অর্থাৎ বুদ্ধি সুপ্রসন্না হয়, অথবা আত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হয়েন ॥ ৫ ॥

সবৈপুংসাং পরোধর্ম্মো যতোভক্তিরধোক্ষ-
জে। অহৈতুক্য প্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসী-
দতি ॥ ৬ ॥

তত্রয়ৎ প্রথমং পৃষ্টং সর্ব্বশাস্ত্র সার মৈকান্তিকং শ্রেয়োব্রূহীতি।
তত্রোত্তরং সবৈইতি। অয়মর্থঃ। ধর্ম্মোদ্বিবিধঃ প্রবৃত্তি লক্ষণোনিবৃত্তি

লক্ষণশ্চতত্রয়ঃ স্বর্গাদ্যর্থঃ প্রবৃত্তি লক্ষণঃ সোঽপর যতস্তু ধর্ম্মাচ্ছ্রবণাদিরাদি লক্ষণাদ্ভক্তির্ভবতি সপরোধর্ম্মঃ সত্রবৈকান্তিকং শ্রেয়ইতি। কথন্তুতা অহৈতুকী হেতুঃ ফলাভি সন্ধানং তদ্রহিতা অপ্রতিহতা বিঘৈরনভিভূতা ॥ ৬ ॥

জীব সম্বন্ধে সেই পরম ধর্ম্ম, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণে অপ্রতিহতা অহৈতুকী ভক্তি জন্মে, যে ভক্তিদ্বারা আত্মা সুপ্রসন্ন হয়েন ॥ ৬ ॥

সর্ব্ব শাস্ত্রসার * ঐকান্তিক শ্রেয় কৃষ্ণবিষয়ক যে প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তদুত্তরে সূত গোস্বামী কহেন, যে পরাপর সংজ্ঞায় ধর্ম্মদ্বিবিধ হয়, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণভক্তির অবিরোধিধর্ম্ম অর্থাৎ নিবৃত্তি লক্ষণাক্রান্ত শুদ্ধ ঈশ্বর প্রাপ্ত্যর্থে, যদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি হয় সেই পরম ধর্ম্ম, আর স্বর্গাদি সুখ ভোগার্থ প্রবৃত্তি লক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্ম অপর, অর্থাৎ অপকৃষ্ট ধর্ম্ম হয়। যদিবল ভক্তি ব্যতীত ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না, এবং ধর্ম্মও বিফল নহে, অর্থাৎ বৃক্ষরোপণ করিলে অবশ্যই ফল ভোগ করিতে হয়, তবে ধর্ম্মযুক্তা ভক্তিকে অহৈতুকী কিরূপে বলাযায়, উত্তর, ফলাভিসন্ধি রহিতা ভক্তি অহৈতুকী, সেই ভক্তি অপ্রতিহতা অর্থাৎ কোন বিঘ্নেতে অভিভূতা হয়েন না, সুতরাং লোভথাকিলেই সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কারণ হয়, লোভ সত্বে অলাভ সূচক কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মেনা, তদ্রহিত হইলেই সম্যক্ ব্যাঘা-

* ঐকান্তিক শ্রেয়পদে পরমামুক্তি যাহাতে যাতায়াত রূপ পরিশ্রমের অনুভব করিতে হয় না।

তের নিরাস হয়, একারণ অহৈতুকী ভক্তিকে অপ্রতিহতা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, পুনরপি শ্রোতাদিগের অভিপ্রায়ানু-সারে কহিতেছেন, যদি এমত আপত্তি কর, যে শাস্ত্র সিদ্ধ ধর্ম্মের ফলশ্রবণ আছে, তাহাতে স্বর্গাদি সুখভোগ, ও ঈশ্বর প্রাপ্তিই বা হউক্, কিন্তু উভয়কেই ফল বলিতে হইবে, সুতরাং ধর্ম্মের ফলাভিসন্ধিরহিতবলার বৈফল্য হয়, যদ্রূপ মাদক দ্রব্যের ফলে মত্ততা করে, তাহাতে অনিচ্ছু হইয়া ভোজন করিলেও তদ্গুণের ব্যাঘাৎ হয় না, উত্তর, ঈশ্বর প্রাপ্তিকামনাভিন্ন শুদ্ধ স্বর্গাদি সুখভোগের কামনা-কেই ফল বলে, যথা (অকামোবিষ্ণুকামোবা ইতি বচনাৎ) বিষ্ণু প্রতি কামনাকে অকাম বলিয়া শ্রুতি সংবাদ করিয়াছেন, কেননা ভর্জ্জিত বীজবৎ ঈশ্বরার্পিত ফলের অঙ্কুরপ্ররোহ হয় না, অর্থাৎ ঘোরান্ধকার স্বরূপ সংসার কূপে পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিতে হয় না, সুতরাং ঈশ্বর প্রাপ্ত্যর্থে কর্ম্মকে নিষ্কর্ম্ম কহিয়াছেন ॥ ৬ ॥

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকং॥ ৭॥

নন্নু তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেত্যাদি শ্রুতিভ্যো ধর্ম্মস্য জ্ঞানাঙ্গত্বং প্রসিদ্ধং। তৎকুতোভক্তিহেতুত্ব মুচ্যতে। সত্যং তত্তু ভক্তিদ্বারেণেত্যাহ বাসুদেব ইতি। অহৈতুকং শুষ্ক তর্কাদ্য গোচরং ঔপনিষদমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

বাসুদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেতে যদি ভক্তিযোগ প্রযোজিত হয়, তবে আশু বৈরাগ্য এবং অহৈতুক জ্ঞানকে জন্মায় ॥ ৭॥

(তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেনেতিশ্রুতিঃ) অর্থাৎ বেদানুবাক্যদ্বারা যজ্ঞ, দান, তপস্যা, অনাশকাদি অর্থাৎ ব্রতোপবাসদ্বারা আত্মাকে বিদিত হইতে যে সকল শ্রুতিতে অনুশাসন করেন, সেই সকল শ্রুতিদ্বারা প্রসিদ্ধ রূপে ধর্ম্মের জ্ঞানাঙ্গত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, অর্থাৎ বিনা ধর্ম্মে জ্ঞান জন্মেনা, সুতরাং ধর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্যকরণীয়, ধর্ম্মানুষ্ঠানের নাম কর্ম্ম, কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের ছায়াতপবৎ নিত্যবিরোধ, ইহাতে জ্ঞানাঙ্গ বলিয়া ধর্ম্মকে কিরূপে গ্রহণ করাযায়, উত্তর, সকাম কর্ম্ম জ্ঞান বিরোধী বটে, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম জ্ঞানের অন্তরঙ্গ হয়, অতএব ফলাভিসন্ধি রহিত কেবল ঈশ্বর প্রাপ্ত্যর্থে নিত্যনৈমিত্তকাদি কর্ম্ম সাধন, অর্থাৎ সন্ধ্যাবন্দনা শমদম আসনাদি অষ্টাঙ্গযোগানুষ্ঠান করণ মুমুক্ষু ব্যক্তির সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, বাসুদেবে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিযোগ * দ্বারা অহৈতুক জ্ঞান ও বৈরাগ্য জন্মে, যেহেতু শ্রুতিদ্বারা ধর্ম্মের জ্ঞানাঙ্গত্বের প্রমাণ হইয়াছে, যদি বল ভক্তিহেতুক জ্ঞান ও বৈরাগ্য তাহার প্রমাণ কি? উত্তর, জ্ঞান প্রাপ্ত্যর্থে ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করণের মূলভক্তি, অর্থাৎ আদৌ ভক্তি হইলে পরে তত্তৎকর্ম্ম করণে প্রবৃত্তি জন্মে, সুতরাং ভক্তিদ্বারাই জ্ঞানাঙ্গ ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াথাকে, এতদ্বিধায় জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রাপণের ভক্তিই আদিকারণ হইয়াছেন, (যদ্রূপ ঘটের কারণ কুম্ভকার হইলেও মৃত্তিকাকে মূলকারণ মানিতে

* যোগপদে ঈশ্বর প্রাপ্ত্যর্থে কর্ম্ম, সেই কর্ম্মাচরণকেই ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া খ্যাত করাযায়।

হইবে, যেহেতু বিনা মৃত্তিকাতে ঘটোৎপত্তি হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানের প্রতি কারণ ধর্ম্ম হইলেও তৎপ্রতি ভক্তিকে মূল-কারণ অঙ্গীকার করিতে হইবে, বৈরাগ্য পদে বিরাগ অর্থাৎ ঈশ্বর সত্ত্বার প্রতিনির্ভর করতঃ সংসারাসক্তি রহিতকে বৈ-রাগ্য বলে। অহৈতুক জ্ঞানপদে, হেতু শূন্য জ্ঞান অর্থাৎ ঈশ্বরোদ্দেশ ভিন্ন সর্ব্বাকাঙ্ক্ষা রহিত, অথবা, নিরর্থক তর্কাদির অগোচর শুদ্ধ উপনিষৎ প্রতিপাদ্য পরমাত্ম তত্ত্বকে অহৈতুক জ্ঞান বলে॥ ৭ ॥

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন কথাসুযঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদিরতিং-শ্রমএবহি কেবলং ॥ ৮ ॥

স্তুতিরেকমাহ। ধর্ম্মইতি। যোধর্ম্ম ইতি প্রসিদ্ধঃ সযদি বিষ্বকসেনস্য কথাসুরতিং নোৎপাদয়েৎ তর্হিস্বনুষ্ঠিতোপিসন্ শ্রমোজ্ঞেয়ঃ। নন্বু মোক্ষার্থস্যাপি ধর্ম্মস্য শ্রমত্ব মস্ত্যেব অতআহ কেবল বিফল শ্রম ইত্যর্থঃ। মন্বস্তি তত্রাপি স্বর্গাদি ফল মিত্যাশঙ্ক্য এবকারেণ নিরাক-রোতি ক্ষয়িষ্ণুত্বাৎ নতৎফল মিত্যর্থঃ। নন্বক্ষয্যং হবৈচাতুর্মাস্য যাজিনঃ সুকৃতং ভবতীত্যাদি শ্রুতের্নতৎ ফলস্য ক্ষয়িষ্ণুত্ব মিত্যাশঙ্ক্যাহি শব্দেন সাধয়তি। তদ্যথেহ কর্ম্মজিতোলোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তইতি তর্কাসু গৃহীতয়া শ্রুত্যাক্ষয় প্রতিপাদনাৎ॥ ৮॥

মনুষ্য সম্বন্ধে ধর্ম্ম যদি সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কথাতে রতিকে উৎপাদন না করে, তবে ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য যে পরিশ্রম সে কেবল শ্রমমাত্রই হয়॥ ৮ ॥

ইত্যভিপ্রায়ে শ্রীধরস্বামী শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ মাহাত্ম্য সূচক লীলা কথা শ্রবণের প্রশংসা করিয়াছেন, অর্থাৎ ধর্ম্ম বলিয়া যাহাকে প্রশংসা করাযায়, যদি সেই ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও বিষ্বক্‌সেন অর্থাৎ গোবিন্দ লীলা কথা শ্রবণে রতিকে উৎ-পাদন না করে, তবে তৎসাধনার শ্রম বিফল হয়, কারণ মোক্ষার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠানের সফল শ্রম তদন্যৎ ভোগার্থ শ্রম বিফল, কেবল ক্লেশমাত্রকেই উৎপাদন করে, শ্রম এবহি কেবল ইতি) এবকারদ্বারা, স্বর্গাদি ভোগজনক ধর্ম্ম ফলকে হেয়ত্বরূপে নিরাস করিতেছেন, (ক্ষয়িষ্ণুত্বাৎ) অর্থাৎ স্বর্গাদি সুখভোগের ক্ষয় আছে, অতএব ক্ষয়িষ্ণু ফলকে ফলের মধ্যে গণ্য করাযায় না যথা শ্রুতিঃ। (কর্ম্মজিতো লোকঃ-ক্ষীয়তে এব মেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃক্ষীয়ত ইত্যাদি) শ্রুতি বাক্য প্রমাণে পুণ্যাপুণ্যজনিত ইহা মুত্র লোককে পরিত্যাগ না করিলে ব্রহ্মৈকত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেনা, সুতরাং পুণ্যাপুণ্যজনিত ফলকে হেয়ত্ব রূপে পরিগ্রহ করিয়াছেন, অতএব নিশ্চয় হইল এই যে অখণ্ড ব্রহ্ম সুখসন্নিধানে সামান্য খণ্ড সুখকে সুখ বলা কোন মতেই সঙ্গত হয় না ॥৮॥

ধর্ম্মস্যহ্যাপবর্গস্যনার্থোর্থায়োপকল্পতে। না-র্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামোলাভায়হিস্মৃতঃ॥৯॥

তদেবং হরিভক্তি দ্বারা তদিতর বৈরাগ্যাত্ম জ্ঞান পর্য্যন্তঃ পরোধর্ম্ম ইত্যুক্তং। অন্যেতু মন্যন্তে ধর্ম্মস্যার্থঃ ফলং তস্যচকামঃ ফলং। তস্য চেন্দ্রিয় প্রীতিঃ। তৎ প্রীতেশ্চ পুনরপি ধর্ম্মার্থাদি পরম্পরেতি যথাহুঃ ধর্ম্মাদর্থশ্চ কামশ্চ সকিমর্থং নসেব্যত ইত্যাদি তন্নিরাকরোতি ধর্ম্মস্যেতি

দ্বাভ্যাং। অপবর্গস্য উক্তন্যায়েনাপবর্গ পর্য্যন্তস্য অর্থায় ফলত্বায় অর্থো নোপকল্পতে যোগ্যো নভবতি। তথা অর্থস্যাপ্যেবম্ভূত ধর্ম্মা ব্যভিচারিণঃ কামোলাভায় ফলত্বায় নহিস্মৃতো মুনিভিঃ॥ ৯॥

ধর্ম্মের ফল অপবর্গ অর্থাৎ বৈরাগ্যাত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত ধর্ম্মের ফল, নচেৎ স্বর্গাদি ভোগার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান মুমুক্ষু ব্যক্তির করণীয় নহে, কেননা পরমার্থে বঞ্চিত হইয়া স্বল্পার্থ প্রাপণ হেতু বহু আয়াসে অপরিমিত শ্রমাঙ্গীকার করার সার্থকতা কি। কামপদে অভিলাষ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রীতি পর্য্যন্তই কামের ফল, কিন্তু জ্ঞান বিরোধিনী প্রীতি ক্ষণিক সুখমাত্র সুতরাং জ্ঞানের অব্যভিচারি ধর্ম্ম ফলভূত নহে, অর্থাৎ অখণ্ড ব্রহ্ম সুখের নিমিত্তীভূত হয়, ইহা তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ মুনি-গণেরা উক্ত করিয়াছেন, অতএব হরিভক্তিদ্বারা ভোগেতর বৈরাগ্যাত্ম জ্ঞান পর্য্যন্ত যদ্দ্বারা অধিকৃত করিতে পারে, সেই পরম ধর্ম্ম, (ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষেতি) এই পুরুষার্থ চতুষ্টয় পরম্পরা সম্বন্ধে সকলেই মোক্ষে পর্য্যবসান হয়, অর্থাৎ ধর্ম্ম হইতে অর্থ, অর্থ হইতে কাম, কাম হইতে মোক্ষ, যথা (নকর্ম্মণা মনারম্ভোনৈষ্কর্ম্ম পুরুষোশ্নুতে) অনারম্ভ কর্ম্মে নৈষ্কর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে পরেনা, অর্থাৎ কর্ম্ম না করিলে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় না, যদি বল ক্রমান্বয়ে এরূপ সকলের মোক্ষার্থে নিয়োগ থাকিলে অভিলাষ পুরণার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠানের অকর-ণীয়ত্ব কেন হইবে, উত্তর, তন্নিরাকরণ করিয়া কহিয়াছেন, যে ঈশ্বরপ্রাপ্ত্যর্থ না হইয়া কেবল ভোগার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান নিরর্থক হয়, অতএব ফলাভিসন্ধি রহিতহইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে

যে ফল জন্মিবে সেই ফলই মোক্ষের অব্যভিচারি অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাপ্তির নিমিত্তীভূত হয় ॥ ৯ ॥

কামস্য নেন্দ্রিয় প্রীতি র্লাভোজীবেতযাবতা। জীবস্যতত্ত্ব জিজ্ঞাসা নার্থোয়শ্চেহকর্ম্মভিঃ ॥ ১০ ॥

কামস্য বিষয় ভোগস্য ইন্দ্রিয়প্রীতির্লাভঃ ফলং ন ভবতি। কিন্তু যাবতা জীবেত তাবানেব কামস্য লাভঃ জীবন পর্য্যাপ্ত এবকামঃ সেব্য ইত্যর্থঃ। জীবস্য জীবনস্যচ পুনর্দ্ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা কর্ম্মভি র্যইহ প্রসিদ্ধঃ স্বর্গাদিঃ সোহর্থো ন ভবতি। কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসৈব ॥ ১০ ॥

কেবল ইন্দ্রিয় প্রীতিলাভ, কামের ফল নহে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হইলেই যে বিষয়ভোগে বিতৃষ্ণ হয় এমতও নহে বরং উত্তরোত্তর গাঢ়ানুরাগের বৃদ্ধি করে, যথা (" নজাতুকামঃ কামানামুপ ভোগেণ শাম্যতি। হবিষাকৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে" কেবল উপভোগে অভিলাষের শান্তি হয় না, বরং বৃদ্ধিকেপায়, যেমন ঘৃতাহুতি প্রদানে অগ্নির নির্ব্বাণ না হইয়া বৃদ্ধি হয়.) এখানে কামশব্দে বিষয় ভোগ, কিন্তু যাবৎ জীবিত তাবৎ কাম থাকিবে, অর্থাৎ জীবন পর্য্যন্ত কর্ম্ম সেব্য হয়, সুতরাং জীবের জীবন পর্য্যন্ত ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ইহপ্রসিদ্ধ স্বর্গাদি লাভ হয়, অর্থাৎ ইহলোক হইতে শ্রেষ্ঠ স্বর্গাদিলোক ভোগিব্যক্তির প্রার্থনীয় হয়, কিন্তু সেই স্বর্গাদি সুখভোগকে মোক্ষেচ্ছু ব্যক্তিরা ধর্ম্মের ফল রূপে ব্যাখ্যা করেন না, যেহেতু তাহাতে পুনঃ২ জনন মরণরূপ

যন্ত্রণার অনুভব করিতে হয়। অর্থাৎ দেহাবসানে শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান ফলে স্বর্গাদি সুখভোগ হয়, এবং পরিমিত কাল পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া ভোগাবসানে পুনর্ম্মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে, তদ্রূপ অশুভ কর্ম্মকৃৎ পুরুষ নরক ভোগকরতঃ পুনঃ মর্ত্যলোকে জন্মে, সুতরাং পুণ্যাপুণ্যকৃৎ উভয় পুরুষেরই তুল্য ফল দৃষ্টে তত্ত্বজ্ঞানকেই ধর্ম্মের ফল বলিয়া জ্ঞানিরা অঙ্গীকার করেন, অতএব কর্ম্মত্যজ্য না হইয়া ফলাভিসন্ধি ত্যাগে কর্ম্ম করণীয় হয়॥ ১০॥

বদন্তিতত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞান মদ্বয়ং। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে। ১১।

নন্থ তত্ত্বজিসা নাম ধর্ম্ম জিজ্ঞাসৈব। ধর্ম্মএবহি তত্ত্বমিতি কেচিৎ। তত্রাহ বদন্তীতি। তত্ত্ববিদস্তুতদেব তত্ত্বং বদন্তি কিংতৎ যৎজ্ঞানং নাম। অদ্বয়মিতি ক্ষণিক জ্ঞানপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। নন্থ তত্ত্ববিদোপি বিগীতবচনাএব। নৈবং তস্যৈব তত্ত্বস্য নামান্তরৈ রভিধানাদিত্যাহ। ঔপনিষদৈ র্ব্রহ্মেতি। হৈরণ্যগর্ব্ভৈঃ পরমাত্মেতি। সাত্বতৈ র্ভগবানিতি শব্দ্যতে অভিধীয়তে॥ ১১॥

তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিরা যাহাকে তত্ত্বজ্ঞান বলেন তাহাকেই ধর্ম্ম জ্ঞান বলিয়া ধার্ম্মিকেরা উক্ত করিয়াছেন, কেননা প্রত্যক্ষই দেখাযাইতেছে, যে যে ধর্ম্ম সেই তত্ত্ব, তদর্থে (বদন্তিত তত্ত্ববিদ ইতি) শ্লোক উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ ক্ষণিক জ্ঞানকে অন্তরিত করিয়া অখণ্ড অদ্বয় ব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞানকেই জ্ঞান বলিয়া ধৃত করিয়াছেন, ঔপনিষদ অর্থাৎ বৈদান্তিকেরা যাঁহাকে নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন নিরীহ বলিয়া থাকেন এবং হৈরণ্যগর্ব্ভ

অর্থাৎ সাংখ্যবিৎযোগ সাধকেরা নিত্য সত্য মুক্ত স্বভাব আত্মা বলেন, ভাগবতেরা তাঁহাকেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া উপাসনা করেন, শুদ্ধ নামান্তরমাত্র বস্তুন্তর নহে, তদ্রূপ তাত্ত্বিকেরা যাহাকে তত্ত্বজ্ঞান বলেন, তাহাকেই ধার্ম্মিকেরা ধর্ম্মজ্ঞান বলিয়া থাকেন, ফলিতার্থ যে ধর্ম্ম সেই তত্ত্ব, সংজ্ঞাভেদমাত্র ॥ ১১ ॥

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্য যুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনিচাত্মানং ভক্ত্যাশ্রুত গৃহীতয়া
॥ ১২ ॥

তচ্চ্ তত্ত্বং সপরিকরয়াভক্ত্যা এব প্রাপ্যত ইত্যাহ তচ্চেত্যন্বয়ঃ জ্ঞান বৈরাগ্য যুক্তয়েত্যত্র জ্ঞানং পরোক্ষং তচ্চ্ তত্ত্বং আত্মনি ক্ষেত্রজ্ঞে পশ্যন্তি। কিন্তুৎ আত্মানং পরমাত্মানং শ্রুতেন বেদান্ত শ্রবণেন গৃহীতয়া প্রাপ্তয়ে ভক্তের্দার্ঢ্য মুক্তং ॥ ১২ ॥

শ্রদ্দধান মুনিগণেরা অর্থাৎ সবিশ্বাসী তত্ত্বনিষ্ঠ জ্ঞানবানেরা বেদান্ত শ্রবণ দ্বারা জ্ঞানবৈরাগ্য যুক্তাভক্তিতে ধ্যানানুরূপ আপনাতেই পরমাত্মাকে দর্শন করেন যথা (যুক্ত স্বাত্মনিদেব তেতি সাতাতপ সংহিতা) জ্ঞাননিষ্ঠ যোগী পুরুষেরা আপনাতেই দেবতা জ্ঞান করেন, অর্থাৎ পরোক্ষাপরোক্ষ উভয় তত্ত্বই অদ্বৈততা নিমিত্ত জীবে লক্ষিত হয় ॥ ১২ ॥

অতঃপুংভির্দ্বিজ শ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রম বিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণং
॥ ১৩ ॥

ধর্ম্মস্যফলং ভক্তিঃ নার্থকামাদিকং। ইতীমমর্থ মুপপাদ্যোপসংহরতি। অত ইতি। হেদ্বিজ শ্রেষ্ঠা হরিতোষণং হয়েরারাধনং সংসিদ্ধিঃ ফলং ॥ ১৩॥

অনন্তর ভক্তির দৃঢ়তা জানাইতে উক্ত করিয়াছেন, যে ধর্ম্মের ফল ভক্তি, অর্থাৎ কামাদিকে,, তৎফল বলিয়া ধৃত করেন নাই, যদিও স্বর্গাদি সুখভোগ ধর্ম্মের ফল হয় হউক, কিন্তু উপাসনা বিষয়ে ধর্ম্মের ফল ভক্তিই নিশ্চয় হইয়াছে, (অতঃ পুংভিরিতি) হে দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শৌনকাদি ঋষিগণেরা শ্রবণ করহ, বর্ণাশ্রম বিভাগক্রমে অনুষ্ঠিত যে ধর্ম্ম, তাহার ফল হরিতোষণ, অর্থাৎ হরির আরাধনাই ধর্ম্মের ফল সুনিশ্চিত হয় ॥ ১৩ ॥

যথা (স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসোনৈব জায়ত ইতি) অল্প পুণ্যবান্‌দিগের হরিতে বিশ্বাস জন্মে না, সুতরাং হরি সাধনার প্রতি পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিস্তর অপেক্ষা করে, কেননা কৃষ্ণারাধনাতেই জীব কর্ম্মবন্ধ হইতে পরিমুক্ত হয়, কিন্তু তদারাধনাও বিনাভক্তিতে সম্পন্ন হয় না সুতরাং সগুণ নির্গুণ উভয়পক্ষেই সমরূপে উপদেশ প্রাপ্ত হওয়াতে জ্ঞান বৈরাগ্য যুক্তা ভক্তিই সমাদরণীয়া হইলেম। ভক্তিহীন শুষ্কজ্ঞানে মুক্ত হইতে পারেনা ॥ ১৩ ॥

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাংপতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥ ১৪ ॥

যস্মাচ্চ ভক্তিহীনোধর্ম্মঃ কেবল শ্রমএব তস্মাদ্ভক্তি প্রধানএব ধর্ম্মোহ নুষ্ঠেয় ইত্যাহ। তস্মাদিতি। একেন একাগ্রেণ মনসা॥ ১৪॥

ভক্তি বিহীন ধর্ম্মজ্ঞান কেবল পরিশ্রমমাত্র, তদ্ধেতুক ভক্তি প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। তদর্থে উক্ত হইয়াছে, (তস্মাদেকেন মনসা ইতি।) একেন মনসা অনন্যা ভাবনা অর্থাৎ কৃষ্ণান্যাভাবনা শূন্য হইয়া একাগ্রমনে সাত্বতাং পতি, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সাধুদিগের নিত্য শ্রোতব্য, কীর্ত্তিতব্য, ধ্যেয়, পূজ্য হইয়াছেন, অর্থাৎ শ্রোতব্যপদে কৃষ্ণালাপ শ্রোতব্য, কীর্ত্তিতব্য পদে শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তিণীয়, ধ্যেয়পদে শ্রীকৃষ্ণরূপই ধ্যেয়, পূজ্যপদে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহই নিত্য পূজ্য হইয়াছেন॥ ১৪॥

যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্মগ্রন্থিনিবন্ধনং।
ছিন্দন্তিকোবিদা স্তস্য কোনকুর্য্যাৎ কথারতিং॥ ১৫॥

ভক্তিবিহীনোধর্ম্মঃ কেবল শ্রমইত্যুক্তং। ইদানীন্তু ভক্তের্ম্মুক্তি ফলত্বং প্রপঞ্চয়তি যদিতি। যস্য অনুধ্যা অনুষ্ঠানং সৈব অসিঃ খড়্গঃ তেনযুক্তা বিবেকিনঃ গ্রন্থি মহঙ্কারং নিবধ্নাতি যৎ তৎছিন্দন্তি তস্যক থায়াং রতিং কোনকুর্য্যাৎ॥ ১৫॥

পূর্ব্ব শ্লোকে ভক্তি হীন ধর্ম্মানুষ্ঠান শ্রমমাত্র উক্ত হইয়াছে, অত্র শ্লোকে ভক্তির ফল মুক্তি, ইহা প্রদর্শন করাইতেছেন, (যদিতি) বিবেকী ভক্তগণেরা যৎভক্তি অনুষ্ঠান রূপ অসি অর্থাৎ খড়্গ ধারণকরতঃ সমস্ত কর্ম্ম গ্রন্থিকে ছেদন

করেন, ফলিতার্থ কর্ম্ম গ্রন্থিপদে অহঙ্কার অর্থাৎ আত্মাভিমান যাহাতে সমস্ত জীব বন্ধন দশাকে প্রাপ্ত হয়, সেই বন্ধনকে ভক্তিরূপ অসিতে ছিন্ন করেন, সুতরাং এতদুপকারজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে হরিকথালাপে রতি কে নাকরে ॥ ১৫ ॥

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেব কথারুচিঃ ।
স্যান্মহৎ সেবয়াবিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেব-
ণাৎ ॥ ১৬ ॥

নম্বু সত্যমেব কর্ম্মনির্মূলনীহরি কথাবতিঃ। তথাপি তস্যাং রুচি-র্নোৎপদ্যতে কিংকুর্ম্ম স্তত্রাহ। শুশ্রূষোরিতি। পুণ্যতীর্থনিষেবণা-দিভিঃ নিষ্পাপস্য মহৎ সেবাস্যাৎ তয়াচ তদ্ধর্ম্মশ্রদ্ধা। ততঃ শ্রবণেচ্ছা ততোরুচিঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

বস্তুতঃকর্ম্ম নির্ম্মূলনী হরিকথা রতি, ইহা সত্য, তথাপি তাহাতে রতি জন্মে না ইহাতে কি করিব, অস্যোত্তরং। (শুশ্রূষোরিতি) পুণ্যতীর্থ নিষেবণ অর্থাৎ গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থাব-গাহনে নিষ্পাপ হয়, সেই নিষ্পাপব্যক্তির মহৎ সেবা অর্থাৎ সাধুসেবায় প্রবৃত্তি জন্মে; তৎসাধুসেবা ফলে তদ্ধর্ম্মে শ্রদ্ধা অর্থাৎ হরি সেবাও হরিপরিচর্য্যাদিতে বিশ্বাস হয়, তাহা হইলেই তৎকথা শ্রবণেচ্ছাজন্মে, অনন্তর হরিকথা শ্রবণ করিতে২ তাহাতে রতি জন্মে। নচেৎ কোটিকল্পে ও হরিকথা-লাপে রতি জন্মিতে পারে না, ইত্যর্থে তত্ত্বসাধকের পরমাত্ম তত্ত্ব প্রাপ্তির প্রতি তীর্থাবগাহন, সাধুসেবা সৎশাস্ত্রানুশীলন, এবং শৌচাচার শাস্ত্রোদিত কর্ম্মানুষ্ঠানের বিস্তর অপেক্ষা

থাকিল, অর্থাৎ এই সকল কর্ম্মই তত্ত্বপ্রাপ্তি প্রতি কারণ হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্য শ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থোহ্যভদ্রাণিবিধুনোতি সুহৃৎসতাং
॥ ১৭ ॥

ততশ্চ শৃণ্বতামিতি। পুণ্যে শ্রবণকীর্ত্তনে যস্য সঃ। সতাং সুহৃৎ হিতকারী হৃদয়ান্যভদ্রাণি রাগাদি বাসনাঃ তানি অন্তঃস্থঃ হৃদয়স্থঃ সন্ ॥ ১৭ ॥

* পুণ্যশ্রবণ পুণ্যকীর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়াকথা অর্থাৎ লীলাবর্ণন সাধুদিগের পরম সুহৃৎ [হিতকারী] হইয়াছেন, যেহেতু হরিকথা শ্রবণশীলব্যক্তিরদিগের হৃদয়মধ্যস্থিত অভদ্র অর্থাৎ অকল্যাণ রাগাদিবাসনা রূপ চেষ্টাসকলকে ঐ হরিকথা হৃদয় হইতে দূরীকৃত করেন ॥ ১৭ ॥

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃ শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী
॥ ১৮ ॥

ততঃ নষ্টপ্রায়েষ্বিতি। সর্ব্বাভদ্র নাশস্য জাতত্বোত্তর কালত্বাৎ প্রায় গ্রহণং ভাগবতানাং ভাগবত শাস্ত্রস্য বা সেবয়া নৈষ্ঠিকী নিশ্চলা বিক্ষেপকাভাবাৎ ॥ ১৮ ॥

* পুণ্য শ্রবণ পদে যদ্যশঃ শ্রবণে পুণ্য হয় অথবা পুণ্যই অর্থাৎ পবিত্র হইয়াছে যশঃ শ্রবণ যাঁর তিনিই পুণ্য শ্রবণ। পুণ্য কীর্ত্তনপদে যদ্গুণানুকীর্ত্তনে পুণ্য হয়, অথবা অতি সুপবিত্র যাঁহার কীর্ত্তন তাহাকে পুণ্যকীর্ত্তন বলা যায়।

নিত্য ভাগবত সেবায় হৃদিস্থ অশুভ চেষ্টা নাশানন্তর উত্তম শ্লোক শ্রীকৃষ্ণে নৈষ্ঠিকী ভক্তি জন্মে ॥ ১৮ ॥

অর্থাৎ ভাগবত শব্দে ভগবদ্ভক্ত অথবা ভাগবত পুরাণানু-সেবায় নৈষ্ঠিকী অর্থাৎ বিক্ষেপ রহিত নিশ্চলা ভক্তি হয়॥১৮॥

তদারজ স্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চযে।
চেতত্রৈতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বেপ্রসীদতি ॥ ১৯ ॥

রজশ্চ তমশ্চ যেচ তৎপ্রভবাঃ ভাবাঃ কামাদয়ঃ ত্রতৈরনাবিদ্ধং অনভিভূতং প্রসীদতি উপশাম্যতি ॥ ১৯ ॥

তদনন্তর রজ স্তমভাব অর্থাৎ কাম লোভাদি যে সকল ভাব, তৎকর্ত্তৃক অনাবিদ্ধ [অনভিভূত] হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং চিত্তও সত্ত্বে প্রসন্ন অর্থাৎ চিত্তে কামাদির উপশম হয় ॥ ১৯॥

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তি যোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞানং মুক্ত সঙ্গস্য জায়তে।২০।

ভগবদ্ভক্তি যোগতঃ প্রসন্নমনসঃ অতএব মুক্ত সঙ্গস্য ॥ ২০॥

অনন্তর ভগবদ্ভক্তি যোগ প্রভাবে এরূপ [প্রসন্নমনসঃ] অর্থাৎ প্রসন্নমনা মুক্তসঙ্গ, [জিতেন্দ্রিয়] ব্যক্তিদিগের ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞান জন্মে ॥ ২০ ॥

ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিচ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তেচাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্টএবাত্মনীশ্বরে॥২১॥

জ্ঞানফলমাহ। ভিদ্যতইতি। হৃদয় মেবগ্রন্থিঃ চিজ্জিড় গ্রন্থন রূপোঽহঙ্কারঃ অতএব সর্ব্বসংশয়াত্মসম্ভাবনাদিরূপাঃ কর্ম্মাণ্যনারব্ধ ফলানি আত্ম স্বরূপভূতে ঈশ্বরে দৃষ্টে এবকারেণ জ্ঞানানন্তর মেবেতি দর্শয়তি॥ ২১॥

এতদনন্তর বিজ্ঞান মাহাত্ম্য কহিতেছেন। [ভিদ্যতইতি] অর্থাৎ বিজ্ঞান বলে [অহঙ্কার] যাহাকে আত্মাভিমান বলে সেই আত্মাভিমান অর্থাৎ জড়চৈতন্য স্বরূপে মায়াগ্রন্থন যে হৃদয় গ্রন্থি, তাহা ভেদ হইয়াযায়, তৎসত্ত্বে আত্মসম্ভাবন রূপ সর্ব্ব সংশয় চ্ছেদ হয়, অর্থাৎ আমি আমার ইত্যাকার জ্ঞানের অবসান হয়। এবং আত্মতত্ত্ব জ্ঞানী যোগী, যাঁহারা আত্মাতে সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, তাঁহারদিগেরই পূর্ব্ব জন্মকৃত শুভাশুভ তাবৎ কর্ম্ম পরিক্ষয় হইয়া যায়, কারণ তাঁহাদিগের আত্ম সম্ভাবন রূপ অর্থাৎ অহং কর্ত্তা অহং ভোক্তা অহং সুখীত্যাদি জ্ঞানের বিরহ, সুতরাং তাঁহারা আরব্ধ কি অনারব্ধ সকল কর্ম্মই ঈশ্বরে অর্পণ করেন, অতএব ঈশ্বরার্পিত কর্ম্ম সংসার বন্ধনের কারণ হয়, না। শ্লোকমধ্যে এবকার প্রযুক্ত জ্ঞানানন্তরের প্রদর্শন করাইয়াছেন, নতুজ্ঞান প্রাপ্তির পূর্ব্বে এতদবস্থার ঘটনা হইতে পারে॥ ২১॥

অতোবৈকবয়োনিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা। বাসুদেবে ভগবতি কুর্ব্বন্ত্যাত্ম প্রসাদনীং॥ ২২॥

অত্র সদাচারং দর্শয়ন্নুপ সংহরতি। আত্মপ্রসাদনীং মনঃ শোধনীং॥ ২২॥

পূর্ব্ব শ্লোকের আকাংক্ষায় সদাচার করণের আবশ্যকতা বিধায় অত্রশ্লোকে সদাচার পূর্ব্বিকা ভক্তির প্রশংসা সূচক স্পষ্টাভিপ্রায় ব্যক্তকরিযাছেন, অর্থাৎ জ্ঞানপ্রাপ্তির পূর্ব্বে বিধিবোধিত নিত্যনৈমিত্তিকাদিকর্ম্মকরণের বিস্তর অপেক্ষা থাকে, কিন্তু জ্ঞান প্রাপ্ত্যনন্তর ইচ্ছাধীনবটে তথাপি কর্ত্তব্য ইহা শ্রুতিতে ভূয়োভূয় অনুশাসন করিয়াছেন, সুতরাং জ্ঞানের পূর্ব্ব, কিপরে সকল অবস্থাতেই ভক্তি পূর্ব্বক কল্যাণ কর্ম্মানুষ্ঠান করা পরম কল্যাণ কারণ হয়। যথা (অতইতি) একারণ কবি অর্থাৎ বিজ্ঞানবান সাধক পণ্ডিতেরা পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক ভগবান্ বাসুদেবে আত্ম প্রসাদনী অর্থাৎ চিত্তশোধনী পরমা ভক্তি করিয়া থাকেন॥ ২২॥

অর্থাৎ চিত্তশোধনী (মনঃ শুদ্ধিকারিণী ভক্তি) তদর্থে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের সহযোগে ভক্তিকরেন, কেননা কর্ম্মদ্বারা চিত্ত শুদ্ধিহয়, ইহাবেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই সংবাদ করিয়াছেন, সুতরাং চিত্তশুদ্ধি নাহইলে ভগবদ্ভক্তির উদয় হইতে পারেনা। অতএব সদাচার পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ভগবানের যে ভক্তি সেই ভক্তির নামই আত্ম প্রাসাদনী॥ ২২॥

সত্ত্বং রজস্তমইতি প্রকৃতে র্গুণাস্তৈ র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্যধত্তে। স্থিত্যাদয়ে

হরি বিরিঞ্চি হরেতি সংজ্ঞাঃ। শ্রেয়াংসি
তত্র খলুসত্ত্বতনোর্নৃণাংস্যুঃ॥ ২৩॥

বাসুদেবে ভক্তিং কুর্ব্বন্তীতি ভজনীয় বিশেষোদর্শিতঃ তদেবোপপাদ-
য়িতুং ব্রহ্মাদীনাং ত্রয়াণাং একাত্মত্বেপি বাসুদেবস্যাধিকমাহ সত্ত্বমিতি॥
ইহ যদ্যপি একএব পরঃপুমান্ অস্য বিশ্বস্য স্থিত্যাদয়ে স্থিতিসৃষ্টিল-
য়ার্থং সংজ্ঞা কেবলং ভিন্নাধত্তে হরিবিরিঞ্চি হরাইতি বক্তব্যে সন্ধি-
রার্ষঃ। তত্রতেষাং মধ্যে শ্রেয়াংসি শুভ ফলানি সত্ত্বতনো বাসুদে-
বাদেবস্যুঃ॥ ২৩॥

এক বাসুদেবকেই পণ্ডিতেরা ভক্তিকরেন ইত্যভিপ্রায়
ব্যাখ্যায় বাসুদেবই বিশেষ ভজনীয় ইহা প্রদর্শন করা-
ইয়াছেন। যদিবল এঅতি অসঙ্গত বর্ণনা যেহেতু ব্রহ্মাদি
দেবতা এয় একাত্মহয়েন, তন্মধ্যে কেবল বাসুদেবই সম্ভ-
জনীয় ইঁহারাই বা নাহয়েন কেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কে
একাত্ম ব্যতীত কোনশাস্ত্রেই পৃথক রূপে বর্ণন করেন নাই
যথা অষ্টাবক্রসং হিতায়াং (এক এব স্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্ম বিষ্ণু
মহেশ্বরা ইতি) কেবল ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সংজ্ঞামাত্র বস্তুত
ইঁহারা একই হয়েন, ইহা জানিয়া ও বেদব্যাস গোস্বামী
কিপ্রকারে ত্রিদেবমধ্যে শুদ্ধ বাসুদেবাধিক্য বর্ণন করেন, উত্তর,
ইঁহার দিগের একাত্মত্ব সিদ্ধি হইলে ও বাসুদেবের আধিক্য
মানিতেহয়, তদর্থে উক্তি করিয়াছেন। যথা

(সত্ত্বমিতি) অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তম এতদ্‌গুণত্রয় প্রকৃতি সম্ভব
অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়েন। তাহাতে যুক্ত এক
পরমাত্মা স্থিতি সৃষ্টিলয়াদি কার্য্যানুরোধে সত্ত্বরজস্তম অর্থাৎ

বিষ্ণু ব্রহ্মা শিব এই তিন সংজ্ঞাধারণ করেন, যদিও তিন মূর্ত্তিতে এক ঈশ্বর বটেন তথাপি শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত্যর্থে অর্থাৎ * মুক্ত্যর্থে সত্বতনু এক বাসুদেবই জীবসম্বন্ধে সম্ভজনীয় হইয়াছেন ॥ ২৩ ॥

এক অদ্বিতীয় পরম পুরুষ পরমাত্মা বিশ্বকার্য্য সম্পাদনার্থ যদ্যপি তিন মূর্ত্তিধারণ করিয়াছেন তবে তন্মধ্যে এক বাসুদেবকে উপাসনীয় বলাতে অন্যা মূর্ত্তি সকলকে তিরস্কার করা হয়, সুতরাং এতৎ শ্লোকার্থে পক্ষপাত ধর্ম্মের প্রাচুর্য্য বিধায় জন চিত্তে শিব ব্রহ্মাদি প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিতে পারে, তাহাতে নরক ভোগেরই সম্ভাবনা, অতএব ইহার মুখ্যাভিপ্রায় কি। অবশ্যই বেদব্যাস কোন ছলে তাৎপর্য্যার্থের গোপন করিয়াছেন, নচেৎ শিবাদিরা যে মুক্তিদিতে পারেন না ইহা যুক্তিতঃ এবং শাস্ত্রতঃ সুসিদ্ধ হয় না, উত্তর, তদভিপ্রায় উত্তর শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

পার্থিবাদ্দারুণো ধূম স্তস্মাদগ্নি স্ত্রয়ীময়ঃ ।
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনং ॥২৪॥

উপাধি বৈশিষ্ট্যেন ফলবৈশিষ্ট্যং সদৃষ্টান্তমাহ। পার্থিবাদিতি পার্থিবাৎ প্রবৃত্তি প্রকাশরহিতাৎ দারুণঃ কাষ্ঠাৎ সকাশাৎ ধূমঃ প্রবৃত্তি

---

* [আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ জ্ঞানমিচ্ছেত্তু শঙ্করাৎ মুক্তিঞ্চকেশবাদিচ্ছেদ্ধনমিচ্ছেদ্ধুতাশনাৎ] অর্থাৎ সূর্য্যের নিকট আরোগ্য শিবের নিকট জ্ঞান, অগ্নির নিকট ধন, শ্রীকৃষ্ণের নিকট মুক্তি প্রাপ্তি হয়। এই বচনানুসারে বাসুদেবাধিক্য মুক্তি বিষয়ে ধৃত করিয়াছেন, অর্থাৎ বাসুদেবোপাসনাভিন্ন জীব মুক্ত হইতে পারে না।

স্বভাবঃ ত্রয়ীময়ঃ বেদোক্ত কর্ম্ম প্রচুরঃ ঈষৎ কর্ম্ম প্রত্যাসত্বেঃ। তস্মাদপি অগ্নি স্ত্রয়ীময়ঃ সাক্ষাৎ কর্ম্মসাধনত্বাৎ। এবং তমসঃ সকাশাৎ রজোব্রহ্মদর্শনং ব্রহ্ম প্রকাশকং। তুশব্দেনলয়াত্মকাত্তমসঃ সকাশাৎ রজসঃ সোপাধিজ্ঞান হেতুত্বেন কথঞ্চিদ্ব্রহ্মদর্শন প্রত্যাসত্তিমাত্র মুক্তং। নতুসর্ব্বথা তৎপ্রকাশত্বং বিক্ষেপকত্বাৎ। যৎসত্বং তৎসাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শনং। অতস্তত্তদ্গুণো পাধীনাং হরব্রহ্মাদীনামপি যথোত্তরং বৈশিষ্ট্যমিতিভাবঃ॥ ২৪॥

উপাধি বিশেষে ফল বিশেষ হয়, যেমন এক দুগ্ধের দধিতক্রনবনীত ঘৃতাদি উপাধি, কিন্তু বিশেষ ২ উপাধিতে বিশেষ ২ আস্বাদন হয়, তদ্বৎ সত্বরজস্তম গুণের ফল বিশেষ জানিহ॥ যথা।

(পার্থিবাদিতি) ত্রয়ী ময় অগ্নি অর্থাৎ বেদোদিত প্রচুর কর্ম্মসাধক অগ্নি মৃত্তিকা পাষাণ কাষ্ঠাদিতে নিবিষ্ট থাকিয়াও সর্ব্বত্রে সমান ফল দিতে পারেন না, অর্থাৎ পার্থিব সকাশে প্রকাশাভাব, তদপেক্ষা কাষ্ঠে কিঞ্চিৎ প্রকাশ যেহেতু বহ্নি প্রত্যয় কারক ধূম প্রভাব হয়, সেইরূপ তম রজ সত্ব গুণত্রয় সমরূপে ব্রহ্ম দর্শন করাইতে পারেননা, অর্থাৎ পার্থিববৎ তমোগুণে প্রকাশা ভাব, তম অপেক্ষা রজ গুণে কিঞ্চিৎ প্রকাশ যেহেতু বিধিবোধিত কর্ম্মে কিঞ্চিৎ ঈশ্বর তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয়, সত্ব গুণের স্বচ্ছতা প্রযুক্ত সংপূর্ণ ব্রহ্ম দর্শন হয়, সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা সত্ব গুণেরই প্রাধান্য॥ ২৪॥

অর্থাৎ উপাধি ভেদেকার্য্য ভেদ দর্শন করাইয়াছেন, যেমন এক অগ্নি দীপস্থ, ও অঙ্গারস্থ, এবং কাষ্ঠস্থ, কিন্তু সমান প্রকাশ নহে, কাষ্ঠস্থ অগ্নিকে বহু আয়াসে প্রকাশ ক-

রিতে হয়, কিন্তু ঐ কাষ্ঠস্থ অগ্নি আপনাকে ও অপরকে প্রকাশ করিতে পারেননা, অঙ্গারস্থ অগ্নি আত্ম প্রকাশক অন্যের প্রকাশক নহেন, দীপস্থ অগ্নি আপনার এবং অন্যের প্রকাশক হয়েন, সেইরূপ সত্বরজস্তম, গুণত্রয়ের উপাধি ভিন্নত্বে কার্য্যের ও ভিন্নত্ব দর্শন হইতেছে, অতএব পৃথিবী পাষাণাদিতে অপ্রকাশ প্রযুক্ত অগ্নি প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রত্যয় হয়না, তাহা হইতে কাষ্ঠ সন্নিধানে ধূমপ্রভাব প্রযুক্ত অগ্নির প্রত্যয় হয়, তদ্রূপ তমোগুণে প্রবৃত্তি প্রকাশ রহিত প্রযুক্ত ব্রহ্ম দর্শনাভাব, কাষ্ঠস্থ ধূমপ্রভাব প্রবৃত্তিবৎ রজোগুণে যজ্ঞাদিকর্ম্ম প্রবৃত্তি প্রকাশকতা প্রযুক্ত কিঞ্চিৎ ব্রহ্ম দর্শন হয়, অর্থাৎ ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় প্রত্যাসত্তিমাত্র, বিক্ষেপক জন্য ক্ষণিক জ্ঞান সর্ব্বতঃ প্রকারে ব্রহ্ম প্রকাশক নহেন কেবল বিক্ষেপকাভাব প্রযুক্ত সত্বগুণেই সর্ব্বথা ব্রহ্ম দর্শন হয়। অতএব তত্তদ্‌গুণোপাধি বিশিষ্ট হরব্রহ্মা বাসুদেবাদির উপাসনায় গুণবৈশিষ্ট্যে, বৈশিষ্ট্য ফল লাভ হয়, অতএব বাসুদেবাখ্য সত্ব মূর্ত্তির উপাসনাতেই পণ্ডিতেরা নিযুক্ত হয়েন। যেহেতু তু শব্দে সোপাধিক লয়াত্মক তমোগুণে অভিভূতকরে, অপর সোপাধিক সৃষ্ট্যাত্মক রজোগুণে কিঞ্চিৎ ব্রহ্ম দর্শন হয়, স্থিত্যাত্মক সোপাধিক সত্বগুণের স্বচ্ছতা প্রযুক্ত অনাবৃত ব্রহ্ম পদকে দর্শন করান, একারণ মুমুক্ষু ব্যক্তিসম্বন্ধে সত্বাত্মক বাসুদেব মূর্ত্তিই সর্ব্বথা সম্ভজনীয় হইয়াছেন ॥২৪ ॥

ইত্যর্থে বাসুদেবাপেক্ষাহর ব্রহ্মাদিকে নিরূপাস্যত্বে নিয়োগকরা হইল, ফলিতার্থ বেদব্যাস গোস্বামীর এতদভিপ্রায়

নহে, তাহা ২৬ ষড়্বিংশতি শ্লোকে স্পষ্টরূপেই কহিয়াছেন, যথা (নারায়ণকলাঃ শান্তা ,ভজন্তিহ্যনসূয়ব ইতি) নারায়ণাংশ অর্থাৎ ব্রহ্ম মূর্ত্তি বিশেষের নিন্দা না করিয়া সাধুরা নারায়ণ জ্ঞানে ভজনা করেন। অর্থাৎ স্বামী কহেন যে দেবতান্তরের নিন্দক ব্যক্তির মুক্ত হওয়া দূরে থাকুক্, নিরন্তর নিরয় যন্ত্রণাই ভোগ করিতে হয়। ইহা পুরাণান্তরেও শিবের মুক্তি দাতৃত্ব বর্ণন করিয়াছেন, এবং শ্রুতিতেও সংবাদ আছে যথা (অত্রৈব প্রাণেষূৎক্রমমাণেষু রুদ্র স্তারক ব্রহ্মব্যাচষ্টে যে নাসাবমৃতী ভূত্বামোক্ষী ভবতি) এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রকাশীতে প্রাণ সকলের উৎক্রমণ কালে মহাদেব তারক ব্রহ্ম জীবকে উপদেশ করেন, যদ্দারা জীব মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়, সদিস্যাৎ তমগুণাত্মক বলিয়া শিবের মুক্তি দাতৃত্ব না থাকিত তবে এরূপ শ্রুতি সংবাদ করিতেন না, এবং স্কন্ধ পুরাণেও অবিমুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া কাশীকে উক্ত করিতেন না, অতএব গুণ প্রবৃত্তি বর্ণন জন্য রজস্তম গুণ বলিয়া মুক্ত্যর্থে শিব ব্রহ্মাদির উপাসনার খণ্ডন করিবার তাৎপর্য্য নহে, তাহার বিশেষ মীমাংসা এই যে শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু নামে সত্বরজস্তম গুণের বিশেষ সংজ্ঞা আছে, তদতিরিক্ত ব্রহ্ম মুর্ত্তিত্রয় শিব বিষ্ণু ব্রহ্মা নামে খ্যাত হইয়াছেন, যথা ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে (পরমোহজ্ঞানিনোমূর্খা বদন্তি তামসং শিবং শুদ্ধ সত্ব স্বরূপঞ্চ নির্ম্মলং বৈষ্ণবাগ্রণী) পরম অজ্ঞানী মূঢ়েরাই শিবকে তামস বলে, শুদ্ধ সত্ব স্বরূপ নির্ম্মল শিব বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হয়েন। এবং শিব বিষ্ণুর সহস্র নামেও প্রমাণ

যেহেতু শিবের যে নাম বিষ্ণুকেও সেই নামে উক্ত করিয়াছেন, এহেতু মুক্তি দাতৃত্ব তিনেরি আছে, ফলিতার্থ ইঁহারদিগকে কেবল সত্ব, কি কেবল রজ, অথবা কেবল তম বলাযাইবেক না, যেমন ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্ম তদ্রূপ ইঁহারাও ত্রিগুণাত্মক হয়েন, অতএব এতত্রয় ব্রহ্ম রূপে গুণাবতার ইহাতে কোন সংশয় নাই। তদন্যৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ ভগবানের নির্গুণ রূপ আছে তিনিই সকল অবতারের বীজভূত হয়েন। এই ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ত্রিদেবের তিন গুণ আছে। অর্থাৎ রজস্তমগুণের কার্য্য বিষ্ণুতেও তমঃসত্বের কার্য্য ব্রহ্মাতে এবং রজঃসত্বের কার্য্য যদি শিবেতে সম্ভব না হয় তবে শিব ব্রহ্মা বিষ্ণু এই তিনেরি ব্রহ্মত্ব খণ্ডন হইয়া যায়, তাহাতে কেবল শিব ব্রহ্মাদি কি বিষ্ণুপাসনাতেই বা ফল সিদ্ধি কিরূপে হইতে পারে, এবং (এক এব স্ত্রয়োদেবা ইতি) সংহিতা বাক্যের ও সমন্বয় থাকে না বস্তুতস্ত তিন গুণের কার্য্যই তিন মূর্ত্তিতে দৃষ্ট হইতেছে, যদিস্যাৎ কেবল সত্ব বিষ্ণু রজস্তমঃ সম্বন্ধ তাঁহাতে না থাকিত, তবে তাঁহাকে দৈত্যারি, মধুসূদন, মুরারি বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত করিতেন না, অর্থাৎ তমগুণ ভিন্ন হিংসাকরা সত্বগুণের কার্য্য নহে তিনেতেই তিনগুণের ক্রিয়া দেখাযায়॥ ২৪॥

ভেজিরে মুনয়োথাগ্রে ভগবন্ত মধোক্ষজং।
সত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেনুতানিহ
॥ ২৫ ॥

বাসুদেবে ভক্তৌ পূর্ব্বাচার প্রমাণয়তি ভেজিরে ইতি। অথ অতো-হেতোঃ অগ্রে পুরাবিশুদ্ধ সত্বমূর্ত্তিং ভগবন্ত,মধোক্ষজং। অতো যেত্য-নম্নু বর্ত্তন্তেতেপি ইহ সংসারে ক্ষেমায় কল্পন্তে ॥ ২৫ ॥

সদাচারাদি সম্পন্নে বিশুদ্ধ চিত্ত হইলে পর ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি হয়, অর্থাৎ সুনির্ম্মল সত্বগুণে বিশ্বাস জন্মে ইত্যভিপ্রায়ে (ভেজিরে) ইতি শ্লোক উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে মুনিগণেরা অর্থাৎ মোক্ষেচ্ছু সাধকেরা বিশুদ্ধ সত্ব মূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া সংসার বন্ধে পরি-মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরম পদে গমন করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

অতএব সত্বগুণাবলম্বনে পরমেশ্বরের উপাসনা করাই ক-র্ত্তব্য যেহেতু তৎপ্রভাবে নিরতিশয় বিদেহ মোক্ষকে অধি-কার করিতে পারাযায় ॥ ২৫ ॥

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বাভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তাভজন্তিহ্যন সূয়বঃ॥২৬॥

সত্যং মুমুক্ষবস্তু অন্যান্ ন ভজন্তি কিন্তু সকামাত্রবেত্যাহ মুমুক্ষব ইতিদ্বাভ্যাং। ভূতপতীনিতি পিতৃ প্রজেশাদীনামুপলক্ষণং। অন-সূয়বঃ দেবতান্তরা নিন্দকাঃ সন্তঃ ॥ ২৬ ॥

মুমুক্ষু ব্যক্তিরা অর্থাৎ মুক্তীচ্ছু সাধকেরা ভুতপতি প্রভৃতি ঘোররূপাদিকে পরিত্যাগ করতঃ অসূয়াদি দোষে পরিমুক্ত অর্থাৎ দেবান্তর নিন্দায় পরাংমুখ হইয়া নারায়ণকলা অ-র্থাৎ নারাণাংশাদিকেই ভজনা করেন ॥ ২৬ ॥

মুমুক্ষু ব্যক্তি পদে জিতসংসারী, যাঁহারা দুস্ত্যজ সংসার ধর্ম্মকে একালিন মলবৎ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই * ঘোররূপ ভূতপতি অর্থাৎ পিতৃ প্রজেশাদির উপাসনায় বৈমুখ যেহেতু তাঁহারদিগের বংশবিস্তৃতি এবং সুখৈশ্বর্য্য ভোগের তৃষ্ণার বিরতি হইয়া গিয়াছে, তথাপি দেবান্তরের নিন্দানা-করিয়া নারায়ণাং শরূপে সকলের উপাসনা করেন ॥ ২৬ ॥

রজস্তমঃ প্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তিবৈ ।
পিতৃভূত প্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্য প্রজেপ্-সবঃ ॥ ২৭ ॥

রজস্তমসী প্রকৃতিঃ স্বভাবো যেষাংতে অতএব পিতৃভুতাদিভিঃ সমং শীলং যেষাংতে শ্রিয়াসহ ঐশ্বর্য্যঞ্চ প্রজাশ্চেপ্সন্তীতি তথা ॥ ২৭ ॥

যাঁহারা রজস্তমঃ স্বভাবাপন্ন সমান শীল তাঁহারাই শ্রীর-সহিত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তীচ্ছু হইয়া পিতৃভূত প্রজাপতি প্রভৃতিকে ভজনা করেন ॥ ২৭ ॥

---

* পিতৃ প্রজাপতি প্রভৃতিকে ঘোররূপ বলার তাৎপর্য্য এই যে ইঁহারা সংসার প্রবাহক, সুতরাং ইঁহারদিগের প্রসন্নতাতে পুনঃ২ যাতায়াত করতঃ এই সংসারে প্রাজাপত্য করিতে হয়, অতএব ঘোর-তরা সংসৃতির নিবারণ হয় না, একারণ ইঁহারদিগকে ঘোররূপ বলিয়া মুমুক্ষুরা উক্ত করেন। ইহাতে দেবান্তর অর্থাৎ হর ব্রহ্মাদিগকে ঘোররূপ বলেন নাই, অতএব দেবতান্তর পদে শিবাদির নিন্দায় বৈমুখ হইবেক, অথবা রজস্তম ভাবে উপাসনায় বৈমুখ হইয়া শুদ্ধ সত্ত্বগুণে উপাসনা করিবেক।

* রজস্তমঃ স্বরূপ ঘোর স্বভাবের কর্ম্মই সামান্য সুখ ভোগেচ্ছা, সুতরাং শ্রী ও ঐশ্বর্য্য এবং পুত্রাদি অর্থাৎ ধনজন সম্পত্তির অভিলাষে † তত্তদ্দেবতাকে তাৎকালিক সাক্ষাৎ পরমেশ্বর রূপে ভজনা করেন। কারণ তাঁহারদিগের চিত্তে সত্ত্বমূলক মোক্ষপদ প্রতিভা পায়না, কেবল ঐহিক সুখৈশ্বর্য্য কেই বহুতর লাভ বলিয়া উপলব্ধি হয়॥ ২৭॥

বাসুদেব পরাবেদা বাসুদেব পরামখাঃ।
বাসুদেব পরাযোগা বাসুদেব পরাঃক্রিয়াঃ॥
বাসুদেব পরংজ্ঞানং বাসুদেব পরন্তপঃ।
বাসুদেব পরোধর্ম্মো বাসুদেব পরাগতিঃ
॥ ২৮॥

অতো মোক্ষপ্রদত্বাৎ বাসুদেবএব ভজনীয় ইত্যুক্তং। সর্ব্বশাস্ত্র তাৎপর্য্য গোচরত্বাদপীত্যাহদ্বাভ্যাং॥ বাসুদেব পরস্তাৎপর্য্য গোচরো

---

* রজ শব্দে পাংশু অর্থাৎ ধূলা, তমঃ শব্দে অন্ধকার অর্থাৎ ধূলাতে চক্ষুর পুরণ হইলে স্বরূপ দৃষ্টি হয় না, সেইরূপ ভোগাদি রজে জ্ঞান চক্ষু পুরণ হইলে পরমার্থ তত্ত্ব দর্শন হয় না। তমঃশব্দে অন্ধকার হেতু তাহাতে দৃষ্টির অবরোধ হয় শুভাশুভ কোন বস্তুই দৃষ্টি হয়-না। সেইরূপ তমগুণাবলম্বী ব্যক্তি নির্ম্মল দৃষ্টির অভাবে পরম পদকে অবলোকন করিতে পারে না, কেবল তদ্দর্শন সত্ত্ব প্রভাবেই হয়।

† তত্তৎ দেবতা পদে পিতৃ ভূতপতি প্রজাপতি প্রভৃতির সাধনায় শ্রী ঐশ্বর্য্য পুত্রাদি লাভ হয়। এতৎ ভূতপতীত্যাদি শিবাদি পর নহে, ইঁহারা শুদ্ধ ঐশ্বর্য্যাদিকেই লাভ করান সুতরাং ২৪ শ্লোকের অভিপ্রায় স্খলন হইতে পারে না। এই ভূতপতি শব্দে দিক্‌পালাদি পিতৃ প্রজাপতি শব্দে মরীচ্যাদি প্রজাপতিগণ।

যেষাংতে। নন্বু বেদামথ পরাদৃশ্যন্তে ইত্যাশঙ্ক্য। তেপিতদারাধনার্থ ত্বাত্তৎপরাএবেত্যুক্তং। যোগো যোগশাস্ত্রাণি তেষামপ্যাসন্ প্রাণা-য়ামাদি ক্রিয়া পরত্বমাশঙ্ক্য তাসামপি তৎপ্রাপ্ত্যুপায় ত্বাত্তৎ পরত্বমুক্তং। জ্ঞানং জ্ঞানশাস্ত্রং। নন্বুতজজ্ঞান পরমেবেত্যাশঙ্ক্য। জ্ঞানস্যাপি তৎপরত্বমুক্তং। তপোঽত্রজ্ঞানং। ধর্ম্মোধর্ম্মশাস্ত্রং দানব্রতাদি বিষয়ং। নন্বুতৎ স্বর্গাদি পরমিত্যাশঙ্ক্য গম্যত ইতি। গতিঃ স্বর্গাদি ফলং। সাপিতদানন্দাংশ রূপত্বাত্তৎ পরৈবেত্যুক্তং। যদাবেদাইত্যনেনৈব তন্মূ লত্বাৎ সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি বাসুদেব পরাণীত্যুক্তং। নন্বু তেষাংমখ যোগ ক্রিয়াদি নানার্থ পরত্বান্নতদেকপরত্ব মিত্যাশঙ্ক্য মখাদীনা মপিতৎ পরত্ব মুক্তমিতি দ্রষ্টব্যং॥ ২৮॥

বাসুদেব পরবেদ, বাসুদেব পরযজ্ঞ, বসুদেব পর যোগ, বাসুদেব পরাক্রিয়া, বাসুদেব পরজ্ঞান, বাসুদেব পরতপস্যা, বাসুদেব পরধর্ম্ম, বাসুদেব পরাগতিঃ॥ ২৮॥

এতদ্বাসুদেব পরশব্দ প্রয়োগে মোক্ষপ্রদত্ব প্রযুক্ত বাসুদে-বই ভজনীয় ইহা ব্যক্ত করিয়া ছেন, কারণ সর্ব্বশাস্ত্রের স্বরূপ তাৎ পর্য্য গোচরত্বে এইশ্লোকে বাসুদেবকেই সকলের মূল বলিয়া ব্যাখ্যা করেণ, যদিবল বেদ শাস্ত্রের তাৎ পর্য্য যজ্ঞপর, তাহাতে যজ্ঞ পর বেদ নাবলিয়া বাসুদেব্ পর বলিবার সঙ্গতি কি। উত্তর, বাসুদেবের প্রাপ্ত্যর্থেই বেদাদি তাঁদতের প্রয়োজন, অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য্য যজ্ঞ পর হইলে ও সেই যজ্ঞ যজ্ঞপুরুষ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টির নিমিত্ত হয়, সুতরাং বাসুদেব পর বেদ ও যজ্ঞ বলার বাধা কি,। যোগ এবং যোগশাস্ত্রাদি, যাহাতে যম নিয়ম আসন প্রাণায়াদি ক্রিয়া, তাহাও তৎপ্রাপ্ত্যু পায় প্রযুক্ত বাসুদেব পরযোগ ও বাসুদেব

পরাক্রিয়া বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, জ্ঞানপদে এস্থলে জ্ঞান শাস্ত্র তাহার তাৎপর্য্য বাসুদেবের স্ফূর্ত্তি এহেতু জ্ঞানের ও তৎপরত্ব সিদ্ধি হয়, যেহেতু বাসুদেবই জ্ঞেয় হইয়াছেন, (তপস্যা) কলা কাষ্ঠাদি কঠোররূপে শরীরাদির শোষণ, তাহা ও বাসুদেবের প্রাপ্ত্যর্থেহয়, (ধর্ম্ম) পদে ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত দান-ব্রতাদি বিষয় স্বর্গাদিপর হইলেও আনন্দাংশ প্রযুক্ত তৎ-পরত্বে উক্ত হইয়াছে, যথা শ্রুতিঃ (তপাংসি সর্ব্বাণিচ যদ্বদন্তীতি) তপস্যাদি সকল কর্ম্মই তৎপ্রাপ্ত্যর্থে হয়, গতিও বাসুদেব পরা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই একোগম্য হইয়াছেন, সুতরাং স্বমূলত্ব জন্য বেদ, যজ্ঞ, যোগ, জ্ঞান, তপস্যা, ধর্ম্ম, ক্রিয়া গতি প্রভৃতি নানাপরত্ব হইয়াও এক ঈশ্বর পরত্বে সংস্থিত, অতএব শ্রীকৃষ্ণাখ্য বাসুদেবই সর্ব্বতঃ সম্ভজনীয় ॥ ২৮ ॥

সএবেদং সসর্জ্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া।
সদসদ্রূপয়া চাসৌগুণময্যা গুণোবিভুঃ॥২৯॥

নন্বু জগৎ সর্গপ্রবেশনিয়মাদি লীলাযুক্তে বস্তুনি সর্ব্বশাস্ত্র সমন্বয়ো দৃশ্যতে। কথং বাসুদেব পরত্বং সর্ব্বস্য। তত্রাহ সএবেতি চতুর্ভিঃ এতৈরেব শ্লোকৈ স্তস্য কর্ম্মাণ্যুদারাণি ব্রূহিইতি। প্রশ্নস্যোত্তরং। সদসদ্রূপয়া কার্য্যকারণাত্মিকয়া অগুণশ্চেত্যন্বয়ঃ। স্বতোনির্গুণোপি সন্নিত্যর্থঃ॥ ২৯॥

সৃষ্টি কার্য্যে প্রবেশ নিয়মাদি লীলা প্রযুক্ত বস্তুতে সর্ব্ব শাস্ত্রের সমন্বয় দৃষ্ট হইতেছে। অতএব সকলের বাসুদেব পরত্ব কি প্রকারে সংভাব্য হয়। অর্থাৎ নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন

সত্বামাত্র চিন্ময়াব্যয় পরমাত্মাই জগদ্রূপে আভাত হই-য়াছেন। তাহাতে সগুণ বাসুদেবাখ্য শ্রীকৃষ্ণ পরব্রহ্ম বেদ যজ্ঞক্রিয়াদি কি প্রকারে প্রত্যয় করাযায়, তত্রোত্তর চতুঃ শ্লোকে করিয়াছেন। যথা পূর্ব্বে ঋষিগণেরা [তস্য কর্ম্মা-ণ্যুদারাণিব্রূহীতি] যে প্রশ্ন করেন, এই চারি শ্লোকে তাহার উত্তর দেন। যথা [সএবেতি]

আত্মমায়া দ্বারা ভগবান এই বিশ্ব সংসারের পূর্ব্বে সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই মায়াকীদৃশা, না, সদসদ্রূপা, অর্থাৎ সৎ এবং অসৎ রূপিণী হয়েন। সৎ শব্দে বিদ্যমান তদিতর অসৎ শব্দে অবিদ্যমান, অথবা নিত্যানিত্য উভয় কার্য্য রূপিণী যিনি তাহাকেও সদসদ্রূপা বলাযায়, পুনঃ কিম্ভূতা [কার্য্য কারণাত্মিকা] অর্থাৎ কার্য্য স্বরূপা, এবং কারণ স্বরূপা, সুতরাং ব্রহ্ম স্বরূপ বিশেষণে ব্রহ্মই বলা হইল, অতএব স্বীয়ামায়া শব্দে স্বতন্ত্রা অর্থাৎ মায়াপরতন্ত্রা নহেন, এস্থলে ঈশ্বরাধীনা ভানেবর্ণিতা হইয়াছেন, সেই স্বীয়ামায়াতে সংযুক্ত পরমাত্মা নির্গুণ হইয়াও গুণবৎ কার্য্যকে সম্পাদন করেন, ফলিতার্থ সে সকলই মায়ার কার্য্য, তিনি নির্গুণই আছেন, মায়াবৃত চক্ষু মুগ্ধ জীবেরাই গুণবান্ রূপে দেখে ॥ ২৯ ॥

তয়া বিলসিতেষ্বেষু গুণেষু গুণবানিব।
অন্তঃপ্রবিষ্ট আভাতি বিজ্ঞানেন বিজৃম্ভিতঃ ॥ ৩০ ॥

জগৎ কারণত্বমুক্তং প্রবেশ নিয়মলক্ষণাং লীলামাহ। [তয়েতি] বিল-সিতেষু উদ্ভূতেষু গুণেষু আকাদিষু অন্তঃপ্রবিষ্টঃসন্। গুণবান্ ইব মদ-

ধীনা এতেগুণা ইত্যভিমান্ বান্ ইব। নতুবস্তুতস্তথা। যতোবিজ্ঞানেন চিচ্ছক্ত্যা বিজৃম্ভিতঃ অতুর্জ্জিতঃ ॥ ৩০ ॥

উপরি উক্ত শ্লোকে জগৎ কারণত্ব উক্ত করিয়া, অনন্তর প্রবেশ রূপ নিয়ম লক্ষণা লীলা বর্ণন করিয়াছেন। অর্থাৎ জগতের অন্তরাত্মা হইয়াও লোকবৎ লীলা করেন, যথা বেদান্ত সূত্রং। [লোকবত্তু লীলা কৈবল্যং] পরমাত্মা কেবল লোকবৎ অর্থাৎ মনুষ্যবৎ লীলাদি করেন। যথা [তয়েতি] উপরিউক্তা স্বীয়ামায়াবিলসিত (উদ্ভূতগুণাদিতে) গুণবৎ ক্রিয়াকরেন, বস্তুত্বে তিনি চৈতন্য স্বরূপ, তদ্ভিন্ন বস্তুমাত্রই জড়হয়, সেই চৈতন্য স্বরূপ আত্মা সকলের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বিজ্ঞান দ্বারা বিজৃম্ভিত অর্থাৎ সমস্ত জগতে চৈতন্য বিস্তারিত করিয়াছেন, অথবা বিজ্ঞান শক্তি মায়াপ্রভাবে বিস্তৃত হইয়াছেন ॥ ৩০ ॥

মায়ার কার্য্য আত্মাভিমান, সেই মায়াজনিত ত্রিগুণের কার্য্য বিষয়ক বিশ্বরচনা, এই জগৎ আমার অধীন ইত্যভিমান বিশিষ্ট কিন্তু বস্তুত নহে, যেহেতু বিজ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ চিৎ-শক্তি দ্বারা এই জগৎ বিস্তার করিয়াছেন, স্বয়ং তিনি কোন কার্য্যই করেন না, যথা শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিঃ (সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণা-ভাস সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত ইতি) সর্ব্বেন্দ্রিয় বর্জ্জিত হইয়া ও সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাস গ্রহণ করেন, অর্থাৎ গুণাদিতে নির্লিপ্ত এই বিশ্বের দ্রষ্টা তিনি অর্থাৎ সাক্ষি স্বরূপ হয়েন, শুদ্ধ মায়াগুণেই বিশ্ব রচনা হইয়াছে ॥ ৩০

যথাহ্যবহিতোবহ্নি র্দারুষ্বেকঃ স্বযোনিষু।
নানেবভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষুচ তথা পুমান্
॥ ৩১॥

বহুরূপত্বলীলামাহ। যথেতি। স্বযোনিষু স্বাভিব্যঞ্জকেষু অবহিতো নিহিতঃ বিশ্বাত্মা পুমান্ পরমেশ্বরঃ ভূতেষু প্রাণিষু অন্তর্যামিণোপি প্রতিযোগি নানাত্বেন নানাত্ব মিবোচ্যতে। ক্ষেত্রজ্ঞরূপেণ বা॥ ৩১॥

সেই পরমাত্মা বাসুদেব এক হইয়াও বহুরূপে লীলাকরেন, যেহেতু এই বিশ্বস্থ তাবৎ মূর্ত্তিই তিনি, ইহা বেদে কহিয়াছেন, যথা (সোহকাময়ত অহং বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি) তিনি সংকল্প করিলেন আমি অনেক হইয়া জন্মিব, এই প্রমাণানুসারে মানিতে হইবে, যে আত্মা এক হইয়াও অনেক হয়েন॥ তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে, (যথেতি)

যেমন কাষ্ঠস্থ অগ্নিএক, কিন্তু এক হইয়াও নানা রূপে প্রকাশ পায়েন, সেই রূপ বিশ্বাত্মা জগদীশ্বর বাসুদেব এক হইয়াও আত্মা রূপে সর্ব্বজীবে অনেক প্রকার হইয়াছেন॥ ৩১॥

অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞরূপে এক, কিন্তু ভূতে ২ অবস্থিতি করিয়া নানা উপাধি প্রাপ্তহয়েন, যথা, দেবযক্ষ কিন্নরাপ্সর বিদ্যাধর চারণ গন্ধর্ব্ব রাক্ষস ভূত প্রেত পিশাচ ব্রহ্মরাক্ষস মানব পশুপক্ষী জলচর ক্রমিকীট পতঙ্গাদি, যদ্যদ্দেহে আপন্ন, তত্তৎ সংজ্ঞায় তৎকালে আখ্যাত করাযায়, ফলিতার্থ তিনি এক তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় নাই, যথা কঠশ্রুতিঃ। অগ্নি র্যথৈকভুবনং প্রবিষ্ট রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্ব ভূতা

ন্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥) যেমন অগ্নি এক, কিন্তু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া রূপেরূপে নানারূপ হইয়াছেন, সেইরূপ সর্ব্বজীবের অন্তর্যামি পরমাত্মা বাহিরে এক হইয়াও রূপেরূপে অনেক রূপ হয়েন। অর্থাৎ বাহিরে প্রকাশমান অগ্নি এক থাকিয়াও কাষ্ঠ পাষাণ লৌহ এবং নরাদিতে অদৃশ্যরূপে অনেক হইয়াছেন। সেইরূপ বাহিরে বাসুদেব সুপ্রকাশিত থাকিয়াও অন্তর্হিত আত্মারূপে সর্ব্বজীবেবি রাজমান বটেন। শুদ্ধ আধার ভেদে সংজ্ঞা ভেদমাত্র ॥ ৩১॥

অসৌগুণ ময়ৈর্ভাবৈ ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়াত্মভিঃ। স্বনির্ম্মিতেষু নির্বিষ্টো ভুঙ্ক্তেভূতেষু তদ্গুণান ॥ ৩২ ॥

যোগরূপাং লীলামাহ। অসাবিতি। অসৌহরিঃ ভূতসূক্ষ্মাণিচ ইন্দ্রিয়াণিচ আত্মামনশ্চতৈঃ স্বয়ং নির্মিতেষু ভূতেষু চতুর্বিধেষু ইতি- ভোগে স্বাতন্ত্র্যং দ্যোত্যতে। তদ্গুণান্ তত্তদনুরূপান্ বিষয়ান্ ইচ্ছয়া ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তীতি নিজার্থোবাক্তেয়ঃ। পালতীতি বাতদাত্মনে পদ মার্ষং ভুজোহনবন ইতিস্মরণাৎ ॥ ৩২॥

অনন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোগরূপা লীলা বর্ণন দ্বারা সর্ব্ব জীবের চিত্তস্থ সংশয় চ্ছেদন করিতেছেন। যথা (অসাবিতি) এই হরি, যিনি সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মা হয়েন, তিনিই স্বনির্ম্মিত চতুর্বিধ জীবের অর্থাৎ ভূত এবং তন্মাত্র আর ইন্দ্রিয় ও আত্মামন প্রভৃতির দ্বারা স্বনির্ম্মত জীবের অন্তরাত্মা রূপে কর্ত্তা ও ভোক্তা হইয়া সকল বিষয়েই স্বাতন্ত্র্য দেখাইয়াছেন,

অর্থাৎ যদ্যজ্জীবের যদ্‌যদ্‌গুণ, তত্তদনুসারে ভোগ করেন ॥ ৩২ ॥

কিন্তু মায়াবৃত চক্ষু প্রযুক্ত ভ্রান্ত জীবেরা ভগবৎ কর্ত্তৃত্বকে বিস্মিত হইয়া অহং কর্ত্তা অহং ভোক্তা অহং সুখী অহং দুঃখী ইত্যাকার জ্ঞানে আত্মাভিমানী হয়। ইহা ক্ষণমাত্রও অনুস্মরণ করে না যে চৈতন্য সত্ত্বা ব্যতীত জড়বৎ শরীরদ্বারা সুখ দুঃখাদির কিছুমাত্র অনুভব করাযায় না, সুতরাং ঈশ্বরের স্বাধীনতা এবং জীবের পরাধীনত্ব সর্ব্বথা অঙ্গীকার করিতে হয়, অপর পরমেশ্বর সাকার হইয়া ও সর্ব্ব ব্যাপক তাহার প্রমাণ করিয়াছেন। অর্থাৎ কেহ এমত কহিতে না পারেন, যে নিরাকার ব্যতীত সাকারের সর্ব্ব ব্যাপকত্ব নাই। যেমন গৃহ নির্ম্মাণ কর্ত্তার ব্যাপকত্ব দেখাযাইতেছে, যেহেতু নির্ম্মাতার ব্যাপ্য গৃহ অর্থাৎ তৎক্ষমতাতেই গৃহাবয়বের নির্ম্মাণ হয়, কিন্তু নির্ম্মাণ কর্ত্তাও তন্মধ্যে ব্যাপ্যরূপে বাস করে, সেইরূপ জগৎ স্রষ্টা পরমেশ্বর জগতের ব্যাপ্যরূপেও অবস্থিতি করেন। শুদ্ধ ঐশীক্ষমতাতেই জগতের ব্যাপক হইয়াছেন ॥ ৩২ ॥

ভাবযত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈলোকভাবনঃ। লীলাবতারানুরতোদেব তির্য্যঙ্‌ণরাদিষু ॥ ৩৩ ॥

ইদানীং সূত জানাসীতি প্রশ্নস্যোত্তরমাহ। ভাবয়তি পালয়তি এতত্তু সর্ব্বাবতার সাধারণ প্রয়োজনং বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণাবতারস্য কুন্তী

স্তৌ বক্ষ্যতে। লোকভাবন লোককর্ত্তা। দেবাদিষু যে লীলাবতারা স্তেষু অম্নুরতঃ অনুরক্তঃ॥ ৩৩॥

ইদানীং (সূত জানাসি ইত্যাদি) পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তর করিতেছেন, যথা (ভাবয়তীতি) লোক ভাবন অর্থাৎ লোক প্রতিপালক ভগবান্ স্বীয়প্রভাব বশতঃ নানারূপে অর্থাৎ বিবিধ লীলাবতারানুরত হইয়া লোক রক্ষা করেন ইহা সাধারণ, কিন্তু কৃষ্ণাবতারের বিশেষ প্রয়োজন, অর্থাৎ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রয়োজনমতে দেবরূপ, নররূপ, পশু পক্ষী-ত্যাদি নানারূপে নানাবতার হইয়া জাত্যনুসারে লীলা করি-য়াছেন। লোক ভাবন শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ মাহাত্ম্য পশ্চাৎ কুন্তীস্তবে ব্যাখ্যা করিয়া কহিবেন॥ ৩৩॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথম স্কন্ধে নৈ-মিষীয়োপাখ্যানে শ্রীভগবদনুবর্ণনং দ্বিতী-য়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

এই শ্রীভাগবত মহাপুরাণে অর্থাৎ শুক প্রোক্ত পরমহংস সংহিতায় প্রথম কন্ধে নৈমিষীয় উপাখ্যানে শ্রীভগবদনু বর্ণন নামে দ্বিতী-য়োধ্যায়॥ ২॥

প্রথম স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্তঃ।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ১ স্কং।

শ্রীসূত উবাচ।

জগৃহেপৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সংভূতং ষোড়শ কলমাদৌ লোক সিসৃক্ষয়া
॥ ১ ॥

অবতার কথা প্রশ্নে তৃতীয়েতূত্তরাভিধা। পুরুষাদ্যবতারোক্ত্যা তত্তৎ চারিত্র বর্ণনৈঃ ॥ ১ ॥ যদুক্তং অথাখ্যাহি হরের্ধীমন্নবতার কথাঃ শুভা ইতি তদুত্তরত্বেনাবতারানন্নুক্রমিষ্যন্ প্রথমং পুরুষাবতারমাহ। জগৃহেইতি পঞ্চভিঃ। মহদাদিভিঃ মহদহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রৈঃ একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চমহাভূতানি ইতি ষোড়শকলা অংশা যস্মিন্ তৎ। যদ্যপি ভগবদ্বিগ্রহোনৈবম্ভূত স্তথাপি বিবাড় জীবান্তর্যামিণো ভগবতো বিরাড় রূপেণ উপাসনার্থমেব মুক্তমিতি দ্রষ্টব্যং ॥ ১ ॥

সূত গোস্বামী দ্বিতীয়াধ্যায় সমাপ্ত্যনন্তর তৃতীয়াধ্যায়ে ভগবদবতার কথা প্রশ্নে তত্তৎ চারিত্র বর্ণন করেন। এবং আদ্যাবতার অর্থাৎ পুরুষাবতার ব্যাখ্যা করিয়া কহিয়াছেন। পূর্ব্বে শৌনকাদি ঋষিগণেরা সূতকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, যথা (অথাখ্যাহি হরের্ধীমন্নবতারকথাঃ শুভাইতি) অনন্তর হে ধীমন, হে সাধো হরির অবতার শুভা কথার বিস্তার করিয়া কহ, তদুত্তরে অত্র শ্লোকে প্রথমতঃ ভগবানের আদ্যাবতার বর্ণন করেন। ইত্যাভাস।

সৃষ্টির আদিতে ভগবান্ স্বয়ং পৌরুষ রূপ গ্রহণ করেন, শ্রুতি স্মৃত্যাদিতে মহত্তত্ত্বাদির সহিত তাঁহাকেই ষোড়শকল বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অর্থাৎ লোক সৃষ্ট্যর্থে ভগবান্ সমষ্টি রূপে বিরাট রূপ ধারণ করিয়াছেন ॥ ১ ॥

অর্থাৎ নির্গুণ পরমাত্মার প্রথমতঃ সগুণ রূপে পুরুষাবতার, যথা বৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ। (আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ) আত্মাই সকলের অগ্র ছিলেন তদন্যৎ কিছু মাত্র ছিল না তিনি কিরূপে ছিলেন, যথা শ্রুতিঃ (সপুরুষবিধঃ) সেই আত্মা পুরুষবিধঃ অর্থাৎ মনুষ্যাকারে ছিলেন, যথা শাঙ্করীভাষ্যে। (সচ পুরুষবিধঃ শিরঃপাণ্যাদ্যবয়ব বিশিষ্টঃ) সেই আত্মা পুরুষাকার অর্থাৎ মনুষ্যবৎ হস্তপদ মস্তক বিশিষ্ট হয়েন। তথাচ স্মৃতিঃ। (সিসৃক্ষুরাদৌ ভগবান্ নির্গুণঃ সগুণোভবেদিতি) সৃষ্টি করণেচ্ছু ভগবান্ প্রথমতঃ নির্গুণ হইয়াও সগুণ হয়েন, সুতরাং সেই সগুণরূপকেই পুরুষবিধ বলিয়া শ্রুতি সংবাদ করিয়াছেন। এবং ভাগবতেও সেইরূপকে আদ্যাবতার বলিয়া পৌরুষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, অপর মন্বাদি শাস্ত্রে তাঁহাকেই নারায়ণ বলিয়াছেন, সেই নারায়ণই ষোড়শ কল পুরুষরূপ, অর্থাৎ মহদহঙ্কারাদি পঞ্চভূত, তন্মাত্র (শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি পঞ্চ) আর বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, অপর শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর মন এই ষোড়শকলা অর্থাৎ ষোড়শ অংশ বিশিষ্ট ষোড়শকলরূপে আখ্যাত, বস্তুতস্তু এতৎ ষোড়শ প্রকার যাঁহার কলা তৎসমষ্টি মহদ্রূপের

নাম ষোড়শকল পুরুষ, সেই পুরুষরূপকেই বিরাটরূপ বলেন, ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে তাঁহাকেই মহাবিষ্ণু বলিয়া খ্যাত করিয়াছেন। যদিও তাঁহার সেইরূপ পারমার্থিক না হউক্ তথাপি সেই সর্ব্বান্তযামী বিশ্বব্যাপী উপাসকদিগের উপাসনা সিদ্ধ্যর্থে পৌরুষ রূপ ধারণ করিয়াছেন, লোক নিস্তারক সেই আদিরূপ সকল অবতারের জীবভূত তাঁহাকেই নারায়ণরূপ বলিয়া তদুপাসনা করিতে বেদে অনুশাসন করেন॥ ১॥

যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভীহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাংপতিঃ॥ ২॥

কোসৌ ভগবানিত্যপেক্ষায়াং তং বিশিনষ্টি। যস্যেতি। যস্যাম্ভসি একার্ণাব শয়ানস্য বিশ্রান্তস্য তত্রযোগঃ সমাধিস্তদ্রূপাং নিদ্রাং বিস্তারয়তঃ নাভিরেবহ্রদঃ তস্মিন্ যদম্বুজং তস্মাৎ সকাশাৎ ব্রহ্মাসীৎ অভূৎ পাদ্মেকল্পে স পৌরুষং রূপং জগৃহে॥-২॥

পৌরুষ রূপী নারায়ণ যাহাঁকে বলে সেই নারায়ণের পুরুষ রূপ কীদৃশ হয়, তদুত্তরে কহিতেছেন, (যস্যেতি) যিনি * যোগ নিদ্রাকে বিস্তার করিয়া একার্ণব জলে শয়ন করেন, যাঁহার নাভিহ্রদে উৎপন্ন পদ্ম, তৎপদ্মে জগৎ শ্রষ্টা এবং উৎপন্ন জগতের রক্ষাকর্ত্তা ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন, ইহা পাদ্মকল্পে বর্ণন করিয়াছেন। সেই জল শায়ী ভগবানের

* যোগপদে সমাধি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির নিশ্চেষ্টতা তদ্রূপা নিদ্রাকে বিস্তারিতা করিয়া একার্ণবে শয়ন করিয়াছেন।

যে রূপ, সেই পৌরুষ রূপ, অর্থাৎ প্রথমেই তাঁহার তদ্রূপ পরিগ্রহ হয়॥ ২॥

যস্যাবয়ব সংস্থানৈঃ কল্পিতোলোক বিস্তরঃ। তদ্বৈভগবতোরূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতং ॥ ৩॥

কীদৃশং রূপং জগৃহে তদাহ। যস্যেতি। নন্বকীদৃশ বিগ্রহস্তস্য যোঽস্মিন্‌সিশেতেস্ম তদাহ তত্তস্য ভগবতো রূপংতু বিশুদ্ধং রজ আদ্য সংভিন্নং অতএবোর্জ্জিতং নিরতিশয়ং সত্ত্বং ॥ ৩॥

সেই একার্ণব জলশায়ী ভগবান্ কিমাকারে পৌরুষ রূপ ধারণ করতঃ সলিল মধ্যে শয়ন করেন তাহা কহ, এবং সেইরূপই বা কিরূপ হয়। উত্তর (যস্যেতি)

যিনি একার্ণব জলে শয়ন করেন, তাঁহার সেইরূপ অতি বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজস্তম রহিত কেবল সত্ত্বমাত্র অতি নির্ম্মল (উর্জ্জিত) নিরতিশয় অর্থাৎ তাহার সেইরূপের অতিশয় কোন রূপই নাই, তদপেক্ষা তূল্য ও নাই, যাঁহার অবয়ব সংস্থানে লোক বিস্তার হইয়াছে, অর্থাৎ যৎশরীরে স্বর্গ মর্ত্য পাতালাদি লোক সংস্থাকল্পিত হইয়াছে॥ ৩॥

এতদর্থে যাঁহার সত্ত্বাকে অবলম্বন করিয়া এই বিশ্ব এবং বিশ্বস্থ জীবনিকায়ের সংস্থিতি হইয়াছে, সেই অতূল্য রূপের তূল্য রূপ আর কি আছে, যে তাহাতে তুলনাদিতে পারাযায়, সুতরাং তাঁহাকে নিরতিশয় বলিয়া সর্ব্ব শাস্ত্রেই উক্ত করিয়াছেন॥ ৩॥

পশ্যন্ত্যদোরূপ মদভ্রচক্ষুষা সহস্র পাদোরু-
ভুজাননাদ্ভুতং। সহস্র মূর্দ্ধ শ্রবণাক্ষি না-
সিকং সহস্র মৌল্যম্বর কুণ্ডলোল্লসৎ॥ ৪॥

এতচ্চ যোগিনাং প্রত্যক্ষ মিত্যাহ। পশ্যন্তীতি। অদভ্রং অনল্পং জ্ঞানাত্মকং যচ্চক্ষুস্তেন। সহস্রং অপরিমিতানি যানিপাদাদীনি তৈরদ্ভূতং। সহস্র মূর্দ্ধাদয়োযস্মিনতৎ। সহস্রং মৌল্যাদীনি তৈরুল্লসৎ শোভমানং॥ ৪॥

সেই ভগবদ্রূপ প্রাকৃত ব্যক্তির দুর্লক্ষ কেবল যোগ প্রভাবে যোগি দিগেরই প্রত্যক্ষ হয়, কারণ তাঁহারা যোগানুসারে জ্ঞান চক্ষু প্রাপ্ত। (পশ্যন্তীতি)

অদভ্রচক্ষু পদে অনল্পচক্ষু অর্থাৎ * অতি বিস্তৃত, যাহাকে জ্ঞানাত্মক চক্ষুবলে তদ্দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানিরা সহস্র পাদ, সহস্র-পাণি, সহস্র মুখ, সহস্র মস্তক, সহস্র কর্ণ, সহস্র চক্ষু সহস্র নাসিকা, সহস্র মৌলী অর্থাৎ মুকুট মাল্যবস্ত্র কুণ্ডলে শোভমান, এমত অদ্ভূত বিস্মাপনীয় ভগবানের পৌরুষ রূপের দর্শন করেন॥ ৪॥

এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ং।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙ্‌নরা-
দয়ঃ॥ ৫॥

---

* বিস্তৃত চক্ষুদ্বারা জ্ঞানিরা তদ্ধামকে অবলোকন করেন, তদর্থে শ্রুতি সংবাদ করিয়াছেন, যথা [তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদাপশ্যন্তি সূরয়োদিবীব চক্ষুরাততং] আকাশের ন্যায় নির্ম্মল স্বচ্ছ অথচ বিস্তৃত এবং অনাবৃত জ্ঞানাত্মক চক্ষুদ্বারা জ্ঞানীরা তদ্বিষ্ণুর পরমপদকে দর্শন করেন।

তত্তুকূএটস্থং নত্বন্যাবতারাদাবির্ভাব তিরোভাববদিত্যাহ। এতদিতি। এতংতু আদি নারায়ণরূপং নিধীয়তে অস্মিন্নিতি নিধানং কার্য্যাবসান প্রবেশ স্থান মিত্যর্থঃ। বীজং উদ্গমস্থানং বীজত্বেপি নান্যবীজতুল্যং কিন্তুব্যয়ং। নকেবল মবতারাণা মেববীজং কিন্তু সর্ব্বপ্রাণিনা মিত্যাহ। যস্যাংশো ব্রহ্মা তস্যাংশো মরীচ্যাদিস্তেন॥ ৫॥

এতৎ কূটস্থ ব্রহ্মরূপ অর্থাৎ নিত্যই আছেন, অন্যান্যাবতারের ন্যায় ইঁহার আবির্ভাব তিরোভাব নাই ইঁহাহইতে সকল অবতার হয়, অতএব এনিকূটস্থ ব্রহ্মরূপ সর্ব্বাবতারের বীজ স্বরূপ হয়েন। এতদিতি।

এই নারায়ণ রূপই অব্যয়, অর্থাৎ ক্ষয়োদয় রহিত, একারণ ইঁহার এক নাম অচ্যুত, সর্ব্বাবতারের বীজ, এবং সকলের ধাম স্বরূপ হয়েন, যাঁহার অংশে এবং অংশাংশে দেব মনুষ্য পশু পক্ষীত্যাদির সর্জ্জন হয়॥ ৫॥

এই নারায়ণকেই আদ্যাবতার বলিয়া পৌরুষরূপে খ্যাত করিয়াছেন, সকলের (নিধান) "নিধীয়তে অস্মিন্নিতি নিধানং" অর্থাৎ সকলের আশ্রয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে কার্য্যাবসানে *(প্রলয়াবস্থাতে) সকলের প্রবেশস্থান অর্থাৎ সকলেই যাঁহা-

* প্রলয় শব্দ চতুর্বিধ অর্থাৎ দৈনং দিন, নৈমিত্তিক, নিত্য, প্রাকৃতিক হয়; ব্রহ্মার দিবসাবসানে যে প্রলয় তাহার নাম দৈনন্দিন, কোন কারণবশতঃ যে প্রলয় তাহার নাম নৈমিত্তক এবং সমস্ত প্রকৃতিতে লয়ের নাম প্রাকৃতিক, পর ব্রহ্মে সকলের লয়ের নাম নিত্য অর্থাৎ আত্যন্তিক প্রলয়, তাহাকেই মহাপ্রলয় বলে, সেই মহাপ্রলয়েই বিশ্বের সহিত বিশ্বপতি ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণে লয় হয়েন, একারণ ব্রহ্ম পুরাণে

তে প্রবেশ করে, যথা বেদান্তসূত্রং (কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষ্যেণ সহাতঃপর মভিধানাৎ) কার্য্যাত্যয়ে অর্থাৎ প্রলয়ে কার্য্যাধ্যক্ষ ব্রহ্মার সহিত সকলে তাঁহাতে প্রবেশ করেন এবং (প্রবিশন্তি হরিং প্রভুমিতি ব্রহ্মপুরাণে) উক্ত করিয়াছেন। (বীজ) শব্দ উদ্দাম স্থান অর্থাৎ যাঁহাহইতে সকলের উদ্ভব হয়, বীজবৎ

[ব্রহ্মাণ মগ্রতঃকৃত্বা প্রবিশন্তি হরিং প্রভুং] এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে। এতৎবিশ্ব সমষ্টি সহিত পৃথিবী জলেতে লয় হয়, জল অগ্নিতে, অগ্নি-বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অহংঙ্কারে, অহংতত্ত্ব মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে, প্রকৃতি পুরুষে লয় পায়েন। ইহার নাম মহাপ্রলয়, অনন্তর এইরূপ ক্রমে পুরুষ হইতে উদ্ভূত হয়, এতদ্রূপ বিশ্ব সংসারের সর্জ্জন ও লয় লীলা প্রকাশ ঈশ্বর হইতে নিরন্তরই হইতেছে। এতৎ প্রলয় চতুষ্টয় বর্ণনায় ব্রহ্ম তন্ময়তা ভিন্ন প্রাকৃতিক লয় পর্য্যন্ত জীবের কর্ম্মবিচ্ছেদ হয় না, অর্থাৎ অজ্ঞলোকে কহিয়া থাকে যে মৃত্যু হইলেই জীবের কর্ম্ম বন্ধন ছেদ হইয়াযায় তদুত্তর, সেই জীবের কর্ম্ম বন্ধমোচন হয় যাহার জন্ম জন্মান্তরীয় সাধনার ফলে পরমার্থ জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞান বলে পরমেশ্বরে লয় হইয়াযায়। নচেৎ প্রাকৃতিক প্রলয়ে কর্ম্ম নির্ম্মূলন হয় না, যথা [মাভুক্তংক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্প কোটি শতৈরপি] অভুক্ত কর্ম্ম ফল শত কোটি কল্পেও যায় না, অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রলয়াদিতে বীজাঙ্কুরবৎ অব্যাকৃত রূপে কর্ম্ম জীবেতে সংলগ্ন থাকে, পুনঃ সৃষ্ট্যাদৌ উৎপন্ন হইলে ঐ কর্ম্মানুসারে ফল ভোগ করে, নচেৎ দেহাবসানে অর্থাৎ স্থূল শরীরা ভাবেই যদি কর্ম্ম ফল ধ্বংশ হইত, তবে ঈশ্বরোপাসনা করার সার্থকতা কি, অসৎ ও সৎকর্ম্মের বিচারেরই বা ফল কি, জীবন ধারণ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় সুখারামেই বা কালযাপনার হানি কি, যখন অদৃষ্ট ফল সকলেই মান্য করে, তখন মরণানন্তর যে কর্ম্ম থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই।

দৃষ্টান্তে সামান্য বীজের ন্যায় নাশ্য নহেন, অর্থাৎ বীজ রূপের ব্যত্যয়ে রূপান্তরে বৃক্ষরূপ উৎপন্ন হয়, যেমন ক্ষীর বিকারে দধি অর্থাৎ দুগ্ধের স্বরূপের অন্তর হইয়া দধি জন্মে তদ্রূপ নহে, তিনি অব্যয়, যেহেতু বিরাটোপমর্দ্দ স্বভাবে স্বরূপের স্থির রাখিয়া অন্য রূপের উৎপাদক হয়েন, দীপ হইতে দীপের উৎপত্তি বস্তুতঃ দীপ স্বরূপের নাশ না হইয়া অন্য দীপের উদয় হয়, সেইরূপ নারায়ণ অবতার বীজ, কেবল অবতার বীজই নহেন, কিন্তু সর্ব্ব জীবেরই বীজ স্বরূপ হয়েন। যেহেতু যদংশ ব্রহ্মা, ব্রহ্মাংশে মরীচ্যাদি প্রজাপতি, তত্তদংশে জীব নিকায়ের উৎপত্তি হইয়াছে॥ ৫॥

সএব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সগমাশ্রিতঃ।
চচার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্য মখণ্ডিতং॥ ৬॥

সনৎকুমারাদ্যবতারং তচ্চরিতঞ্চাহ। সএবেতি। কৌমার আর্ষঃ প্রাজাপত্যো মানব ইত্যাদীনি সর্গ বিশেষ নামানি। যঃ পৌরুষং রূপং জগৃহে সএবদেবঃ কৌমারাখ্যং সর্গমাশ্রিতঃ সন্ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণোভূত্বা ব্রহ্মচর্য্যং চচার। প্রথম দ্বিতীয়াদি শব্দো নির্দ্দেশমাত্র বিবক্ষয়ে॥৬॥

অনন্তর সনৎকুমারাদি ঋষিদিগের অবতার এবং তাঁহারদিগের চরিত ব্যাখ্যা করিতেছেন, যথা (সএবেতি) সেই ভগবান্ নারায়ণ, যিনি পৌরুষ রূপে একার্ণবে শয়ন করেন, তিনিই কৌমার সর্গাশ্রিত ব্রহ্ম রূপে অখণ্ডিত দুশ্চর ব্রহ্মচর্য্যের সমাচরণ করেন॥ ৬॥

কৌমার শব্দ আর্ষঃ (ঋষিসর্গ) অর্থাৎ ঋষি রূপে সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, সনাতনাখ্যায় ব্রহ্মচর্য্যাচরণ করেন, কৌমার সর্গ, প্রাজাপত্য, মানবাদি সৃষ্টির বিশেষ নামমাত্র ফলিতার্থ যে জগদীশ্বর প্রথম পৌরুষ রূপ ধারণ করিয়াছেন, তিনিই সনৎকুমারাদি রূপ গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা শব্দে ব্রহ্মাও তাঁহার রূপ বটেন, এস্থলে ব্রহ্মা শব্দে সনৎকুমারাদি ব্রাহ্মণ শরীরাপন্ন হইয়া দুশ্চর ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যকরা ফল সাধনার্থ নহে কেবল লোক শিক্ষার্থমাত্র ॥ ৬ ॥

দ্বিতীয়ন্তু ভবায়াস্য রসাতল গতাং মহীং।
উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ ॥ ৭ ॥

অস্য বিশ্বস্য ভবায় উদ্ভবায়। মহীমুদ্ধরিষ্যন্নিতি কর্ম্মোক্তিঃ এবং সর্ব্বত্রাবতার স্তৎকর্ম্মচোক্ত মিত্যনুসন্ধেয়ং ॥ ৭ ॥

অপর, রসাতলগতা পৃথিবীকে উদ্ধার করণার্থে সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ আদি নারায়ণ শৌকর শরীর অর্থাৎ বরাহাবতার হয়েন, এই তাঁহার দ্বিতীয় অবতার। এবং এইরূপ কর্ম্মানুসন্ধানেই তাহার সর্ব্বাবতার হয় ॥ ৭ ॥

তৃতীয় মৃষিসর্গংবৈ দেবর্ষিত্ব মুপেত্যসঃ।
তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্টে নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ ॥ ৮ ॥

নারদাবতার মাহ। তৃতীয় মিতি। ঋষিসর্গমুপেত্য তত্রচ দেব-র্ষিত্ব মুপেত্যেত্যর্থঃ। সাত্বতংবৈষ্ণবংতন্ত্রংপঞ্চরাত্রাগমং আচষ্টে উক্তবান্। যতস্তন্ত্রান্নির্গতং কর্ম্মত্বং বন্ধহেতুত্বং যেভ্যস্তানিষ্ক-র্ম্মাণি তেষাংভাবো নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণামেব মোচকত্বং যতোভবতি তদাচষ্টেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

তৃতীয় ঋষিনর্গঃ। অর্থাৎ যদবতারে * দেবর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইয়া † সাত্বত নৈষ্কর্ম্ম্য তন্ত্র প্রকাশ করেন। যদনুষ্ঠানে জীবের কর্ম্ম বন্ধ পরিমোচন হয় ॥ ৮ ॥

তুর্য্যেধর্ম্মকলা সর্গে নরনারায়ণাবৃষী।
ভূত্বাত্মোপশমোপেত মকরোদ্দুশ্চরং তপঃ ॥ ৯ ॥

তুর্য্যে চতুর্থে অবতারে ধর্ম্মস্যকলা অংশঃ ভার্য্যেত্যর্থঃ। [অর্দ্ধো বাত্রব আত্মনোযৎ পত্নীতিশ্রুতেঃ] তস্যাঃসর্গে ঋষিভূত্বা ইত্যেকাব-তারত্বং দর্শয়তীতি ॥ ৯ ॥

চতুর্থ নরনারায়ণাবতারঃ। দক্ষকন্যাতে ধর্ম্মাংশে জন্ম গ্রহণ করতঃ নরনারায়ণ নামদ্বয় প্রাপ্ত হয়েন, যদবতারে আ-ত্মোপশমগুণে উপেত হইয়া দুশ্চর ‡ তপোধর্ম্মের প্রচার করি-য়াছেন ॥ ৯ ॥

অর্থাৎ এক পরমাত্মা অর্দ্ধাংশ ভাগে রূপদ্বয় হইয়াছেন, যদি বল পরমাত্মা অখণ্ড তাঁহাকে খণ্ডকরা কোন মতেই

---

* দেবর্ষিত্ব নারদাবতারঃ।

† সাত্বত তন্ত্র পদে বৈষ্ণব তন্ত্র অর্থাৎ পঞ্চরাত্রা গম নামে প্রসিদ্ধঃ।

‡ লোক শিক্ষার্থ তপোধর্ম্ম ধারণ করেন, অর্থাৎ যদ্দৃষ্টে জীবেরা তপো ধর্ম্ম রত হইবেক ইত্যভিপ্রায়ে এই অবতার হয়েন।

সঙ্গত হয় না, ইহাতে সেই পরমাত্মা যে দুই খণ্ড হইয়া নর নারায়ণাখ্যা প্রাপ্ত হইলেন, ইহা অত্যন্ত অসঙ্গতা বর্ণনা। উত্তর, এতদংশ শব্দ উপলক্ষণমাত্র, বস্তুতঃ পরমাত্মার অংশ হয় না, বিরাটোপমর্দ্দে স্বরূপের খণ্ডন না করিয়া মূর্ত্তিদ্বয় ধারণ করিয়াছেন, তদবতারে আত্মোপশমনার্থ অর্থাৎ নিরতিশয় বিদেহ মুক্তি প্রাপ্ত্যর্থে দুশ্চরতপোধর্ম্মে রত হয়েন॥ ৯॥

পঞ্চমঃকপিলোনামসিদ্ধেশঃকালবিপ্লুতং।
প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রাম বিনির্ণয়ং ॥ ১০ ॥

আসুরয়ে এতন্নাম্নে ব্রাহ্মণায় তত্ত্বানাং গ্রামস্য সংঘস্য নির্ণয়ো যস্মিন তৎসাংখ্যং ॥ ১০ ॥

পঞ্চমাবতার কপিলদেবঃ। অর্থাৎ পঞ্চমাবতারে* কপিলরূপ ধারণ করেন, যিনি সিদ্ধগণের এক ঈশ্বর, যদবতারে আসুরি নামা ঋষিকে সাংখ্য উপদেশ করিয়াছেন। কিম্ভূত সাংখ্য না,† কাল বিপ্লুত, পুনঃ কিম্ভূত না, যাহাতে‡ তত্ত্বগ্রাম বিনির্ণয় হয় ॥ ১০ ॥

* কর্দ্দম ঋষিদ্বারা মনুকন্যা বেদহুতি গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করেন।

† কালবিপ্লুতঃ কাল শব্দে যম যদনুষ্ঠানে সেই যম ভয় একালেই অন্তর হয়, অর্থাৎ যদৃচ্ছা অমরণ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়।

‡ তত্ত্বগ্রাম বিনির্ণয় পদে অধ্যাত্ম যোগ অর্থাৎ সমস্ত শারীরক তত্ত্বের নিশ্চয়ীকরণ।

ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোহনসূয়য়া।
আন্বিক্ষিকী মনর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য উচিবান্
॥১১॥

দত্তাত্রেয়াবতার মাহ। ষষ্ঠং ইতি। অত্রেরপত্যত্বং তেনৈববৃতঃ সন্প্রাপ্তঃ অত্রেরপত্য মভি কাঙ্ক্ষত আহ। তুষ্ট ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। কথং প্রাপ্ত অনসূয়য়া মৎসদৃশাপত্য মিষেণ মামেবাপত্যং বৃতবান ইতি। দোষ দৃষ্টি মকুর্ব্বন ইত্যর্থঃ। আন্বিক্ষিকী মাত্ম বিদ্যাং প্রহ্লাদাদিভ্যশ্চ ॥ ১১॥

ষষ্ঠাবতার দত্তাত্রেয়ঃ। অর্থাৎ অত্রি অনসূয়া কর্ত্তৃক বৃত হইয়া তাঁহাদিগের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন, যদবতারে অনর্কায় অর্থাৎ অজ্ঞানাবৃত লোকদিগের জ্ঞানোদয়ের নিমিত্ত * প্রহ্লাদাদিকে † আন্বিক্ষিকী তত্ত্ব কহিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

অত্র শ্লোকাভিপ্রায়ে দত্তাত্রেয় মহাত্ম্য কথিত হইয়াছে, যদি বল ভগবৎবর প্রদানে অত্রিমুনি পুত্র প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতে তৎপুত্রকে ঈশ্বরাবতার বলিবার সঙ্গতি কি। উত্তর, যৎকালে অত্রি এবং অনসূয়া পুত্রার্থে তপস্যা করেন, তাহাতে প্রসন্ন হইয়া অখিল ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদর ভগবান্

* প্রহ্লাদাদি প্রয়োগে আদি পদে হৈহয়াধিপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনাদিকেও উপদেশ করিয়াছেন।

† আন্বিক্ষিকী, তর্কশাস্ত্র, এস্থলে তর্কশাস্ত্র পদে ন্যায় দর্শন নহে, আত্মবিদ্যাকে আন্বিক্ষিকী বলে, অর্থাৎ যাহাতে ঈশ্বরের স্বরূপ তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয়।

নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া বরযাচিঞা করিলেন, অনন্তর অত্রি ভার্য্যার সহিত তৎ সদৃশ পুত্র প্রার্থনা করিলে সাম্যাতিশয় রহিত ভগবান্ গোবিন্দ চিন্তা করিয়া দেখিলেন, যে ত্রিলোক মধ্যে মৎ সদৃশ বস্তু কি আছে, অতএব স্বয়ং তাঁহারদিগের পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন, সুতরাং অত্রি পুত্রদত্তকে অবতার বলিয়া ধৃত করিয়াছেন। স্বয়ং বরপ্রদ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, একারণ তাঁহার নাম (দত্ত) হইল, অত্রির পুত্রত্ব প্রাপ্ত জন্য (আত্রেয়) বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন। তদবতারে আন্বিক্ষিকী তত্ত্ব প্রহ্লাদাদিকে কহিয়াছিলেন ॥ ১১॥

ততঃ সপ্তম আকূত্যাং রুচের্যজ্ঞোভ্যজায়ত। স্বয়মাদ্যৈঃ সুরগণৈরপাৎ স্বায়ম্ভুবান্তরং ॥ ১২ ॥

সযজ্ঞঃ যামাদ্যৈঃ স্বস্যৈব পুত্রায়ামানামদেবাঃ তদাদ্যৈঃ সহ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরং পালিতবান তদাস্বয়মিন্দ্রোভূদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

সপ্তমাবতার যজ্ঞঃ। অর্থাৎ রুচিমুনি হইতে তদ্ভার্য্যা মনুকন্যা আকূতি গর্ব্ভে যজ্ঞ নামে অবতার হইয়াছিলেন, তদবতারে স্বয়ং দেবগণের সহিত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরকে পরিপালন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তৎসময়ে স্বয়ং * ইন্দ্র হইয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

* এতৎ ইন্দ্র শব্দে অমরাবতী পতিকে বলেন নাই, ইন্দ্র পদে রক্ষা কর্ত্তা অর্থাৎ সমস্ত জগতের রক্ষাকর্ত্তা ভগবানের নাম ইন্দ্র। এবং গীতাতেও বিভূতি যোগে কহেন (দেবানামস্মিবাসবঃ) ইতি অর্থাৎ দেব-

অষ্টমেমেরুদেব্যান্তু নাভের্জাত উরুক্রমঃ।
দর্শয়ন্ বর্ত্মধীরাণাং সর্ব্বাশ্রম নমস্কৃতং
॥ ১৩ ॥

ঋষভাবতার মাহ। সর্ব্বাশ্রম নমস্কৃতং অন্ত্যাশ্রমং পারমহংস্যং বর্ত্মধীরাণাং দর্শয়ন নাভেঃ অগ্নিধ্র পুত্রাৎ ঋষভোজাতঃ ॥ ১৩ ॥

অষ্টমাবতার ঋষভঃ। অগ্নিধ্রপুত্র নাভি রাজার দ্বারা মেরু দেবীতে ঋষভদেবাবতার হয়েন, তদবতারে, সর্ব্বাশ্রম নমস্কৃত সাধুদিগের পথ অন্ত্যাশ্রম অর্থাৎ পারমহংস্যাশ্রম দর্শন করাইয়াছেন ॥ ১৩ ॥

ঋষিভি র্যাচিতো ভেজেনবমং পার্থিবং বপুঃ। দুগ্ধেন। নোষধীর্বিপ্রা স্তেনায়ং সউশত্তমঃ ॥ ১৪ ॥

পার্থিবংবপুঃ রাজদেহং পৃথুরূপং পার্থিবমিতি পাঠে পৃথ্বীরিদং পার্থিবং ওষধী রিত্যুপলক্ষণং ইমাং পৃথ্বীং সর্ব্বাণি বস্তুনি দুগ্ধ অতঃ অত্রাগমাভাবস্তার্থঃ। হে বিপ্রাঃ তেন পৃথ্বীদোহনেন সোয় মবতার উশত্তমঃ কমনীয়তমঃ বশকান্তা বিত্যস্মাৎ ॥ ১৪ ॥

নবমাবতার পৃথুঃ। নবমে * পার্থিবাবতার অর্থাৎ ঋষিগণ কর্ত্তৃক যাচিত ভগবান্ অতি কমনীয় অর্থাৎ মনোহর

তাদিগের মধ্যে আমি ইন্দ্র, সুতরাং ইন্দ্ররূপেও তিনি অবতার হইয়াছিলেন।

* পার্থিবাবতার পদে পৃথুরাজার জন্ম, অর্থাৎ ধর্ম্মাংশে মনুবংশ প্রসূত অঙ্গ রাজার পুত্র [বেণ] তাঁহারমাতা অধর্ম্ম কন্যা তদ্গর্ভজাত

রাজ শরীর প্রাপ্ত হয়েন, যদবতারে পৃথিবীকে দোহন করতঃ ওষধীরূপ দুগ্ধে জগতের তৃপ্তি করিয়াছিলেন, ওষধী পদে ধান্য ব্রীহিযবগোধূমাদির উৎপাদন করেন এতদুপলক্ষণমাত্র বাস্তব লোক হিতার্থে সম্যক বস্তুকেই দুগ্ধবৎ দোহন করেন ॥ ১৪ ॥

রূপং সজগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে। নাব্যারোপ্যমহীময্যামপাদ্বৈবস্বতং মনুং ॥ ১৫ ॥

চাক্ষুষ মন্বন্তরে যউদধিসংপ্লবস্তস্মিন। যদ্যপি মন্বন্তরাবসানে প্রয়োজনোনাস্তি তথাপি কেনচিৎ কৌতুকেন সত্যব্রতায় মায়াদর্শিতা যথা অকাণ্ডে মার্কণ্ডেয়ায় ইতি দ্রষ্টব্যং। মহীময্যাং

ধর্ম্মাধর্ম্মাংশভূত কিন্তু [নরাণাং মাতুলক্রম ন্যায়ে] বেণ রাজা অধর্ম্ম ক্রিয়াতেই নিয়ত প্রবর্ত্ত, সুতরাং বেণাধিকার সময়ে বর্ত্তমান কলিযুগাপেক্ষা নাস্তিকতার প্রাচুর্য্য হইয়াছিল যেহেতু স্বয়ং রাজা নাস্তিক ছিলেন, যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড দেবব্রাহ্মণাদির অর্চ্চনার বিলোপকরণার্থ বেণরাজা সমস্ত যত্নকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাতে ভৃগ্বাদি ঋষিরা কোপিত হইয়া বেণ দেহকে বিনষ্ট করেন। পুনরায় পৃথিবী পালনার্থ তদ্দেহকে মন্থন করতঃ অধর্ম্মাংশে নিষাদ জাতিকে উৎপন্ন করতঃ পর্ব্বতপ্রস্থে সংস্থাপন করেন। অদ্যাপি বৃদ্ধ পর্ব্বত বাসী ভিল্লজাতি নামে তাহারা খ্যাত আছে। অপর উরুদেশ মন্থনে ধর্ম্মাংশে পৃথু রাজার উৎপত্তি হয়, ঐ পৃথু রাজা ভগবানের অবতার বিশেষ, যেহেতু মহাপুরুষ লক্ষণে লক্ষিত ছিলেন। এবং বসুধাদেবী পৃথুকে পিতৃ সম্বোধন করেন একারণ তাঁহার নাম তদবধি পৃথিবী হইয়াছে।

নাবি নৌকারূপায়াং মহ্যামিত্যর্থঃ। অপাৎ রক্ষিতবান। বৈব স্বত মিতি ভাবিনী সংজ্ঞা ॥ ১৫ ॥

দশমাবতার মৎস্যঃ। চাক্ষুষ মন্বন্তরে সমুদ্র প্লাবনে মৎস্য রূপ ধারণে মহীময়ী ইত্যর্থে যজ্ঞকষ্ঠময়ী নৌকাতে বৈবস্বত মনুকে আরোহণ করাইয়া স্বপৃষ্ঠে ধৃতকরতঃ একার্ণব সলিলে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

* চাক্ষুষ মন্বন্তর হইতে বৈবস্বত মন্বন্তর অনেক অন্তর তাহাতে কিরূপে সত্যব্রত অর্থাৎ বৈবস্বত মনুর পরিত্রাণার্থ মৎস্যাবতারের সম্ভব হয়। উত্তর যদিও মন্বন্তরাবসানে সমুদ্র প্লাবনের প্রয়োজন নাই তথাপি কোন † কৌতুকার্থে সতব্রত রাজাকে মায়াদর্শন করাইয়াছিলেন যদ্রূপ অকাণ্ডে অর্থাৎ একার্ণবে পূর্ব্বে মার্কণ্ডেয় ঋষির ভগবন্মায়া দর্শন হয় ॥ ১৫ ॥

---

* চাক্ষুষ মন্বন্তরে যদ্রূপ জলপ্লাবন হইয়াছিল সেইরূপ বৈবস্বত মন্বন্তর মধ্যে জলপ্লাবন হয় এই দৃষ্টান্তমাত্র শ্লোকে [চাক্ষুষোদধিসংপ্লব] শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

† কোন কৌতুকার্থে এস্থলে আকাল্লিক প্রলয়, অর্থাৎ কালিকা পুরাণোক্ত আকালিক প্রলয়ের আখ্যায়িকাকে লক্ষ করিয়া কহিয়াছেন, যেহেতু উক্ত প্রলয় কপিল দেব হইতেই হয়, একদামহামুনি কপিলদেব স্বায়ম্ভুব মনুসন্নিধানে তপস্যার্থে স্থান যাচিঞা করাতে মনু ব্যঙ্গ করেন, তাহাতে কোপিত হইয়া অভিশাপদেন, যে তব গর্ব্ব খর্ব্বার্থে মন্বন্তর মধ্যে এই পৃথিবী হটাৎ জলমগ্না হইবে শাপান্ত করণার্থ মনু ভগবানের বিস্তর আরাধনা করেন, তৎকালাবধি প্রলয়াগত না হইয়া যৎকালে তিনি বৈবস্বত রূপে অবতার

সুরাসুরাণামুদধিং মথ্নতাং মন্দরাচলং।
দধ্রেকমঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভুঃ॥ ১৬॥

কমঠঃ কূর্ম্মস্তদ্রূপেণ একাদশে অবতারে বিভুর্দধ্রে দধার॥ ১৬॥

একাদশাবতার কূর্ম্মঃ। দেবাসুর কর্ত্তৃক সমুদ্র মথন কালে স্বয়ং ভগবান্ কূর্ম্মরূপে স্বপৃষ্ঠে মহামন্দর পর্ব্বতকে ধৃত করিয়াছিলেন॥ ১৬॥

ধান্বন্তরং দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমেবচ।
অপায়য়ৎ সুরানন্যান্মোহিন্যা মোহয়ন্ স্ত্রিয়া॥ ১৭॥

ধান্বন্তরং ধন্বন্তরিরূপং। দ্বাদশমাদি প্রয়োগস্ত্বার্ষঃ। ত্রিয়োদশমমেব ত্রিয়োদশরূপং তচ্চরিতেন সহদর্শয়তি অপায়য়দিতি। অত্রসুধামিত্যধ্যাহারঃ। মোহিন্যাস্ত্রিয়ারূপেণ অন্যান্য সুরান মোহয়ন ধন্বন্তরিরূপেণামৃত মানীয় মোহিন্যা অপায়য়দিত্যর্থঃ॥ ১৭॥

* দ্বাদশাবতার ধনন্তরিঃ। সমুদ্রমথন সময়ে ধন্বন্তরিরূপে স্বয়ং সুধাহরণ অর্থাৎ অমৃতাহরণ করেন, এবং তৎসময়েই ত্রিয়োদশাবতারে মোহিনী রূপ ধারণ করিয়াছেন। যদবতারে অমৃতার্থ দেবাসুর বিরোধে † অন্য অসুর সক-

---

হয়েন তখন কপিল দেবের শাপ প্রত্যক্ষ হইয়া হটাৎ ধরণী জলমগ্না হয়।

* শ্লোক মধ্যে দ্বাদশ ও ত্রিয়োদশ স্থানে দ্বাদশম ও ত্রিয়োদশম শব্দ প্রয়োগ থাকাতে ঋষি বাক্য বলিয়া দোষ মার্জ্জনা করিয়াছেন।

† [সুরানন্যান মোহিন্যা ইতি] পাঠে অর্থাৎ অন্য অসুর সকলকে

লকে মোহিত করিয়া দেবগণকে সুধাপান করাইয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

চতুর্দ্দশং নারসিংহং বিভ্রদ্দৈত্যেন্দ্র মূর্জ্জিতং
দদার করজৈরূরাবেরকাং কটক্বদ্যথা ॥ ১৮॥

নারসিংহং রূপং বিভ্রৎ এরকা অগ্রন্থি তৃণবিশেষঃ ॥ ১৮ ॥

চতুর্দ্দশাবতার নৃসিংহঃ। চতুর্দ্দশে নারসিংহ রূপে উন্নত সমৃদ্ধিমান দৈত্যেন্দ্র অর্থাৎ দীতিপুত্র হিরণ্য কশিপুকে বিদারণ করেন। করজ অর্থাৎ ণখাগ্রে তাহার বক্ষস্থল অবলীলায় বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। * যেমন কটকৃৎ ব্যক্তি এরকা পত্রকে ছিন্ন করে ॥ ১৮ ॥

পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাগাদধ্বরং বলেঃ।
পদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিপিষ্টপং
॥ ১৯ ॥

দুষ্টানাং মদং বামনয়তীতি বামনকং রূপং হ্রস্বংবা প্রত্যাদিৎসুঃ তস্মাদাচ্ছিদ্য গ্রহীতু মিচ্ছুঃ ॥ ১৯ ॥

মোহিত করিয়াছিলেন, এতৎ প্রয়োগে স্পষ্টই বোধ হইতেছে; যে সকল অসুরকে মুগ্ধ করেন নাই, কদাচিৎ চৈতন্য বিশিষ্টও ছিল, সুতরাং রাহু কেতুর অমৃত পান হইয়াছিল, যেহেতু অসুর মধ্যে কেবল রাহু কেতুই ভগবন্মায়ায় মুগ্ধ হয়েন নাই।

* কট শব্দে প্রাকৃ ভাষায় [ঝাঁপ অথবা আগড়] বলে কটকার শব্দে কটকার পুরুষ, ইতর ভাষায় (ডোম জাতিকে কহে) এরকা নিগ্রন্থি তৃণ বিশেষ প্রাকৃত লোকে [চাটঁড়া] কহিয়া থাকে, অথবা দেশান্তরে [হোগলাকেও] এরকা বলিয়া উক্ত করে।

পঞ্চদশাবতার বামনঃ। পঞ্চদশে * বামন রূপে বলিযজ্ঞে গমন করতঃ স্বর্গাদি লোক গ্রহণেচ্ছায় তাহার নিকট ছল প্রকাশে পত্রয় ভূমিযাচিঞা করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

অবতার ষোড়শমেপশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহোনৃপান্। ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীং ॥ ২০ ॥

পরশুরামাবতার মাহ অবতার ইতি। ত্রিঃত্রিগুণং যথা ভবতি তথা সপ্তকৃত্বঃ সপ্ত বারান্ এক বিংশতিবার ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

ষোড়শাবতার পরশুরামঃ। † ষোড়শে পরশুরাম রূপ ধারণ করতঃ ক্ষত্রিয়গণকে ‡ ব্রহ্মদ্রুহ অর্থাৎ ব্রাহ্মণদ্বেষ্টা দেখিয়া কোপিত হইয়া ত্রিঃসপ্তবার (এক বিংশতিবার) নিঃক্ষত্রিয়া পৃথিবী করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

* বামন শব্দে সমস্ত দুষ্ট ব্যক্তিদিগের মদ অর্থাৎ দর্পকে বামন [খর্ব্ব] করেন ইত্যর্থে বামন। অথবা। হ্রস্বরূপ ধারণ করিয়াছিলেন তদর্থে তাঁহাকে বামন বলা যায়।

† ষোড়শে রেণুকা গর্ব্ভে পরশুরামের জন্ম।

‡ ব্রহ্মদ্রুহ পদে ব্রহ্মহিংসক অর্থাৎ হৈহয়াধিপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন যিনি কামধেনু গ্রহণেচ্ছু হইয়া পরশুরামের পিতাকে বধ করেন। সুতরাং ব্রহ্মদ্বিষ কার্ত্তবীর্য্য এবং তদনুমোদী অন্যান্য ক্ষত্রিয় গণকেও ব্রহ্মদ্বেষ্টা বলা যায়, অতএব এতদবতারে কার্ত্তবীর্য্যাদির সহিত সেই সকল ক্ষত্রিয়বংশকে বিনাশ করিয়াছিলেন।

ততঃ সপ্তদশেজাতঃ সত্যবত্যাং পরাশ-রাৎ। চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্টাপুং-সোঽল্পমেধসঃ॥ ২১ ॥

ব্যাসাবতার মাহ। অল্প প্রজ্ঞান্ পুংসোদৃষ্ট্বাত্বদনুগ্রহার্থং শাখা শ্চক্রে ॥ ২১ ॥

সপ্তদশাবতার বেদব্যাসঃ। সপ্তদশে * পরাশর হইতে সত্যবতীগর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করতঃঅল্পপ্রজ্ঞ অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণকে দেখিয়া † বেদস্বরূপ কল্পবৃক্ষের শাখা ক-রেন ॥ ২১ ॥

---

* ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধা তাঁহার এক নামসত্যবতী, ঐ কন্যা যমুনানদীতে নৌকায় সকলকে পারাপার করেন, কদাচিৎ হেমন্ত কালে পরাশর ঋষি প্রভাতে যমুনাতীরে গমনকরতঃ সত্যবতীকে দেখিয়া স্মরশরার্দ্দিত শৃঙ্গারেচ্ছু হইয়া আলিঙ্গন করিতে চাহিলেন তাহাতে মৎস্যগন্ধা স্বগাত্র গন্ধ দূরীকৃত করণার্থ সম্মতা হইয়া ঋষিকে আলিঙ্গন দিলেন, কিন্তু ঐ সময়েই কুজ্ঝটিকার উৎপত্তি, অনন্তর অমোঘবীর্য্যে গর্ব্ভবতী হইয়া তৎক্ষণাৎ যমুনাদ্বীপে মহাপুরুষ লক্ষণাক্রান্ত পুত্র প্রসব হইলেন, ঐ পুত্র ভগবদংশভূত (পারাশর) নামে খ্যাতঃ দ্বীপে জন্ম একারণ [দ্বৈপায়ন] কৃষ্ণবর্ণ ইত্যর্থে কৃষ্ণ, বদরিকাশ্রমে বাস করিয়াছিলেন এ জন্যে [বাদরায়ণ] বলে, বেদবিভাগ কর্ত্তা অতএব [বেদব্যাস] নামে খ্যাত হইয়াছেন।

† আদিবেদকে চতুর্দ্ধা বিভাগ করিয়া চারি সংহিতা চারি শিষ্যকে দেন। পৈলকে ঋক, বৈশম্পায়নকে যজুঃ, জৈমিনিকে সাম, সুমন্তকে অথর্ব্ব, অনন্তর তৎশিষ্যানুশিষ্য দ্বারা বহু শাখা হয়, শুদ্ধ লোক হি-তার্থে সত্যবতী পুত্র বেদব্যাস হইতে বেদশাখা বিস্তার হইয়াছে।

নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্য্য চিকীর্ষয়া।
সমুদ্রনিগ্রহাদীনি চক্রে বীর্য্যাণ্যতঃ পরং
॥ ২২ ॥

নরদেবত্বং রাঘবরূপেণ প্রাপ্তঃসন্। অতঃপরং অষ্টাদশে॥ ২২॥

অষ্টাদশাবতার শ্রীরামঃ। অষ্টাদশে * নরদেবত্ব (রাজ-দেহ) প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ দেবকার্য্য চিকীর্ষায়, সমুদ্রনিগ্রহ অর্থাৎ সমুদ্রবন্ধন, অনন্তর অন্যতম † স্ববীর্য্য ও বিবিধ প্রকার বিস্তার করিয়াছিলেন॥ ২২॥

একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য
জন্মনী। রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবান
হরদ্ভরং॥ ২৩॥

বিংশতিতম ইতি বক্তব্যে তকারলোপশ্ছন্দোঽনুরোধেন। রাম কৃষ্ণাবিত্যেবনাগনী জন্মনী প্রাপ্য॥ ২৩॥

একোন বিংশতি এবং বিংশতি অবতার কৃষ্ণ বলরাম।

---

* অষ্টাদশে নরদেবত্ব অর্থাৎ শ্রীরামাবতার, স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মার সহিত দেবগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া দৈবকার্য্য সাধনার্থ রাজা দশরথ কৌশল্যা, কেকয়ী, সুমিত্রার পূর্ব্বতপস্যার ফলে ভগবান্ চতুর্ব্যূহে পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ দশরথৌরসে কৌশল্যা গর্ব্ভে বাসুদেব শ্রীরাম, কৈকেয়ী গর্ব্ভে প্রদ্যুম্ন ভরতঃ, সুমিত্রা গর্ব্ভে সঙ্কর্ষণ লক্ষণ, সুমিত্রাতে অপর অনিরুদ্ধ শত্রুঘ্ন রূপে অবতীর্ণ হয়েন্।

† সমুদ্র বন্ধনানন্তর অন্যতমবীর্য্য পদে, রাবণাদি রাক্ষস কুল-শাসন।

উনবিংশতিও বিংশতি অবতারে বৃষ্ণিবংশে অর্থাৎ * যদুবংশে ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম নামে জন্মিয়াছিলেন, যদবতারে এই পৃথিবীর † ভারাবতরণ করেন ॥ ২৩ ॥

ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাং। বুদ্ধোনাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥ ২৪ ॥

অঞ্জনস্য সুতঃ। অজিন সুত ইতি পাঠে অজিনোপি সএব কীকটেষু মধ্যে গয়াপ্রদেশে ॥ ২৪ ॥

এক বিংশাবতার বুদ্ধঃ। এক বিংশতি অবতারে ‡ কী-

* যদুবংশ অবতীর্ণ, অর্থাৎ বসুদেব দৈবকীর পূর্ব্ব তপস্যার ফল প্রদানার্থে এবং দ্রোণবসু ওধরাদেবী অর্থাৎ নন্দযশোদাও গোপ গোপীগণের মনোরথ পূরণার্থে বসুদেব হইতে দেবকী গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। এতৎ জন্ম গ্রহণ শব্দে অস্মাদির ন্যায় শোণিত শুক্র জাত নহেন, অর্থাৎ বায়ু গর্ব্ভা দেবকী বায়ুর নিঃসরণ কালে তাঁহার আবির্ভাব মাত্র, যথা পুরাণান্তরে [বায়ু নিঃসরণে কালে সতত্রাবির্বাভুবহ] ইতি।

† ভারাবতারণ পদে ভুরিভারে আক্রান্তা ধরণীর পরিত্রাণ করেন, অর্থাৎ অধর্ম্ম লিঙ্গ দৈত্যগণেরা মনুষ্যরূপে জন্ম গ্রহণ করতঃ অধর্ম্ম ভারে ধরণীকে ভারান্বিতা করিয়াছিল, তদর্থে পূতনাঘবক কেশী কংসাদিও মুরনরক বাণ শাল্বাদিকে বিনাশ করেন, এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধোপলক্ষে পাণ্ডব দ্বারা সমস্ত ভারের অপনয়ন করিয়াছিলেন।

‡ গয়া প্রদেশে কীকট, বুদ্ধাবতার স্থান, জৈনেরা ঐ বুদ্ধকে [পারশ নাথ] বলে, তদ্দেশে অদ্যাবধি তাঁহার জন্মভূমিতে দেবালয় আছে পুণ্যতীর্থ বলিয়া দেশ দেশান্তর হইতে জৈনেরা সময়ে২ আসিয়া থাকে, যদি বল, তাঁহার বৈসম্যাচার কিরূপে সম্ভব হয়, উত্তর সৃষ্টি

কটে অর্থাৎ গয়াপ্রদেশে * অঞ্জন সুত বুদ্ধ নামে জন্মিয়াছিলেন। যদবতারে সংপ্রবর্ত্ত কলিকালে † দেবদ্বেষীদিগের সংমোহের কারণ হইয়া ছিলেন ॥ ২৪ ॥

অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু।
জনিতা বিষ্ণুযশসোনাম্নাকল্কির্জগৎপতিঃ ॥ ২৫ ॥

যুগসন্ধ্যায়াং কলেরন্তে বিষ্ণুযশসো ব্রাহ্মণাৎ সকাশাৎ জনিতা জনিষ্যতে ॥ ২৫ ॥

দ্বাবিংশতি অবতার কল্কী। ‡ যুগসন্ধিতে অর্থাৎ কলিযুগাবসান কালে ॥ দস্যুপ্রায় রাজাতে ব্যাপ্তা পৃথিবীর পরি-

---

কার্য্যে ঈশ্বরের প্রসন্নাপ্রসন্ন স্বীকার করিতে হইলে বৈষম্যাচার মানিতে হয়, অথবা ধর্ম্মদ্বেষীদিগের কর্ম্মত্যাগার্থ পাপকে জন্মাইয়া বিনষ্ট করেন নতুবা বিশ্বকার্য্য নিয়মমত নির্ব্বাহ হইতে পারে না। অথবা পাপাত্মাদিগের পাপ দেহ ত্যাগ করাইয়া পবিত্র করেন, ইহাতে তাঁহার ভূরিকারুণ্যই অঙ্গীকার করিতে হয়।

* অঞ্জন সুত, অঞ্জনকে অজিনও বলে, কদাচিৎ [অজিন সুত] বলিয়াও শ্লোক পঠিত হয়। অজিন শব্দের অকার লুপ্ত করতঃ বুদ্ধকে জৈন কহাযায় তদবধি তদ্ধর্ম্মিদিগের নাম জৈন।

† দেবদ্বেষী পদে আসুর ধর্ম্মী অর্থাৎ যাহারা নিয়ত দেবতাদিগের দ্বেষ করে তাহাদিগের প্রমোহের নিমিত্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের বিধি উচ্ছেদ করতঃ বুদ্ধমতঃ প্রকাশ করেন; অর্থাৎ কর্ম্ম নাস্তিকতাদ্বারা তাহাদিগকে ধর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন, এক্ষণে সেই শাস্ত্রকে জৈন শাস্ত্র বলে।

‡ কলিসত্য সন্ধিতে কল্কী অবতার।

॥ দস্যুবৎ রাজা অর্থাৎ ম্লেচ্ছযবনেরা এই পৃথিবীকে অধিকার করিবেক, এস্থলে ম্লেচ্ছ যবনাদিকে দস্যুবৎ বর্ণনার তাৎপর্য্য এই যে ছল

ত্রাণার্থে জগৎপতি নারায়ণ * বিষ্ণুযশা নামে ব্রাহ্মণ গৃহে জন্ম গ্রহণ করিবেন ॥ ২৫ ॥

অবতারাহ্যসংখ্যেয়াহরেঃ সত্বনিধের্দ্বিজাঃ। যথাঽবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃস্যুঃ সহস্রশঃ ॥ ২৬ ॥

অনুক্ত সর্ব্ব সংগ্রহার্থ মাহ। অবতারা ইতি। অসংখ্যেয়বত্বে দৃষ্টান্তঃ যথেতি। অবিদাসিনঃ উপক্ষয় শূন্যাৎ। সরসঃ সকাশাৎ কুল্যাঃ অল্প প্রবাহাঃ ॥ ২৬ ॥

শৌনকাদি ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া সূত গোস্বামী কহিতেছেন (হে দ্বিজা) সত্বনিধি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্যেয়াবতার, যে মন অবিদাসী অর্থাৎ উপক্ষয় শূন্য জলাশয় সকাশে অল্প প্রবাহবতী শত শত নদী হয় ॥ ২৬ ॥

ইত্যর্থে সূতাভিপ্রায় এই যে, ভগবানের অবতারের সীমা নাই, তাহা সকল বর্ণন করিতে শক্ত কে হয়, অতএব

বল কল কৌশলে চৌরবৎ প্রজাদিগের সমস্ত ধনাপহরণ করিবেক, এবং সম্যক ধর্ম্মের ব্যাঘাৎ কারী হইবেক, দেবতা বেদ ব্রাহ্মণ দ্বেষ ও দেব ব্রহ্মস্ব হরণ করিবেক, সুতরাং শোষক রাজার উগ্রশাসনে সমস্ত জগৎ ভয়াকুল হইবেক, তৎকালে তাহারদিগের শাসন জন্য ভগবান্ কল্কী রূপে অবতরিত হইবেন।

* সম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামে বিপ্রালয়ে অযোনিজ রূপে অর্থাৎ যোনি সম্বন্ধ রহিত অবতীর্ণ হইবেন। অর্থাৎ বিষ্ণুযশার মুখ হইতে বাহির হইবেন।

প্রাধান্য কল্পে এই কয় অবতার ব্যাখ্যা করিয়া কহিলাম, অবতার বিষয়ের বিশেষ (দৃষ্টান্ত) অবিদাসী উপক্ষয় শূন্য জলাশয়, অর্থাৎ হ্রাস বৃদ্ধি রহিত সমুদ্র সন্নিধানে অর্থাৎ সমুদ্র হইতে যেমন শত শত ক্ষুদ্রানদী প্রকাশিতা হয়, সেইরূপ ভগবানের পৌরুষ রূপ অর্থাৎ নারায়ণ রূপ হইতে অনেকানেক অবতার হইয়াছেও হইতেছে এবং হইবে ॥ ২৬ ॥

ঋষয়োমনবোদেবা মনুপুত্রামহৌজসঃ।
কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব স প্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৭ ॥

বিভূতিরাহ ঋষয় ইতি ॥ ২৭ ॥

ঋষিমনু মনুপুত্র দেবতা এবং প্রজাপতি প্রভৃতি সকলেই হরির কলা অর্থাৎ অংশ ইহা স্মরণ করাইয়াছেন ॥ ২৭ ॥

অর্থাৎ ভগবানের বিভূতি বর্ণনে কেহ অংশ কেহ অংশকলা এই মাত্র, অর্থাৎ গুণ প্রাধান্যে প্রধানাংশ, অপ্রাধান্যে অংশাশ এই বিশেষ কহিয়াছেন। ফলিতার্থ এতৎ জগৎ সমস্তই তাঁহার অংশ ইহা গীতাতেও প্রমাণ করিয়াছেন, যথা (বিষ্টভ্যাহমিদংকৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ) একাংশ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ আমি ব্যাপ্ত হইয়াছি ॥ ২৭ ॥

এতেচাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগেযুগে ॥ ২৮ ॥

অত্র বিশেষমাহ। এতেচেতি। পুংসঃ পরমেশ্বরস্য কেচিদংশাঃ কেচিৎকলাঃ বিভূতয়ঃ তএমৎস্যাদীনাং অবতারত্বেন সর্ব্বজ্ঞত্বে সর্ব্ব শক্তিমত্বেপি যথোপযোগ মংশকলা বেশঃ। পৃথ্বাদিষু শক্ত্যাবেশঃ। কৃষ্ণস্তু সাক্ষাৎ ভগবান্নারায়ণ এব আবিষ্কৃত সর্ব্ব শক্তিত্বাৎ। সর্ব্বে ষাং প্রয়োজন মাহ। ইন্দ্রারয়োদৈত্যাঃ তৈর্ব্যাকুলং উপদ্রুতং লোকং মৃড়য়ন্তি সুখিনং কুর্ব্বন্তি ॥ ২৮ ॥

এই সকল অবতার মহাপুরুষ * নারায়ণের অংশ কলা-মাত্র, কেবল নন্দনন্দন † শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম, উক্ত ভগবদবতার সকলে দৈত্য দানব রাক্ষসাদি কর্ত্তৃক ব্যাকুল অর্থাৎ উপদ্রুত ত্রিলোককে সুখী করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

ইহার বিশেষ তাৎপর্য্য স্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অর্থাৎ মহাপুরুষ পরমেশ্বর নারায়ণের কেহ অংশ কেহ অংশ কলা

* নারায়ণ, নার শব্দ জীব সমূহ এবং জলকেও নার বলে অতএব নর সমূহেও জলে যাঁহার আশ্রয় তাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ নারায়ণ শব্দে আত্মা।

† শ্লোক মধ্যে (কৃষ্ণস্তু) শব্দ প্রয়োগ আছে, ঐ তুকারের আকাঙ্ক্ষায় শ্রীরাম এবং নৃসিংহ দেবকেও স্বয়ং নারায়ণ রূপ বলিয়া কৃষ্ণবৎ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যেহেতু এতদবতারদ্বয়ের ও কৃষ্ণবৎ সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্ব শক্তি মত্ব গুণ ও জ্ঞান ক্রিয়াদির প্রকাশ আছে।

কেহ বা বিভূতি রূপ হয়েন, যথা মৎস্য কূর্ম্ম বরাহাদি অং-শাবতার যেহেতু তাঁহারদিগের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ঐশী ক্ষমতা আছে, অর্থাৎ সর্ব্ব শক্তি মত্ত্ব জ্ঞান ক্রিয়াদির আবেশ, সনৎ-কুমার নারদাদি ঋষি রূপ অবতারাদিকে অংশাংশ বলা যায়, কারণ ঈশ্বর তুল্য ক্ষমতা না থাকায় অংশ কলা বেশ, পৃথু প্রভৃতি রাজাবতার সকলেতে শক্ত্যা বেশমাত্র, সর্ব্ব জ্ঞ-ত্ত্বাদি কোন ঐশী ক্ষমতা নাই, সুতরাং তাঁহারদিগকে বি-ভূতি মধ্যে উক্ত করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্ব শক্তি মত্ত্বাদি প্রযুক্ত পূর্ণতম হয়েন॥ ২৮॥

জন্মগুহ্যং ভগবতো যএতৎ প্রযতো নরঃ।
সায়ং প্রাতর্গৃণন্ ভক্ত্যা দুঃখ গ্রামাদ্বিমু-চ্যতে॥ ২৯॥

এতৎ কীর্ত্তন ফল মাহ। জন্মেতি। গুহ্যমিতি রহস্যং জন্ম। প্রযতঃ শুচিঃসন্॥ ২৯॥

অনন্তর অবতারাদির কীর্ত্তন ফল কহিতেছেন। (জন্মেতি) প্রাতঃ এবং সায়ংকালে (প্রয়তঃ) অর্থাৎ শুচি হইয়া ভগ-বানের জন্মরহস্য অর্থাৎ অবতারাদি কীর্ত্তন যে করে, সেই ব্যক্তি (দুঃখগ্রাম) সমস্ত প্রকার * দুঃখ হইতে পরিমুক্ত হয়েন॥ ২৯॥

---

* সমস্ত প্রকার দুঃখে পরিমুক্ত হয় এতৎ প্রয়োগে সংসারস্থ খণ্ড সুখের ভোক্তা হয় এতদভিপ্রায় নহে। অর্থাৎ তৎসম্বন্ধে দুঃখাকর সংসার ভ্রমণের এক কালিন নিবারণ হইয়া অখণ্ডা নন্দরস পরিপূর্ণ ব্রহ্মসুখ প্রাপ্তি হয়। যেহেতু আগমাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই সংসারকে সর্ব্ব

এতদ্রূপং ভগবতোহ্যরূপস্য চিদাত্মনঃ।
মায়াগুণৈ র্বিরচিতং মহদাদিভি রাত্মনি
॥ ৩০ ॥

দুঃখগ্রামাৎ সংরারাদ্বিমুচ্যত ইত্যুক্তং তত্র কথং দেহদ্বয় সম্বন্ধেসতি তদ্বিমুক্তি রিত্যাশঙ্ক্য দেহসম্বন্ধস্য ভগবন্মায়োত্থা বিদ্যাবিলসিতত্বাৎ এতৎ শ্রবণাদি জনিত বিদ্যয়া তন্নিবৃত্তি রুপপদ্যতে ইত্যাশয়েনাহ। তএদ্রূপমিতি পঞ্চভিঃ। অরূপস্য চিদেকরস্য আত্মনো জীবস্য এতৎ স্থূলং রূপং শরীরং ভগবতো মায়ায়া তস্যাগুণৈ মহাদাদি রূপৈ র্বির-চিতং। কৃআত্মনি আত্মস্থানে শরীরংকৃত মিত্যর্থঃ॥ ৩০॥

পূর্ব্ব শ্লোকে দুঃখগ্রামে পরিমুক্ত হয় উক্ত করেন, কিন্তু স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের সম্বন্ধ থাকিতে জীবের তদ্বিমুক্তি কি প্রকারে হইতে পারে। এতদাশঙ্কা নিবারণার্থে দেহ সম্ব-ন্ধের কারণ মায়া, সেই ভগবন্মায়া কর্ত্তৃক উত্থিত দেহ, সুত-রাং তাঁহাকে অবিদ্যাবিলাস বলা যায়, ইহা অতি পূর্ব্ব শ্লোকে স্মরণ হইতেছে, অতএব বিদ্যা দ্বারা তদবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, এই আশয়ে, (এতদ্রূপ মিত্যাদি) পঞ্চ শ্লোকে সংশয়চ্ছেদ করিয়াছেন। ইত্যাভাস

দুঃখাকর বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। যথা [আকরঃ সর্ব্বদুঃখা না মাশ্রয়ঃ সকলাপদাং] ইতি [দুঃখমূলংহি সংসারোযস্যাস্তীতি সদুঃখিত ই-ত্যাদি] সকল দুঃখের আকর সমস্ত আপদের আশ্রয়। অর্থাৎ সকল দুঃখের মূল সংসার যাহার আছে সেই দুঃখিত, মুক্তীচ্ছু ব্যক্তি সম্বন্ধে এগত দুঃখাকর সংসার ত্যাজ্য কাহার না হয়। সুতরাং এতৎ শ্লোকা-র্থে এক কালিন সংসারাবৃত্তি রহিত হইয়া যায়।

*অরূপ চিদাত্মা ভগবানের এইরূপ † মহাদাদি মায়া গুণ দ্বারা বিরচিত হয়, কি আশ্চর্য্য আত্মা কোথা নির্ম্মল নির্গুণ রূপ বর্জ্জিত, তিনি কিরূপে অরূপ আত্মা স্থানে শরীর কৃত হইয়াছেন ॥ ৩০ ॥

যথা নভসিমেঘৌঘো রেণুর্ব্বা পার্থিবোনিলে। এবং দ্রষ্টরি দৃশ্যত্ব মারোপিত মবুদ্ধিভিঃ ॥ ৩১ ॥

কথমিত্যপেক্ষায়াং স্বরূপা বরণে নতদধ্যস্যত ইতি। সদৃষ্টান্ত মাহ যথেতি। যথা বায্বাশ্রিতো মেঘৌঘো নভসি আকাশে অবুদ্ধিভিঃ

* অরূপ রূপ রহিত। [চিদাত্মা] সুদ্ধ জ্ঞানৈকরস, যদিও পরমাত্মা চিৎ স্বরূপ তথাপি তন্মায়া রচিত দেহ অঙ্গীকার করা যায়, অর্থাৎ সোপাধিক পরমাত্মাকে জীব বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, যেহেতু সেই জগদীশ্বর সৃষ্টি লীলার প্রকাশক হয়েন।

† মহত্তত্ত্ব প্রকৃতি হইতে হয়, সুতরাং সত্বরজস্তম গুণত্রয় প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া সম্ভব। তদ্দ্বারা ভগবানের জীবশরীরের রচনা হই-য়াছে। অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ ও কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ, পঞ্চবায়ু আর বুদ্ধি মন এই সপ্তদশাবয়ব বিশিষ্ট জীবের সূক্ষ্ম শরীর, অপর চতুঃষষ্টি বৃত্তিতে স্থূল শরীরের রচনা ফলিতার্থ জন্য এতদ্রূপদ্বয়মায়িক, তদ-তিরিক্ত ভগবদ্রূপকে মায়িক বলা যাইবেক না। কেননা গুণ সন্নিধানে যদিও গুণবৎ জ্ঞান হয়, বস্তুতঃ তাঁহাতে গুণ সম্বন্ধ নাই। যেমন স্ফাটিক সন্নিধানে যবাথাকিলে তাৎকালিক যবার রক্তাতে স্ফাটিকের ও রক্তাভ হয়, তদ্রূপ ভগবানে মায়ার কার্য্য প্রতিভাপায়।

অক্তেঃ আরোপিতঃ যথাবা পার্থিবোরেণুঃ তদ্গতং ধূষরত্বাদি, অনিলে। এবং দ্রষ্টরি আত্মনিদৃশ্যত্বং দৃশ্যত্বাদি ধর্ম্মকং শরীরমারোপিত মিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

পরমাত্মার স্বরূপাবরণে অস্বরূপের অধ্যাস হয়, তদ্দৃষ্টান্ত দিতেছেন (যথেতি)।

যেমন * পবনাশ্রিত মেঘ সমূহের আকাশে স্থিতি, কিন্তু, অবুদ্ধি অর্থাৎ অজ্ঞজনেরা আকাশ বলিয়া জানে, অপর পার্থিবরেণু তদ্গত বায়ুকে † ধূষর বলে, তদ্রূপ, সকলের ‡ দ্রষ্টা, যে পমাত্মা তাঁহাতে দৃশ্যত্বে অর্থাৎ শরীরীত্বে রূপের অধ্যাস অর্থাৎ আরোপ করে ॥ ৩১ ॥

অতঃপরং যদব্যক্ত মব্যূঢগুণ বৃংহিতং।
অদৃষ্টাশ্রুত বস্তুত্বাৎ সজীবো যৎপুনর্ভবঃ
॥ ৩২ ॥

কিঞ্চ অতঃস্থূলাদ্রূপাৎ পরং অন্যদপিরূপ মারোপিত মিত্যনুসঙ্গঃ। কথম্ভূতং তৎযদব্যক্তং সূক্ষ্মং তত্রহেতুঃ অব্যূঢগুণবৃংহিতং। ব্যূঢঃকরচরণাদি পরিণামঃতথা অপরিণতাঃ অব্যূঢাঃ যে গুণাঃতৈর্গুণৈর্বৃংহিতং রচিতং আকার বিশেষ রহিতত্বাৎ অব্যক্ত মিত্যর্থঃ। এতদেব কুতস্ত-

---

* ফলিতার্থ আকাশের রূপ নাই, কিন্তু পবনাশ্রিত মেঘ সমুহ দ্বারা আকাশকেও রূপবান বলে।

† বায়ুর রূপ নাই শুষ্ক পৃথিবীররেণু অর্থাৎ ধূলাতেই পবনের ধূষরত্ব হয়।

‡ (সর্ব্বদ্রষ্টা) সকলের সাক্ষি স্বরূপ অর্থাৎ তিনি সকলকে দেখেন তাঁহাকে কেহ দেখে না।

ত্রাহ। অদৃষ্টাশ্রুত বস্তুত্বাৎ যত্তু আকার বিশেষ বদ্বস্তু তদস্মদাদি বদ্দৃশ্যতে শ্রূয়তে বা ইন্দ্রাদিবৎ ইদন্তুনতথা। তর্হিতস্য সত্ত্বেকিং প্রমাণং তত্রাহ। সজীবঃ জীবোপাধিঃ জীবোজীবেন নিমুক্তো জীবো-জীবং বিহায় ইত্যাদৌ জীবোপাধৌ লিঙ্গদেহে জীব শব্দ প্রয়োগাৎ জীবোপাধিতয়া কল্পিত ইত্যর্থঃ। নন্বু স্থূলমেব ভোগায়তনত্বাজ্জীবস্য উপাধিরস্তু কি মন্য কল্পনয়া ইত্যত আহ। যৎযস্মাৎ সূক্ষ্মাৎ পুনর্ভবঃ পুনর্জন্ম উৎক্রান্তি গত্যাগতীনাং তেনবিনা সম্ভবাদিতিভাবঃ॥ ৩২॥

* স্থূলরূপ হইতে পরম সূক্ষ্ম যে আত্মা, তাঁহাতে স্থূল-রূপের আরোপ হয়, এবং অব্যক্ত পরমাত্মা, যিনি সূক্ষ্মতম, তাঁহার সেই অব্যক্ত রূপ কিম্ভূত, না (অব্যূঢ় গুণ বৃংহিতং) বূঢ়শব্দে ব্যক্ত অর্থাৎ কর চরনাদি বিশিষ্ট, অব্যূঢ পদে তদ্রহিত গুণে বিরচিতাকার অর্থাৎ সর্ব্বাকার রহতি অব্যক্ত রূপ, ইহাতে এই রূপ আপত্তি হয়, যে অদৃষ্ট অশ্রুত বস্তু যে জীবাত্মা তাঁহাকে অস্মদাদির ন্যায় আকার বিশেষ বৎ দেখাযায়না অথবা, অস্মদাদি কর্ত্তৃক আকার বিশেষ বস্তুর ন্যায় দৃশ্যও নহেন এবং শ্রুত হওযায় নাই, যেমন ইন্দ্রাদি দেবতাকে রূপবান বলিয়া শ্রুতহওয়া যায়, তদ্রূপ পরমাত্মার রূপ আছে ইহা কদাপিওশ্রবণ হয় না, ইত্যর্থে, পরমেশ্বরকে শুদ্ধ নিরাকার রূপেও প্রতিপন্ন করা যায়না, অর্থাৎ † তাঁহার

* জীবের সহিত আত্মার প্রভেদ এই মাত্র যে আত্মার বশীভূতা মায়া মায়ার বশীভূত জীব।

† পরমেশ্বর উভয় রূপী অর্থাৎ সাকার, নিরাকার, সর্ব্ব ব্যাপী অপরিচ্ছিন্ন আত্মা করচরণাদ্যবয়ব রহিত, পরিচ্ছিন্ন রূপে করচরণাদি

রূপ প্রাকৃতবৎ নহে, অনেক সাধনারফলে স্বরূপে দৃশ্য হয়েন। এবম্ভূত অদৃষ্ট অশ্রুত বস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণকি, উত্তর, মায়োপাধি বিশিষ্ট অর্থাৎ স্বেচ্ছা বশতঃ পরমাত্মারই জীব সংজ্ঞা, অর্থাৎ স্থূল ভোগায়তন শরীরাপেক্ষা সূক্ষ্ম শরীরী লিঙ্গ দেহে জীবশব্দের প্রয়োগ হয়, জীবোপাধিতা প্রযুক্ত কল্পিত রূপবলিয়া অঙ্গীকার করেন। যদি বল যে কল্পিত লিঙ্গদেহের জীবোপাধিনাদিয়া ভোগায়তন স্থূল শরীরেই জীবের উপাধি থাকুক, উত্তর, ভোগায়তন স্থূল শরীরে জীবোপাধি নাহইবার কারণ এই যে, স্থূল শরীরের পুনর্ভবনাই অর্থাৎ তৎ প্ররোহ আর হয়না, কিন্তু সূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীরের পুনর্ভব আছে, যেহেতু মরণানন্তর পুনর্জন্মাদি হয় (পুনঃ২ গতায়াত সূক্ষ্ম শরীর ব্যতীত স্থূল শরীরে সম্ভব হয়না) একারণ, জীবের অস্তিত্ব প্রত্যয় হইতেছে ॥ ৩২ ॥

যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসম্বিদা।
অবিদ্যয়াত্মনিকৃতে ইতি তদ্ব্রহ্ম দর্শনং
॥ ৩৩ ॥

তঃদেবমুপাধিদ্বয় মুক্ত্বা তদপবাদেন জীবস্য ব্রহ্মতামাহ। যত্রেতি ॥ যত্রযদা ইমে স্থূল সূক্ষ্ম রূপে স্বসংবিদা স্বরূপ সম্যগ্জ্ঞানেন প্রতি-

---

বিশিষ্ট, যেমন চন্দ্রমণ্ডলের আকার আছে কিন্তু সমস্ত জগৎ ব্যাপী কিরণের আকার নাই, এবং মনুষ্যাদিরচক্ষু পরিছিন্ন গোলাকার কিন্তু দৃষ্টি সর্ব্ব ব্যাপিনী তাহার আকার নাই, তদ্রূপ ঈশ্বরের আত্মা রূপ নিরাকার, তদিতর অন্য কমনীয় রূপ আছে, যদ্রূপ চিন্তনে ভব বন্ধনে মুক্ত হওয়াযায়।

ষিদ্ধে ভবতঃ। জ্ঞানেন প্রতিষেধার্হত্বে তমেব হেতুমাহ অবিদ্যয়া আত্মনি কৃতে কল্পিতে ইতি হেতোঃ তদ্ব্রহ্ম তদা জীবো ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ। কথম্ভূতং দর্শনং জ্ঞানৈক স্বরূপং ॥ ৩৩ ॥

অতএব * এতৎদ্বয় উপাধি উক্ত করিয়া তদপবাদ নিরাসে জীবের ব্রহ্মতা দর্শন করাইতেছেন। (যত্রেতি) যৎকালে স্বরূপ জ্ঞান দ্বারা এতৎ স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয়কে অবিদ্যা মায়ার কার্য্য বলিয়া বোধ হইবে তৎকালে ব্রহ্ম স্বরূপতা প্রযুক্ত জীবই ব্রহ্ম হইবেন ॥ ৩৩ ॥

যদ্যেষোপরতাদেবী মায়াবৈশারদীমতিঃ।
সম্পন্নএবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বেমহীয়তে॥৩৪॥

তথাপি ভগবন্মায়ায়াঃ সংসৃতি কারণ ভূতায়া বিদ্যমানত্বাৎ কথং ব্রহ্মতা তত্রাহ। যদীতি॥ অসন্দেহে সন্দেহ বচনং যদিবেদাঃ প্রমাণংস্যু রিতিবৎ বৈশারদী বিশারদঃ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর স্তদীয়া দেবী সংসারচক্রেণ ক্রীড়ন্তী এষামায়া যদ্যুপরতা ভবতি, কিমিত্যু পরতাভবেৎ তত্রাহ মতির্বিদ্যা অয়ং ভাবঃ যাবদবিদ্যা আত্মন আবরণ বিক্ষেপৌ করোতি, তাবন্নোপরমেতি, যদাতু সৈব বিদ্যারূপেণ পরিণতা তদাসদসদ্রূপং জীবোপাধিং দগ্ধা নিরিন্ধনাগ্নিবৎ স্বয় মেবোপরমেদিতি, তদাসম্পন্নঃ ব্রহ্ম স্বরূপং প্রাপ্ত এবেতি বিদুঃ তত্ত্বজ্ঞাঃ কিমতঃ যদেবং স্বেমহিম্নি পরমানন্দ রূপে মহীয়তে পূজ্যতে বিরাজত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

সৃষ্টির কারণ ভূতা ভগবৎ মায়ার বিদ্যমানত্বে কিরূপে ব্রহ্মতা হয় তদর্থে কহিতেছেন, (যদীতি)

* এতৎ উপাধিদ্বয় পদে জীবাত্মাও পরমাত্মা, অথবা, স্থূল সূক্ষ্ম দেহ বিশিষ্ট পরমাত্মাকেই জীবেশ্বর বলিয়া উক্ত করাযায়।

যদি এই মায়া দেবী যিনি বৈশারদী তাঁহার উপরমে তিনি মতি রূপে পরিণতা হয়েন তবে তত্ত্বজ্ঞ সাধকেরা পরমানন্দ রূপে বিরাজ মান হন্॥ ৩৪॥

অবিদ্যা কিন্তু তা না অসন্দেহে সন্দেহোৎপত্তিকারিণী এবং অস্বরূপে স্বরূপাকার জননী, পুনঃ কিমাকারা না, দেবী অর্থাৎ স্বয়ং দীপ্তিমতী এবং বৈশারদী, অর্থাৎ বিশারদ শব্দে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তদীয়ামায়া অহরহ সংসার চক্রে ক্রীড়মানা, এই মায়া যদি উপরতা হয়েন অর্থাৎ মায়ার শান্তি হয়, তবেই ব্রহ্মতা প্রাপ্তি, যদি বল এই দুস্তরা মায়ার উপরতির উপায় কি উত্তর যাবৎ অবিদ্যা দেবী * আত্মাতে আবরণ বিক্ষেপাদি করিতেছেন তাবৎ তাঁহার উপরতি হয় না, যখন † সেই মায়া মতি অর্থাৎ অবিদ্যা বিদ্যারূপে পরিণতা হইবেন

---

* আবরণ বিক্ষেপ শব্দে আবৃত, ও সঞ্চরণাদি মায়ার কার্য্য।

† [মায়াদ্বে] অর্থাৎ [বিদ্যাওঅবিদ্যা] অর্থাৎএকাভগবৎ শক্তির সংজ্ঞাভেদে নামদ্বয় বিদ্যা এবং অবিদ্যা, শ্রুতিতে কহেন [পরা অপরাচ] অপরাসংসার প্রবাহকারিণী [পরাযয়াতদক্ষরমধিগম্যতে] পরা তাঁহাকে বলি যদ্দ্বারা পরব্রহ্মে অধিগমন করে। বেদান্তে তাঁহাকেই [জ্ঞান বিজ্ঞান রূপে উক্ত করেন] অর্থাৎ সেই অবিদ্যাই বিদ্যারূপে সাধকের সাধনানুসারে পরম পদকে দর্শন করান্ যথা সপ্তশত্যাং। [সংসার বন্ধ হেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী] তথাচ। [সাবিদ্যা পরমামুক্তেঃ হেতু ভূতাসনাতনীতি] সর্ব্বেশ্বরব্রহ্মা অর্থাৎ এতৎবিশ্বের কর্ত্তা যে তাঁহাকে সর্ব্বেশ্বর বলাযায় তদীশ্বরী যিনি তিনিই মায়া অর্থাৎ অবিদ্যা রূপে সংসার বন্ধের হেতুভূতা এবং বিদ্যারূপে তিনিই মুক্তির হেতু ভূতা হয়েন।

তখন তত্ত্বজ্ঞ সাধকেরা সদসদ্রূপ অর্থাৎ জীবোপাধিকে দগ্ধ করিয়া * বিগত কাষ্ঠাগ্নিবৎ স্বমহিমাতে অর্থাৎ ব্রহ্ম তন্ময়তা প্রযুক্ত আনন্দ স্বরূপে বিরাজমান হয়েন ॥ ৩৪ ॥

এবং জন্মানি কর্ম্মাণিহ্যকর্ত্তুরজনস্যচ।
বর্ণয়ন্তিস্মকবয়ো বেদগুহ্যানি হৃৎপতেঃ
॥ ৩৫ ॥

যথা জীবস্য জন্মাদিমায়াএব মীশ্বরস্যাপি জন্মকর্ম্মাদি গায়েত্যাহ, (এবমিতি) অকর্ত্তুঃ কর্ম্মাণি অজনস্য জন্মানি হৃৎপতে রন্তর্যামিন ॥৩৫॥

যেমন জীবের জন্মকর্ম্মাদি মায়াকার্য্য তদ্রূপ পরমেশ্বরের ও জন্মকর্ম্মাদি মায়ার কার্য্য হয়। (এবমিতি)

(হৃৎপতি) অন্তর্যামী অকর্ত্তার কর্ম্ম (অজন) জন্ম বিহীন জগৎপিতারজন্মাদি অর্থাৎ বেদগুহ্য পরমাত্মার ‡ জন্মকর্ম্মাদি সেই রূপ কবিগণেরা (সাধুপণ্ডিতেরা) বর্ণন করেন যেরূপ জীবের জন্মকর্ম্মাদি ফলিতার্থ সে সকলই ভগবন্মায়ার কার্য্য ॥ ৩৪ ॥

সবাইদং বিশ্বমমোঘলীলঃ সৃজত্যবত্যত্তি

---

* বিনাকাষ্ঠে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়। অর্থাৎ ধূম রহিত অগ্নি স্বল্প-ক্ষণেই নির্ব্বাণ হয়।

‡ জীবের এবং ঈশ্বরের জন্মকর্ম্মাদির বিশেষ মাত্র এই যে জীব মায়াভিভূত পরমেশ্বর মায়াভিভূত নহেন। অর্থাৎ ইচ্ছাবিগ্রহধারী হয়েন।

নসজ্জতেস্মিন্। ভূতেষু চান্তর্হিত আত্ম-
তন্ত্রঃ। ষাড়্বর্গিকং জিঘ্রতি ষড়্গুণেশঃ
॥ ৩৬॥

তর্হিজীবাদীশ্বরস্যকোবিশেষ স্বাতন্ত্র্যমেব বিশেষ ইত্যাহ। সবৈ ইতি॥ ষাড়্বর্গিকং ইন্দ্রিয় ষড়্বর্গ বিষয়ং জিঘ্রতি দুরাদেব গন্ধ-বদ্গৃহ্নাতি নতুসজ্জতে ইত্যর্থঃ। কুতঃ ষড়্গুণেশঃ ষড়িন্দ্রিয় নি-য়ন্তা॥ ৩৬॥

যদি জীবেশ্বরের জন্মকর্ম্মাদি সমরূপে উক্ত হইল, তবে জীব হইতে ঈশ্বরের কি বিশেষ থাকিল, উত্তর, (স্বাতন্ত্র্যমেব বিশেষঃ) অর্থাৎ জীব পরাধীন, ঈশ্বরের স্বাধীনতা আছে। যথা (সবেতি)

অমোঘ লীল অর্থাৎ অব্যর্থ লীলাকর্ম্মাদি যাঁহার তাঁহাকে অমোঘ লীল বলাযায়। সেই পরমেশ্বর এই বিশ্ব সংসারের সর্জ্জন, পালন নিধনাদি করিতেছেন। এবং ভূতেভূতে অন্তর্হিত আত্মা রূপে অর্থাৎ অদৃষ্ট রূপে সকলের অন্তর্যামী হয়েন। অপিচ সর্ব্বভূতস্থ সেই জগদীশ্বর ষাড়্বর্গিকি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিষয় সকলকে * গ্রহণ করেন, অথচ তাহাতে

* ইন্দ্রিয় বিষয় গ্রাহক সে কিরূপ, তদর্থে শ্লোক মধ্যে [জিঘ্রতি] শব্দ প্রয়োগ হয়, অর্থাৎ যেমন দূরে হইতে গন্ধ গ্রহণ করায় তাহাতে লিপ্ত হয় না সেই রূপ ঈশ্বর ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ না করিয়া তত্তৎবিষয় গ্রহণ করেন।

লিপ্ত নহেন। যেহেতু তিনি (ষড়্‌গুণেশঃ) * ইন্দ্রিয়েশ্বর অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা। এই হেতু তাঁহাকে [হৃষীকেশ] বলিয়া সর্ব্ব শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন ॥ ৩৬ ॥

নচাস্য কশ্চিন্নিপুণেন ধাতুরবৈতি জন্তুঃ কুমনীষ ঊতীঃ। নামানিরূপাণি মনোবচোভিঃ। সন্তন্বতো নটচর্য্যামিরাজ্ঞঃ॥৩৭॥

নন্থ কিমীশ্বরস্য সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মভিঃ বিষয় ভোগৈর্বা তত্রাহ। নচেতি। ধাতুঃ জগদ্বিধাতুঃ ঈশ্বরস্য ঊতীঃ লীলাঃ কুমনীষঃ কুবুদ্ধিঃ নিপুণেন তর্কাদি কৌশলেন অবৈতি নজানাতি। মনসা রূপাণি বচসা নামানি। সন্তন্বতো বিস্তারয়তঃ। বচোভিরিতি বহুবচনং শ্রুত্যভি প্রায়েণ। মনোবচোভিঃ সহেতিবা ॥ ৩৭ ॥

হে সূত, ঈশ্বরের সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মের এবং বিষয় ভোগের সম্বন্ধ কি, যে জগদীশ্বর অন্তর্যামী রূপে ভূতে২ গন্ধবৎ ইন্দ্রিয় বিষয় গ্রহণ করেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। [নচেতি]

* অর্থাৎ মনশ্চক্ষু শ্রোত্রনাসিকাদির অন্তঃ প্রবিষ্ট হইয়া তত্তৎ বিষয় গ্রহণ করাণ, সুতরাং তিনি মনের মন চক্ষুর চক্ষু শ্রোত্রের শ্রোত্র অতএব মনশ্চক্ষু প্রভৃতিতে তাঁহার উপলব্ধি করিতে পারে না অর্থাৎ বোধের বোধ হেতু পদার্থ নাই, যথা হস্তামলকভাষ্যং [মনচক্ষুরাদে র্মনশ্চক্ষুরাদিঃ। মনশ্চক্ষুরাদে রবোধাত্মকং যঃসনিত্যোপলব্ধি স্বরূপো মহাত্মা ইত্যাদি] অর্থাৎ মনশ্চক্ষুরাদির মনশ্চক্ষু যিনি এবং মনশ্চক্ষুরাদির বোধাতীত তিনিই নিত্যোপলব্ধি স্বরূপ অর্থাৎ অখণ্ড জ্ঞান স্বরূপ মহাত্মা হয়েন। সুতরাং তিনি আত্মতন্ত্র কোন বিষয়েই লিপ্ত নহেন ॥ ৩৬ ॥

[ধাতুঃ] জগৎবিধাতা পরমেশ্বরের [ঊতী] লীলাদি সকল [কুমনীষ] কুবুদ্ধি কুৎসিতা বুদ্ধি যাহারদিগের তাহারদিগকে কুমনীষ বলাযায়, অর্থাৎ মন্দবুদ্ধি জনগণে [নিপুণেন] * বিবিধ প্রকার কুতর্ক কৌশল দ্বারা তাঁহার চেষ্টা জানিতে কে পারে, অর্থাৎ কেহই জানিতে পারেনা, সুতরাং মনোবাক্য দ্বারা তাঁহার রূপ নামাদির বর্ণনকরা সুদূরপরাহত। তল্লীলাবিগ্রহাদিধারণ † নটচর্য্যাবৎ অর্থাৎ রাজ-

* দেবতির্য্যক্ মনুষ্যাদি নানা রূপে অবতার হইয়া ভগবান নানা প্রকার লীলা বিস্তার করেন, হতবুদ্ধি জনে তন্মর্ম্মাবগত হইতে না পারিয়া অধর্ম্মজ্ঞ কুতার্কিকেরা শুদ্ধ কুতর্কবাদে লৌকিক যুক্তিযুক্ত তর্কাদি দ্বারা তন্নামরূপাদির খণ্ডনকরতঃ ঈশ্বরাবতারে অপবাদদেয় তাহার কারণ, পরমেশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব কদাপি কুবুদ্ধিতে স্ফূর্ত্তিহইতে পারে না, যথা শ্রুতিঃ [সদাসর্ব্বগতোপ্যাত্মা নচ সর্ব্বত্রভাসতে। বুদ্ধাবেবাবভাসেত স্বচ্ছেতি প্রতিবিম্ববৎ] যদিও সর্ব্বগত পরমাত্মা বটেন, তথাপি সর্ব্বত্রে অবভাসিত নহেন। শুদ্ধ নির্ম্মল অগ্র্যা বুদ্ধিতেই ভাসমান হয়েন। অর্থাৎ তপঃকর্ম্মাদি দ্বারা যাহার বুদ্ধি মার্জ্জিতা হইয়াছে, তাহার বুদ্ধিতেই আত্মার স্ফূর্ত্তি হয়, যদ্রূপ গৃহভিত্তিতে মুকুর থাকে, গৃহভিত্তি অর্থাৎ [দেওয়ালে] এবং দর্পণে মনুষ্য ছায়া পাত হয়, তাহাতে জড়াত্ম প্রযুক্ত ভিত্তিতে প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারেনা, নির্ম্মল মুকুরে প্রতিবিম্ব প্রকাশমান হয়। তদ্রূপ অধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানে এবং অহরহ কুতর্কবাদে যাহারদিগের চিত্তমলিনীকৃত হইয়াছে, তাহারদিগের বুদ্ধিতে ভগবানের লীলা রূপাদির স্ফূর্ত্তি হওয়া সুকঠিন।

† নটচর্য্যা অর্থাৎ রঙ্গভূমিতে নটেরা যদ্রূপ কৃত্রিম রূপ ধারণ করতঃ যদৃচ্ছাবশে ক্রীড়িত হয়, নিত্যক্রীড় জগদীশ্বর ও স্বেচ্ছাবশে

সমীপে যদ্রূপ নটেরা ক্ষণেং নানা প্রকার কৃত্রিম রূপ ধারণ করে তদ্বৎ ॥ ৩৭ ॥

সবেদধাতুঃ পদবীং পরস্য দুরন্তবীর্য্যস্য রথাঙ্গপাণেঃ। যোমায়য়া সন্ততয়া নুবৃত্ত্যা ভজেত তৎপাদ সরোজ গন্ধং ॥ ৩৮ ॥

ভক্তস্তু কথঞ্চিৎ জানাতি ইত্যাহ। সবেদেতি। অমায়য়া অনুবৃত্ত্যা আনুকূল্যেন ভজেত ॥ ৩৮ ॥

কেবল কুতার্কিকেরাই জানিতে পারে না এমত নহে, কেহই তাঁহার স্বরূপ মর্ম্ম জানিতে পারে না, শুদ্ধ ভগবৎ ভক্তিমান্ ভক্তেই কিঞ্চিৎ জানিতে পারেন। যথা [সবেদেতি]

যাঁহারা অমায়য়া অর্থাৎ কপট শূন্যা ঐকান্তিক ভক্তি * দুরন্তবীর্য্য পরমেশ্বর রথাঙ্গপাণির চরণ সরোজ গন্ধ গ্রহণ করেন (আনুবৃত্তি) আনুকূল্য দ্বারা অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে ভগবানের পাদপদ্ম ভজনা করেন, তাঁহারাই ভগবৎ পদবী অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপ তত্ত্ব জানিতে শক্ত হয়েন ॥ ৩৮ ॥

ক্রীড়াদি করণে ক্ষণেং নানা রূপে অবতার হইয়া ক্রীড়া করেন, তাহার মর্ম্ম কি, তাহা তিনিই জানেন।

* দুরবগাহ প্রভাব যাঁহার তাহাকে দুরন্ত বীর্য্য বলাযায়, অপিচ যাঁহার পরাক্রমের পার নাই, অর্থাৎ যন্মায়াকে উত্তীর্ণ হইতে পারাযায় না, [রথাঙ্গপাণি] রথাঙ্গ শব্দে চক্র, অতএব চক্রধারীর নাম রথাঙ্গপাণি।

অথেহধন্যা ভগবন্তইত্থং যদ্বাসুদেবে খিল-
লোকনাথে। কুর্ব্বন্তি সর্ব্বাত্মক মাত্মভাবং
নযত্রভূয়ঃ পরিবর্ত্ত উগ্রঃ ॥ ৩৯ ॥

ভক্তিমার্গে প্রবৃত্তানৃষীনভিনন্দতি। অথেতি। যতোভক্তএব ভগবত্তত্ত্বং জানাতি। অথ অতো ভগবন্তঃ সর্ব্বজ্ঞাঃ ভবন্তোধন্যাঃ কৃতার্থাঃ। কুতো যদ্যস্মাৎ ইত্থং প্রশ্নৈঃ বাসুদেবে আত্মভাবং মনোবৃত্তিং কুর্ব্বন্তি। সর্ব্বাত্মক মৈকান্তিকং যত্র তস্মিন ভাবেসতি ভূয়ঃ পরিবর্ত্তো জন্মমরণাদ্যাবর্ত্ত নভবতি ॥ ৩৯ ॥

ভগবৎ ভক্তই ভগবত্তত্ত্ব জানেন এতদ্বাক্যে ভক্তিমার্গে প্রবৃত্ত শৌনকাদি ঋষিগণের প্রশংসা করিতেছেন। (অথেতি) হে ভগবন্তঃ সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণেরা তোমারাই ধন্য অর্থাৎ কৃতার্থ হইয়াছ। যেহেতু তোমাদিগের এতৎ প্রশ্নে আমার উপলব্ধি হইতেছে, যে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে তোমরা আত্মভাব অর্থাৎ মনোবৃত্তি করিয়াছ যে ভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তি করণে * পুনর্ভব থাকে না, অর্থাৎ জন্ম মরণাদি আবর্ত্ত আর হয় না ॥ ৩৯ ॥

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতং।
উত্তমঃ শ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ ॥
নিশ্রেয়সায় লোকস্য ধন্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ
॥ ৪০ ॥

* পুনর্ভব [ঘোরাসংসৃতি] সংসারাবর্ত্তে এক কালিন নিবৃত্ত হইয়া পরমামুক্তি পদ, অর্থাৎ যে বিষ্ণুর পরম পদ, তাহাতে অধিগমন করে। শ্রুতিঃ [নযত্ররোগানজরা নমৃত্যুরিতি] যেধামেরোগ শোক জরামৃত্যু ইত্যাদির কোন সম্বন্ধ নাই।

সূত কিমেতৎ শাস্ত্রং অপূর্ব্বং কথয়সি তত্রাহ। ইদমিতি। ব্রহ্ম সম্মিতং সর্ব্ববেদ তুল্যং। উত্তমঃ শ্লোকস্য চরিতং যস্মিনতং। ঋষির্ব্যাস ॥ ৪০ ॥

অনন্তর শৌনকাদি ঋষিগণেরা চমৎকৃত হইয়া কহিতেছেন, হে সূত, তুমি, কি, এ অপূর্ব্ব শাস্ত্র কহিতেছ যাহাতে অস্মদাদির চিত্ত মালিন্য এক কালেই নিরস্ত হইল, (ইদমিতি)

এই ভাগবত পুরাণ * ব্রহ্ম সম্মিত অর্থাৎ সর্ব্ববেদ তুল্য লোক নিস্তারার্থে ভগবান্ দেবব্যাস গোস্বামী + মহৎ পুণ্য মহৎ স্বস্ত্যয়ন উত্তম শ্লোক চরিত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ লীলা যাহাতে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৪০ ॥

তদিদং গ্রাহয়ামাস সূত মাত্মবতাম্বরং।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারংসারং সমুদ্ধৃতং ॥ ৪১ ॥

তৎ সম্প্রদায় প্রবৃত্তিমাহ। তদিদমিতি। সুতং শুকং আত্মবতাং ধীরাণাং মুখ্যং ॥ ৪১ ॥

---

* বেদ সম্মত ভাগবত পুরাণ, আমরা বহ্বৃচ অর্থাৎ ঋগ্বেদী এবং সর্ব্ববেদ বেদান্তাদির আলোচনা করি, অতএব বেদার্থের সহিত ভাগবতের অনৈক্য নাই, একারণ সর্ব্ববেদ তুল্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

+ মহৎ পুণ্যপদে পবিত্র কারণ যত আছে, সকল হইতে শ্রেষ্ঠ। মহৎ স্বস্ত্যয়ন পদে সমস্ত মঙ্গল কারণ শান্তি কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ মাঙ্গল্য অর্থাৎ যদধ্যয়নে পরম মঙ্গল যে অমরণ ধর্ম্ম তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অথানন্তর। তৎসম্প্রদায় প্রবৃত্তি ব্যাখ্যা করিয়া সূত গোস্বামীকে ঋষিগণেরা কহিতেছেন। (তদিদমিতি)

বেদব্যাস গোস্বামী এতৎ ভাগবতে সর্ব্ব বেদ এবং মহাভারতাদি সমস্ত ইতিহাসের সার সার ভাগ উদ্ধৃত করিয়া স্বসুত অর্থাৎ শুকদেবকে গ্রহণ করাইয়াছেন। কীদৃশ শুকদেব না, * আত্মবান পণ্ডিতদিগের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ ছিলেন ॥ ৪১ ॥

সতুসংশ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতং। প্রায়োপবিষ্টং গঙ্গায়াং পরীতং পরমর্ষিভিঃ॥ কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃসহ। কলৌনষ্ট দৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥ ৪২॥

প্রায়েণ মৃত্যুপর্য্যন্তানশনেন-উপবিষ্ট মিতি পরমবৈরাগ্যোক্তিঃ ॥ ৪২ ॥

পাণ্ডুকুলাবতংশ মহারাজাধিরাজ পরীক্ষিতকে সেই শুকদেব শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ শ্রবণ করাইয়াছিলেন কীদৃশ রাজাপরীক্ষিত, না, যিনি ব্রহ্মশাপাভিষিক্ত হইয়া গঙ্গাতীরে + প্রায়োপবেশ করেন। (পুনঃ কিম্ভূত) না, পরমর্ষিগণ

* আত্মবান্ পদে সম্যক্ রূপে অধ্যাত্ম বিদ্যায় বিশারদ অর্থাৎ নিপুণ ছিলেন।

† সমস্ত বিষয়ে বৈরাগ্যের উদয় করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত অনশন দ্বারা গঙ্গাতীরে কুশাস্তরণে উপবিষ্ট ছিলেন। কারণ তৃষ্ণ জলপানার্থ ব্রাহ্মণাপমান করাতে বিরাগ জন্মে, তৎকালাবধি ক্ষুৎপিপাসার সংযমন করতঃ সপ্তাহ পর্য্যন্ত উপবাসে বাস করিয়াছিলেন।

কর্ত্তৃক পরিবৃত ছিলেন। সমস্ত ধর্ম্মজ্ঞানাদির সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাখ্য মহৎ পদে গমন করিলে পর, কলিযুগে নষ্টদৃষ্টি অর্থাৎ অজ্ঞানাবৃত লোকদিগের (সুদৃষ্টি) ধর্ম্ম দৃষ্টির হেতু অধুনা সূর্য্য স্বরূপ শুক প্রোক্ত এই ভাগবত পুরাণ উদয় হইলেন ॥ ৪২ ॥

তত্রকীর্ত্তয়তো বিপ্রা বিপ্রর্ষেভূ্রিতেজসঃ।
অহঞ্চাধ্যাগমং তত্র নিবিষ্ট স্তদনুগ্রহাৎ॥
সোহহংবঃ শ্রাবয়িষ্যামি যথাধীতং যথামতিঃ॥ ৪৩ ॥

হেবিপ্রাঃ বিপ্রর্ষেঃ সকাশাৎ অধ্যগমং জ্ঞাতবানস্মি। তত্রকীর্ত্তয়তঃ তত্র নিবিষ্ট ইতি চান্বয় ভেদেন তত্রাপদাবৃত্তিরদোষঃ। যথাধীতং নতু স্বমতি বিলসিতং। তত্রতু যথা মতি,স্বমত্যানুসারেণ সংক্ষেপতঃ কথিতং বিস্তরেণ শ্রাবয়িষ্যামি ॥ ৪৩ ॥ প্রথমে তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।

সেই মহারাজা পরীক্ষিতের গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশ কালে ব্যাস পুত্র শুকদেবের নিকট ভাগবত শাস্ত্র আমি জ্ঞাত হইয়াছি (হে বিপ্রাঃ) অর্থাৎ শৌনকাদি ঋষিগণেরা শুক সন্নিধানে যেরূপ অধ্যয়ন করিয়াছি, তাহাই তোমারদিগকে * স্বমত্যনুসারে অর্থাৎ স্ববুদ্ধ্যনুসারে শ্রবণ করাইতেছি ॥ ৪৩ ॥

* শ্লোক মধ্যে [যথামতিঃ] শব্দ প্রয়োগ আছে অর্থাৎ (স্বমত্যনুসারতঃ) তাহাতে এরূপ বিবেচনা করিবেন না, যে আমি স্ববুদ্ধি বিলাসে অর্থাৎ আপন বুদ্ধির অনুসারে যুক্তি সিদ্ধ করিয়া কহিতেছি,

ইতি শ্রীমদ্ভাবতে মহাপুরাণে পারমহং স্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথম স্কন্ধে নৈমিষীয়োপাখ্যানে জন্মগুহ্যং তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শুকপ্রণীত পরমহংসংহিতা মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে নৈমিষীয় উপাখ্যানে জন্মরহস্য অর্থাৎ ভগবদবতার বর্ণন তৃতীয় অধ্যায়ঃ॥ ৩॥

এতদভিপ্রায়, যে শুকদেব কর্ত্তৃক যদ্‌যদ বিষয় সংক্ষেপতঃ কথিত হইয়াছে, তত্তৎ বিষয় আমি স্ববুদ্ধ্যনুসারে বিস্তার করিয়া শ্রবণ করাইতেছি।

প্রথম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ১ স্কং।

ইতি ব্রুবাণং সংস্তুয় মুনীনাং দীর্ঘ সত্রিণাং।
বৃদ্ধঃ কুলপতিঃ সূতং বহ্বৃচঃ শৌনকোহ
ব্রবীৎ ॥ ১ ॥ শ্রীশৌনক উবাচ।

তুর্য্যে ভাগবতারম্ভ কারণত্বেন বর্ণ্যতে। ব্যাসস্যাপরিতোষস্তু তপঃ প্রবচনাদিভিঃ।

চতুর্থাধ্যায়ে শ্রীমৎশ্রীধর গোস্বামী মুখবন্ধ শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতারম্ভের কারণ বর্ণন করিয়াছেন। অর্থাৎ বেদব্যাস গোস্বামীর অপরিতোষতা প্রযুক্ত তপঃ প্রবচনাদি অর্থাৎ ধর্ম্মকর্ম্মাদি সমুহ শাস্ত্র করণেও চিত্তের মালিন্য নিরাস হইল না, একারণ সরস্বতীতীরে তপস্যা করেন।

ইত্যেবং প্রসন্নতয়া শ্রাবয়িষ্যতীতি ব্রুবাণং মুনীনাং বহূনাং মধ্যে একেন বক্তব্যে যোবৃদ্ধঃ বৃদ্ধেষ্বপিযঃ কুলপতিঃ গুণমুখ্যঃ তেষ্বপি বহ্বযু বহ্বৃচো যঃঋগ্বেদীতেন বক্তব্যং অতএবং ভূতত্বাৎ শৌনকোহ ব্রবীৎ ॥ ১॥

নৈমিষীয় দীর্ঘদর্শী বহুতর মুনিগণে ভাগবতী কথা শ্রবণেচ্ছু হইয়া সূত প্রতি প্রশ্ন করেন, তন্মধ্যে কেবল শৌনককেই প্রশ্ন কর্ত্তা বলিয়া ধৃত করিয়াছেন, ইহার কারণ এই যে বহু জন মধ্যে যিনি বয়োধিক বা পণ্ডিত তিনিই প্রধান অনেক প্রধান মধ্যে গুণমুখ্য ব্যক্তিই মান্য, এস্থলে বৃদ্ধ

অর্থাৎ বয়োধিক এবং বিচক্ষণ, সর্ব্ব গুণে মুখ্য, তদপি * ঋগ্বেদী অর্থাৎ ঋগ্বেদাধ্যায়ী, অতএব এবম্ভূত সর্ব্ব প্রকারে শ্রেষ্ঠ ভৃগুবংশীয় শৌনকই সর্ব্ব সম্মত ভাগবতীয় প্রশ্ন কর্তৃত্বে গণ্য হইয়াছেন ॥ ১ ॥

সূতসূত মহাভাগ বদনোবদতাম্বর। কথাং ভাগবতীং পূণ্যাং যদাহ ভগবান্ শুকঃ ॥২॥

যাযাংকথামাহ ॥ ২ ॥

বহু সমাদর পূর্ব্বক বহ্বৃচ শৌনক ঋষি (সূতসূত মহাভাগ) ইতি সম্বোধনে কহিয়াছেন, যে হে সূত, হে মহাভাগ, আমারদিগের চিত্ত প্রসন্ন করণার্থে পুণ্যা ভাগবতী কথা শ্রবণ করাহ, যাহা পরীক্ষিতকে শুকদেব কহিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

কস্মিন্ যুগে প্রবৃত্তেয়ং স্থানেবা কেনহেতুনা। কুতঃ সংচোদিতঃ কৃষ্ণঃ কৃতবান্ সংহিতাংমুনিঃ ॥ ৩ ॥

কস্মিন্ বাস্থানে কেনহেতুনা ইতি মহাভারতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি কৃতবতঃ পুনরেতৎ সংহিতাকরণে কিংকারণ মিত্যর্থঃ। কুত ইতি সার্ব্ববিভক্তিক স্তসিঃ কেন প্রবর্ত্তিত ইত্যর্থঃ কৃষ্ণোব্যাসঃ ॥ ৩ ॥

---

* শ্লোক মধ্যে (বহ্বৃচ) শব্দ প্রয়োগ হয় তদর্থে ঋগ্বেদী অর্থাৎ ঋগ্বেদাধ্যায়ী, অতএব নৈমিষীয় দীর্ঘসত্রী ঋষিগণেরা শৌনককে ঋগ্বেদাধ্যায়ী জানিয়া দীর্ঘযজ্ঞে হোতৃবরণ করিয়াছিলেন। অতএব তিনি অতি প্রধান

দেব্যঃ অপ্‌সরসংক্রিয়া লজ্জয়া বস্ত্র পরিধানং কৃতবত্যঃ অনগ্নমপীত্যনে-নার্থাৎ তৎস্নুতনগ্ন ইত্যুক্তং। নগ্নস্যপুরতঃ গচ্ছতঃ স্নুতস্যতু হ্রিয়া ন পরিদধুঃ। তচ্চিত্রং বীক্ষ্য ইয়ংস্ত্রী অয়ং পুমানিতি ভিদাভেদমতি স্তবাস্তি স্নুতস্য ভেদমতির্নাস্তি বিবিক্তা পূতা দৃষ্টির্যস্য॥ ৫॥

অনন্তর শুকদেবের নির্ব্বিকল্পত্বে অর্থাৎ অভেদ জ্ঞানীত্বের ব্যাখ্যা করিতেছেন। (দৃষ্টেবিতি)

* দেবব্যাস গোস্বামী স্বসুত শুকদেবকে স্বগৃহে আনয়ন নিমিত্ত প্রব্রজিত পুত্রের পশ্চাৎ২ অনুগমন, অর্থাৎ ধাবমান

---

* এতদর্থে শুকদেবের জন্ম রহস্য সংক্ষেপতঃ কহিতেছি, একদা হরপার্ব্বতী উত্তর কুরুবর্ষে পুষ্পভদ্রা নদীতীরে মার্কণ্ডেয়াশ্রমে নির্জ্জন বন সমীপে বট বৃক্ষ মূলে উপবিষ্ট অর্থাৎ হর বামোরুপরে পার্ব্বতী অধিবাস করতঃ যোগশাস্ত্র শ্রবণেচ্ছু হইয়া মহাদেবকে প্রশ্ন করেন, হে ভগবন্ সর্ব্ব যোগেশ্বর শঙ্কর, আমা প্রতি কৃপাবান হইয়া যোগ-শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া কহ তৎশ্রবণে আমার অত্যন্তইচ্ছা হইয়াছে, প্রশ্না-নন্তর মহাদেব যোগশাস্ত্র কহিতে আরম্ভ করিলেন, দেবী পুনঃ২ প্রতি-ধ্বনি দিতেছেন, দৈবাৎ ঐ বৃক্ষকোটরে এক শুকপক্ষী বাস করে, ঐ শুকপক্ষী পার্ব্বতীর সহিত শিবোক্তিমতে যোগের ধারণা করিতে লাগিলেন, ক্ষণকাল পরে নিদ্রারূপা পার্ব্বতীর নয়নত্রয়ে নিদ্রাগত হওয়াতে হরাঙ্কে নিদ্রাভিভূতা হইলেন, ঐ অবসরে যোগপ্রভাবে বি-গত নিদ্র শুকপক্ষী দেবীর বসন অঞ্চলে প্রবেশিত হইয়া প্রতিধ্বনি দিতে লাগিলেন ক্রমে সর্ব্বশঃ যোগ ব্যাখ্যার সমাপ্তি হইলে পর পার্ব্বতীর নিদ্রাভঙ্গ হয়, নিদ্রাভঙ্গে মহাদেবকে কহিলেন অনন্তর কি হইল, মহাদেব বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহেন যে আমি সম্যক্ যোগ কথা কহিয়াছি তুমি প্রতিধ্বনি দিয়া শ্রবণ করিয়াছ, হৈমবতী সংকোচিতা হইয়া কহিলেন, আমি সম্যক্ শ্রবণও করি নাই, এবং প্রতিধ্বনিও

হইয়াছিলেন, শুকঃ কীদৃশ, না, জন্মমাত্রতঃ বৈরাগ্যাশ্রয় করিয়া সংসার ধর্ম্মে এককালিন বিতৃষ্ণ হইয়া বন প্রস্থান করিয়াছিলেন, তদনুগামী অনগ্ন বেদব্যাস; অর্থাৎ তৎপুত্র ষোড়শবর্ষীয় যুবা বিবস্ত্র, ইনি সবস্ত্র অথচ বৃদ্ধ, তথাপি নগ্না অর্থাৎ বিবস্ত্রা ক্রীড়মানা দেবকন্যারা ব্যাসকে দেখিয়া বস্ত্র পরিধানকরিলেন, কিন্তু শুকদেবকে দেখিয়া পূর্ব্বে সম্ভ্রম মাত্রও করেন নাই, তদাশ্চর্য্য দৃষ্টে মুনি * অর্থাৎ বেদব্যাস দেবী-

দিই নাই, [শিবোক্তি] তবে মদুক্ত যোগ ধারণা কে করিল, এই রূপ হর পার্ব্বতীর কথোপকথন কালে পার্ব্বতীর বসনাঞ্চল হইতে বাহির হইয়া শুকপক্ষী গগনান্তরালে উড্ডীয়মান হইল, তদ্দৃষ্টে ক্রোধাবিষ্ট হৃদয়ে ত্রিশূল হস্তে মহাদেব শুকবিনাশে উদ্যত হইয়া শুকের প্রতি ধাবমান হইলেন, সুকোপিত শম্ভু দর্শনে শুক সভয়ান্তঃকরণে পলায়ণ পর হইয়া নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়াছিলেন, মহাদেবও শূল হস্তে পশ্চাৎ২ ধাবন, এমত কালে কাশ্যপ ঋষিকন্যা [পীবরী] যিনি বেদব্যাস সিমন্তিনী ঋতুমতী পঞ্চম দিবসে সরস্বতী জলে অবগাহন করিতেছিলেন, শিবোপদিষ্ট যোগ বলে শুকপক্ষী ঐ পীবরী গর্ব্ভে প্রবেশ করিলেন, তদ্দৃষ্টে শুকবধে নিরস্ত হইয়া মহাদেব স্বধামে গমন করেন। ঐ শুক ব্যাস পত্নী পীবরী গর্ব্ভে একাদিক্রমে ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত বাস করিলেন, পীবরী গর্ব্ভভারে অত্যন্ত ভারাক্রান্তা বেদব্যাস গর্ব্ভস্থ সন্তানকে মহাপুরুষ জ্ঞানে বিবিধ স্তুতি বাক্য কহি-

* তদ্দৃষ্টে আশ্চর্য্য জ্ঞানে বেদব্যাস কহিলেন, হে মাতরঃ, তোমারদিগের একি ব্যবহার নগ্ন যুবাপুরুষ আমার পুত্র, তাহাকে লজ্জা না করিয়া, অনগ্ন বৃদ্ধ আমাকে দেখিয়া লজ্জান্বিতা হইবার সম্ভাবনা কি, এতৎ প্রশ্নানন্তর কন্যাগণে উত্তর করেন, যে আপনার স্ত্রীপুরুষ জ্ঞান আছে, তব পুত্রের সে জ্ঞানের বিরহ।

সগোদোহনমাত্রংহি গৃহেষু গৃহমেধিনাং।
প্রতীক্ষতে মহাভাগ স্তীর্থীকুর্ব্বং স্তদাশ্রমং
॥ ৮ ॥

এতদ্ব্যাখ্যানং বহুকালাবস্থানাপেক্ষং তস্যত্বেকত্রাবস্থানং দুর্লভ মিত্যাহ্‌ল ইতি। গোদোহনমাত্রং কালং প্রতীক্ষতে তদপি নাভিক্ষার্থং কিন্তু তেষামাশ্রমং গৃহং তীর্থীকুর্ব্বন্ পবিত্রীকুর্ব্বন্ তস্মাদেবম্ভূতোঽত্র বক্তব্যেতদাশ্চর্য্যং ॥ ৮ ॥

এতদ্ভগবন্মাত্ম্য সূচক শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র কথনে বহুকাল অবস্থিতির অপেক্ষা করে, কিন্তু শুকদেবের এক স্থানে বহুক্ষণ সংস্থিতি সুদুর্ল্লভ হয়। (সগোদোহনমাত্রমিতি) সেই শুকদেব * গোদোহন কাল পর্য্যন্ত গৃহমেধিদিগের গৃহে বাস করেন অর্থাৎ ভিক্ষাগ্রহণমাত্র কাল, কিন্তু শুকদেব ভিষার্থী নহেন, তথাপি ঐ ক্ষণকাল বাসমাত্রেই স্বমহিমানুসারে তাহারদিগের গৃহকে † তীর্থীকৃত করেন। এমত শুকদেব যে বহু সময় অবস্থিতি করিয়া রাজাকে ভাগবত শ্রবণ করাইয়াছিলেন, ইহাও সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ॥ ৮ ॥

---

* গোদোহন কলমাত্র, ভিক্ষার্থে প্রতীক্ষা করেন, অর্থাৎ ভিক্ষার্থী ব্যক্তির কথঞ্চিৎকাল বিলম্বেরও সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু শুকদেব ভিক্ষার্থী না হইয়াও বহুকাল স্থায়ী নহেন, অর্থাৎ যদৃচ্ছায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

† তীর্থীকুর্ব্বন শব্দে তীর্থীকৃত অর্থাৎ পবিত্র করেন, যেমন গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থ সকল পবিত্র, তাদৃক্ তাঁহারদিগের গৃহ পবিত্র হয়।

অভিমন্যুসুতং সূত প্রাহু র্ভাগবতোত্তমং।
তস্যজন্ম মহাশ্চর্য্যং কর্ম্মাণিচ গৃণীহিনঃ
॥ ৯ ॥

শ্রোতুস্ত চরিত মতীবাশ্চর্য্যং অতঃকথয়েত্যাহ। অভিমন্যুসুতমিতি পঞ্চভিঃ। গৃণীহি কথয় ॥ ৯ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের শ্রোতারাজা পরীক্ষিত, তাঁহার পরমাশ্চর্য্যচরিত শ্রবণেচ্ছু হইয়া ঋষিগণেরা সূত গোস্বামীকে প্রশ্ন করিতেছেন। যথা (অভিমন্যুসুত মিতি)

হে সূত, অভিমন্যু পুত্র মহারাজা, পরীক্ষিত, যাঁহাকে সর্ব্বলোকে ভাগবতোত্তম অর্থাৎ বৈষ্ণবরাজ চূড়ামণি বলিয়া খ্যাত করে, তাঁহার পরমাশ্চর্য্য জন্ম কর্ম্মাদি আমারদিগকে বিস্তার করিয়া কহ ॥ ৯ ॥

সসাম্রাট্ কস্যবাহেতোঃ পাণ্ডূনাং মানবর্দ্ধনঃ। প্রায়োপবিষ্টো গঙ্গায়া মনাদৃত্যা ধিরাটশ্রিয়ং ॥ ১০ ॥

সম্রাট চক্রবর্ত্তী বেতি বিতর্কে কস্যবাহেতোঃ কস্মাৎ কারণাৎ অধিরাট্কিংবন্তঃ অধিরাজং শ্রিয়ং সম্পদ মনাদৃত্য ॥ ১০ ॥

পাণ্ডবদিগের মানবর্দ্ধন সম্রাট্ যে পরীক্ষিতরাজা, তিনি কি কারণে * অধিরাজ শ্রীকে তুচ্ছীকৃত করতঃ গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশ করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

* অধিরাজ শব্দে সমস্ত রাজাকে যিনি অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম অধিরাজ, অধিরাজ শ্রীপদে অতুল্য ঐশ্বর্য্য।

নমন্তিযৎপাদ নিকেতনাত্মনঃ শিবায়হানীয় ধনানি শত্রবঃ। কথং সবীর শ্রিয়মঙ্গ দুস্ত্যজাং যুবৈষতোৎ স্রষ্টুমহো সহাসুভিঃ ॥১১॥

যস্য পাদনিকেতং পাদপীঠং। হস্ফুটং ধনান্যানীয় শত্রবোনমন্তি অঙ্গ, হে স্থূত, যুবা তরুণএব ঐষত ঐচ্ছৎ আত্মনে পদমার্ষং অসুভিঃ প্রাণৈঃ সহ॥ ১১॥

পুনঃ কীদৃশ রাজা ছিলেন, না, মহারাজার পাদপীঠে অর্থাৎ স্বপদরাজধানী হস্তিনাতে তাঁহার সমস্ত * শত্রুগণে বিবিধ ধনের সহিত সমাগত হইয়া তাঁহাকে পূজা করিতেন হে সূত, এবম্ভুত মহারাজাধিরাজ পরীক্ষিত আপন † প্রাণের সহিত দুস্ত্যজ মহদৈশ্বর্য্যকে তৃণতুল্য জ্ঞানে যুবাকালেই বৃদ্ধবৎ কি প্রকারে পরিত্যাগেচ্ছু হইয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

* শত্রু শব্দে এস্থলে সামান্য শত্রু নহে। অর্থাৎ রাজাদিগের শত্রু রাজা, অতএব যে সকল অবশ্য রাজা, তাঁহারা রাজা পরীক্ষিতের বাহু বলে বশ্য হইয়া করপ্রদান করিয়াছিলেন। তাহাতে জম্বূদ্বীপস্থ নব বর্ষের রাজ্যই তাঁহার করস্থ হইয়াছিল, ইহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে।

† স্বাভাবিক জীব সম্বন্ধে প্রাণ অত্যন্ত দুস্ত্যজ অর্থাৎ দুর্গত ব্যক্তিও আত্ম প্রাণ ত্যাগের ইচ্ছা করে না, এবং পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদিরাও মৃত্যুকে অতিশয় ভয় করে, ইহাতে কিপ্রকারে মহারাজা পরীক্ষিত আত্ম প্রাণত্যাগে সম্যক্ যত্নবান্ হইয়াছিলেন।

এবং মহদৈশ্বর্য্যের কথা দূরে থাকুক্ সামান্য ধনই মনুষ্যের দুস্ত্যজ, ধনের নিমিত্ত মনুষ্যে প্রাণ দেয় তথাপি ধন দিতে ইচ্ছা করে না, আর ধন বিয়োগে বিয়োগ অথবা উন্মত্তবৎ হয়, যথা (ধনাশা জীবিতা

শিবায় লোকস্য ভবায় ভূতয়ে যউত্তম শ্লোক পরায়ণাজনাঃ। জীবন্তি নাত্মার্থ মসৌপরাশ্রয়ং। মুমোচ নির্ব্বিদ্যকুতঃ কলেবরং ॥ ১২॥

বিরক্তস্য কিংধনাদিভিরিতিচেৎ। তত্রাহ শিবায়েতি॥ লোকস্য শিবায় সুখায় সমৃদ্ধৌভূতয়ে ঐশ্বর্য্যায়চ যেজীবন্তি নতু আত্মার্থং এবং সতি অসৌরাজানির্বিদ্য বিরজ্যাপি পরেষামাশ্রয়ং কলেবরং কুতো হেতো মুমোচ নহিপরোপজীবনং স্বয়ং ত্যক্তু মুচিতমিত্যর্থঃ॥ ১২॥

সংসারাসক্ত ব্যক্তির ধনাদি প্রার্থয়ীয় কিন্তু সংসার বিরক্ত ব্যক্তির ধনাদিতে কি স্পৃহা, অর্থাৎ বৈরাগ্যাশ্রয় করিলে ধনাদির মোহে আচ্ছন্ন হয় না, তবে সংসারে থাকিয়া ও বৈরাগ্যাশ্রয়ে রাজা পরীক্ষিত যে বহুধনযুক্তছিলেন তদর্থে কহিয়াছেন। (শিবায়েতি)

উত্তম শ্লোক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরচরণ পরায়ণ ভক্তগণেরা আত্মার্থেদেহাদি ধারণ করেন না, শুদ্ধ লোক হিতার্থে ও লোক * সমৃদ্ধ্যর্থে এবং লোকের সুখার্থে দেহ ধারণে জীবিত থাকেন। রাজা পরীক্ষিতের এই রূপ নির্ব্বেদ জন্মিয়া ছিল, একারণ

শাচ চরমেপি নযায়তে) মনুষ্য সম্বন্ধে ধনের আশা, এবং জীবনের আশা, চরম অর্থাৎ মুমূর্ষুকালেও যায় না, তাহাতে যুবাপুরুষ হইয়া মহারাজা পরীক্ষিত কি রূপে এতদুভয় পরিত্যাগের ইচ্ছায় সম্যক্ যত্ন করিয়াছিলেন।

* সমৃদ্ধি অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য। নির্ব্বেদ অর্থাৎ বিষয় তৃষ্ণা রহিত।

ধনাদিযুক্ত পরহিতার্থে জীবিতছিলেন, সংসার সুখকে নশ্বর জ্ঞানে দেহ গেহাদিতে বিরক্ত, পরাশ্রয় কলেবর ত্যাগ করেন। যদি বল ভাগবতাগ্রগণ্য পরানুকম্পীভক্তগণ সম্বন্ধে অর্থাৎ যাঁহারা লোক হিতার্থে দেহ ধারণ করেন, তাঁহারদিগের পরোপজীবন কলেবরকে কি প্রকারে ত্যাগ করা উচিত হয়, উত্তর ইত্যর্থে গূঢ়াভিপ্রায় এই যে রাজা পরীক্ষিত * পরাশ্রয় দেহ স্বয়ং অত্যাজ্য বোধে ব্রহ্মশাপ ব্যাজে ত্যাগ করিয়াছিলেন॥ ১২॥

তৎসর্ব্বন্নঃ সমাচক্ষ্ব পৃষ্টো যদিহ কিঞ্চন। মন্যেত্বাং বিষয়ে বাচাং স্নাত মন্যত্রছান্দসাৎ॥ ১৩॥

যৎ কিঞ্চন পৃষ্টোঽসি বাচাং বিষয়ে গিরাং গোচরেঽর্থে স্নাতং পারং গতং ত্বাং মন্যে। ছান্দসাদন্যত্র বৈদিক ব্যতিরেকেণ অত্রৈব বর্ণিকত্বাৎ॥ ১৩॥

---

* পরাশ্রয় কলেবর পদে [পরেষামাশ্রয়ং পরাশ্রয়ং] পরের আশ্রয় অর্থাৎ সর্ব্বলোকে যাহাকে অবলম্বন করতঃ উপ জীবিত হয়। অথবা স্বাধীনতা হীন যেহেতু মৃত্যু [কালের] বশীভূত দেহকে পরাশ্রয় বলে, অন্যদপি, পর শব্দে শত্রু, শরীরস্থ কাম ক্রোধাদিকে রিপু অর্থাৎ শত্রু বলে, সেই কামাদির আশ্রয় দেহকে পরাশ্রয় বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, সুতরাং স্বয়ং ত্যাগে অনুচিত অর্থাৎ অক্ষম বোধে ব্রহ্মশাপ ছলে ত্যাগ করেন। ছল শব্দ প্রবঞ্চনা, এস্থলে প্রবঞ্চনা নহে অর্থাৎ ব্রহ্মশাপ নিমিত্তমাত্র। ইচ্ছা পূর্ব্বক যোগে স্বদেহ ত্যাগ করণে আত্মাঘাতি দোষ স্পর্শ হয় না।

অস্মদাদি কর্ত্তৃক যাহা পৃষ্ট হইয়াছ, অর্থাৎ তোমাকে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছি, হে সূত, এতৎ প্রশ্ন বাক্যে তুমি স্নাত, অর্থাৎ * বৈদিক বাক্য ব্যতিরেকে সকল বাক্যার্থের পারদর্শন করিয়াছ, অতএব সেই সকল প্রশ্ন আমারদিগকে বিস্তারিত করিয়া কহ ॥ ১৩ ॥

শ্রীসূতউবাচ।

দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয়ে যুগপর্য্যয়ে।
জাতঃ পরাশরাদ্যোগী বাসব্যাং কলয়াহরেঃ ॥ ১৪ ॥

কস্মিন্ যুগে ইত্যাদি প্রশ্নানাং ব্যাসজন্ম কথন পূর্ব্বক মুত্তরমাহ। দ্বাপর ইতি ॥ দ্বাপরে সমনু প্রাপ্তে কদেত্যপেক্ষায়ামাহ। তৃতীয় যুগপর্য্যয়ে পরিবর্ত্তে বাসব্যাং উপরিচর বসো বীর্য্যজাতায়াং সত্যবত্যাং যোগীজ্ঞানী ব্যাসোজাতঃ ॥ ১৪ ॥

অত্রার্থে সন্দর্ভকার আহ। যুগস্য তৃতীয়ে পরিবর্ত্তে, তৃতীয়াবস্থে সন্ধ্যাংশে ইতি। টীকাভিপ্রায়ঃ অন্যদপি ॥ যুগানাং সত্যাদীনাং বহুনাং পর্য্যায়োঽতিক্রমো যত্র তস্মিন্। পর্য্যায়ে অতিক্রমস্তস্মিন্নভিপাত উপাত্যয় ইত্যমরঃ। বহু যুগাতিক্রমে যৎ দ্বাপরং তস্মিন তচ্চ কৃষ্ণাবতার সম্বন্ধেনৈবজ্ঞেয়ং, কীদৃশে তৃতীয়ে সন্ধ্যারূপ যুগরূপ

* বৈদিক বাক্য ব্যতীত অন্য সকল বাক্যের পারদর্শন করিয়াছিলেন। ইত্যর্থে সূত গোস্বামীর বেদে অনধিকারিত্ব বর্ণন করিয়াছেন।

সন্ধ্যাংশ রূপিণীতি। সর্ব্বাণি যুগানি ত্রিরূপাণি ভবন্ত্যত স্তৃতীয়ে সন্ধ্যাংশরূপে ॥ ১৪ ॥

সূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিকে কহিতেছেন। যে * তৃতীয় যুগপর্য্যয়ে (সংপ্রাপ্ত দ্বাপরযুগে) বাসবী গর্ব্ভে পরাশর হইতে নারায়ণাংশে মহাযোগী অর্থাৎ মহাজ্ঞানী বেদব্যাস জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

অর্থাৎ (কস্মিন্ যুগে ইত্যাদি) পূর্ব্ব প্রশ্নানুসন্ধানার্থ ব্যাস জন্ম কথন পূর্ব্বক সূত উত্তর করিতেছেন। (দ্বাপর ইতি) অর্থাৎ কদাব্যাস জন্ম, তদর্থে (দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে) শ্লোক উক্ত হইয়াছে, তৃতীয় যুগ পর্য্যয়ে তৃতীয়াবস্থে সন্ধ্যাংশে অর্থাৎ যুগ সন্ধিতে বাসবী (সত্যবতী) গর্ব্ভে ব্যাস জন্ম, যে সত্যবতী উপরিচর বসুর বীর্য্যজাতা কন্যা, যাঁহাকে লোকে মৎস্যগন্ধা বলে ॥ ১৪ ॥

পূর্ব্বে প্রসঙ্গতঃ ব্যাস জন্ম উক্ত হইয়াছে, অত্রান্তরে সত্যবতীর জন্ম ব্যাখ্যা করিতেছি, মহারাজা বৃহদ্রথের পূর্ব্ব পুরুষ, উপরিচর নামা বসু কদাচিৎ মৃগয়ার্থ সজ্জীভূত হওয়াতে ঋতমতী তন্মহিসী কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন (হে

---

* তৃতীয় যুগপর্য্যয়ে ইত্যর্থে সন্দর্ভকার অর্থাৎ গূঢ় ভাবের উদ্ঘান কর্ত্তা। লেখেন, যে সত্যাদি বহু যুগাত্যয়কে যুগপর্য্যয় বলে, অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তরে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, এমত সপ্তবিংশতি বার গত হইলে পর অষ্টাবিংশতি বারেরসত্য ত্রেতা দ্বাপরাবসানে অর্থাৎ অনুপ্রাপ্ত যে দ্বাপর যুগ তাহাকেই তৃতীয় যুগপর্য্যয় বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

রাজন্) অদ্য আমি ঋতু স্নাতা, আপনি মৃগয়ায় যাত্রা করুন্ কিন্তু যামিনী যোগে কামিনীকে স্মরণ করিবেন, ভূপতি যুবতি প্রতি অতি বিনয়ে কহিলেন, যে সময়ে সমাগত হইয়া তত্তোষণে রত হইব। অনন্তর রাজা দল বল সহিত মৃগয়ার্থ যমুনোপবনে উপস্থিত হইয়া বিবিধ বন্য পশুকে হন করিতেং অস্তাচলাভিমুখে সূর্য্যের গতি হয়, এবং দৈববশতঃ রাজার গৃহাভিগমনেরও ব্যাঘাৎ জন্মিল, তাহাতে মহতী চিন্তাপন্ন হইয়া ঋতুরক্ষার্থ পত্র পুটকে স্ববীর্য্য সংস্থাপন করতঃ পালিত শ্যেন পক্ষীকে প্রদান করিয়া কহিলেন, যে মদ্দত্ত পত্র পুটকস্থ বীর্য্য লইয়া রাজ মহিসীকে প্রদান করিহ, প্রস্থাপিত শ্যেন তদাজ্ঞা পরিপালনার্থ চঞ্চু পুটকে পত্র পুটক আকৃষ্ট করিয়া নগরাভিমুখে গগনান্তরালে উড্ডীয়মান হইল, এতৎসময়ে আমিষ গৃদ্ধী অন্যশ্যেন শ্যেনমুখে আমিষ বোধে ভক্ষণার্থ তদ্বিরোধে প্রস্তুত হয়, এই রূপে উভয় শ্যেনের বিরোধোপলক্ষে চঞ্চু পুটক হইতে শ্লথ হইয়া সবীর্য্য পত্র পুটক যমুনা জলে পতিত হয়, দৈবায়ত্ত কালিন্দী জলচর মধ্যে এক মৎস্য পতিত পত্রস্থ বীর্য্য ভক্ষণ করাতে তদুদরে অমোঘ বীর্য্য প্রভাবে কন্যা পুত্রদ্বয় জন্মে, কিয়ৎকালান্তর ধীবর কর্ত্তৃক ঐ মৎস্য ধৃত হওাতে তাহার গর্ব্ব হইতে কন্যা পুত্র বাহির হইল, তৎশ্রবণে ঐ উপরিচর রাজা ধীবরকে কন্যাদিয়া পুত্র লইয়া স্বয়ং প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, কালে ঐ কন্যা গর্ব্বে পরাশর বীর্য্যে বেদব্যাসের জন্ম হয়॥ ১৪॥

সকদাচিৎ সরস্বত্যা উপস্পৃশ্য জলং শুচিঃ।
বিবিক্ত এক আসীন উদিতে রবিমণ্ডলে
॥ ১৫ ॥

জলংউপস্পৃশ্য স্নানাদিকং কৃত্বেত্যর্থঃ। আসীনো বভূবেতি শেষঃ। বিবিক্তেদেশে ইত্যাদি চিত্তৈ কাগ্র্যার্থ মুক্তং অনেনৈব বদরিকাশ্রমস্থানং সূচিতং ॥ ১৫ ॥

সেই বেদব্যাস গোস্বামী কদাচিৎ অর্থাৎ কোন দিবস সরস্বতীর পবিত্র জলে অবগাহন করতঃ সূর্য্যোদয়ানন্তর * বিবিক্ত দেশে একাগ্রচিত্তের নিমিত্ত উপবেশন করিলেন ॥ ১৫ ॥

পরা বরজ্ঞঃ সঋষিঃ কালেনা ব্যক্তরংহসা।
যুগধর্ম্মব্যতিকরং প্রাপ্তং ভুবিযুগেযুগে
॥ ১৬ ॥

তত্রচ সঋষি যুগধর্ম্মব্যতিকরাদিকং বীক্ষ্য সর্ব্ববর্ণাশ্রমানাং যদ্ধিতং তৎধ্যাবিতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। পরা বরজ্ঞঃ অতীতা নাগতবিৎ। অব্যক্তং রংহো বেগো যস্য তেনকালেন যুগধর্ম্মানাং ব্যতিকরং সংকরং প্রাপ্তং বীক্ষ্য। তথাভুবিযুগেযুগে ॥ ১৬ ॥

* বিবিক্ত দেশ পদে নির্জ্জনস্থান অর্থাৎ নির্জ্জনস্থান না হইলে চিত্তের একাগ্র হয় না, ইত্যর্থে দংশ মষক কীকশ, সর্প সরীসৃপ বৃশ্চিকাদি বর্জ্জিত হিম প্রধান প্রযুক্ত বদরিকাশ্রমকে বিবিক্ত দেশ বলা যায়। যেহেতু তৎস্থানে হিম প্রভাবে হিংস্র জন্তু মাত্রেরই সর্ব্বতঃ প্রকারে অভাব।

(স,) ঋষিঃ, বেদব্যাস গোস্বামী, যুগেং অর্থাৎ যুগানুসারে * অব্যক্ত রংহাকাল কর্ত্তৃক যুগ ধর্ম্মের ব্যতি কর দৃষ্টে † অর্থাৎ ধর্ম্ম সংকরতা দৃষ্টে পৃথিবীতলে যুগানুরূপ সমস্ত বর্ণাশ্রমের যে হিত (কল্যাণ) তদর্থে স্বচিত্তে (অনুধ্যান) চিন্তা করিতে লাগিলেন। কীদৃশ বেদব্যাস, না, (পরাবরজ্ঞঃ) অতীত অনাগত অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যজ্ঞ ॥ ১৬ ॥

ভৌতিকানান্তু ভাবানাং শক্তিহ্রাসঞ্চ তৎকৃতং। অশ্রদ্দধানান্নিঃসত্বান্, দুর্ম্মেধান্, হ্রসিতায়ুষঃ ॥ ১৭ ॥

ভৌতিকানাং শরীরীণাং তৎকৃতং কালকৃতং নিঃসত্বান্, ধৈর্য্যশূন্যান, দুর্ম্মেধান মন্দমতীন, ॥ ১৭ ॥

যদি বল মন্দমতি মনুষ্যদিগের কোন্ অবস্থা বেদব্যাস গোস্বামীর শোচ্যা, তদর্থে শ্লোকদ্বয় উক্ত হইয়াছে, (ভৌতিকানামিতি)

কালকৃত শরীরীদিগের শক্তিহ্রাস, ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা দৌর্ব্বল্য অর্থাৎ নিঃসত্ব যাহাকে জ্ঞান দুর্ব্বল বলে, ধৈর্য্যশূন্য, বুদ্ধির অল্পতা অর্থাৎ মন্দমতি, সতত পরানিষ্ট কারিণী বুদ্ধিঃ,

---

* রংহস্ শব্দে বেগ যাহার বেগ লক্ষ করা যায় না তাহাকে অব্যক্ত রংহা বলে, সুতরাং কালকেই অব্যক্ত রংহা কহা যায় যেহেতু কালের গতি বোধ করা কঠিন সাধ্য।

† ধর্ম্ম ব্যতিকর, ধর্ম্ম সঙ্করতা অর্থাৎ বর্ণ সঙ্করতা প্রাপ্তঃ।

অল্পায়ু ইত্যাদি জীবকে দেখিয়া তাহাদিগের হিতার্থ স্বচিত্তেধ্যান পরায়ণ হইলেন ॥ ১৭ ॥

দুর্ভগাংশ্চ জনান, বীক্ষ্য মুনির্দিব্যেন চক্ষুষা। সর্ব্ববর্ণাশ্রমাণাং যদ্দধ্যৌহিত মমোঘদৃক্ ॥ ১৮ ॥

অমোঘদৃক্ সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্নঃ ॥ ১৮ ॥

অপিচ। দুর্ভগ অর্থাৎ * বিগতৈশ্বর্য্য জন সকলকে দিব্য চক্ষুদ্বারা দর্শন করিয়া অর্থাৎ জ্ঞান চক্ষুদ্বারা অনাগত বিষয়ের অবলোকন করতঃ (অমোঘদৃক্) অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন মুনির্বেদব্যাস গোস্বামী সর্ব্ব বর্ণাশ্রমস্থ ব্যক্তিদিগের হিতার্থ ধ্যান পরায়ণ হইলেন ॥ ১৮ ॥

চাতুর্হোত্রং কর্ম্মশুদ্ধং প্রজানাং বীক্ষ্য বৈদিকং। ব্যদধাৎযজ্ঞ সন্তত্যৈ বেদমেকং চতুর্ব্বিধং ॥ ১৯ ॥

তত্রচতু র্হোত্রোপলক্ষিতা শ্চত্বার ঋত্বিজশ্চত্তর্হোতার স্তৈরনুষ্ঠেয়ং কর্ম্মশুদ্ধং শুদ্ধিকরং। যজ্ঞ সন্তত্যৈ যজ্ঞানা মবিচ্ছেদায় ॥ ১৯ ॥

প্রজাদিগের চাতুর্হোত্র কর্ম্ম অর্থাৎ † ঋত্বিক্‌দিগের হোতৃ কর্ম্ম শুদ্ধার্থ বিচার করিয়া অবিচ্ছেদে যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পন্ন

---

* বিগতৈশ্বর্য্য পদে ধনহীনকে বলে, এস্থলে ধর্ম্মাদিহীনতাকে বুঝাইয়াছেন।

† ঋত্বিক্ শব্দে যজ্ঞের হোতা।

করণার্থ ব্রহ্ম নির্ম্মিত এক বেদকে প্রথমতঃ চতুর্ভাগে বিভক্ত করেন ॥ ১৯ ॥

ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ।
ইতিহাস পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদউচ্যতে ॥ ২০ ॥

চতুর্ব্বিধ্য মেবাহ ঋগিতি উদ্ধৃতাঃ পৃথক, কৃতাঃ ॥ ২০ ॥

এক বেদ হইতে চতুর্ব্বেদের উদ্ধার করেন অর্থাৎ ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব এই চতুঃসংজ্ঞায় পৃথক্২ চারিসংহিতা করেন * এবং ইতিহাস পুরাণাদিকে পঞ্চম বেদ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

তত্রর্গ্বেদধরঃ পৈলঃ সামগো জৈমিনিঃ কবিঃ।
বৈশম্পায়ন এবৈকো নিষ্ণাতো যজুষাং মুনিঃ ॥ ২১ ॥

নিষ্ণাতঃ পারং গতঃ ॥ ২১ ॥

চতুর্ভাগে বেদ বিভক্ত করিয়া ঋক্ যজুঃ সামাথর্ব্ব চতুঃ সংহিতা শিষ্য চতুষ্টয়কে প্রদান করেন যথা (তত্রেতি)

* ইতিহাস অর্থাৎ মহাভারতাদি এবং ষটত্রিংশৎ পুরাণের বেদ সংজ্ঞার্থ সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদারম্ভে সনৎকুমারের নিকট নারদ কহেন [হে ব্রহ্মণ] আমি বেদচতুষ্টয় এবং ইতিহাস পুরাণাদি পঞ্চম বেদ ও গান্ধর্ব্ব বিদ্যাদি সকল অধ্যয়ন করিয়াছি, কেবল অধ্যয়নও নহে তাহাতে কর্ম্ম কুশল হইয়াছি, কিন্তু অধ্যাত্ম বিদ্যা জানিতে পারিলাম না, অতএব কৃপা করিয়া আমাকে অধ্যাত্ম বিদ্যার উপদেশ করুন।

পৈলনামা ঋষিকে ঋক্ বেদের, জৈমিনিকে সামবেদের, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদের গ্রাহক করিয়াছিলেন, কিন্তু * এক বৈশম্পায়ন সমস্ত যজুর্ব্বেদে নিষ্ণাত অর্থাৎ পারগামী ছিলেন ॥ ২১ ॥

অথর্ব্বাঙ্গিরসামাসীৎ সুমন্তুর্দ্দারুণো মুনিঃ।
ইতিহাস পুরাণানাং পিতামে রোমহর্ষণঃ ॥ ২২ ॥

দারুণঃ অথর্ব্বোক্তাভিচারাদি প্রবৃত্তেঃ ॥ ২২ ॥

† সুমন্তু নামা দারুণ মুনি ‡ অথর্ব্ব বেদের আঙ্গিরসী

---

* কেবল এক যজুর্ব্বেদের পারদর্শন করিয়াছেন এমত নহে, বৈশম্পায়ন নামা ঋষি সমস্ত বেদেরই পারে গমন করিয়াছিলেন।

† সমন্তু ঋষিকে দারুণ মুনি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তমোংশ সম্ভূতঃ সুমন্তু পরানিষ্ট করণে তৎপর, যেহেতু আঙ্গিরসী শ্রুতিগ্রাহক যে শ্রুতিতে ষট্‌কর্ম্ম প্রয়োগ, তাহারই আচার্য্য সুমন্তু, অর্থাৎ শান্তি বৈশ্য স্তম্ভন, বিদ্বেষণ উচ্চাটন, মারণাদি ষট্‌কর্ম্মে কেবল অনিষ্ট সাধন হয়, যাহার অধিষ্ঠাত্রী, রতি, তারা, বগলা, মাতঙ্গী, দুর্গা, ভদ্রকালী, যে ভদ্রকালীকে অথর্ব্ববেদের আঙ্গিরসী শ্রুতি গোপথ ব্রাহ্মণে প্রত্যঙ্গিরা কল্পে মারণাদি ক্রিয়ার উল্লেখে মহাপ্রত্যাঙ্গিরা বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। একারণ দারুণ কর্ম্ম সম্পাদক সুমন্তুকে দারুণ মুনি বলিয়া খ্যাত করেন।

‡ অথর্ব্ববেদ প্রধান হইয়াও বেদ সংখ্যায় অগণ্য হইয়াছেন, যেহেতু তাঁহাতে ক্রূর কর্ম্ম সাধনানুশাসন আছে। সুতরাং ঋক্ যজুঃ সামকে ঋষিরা সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করাতে বেদকে ত্রয়ী বলিয়া উক্ত করেন,

শ্রুতির গ্রাহক হইয়াছিলেন, আরমমপিতা রোমহর্ষণ পঞ্চম বেদ অর্থাৎ ইতিহাস পুরাণাদির গ্রাহক হয়েন ॥ ২২ ॥

তএত ঋষয়োবেদং স্বং স্বং ব্যস্যন্ননেকধা।

এবং বেদমাতা গায়ত্রীকে ত্রিপাদ বলাযায়, অথর্ব্ব ভাগে চতুর্থপাদকে শুদ্ধ মহাব্যাহৃতি অর্থাৎ ভূর্ভুর্বস্বঃ দ্বারা পূরণ করিয়াছেন, অপিচ [বেদোনারায়ণঃসাক্ষাৎ] ইতি বাক্যে বিষ্ণুকে ত্রিপাদ বলিয়া [যাস্কশাকপুণি] প্রভৃতি নিরুক্তকার ঋষিরা উক্ত করিয়াছেন, এবং হিংসাধর্ম্মের প্রাবল্য হেতুক অথর্ব্ববেদ ঋষিদিগের দ্বারা ঘৃণিত হয়েন, তাহার এক আখ্যায়িকা আছে। যথা [অজেন যষ্টব্যমিতি] শ্রুতিবাক্যে দেবতারা মাংস লোভী হইয়া ছাগকে যজ্ঞীয় উপকরণ করেন, ঋষিরা অজ শব্দে ত্রৈবর্ষিক ধান্য বলিয়া চরু হোমের বিধি দেন, তাহাতে শ্রুত্যর্থ বিচারের মীমাংসা করণার্থ চেদিরাজ বসুকে এবং অথর্ব্ববেদকে মধ্যস্থ প্রমাণ করাতে তাঁহারা দেবপক্ষ হইয়া অজ শব্দে ছাগ পশু, এই বেদাজ্ঞা বলিয়া মত করেন, সুতরাং ঋষিরা তৎকালে পরাজয় পাইয়া ছাগকে যজ্ঞোপ করণে গ্রহণ করিয়া চেদিরাজ বসুকে এবং অথর্ব্ববেদকে বেদে হইতে ও যজ্ঞ হইতে অন্তর করেন, অর্থাৎ বেদ যজ্ঞের বহির্ভূত করিয়া শাপ দেন, তাহাতে উভয়ে ভীত হইয়া ভৃগ্বাদিকে শান্তনা করাতে অথর্ব্ববেদের শান্তিকল্পের গ্রহণার্থ অঙ্গিরার প্রতি অনুমতি করিয়া চেদিরাজকে কেবল আভ্যুদয়িক কর্ম্মের বসুধারা সম্পাতনে পূজ্য করিলেন এইমাত্র। বসুধারা, তিন অবধি নবমীধারা পর্য্যন্ত কুলোচিত ব্যবহার, যথা [ত্রিঃপঞ্চ সপ্ত নবভির্ধারা সম্পাতয়েৎ ক্ষিতৌ।] অর্থাৎ উর্দ্ধে নাভির অধ অবধি তিন পাঁচ সাত নয় পর্য্যন্ত সংখ্যায় ভূমি স্পর্শনে ঘৃতধারা দিবেক। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ঋষি শাপে চৈদিরাজ বসু বিতলে বাস করেন, তত্তুষ্ট্যর্থে নাভির অধ বসুধারা সম্পাতন করিবেক।

শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈস্তচ্ছিষ্যৈর্বেদাস্তে শাখিনোভবন্ ॥ ২৩ ॥

শাখাবিভাগ মাহ। তএত, ইতিব্যস্যান, বিভক্তবন্তঃ ॥ ২৩ ॥

এই সকল ঋষিরা অর্থাৎ পৈলপ্রভৃতি বেদব্যাস শিষ্যেরা ঋগাদি স্বস্ববেদ সংহিতাকে প্রত্যেকে অনেক ভাগে বিভাগ করিয়া স্বস্বনামে সংহিতা করেন, অনন্তর * শিষ্য প্রশিষ্য তৎশিষ্যদ্বারা অনেকানেক শাখা বিভাগে বেদকে বহু শাখী করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

তএব বেদাদুর্ম্মেধৈ র্ধার্য্যন্তে পুরুষৈর্যথা। এবং চকার ভগবান্ ব্যাসঃ কৃপণবৎসলঃ ॥ ২৪ ॥

বেদবিভাগ প্রয়োজন মাহ। তইতি। যে পূর্ব্ব মতি মেধাবিভি র্দ্ধার্য্যন্তে তত্রব ॥ ২৪ ॥

বেদব্যাস গোস্বামী কর্ত্তৃক বেদ বিভাগ করণের কারণ এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, যথা (তইতি)

---

* ঠক, মণ্ডু, মাণ্ডুক্য ঐতরেয়, কেনেষিত বাজসনেয়, তৈত্তিরীয় ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর, ইন্দ্রপ্রমতি, বাস্কলি, কাণ্ব, কৌথুম, ব্রাহ্মণ কৌশিতকী, ব্রহ্ম, কালাগ্নি, জাবাল, মৈত্র, নাদবিন্দু, হংস পরমহংস, অমৃতনাদ বিন্দু, অথর্ব্বশিরা অথর্ব্বশিখ, হিরণ্যকেশী, আশ্বলায়ন, মহ, নারায়ণাদি নানা শাখান্তর্গত মন্ত্রব্রাহ্মণ ভাগ সমষ্টিকে উপনিষৎ বলিয়া গ্রহণ করাইয়াছেন।

* দুর্মেধাদিগের বুদ্ধিতে যাহাতে বেদার্থ ধারণা হয়, তদর্থে কৃপণবৎসল অর্থাৎ পরানুকম্পী বেদব্যাস তাহাই করিলেন।

অর্থাৎ অতি মেধাবিগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বে যে বেদের ধারণা হইয়াছিল, তাহা আগামী মন্দমেধাবিদিগের ধারণা হইতে পারিবেক না, ইত্যভিপ্রায়জ্ঞ বাদরায়ণ দুর্মেধাদিগের যাহাতে অনায়াশে বেদার্থ ধারণা হইতে পারে, এমত স্বল্পাক্ষরে বেদকে বহু শাখী করিয়া বিভাগ করেন॥ ২৪॥

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজ বন্ধূনাং ত্রয়ী নশ্রুতিগোচরাঃ।
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢানাং শ্রেয়ত্রবং ভবেদিহ॥
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনাকৃতং
॥ ২৫ ॥

কিঞ্চদ্বিজ বন্ধবঃ ত্রৈবর্ণিকেষ্বধমাঃ তেষাং কর্ম্মরূপে শ্রেয়সি শ্রেয়ঃ সাধনে এবং ভবেৎ অনেনৈব প্রকারেণ ভবত্বিতি॥ ২৫॥

---

* দুর্মেধা শব্দে মন্দ বুদ্ধিঃ অথবা পৈশুন্য অর্থাৎ খলতা যুক্তাবুদ্ধিঃ কি জানি তাহারা বেদার্থ বুঝিতে না পারিয়া, বা, বিপর্য্যয়ার্থ ঘটনায় হতক্রিয় হয়, এবং দেব ব্রাহ্মণ ক্রিয়াকলাপ দ্বেষ করে, তন্নিমিত্ত শাখা বিভাগে ধর্ম্মানুষ্ঠানের স্থির রাখিয়াছেন, অর্থাৎ বেদোক্ত সংস্কার ধর্ম্মের নিষ্ঠা জানাইয়াছেন, এক্ষণে যে সকল জীব জন্মিতেছে, তাহার দিগের দুর্ম্মেধা, যেহেতু শাখা বন্ধনের শৈথিল্য করিয়া স্বস্বধর্ম্মের বিপরি বর্ত্তিত হইতেছে।

অনন্তর স্ত্রীশূদ্র * দ্বিজবন্ধুদিগের † বেদ শ্রুতি গোচর নহেন, অতএব এবম্ভূত মূঢ়দিগের নিশ্রেয়সার্থ, অর্থাৎ নিস্তারার্থ বেদব্যাস কৃপাবান্ হইয়া বেদার্থ বৃংহিত মহাভারত রচনা করেন ॥ ২৫ ॥

এবং প্রবৃত্তস্য সদাভূতানাং শ্রেয়সিদ্বিজাঃ।
সর্ব্বাত্মকেনাপি যদানাতুষ্যদ্হৃদয়ন্ততঃ॥২৬॥

ভূতানাং শ্রেয়সিহিতে সর্ব্বাত্মকেনাপি কর্ম্মণা।। ২৬।।

এবম্প্রকারে সর্ব্বাত্মক কর্ম্মদ্বারা শ্রেয়ঃ প্রবৃত্ত জীবেরদিগের হিতার্থ নানা কর্ম্মানুষ্ঠান যুক্ত নানা গ্রন্থ করিয়াও বেদব্যাসের যখন মনের তুষ্টি না জন্মিল, তখন চিত্ত প্রসত্তিলাভের নিমিত্ত স্বাশ্রমে ধ্যান পরায়ণ হইলেন ॥ ২৬ ॥

নাতিপ্রসীদহৃদয়ঃ সরস্বত্যাস্তটে শুচৌ।
বিতর্কয়ন্ বিবিক্তস্থ ইদঞ্চোবাচ ধর্ম্মবিৎ
॥ ২৭ ॥

নাতিপ্রসীদ হৃদয়ং যস্যসঃ। চিত্তাপ্রসত্ত্যে হেতুঃ বিতর্কয়ন্ ইদমুবাচ স্বগতং।। ২৭।।

---

* দ্বিজবন্ধু শব্দে, পতিত ব্রাহ্মণ যথা [ত্রৈবর্ণিকেষ্বধমা ইতি স্বামী] অর্থাৎ অধম জাতি যজনশীল ব্রাহ্মণ ইতি।

† স্ত্রীশূদ্রাদির সম্বন্ধে বেদের শ্রবণাধ্যয়ন নিষেধ যথা বেদান্তং [শ্রবণাধ্যয়নার্থ প্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ] বেদ শ্রবণ বেদাধ্যয়ন, এবং বেদানুষ্ঠান করণ স্ত্রীশূদ্রের সর্ব্বথা নিষেধ] [ন স্ত্রীশূদ্রৌ বেদমধীয়ীত] ইতিশ্রুতিঃ। অতএব ইতিহাস পুরাণাদির শ্রবণাধ্যয়বনাধিকারঃ।

বর্ণাশ্রম বিভাগে জীবের হিতচিন্তা করিয়াও চিত্ত প্রসত্তি হইল না তদর্থে কহিয়াছিলেন (নাতীতি)

নানা শাস্ত্র করিয়াও চিত্ত প্রসন্ন যাঁহার না হয়, তাঁহার নাম (নাতি প্রসন্ন হৃদয়) অর্থাৎ ধর্ম্মবিৎ বেদব্যাস গোস্বামীর চিত্ত প্রসন্ন না হওন বিধায় সরস্বতীতীরে * শুচি প্রদেশে নির্জ্জনস্থ অর্থাৎ বিবিক্ত স্থানে উপবিষ্ট হইয়া বিতর্ক করিয়া এই বাক্য কহিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

ধৃতব্রতেন হি ময়া ছন্দাংসি গুরুবোঽগ্নয়ঃ।
মানিতা নির্ব্যলীকেন গৃহীতঞ্চানুশাসনং ॥
ভারতব্যপদেশেন হ্যাম্নায়ার্থঃ প্রদর্শিতং।
দৃশ্যতে যত্রধর্ম্মাদিঃ স্ত্রীশূদ্রাদিভিরপ্যুত
॥ ২৮ ॥

মানিতাঃ পূজিতাঃ ॥ ২৮ ॥

চিত্ত প্রসন্নাভাবে স্বগত কর্ম্মানুস্মরণ করিয়া কহিতেছেন, যথা (ধৃতব্রতেনেতি)

সম্যক্ ব্রত ধারণা দ্বারা মৎ কর্ত্তৃক বেদাগ্নি গুরু মানিত অর্থাৎ পূজিত হইয়াছেন, এবং অকপটে তাঁহারদিগের অনুশাসন মৎ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। অপিচ মহাভারত ব্যপদেশে লোক সম্বন্ধে বেদার্থ প্রদর্শন করাইয়াছি,

---

* শুচিপ্রদেশ পদে পবিত্র স্থান, অর্থাৎ দংশমষকাদি রহিত, যে স্থানে চিত্তের একাগ্র হয়। অথবা সমদেশ অত্যুচ্চ বা অতি নিম্ন না হয়, এবং অত্যুষ্ণ অতি শীতল নহে।

অর্থাৎ যে ভারতে স্ত্রীশূদ্রাদি কর্ত্তৃক আচরিত ধর্ম্মকর্ম্মাদি * দৃষ্ট হইতেছে ॥ ২৮ ॥

অথাপিবতমেদেহো হ্যাত্মাচৈবাত্মনাবিভুঃ।
অসংপন্নইবাভাতি ব্রহ্মবর্চস্যুসত্তমঃ॥২৯॥

দেহো দেহভবঃ আত্মাজীবঃ বস্তুতোপরি পূর্ণএব আত্মনা স্বেন-রূপেণ অসম্পন্ন স্তাদাত্ম্যমপ্রাপ্ত ইবাভাতি। ব্রহ্মবর্চ্চসং ব্রহ্মণঃ শ্রবণাধ্যাপনোৎ কর্ষজং তেজঃ তত্র সাধবো ব্রহ্মবর্চ্চস্যাস্তেষু সত্তমঃ অতি শ্রেষ্ঠোপি। যদ্বানকেবল মসম্পন্ন ইবাভাতি প্রত্যুত ব্রহ্মবর্চ্চসী ব্রহ্মবর্চ্চসবানপি অসত্তম ইবাভাতি উশত্তম ইতি পাঠে কমনীয় তমোপি ॥ ২৯॥

আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মা দেহ সম্বন্ধে অসম্পন্ন তদর্থে কহিয়াছেন, যথা (অথাপীতি)

কি খেদের বিষয়, বিভু আত্মা দেহভব অর্থাৎ দেহ ধারণে সচ্চিদানন্দ জীব পরিপূর্ণ হইয়াও † স্বকীয় রূপে অসম্পন্ন হয়েন, যদিও ‡ ব্রহ্মবর্চ্চসঃ অর্থাৎ ব্রহ্মতেজস্বান্ তথাপি (অসত্তম ইবাভাতি) সংপূর্ণ আনন্দ লাভ করিতে পারেন না॥২৯॥

কিংবা ভাগবতাধর্ম্মা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ।

---

* আদি পদে যাগযজ্ঞ শ্রাদ্ধ তর্পণ দীক্ষা শিক্ষা দেবার্চ্চনাদি।

† স্বকীয় রূপ শব্দে, আনন্দ স্বরূপ অর্থাৎ জীবত্বে সংপূর্ণ আনন্দে অসম্পন্ন।

‡ ব্রহ্ম বর্চ্চস পদে, বেদ শ্রবণ অধ্যাপনা দ্বারা উৎকর্ষ তেজঃ যাহাতে সাধুগণেরা ব্রহ্মবর্চ্চসবান্ এনিমিত্ত তাঁহারদিগকে ব্রহ্মবর্চ্চসী বলাযায়, অর্থাৎ অতি শ্রেষ্ঠ। তদ্দেহে আপন্ন হইয়াও আত্মা স্বরূপে

প্রিয়াঃ পরমহংসানাং তত্রব হ্যচ্যুত প্রিয়াঃ ॥ ৩০ ॥

অসম্পত্তৌ হেতুং স্বয়মেবাশঙ্কতে কিংবেতি প্রায়েণ ভূয়স্ত্বে নহি যস্মাত্তত্রব ধর্ম্মা অচ্যুতস্য প্রিয়াঃ ॥ ৩০ ॥

আপনার অসম্পন্নত্বের হেতু স্বয়ং স্বচিত্তে আলোচনা করিতেছেন, তদর্থে শ্লোক উক্ত হয় যথা (কিম্বেতি)

ভাগবত ধর্ম্ম সকল * আমা কর্ত্তৃক প্রায় নিরূপিত হয় নাই, তন্নিমিত্তই কি চিত্তের অপ্রসন্নতা হইতেছে, ভাগবত ধর্ম্ম কিম্ভূত, না পরিব্রাজক পরমহংসদিগের পরম প্রিয় এবং † অচ্যুত অর্থাৎ ভগবানেরও প্রিয় হয় ॥ ৩০ ॥

তস্যৈবং খিলমাত্মানং মন্যমানস্যখিদ্যতঃ। কৃষ্ণস্যনারদোভ্যাগাদাশ্রমং প্রাগুদাহৃতং ॥ ৩১ ॥

খিলং ন্যূনং খিদ্যতঃ খেদং প্রাপ্নুবতঃ কৃষ্ণস্য ব্যাসস্য প্রাগুদাহৃতং সরস্বতীতীরস্থং ॥ ৩১ ॥

এই রূপ বিবিধ বিলাপে আপনাকে খিদ্যমান জানিয়া স্বাশ্রমে উপবিষ্ট যে বেদব্যাস, তাঁহার আশ্রমে দৈবর্ষিনারদ

অসম্পন্নঃ। দ্বিপাঠে (উশত্তম) শব্দ প্রয়োগ হয়, তদর্থে কমনীয়-রূপ আনন্দ ইত্যর্থঃ।

* অর্থাৎ আমি সকল ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছি কিন্তু ভাগবত ধর্ম্ম কিছুমাত্র নিরূপণ করি নাই।

† অচ্যুত, যাঁহার চ্যুতি অর্থাৎ পতন নাই।

গোস্বামী সহসা উপস্থিত হইলেন, যাহা * পূর্ব্বে উদাহৃত হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

তমভিজ্ঞায় সহসা প্রত্যুত্থায়াগতং মুনিঃ।
পূজয়ামাস বিধিবৎ নারদং সুরপূজিতং ॥ ৩২ ॥

তং আগতং নারদ মভিজ্ঞায় সহসা প্রত্যুত্থায় বিধিবৎ পূজয়ামাসেতি ॥ ৩২ ॥

সুর পূজিত অর্থাৎ দেব মান্য নারদ গোস্বামী সমাগত জানিয়া মুনিঃ অর্থাৎ বেদব্যাস সহসা, (সম্ভ্রমে) গাত্রোত্থান করতঃ বিধিবৎ † পূজা পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথম স্কন্ধে নৈমিষীয়োপাখ্যানে নারদাগমনং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমে চতুর্থঃ ॥ ৪ ॥

শুকপ্রণীত পরমহংস সংহিতা 'শ্রীভাগবত মহাপুরাণে প্রথম স্কন্ধে নৈমিষীয় উপাখ্যানে চতুর্থ অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥৪॥

---

* পূর্ব্বোদাহৃত, অর্থাৎ সরস্বতীতীরে তদাশ্রম পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে।

† বিধিপুরঃসর পূজা, অর্থাৎ যথা বিহিত সম্মান পূর্ব্বক পাদ্যার্ঘ্যাদি দিয়া গ্রহণ করিলেন।

প্রথম স্কন্ধ চতুর্থ অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ ১ স্কং।

শ্রীসূতউবাচ।

পঞ্চমে সর্ব্বধর্ম্মেভ্যো হরিকীর্ত্তন গৌরবং। ব্যাসচিত্ত প্রসাদায় নারদেনোপদিশ্যতে ॥

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীধর স্বামী পঞ্চমাধ্যায়ে মুখবন্ধ শ্লোকে অধ্যায়ান্তরস্থ সর্ব্বাভিপ্রায়ের উদাস করিয়াছেন অর্থাৎ পঞ্চমে সর্ব্ব ধর্ম্মাপেক্ষা হরি সংকীর্ত্তনের গৌরব, এবং চিত্ত প্রসন্নার্থে বেদব্যাস নারদ কর্ত্তৃক উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন।

অথতং সুখমাসীন উপাসীনং বৃহচ্ছ্রবাঃ।
দেবর্ষিঃ প্রাহবিপ্রর্ষিং বীণাপাণিঃ স্ময়ন্নিব
॥ ১ ॥

উপসমীপে আসীনং বিপ্রর্ষিং বৃহচ্ছ্রবা মহাযশাঃ। স্ময়ন্ ঈষদ্ধসন্ ইবেত্যনেন মুখপ্রসত্তির্দ্যোত্যতে। যদ্বাইবে ত্যমধিকার্থং। অহো মহানপি মুহ্যতীতি স্ময়মানঃ ॥ ১ ॥

অনন্তর সুখাসীন বিপ্রর্ষি অর্থাৎ পরমসুখোপবিষ্ট বেদব্যাস তাঁহার সমীপে বীণাপাণি দেবর্ষিনারদ গোস্বামী সমাগত

* ঈষৎ হাস্যযুক্ত হইয়া কহিতেছেন, নারদ গোস্বামী কীদৃশ না, ব্রহচ্ছবাঃ অর্থাৎ বৃহৎ শ্রবণ ইত্যর্থে মহাযশস্বান ॥ ১ ॥

পারাশর্য্য মহাভাগ ভবতঃ কচ্চিদাত্মনা।
পরিতুষ্যতি শারীর আত্মামানস এববা
॥ ২ ॥

শারীরঃ শরীরাভিমানী আত্মা আত্মনাতেন শরীরেণ কচ্চিৎ কিং পরিতুষ্যতি। ইতি মানস আত্মা মনোভিমানী আত্মনাতেন মনসা পরিতুষ্যতি কচ্চিন্নবা ॥ ২ ॥

নারদ গোস্বামী বেদব্যাসকে সম্বোধন করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। [পারাশর্য্যেতি]

হে পারাশর্য্য মহাভাগ অর্থাৎ বেদব্যাস, তোমার † কায়িক মানসের কুশল কহ, অর্থাৎ শারীরমানসে পরিতুষ্ট কি অপরিতুষ্ট, তাহা অস্মৎ সম্বন্ধে বিস্তার করিয়া কহ ॥২॥

---

* ঈষদ্ধাস্য পদে মুখ প্রসন্নতা দর্শন, ইব শব্দ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, তদর্থে অনধিকার্থঃ অর্থাৎ নারদ গোস্বামী ভগবদ্বিষয় স্মরণ করতঃ বিস্ময় হইলেন, কি আশ্চর্য্য মহান্ ব্যক্তি অর্থাৎ জ্ঞানবান ব্যক্তিও মুগ্ধ হয়, ইত্যর্থে স্ময়মান অর্থাৎ হাস্যযুক্ত হইলেন।

† শ্লোক মধ্যে [আত্মা আত্মনা পরিতুষ্যতি] আত্মা আত্মা কর্ত্তৃক পরিতুষ্ট ইত্যর্থে শরীরাভিমানী আত্মাকে শারীর বলাযায়, সেই শরীর দ্বারা কিরূপ পরিতোষযুক্ত আছ, আর মনোভিমানী আত্মা মানস, সেই মানস দ্বারা কিরূপ পরিতুষ্ট বা অপরিতুষ্ট তাহা কহ।

জিজ্ঞাসিতং সুসম্পন্ন ময়িতে মহদদ্ভূতং।
চক্রিবান ভারতং যস্তং সর্ব্বার্থ পরিবৃংহিতং
॥ ৩ ॥

তেজিজ্ঞাসিতং জ্ঞাতুমিষ্টং ধর্ম্মাদি যৎতৎ সর্ব্বং সুসম্পন্নং সর্ব্বং জ্ঞাতং অপি শব্দাদনুষ্ঠিতঞ্চেত্যর্থঃ। অয়ি ইতি পাঠে সম্বোধনং সুসম্পন্নত্বে হেতুঃ মহদদ্ভূত মিত্যাদি সর্ব্বৈরর্থৈ ধর্ম্মাদিভিঃ পরিবৃংহিতং পরিপূর্ণং ॥ ৩ ॥

তোমাকে যাহা * জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা তোমাতে সকল সুসম্পন্ন, অর্থাৎ তুমি সকল ধর্ম্ম জ্ঞাত, যেহেতু, সর্ব্বার্থ † পরিবৃংহিত অর্থাৎ সকল বিষয় বিস্তারিত অদ্ভূত মহাভারতাখ্যান তুমি বর্ণ করিয়াছ ॥ ৩॥

জিজ্ঞাসিত মধীতঞ্চ ব্রহ্মযত্তৎ সনাতনং।
তথাপি শোচস্যাত্মানমকৃতার্থ ইবপ্রভো
॥ ৪ ॥

কিঞ্চযৎ সনাতনং নিত্যং পরং ব্রহ্মতচ্চ ত্বয়াজিজ্ঞাসিতং বিচারিতং অধীত মধিগতং প্রাপ্তঞ্চেত্যর্থ। তথাপি শোচসি তৎকিমর্থ মিতি শেষঃ ॥ ৪ ॥

---

* জিজ্ঞাসিত পদে ধর্ম্মাদি ইষ্টজ্ঞান, [জ্ঞাত] শব্দে তোমা কর্ত্তৃক সকল ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

† পরিবৃংহিত অর্থাৎ বিস্তার ইত্যর্থে সর্ব্ব ধর্ম্মাদি দ্বারা পরিপূর্ণ। অয়ি শব্দ শ্লোকে [ভো] ইতি সম্বোধন বাক্য।

সনাতন * ব্রহ্ম যাহা জিজ্ঞাসিত অর্থাৎ বিচার করিয়াছ। সেই নিত্য পরব্রহ্মকে বিচার করিয়া অধিগত অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছ, হে ব্যাস, তথাপি তুমি আপনাকে অকৃতার্থের ন্যায় শোক কেন করহ ॥ ৪ ॥

শ্রীব্যাসউবাচ।

অস্ত্যেব মেসর্ব্বমিদং ত্বয়োক্তং তথাপি নাত্মা পরিতুষ্যতেমে। তন্মূল মব্যক্ত মগাধ বোধং পৃচ্ছামহেত্বাত্ম ভবাত্মভূতং ॥ ৫॥

আত্মা শারীরো মানসশ্চ তন্মূতলং তস্যা পরিতোষস্য কারণং অব্যক্তং অস্ফুটং হে নারদত্বাত্বাং পৃচ্ছাম আত্মভবো ব্রহ্মা তস্যাত্মনো দেহাদ্ভূতং অতএবা গাধোঽতি গম্ভীরো বোধ যস্যতংত্বাং ॥ ৫ ॥

অনন্তর, বেদব্যাস গোস্বামী কহিতেছেন, অর্থাৎ নারদ গোস্বামীর কথনানন্তর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রত্যুত্তরকরেন।

হে নারদ গোস্বামিন্, আপনি যে সকল বাক্য আজ্ঞা করিলেন, ভবদাজ্ঞানুসারে তাহা সম্যক্ আমাতে আছে, তথাপি আমার শরীরাভিমানীও মনোভিমানী আত্মার পরিতোষ হয় না, ইহার কারণ কি, অর্থাৎ অব্যক্ত [অস্ফুট]

---

* ব্রহ্ম শব্দে বেদ অর্থাৎ সম্যক্ বেদার্থ বিচার করিয়া নিত্য পর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছ, এতদর্থে বেদব্যাসের নির্ম্মল বুদ্ধিতে নির্ম্মল বেদ প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম স্ফূর্ত্তি আছে, ইহাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

একারণ তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যেহেতু তুমি * আত্ম ভবো-দ্ভব, অর্থাৎ আত্মভব ব্রহ্মা তাঁহার দেহ হইতে উদ্ভূত হইয়াছ, অতএব তুমি অগাধবোধ, অর্থাৎ গম্ভীর বোধ, তোমার সম্বন্ধে বিশ্বস্থ কোন বস্তুই অগোচরীভূত নহে ॥ ৫ ॥

সর্বৈর্ভবান্ বেদ সমস্ত গুহ্য মুপাসিতো যৎ পুরুষঃ পুরাণঃ। পরাবরেশো মনসৈব বিশ্বং সৃজত্যবত্যত্তি গুণৈরসঙ্গঃ ॥ ৬ ॥

অগাধ বোধতাং প্রপঞ্চয়ন্নাহ সবাইতিদ্বাভ্যাং সর্ব্বগুহ্যজ্ঞানে হেতুঃ যৎযস্মাৎ পুরাণ পুরুষ উপাসিতঃ ত্বয়াকৃৎমস্তূতঃ পরাবরেশঃ কার্য্য কারণ নিয়ন্তা মনসৈব সংকল্পমাত্রেণ গুণৈঃ কৃত্বাবিশ্বং সজতি ই-ত্যাদি ॥ ৬ ॥

অনন্তর নারদ গোস্বামীর অগাধ বোধতা প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন, যথা (সবা ইতি)

---

* আত্মভবো ব্রহ্মা, অর্থাৎ ব্রহ্মাস্বয়ং উদ্ভূতহয়েন, একারণ তাঁহাকে [স্বয়ম্ভূ] বলিয়া খ্যাত করেন, অন্যদপি আত্মা শব্দে বিশ্বব্যাপক, বিশ্বব্যাপনশীল বিষ্ণু, সেই বিষ্ণুর নাভিপদ্মে উদ্ভব হয়েন, ইত্যর্থে ব্রহ্মাকে আত্মভব বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। যদিও ব্রহ্মা বিষ্ণু পৃথক্ ভূত না হউন্ তথাপি সৃষ্টিলীলা প্রকাশনে পৌরুষরূপী বিষ্ণুর নাভি-পদ্মে স্বয়ংবিষ্ণুই ব্রহ্ম রূপে আবির্ভাব হয়েন, এনিমিত্ত [স্বয়ম্ভূ নাম] উল্লেখিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম শরীরোদ্ভূত নারদ, অর্থাৎ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্য দেব স্বরূপ দেবর্ষিকে সর্ব্বজ্ঞ জানিয়া ব্যাস জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন।

হে ব্রহ্ম পুত্র নারদ তুমি সমস্ত গুহ্য বেদ অর্থাৎ অব্যক্ত কারণজ্ঞ, যেহেতু তৎকর্ত্তৃক * পুরাতন পুরুষ, অর্থাৎ পরমাত্মা উপাসিত হইয়াছেন অর্থাৎ † সমস্তভাবে তুমি পরব্রহ্মের উপাসনায় সম্পন্ন হইয়াছ, একারণ তুমি অগাধ বোধ, আত্মা কিম্ভূত, না, ‡ পরাবরেশ, অর্থাৎ কার্য্য কারণের নিয়ন্তা পুনঃ কিম্ভূত, না, সত্য সংকল্প, অর্থাৎ (মনসৈব) সংকল্পমাত্রেই অনন্য সহায় অর্থাৎ অন্য সহায়ের অপেক্ষা না করিয়া ॥ গুণ সঙ্গ রহিত হইয়া গুণাদি দ্বারা এই বিশ্বের সর্জ্জন পালন, নিধনকরেন।

ত্বং পর্য্যটন্নর্ক ইব ত্রিলোকী মন্তশ্চরো বায়ু রিবাত্মসাক্ষী। পরাবরে ব্রহ্মণি ধর্ম্মতো ব্রতৈঃ স্নাতস্য মেন্যূনমলং বিচক্ষ॥ ৭॥

* পুরাতন পুরুষ আত্মা অর্থাৎ অনাদি তাঁহা হইতে সকল উৎপত্তি, সুতরাং তাঁহাকে পুরাতন বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

† সমস্ত ভাবে উপাসনা, তৎপদে, স্বাশ্রমোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক সন্ধ্যাবন্দনাদি এবং যাগযজ্ঞ অর্চ্চনাদি অনন্তরব্রত তপস্যা নিয়মাদি, অপিচ যম নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি সমস্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা ভগবদুপাসনাকে সুসিদ্ধ করিয়াছ।

‡ পরাবরেশ, পর শব্দে কারণ অবরশব্দে কার্য্য, এই উভয়েরই ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়োগ কর্ত্তা, যেহেতু তৎসত্ত্বার অবলম্বনে সমস্ত পদার্থের স্থিরতা হয়।

॥ গুন সঙ্গ রহিত ইত্যর্থে নিগুর্ণ, যেহেতু গুণবৎ কর্ম্ম করিয়াও তাহাতে লিপ্ত নহেন।

ত্বং ত্রিলোকীং পর্য্যটন্নর্ক ইব সর্ব্বদর্শী। যোগবলেন প্রাণবায়ুরিব সর্ব্বপ্রাণিনামন্তশ্চরসন্ আত্মা সাক্ষী বুদ্ধিবৃত্তিজ্ঞঃ অতঃপরে ব্রহ্মণি ধর্ম্মতো যোগবলেন নিষ্ণাতস্য যাজ্ঞবল্কেন ইজ্যাচার দয়াহিংসাদান স্বাধ্যায় কর্ম্মণাং। অয়ন্তু পরমোধর্ম্মো যদ্যোগে নাত্মদর্শমং। অবরেচ ব্রহ্মণি বেদাখ্যে ব্রতৈঃ স্বাধ্যায় নিয়মৈঃ নিষ্ণাতস্য মেহলং অত্যর্থং যৎন্যূনং তদ্বিচারয় ॥ ৭ ॥

হে নারদ, তুমি * সর্ব্বদর্শী সূর্য্যদেবের ন্যায় ত্রিলোককে পর্য্যটন্ কর, এবং † বায়ুর ন্যায় সর্ব্বলোকের অন্তশ্চর হও। অপিতু ‡ আত্মার ন্যায় সর্ব্ব সাক্ষী, অর্থাৎ বুদ্ধি বৃত্তিজ্ঞ, এবং ‖ পরব্রহ্মেতেধর্ম্মতো যোগবলে নিষ্ণাত হই

---

* সূর্য্যদেব উদিত হইয়া কর বিস্তারে ত্রিলোককে ভাসমান করতঃ যদ্রূপ বিচরণ করেন, তদ্রূপ তুমি তপোরশ্মি প্রভাব বিস্তারে ত্রিলোককে জ্ঞান ভাসায় ভাসিত করিয়া পর্য্যটন্ করিতেছ, অর্থাৎ সর্ব্বজীবের জ্ঞান প্রদ হইয়াছ, ইহা তন্নাম ব্যুৎপত্তিতেই বিখ্যাত হইতেছে। যথা [নারং দদাতি ইতি নারদঃ] নার শব্দে জ্ঞান, সেই জ্ঞান প্রদান কর ইত্যর্থে তোমার নাম নারদ।

† বায়ুর ন্যায় সর্ব্বলোকের অন্তশ্চর অর্থাৎ বায়ু শব্দে প্রাণ, প্রাণ যেমন সর্ব্বজীবের অন্তরে বিচরণ করেন, যোগ বলে তুমিও সর্ব্বলোকের অন্তশ্চর হইয়াছে।

‡ আত্মা যেমন সর্ব্বভূতের সাক্ষী অর্থাৎ শুভাশুভ দ্রষ্টা, তুমিও স্বীয়যোগ বলে লোকের শুভাশুভ দ্রষ্টা অর্থাৎ বুদ্ধি বৃত্তির জ্ঞাতা হইয়াছ।

‖ পরে ব্রহ্মণি অর্থাৎ পরব্রহ্মেনিষ্ণাত শব্দে ব্রহ্ম পদের পারদর্শী ধর্ম্মতঃযোগ বলে অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য দ্বারা ধর্ম্ম যোগের ব্যাখ্যান

য়াছ,* অবর ব্রহ্মেতে ব্রত দ্বারা নিষ্ণাত যে তুমি, তোমার প্রভাব বর্ণন অস্মৎ সম্বন্ধে অত্যর্থ ইহা বিচার করিবেন ॥৭॥

শ্রীনারদউবাচ।

ভবতানুদিত প্রায়ং যশোভগবতোঽমলং।
যেনৈবাসৌনতুষ্যেতমন্যে তদ্দর্শনং খিলং
॥ ৮ ॥

অনুদিতপ্রায়ং অনুক্তপ্রায়ং ভগবদ্‌যশোবিনা যেনৈব ধর্ম্মাদিজ্ঞানেন অসৌভগবাননতুষ্যেত তদেব দর্শনং জ্ঞানং খিলং ন্যূনং মন্যে ॥ ৮ ॥

বেদব্যাসের বিনয়াবগতি করতঃ নারদ গোস্বামী কহিতে আরম্ভ করিলেন।

হে সত্যবতী পুত্র ব্যাস, তোমাকর্ত্তৃক নির্ম্মল ভগবানের যশকীর্ত্তন প্রায় অনুক্ত হইয়াছে, যেসকল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছ, ধর্ম্মজ্ঞানানুবর্ণনেই প্রায় সেই সকল গ্রন্থ পরিপূর্ণ

আছে। যথা [ইজ্যাচারদয়াহিংসা দান স্বাধ্যায় কর্ম্মণাং। অযন্তু পরমোধর্ম্মো যদ্‌যোগে নাত্মদর্শনং] যজ্ঞ,সদাচার, দয়া, অহিংসা দান, স্বাধ্যায়, অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, কর্ম্মাদিই পরমধর্ম্ম, এই ধর্ম্মকেই কর্ম্মযোগ বলেন, এই যোগ দ্বারা আত্মতত্ত্ব দর্শন হয়, অতএব এতৎ যোগের পারদর্শন করিয়া তুমি আত্মতত্ত্ববিৎ হইয়াছ॥

* অবরে ব্রহ্মণি, ইত্যর্থে বেদ, অর্থাৎ স্বাধ্যায়ন ব্রত নিয়ম দ্বারা অবরব্রহ্ম অর্থাৎ বেদের পারদর্শন করিয়াছ।

হইয়াছে,প্রসঙ্গতঃ কোন২ স্থানে কিঞ্চিৎ২ ভগবৎ প্রশংসা মাত্র বর্ণন আছে অর্থাৎ ভগবৎ গুণানু কীর্ত্তন ভিন্ন শুদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞানানুষ্ঠান দ্বারা ভগবানের পরিতুষ্টি হয় না। ভগবত্তত্ত্ব দর্শনকেই সমস্ত প্রকার জ্ঞান লাভ বলিয়া জ্ঞানীরা গ্রহণ করেন ॥ ৮ ॥

অর্থাৎ ভগবল্লীলা বর্ণনা যাহাতে নাই, তাহাকে গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করাযায় না ভগবত্তত্ত্ব মিশ্রিত গ্রন্থকেই গ্রন্থ বলিতে হয়, এবং ভগবদ্ভক্তি রহিত ধর্ম্ম, ধর্ম্ম নহে, সুতরাং নির্ম্মল ভগবদ্যশ বর্ণন ব্যতীত তোমার চিত্তপ্রসন্ন কিরূপে হইবে ॥ ৮ ॥

যথা ধর্ম্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্য্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
নতথাবাসুদেবস্য মহিমাহ্যনুবর্ণিতঃ ॥ ৯ ॥

নমুভগবৎযশোএব তত্রতত্রানুবর্ণিতং তত্রাহ যথেতি। চশব্দাদ্ধর্ম্মাদি সাধনানিচ। তথাধর্ম্মাদিবৎ প্রাধান্যেন বাসুদেবস্য মহিমা নহ্যুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

অপিচ। হে মুনিবর্য্য অর্থাৎ মুনিশ্রেষ্ঠ বেদব্যাস, তুমি যদ্রূপ স্বকৃত সংহিতাতে ধর্ম্মার্থাদির যদ্রূপ অনুকীর্ত্তন করিয়াছ, তদ্রূপ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের মহিমার অনুবর্ণন কর নাই।

এবম্ভূত তোমার মহিমা বর্ণন আমি কি করিব যেহেতু তুমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেববৎ দেদীপ্যমান তবে যে আমি তোমাকে স্তব করি সে অত্যর্থ অর্থাৎ অতিরিক্ত উক্তিমাত্র।

ইত্যর্থে অভিপ্রায় এই যে তোমার একারণ চিত্তের মালিন্য দূর হয় নাই ॥ ৯ ॥

নযদ্বচশ্চিত্র পদং হরের্যশো জগৎ পবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ। তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা-নযত্র হংসানির মন্ত্যশিক্ক্ষয়া॥১০॥

বাসুদেবস্য ব্যতিরিক্তান্য বিষয় জ্ঞানবদেবান্যবিষয়ং বাক্‌চাতুর্য্যঞ্চ খিল মেবেত্যাহ নেতি। চিত্র পদমপি। যদ্বচো হরের্যশো নপ্রগৃণীত তদ্বাযসং তীর্থং কাকতুল্যানাং কামিনাং রতিস্থানং উশন্তি মন্যন্তে কুতঃ মানসা সত্ত্বপ্রধানেমনসি বর্ত্তমানাহংসা যতয়ো যত্রননিরনন্তি কর্হিচিদপি নিতরাং নরমন্তে উশিক্ ক্ষয়া উশিকমনীয়ং ব্রহ্মক্ষয়ো নিবাসো যেযাংতে। যথা প্রসিদ্ধাহংসাঃ মানস সরসি চরন্তঃ কমনীয় পদ্মষণ্ড নিবাসাঃ ত্যক্ত বিচিত্রান্নাদিযুক্তে উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে কাকক্রীড়া স্থানে নরমন্তে ইতি শেষঃ ॥ ১০ ॥

বাসুদেবের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের যশোবর্ণন ব্যতীত অন্য বিষয় জ্ঞান বিশিষ্ট সমস্ত বিষয় বর্ণন বাক্ চাতুর্য্যমাত্র অর্থাৎ পরমার্থ যুক্ত নহে, তদর্থে কহিয়াছেন (নেতি)

হরিগুণানুবর্ণন ব্যতিরিক্ত বিচিত্র পদ বিন্যাসে রচিত গ্রন্থ সকল * বায়স তীর্থ তূল্য হয়। অর্থাৎ ইতর কামিদিগের চিত্ত রঞ্জনের নিমিত্ত হয়, তাহাতে সাধু অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের মনোরমন হয় না। † সকাম কর্ম্মিদিগের সুখাবাস

---

* বায়স শব্দে কাক, কাকতীর্থ অর্থাৎ অমেধ্য উচ্ছিষ্ট গর্ত্ত।

† শ্লোক মধ্যে উশিকক্ষয় উক্ত হইয়াছে, উশি শব্দে [কমনীয়] ক, শব্দে [ব্রহ্মা, ক্ষয় শব্দে [লোক] ইত্যর্থে কমনীয় ব্রহ্মলোক।

যে স্বর্গাদি স্থান, তাহাতে সত্ত্ব প্রধান * উশিকক্ষয়া অর্থাৎ ব্রহ্মলোক নিবাসী যত্নশীল সাধকেরা কদাচিৎ অভিলাষ করেন না। যদ্রূপ বিচিত্র কমল কানন যুক্ত কলনাদ বিশিষ্ট কমনীয় মানস সরোবর বাসী হংসেরা কাক ক্রীড়া স্থান যে উচ্ছিষ্ট গর্ত্ত তাহাতে বাস করিতে ইচ্ছা করে না। তদ্রূপ হরিকথা ভিন্ন, ইতরালাপে সাধুদিগের পরিতুষ্টি জন্মে না ॥ ১০ ॥

তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘ বিপ্লবো যস্মিন্ প্রতি শ্লোক মবদ্ধবত্যপি। নামান্যনন্তস্য যশো-ঙ্কিতানি যচ্ছৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তিসাধবঃ।১১।

বিনাপি পদচাতুর্য্যং ভগবদ্যশঃ প্রধানং বচঃ। পবিত্র মিত্যাহ। তদ্বাক্ বিসর্গ ইতি। সচাসৌ বাগ্বিসর্গশ্চ বাচঃ প্রয়োগঃ। জনতা জনসমূহস্তস্য অঘং বিপ্লাবয়তি নাশয়তীতিতথা। যস্মিন্ বাগ্বিসর্গে-হবদ্ধবত্যপি অপশব্দাদি যুক্তেপি প্রতিশ্লোকং অনন্তস্য যশসা অঙ্কি-তানি নামানিভবন্তি। তত্রহেতুঃ যৎযানি নামানি সাধবোমহান্তঃ বক্তরিসতিশৃণ্বন্তি শ্রোতরি সতিগৃণন্তি। অন্যদাতু স্বয়মেব গায়ন্তি কীর্ত্তয়ন্তীতি ॥ ১১ ॥

* কাকতুল্য কামিদিগের রতি স্থান স্বরূপ বিষয়ে মানস চারী হংস স্বরূপ যতিরা ক্রীডা করিতে ইচ্ছা করেন না। ইহাতে যতিদিগের হংসবলার তাৎপর্য্য এই যে হংস শব্দে জীব, সত্ত্বগুণ প্রধান মন ইত্যর্থে তাহাকে নির্ম্মল সরোবর কহিয়াছেন অতএব সেই নির্ম্মল সরোবরে ক্রীড়িত সাধুগণকে হংস বলাযায়, সুতরাং কামিদিগের রতি স্থানে তাঁহারদিগের চিত্তাভিরঞ্জন হয় না।

পদচাতুর্য্য বিনা অর্থাৎ ভগবল্লীলা বর্ণনা ছন্দবন্ধে গদ্য পদ্য রচনা বিনাও সুশ্রাব্য ইত্যর্থে ভগবদ্গুণই প্রধান তদর্থে উক্ত করিয়াছেন। যথা। (তদ্বাগ্বিসর্গ ইতি)॥

তদ্বাগ্ বিসর্গ পদে ভগবল্লীলা সম্বন্ধে বাক্য প্রয়োগ সেই ভগবল্লীলা-বাক্য কিম্ভূত, না, (জনতাঘ বিপ্লব) অর্থা * জনসমূহের পাপনাশক হয়েন, যদিও তদ্বাক্য † অপশব্দ বিশিষ্ট হয় অর্থাৎ গদ্য পদ্যাদি সুচ্ছন্দে বিরচিত না হয়, কিন্তু অনন্ত যে শ্রীকৃষ্ণ ‡ তদ্যশ বর্ণনে প্রতিশ্লোক ॥ অঙ্কিত হয়, তথাপি উৎকর্ষরূপে শ্রাব্য, যেহেতু তৎশ্রবণে জীবের চিত্ত সুপবিত্র হয়। তাহার কারণ, ¶ সাধুমহান্তেরা যদ্যশ শ্রবণ, উদ্গীরণ এবং গান করেন ॥ ১১ ॥

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত ভাববর্জ্জিতং নশোভতে

* জনসমূহের পাপ নাশক, অর্থাৎ বক্তা এবং প্রশ্নকর্ত্তা, অন্যৎ শ্রোতা এতৎত্রিবিধ প্রকার জনেরি পাপাপ হরণ হয়।

† অপশব্দ বিশিষ্ট অর্থাৎ অসম্বন্ধ কুৎসিৎ বাক্যসংযোগে উক্ত হইলেও-ভকারী, অপিবা পদবিন্যাস বর্জ্জিত তথাপি পবিত্রতম।

‡ ভগবদ্যশঃ ইত্যর্থে যদ্যদবতারে যদ্যল্লীলা করিয়াছিলেন, তত্তল্লীলাদি বর্ণন।

॥ অঙ্কিত পদে চিহ্ন বিশিষ্ট, অর্থাৎ প্রতি শ্লোকে ভগবন্নাম কীর্ত্তন।

¶ সাধুপদে ভগবদ্ভক্ত যন্নাম গুণ বর্ণন করেন, ওশ্রবণ করেন, উদ্গীরণ পদে, প্রতিবাক্যেই তন্নামোচ্চারণ করেন অন্যৎ স্বয়ং নামাঙ্কিত ভগবদ্যশঃ কীর্ত্তন করেন।

জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং। কুতঃ পুনঃ শশ্বদ ভদ্র মীশ্বরে নচার্পিতং কর্ম্ম যদপ্য কারণং ॥ ১২ ॥

ভক্তিহীনং কর্ম্ম তাবৎ শূন্যমেবেতি। কৈমুতিকন্যায়েন দর্শয়তি নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি। নিষ্কর্ম্ম ব্রহ্ম তদেকাকারত্বান্নিষ্কর্ম্মতারূপং নৈষ্কর্ম্ম্যং। অজ্যতেঽনেন ইত্যঞ্জন মুপাধিস্তন্নিবর্ত্তকং। নিরঞ্জনং এবম্ভূত মপি-জ্ঞানং অচ্যুতেভাবো ভক্তিস্তদ্বর্জ্জিতং চেদলমত্যর্থং নশোভতে সম্যক্ পরোক্ষায় নকল্পতে ইত্যর্থঃ। তদাশশ্বৎ সাধনকালে. ফলকালেচ অভদ্রং দুঃখরূপং যৎকাম্যং কর্ম্ম যদপ্যকারণ মকাম্যং তচ্চেতি চকার স্যান্বয়ঃ। তদপিকর্ম্ম ঈশ্বরেনার্পিতং চেৎকুতঃ পুনঃ শোভতে বহি-র্মুখত্বেন সত্বশোধকতাভাবাৎ ॥ ১২ ॥

ভগবদ্ভক্তি হীন কর্ম্ম বিফল তদর্থে এই শ্লোক উক্ত হই-য়াছে, যথা (নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি) * ভক্তিহীন বেদোদিত নিত্য নৈমিত্তিককর্ম্ম নিরর্থক, এবং নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ সংসার নিবর্ত্তক নিরঞ্জন অর্থাৎ সমস্ত উপাধি শূন্য নিত্য সত্য মুক্ত স্বভাব যে তত্ত্বজ্ঞান যাহাতে নিরতিশয় বিদেহ মুক্তিকে লাভকরিতে পারাযায় ভগবদ্ভক্তি বর্জ্জিত হইলে সেই তত্ত্বজ্ঞান ও শোভন হয়না; অর্থাৎ সম্যক মুক্তি প্রদানে সমর্থ হয়েন না। এবং কাম্য কর্ম্মাদি ও যদি ঈশ্বরে অর্পিত না হয় তাহাও ফল-

* ভক্তিহীন ইত্যর্থে, সকাম, নিষ্কাম যে কোন কর্ম্ম করুক, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি বিহীন হইলে নিরর্থক ক্লেশের নিমিত্ত হয়। এবং যাহারা শ্রীকৃষ্ণে বৈমুখ হইয়া জ্ঞান সোপানে আরোহণ করেন, তাঁহারদেরও সেই জ্ঞান, অজ্ঞানবৎ তৎপদ প্রাপ্ত করাইতে পারেন না।

কালে অকারণ অর্থাৎ বিফল হইয়া দুঃখের নিমিত্তীভূত হয়। অপিচ ফলাভি সন্ধিরহিত অকাম কর্ম্ম ও নিরর্থক, যেহেতু সাধকের, সত্ত্বশোধক হয়েন না, সুতরাং ভগবদ্ভাববর্জ্জিত ব্যক্তির কোন কর্ম্মই শোভন রূপে ফলদ নহে॥ ১২॥

অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্ শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ। উরুক্রম স্যাখিল বন্ধমুক্তয়ে সমাধিনানুস্মরতদ্বিচেষ্টিতং॥ ১৩॥

তদেবভক্তি শূন্যানিজ্ঞান বাক্‌চাতুর্য্য কর্ম্মকৌশলানি ব্যর্থান্যেবযতঃ অতোহরেশ্চরিত মেবানুবর্ণয়েত্যাহ। অথো ইতি। অথো অতঃ কারণাৎ অমোঘা যথার্থাদৃগ্ ধীর্যস্য শুচিশুদ্ধং শ্রবোযস্য সত্যরতঃ। ব্রতানি ধৃতানি যেন সভবান্ এবং মহাগুণস্তাবৎ। অতঃ উরুক্রমস্য বিবিধং চেষ্টিতং লীলাং সমাধিনা চিত্তৈকাগ্র্যেণ অখিলস্য বন্ধস্য মুক্তয়ে ত্বমনু স্মর স্মৃত্বাবর্ণয়েত্যর্থঃ। এতচ্চ বাক্যান্তর মিতি। মধ্যম পুরুষ প্রয়োগোনানুপপন্নঃ॥ ১৩॥

অতএব ভগবদ্ভক্তি শূন্য জ্ঞান বাকচাতুর্য্য কর্ম্ম কৌশলাদি সম্যক্ ব্যর্থ, অতহেতো, হেব্যাস, তুমি ভক্তি বিমিশ্র হরিলীলা বর্ণন করহ। (অথো ইতি)॥

*হে ব্যাস, তুমি অমোঘদৃক্, পুনঃ কি দৃশ, না, শুচিশ্রবাঃ, অতঃ সত্যঃরত, পুনঃ ধৃতব্রতঃ। অমোঘদৃক্ পদে অর্থাৎ যথা-

---

* ইত্যর্থে নারদ গোস্বামী বেদব্যাসকে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক কহিতেছেন, যেতুমি প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় অজ্ঞ নহ, ভগবানের চেষ্টাসকল তোমা কর্ত্তৃক অবিদিত নহে, অনুস্মরণ করিলেই তোমাতে সম্যক্ উদয় হইতে পারিবেক।

র্থাদৃষ্টি, এস্থলে দৃষ্টিশব্দে বুদ্ধি, ইত্যর্থে ব্যাসদেবকে সর্ব্ব-জ্ঞান সম্পন্ন বলাসিদ্ধ হইল। শুচিশ্রব শব্দে তোমার অনু-শ্রবণ পবিত্র কারণ, সত্যনিষ্ঠ, ধৃতব্রত তপস্যাদি পরিনিষ্ঠ অতএব এবম্ভূত তুমি সামান্য নহ, সমস্ত মায়া বন্ধন পরিমু-ক্ত্যর্থে সমাধি দ্বারা অর্থাৎ চিত্তৈকাগ্র্যদ্বারা উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণের বিবধালীলা অনুস্মরণ করতঃ বর্ণন করহ ॥ ১৩॥

ততোন্যথা কিঞ্চন যদ্বিবক্ষিতঃ পৃথগদৃশ স্তৎকৃতরূপ নামভিঃ। নকর্হিচিৎক্বাপিচ দুঃস্থিতামতির্লভেতবাতাহতনৌরিবাস্পদং ॥ ১৪ ॥

বিপক্ষে দোষান্তরমাহ। তত উরুক্রম বিচেষ্টিতাৎ পৃথক্‌দৃশঃ অতত্রবান্যথা প্রকারেণ যৎকিঞ্চিদর্থান্তরং বিবক্ষতঃ তত্রাবিবক্ষয়া কৃতৈঃ স্ফুরিতৈঃ রূপৈঃ নামভিশ্চ বক্তব্যত্বে নৈবোপস্থিতৈঃ দুঃস্থিতা অনবস্থিতা সতীমতিঃ কদাচিৎ ক্বাপি বিষয়ে আস্পদং স্থানং নলভেত। বাতেনাহতা আঘূর্ণিতা নৌরিব তদুক্তং গীতাসু। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরু নন্দন। বহুশাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়ো ব্যবসায়িনামি-ত্যাদি ॥ ১৪ ॥

অনন্তর বিপক্ষে দোষান্তর দর্শন করাইয়া কহিতেছেন। (তত ইতি) ॥

* পৃথক্ দৃষ্টিজন সকল অর্থাৎ ভেদ দৃষ্টি দুঃস্থিতা মতি যে-হেতু অনবস্থিতা বুদ্ধি যাহারদিগের হয় তাহারদিগের বুদ্ধিতে

---

* অর্থাৎ যাহারদিগের পূর্ব্ব জন্মের সাধন নাথাকে তাহারদিগের ভগবন্নামরূপ লীলাদিতে প্রবৃত্তি জন্মে না তাহাও দ্বিবিধ প্রকার

ভগবানের নামরূপাদির স্বরূপতা স্ফূর্ত্তি হইতে পারেনা, একারণ তাহারা ভগবৎ বিচেষ্টার অর্থাৎ লীলাদির অন্যথায় অর্থান্তর করিয়া বর্ণন করে কদাচিৎ সেই সকল অনবস্থিত ব্যক্তির চিত্ত ভগবদ্বিষয়ে স্থান লাভ করিতে পায় না, অহরহ কুতর্ক-বাদে বুদ্ধি ভ্রাম্যমাণাহয়েন, যেমন সমুদ্র মধ্যে বায়ুকর্ত্তৃক আহত হইয়া নৌকা আঘূর্ণিতা হয়, তদ্রূপ অনবস্থিত ব্যক্তির ভগবল্লীলায় বিশ্বাস জন্মে না। যথা শাস্ত্রান্তরে, (স্বল্প পুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈবজায়তে) অল্পপুণ্যবান ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণ লীলায় বিশ্বাস জন্মেনা॥ ১৪ ॥

জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেনুশাসতঃ স্বভাবরক্তস্য মহান্‌ব্যতিক্রমঃ। যদ্বাক্যতো ধর্ম্ম ইতী-তরঃ স্থিতোনমন্যতে তস্য নিবারণংজনঃ ॥ ১৫ ॥

তদেবং হরিযশোবিনা ভারতাদিষুকৃতং ধর্ম্মাদিবর্ণনং। অকিঞ্চিৎ করমিত্যুক্তং। প্রত্যুত বিরুদ্ধ মেবজাত মিত্যাহ। জুগুপ্সিতমিতি। জুগুপ্সিতং নিন্দ্যং কাম্যকর্ম্মাদি স্বভাবতএব রক্তস্য তত্ররাগিণঃ পুরুষস্য ধর্ম্মকৃতে অনুশাস তত্তব মহানয়ং ব্যতিক্রমঃ অন্যায় কুতই-ত্যত আহ। যস্যবাক্যতঃ অয়মেব মুখ্যোধর্ম্ম ইতিস্থিতিঃ ইতরঃ

আদৌ অজ্ঞতা অর্থাৎ স্বরূপতত্ত্ব নিরূপণ করিতে নাপারিয়া শাস্ত্রো-দিত বাক্যের প্রতি বিশ্বাস করে না, দ্বিতীয়তঃ, তত্ত্বনিরূপণ কারিণী বুদ্ধি সত্ত্বেও কুতর্কবাদে অভিভূত হইয়া ভগবন্নাম রূপ লীলাদি বর্ণনার খণ্ডন করণের সংকল্প করে তন্নিমিত্ত তাবৎ শাস্ত্রার্থের বিপরীত করিয়া এককালে নাম রূপের নিরাস করে।

প্রাকৃতোজনঃ তস্য কাম্যধর্ম্মাদেঃ অন্যেন তত্ত্বজ্ঞেন ক্রিয়মাণং নিবারণং বাক্রিয়মাণং। যদ্বানকর্ম্মণা নপ্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমাশু রিত্যাদি শ্রুত্যা ক্রিয়মাণং নিবারণং স্বয়মেব বাক্রিমাণং। নিবারণং যথার্থ মেতদিতি। নমন্যতে কিন্তু প্রবৃত্তি মার্গান্ধিকৃত বিষয়ং তদিতি কল্পয়তি তদুক্তং মতান্তরোপন্যাসে ভট্টৈঃ তত্রৈবং শক্যতেবক্তুং যেন্যোপঙ্গাদয়োনরাঃ। গৃহস্থত্বং নশক্যন্তে কর্ত্তুং তেষাময়ং বিধিঃ। নৈর্ষ্ঠিকং ব্রহ্মচর্য্যং বা পরিব্রাজকতাপিবা। তৈরবশ্য গৃহীতব্যাতেনাদাবেত দুচ্যতে ইত্যাদি ॥ ১৫ ॥

অতএব হরিলীলা বর্ণন বিনা বাহুল্যরূপে ভারতাদি ধর্ম্ম যাহা বর্ণন করিয়াছ, তাহা সমস্তই বিরুদ্ধ বর্ণন হইয়াছে, সুতরাং তোমার চিত্তমালিন্য দূর হয় নাই। ইত্যর্থে (জুগুপ্সিত মিতি) শ্লোক উক্ত করিয়াছেন।

ভাগবত ধর্ম্ম বর্জ্জিত অর্থাৎ হরিভক্তি শূন্য নিন্দনীয় কাম্য কর্ম্মাদিযুক্ত যেধর্ম্মের অনুশাসন করিয়াছ তাহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইয়াছে, যেহেতু তদনুরাগী জনের তাহাতে মহান্ * ব্যতিক্রম জন্মিয়াছে। অর্থাৎ যে বাক্যেতে বিশ্বাস করিয়া (প্রাকৃতোজন) অর্থাৎ বিষয় রাগীজন কাম্যাদি কর্ম্মকেই মুখ্য ধর্ম্ম স্থির করিয়া সংস্থিত হইবে, সুতরাং কস্মিন্ কালেও তাহারদিগের মুখ্য ধর্ম্ম যে ভাগবত ধর্ম্ম, তাহাতে বিশ্বাস জন্মিবে না। এবং † তত্ত্বজ্ঞ দ্বারা ক্রিয়মাণ বা অক্রিয়মাণ

---

* কাম্য কর্ম্মাদির বিশ্বাসে হরিভজনের ব্যাঘাৎ জন্মিবে, কেননা ব্যাসদেব কহিয়াছেন শুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই পরিমুক্ত হইবে, অতএব শাস্ত্রাদিতে এতদ্বর্ণন করা তোমার অন্যায় হইয়াছে॥

† তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির কর্ম্মাদি করণীয় বা অকরণীয় ইহার বিচার শ্রুত্য-

ইহার নিবারণ কোনমতেই জন সম্বন্ধে হইতে পারিবেক না, যেহেতু তদুক্তিমত কাম্যকর্ম্মাদিকেই দৃঢ়রূপে পরিগ্রহকরিবেক ॥ ১৫ ॥

বিচক্ষণোঽস্যার্হতি বেদিতুং বিভোরনন্তপারস্য নিবৃত্তিতঃস্থখং । প্রবর্ত্তমানস্য গুণৈরনাত্মন স্ততোভবান্ দর্শয় চেষ্টিতং বিভো ॥ ১৬ ॥

নন্বেযদ্যেবং প্রবৃত্তিমার্গোনিন্দ্যতে । তর্হিনিবৃত্তিমার্গে সর্ব্বক্রিয়া ত্যাগেনৈব পরমেশ্বর সুখ স্বরূপানুভূতেঃ কিংযদ্যশঃ কথনেনাপি তথাহ । বিচক্ষণ ইতি । বিচক্ষণোঽতিনিপুণঃ কশ্চিদেব নিবৃত্তিতঃ সর্ব্বক্রিয়া নিবৃত্ত্যা অস্য বিভোঃ সুখং নির্ব্বিকল্প সুখাত্মকং স্বরূপং বেদিতুং জ্ঞাতুমর্হতি । নপুনরবিচক্ষণঃ প্রবৃত্তি স্বভাবঃ । বিভূত্বে হেতুঃ নঅন্তঃকালতঃ পারঞ্চ দেশতো যস্য তস্যবিভোশ্চেষ্টিতং । ততঃ কারণাৎ হেবিভো অনাত্মনো দেহাভিমানিনঃ অতএব গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ প্রবর্ত্তমানস্য জনস্য দর্শয় ভবানিতি ত্বমিত্যর্থঃ । ভবন্নিতি পাঠেতু সম্বোধনং ॥ ১৬ ॥

স্তরে করিয়াছেন, যথা (নকর্ম্মণা নপ্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে নামৃতত্ত্ব মাশু রিত্যাদি) কেবল কর্ম্ম দ্বারা কি প্রাজাপত্যদ্বারা বা ধনদ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় না শুদ্ধ সন্ন্যাস দ্বারাই অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয় । অতএব তত্ত্বজ্ঞানির সম্বন্ধে কর্ম্ম অকরণীয় ও হয় না, অর্থাৎ কর্ম্মের সহিত ভগবদুপাস না কর্ত্তব্য, কিন্তু প্রবৃত্তি মার্গানুসারে কাম্যকর্ম্মাদির মুখ্যত্ব তদ্বাক্যানুশাসনে প্রাকৃতব্যক্তির চিত্তে অবধারিত হইতেছে, অতএব, ভগবদ্ভজনানুশাসন করা কর্ত্তব্য ।

যদ্যপি এবম্ভূত প্রবৃত্তিমার্গ নিন্দনীয় হয়, তবে নিবৃত্তিমার্গে সর্ব্বক্রিয়া ত্যাগ দ্বারা পরমেশ্বরের স্বরূপানুভবই বা কি প্রকার হইতে পারে। অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গস্থ ব্যক্তির কর্ম্মানুসারে স্বর্গাদি সুখানুভব যদি হয় তবে নিবৃত্তিমার্গস্থ কর্ম্মত্যাগীজনের নির্গুণ পরমেশ্বরের স্বরূপানুভবের সুখ কি, তদর্থে উক্ত হইয়াছে (বিচক্ষণ ইতি)।

* কশ্চিৎবিচক্ষণ জন নিবৃত্তিতঃ অর্থাৎ † নিবৃত্তমার্গস্থ সর্ব্বক্রিয়া ত্যাগ দ্বারা ‡ অনন্তপার পরমেশ্বরের ॥ নির্ব্বিকল্প সুখাত্মক স্বরূপানুভব করিতে শক্ত হয়েন। ¶ প্রবৃত্তিমার্গস্থ অবিচক্ষণ ব্যক্তি কদাপি তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারে না। হে ব্যাস তুমি সেই পরমেশ্বরের চেষ্টা অর্থাৎলীলাদি অনাত্মদিগের সম্বন্ধে দর্শন করাইতে যোগ্য হও ॥ ১৬ ॥

---

* কশ্চিৎ বিচক্ষণ, শব্দে অতি নিপুণ অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব বিশারদ ব্যক্তি।

† নিবৃত্তমার্গস্থ অর্থাৎ সর্ব্ব ক্রিয়া ত্যাগ দ্বারা এস্থলে ক্রিয়া ত্যাগে সর্ব্ব ক্রিয়া অকরণীয় নহে, কৃতকর্ম্মের ফল ঈশ্বরের অর্পণ করার নাম ক্রিয়া ত্যাগ।

‡ অনন্ত পারার্থে (নাস্তি অন্তোযস্য সঅনন্তঃ) যাঁহার অন্ত নাই তিনি অনন্ত। অর্থাৎ দেশ কাল বিভাগ ক্রমে যাঁহার সীমা করা যায় না তাঁহাকে অনন্ত পার বলা যায়।

॥ নির্ব্বিকল্প, পদে বিকল্প শূন্য, অর্থাৎ যাঁহার দ্বিতীয় নাই।

¶ প্রবৃত্তিমার্গস্থ পদে সকাম কর্ম্মী গুণাদিতে প্রবর্ত্তমান অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণ দ্বারা আবদ্ধ সংসারিব্যক্তি স্বর্গাদি সুখানুভাবক, পরমেশ্বরের সুখাত্মক রূপের অনুভাবক নহেন, এহেতু তাঁহার দিগকে

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে র্ভজন্নপকোঽথ পতেত্ততোযদি। যত্রক্ব বা ভদ্রমভূদমুষ্য কিং কোবার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ।১৭।

এবং তাবৎকাম্যকর্ম্মাদেরনর্থহেতুত্বাৎতংবিহায় হরের্লীলৈব বর্ণনীয়েত্যুক্তং। ইদানীন্তু নিত্যনৈমিত্তিক স্বকর্ম্ম নিষ্ঠামপি অনাদৃত্য কেবলং হরিভক্তিরেব উপদেষ্টব্যেত্যাশয়ে নাহ। ত্যক্ত্বেতি। নম্নুস্ব ধর্ম্মত্যাগেন ভজন্ ভক্তিপরিপাকেন যদি কৃতার্থোভবেৎ। তদানকদাচিৎ চিন্তা। যদি পুনরপক্ক এবম্রিয়তে ততোভ্রশ্যেদ্বা তদাচ স্বধর্ম্ম ত্যাগ নিমিত্তোঽনর্থোস্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ। ততোভজনাৎ পতেৎ কথঞ্চিৎ ভ্রশ্যেৎ ম্রিয়েতবা যদি তদাপি ভক্তিরসিকস্য কর্ম্মানধিকারাৎ নানর্থশঙ্কা। অঙ্গীকৃত্যাপ্যাহ। বাশব্দঃ কটাক্ষে যত্রকবা নীচযোনাবপি অমুষ্য ভক্তি রসিকস্য অভদ্রমভূৎ কিংনাভূদেবেত্যর্থঃ ভক্তিবাসনা সদ্ভাবাদিতি ভাবঃ। অভজদ্ভিস্তু কেবলং স্বধর্ম্মতঃ কোবার্থঃ প্রাপ্তঃ। অভজতামিষষ্ঠীতু সম্বন্ধমাত্র বিবক্ষয়া॥ ১৭॥

এবং তাবৎ কাম্যকর্ম্মাদির অনর্থকত্ব হেতুক তৎপরিত্যাগ করতঃ কেবল হরিলীলাদিই বর্ণনীয় নারদ গোস্বামীর মত, অপিচ স্বধর্ম্ম নিষ্ঠাকেও অনারদ করিয়া কেবল হরিভক্তিই উপদেষ্টব্য ইত্যাশয়ে ব্যক্তব্য হইয়াছে যথা [ত্যক্তেতি]।

স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও হরিভজন করা কর্ত্তব্য, যদ্যপি এমত আপত্তি কর যে ভক্তি পরিপাক দ্বারা যদি কৃতার্থ হওয়া যায়,

অবিচক্ষণ অর্থাৎ অনিপুণ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, হে বিভো বেদব্যাস তুমি সেই সকল গুণ প্রবৃত্ত সংসারস্থ জনগণের বোধার্থে অর্থাৎ হিতার্থে তদ্বিচেষ্টা অর্থাৎ ভগবল্লীলা বর্ণন ব্যাজে তন্নির্ব্বিকল্প সুখাত্মক স্বরূপের দর্শন করাও।

তবে স্বধর্ম্ম ত্যাগ জন্য দুস্কৃতির চিন্তা থাকে না বটে, কিন্তু অপক্ব ভজনে যদি ভক্তি ভ্রষ্টাহয়েন, তবে পতিত হওনের শঙ্কা থাকিল, উত্তরার্দ্ধ শ্লোকে তৎশঙ্কা নিরাস করিয়া কহিয়াছেন, যে ভক্তি রসিক অর্থাৎ হরিভক্তি পরায়ণ সাধকের যদিও ভজনে কিঞ্চিৎ অঙ্গ হানি হয়, তথাপি তাঁহার দুস্কৃতোত্থান হয় না, যেহেতু শাস্ত্রের ভরসা আছে। যথা গীতা। (নহি-কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাতগচ্ছতি) শুভকর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তার অঙ্গচ্যুতি নিমিত্তক দুরদৃষ্ট জন্মে না, ইহা ভগবান স্বয়ং অর্জুনকে কহিয়াছেন, অর্থাৎ হরিভক্তের কর্ম্মের অনধিকারে অনর্থ নাই। এই অঙ্গীকার পূর্ব্বক দেবর্ষি নারদ গোস্বামী, বা, শব্দে কটাক্ষ করিয়াছেন, যেহেতু সর্ব্ব ধর্ম্ম বর্জ্জিত নীচ জাতিরাও হরিভজন প্রভাবে উত্তমা গতি লাভ করে, তৎ-কালে তাহারদের কর্ম্ম ত্যাগ জন্য দুস্কৃতির বিচার করে না, অতএব ভক্তি বাসনা সদ্ভাব প্রযুক্ত সর্ব্বদা পবিত্র হয়, আর নিরন্তর স্বধর্ম্ম রক্ষা করতঃ হরিভক্তি বিহীন ব্যক্তির স্বধর্ম্ম রক্ষা জন্য কোন্ অর্থ লাভ হইতে পারে। অর্থাৎ কিছুমাত্র হইতে পারে না। যেহেতু (তপাংসি সর্ব্বাণিচ যদ্বদন্তীতি) শ্রুতি-সংবাদ করিয়াছেন, যে যে কর্ম্ম করুক কিন্তু সকলি তৎপ্রাপ্ত্যর্থে হয়। অতএব তদ্ভজনই * মুখ্যধর্ম্ম ॥ ১৭ ॥

---

* [কৃষ্ণ সেবা ব্রাহ্মণস্য স্বধর্ম্মঃ] কৃষ্ণ সেবাই ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্মঃ। ব্রাহ্মণ উপলক্ষণ মাত্র, সকল বর্ণেরি হরিসেবা মুখ্য ধর্ম্ম। যেহেতু, স্বধর্ম্ম রক্ষার ফল পরিপাকে হরিভক্তির উদয় হয়। তথাহি পুরাণান্তরে। (তাবদ্দারা সুতস্তাবৎ তাদৈশ্বর্য্যমীপ্সিতং। সুখং দুঃখং

তস্যৈবহেতোঃ প্রযতেত কোবিদোনলভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ। তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখংকালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা ॥ ১৮ ॥

নমু স্বধর্ম্মমাত্রাদি [কর্ম্মণা পিতৃলোক ইতিশ্রুতেঃ] পিতৃলোক প্রাপ্তিঃ ফলমস্ত্যেব তত্রাহ। তস্যেতি। কোবিদো বিবেকী তস্যৈব হেতো স্তদর্থং যত্নংকুর্য্যাৎ যৎউপরি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্তং অধঃ স্থাবর পর্য্যন্তঞ্চ ভ্রমদ্ভি র্জীবৈ র্নলভ্যতে ষষ্ঠীতু পূর্ব্ববৎ। তত্তু বিষয় সুখং অন্যতএব প্রাচীনস্বকর্ম্মণা সর্ব্বত্র নরকাদাবপিলভ্যতে। দুঃখবৎ যথা দুঃখং প্রযত্নং বিনাপি লভ্যতে তদ্বৎ তদুক্তং [অপ্রার্থিতানি দুঃখানিযথৈবায়ান্তি দেহিনাং। সুখান্যপি তথা মন্যে দৈবমত্রাতি-রিচ্যত ইতি ॥ ১৮ ॥

স্বধর্ম্ম মাত্রাদি রক্ষায় উপরি অধঃ পর্য্যন্ত ক্রমে ভ্রমণ করিতে হয়, যেহেতু প্রাজাপত্যাদি ফলদ্বারা পিতৃলোক প্রাপ্তি শ্রুতি সংবাদ করেন। তদর্থে উক্ত করিয়াছেন, যথা (তস্যেতি)।

কোবিদ বিবেকী পণ্ডিতেরা তদর্থে তাঁহার যত্ন করেন, * উপরি ব্রহ্মলোক অবধি অধঃ স্থারর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াও

নৃণাং তাবৎ যাবৎ কৃষ্ণে নমানসং।) মনুষ্য সম্বন্ধে দারাপত্য ধনজন সুখাদির তাবৎ ইচ্ছা থাকে, যাবৎ মনোভিমানী আত্মার অর্থাৎ মানস শ্রীকৃষ্ণে সংলগ্ন না হয়, অতএব হরিভজনে প্রবর্ত্ত ব্যক্তির কোন কর্ম্মের অকরণে দুর দৃষ্ট জন্মে না।

* অর্থাৎ স্বধর্ম্ম রক্ষা ফলে উপরি ব্রহ্মলোকাদি গমন করিয়া পুণ্য-ক্ষয়ে পুন র্জন্ম হয়, তদ্রূপ দুস্কৃত কর্ম্মে নরক ভোগ করতঃ পরিমিত কালাত্যয়ে পুনর্জন্ম হয়, সুতরাং স্বর্গ নরকের পরিণামে তুল্য ফল

জীবেরা যাঁহাকে লাভ করিতে পারেন না, যাঁহাতে সমস্ত সুখের সম্বন্ধ রহিত তাহাই স্বকর্ম্ম ফলে জীবের লাভ হয়, কেবল ত্যক্ত সংসারি ব্যক্তিরই অখণ্ড সুখ লাভ হইয়া থাকে, গভীর রংহাকাল অর্থাৎ অব্যক্তা গতি যে কালের তৎকর্ত্তৃক জীবের সুখ দুঃখাদির অনুভব হইতেছে। সুখ দুঃখ অপ্রার্থিত হইলেও অদৃষ্ট ফলে অর্থাৎ স্বকর্ম্ম ফলে কালে আপনিই উদয় হয়। যথা (অপ্রার্থিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাং। সুখান্যপি তথামন্যে দৈবমত্রাতি রিচ্যতে)। যদ্রূপ অপ্রার্থিত দুঃখের আগতি সেই রূপ অপ্রার্থিত ও সুখের আগমন হয়, ইহার অতিরিক্ত দৈব অর্থাৎ কর্ম্মকেই মান্য করিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

নবৈজনোজাতু কথঞ্চনাব্রজেন্মুকুন্দ সেব্যন্যবদঙ্গসংসৃতিং। স্মরণ্মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপ গূহনং পুনর্বিহাতু মিচ্ছেন্নরসগ্রহোজনঃ ॥ ১৯ ॥

যদুক্তং যত্রকৃবা অভদ্রমভূদিতি তদুপপাদয়তি। নবৈইতি॥ মুকুন্দসেবীজনঃ জাতুকদাচিৎ কথঞ্চন কুযোনিং গতোপি সংসৃতিং নাব্রজেৎ নাবিশেৎ। অঙ্গ অহো অন্যবৎ কেবল কর্ম্মনিষ্ঠবৎ ইতি বৈধর্ম্ম্যে দৃষ্টান্তঃ কুতইত্যত আহ। মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যু রুপগূহনং আলিঙ্গনং

বোধে বিবেকী পণ্ডিতেরা কর্ম্মের অনাদর করতঃ হরিভজনেরই সর্ব্বতো যত্ন করেন যে হেতু অন্ধতামিস্র নরক যে মাতৃগর্ত্ত তাহাতে উভয়কেই বাস করিতে হয়, হরিসাধনা ব্যতীত তন্নিবারণের অন্য উপায় নাই।

পুনঃ স্মরণ বিহাতুং নেচ্ছেৎ যতোহয়ং জনো রসগ্রহো রসেন রসনীয়েন গৃহ্যতে বশীক্রিয়তে। যদ্বা রসনীয়ে গ্রহ আগ্রহোযস্য তদুক্তং ভগবতা যততেচ ততোভূয়ঃ সংসিদ্ধে কুরুনন্দন। পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তে হ্যবশোপিসঃ ইতি॥ ১৯॥

পূর্ব্ব শ্লোকে ভগবদ্ভক্তি মান ব্যক্তির স্বধর্ম্ম ত্যাগ জন্য অকল্যাণ হয় না, তদ্দৃষ্টান্ত দিয়া অত্র শ্লোকে হরিভক্তি দার্ঢ্যজানাইতেছেন যথা (নবৈইতি)

শ্রীকৃষ্ণসেবীজন * অন্যবৎ কদাপি সংসৃতি অর্থাৎ ঘোরান্ধকূপ সংসারে প্রবিষ্ট হয় না, যদিও কুযোনি অর্থাৎ হীন জাতিও হয়, তথাপি মুকুন্দ সেবা প্রভাবে পরিমুক্ত হইয়া যায়, ইত্যভিপ্রায়ে ইহজন্মে সম্যক্ ভজনানুষ্ঠানে সিদ্ধ না হইলেও † জন্মান্তরে সিদ্ধ হয় তদর্থে উক্ত হইয়াছে।

* অন্যবৎ পদে কেবল স্বকর্ম্ম নিষ্ঠবৎ পুনঃ২ সংসার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, অর্থাৎ কর্ম্ম করিলেই ফল আছে, ফল সত্ত্বে ভোগ করিতে হয় ভোগ সাপেক্ষ শরীর, সুতরাং শরীর ধারণার্থ মাতৃ গর্ব্ভ বাস, অর্থাৎ মাতৃ গর্ব্ভ মলভাণ্ড, তৎসংস্থিত ব্যক্তিকেই নরক ভোগী কহিয়া মুমুক্ষু ব্যক্তিরা কর্ম্ম সাধনে অনিচ্ছু অতএব কর্ম্মনির্ম্মূলন কারণ হরি ভজনকেই যত্ন করেন।

† পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যা পুনর্জ্জন্মে সমুদিতা হয়েন, যথা [মৃতমপ্যনুগচ্ছতে বিদ্যা যথা সংক্রমতে রবিরিতি] পূর্ব্বাভ্যাসে বিদ্যা মৃত হইলেও সঙ্গে অনুগমন করেন, যেমন সূর্য্যদেব পূর্ব্ব দিবসে তাপ করিয়াছিলেন, পর দিবসে উদয় হইয়া ও সেইরূপ তাপযুক্ত করেন, অথবা মাসে২ সংক্রম করিয়াও সেইরূপ উদয় হয়েন, কিম্বা পূর্ব্ব কল্পে যদ্রূপ তমোনাশ করিয়াছিলেন, প্রলয়া বসানে পুনঃ কল্পেও সেইরূপ তমোনাশক হয়েন, যথা শ্রুতিঃ। [সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্ব

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মের (উপগূহন) আলিঙ্গন স্মরণ হইয়া পুন রালিঙ্গন ইচ্ছাকরে পরিত্যাগেচ্ছা করে না, অর্থাৎ * যে রসের গ্রাহক যে ব্যক্তি সেই ব্যক্তি তদ্বশীভূত হইয়া সেই রসের পরিগ্রহণ করে রসগ্রহ ব্যক্তির রসগ্রহণের আগ্রহতা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কহিয়াছেন, যথা (যততেচত তোভূয়ঃ সংসিদ্ধে কুরুনন্দন। পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোপিস ইতি) পূর্ব্ব জন্মকৃত ভজনানুষ্ঠানের সিদ্ধ্যর্থ পুনর্জন্মেও যত্ন করে, কেননা পূর্ব্বাভ্যাস বলে আকৃষ্ট করে, অবশ অর্থাৎ অনিচ্ছু হইলেও তৎপদবীতে আরোহণ করিতে হয়॥ ১৯॥

ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো যতোজগৎ স্থাননিরোধ সম্ভবাঃ। তদ্ধিস্বয়ং বেদভবাং স্তথাপিতে প্রদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতঃ ॥ ২০॥

মকল্পয়দিতি] পূর্ব্ব কল্পে যেরূপ চন্দ্রসূর্য্য ছিলেন, পরমাত্মা অর্থাৎ জগৎ বিধাতা সেইরূপ চন্দ্রসূর্য্যকে পুনঃ কল্পেও কল্পনা করেন।

* রসগ্রহ ব্যক্তি রসাস্বাদন বশে পুনঃ রসগ্রহণে আগ্রহ হয়, তাহার প্রমাণ, মাতৃ গর্ব্ভোৎপন্ন শিশু, গর্ব্ভস্থকালে জরায়ুস্থিত মাতৃ রজ অমৃত নাড়ী দ্বারা পান করে, পরে ভূমিষ্ঠ হইলে পর ঐ রজসোদ্ভূত দুগ্ধ স্তন মুখে ক্ষরিত হয়, কেবল বর্ণের বৈলক্ষণ্য মাত্র রসের বৈলক্ষণ্য নাই একারণ, অজ্ঞবালক অবশ হইয়াও জাত মাত্রতঃ বিনোপদেশে অধরে স্তনস্পর্শ মাত্রে পূর্ব্বাভ্যাস বলে স্তন্যপানে নিযুক্ত হয়, অতএব পূর্ব্বাভ্যাসকেই স্বভাব বলিয়া খ্যাত করিয়াছেন এতন্নিমিত্ত সাধুব্যক্তিরা হরিভজনার অভ্যাসে যত্নবান হয়েন।

তদেবং ভগবল্লীলাং প্রাধান্যেনানুবর্ণযেত্যুক্তং তত্রকোভগবান্ কাচতস্য লীলা, ইত্যপেক্ষায়া মাহ। ইদমিতি। ইদং বিশ্বং ভগবানেব সতু অন্যস্মাদিতরঃ ঈশ্বরাৎ প্রপঞ্চ নপৃথক্ ঈশ্বরস্ত প্রপঞ্চাৎ পৃথগিত্যর্থঃ। তত্রহেতুঃ। যতো ভগবতো হেতোর্জগতঃ স্থিত্যাদয়ো ভবন্তি অনেনৈব লীলাপি দর্শিতা। যদ্বা ইদং বিশ্বং ভগবান্ ইতরইব যঃ সজীবোপি ভগবান্ চেতনাচেতন প্রপঞ্চ স্তদ্ব্যতি রেকেণ নাস্তি স এব এক স্তত্ব মিত্যর্থঃ। হি শব্দেন [সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেত্যাদি] শ্রুতি প্রমাণং সূচিতং। তৎহি স্বয়মেব ভবান্ বেদ প্রদেশ মাত্র মেকদেশমাত্রং॥ ২০॥

অতএব হে বেদব্যাস তুমি সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাদি সকল প্রাধান্য রূপে বর্ণন করহ। এই নারদ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছিল, তদভি প্রায়ে বক্তব্য, এই যে, সেই ভগবান্ কে, আর তাঁহার লীলাদিই বা, কি, এই অপেক্ষাতে কহিতেছেন। যথা ইদমিতি।

এই বিশ্ব অর্থাৎ ব্রাহ্মাণ্ড সমুদয়ই ভগবান্। সেই ভগবান্ প্রপঞ্চ অর্থাৎ মায়ার সহিত * ঈশ্বর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন,

---

* ঈশ্বর শব্দার্থে সম্যক্ বেদের তাৎপর্য্য কহিয়াছেন, অর্থাৎ তুরীয়, সুসুপ্ত, স্বপ্ন জাগ্রৎ, এই চতুর বস্থাপন্ন, এক অস্তি প্রত্যয় মাত্র তুরীয়, তিনি অবাংমনসো গোচর কেবল জ্ঞপ্তিমাত্র, বিশ্বলীলা প্রকাশার্থ প্রপঞ্চ দ্বারা ঈশ্বর রূপী হয়েন তাঁহাকেই তাঁহার আদি পৌরুষ রূপ বলেন, তদন্যৎ সুসুপ্তা বস্থ জীব, ঈশ্বর হইতে জীবের বিশেষ এই যে ঈশ্বর মায়ার নিয়ন্তা জীব মায়ার নিয়ম্য, অর্থাৎ ঈশ্বরের অধীন মায়া মায়ার অধীন জীব, সুতরাং জীবকে ঈশ্বরেতর বলিয়া শ্লোকে উক্ত করিয়াছেন। জীবাধীন স্বপ্নাবস্থায় মন, তদধীন জাগ্র দবস্থাপন্ন অহং-

বস্তুতঃ তাঁহা হইতে প্রপঞ্চ পৃথক্ বস্তু নহেন কিন্তু প্রপঞ্চ হইতে ঈশ্বর পৃথক্। তাহার হেতুঃ প্রদর্শন করাইতেছেন, অর্থাৎ ভগবান্ এই বিশ্বের কারণ যৎ প্রপঞ্চ দ্বারা স্থিতি লয় সম্ভবাদি হইতেছে, অতএব তিনি কার্য্যরূপী হইয়া ও কারণ স্বরূপে সৃষ্টি লীলা প্রকাশ করিতেছেন, যেহেতু তিনি বিরাট্। চেতনা চেতন প্রপঞ্চ তদ্ব্যতিরেকে কিছু মাত্র নাই একমাত্র তিনিই সত্য, যথা (এক মেবাদ্বিতীয়ং) যদ্ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই, সুতরাং কার্য্য কারণ রূপে তিনিই এক হয়েন বিরাটরূপী যে ভগবান সেই ভগবানই জীবরূপী হয়েন, প্রপঞ্চ মাত্র প্রধান জানিহ হি শব্দে শ্রুতি প্রমাণ দর্শন করাইতেছেন। (সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেত্যাদি) এই সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্ম এই ভগবত্তত্ত্ব তুমি জানহ তথাপিতৎ সম্বন্ধে তাঁহার প্রদেশ অর্থাৎ একদেশ মাত্র প্রদর্শিত হইল॥ ২০॥

ত্বমাত্মনাত্মান মবেহ্যমোঘদৃক্ পরস্য পুংসঃ পরমাত্মনঃ কলাং। অজং প্রজাতং জগতঃ শিবায়তন্মহানুভাবাভ্যুদয়োঽধিগণ্যতাং ॥ ২১॥

আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদেত্যাদি শ্রুত্যর্থ সম্পাদনায় প্রদর্শিতং। নচ তবাচার্য্যাপেক্ষাপি ঈশ্বরাবতারত্বাদিত্যাহ। ত্বমিতি। হে অমো-

---

কার, ইত্যর্থে ঈশ্বর সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ব্ভ বিরাট। অর্থাৎ নারায়ণ, শিব, ব্রহ্মা, মনু, যদিও পৃথক২ রূপে পৃথক২ কার্য্য কর্ত্তা বটেন, তথাপি এক দেব বলিতে কোন ব্যাঘাৎ নাই।

যদৃক্ ত্বমাত্মা স্বয়ং আত্মান মজমেব সন্তং জগতঃ শিবায় প্রজাত মবেহি। কুতঃ পরস্য পুংসঃ কলাং অংশভূতং তৎতস্মাৎ মহানুভাবস্য হরেঃ অভ্যুদয়ঃ পরাক্রমোঽধি অধিকংগণ্যতাৎ নিরূপ্যতাং॥ ২১॥

পুনর্নারদ গোস্বামী বেদব্যাস গোস্বামীকে স্তুতিবাক্যে কহিতেছেন, যে ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানের প্রতি গুরু উপদেশের অপেক্ষা করে, যথা শ্রুতিঃ (যথা আচার্য্যবান্ পুরুষোবেদেত্যাদি) শ্রুতিঃ। আচার্য্য পদে গুরু, অর্থাৎ গুরু সেবাপরায়ণ ব্যক্তিই ভগবানের স্বরূপ তত্ত্ব জানিতে পারে কিন্তু তজ্জ্ঞানের প্রতি তোমার গুরু উপদেশের অপেক্ষা নাই, যেহেতু তুমি ঈশ্বরাবতার, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (ত্বমিতি)

হে আমোঘদৃক, সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন ব্যাস, তুমি স্বয়ং আত্মা কর্ত্তৃক আত্মাকে জানিয়াছ, আত্মা কিন্ভূত না * অজ, অর্থাৎ জন্ম রহিত, পুনঃ কিন্ভূত না অতীন্দ্রিয় জগতের

* অজ, অর্থাৎ জন্মেন না যেহেতু সকলের জনক তিনি, তাঁহার জনক নাই, তথাপি প্রজাতবৎ জানাইয়া লীলা করেন। যথা [জয়তি জননিবাসো দেবকী জন্মবাদঃ] তিনি জীব সকলের বাস স্বরূপ দেবকী গর্ব্ভজাত বাদ অর্থাৎ বাক্যমাত্র। তথাহি মার্কণ্ডেয়ে। দেবানাং কার্য্য সিদ্ধ্যর্থ মাবির্ভবতি সাযদা। উৎপন্নেতি তদালোকে সানিত্যাপ্যভিধীয়তে] যদ্যৎকালে দেবতাদিগের কার্য্য সিদ্ধ্যর্থ আবির্ভাব হয়েন, তত্তৎকালে তিনি জন্মিলেন লোকে কহিয়া থাকে, ফলে তাঁহার নিত্যত্ব সিদ্ধিঃ।

হিতার্থে জন্মিয়াছেন, সেই * পরম পুরুষ পরমাত্মার অংশ ভূত তুমি একারণ † মহানুভাব ভগবানের ‡ অভ্যুদয় অর্থাৎ পরাক্রম ‖ অধিক রূপে নিরূপণ করহ ॥ ২১ ॥

ইদং হি পুংস স্তপসঃ শ্রুতস্য বা স্বিষ্টস্য সূক্তস্যচবুদ্ধদত্তয়োঃ। অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভি র্নিরূপিতো যদুত্তমঃ শ্লোক গুণানুবর্ণনং ॥ ২২ ॥

* পরম শব্দ শ্রেষ্ঠবাচক। পুরুষ শব্দে আত্মা, [পুরীংকৃত্বা শেতেষঃ সঃ পুরুষঃ] অর্থাৎ পুরীপদে দেহ, অতএব ইচ্ছা দ্বারা দেহ নির্ম্মাণ করিয়া যিনি বাস করেন, তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

† মহানুভাব পদে, কীর্ত্তিমান্ পুরুষাদি কে বলে, এস্থলে যাঁহার স্বরূপানুভব করাযায় না তাঁহাকেই [মহানুভাব] বলিয়াছেন।

‡ অভ্যুদয় পদে পরাক্রম অর্থাৎ লীলাদি কর্ম্ম।

‖ অধিক রূপে নিরূপণ, ইত্যর্থে বাহুল্য বর্ণন নহে, স্বরূপাধিকারে নিরূপণ করা অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বর ভিন্ন ঈশ্বরের স্বরূপোপদেশ করা অন্যের সাধ্য নাই, যথা শ্রুতিঃ [কস্তং মদামদং দেবং মদন্যোজ্ঞাতু মর্হতি] সেই দেব যিনি সর্ব্বভূতে অধিবাস করেন, আমাভিন্ন কে তাঁহাকে জানিতে শক্ত ইত্যর্থে অহং শব্দ জনবাচক না হইয়া ব্রহ্মবাচক রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপ ব্রহ্মই জানেন যথা কেনেষিত উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে দেবতারা অক্ষম হওয়াতে ব্রহ্ম স্বয়ং উমাদেবী রূপে ইন্দ্রকে আত্মোপদেশ করিয়াছিলেন, অতএব হে সত্যবতী পুত্র তুমি স্বয়ং হরির রূপ, একারণ তোমার স্বরূপোপদেশ বিনা হরিযশ বর্ণনের ক্ষমতা আছে।

অনেনৈব তপ আদি সর্ব্বং তবসফলং স্যাদিত্যাহ। ইদমিতি। শ্রুতাদয়ো ভাবে নিষ্ঠা। ইদমেবহি তপঃ শ্রবণাদে রবিচ্যুতো নিত্যঃ অর্থঃ ফলং। কিন্তৎ উত্তম শ্লোকস্য গুণানু বর্ণন মিতিযৎ॥ ২১ ॥

হরিগুণানুবাদ নিমিত্ত তোমার তপোধ্যয়নাদি সফল তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (ইদমিতি।

কবিগণেরা অর্থাৎ বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন, যে পুরুষের * তপস্যারও শাস্ত্রাধ্যয়নের আরবেদসূক্তপাঠের অর্থাৎ বেদানুষ্ঠান করণেরও দানের এবং জ্ঞানের সেই অবিচ্যুত ফল অর্থাৎ নিত্য ফল যেহেতু উত্তম শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবর্ণনই সমস্ত ক্রিয়ার উত্তর ফল রূপে প্রসিদ্ধ হয় ॥২২॥

অহং পুরাতীত ভবেভবং মুনে দাস্যাশ্চ কস্যাশ্চনবেদবাদিনাং। নিরূপিতো বালকএব যোগিনাং শুশ্রূষণে প্রাবৃষিনির্বিবিক্ষতাং ॥ ২৩ ॥

সৎসঙ্গতো হরিকথা শ্রবণাদি ফলং। স্ববৃত্তান্তেন প্রপঞ্চয়তি। অহমিতি। অহংপুরা পূর্ব্বকল্পে অতীত ভবে পূর্ব্ব জন্মনি বেদবাদিনাং

* অর্থাৎ কলকাষ্ঠারূপে নিয়ম গ্রহণে শরীর শোষণ তপস্যা, নানা শাস্ত্রাধ্যয়ন করতঃ পরিশ্রম দ্বারা সার ভাগের গ্রহণ, বেদাক্ষরা বৃত্তি দ্বারা তদর্থ ধারণা অর্থাৎ শমদমাদি সাধন, এবং বেদান্তাদি উক্ত জ্ঞানানুষ্ঠান করণ, প্রভৃতির পরিণামে ফল এক হরিতেই পর্য্যবসান হয়, সুতরাং হরিগুণানু বর্ণনকেই পণ্ডিতেরা পরম ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

দাস্যাঃ সকাশাৎ অভবং জাতোস্মি নিরূপিতঃ নিযুক্তঃক যোগিনাং শুশ্রূষণে প্রাবৃষি বর্ষোপলক্ষিতে চাতুর্মাস্যে নির্বিবিক্ষতাং নির্বেশ মেকত্র বাসং কর্ত্তুমিচ্ছতাং ॥ ২৩ ॥

অনন্তর সাধু সঙ্গ ফলেই হরিকথা শ্রবণাদিতে প্রবৃত্তি জন্মে তদর্থে আপনার পূর্ব্ববৃত্তান্ত দ্বারা নারদ গোস্বামী বেদব্যাসকে উপদেশ করিতেছেন। যথা (অহমিতি)

হে মুনে হে ব্যাস * পূর্ব্ব কল্পে অর্থাৎ পূর্ব্ব জন্মে বেদবাদী ব্রাহ্মণদিগের কোন দাসী গর্ব্ভে আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই ব্রাহ্মণের গৃহে বর্ষোপলক্ষিতে অর্থাৎ চাতুর্ম্মাস্য বর্ষাকালে বেদবাদী ব্রহ্মযোগীরা বাস করিয়াছিলেন, ঐ বিপ্র নিয়োগে তাঁহাদিগের শুশ্রূষায় আমি নিযুক্ত হই, নির্ব্বিবিক্ষিত পদে নির্বেশ অর্থাৎ আমার ও তাঁহাদিগের সহিত একত্র বাস করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল ॥ ২৩ ॥

---

* পূর্ব্বকল্প পদে অতীত পাদ্মকল্পে আমি ব্রহ্মশাপে শূদ্র যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই জন্মে দাসী গর্ব্ভ সম্ভূত হই। তদর্থে মদীয় পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কহিতেছি শ্রবণ করহ। অর্থাৎ প্রথম সর্জ্জনকালে জগদ্বিধাতা দশ পুত্র উৎপাদন করতঃ সৃষ্টি করণার্থে আজ্ঞা করেন, তদাজ্ঞামতে সকলেই প্রাজাপত্যব্রত হয়েন, কেবল আমিই সৃষ্টি-ক্রিয়ায় বৈমুখ হইলাম, তাহাতে আমাকে পিতা অভিশপ্ত করেন, যে যেমন তুমি আমার আজ্ঞা হেলন করিলে তেমন তুমি পঞ্চাশৎ কামিনী পতি হইবে, সেই ব্রহ্ম শাপে আমি গন্ধর্ব্বকুলে চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের গৃহে জন্ম গ্রহণ করি, আমার নাম (উপবর্হন) অতি সুগায়ন ছিলাম, পরে মালাবতী নামে চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের কন্যা বিবাহ করি, অনন্তর ক্রমশঃ পঞ্চাশৎ দার গ্রহণ হয়, সেই সকল স্ত্রীগণে আবৃত

তেম্বয্যপেতাখিলচাপলেঽর্ভকে দান্তেঽধৃত ক্রীড়নকেঽনুবর্ত্তিনি। চক্রুঃকৃপাং যদ্যপি তুল্যদর্শনাঃ। শুশ্রূষমাণে মুনয়োঽল্পভাষিণি॥ ২৪॥

অপেতানি অখিলানি চাপলানি যস্মাৎ তস্মিন্দান্তে নিয়তেন্দ্রিয়ে। অধৃত ক্রীড়নকে ত্যক্ত ক্রীড়া সাধনকে। অনুবর্ত্তিনি অনুকূলে॥ ২৪॥

সেই মহাত্মা যোগবিৎসাধুগণেরা যদিও * সমদর্শী তথাপি আমাকে কৃপা করিয়াছিলেন। আমি কেমন, না, সমস্ত

হইয়া ব্রহ্মলোকে গান করিতে যাইয়া থাকি, একদা কোন কারণে তালভঙ্গ হওয়াতে ব্রহ্মা পুনঃ শাপ প্রদান করেন, যে তুমি এ দেহ পরিত্যাগ করতঃ শূদ্র যোনি প্রাপ্ত হও, কিয়ৎকালাবসানে তদ্দেহ ত্যাগ করতঃ কান্যকুব্জে দ্রুমিল নামক গোপের পত্নী কলাবতী গর্ব্ভে কাশ্যপ ঋষির বীর্য্যে জন্ম গ্রহণ করি, দ্রুমিলের পর লোক গমন হওয়াতে আমার মাতা আমার সহিত ঐ ব্রাহ্মণের গৃহে দাসীত্ব করিতে নিযুক্তা হইয়াছিলেন। ইহার এক আখ্যায়িকা আছে, যে কান্যকুব্জে (দ্রুমিল) গোপ তৎ পত্নী অপুত্র', কিন্তু পতির দোষে সন্তান হয় না, ইহা জানিয়া পতির আজ্ঞাক্রমে ঋতুকালে কাশ্যপ ঋষিকে পুত্রার্থে প্রসন্ন করেন, উক্ত ঋষি পরদারা মর্ষণে অনিচ্ছু অর্থাৎ তাহাকে গ্রহণ করিলেন না, দৈবায়ত্ত কোন কারণে ঋষি বীর্য্য স্খলিত হয়, কলাবতী তদ্বীর্য্য ভক্ষণ করাতে গর্ব্ভবতী হইয়াছিলেন, এতদ্বিধায় গোপপত্নীর পাতিব্রত্যের হানি নাই ঋষিরও কামুকত্ব দোষের খণ্ডন হইয়াছে।

* সমদর্শীপদে আত্মপর, শত্রুমৈত্রাদি ভেদশূন্য, তথাপি দুঃখিনী বালক যে আমি, আমাকে কৃপা করিয়াছিলেন।

প্রকারে চপলতা শূন্যবালক, আরদান্ত অর্থাৎ * সংযত ইন্দ্রিয় পুনঃ কিম্ভূত, না † অধৃত ক্রীড়নক, অর্থাৎ বালোচিত সম্যক্ ক্রীড়া বর্জ্জিত, অনুবর্ত্তি অর্থাৎ নিয়ত তাঁহারদিগের সেবায় অনুকূল ॥ ২৪ ॥

উচ্ছিষ্ট লেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ সকৃৎ-স্মভুঞ্জেতদপাস্ত কিল্বিষঃ। এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতস স্তদ্ধর্ম্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে ॥ ২৫ ॥

উচ্ছিষ্টস্য লেপান্ ভিক্ষপাত্র লগ্নান্। তৈর্দ্বিজৈ রনুজ্ঞাতঃ সন্ ভুঞ্জম। তেন ভোজনেন অপাস্ত কিল্বিষ জাতোস্মি। তেষাং ধর্ম্মে পরমেশ্বর ভজনএব আত্মনো মনসঃ রুচিঃ প্রজায়তে স্মেতা ন্বয়ঙ্গঃ॥ ২৫ ॥

অনন্তর, ভগবদ্ভক্তের প্রসাদান্ন ভোজনের যে মহিমা তাহা ব্যাখ্যা করিতেছেন, যথা (উচ্ছিষ্টেতি)

এই সকল সাধুদিগের আজ্ঞাক্রমে ভিক্ষাপাত্র লগ্ন অর্থাৎ ভোজনাবসানে ভোজন পাত্রাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিতাম,

---

*: সংযতেন্দ্রিয় পদে জিতেন্দ্রিয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সত্ত্বেও তদ্বৃত্তি শূন্য যেহেতু কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যাদির উদয় ছিল না।

† অধৃত ক্রীড়নক পদে, বালক হইয়াও বাল ক্রীড়ায় বর্জ্জিত, কেবল সেই সাধুদিগেরই পরিচর্য্যায় যত্নবান্ ছিলাম, অর্থাৎ কুশকুসুম সমিৎ-বারি কালে কালে আহরণ করিতাম এবং ভুক্তোচ্ছিষ্টাদি ভোজন ও পাত্রাদি মার্জ্জন করিতাম।

সেই ভগবদ্ভক্তের পত্রাবশিষ্ট প্রসাদ ভোজনের দ্বারা আমি সমস্ত পাপে পরিমুক্ত হইয়াছি, সেই সকল সাধুসঙ্গ ধর্ম্মেতে পরমেশ্বর ভজন প্রবৃত্তি মনেতে জন্মিয়াছে, অতএব সাধু সঙ্গই মোক্ষ জ্ঞানের কারণ হয় ॥ ২৫ ॥

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তামনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ। তাঃ শ্রদ্ধয়া মেনুপদং বিশৃণ্বতঃ প্রিয়শ্রবস্যাঙ্গমমাভবদ্রতিঃ ॥২৬॥

অশৃণবং শ্রুতবানস্মি। মেশ্রদ্ধয়া মমৈব স্বতঃ সিদ্ধয়া নত্বন্যে বলাজ্জনিতয়া অতো মমেত্যস্যা পৌনরুক্ত্যং ॥ ২৬ ॥

সেই সকল ভগবদ্ভক্ত ঋষিগণেরা কৃষ্ণগুণানুবাদ গান করিতেন আমি তৎকালে নিকটে থাকিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তাঁহারদিগের কৃপায় সেই মনোহর হরিকথা শ্রবণ করিতাম * সেই শ্রদ্ধা কিম্ভূতা, না স্বতঃসিদ্ধা, ক্রমশঃ সাধু মুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে২। প্রিয়শ্রব শ্রীকৃষ্ণে আমার রতিজন্মিয়াছিল ॥ ২৬ ॥

তস্মিং স্তদালব্ধ রুচের্মহামতে প্রিয়শ্রবস্যা

* স্বতঃ সিদ্ধা শ্রদ্ধা পদে, স্বয়ং উৎপন্না হয় নচেৎ কুপ্রকৃতিক ব্যক্তির হরিভজন শ্রদ্ধা কেহ বল পূর্ব্বক জন্মাইতে পারে না। অতএব সাধুসঙ্গ করিতে২ ভাগ্যবশে কাহারও হরিকথায় শ্রদ্ধা হয়।

† প্রিয়শ্রব শব্দে শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ যল্লীলা শ্রবণে সকলের প্রীতি জন্মে, অতএব তাঁহাকে প্রিয়শ্রব বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

স্খলিতামতির্ম্মম। যয়াহমেতৎ সদসৎ স্বমায়য়া পশ্যেময়ি ব্রহ্মণি কল্পিতং পরে ॥ ২৭ ॥

প্রিয়ংশ্রবা যস্যতস্মিন্ ভগবতি লব্ধরুচের্ম্মম অস্খলিতা অপ্রতিহতা মতি রভবদিত্যনুষঙ্গঃ। যয়া মত্যা পরে প্রপঞ্চাতীতে ব্রহ্মরূপেময়ি সদসৎ স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ এতৎ শরীরং স্বমায়য়া স্বাবিদ্যয়া কল্পিতং নতু বস্তুতোস্তীতিতৎ ক্ষণমেব পশ্যে পশ্যামি ॥ ২৭ ॥

সেই প্রিয়শ্রব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে * লব্ধরুচি যে আমি, আমার † অপ্রতিহতা মতি উৎপন্না হয়, যে মতি দ্বারা ‡ প্রপঞ্চাতীত ॥ সদসৎ অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্ম ব্রহ্মস্বরূপের দর্শন হয়, অর্থাৎ আপনাতে ব্রহ্মতাপন্ন হওয়াতে তৎক্ষণ মাত্রে এরূপ বোধ হইল যে ভগবানের স্বমায়াকল্পিত অর্থাৎ স্বীয়ামায়া রচিত এই বিশ্ব ফলিতার্থ এতৎ শরীর বস্তুতঃ সত্য নহে ॥ ২৭ ॥

ইত্থংশরৎ প্রাবৃষিকা বৃতূহরের্বিশৃণ্বতো মেনুসবং যশোমলং। সংকীর্ত্ত্যমানং

---

* লব্ধরুচি পদে প্রবৃত্তি লাভ, করিয়াছিলাম যে আমি। অর্থাৎ প্রবৃত্তি লাভ যে ব্যক্তির হয় তাহাকে লব্ধরুচি বলিয়া উক্ত করেন।

† অপ্রতিহতামতি পদে অস্খলিতামতি, অর্থাৎ যে বুদ্ধির স্খলন হয় না। অতএব দৃঢ়ামতি।

‡ প্রপঞ্চ শব্দে মায়া, অর্থাৎ মায়াতীত পুরুষকে প্রপঞ্চাতীত বলা যায়।

॥ সদসৎ পদে বিদ্যমান এবং অবিদ্যমান অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্মরূপ।

মুনিভির্মহাত্মভির্ভক্তিঃ প্রবৃত্তাত্ম রজস্তমোপহা॥ ২৮॥

এবং শুদ্ধে ত্বংপদার্থেজ্ঞাতে দেহাদিকৃত বিক্ষেপে নিবৃত্তে তৎকারণভূতরজস্তমো নিবর্ত্তিকা দৃঢ়া ভক্তি র্জাতেত্যাহ। ইথমিতি। হরের্যশঃ অনুসবং ত্রিকালং॥ ২৮॥

মহাত্মাদিগের প্রসাদে শুদ্ধ অর্থাৎ নির্ম্মল সেই পরম পদার্থ জ্ঞাত হইলে পর দেহাদিকৃত বিক্ষেপ অর্থাৎ আত্মাভিমানের অবসান হয় তদবসানে রজস্তমনিবর্ত্তিকা দৃঢ়া ভক্তি জন্মে, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (ইত্থমিতি)

হে ব্যাস, এইরূপ বর্ষা ও শরৎকালদ্বয় অনুসব অর্থাৎ প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়ং এই কালত্রয় * মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মল হর যশ অর্থাৎ কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন শ্রবণ করতঃ রজস্তমোপহারিণী সাত্বিকী দৃঢ়া ভক্তিআমার জন্মিয়াছিল॥ ২৮॥

তস্যৈবং মেনুরক্তস্য প্রশ্রিতস্য হতৈনসঃ। শ্রদ্দধানস্যবালস্যদান্তস্যানুচরস্যচ ॥ ২৯॥

তস্যেতি জ্ঞাত শুদ্ধত্বম্পদার্থস্য দৃঢ় ভক্তিমতোমে প্রশ্রিতস্য বিনীতস্য॥ ২৯॥

---

* অর্থাৎ সাধুসঙ্গের ফলে হরিভক্তির উদয় যথা [সৎসঙ্গে হরি ভক্তির্জায়তে] সাধুসঙ্গে হরিভক্তি জন্মে।

* তদনুরক্ত † প্রশ্রিত বালক ‡ শ্রদ্দধান ‖ দান্ত এবং তাঁহাদিগের অনুচরণশীল যে আমি, আমার সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

জ্ঞানং গুহ্যতমং যত্তৎ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতং। অন্ববোচন্ গমিষ্যন্তঃ কৃপয়া দীনবৎসলাঃ ॥ ৩০ ॥

গুহ্যতমমিতি সাধন ভূত ধর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞানং গুহ্যং। তৎসাধ্যং বিবিক্তাত্মজ্ঞানং গুহ্যতরং। তৎ প্রাপ্যেশ্বরজ্ঞানং গুহ্যতমং। ভগবতোদিতং ভাগবত শাস্ত্রং অন্ববোচন্ উপদিষ্ট বন্তঃ ॥ ৩০ ॥

অনন্তর মমানুগত্য দৃষ্টে বর্ষাবসানে গমনোন্মুখ তত্ত্বজ্ঞান যুক্ত ঋষিগণেরা ¶ গুহ্যতমজ্ঞান আমাকে উপদেশ করেন, গুহ্যতমজ্ঞান পদে সাধনভূত ধর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞান § ভাগবত শাস্ত্র যাহা ভগবৎ প্রণীত, তাহাই আদেশ করিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

---

* তদনুরক্ত পদে তৎপদার্থানুরাগী।

† প্রশ্রিত শব্দে, বিনীত অর্থাৎ বিনয়শীল।

‡ শ্রদ্দধান পদে, বিশ্বাস যুক্ত ব্যক্তি।

‖ দান্ত শব্দে জিতেন্দ্রিয়। অর্থাৎ দৃঢ় ভক্তিমান্।

¶ গুহ্যতম জ্ঞান অর্থাৎ বিবিক্তাত্ম জ্ঞান সাধ্য তাহা গুহ্যতর তৎপ্রাপ্ত যে ঈশ্বর তত্ত্বজ্ঞান তাহাকেই গুহ্যতম বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

§ ভগবৎ প্রণীত ভাগবত শাস্ত্র যখন নারদকে ভগবান্ উপদেশ করিয়াছিলেন, এবং বেদব্যাসকে দেবর্ষি কহিয়াছেন, তখন ভাগবত শাস্ত্রের বেদ বন্নিত্যত্ব সিদ্ধি, নচেৎ বেদব্যাস যে রচনা করিয়াছেন, এমত অভিপ্রায় নহে শুদ্ধ প্রকাশক ছিলেন।

যেনৈবাহং ভগবতো বাসুদেবস্য বেধসঃ।
মায়ানুভাব মবিদং যেনগচ্ছন্তি তৎপদং
॥ ৩১ ॥

তদেবজ্ঞানং পূর্ব্বোক্ত ত্বম্পদার্থ জ্ঞানাদ্বিবেকেন দর্শয়তি যেনেতি॥৩১॥

পূর্ব্বোক্ত তৎ গুহ্যতমজ্ঞান, বিবিক্ত জ্ঞান দ্বারা দর্শন করাইতেছেন। যথা (যেনেতি)

নারদ গোস্বামী দেবব্যাস গোস্বামীকে কহিতেছেন, যে যে জ্ঞান দ্বারা আমি দুর্বিদ ভগবত্তত্ত্ব বিজ্ঞাত হইয়াছি। অর্থাৎ যদ্দ্বারা তৎপদ (তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং) প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ৩১ ॥

এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতং।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতং॥ ৩২॥

তৎসাধনং ধর্ম্মরহস্যঞ্চ সূচিতমিতি আহ এতদিতি॥ তাপত্রয়স্য আধ্যাত্মিকাদেশ্চিকিৎসিতং ভেষজং তন্নিবর্ত্তকং সত্ত্বশোধক মিতি যাবৎ। কিন্তুৎ ভগবতিভাবিতং সমর্পিতং যৎকর্ম্ম তৎকথম্ভূতে ভগবতি ঈশ্বরে সর্ব্বনিয়ন্তরি এবমপি ব্রহ্মণি অপ্রচ্যুত পূর্ণরূপে ॥৩২॥

অনন্তর তৎসাধন সূচক ধর্ম্মরহস্য কহিতেছেন। যথা (এতদিতি)

হে ব্রহ্মণ্ ব্যাস, তাপত্রয় রূপ রোগের ঔষধ স্বরূপ তৎসাধন ভূতধর্ম্ম, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এতত্ত্রিবিধ তাপ নিবারক, বস্তুতঃ সত্ত্বশোধক হয়। কেন না, বিনা কর্ম্মে চিত্ত শুদ্ধি হয় না, কিন্তু, তৎকর্ম্ম

অপ্রচ্যুত ব্রহ্মরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যদ্যপি সমর্পিত হয়, তবেই সেই কর্ম্ম সত্ত্বশোধক রূপে গ্রহণ করা যায়, নচেৎ * কাম্যকর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইতে পারে না॥ ৩২॥

আময়োযশ্চ ভূতানাং জায়তে যেনসুব্রত।
তদেবহ্যাময়ং দ্রব্যং নপুনাতি চিকিৎসিতং
॥ ৩৩॥

নমুসংসার হেতোঃ কর্ম্মণঃ কথং তাপত্রয় নিবর্ত্তকং সামগ্রীভেদেন ঘটতইতি। সদৃষ্টান্তমাহ৲আভ্যাং। যশ্চাময়ো রোগঃ যেনঘৃতাদিনা জায়তে তদেবকেবলমাময় কারণভূতং দ্রব্যং তং আময়ং নপুনাতি ননিবর্ত্তয়ত্তীত্যর্থঃ। কিন্তু চিকিৎসিতং দ্রব্যান্তরৈর্ভাবিতং সংপুনাত্যেব যথা॥ ৩৩॥

অপর কহিতেছেন যদি বল কর্ম্ম করিলেই ফল আছে, ফল সত্ত্বে ভোগাভাব হয় না, সুতরাং সংসার প্রবাহক কর্ম্মেতে কিরূপে তাপত্রয় নিবারণ হইতে পারে, তদর্থে কহিতেছেন, সত্য, কিন্তু ঈশ্বর সহিত কর্ম্মের ঘটনা হইলে, তাপত্রয় নিবারক হয়, তদ্দৃষ্টান্ত দ্বয় যথা (আময় ইতি) আময় শব্দে রোগ, † ঘৃতাদি দ্বারা যে রোগের উৎপত্তি

---

* ইতর্থে ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মভোগ করিতে হয় না, গীতাতেও অর্জ্জুনকে ভগবান্ কহিয়াছেন শুভাশুভ তাবৎ কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করহ, যেহেতু আমাতে অর্পিত কর্ম্ম, তোমাকে আবদ্ধ করিবেক না।

† অর্থাৎ জ্বরাদি সমস্ত পীড়াই স্নেহদ্রব্য ভক্ষণে বৃদ্ধি হয়, কিন্তু দ্রব্যান্তর সংযোগে উক্ত স্নেহদ্রব্য সম্যক্ রোগেরই ঔষধ হয়। যথা

হয়, সেই ঘৃতেতেই কেবল তদ্রোগের উপশম হয় না, কিন্তু দ্রব্যান্তর সংযোগে ঐ ঘৃত দ্বারাই তদ্রোগের শান্তি হইতে পারে, তদ্রূপ কর্ম্মেতে সংসারাবৃত্তি হয় কিন্তু ঈশ্বরার্পিত কর্ম্মে সংসারাবৃত্তি নিবর্ত্তক জানিহ ॥ ৩৩ ॥

এবংনৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বেসংসৃতিহেতবঃ। তত্রবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে ॥ ৩৪ ॥

আত্মবিনাশায় কর্ম্মনিবৃত্তয়ে কল্পতে সমর্থাভবন্তি। পরে ঈশ্বরে কল্পিতা অর্পিতাঃ সন্তঃ অত্রচ প্রথমং মহৎসেবা। ততস্তৎকৃপা ততস্তদ্ধর্ম্ম শ্রদ্ধা। ততোভগবৎ কথাশ্রবণং। ততোভগবতিরতিঃ। তয়াচ দেহদ্বয় বিবেকাত্মজ্ঞানং ততোদৃঢ়াভক্তিঃ। ততোভগবত্তত্ত্বজ্ঞানং। ততস্তৎকৃপয়া সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ভগবদ্গুণাবির্ভাবঃ ইতিক্রমোদর্শিতঃ ॥ ৩৪ ॥

এই রূপ সমস্ত ক্রিয়া যোগ মনুষ্য সম্বন্ধে সংসৃতি অর্থাৎ সংসার বন্ধের কারণ হয়, কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তিরা * আত্ম বিনাশার্থে, বিচক্ষণেরা তন্নিবৃত্ত্যর্থে সম্যক্ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, অর্থাৎ নিবৃত্তি মার্গস্থ সাধকেরা কৃত কর্ম্মের ফল পরমেশ্বরে অর্পণ করতঃ পুনর্ভব নিবারণ করেন ॥ ৩৪ ॥

চৈতস, ব্রহ্মী, ছাগলাদি, শিবাদি কল্যাণঘৃত প্রভৃতি নানা ঔষধ রোগ নিবর্ত্তক হইয়াছে।

* আত্ম বিনাশার্থ কর্ম্মপদে, পুনর্ভব অর্থাৎ কৃতকর্ম্মের ফলে স্বর্গভোগ, ভোগাবসানে পুনর্জন্ম, জন্মানন্তর মৃত্যু মরণানন্তর জন্ম এরূপে সংসৃতির নাবারণ নাই, সুতরাং কাম্যকর্ম্মকে আত্মবিনাশের কারণ

অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গেস্থিত সাধকের, প্রথমতঃ মহৎসেবা অর্থাৎ সাধুসঙ্গ, ও সেবা, অনন্তর তৎকৃপা, সাধু কৃপায় ভগবদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা জন্মে, শ্রদ্ধা জন্মিলে ভগবৎ কথা শ্রবণ হয়, তৎশ্রবণে তাঁহাতে রতি জন্মে, রতি দ্বারা স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয় বিবেকাত্ম জ্ঞান জন্মে অর্থাৎ জীবেশ্বর বিচারে বিশারদ হয়, অনন্তর তজ্ জ্ঞান দ্বারা ভগবানে দৃঢ়া ভক্তি জন্মে, ভক্তি দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান হয়, তত্ত্বজ্ঞান বলে তৎকৃপা, তৎকৃপা দ্বারা সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ক্ষমতা জন্মে; অনন্তর আত্মাতে ভগবদ্গুণাবির্ভাব হয়, অতএব ক্রমান্বয়ে কর্ম্ম দ্বারা জীবের পরিমুক্তি। নচেৎ সহসা জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না ॥ ৩৪ ॥

যদত্রক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎ পরিতোষণং।
জ্ঞানং যত্তদধীনংহি ভক্তিযোগ সমন্বিতং
॥ ৩৫ ॥

নন্বুচ জ্ঞানেনাজ্ঞান প্রাপ্ত কর্ম্মনাশঃ। তচ্চজ্ঞানং ভক্তিযোগাদ্ভবতি কথং। কর্ম্মণাকর্ম্মনাশঃ স্যাৎ তত্রাহ। যদিতি ॥ ৩৫ ॥

ইহা নিশ্চিতরূপে জানিহ যে জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান প্রাপ্ত কর্ম্মের নাশ হয়। সেই জ্ঞান ভক্তি যোগ সমন্বিত হইলে কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মকে নাশ করেন, তদর্থে কহিয়াছেন। যথা (যদিতি)

কহিয়াছেন। কেবল নিবৃত্তিমার্গ ঈশ্বরার্পিত কর্ম্মে এতদ্রূপ উৎপাতের ঘটনা নাই।

ইহ সংসারে ভগবৎ পরিতুষ্ট্যর্থে যে কর্ম্ম করে সেই কর্ম্ম অজ্ঞান জনক কাম্যকর্ম্মকে নাশ করেন, কেন না ভক্তি যোগ সমন্বিত যে জ্ঞান সে তৎকর্ম্মের অধীন হয়। সুতরাং ঈশ্বরার্পিত কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মের খণ্ডন হইয়া পরমপদ লাভ হয়॥ ৩৫॥

কুর্ব্বাণা যত্র কর্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়া সকৃৎ।
গৃণন্তি গুণ নামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তিচ
॥ ৩৬॥

ভগবদর্পণেন ক্রিয়মাণং কর্ম্মভক্তিযোগং জনয়তীতি সদাচারেণ দর্শয়তি। কুর্ব্বাণাইতি। যত্রযদা ভগবতঃ শিক্ষয়া কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণাভবন্তি তদাকৃষ্ণস্যনামানি গৃণন্তি অনুস্মরন্তিচ কৃষ্ণমিত্যর্থঃ। ইয়ংহি ভগবচ্ছিক্ষা। যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসিয়ৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণমিতি॥ ৩৬॥

কৃতকর্ম্মের ফল ভগবানে অর্পণ করিলে সেই কর্ম্ম ভক্তি যোগকে জন্মান, ইহা সদাচার দ্বারা দর্শন করাইতেছেন। যথা (কুর্ব্বাণা ইতি)।

* ভগবৎ শিক্ষা দ্বারা কৃতকর্ম্ম তাঁহাতে অর্পণ করিলে, ভক্তি যোগ জন্মে, অর্থাৎ ভগবৎ শিক্ষা এই যে, শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন, এবং শ্রীকৃষ্ণানুস্মরণ, কর্ম্ম নির্হরণো পায়, তাহাতে পুনঃ সংসার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না॥ ৩৬॥

---

* ভগবৎশিক্ষাপদে গীতাতে অর্জ্জুনকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ করেন। যথা [যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসিযৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণমিতি] জ্ঞানোপদৃষ্ট হইয়া কুন্তী পুত্র

ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায়চ ॥ ৩৭ ॥

কীর্ত্তন স্মরণরূপ ভক্তিহেতুত্ব মুক্তং জ্ঞানহেতুত্ব মাহ ওঁ নম ইতি-দ্বাভ্যাং। নমোধীমহি মনসামননং কুর্ব্বীমহি ॥ ৩৭ ॥

ভগবন্নাম সংকীর্ত্তন এবং শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ রূপ ভক্তি হেতুত্ব বর্ণন করতঃ জ্ঞান হেতুত্ব বর্ণন করিতেছেন। যথা (নম ইতি দ্বাভ্যাং)

* ভগবতে নমঃ † বাসুদেবায় নমঃ ‡ প্রদ্যুম্নায় নমঃ

অর্জুন স্বজাতীয় কর্মকরণে অনিচ্ছু হওয়াতে ভগবান্ শিক্ষাদেন হে অর্জুন তুমি স্বধর্ম্ম রক্ষা না করিলে জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করিতে পারিবে না, কিন্তু কৃতকর্ম্মের ফল যাহাতে তোমাকে আবৃত করিতে না পারে এমত উপায় কহি, তুমি তাহাতে নির্ভর করিয়া কর্ম্ম কর, অর্থাৎ বৈধকর্ম্ম যাহা কর, এবং যাহা ভোজন কর ও যাহা বহ্নিতে আহুতি প্রদান কর আরদান কর, সেই সকল আমাতে অর্পণ করহ, সুতারাং মদর্পিত কর্ম্ম তোমাকে আবরণ করিবেক না। এতৎ কর্ম্ম ভোজন, আহুতিদানাদি বৈধপর অবৈধপর নহে, যেহেতু জ্ঞানতঃ ব্রহ্মহত্যা করিয়া ঈশ্বরে অর্পণ করিতে কহেন নাই।

* ভগবান শব্দে ঐশ্বর্য্যবান, অথবা সকলের সংভর্ত্তা ও প্রলয়ে সকলে যাহাতে গমন করে, গমন করণানন্তর যাঁহাতে বাস করে, তাঁহার নাম [ভগবান]

† বাসুদেব শব্দে, প্রলয়ে সকল যাঁহাতে লয় পায়। অর্থাৎ সকলের বাসস্থান।

‡ প্রদ্যুম্ন, শব্দে যাঁহার দীপ্তিতে জগৎ দেদীপ্যমান অর্থাৎ সর্ব্বকাম প্তর ইত্যর্থ তাঁহাকে কামদেব বলেন, যৎসত্ত্বাতে সমস্ত সংসার যাত্রা

* অনিরুদ্ধায় নমঃ † সংকর্ষণায় নমঃ এই চতুর্ব্ব্যূহ মূর্ত্তিকে সগুণ পক্ষে ‡ নমস্কার করিয়া নির্গুণ পক্ষে ব্রহ্মধ্যান পরায়ণ হইবেক॥ ৩৭॥

ইতি মূর্ত্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্ত্তিমমূর্ত্তিকং।
যজতে যজ্ঞপুরুষং সসম্যগ্ দর্শনঃ পুমান্
॥ ৩৮॥

অমূর্ত্তিকং মন্ত্রোক্ত ব্যতিরিক্ত মূর্ত্তিশূন্যং যজতে পূজয়তি। সপুমান্ সম্যগ্ দর্শনোভবতি॥ ৩৮॥

নির্ব্বাহ হয়, তিনি বিশ্বযোনি হৃষীকেশ সমস্ত ইন্দ্রিয়েশ্বর অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল তাঁহার নিয়োগে স্বস্বকার্য্যে নিযুক্ত হয়। যেহেতু তাঁহার [সংকল্পাধ্যবসায়ীলিঙ্গ] সংকল্পাত্মকরূপ অর্থাৎ মননমাত্রেই প্রত্যক্ষ হইয়া সগুণের কর্ম্ম করেন, কিন্তু তিনি লিপ্ত নহেন।

* অনিরুদ্ধ শব্দে আত্মাভিমান ধর্ম্মী, অর্থাৎ জাগ্রদবস্থাপন্ন অহং সুখী অহং দুঃখী ইত্যাকার জ্ঞানাপন্ন অর্থাৎ এতৎ সমস্ত বিশ্ব প্রকাশক হিরণ্যগর্ব্ভাখ্য কার্য্যব্রহ্ম।

† সংকর্ষণ শব্দে সকলের আকর্ষক অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী তেজস্বরূপে সমস্ত বিশ্বকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। নির্গুণপক্ষে এই চতুর্ব্যূহকে ব্রহ্মপুচ্ছ বলিয়া শারীরক ব্যাখ্যা করেন, বাসুদেবাখ্য তুরীয় আত্মা সংকর্ষণাখ্য সুসুপ্তিতে জীব প্রদ্যুম্নাখ্য স্বপ্নাবস্থ মনঃ। অনিরুদ্ধাখ্য জাগ্রদবস্থ অহংকার ফলিতার্থ সগুণ নির্গুণ উভয়াত্মক হয়েন। ব্যূহ শব্দ অবস্থাকে কহেন ঐ ব্যূহকেই ব্রহ্মপুচ্ছ বলে।

‡ এতন্নমস্কার পদে মনস্কারা পরব্রহ্মের মনন করি ইত্যর্থঃ।

* অমূর্ত্তিক পরব্রহ্ম যিনি যজ্ঞ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ † মন্ত্রমূর্ত্তি তাঁহাকে এই মূর্ত্তি এই নামে যে ব্যক্তি অর্চ্চনা করেন, সেই ব্যক্তি সম্যগ্‌দর্শী হয়েন ॥ ৩৮ ॥

ইমং স্বনিগমং ব্রহ্মন্নবেত্য মদনুষ্ঠিতং।
অদান্মেজ্ঞান মৈশ্বর্য্যং স্বস্মিন্ ভাবঞ্চকেশবঃ ॥ ৩৯ ॥

এবঞ্চ কৃতবতি ময়িহরিঃ স্বদৃশং জ্ঞানাদিকং দত্তবানিত্যাহ। ইমমিতি। ইমং স্বনিগমং স্বোপদেশং ময়ানুষ্ঠিতং অবেত্যজ্ঞাত্বাভাবং প্রীতিঞ্চ ॥ ৩৯ ॥

---

* অমূর্ত্তিক শব্দে বেদোক্ত মূর্ত্তিশূন্যকে বলেন, অর্থাৎ বেদোক্ত ব্যতিরিক্ত মূর্ত্তী ফলিতার্থ বেদে যাঁহার মূর্ত্তির সংখ্যা করিতে পারে না তাঁহাকে অমূর্ত্তিক বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

† মন্ত্রমূর্ত্তি পদে অক্ষরাত্মিকামূর্ত্তি অর্থাৎ প্রণব যদবলম্বনে মোক্ষ লাভ হয় অথবা সর্ব্বাত্মক হয়েন। তন্ত্রেও কহিয়াছেন, (যস্য দেবস্য যোমন্ত্র হৃদয়ে কলিকা কৃতি রিতি) যে দেবের যে মন্ত্র তাহার হৃদয়ে অস্ফুট পুষ্প কলিকার ন্যায় থাকে, সাধন প্রভাবে প্রফুল্ল পুষ্পের ন্যায় দেব স্বরূপ প্রকাশ পায়েন, ইত্যর্থে মন্ত্র মূর্ত্তিকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন। কিম্বা বেদের নাম মন্ত্র, সেই বেদই যাহার মূর্ত্তি যথা [বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাদিতি] অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্ম পুচ্ছ বর্ণনের দৃষ্টান্তে [যজুর্ব্বেদ তুরীয়া মূর্ত্তি, সামবেদ সুসুপ্তি, ঋগ্‌বেদ স্বপ্ন, অথর্ব্ববেদ জাগ্রৎ] এই চতুর্ব্বেদ ময় শ্রীকৃষ্ণকে বেদ মন্ত্রে অর্চ্চনা করিলে মোক্ষ হয়, এবং প্রত্যক্ষ সামাদিও চতুর্মূর্ত্তি, যথা ব্রাহ্মণ ভাগ তুরীয়, মন্ত্র ভাগ সুসুপ্তি, স্তোম স্বপ্ন, স্তোম পদে উদ্‌গাত্র অর্থাৎ স্তুতি, যজ্ঞ জাগ্রৎ। সুতরাং এক মূর্ত্তিই সকল মূর্ত্তি, এজন্য মন্ত্র মূর্ত্তিকে অমূর্ত্তিক বলিয়া স্তুত করিয়াছেন।

দেবর্ষি নারদ গোস্বামী বেদব্যাসকে কহিতেছেন, যে এবম্ভূত * ভক্তি যোগানুষ্ঠান কৃতবান যে আমি, হরিঃ প্রসন্ন হইয়া আমাকে † আত্ম সদৃশ জ্ঞানাদি ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥

ত্বমপ্যদভ্র শ্রুত বিশ্রুতংবিভোঃ সমাপ্যতে যেনবিদাং বুভুৎসিতং। প্রখ্যাহিদুঃখৈ র্মুহুরর্দ্দিতাত্মনাং। সংক্লেশ নির্ব্বাণমুশন্তি নান্যথা ॥ ৪০ ॥

অতস্ত্বমপ্যেবং কুর্ব্বিত্যাহ। ত্বমিতি। অদভ্রং অনল্পং শ্রুতংযস্য হে অদভ্রশ্রুত। বিভোর্বিশ্রুতং যশঃ প্রখ্যাহি কথয়। যেন বিশ্রুতেন বুদ্ধেন বিদাং বিদুষাং বুভুৎসিতং বোদ্ধুমিচ্ছা সমাপ্যতে তৎ। যতোদুঃখৈঃ পীড়িতানাং ক্লেশশান্তিং। প্রকারান্তরেণ নপশ্যন্তে ॥৩০॥

অতএব হে বেদব্যাস গোস্বামিন্ তুমিও এইরূপ অনু-

---

* ভক্তি যোগানুষ্ঠান পদে, ঈশ্বরার্পিত কর্ম্ম ফলে চিত্ত শুদ্ধি করতঃ ভক্তি মিশ্র ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানানুষ্ঠান করিয়াছিলাম।

† শ্রীহরিঃ আত্ম সদৃশ জ্ঞানৈশ্বর্য্য পদে, সর্ব্বজ্ঞত্ব ক্ষমতা এবং অনিমা, লঘিমা, ঈশীত্ব, বশীত্ব, প্রাকাম্য মহিমা অগ্নি স্তম্ভ, জল স্তম্ভ, পরকায় প্রবেশন, এবং কামচারিত্বাদি ঐশ্বর্য্য। এতৎ ঐশ্বর্য্যার্থে যথা অনিমা (অতি সূক্ষ্ম) লঘিমা (অতি স্থূল) ঈশীত্ব [সর্ব্ব নিয়ন্তৃত্ব] বশীত্ব [সকলকেই বশীভূত করেন] প্রাকাম্য [কামনা মাত্রেই সিদ্ধিঃ] মহিমা [প্রভাব] অগ্নিস্তম্ভ [অগ্নিতে দাহ হয় না] জলস্তম্ভ [জলে মগ্ন হয় না] পরকায় প্রবেশন [দেহান্তরে প্রবেশ করিতে পারে] কামচারিত্ব [ইচ্ছাগত বিচরণ]।

ষ্ঠান করহ। ইত্যাশয়ে নারদ গোস্বামী উক্ত করিয়াছেন। যথা (ত্বমিতি)

* হে অদভ্রশ্রুত, অর্থাৎ বহুশ্রুত বেদব্যাস, অনন্তপার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রুত অর্থাৎ লীলাদি বর্ণন করিয়া কহ যে ভগবদ্যশঃ প্রতিবোধ হইলে, * জ্ঞানীদিগের বোধেচ্ছারপরিসমাপ্তি হয়। সেই হরিযশঃ প্রাধান্যে বর্ণন করহ, যেহেতু সংসার দুঃখে পরিপীড়িত ব্যক্তিদিগের তদ্ব্যতিরেকে ক্লেশ শান্তির অন্যং প্রকারান্তর উপায় আর নাই॥ ৪০॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথম স্কন্ধে ব্যাস নারদ সংবাদে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে শুক প্রোক্ত পরমহংস সংহিতার প্রথম স্কন্ধে ব্যাস নারদ সংবাদে পঞ্চমাধ্যায়॥ ৫॥

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে শুকপ্রোক্তা পরমহংসসংহিতার প্রথম কন্ধে ব্যাস নারদ সংবাদে পঞ্চমাধ্যায় সমাপ্তঃ॥ ৫॥

---

* বোধেচ্ছা পদে, ভগবানের স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছা, অর্থাৎ মায়াতীত কার্য্যাতীত কারণ স্বরূপ চিদঘন নিরঞ্জন। জ্ঞান স্বরূপ আত্ম তত্ত্ব জানিবার আর কোন প্রয়োজন থাকে না, শুদ্ধ হরিলীলা শ্রবণে তৎপ্রতি রতি করিলেই নিরঞ্জন জ্ঞানের উত্তর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সুতরাং হরিভক্তির উদয় হইলে জ্ঞান ক্রিয়ার দক্ষিণান্ত হয়।

ইতি প্রথমে পঞ্চমঃ।

অথষষ্ঠঅধ্যায়ঃ১ স্কং।

ব্যাসস্য প্রত্যয়ার্থঞ্চ ষষ্ঠে প্রাগ্ জন্ম সম্ভবং। স্বভাগ্যং নারদঃ প্রাহ কৃষ্ণ সংকীর্ত্তনোদ্ভবং॥ ১॥ স্বামীকৃত মুখবন্ধং।

ব্যাসদেবের প্রত্যয়ার্থ অর্থাৎ ভগবৎ পরিচর্য্যার প্রভাব প্রতি বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত ষষ্ঠাধ্যায়ে নারদ গোস্বামী কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন জন্য আপনার পূর্ব্বজন্মে যে ভাগ্যসম্ভব হয়, অর্থাৎ যেরূপ ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানোদয় হয়, তাহা বিস্তার করিয়া কহিয়াছেন।

শ্রীসূতউবাচ।

এবং নিশম্য ভগবান্ দেবর্ষের্জন্মকর্ম্মচ।
ভূয়ঃ পপ্রচ্ছ তংব্রহ্মণ্ ব্যাসঃ সত্যবতী স্তুতঃ॥ শ্রীব্যাস উবাচ।

ভিক্ষুভির্বিপ্র বসিতে বিজ্ঞানাদেষ্টৃভিস্তব।
বর্ত্তমানোবয়স্যাদ্যে ততঃ কিমকরোদ্ভবান ॥ ১॥

স্বয়মপি তথাচিকীর্ষু গুরূপ দেশানন্তরং ভাবি তচ্চরিতংপৃচ্ছতি। ভিক্ষুভিরিতিত্রিভিঃ। বিপ্রবসিতে দূরদেশ গমনে কৃতেসতি। বিজ্ঞানস্যোপদেষ্টৃভিঃ॥ ১॥

শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিতেছেন, অর্থাৎ গুরূপদেশের অনন্তর স্বয়ং তৎচিকীর্ষু বেদব্যাস নারদের চরিত শ্রবণেচ্ছু হইয়া প্রশ্ন করিতেছেন। যথা (এবমিতি)

হে ব্রহ্মণ্ হে শৌনক, দেবর্ষি নারদ গোস্বামীর জন্ম-কর্ম্মাদি শ্রবণ করতঃ সত্যবতী সুতব্যাস পুনঃ তচ্চরিত শ্রবণেচ্ছায় প্রশ্ন করিলেন। (ভিক্ষুভিরিতি) শ্লোকত্রয় উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ হে নারদ গোস্বামিন্ তোমার বিজ্ঞানোপদেষ্টা-ভিক্ষু অর্থাৎ পরিব্রাকজগণের সহিত বিপ্র গৃহে বাসের পর দূরদেশে গমনানন্তর বর্ত্তমান আদ্য বয়স অর্থাৎ বাল্যকালাত্যয় করতঃ তদুত্তর বয়সে আপনি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন॥ ১॥ এতৎ শ্লোকের অভিপ্রায় এই যে আপনি বাল্যকালে ঋষিদিগের দ্বারা উপদেশ পাইয়া যৌবনাদি কালে কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন এবং আপনার মাতাই বা কি করিলেন॥ ১॥

স্বায়ম্ভুব কয়াবৃত্ত্যাবর্ত্তিতং তেপরং বয়ঃ।
কথং বেদমুদস্রাক্ষীঃ কালে প্রাপ্তে কলেবরং॥ ২॥

হে স্বায়ম্ভুব তেত্বয়াপরং বয়ঃ উত্তরমায়ুঃ বর্ত্তিতং নীতং। ইদং ইতি দাসীপুত্রভূতং কলেবরং উদস্রাক্ষীঃ উৎসৃষ্টবানসি॥ ২॥

হে স্বায়ম্ভুব, অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নারদ, তুমি প্রথমবয়সে বিজ্ঞানোপদিষ্ট হইয়া পরবয়স অর্থাৎ শেষাবস্থা কিরূপ ব্যব-

দ্বারে নীত হইয়াছিলেন, এবং প্রাপ্তকালে যে কলেবর ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাহাই বা অধুনা কি প্রকারে জ্ঞাত হইলেন ॥ ২ ॥

প্রাক্‌কল্পবিষয়ামেতাং স্মৃতিং তে মুনিসত্তম।
নহ্যেষব্যবধাৎ কালএষঃ সর্ব্বনিরাকৃতিঃ ॥
শ্রীনারদ উবাচ ॥ ৩ ॥

এষঃ কল্পান্তর লক্ষণঃ কালঃ তেস্মৃতিং কথং নব্যবধাৎ নখণ্ডিতবান্। অত্রাগমাভাবস্ত্বার্ষঃ। যত এষঃ সর্ব্বস্য নিরাকৃতিঃ অপলাপো যস্মাৎ সঃ ॥ ৩ ॥

অনন্তর প্রশ্ন এই যে, এতৎ প্রাক্‌কল্প বিষয় অর্থাৎ জন্মান্তরীয় ব্যাপার এই সকল বিষয় হে মুনিসত্তম নারদ, জন্মান্তর হইয়াও কিহেতু তোমার স্মৃতির খণ্ডন না হইল, যেহেতু নিরাকৃতি অর্থাৎ কালেতে সকল আকৃতির নাশ হয়, এবং * কালেতে সকল বিস্মরণ হইয়া যায় ॥ ৩ ॥

---

* অর্থাৎ জন্মান্তরের কথা জন্মান্তরে স্মরণ থাকে না, কেবল গর্ব্ভস্থবালকের জন্মজন্মান্তরীয় কর্ম্ম স্মরণ হয় ইহা তন্ত্রাদি শাস্ত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা [অকস্মাৎ স্মৃতি সংজাতো কর্ম্ম জন্মশতার্জ্জিতং] সপ্তম মাস গর্ব্ভে বালকের হটাৎ শতং জন্মান্তরীয় কর্ম্ম স্মরণ হয়, গর্ব্ভযন্ত্রণা ভোগ করতঃ গর্ব্ভেই প্রতিজ্ঞা করে যে এই গর্ব্ভে আর প্রবেশ করিতে না হয় এমত জ্ঞানোপাসনা করিব। যথা [অভ্যস্যামিশিবং জ্ঞানং সংসারার্ণবতারণং] অনন্তর ভূমিষ্ঠ হইয়া শিব অর্থাৎ পরম মঙ্গল যে জ্ঞান তাহার অভ্যাস করিব যাহাতে দুস্তর সংসার সমুদ্র পার হওয়া যায়। তথাহি [যোনিরন্ধ্রস্থ সংকীর্ণং যদ্দিনেনির্গ-

ভিক্ষুভির্বিপ্রবসিতে বিজ্ঞানাদেষ্টৃভির্মম।
বর্ত্তমানো বয়স্যাদ্যে ততএত দকারষং
॥ ৪ ॥

অকারষং কৃতবানহং রেফষকারয়োর্বিশ্লেষশ্ছন্দোহনুরোধেন ॥ ৪ ॥

অনন্তর ব্যাস প্রশ্নের উত্তর ব্যাজে নারদ গোস্বামী কহিতেছেন। যথা (ভিক্ষুভিরিতি)

বিপ্রবসিতে অর্থাৎ বিপ্রাশ্রমে বর্ত্তমান প্রথম বয়সে বিজ্ঞানোপদেশক পরিব্রাজক ঋষিগণের সহিত বাস করিয়া এই করিয়াছিলাম, তদনন্তর উত্তর বয়সেও যাহা করিয়াছি তাহাও শ্রবণ করহ ॥ ৪ ॥

একাত্মজা মে জননী যোষিন্মূঢ়া চ কিঙ্করী।
ময্যাত্মজেহনন্যগতৌ চক্রে স্নেহানুবন্ধনং
॥ ৫ ॥

তত্র তাবৎ কিঞ্চিৎকালং তত্রৈব মাতৃস্নেহেন যন্ত্রিতোনাবসমিত্যাহ। একেতি ত্রিভিঃ। একত্র নাহ মাত্মজোযস্যাঃ সা। যোষিদিতি মূঢ়েতিচ স্নেহানুবন্ধে হেতুঃ ॥ ৫ ॥

নোভবেৎ। বিস্মৃতং সকলং জ্ঞানং গর্ব্বে যচ্চিন্তিতং হৃদি] যে দিবস সূতিমারুত অর্থাৎ যে বায়ু দ্বারা গর্ব্ভ ধারণা এবং কালে নিঃশরণ হয় তৎ কর্ত্তৃক সংকীর্ণযোনি দ্বার দিয়া নির্গত হয়, গর্ব্ভ চিন্তিত সকল জ্ঞান তৎক্ষণ মাত্রেই বিস্মৃত হইয়া যায়, ইহাতে আপনার স্মৃতি বিখণ্ডিত না হইবার কারণ কি।

কিঞ্চিৎকাল সেই বিপ্রাভ্যাসে অর্থাৎ বিপ্র গৃহে মাতৃস্নেহে আবদ্ধ হইয়া বাস করিয়াছিলাম, ইত্যভিপ্রায়ে বহির্নিষ্ক্রমণেই সর্ব্বদা মানস ছিল। যথা (একেতিত্রিভিঃ)

এক পুত্রা মম মাতা অর্থাৎ আমিই পুত্র অন্য পুত্রাভাব। তাহাতে স্ত্রীজাতি, অতি মূঢ়া অর্থাৎ কারণ্যগুণ বিশিষ্টা মহামোহে আক্রান্তা, দ্বিতীয়া পরবশ্যা দাসী, সর্ব্বদা দুঃখিনী, কেবল এক আমি পুত্র, আমাতেই একাগ্রমন অর্থাৎ আমাভিন্ন তাঁহার অন্যাগতি নাই, ইহাই আমার স্নেহানুবন্ধনের কারণ অর্থাৎ এই স্নেহেই আমাকে বন্ধন করিয়াছিলেন॥ ৫॥

সাহস্বতন্ত্রা নকল্পাসীদ্যোগক্ষেমং মনেচ্ছতী। ঈশস্যহিবশে লোকা যোষাদারুময়ী যথা॥ ৬॥

কিঙ্করীত্বস্যার্থং প্রপঞ্চয়তি। সেতি। অস্বতন্ত্রা সাস্মতো নকল্পা নসমর্থাসীৎ। দারুময়ী যোষেত্যতি পারবশ্যে দৃষ্টান্তঃ॥ ৬॥

পুনর্ব্বার তাঁহার কিঙ্করীত্বে পরাধীনতা জানাইতেছেন। যথা (সাস্বতন্ত্রেতি)

মম মাতা পরকিঙ্করী, সুতরাং তিনি অস্বতন্ত্রা অর্থাৎ স্বাধীনা নহেন, সতত পরাধীনা স্বেচ্ছাবশে কোন কর্ম্মই করিতে পারেন না। সে কীদৃশ না, ঈশ্বর বশে যাদৃশ লোক সকল যন্ত্রিত অর্থাৎ কেহই স্বাতন্ত্র্য নহে, অপিচ

দারুময়ী পুতুলিকা যেমন * কুহকেচ্ছায় গতায়াত করে, তদ্রূপ মম মাতা পরযন্ত্রিতা হইয়া কর্ম্মাদি করেন ॥ ৬ ॥

অহঞ্চ তদ্ব্রহ্মকুলে উষিবাং স্তদপেক্ষয়া।
দিগ্‌দেশকালাব্যুৎপন্নোবালকঃ পঞ্চহায়নঃ ॥ ৭ ॥

তদেবং সাস্নেহঞ্চক্রে অহঞ্চ দিগাদিষ্বনভিজ্ঞঃ অতস্তত্রৈব ন্যবস মিত্যাহ। অহঞ্চেতি। অহঞ্চ তস্মিন্ ব্রহ্মকুলে তস্যামাতুঃ স্নেহানু-বন্ধস্যাপেক্ষয়া কদাবিরমে দিতি প্রতীক্ষয়েত্যর্থঃ। উষিবান্ বাসং কৃতবান্ পঞ্চহায়নঃ পঞ্চবর্ষঃ ॥ ৭ ॥

অতএব সেই ব্রাহ্মণ গৃহে তদপেক্ষায় বাস করিয়াছিলেন, যেহেতু দিগেদেশানভিজ্ঞ, ইত্যর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (অহঞ্চেতি)

বেদব্যাসকে নারদ কহিতেছেন, যে আমি সেই বিপ্রা-শ্রমে † তদপেক্ষায় অর্থাৎ মাতৃস্নেহানুবন্ধের শৈথিল্য প্র-তীক্ষায় বাস করিয়াছিলাম, বিশেষতঃ পঞ্চমবর্ষীয় বালক

---

* কুহক শব্দে কপটী অর্থাৎ মায়াবি, প্রাকৃত ভাষায় বাজীকর বলে, তদ্বশে সূত্রযন্ত্রিত কাষ্ঠ পুতুলিকা যেমন চেষ্টমানা, অর্থাৎ সূত্রধার যে দিগে লয় সেই দিগেই যাইতে হয়, এই পারবশ্যের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

† তদপেক্ষায় শব্দে স্নেহানুবন্ধশৈথিল্য প্রতীক্ষায়, অথবা, [কদা মাতৃস্নেহ বিরমেৎ] অর্থাৎ কবে আমার মাতৃস্নেহের বিরাম হইবে ইত্যপেক্ষায়, অন্যদপি, জীবিতসত্ত্বে মাতুঃ স্নেহের বিরাম নাই, ইত্যা-শয়ে কবে মাতার উপরতি অর্থাৎ মৃত্যু হয় এতৎ প্রতীক্ষা করিয়া-ছিলেন।

আমি * দিগ্ দেশ কালে অব্যুৎপন্ন অর্থাৎ অজ্ঞ সুতরাং প্রব্রাজিত হইতে পারি নাই ॥ ৭ ॥

একাদানির্গতাং গেহাদ্দুহন্তীং নিশিগাং পথি। সর্পোদশৎ পদাস্পৃষ্টঃ কৃপণাং কালচোদিতঃ ॥ ৮ ॥

গেহাৎনির্গতাং গাংদুহন্তীংহেতৌ শতৃ প্রত্যয়ঃ দোগ্ধুং নির্গতামিত্যর্থঃ। পদাপাদেনাস্পৃষ্টঃ ঈষদাক্রান্তঃ অদশৎ অখাদৎ ॥ ৮ ॥

কদাচিৎ এক দিবস মম মাতা ঐ বিপ্রাদেশে গোদোহনার্থ যামিনীযোগে গমন করিতেছিলেন, দৈবাৎ পথিমধ্যে পতিত সর্পকে চরণে স্পর্শ করাতে কাল প্রেরিত ঐ সর্প পৃষ্ট মাত্র তাঁহার চরণে দংশন করিল সুতরাং তদ্দংশনেই পঞ্চত্ব প্রাপ্তা হইলেন ॥ ৮ ॥

তদাতদহমীশস্য ভক্তানাং শমভীপ্সতঃ। অনুগ্রহং মন্যমানঃ প্রাতিষ্ঠং দিশমুত্তরাং ॥ ৯ ॥

তন্মাতুর্মরণং। শংকল্যাণ মভীপ্সতঃ ঈশস্যানুগ্রহ মন্যমানং প্রাতিষ্ঠং প্রস্থিতোস্মি ॥ ৯ ॥

তখন আমি ভক্তের কল্যাণেচ্ছু ভগবানের অনুগ্রহ জানিয়া উত্তর দিকে প্রস্থান করিলাম অর্থাৎ ভগবদারাধনার্থ হিমাদ্রিপ্রস্থে সমাগত হইলাম ॥ ৯ ॥

---

* দিগ্দেশ কাল অব্যুৎপন্ন পদে, দিগ নিরূপণ, ও দেশ পদে উপস্যার্থ বাস স্থান নিরূপণ, কাল শব্দে সময় নিরূপণ করিতে অক্ষম।

স্ফীতান জনপদাংস্তত্র পুরগ্রাম ব্রজা করান্। খেট খর্ব্বট বাটীশ্চ বনান্যুপবনানিচ ॥ ১০ ॥

স্ফীতান্ জনপদান্ তিযাতঃ সন্ মহদ্বিপিন মদ্রাক্ষমিতি চতুর্থে নান্বয়ঃ। জনপদাদিষু নানাগুন দোষ যুক্তেষু সমদৃষ্টিঃ। সন্ গতোহ্‌মিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। স্ফীতান্ সমৃদ্ধান জনপদান্ দেশান্ তত্রতস্যাং দিশি পুরগ্রাম ব্রজাকরান্ তত্রপুরাণি রাজধান্যঃ। গ্রামাস্তুভৃগুপ্রোক্তাঃ বিপ্রাশ্চ বিপ্রভৃত্যাশ্চ যত্রচৈববসন্তিতে। সতুগ্রাম ইতিপ্রোক্তঃ শূদ্রাণাং বাস এবচ ইতি ব্রজাগোকুলানি। আকর রত্নাদ্যুৎপত্তি স্থানানিতান্ খেটাঃ কর্ষক গ্রামাঃ। খর্ব্বটা গিরিতট গ্রামাঃ। ভৃগু প্রোক্তা বা। একতো যত্রতুগ্রামো নগরং চৈকতঃ স্থিতং। মিশ্রন্তু খর্ব্বটং নাম নদীগিরি সমাশ্রয়ং বাট্যঃ পুগ পুষ্প বাট্যস্তাঃ বনানি স্বতঃ সিদ্ধবৃক্ষাণাং সমূহাঃ উপবনানি রোপিত বৃক্ষাণাং সমূহাঃ তানিচ ॥ ১০ ॥

যৎকালে আমি উত্তরাভিমুখে যাত্রা করি, তৎকালে ঈশ্বর নির্মিতা এই পৃথিবীর নানা শোভা সন্দর্শন করিয়াছিছিলাম, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (স্ফীতানিতি)

স্ফীতজন পদ অর্থাৎ বিস্তারিত নানা রাজ্য সকল দেখিয়া চলিলাম, এবং পুর, গ্রাম, ব্রজ, আকর, খেট, খর্ব্বট, বাটী, বন উপবনাদি তত্রতত্র দর্শন করিয়াছিলাম ॥ ১০ ॥

অতঃ ইতি ব্যাখ্যান্তর করিয়াছেন, স্ফীতজন পদ শব্দে নানা দোষ নানা গুণযুক্ত সমৃদ্ধিমান্ রাজ্যকে স্ফীতজন পদ অর্থাৎ দেশ বলে। তত্তৎ জন পদ মধ্যে পুর অর্থাৎ রাজধানী, যাহাতে প্রজানিয়ন্তা রাজার বাস, গ্রাম শব্দে ভৃগু

সংহিতায় উক্ত হইয়াছে। যথা (বিপ্রাশ্চ বিপ্রভৃত্যাশ্চ যত্র চৈববসন্তিতে সতুগ্রাম ইতি প্রোক্তঃ শূদ্রাণাং বাস এবচ) যে স্থানে ব্রাহ্মণ * ও ব্রাহ্মণের ভৃত্যবাস করে তাহাকে গ্রাম বলে, এবং † শূদ্রদিগের বসতি স্থানকেও গ্রাম বলিয়া ধৃত করিয়াছেন। ব্রজ শব্দে গোকুল অর্থাৎ গোপের বাস, আকর শব্দে ‡ রত্নাদ্যুৎপত্তি স্থান খেট শব্দে কর্ষক গ্রাম অর্থাৎ যে স্থলে শস্যাদির উৎপত্তি চাসী লোকের বাস, খর্ব্বট শব্দে পর্ব্বত সান্নিধ্য গ্রাম এবং ভৃগু সংহিতায় লিখিয়াছেন। যথা (একতোযত্রতুগ্রামো নগরং চৈকতঃস্থিতং। মিশ্রন্তু খর্ব্বটং নাম নদীগিরি সমাশ্রয়ং) এক দিকে গ্রাম, এক দিকে ‖ নগর তাহাকেও মিশ্র খর্ব্বট বলে, অন্যদপি এক দিকে নদী, এক দিগে পর্ব্বত মধ্যস্থিত গ্রামকেও খর্ব্বট বলিয়া ধরিয়াছেন। বাটী শব্দে শুদ্ধ সমূহ পুষ্পের উদ্যান, বন শব্দে ¶ স্বতঃসিদ্ধ বৃক্ষ সমূহ, উপবন, রোপিত বৃক্ষ সমূহ ইত্যাদি শোভা উত্তরাভিমুখে যাত্রাকালে দেখিয়াছিলাম ॥ ১০ ॥

* ব্রাহ্মণ ভৃত্য পদে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি।

† শূদ্র শব্দে এখানে যবন ম্লেচ্ছাদি পর সৎশূদ্রাদি পর নহে।

‡ রত্নোৎপত্তি স্থান পদে, স্বর্ণরৌপ্য তাম্র ত্রিপু অর্থাৎ দস্তা লোহ, শিশক, রঙ্গ, অর্থাৎ রাং, পারদ, অর্থাৎ পারা, হিরক, নীলমণি, বৈদূর্য্যমণি অর্থাৎ পান্না পদ্মরাগ, অর্থাৎ পোকরাজ, মণি মাণিক্যাদির আকর [প্রাকৃতবাসায় খানি বলে]

‖ নগর শব্দে জারধানী, প্রাকৃত ভাষায় [সহর] বলে।

¶ স্বতঃ সিদ্ধঃ বৃক্ষ পদে, ঈশ্বর সৃষ্ট, স্বভাবতঃ বৃক্ষ সমষ্টিকে বন

চিত্রধাতু বিচিত্রাদ্রীনিভভগ্ন ভুজদ্রুমান।
জলাশয়াঞ্ছিব জলান্নলিনীঃ সুর সেবিতাঃ॥
চিত্রস্বনৈঃ পত্ররথৈ র্বিভ্রমদ্ভ্রমরশ্রিয়ঃ॥১১॥

চিত্রৈর্ধাতুভিঃ সুবর্ণ রজতাদ্যৈঃ বিচিত্রানদ্রীংশ্চ ইভৈর্ভগ্নাভুজাঃ শাখাযেষাং তেদ্রুমাযেষুতান্ শিবানি ভদ্রাণি জলানি যেষাং তান্। নলিনীঃ সরসীঃ চিত্রা স্বনা যেষাং তৈঃ। পত্ররথৈঃ পক্ষিভিঃ তস্মাদ প্রবুদ্ধৈ রিতস্ততো বিভ্রমদ্ভির্ভ্রমরৈঃ শ্রীঃ শোভাযাসাং তানলিনীঃ॥১১॥

অপর * চিত্রধাতুতে বিচিত্র পর্ব্বত সকল দর্শন করিয়াছিলাম, কীদৃশ পর্ব্বত, না, হস্তিগণ কর্ত্তৃক ভগ্নভুজ বৃক্ষ মণ্ডিত অর্থাৎ শাখা রহিত বৃক্ষান্বিত এবং নানা সরোবর যুক্ত কিম্ভূত সরোবর, না, শিব জলান্বিত অর্থাৎ মনোহর স্বচ্ছ সুগন্ধি জল পুনঃ † নলিনীষণ্ড অর্থাৎ প্রফুল্ল কমল কাননান্বিত এবং সুরসেবিত অর্থাৎ দেবগন্ধর্ব্ব কিন্নরাদির বিহারার্থ স্থান ‡ নানা বিধ পক্ষীগণ কর্ত্তৃক চিত্রনাদিত অপিচ কমল কাননে জুগুঞ্জ২ নাদে মত্ত ভ্রমরা বলি ভ্রমণ করিতেছে এবম্ভূত শোভান্বিত সরোবর॥ ১১॥

বলে। যথা [শাল তাল তমাল পিয়াল ধব অর্থাৎ ধাওয়াকেন্দু বৃক্ষ খদির পলাশোড়ম্বর অর্থাৎ যজ্ঞ ডুম্বর পিচুমন্দ অর্থাৎ নিম্ব কোবিদার অর্থাৎ কাঞ্চন প্রভৃতি।

* চিত্রধাতু পদে স্বর্ণ রৌপ্য মনঃ শিলা হরিতালাদিতে চিত্রিত পর্ব্বতঃ।

† নলিনীষণ্ড পদে পদ্মাদি বন অর্থাৎ শ্বেতরক্ত নীলপীতাদি কমল এবং কুমুদ কহ্লার কোকনদ ইন্দীবরাদি।

‡ নানাবিধ পক্ষী পদে, সারস সারসী হংসদাত্যূহ অর্থাৎ ডাক্

নলবেণু শরস্তম্ব কুশকীচক গহ্বরং। একএ বাতি যাতোহ মদ্রাক্ষং বিপিনং মহৎ। ঘোরং প্রতি ভয়াকারং ব্যালোলূক শিবাজিরং॥ ১২॥

—অতিযাতঃ অতিক্রম্যগতঃ সন্ মহদ্বিপিনং বনমদ্রাক্ষং কীদৃশং নলবেণু শরস্তম্বৈঃ কুশৈঃ কীচকৈশ্চ গহ্বরং দুর্গং তত্রবেণু জাতয়এব বিপুলান্তরাল গর্ভাঃ কীচকাঃ। ঘোরং দুঃসহং প্রতিভয়াকরং ভয়ঙ্কররূপং ব্যালাদীনাম জিরং ক্রীড়া স্থানং॥ ১২॥

অনন্তর এতৎ স্থান সকলকে অতিক্রম করিয়া ঘোরতর বন প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, যে নলবন, বংশবন, শরবন, কুশ * কীচকবন, এবং স্থানে২ গিরি গহ্বর দ্বারা অত্যন্ত দুর্গম, অপর † হিংস্রক ব্যাল উলূক শৃগালাদির ক্রীড়া স্থান এবম্ভূত অতিভয়ঙ্কর ঘোর বনে আমি একাকী গমন করিয়াছিলাম॥ ১২॥

পরিশ্রান্তেন্দ্রিয়াত্মাহং তৃট্পরীতোবুভুক্ষিতঃ। স্নাত্বাপীত্বা হ্রদেনদ্যা উপস্পৃষ্টোগতশ্রমঃ॥ ১৩॥

চক্রবাক্ জলকুঃ কুট অর্থাৎ পানকৌড়ি কারণ্ডব শব্দে মরালাদির ধ্বনি বিশিষ্ট।

* কীচক শব্দে বংশ জাতি বিশেষঃ অর্থাৎ অতি বিস্তার অন্তর যাহার তাহাকে কীচক বংশ বলে।

† হিংস্রক ব্যালাদি পদে, ব্যাঘ্র ভল্লুক সিংহ সর্প প্রভৃতি।

পরিশ্রান্তানীন্দ্রিয়াণি আত্মাদেহশ্চ যস্য তৃষা পরীতো ব্যাপ্তঃ। উপস্পৃষ্ট আচান্তঃ ॥ ১৩॥

অনন্তর বহুপথ পর্য্যটনে আমি অত্যন্তশ্রান্ত এবং বিকলেন্দ্রিয় ক্ষুধাতৃষ্টায় পরীত হইয়া কোন এক নদীহ্রদে স্নান করতঃ জলপানে গতশ্রম হইলাম ॥ ১৩ ॥

অর্থাৎ গমনে অশক্ত হইয়া নদী সলিলে অবগাহন করতঃ পর্য্যটনশ্রম শান্তি করিয়াছিলাম ॥ ১৩ ॥

তস্মিন্নির্মনুজেঽরণ্যে পিপ্‌পলোপস্থ আশ্রিতঃ। আত্মনাত্মস্থ মাত্মনং যথা শ্রুত মচিন্তয়ং ॥ ১৪ ॥

পিপ্‌পলোপস্থে অশ্বত্থমূলে আশ্রিতঃ উপবিষ্টঃ আত্মনা বুদ্ধ্যা আত্মস্থং হৃদিস্থং আত্মনং পরমাত্মানং ॥ ১৪॥

শ্রান্তি দূর করণান্তর, সেই নির্মনুষ্য নিবিড় বিপিন মধ্যে এক প্রবীন অশ্বত্থ মূলে উপবিষ্ট হইয়া স্ববুদ্ধ্যনুমানে আপনি আপন হৃদিস্থ পরমাত্মাকে অনুধ্যান করিতে লাগিলাম, যাহা পূর্ব্বে মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছিলাম ॥ ১৪ ॥

ধ্যায়তশ্চরণাম্ভোজং ভাবনির্জ্জিত চেতসা। ঔৎকণ্ঠ্যাশ্রুকলাক্ষস্য হৃদ্যাসীন্মে শনৈর্হরিঃ ॥ ১৫ ॥

ভাবেন ভক্ত্যানির্জ্জিতং বশীকৃতং যচ্চেতস্তেন ঔৎকণ্ঠ্যেনাশ্রুকলা যুক্তে অক্ষিণী যস্য ॥ ১৫ ॥

কিয়ৎকাল ভগবচ্চরণারবিন্দানুধ্যানে তদ্ভক্তি কর্ত্তৃক চিত্ত বশীকৃত হয়, তদ্দ্বারা তদ্দর্শনে উৎকণ্ঠা জন্মে, তাহাতে নয়ন যুগল অশ্রুকলাতে আপূর্ণ হইল, এবম্ভূত যে আমি আমার চিত্তে শ্রীহরিঃ ক্রমে অল্পে২ স্বরূপে প্রকাশিত হইতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

প্রেম্নাতিভর নির্ভিন্ন পুলকাঙ্গোঽতিনির্বৃতঃ। আনন্দ সংপ্লবেলীনো নাপশ্য মুভয়ং মুনে ॥ ১৬ ॥

প্রেম্নোঽতিভরেণ নির্ভিন্ন পুলকানি অঙ্গানি যস্য। আনন্দানাং সংপ্লবে মহাপ্লবে পরমানন্দ। উভয়ং আত্মানং পরঞ্চ ॥ ১৬ ॥

অনন্তর জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা স্বহৃদয়ে হরিঃস্বরূপ দর্শন হওয়াতে, গাঢ় প্রেম জন্মিল তৎপ্রেম ভরে নির্ভিন্ন হইয়া সর্ব্বাঙ্গ পুলকান্বিত হইল তৎকালে আমি পরমানন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়া বিহ্বল হইয়াছিলাম, অর্থাৎ আনন্দ সংপ্লবে সমাধি বিশিষ্ট হওয়াতে আমিই বা কে ভাবিই বা কি, এতদুভয়কেই বিস্মৃত হইয়াছিলাম ॥ ১৬ ॥

রূপং ভগবতো যত্তন্মনঃ কান্তং শুচাপহং। অপশ্যন্ সহসোত্তস্থে বৈক্লব্যাদ্দুর্ম্মনাইব ॥ ১৭ ॥

মনসঃ কান্তমভীষ্টং। শুচাশোকস্ত মপহন্তীতি তথাতং। উত্তস্থে ব্যুত্থিতবানস্মি ॥ ১৭ ॥

যেরূপ ভগবানের কমনীয় এবং মনঃশোকের হরণ করে, সেই কমনীয় মনোহর রূপ স্বহৃদয়ে সহসা দর্শন করতঃ ব্যাকুল হইয়া উত্থিত হইয়াছিলাম ॥ ১৭ ॥

দিদৃক্ষুস্তদহং ভূয়ঃ প্রণিধায় মনোহৃদি।
বীক্ষমাণোপি নাপশ্যমবিতৃপ্ত ইবাতুরঃ
॥ ১৮ ॥

হৃদিমনঃ প্রণিধায় স্থিরীকৃত্য। অবিতৃপ্তোহং আতুরইব অভব মিতি শেষঃ ॥ ১৮ ॥

সেই ভগবদ্রূপ দর্শনেচ্ছু হইয়া পুনর্ব্বার স্বহৃদয়ে মনকে স্থিরীকৃত করতঃ পুনঃ২ রূপ দর্শনে * আতুর রোগিব্যক্তির ন্যায় অবিতৃপ্ত হইলাম ॥ ১৮ ॥

এবং যতন্তং বিজনে মামাহাগোচরো-গিরাং। গম্ভীরশ্লক্ষয়াবাচা শুচঃ প্রশময়ন্নিব ॥ ১৯ ॥

গিরামগোচরঃ সম্বদনস্যা বিষয়ভূত ঈশ্বর ॥ ১৯ ॥

এইমত প্রকারে নির্জ্জন বনস্থলে ভগবদনুধ্যানে যত্নবান আমি, আমাকে সুমধুর গম্ভীর শব্দে অগোচর বাক্য অর্থাৎ

* আতর ব্যক্তির অবিতৃপ্তির কারণ, যথা বিকারাপন্ন ব্যক্তি পিপাসাতুর হইলে যত জল পানকরুক, কিন্তু তাহার তৃপ্তি জন্মেনা। সেইরূপ ভগবদ্রূপ দর্শনে পরিতৃপ্তি নাই ॥

* অশরীরীণী দৈববাণী কহিয়াছিলেন, যাহাতে চিত্তের সমস্ত উৎকণ্ঠার উপশম হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥

হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মামাদ্রষ্টুমিহার্হতি। অবিপক্বকষায়াণাং দুর্দ্দর্শোঽহং কু-যোগিনাং ॥ ২০ ॥

হন্তেতি সানুকম্পসম্বোধনে। মাইতি মাং দ্রষ্টুং মার্হতি নার্হতি। যতোঽবিপক্বা অদগ্ধা কষায়ামলাঃ কামাদয়ো যেষাং তেষাং কুযোগিনাং অনিস্পন্ন যোগানাং ॥ ২০ ॥

হন্তইতি সানুকম্প সম্বোধন, অর্থাৎ আমাকে কৃপা করিয়া কহিয়াছিলেন, হে তাত নারদ, তুমি আমাকে এজন্মে দর্শন করিতে যোগ্য হইবে না যেহেতুক † অবিপক্বকষায় অর্থাৎ অদগ্ধ পাতক কুযোগিদিগের আমি ‡ দুর্দ্দর্শ ॥ ২০ ॥

* অশরীরীণী বাণীপদে ভগবান প্রসন্ন হইয়া অদৃশ্যরূপে আমাকে আশ্বাস করিয়াছিলেন ॥

† অবিপক্ক কষায় অর্থাৎ যাহারদিগের তপোগ্নিপ্রভাবে কাম ক্রোধ লোভ রাগ দ্বেষ ঈর্ষা অসূয়া দম্ভজ পাপরাশি ভস্মীভূত হয় নাই, সুতরাং এবম্ভূত অশুদ্ধ চিত্ত ব্যক্তির আমি দৃশ্য নহি। কুযোগীপদে অনিস্পন্ন যোগ অর্থাৎ যাহার সম্যক যোগ সম্পন্ন হয় নাই।

‡ দুর্দ্দর্শ পদে এককালিন দৃশ্য নহি এমত নহে অর্থাৎ বহু আয়াসে দৃশ্য হই। যথাশ্রুতিঃ (বৃণুতেতনুংস্বা মিত্যাদি) যাহারদিগের যোগাদি সম্পন্নে চিত্ত নির্ম্মল হয়, তাহারদিগের সেই নির্ম্মল চিত্তে পরমাত্মা আপনার স্বীয়রূপে প্রকাশ পায়েন।

সকৃদ্যদ্দর্শিতং রূপ মেতৎকামায়তেনঘ।
মৎকামঃ শনকৈঃ সাধুঃ সর্ব্বান্মুঞ্চতিহৃচ্ছ-
য়ান্॥ ২১॥

কুতস্তর্হি দৃষ্টোসি তত্রাহ। সকৃদ্দর্শিতং ময়েতিযৎ তৎকামায় ময়ি অনুরাগায়। ত্বৎকামেন কিমিত্যত আহ। মৎকামঃ পুমান্। হৃচ্ছ-য়ান্ কামান্॥ ২১॥

হে অনঘ * নিষ্পাপ নারদ, তোমার কামার্থ অর্থাৎ অভিলাষ পূরণার্থে একবার আমি তোমাকে যেরূপের দর্শন করাইলাম মৎকামঃ সাধু অর্থাৎ আমিই উদ্দেশ্য ফল যে সকল সাধু-গণেরা মদনুরাগার্থে সেই রূপ দর্শনের কাম না করেন, সেই কামনার ফলে অন্যৎ সমস্ত কামে পরিমুক্ত হয়েন অর্থাৎ সংসারোচিত সুখাভিলাষে আবদ্ধ হয়েন না॥ ২১॥

সৎসেবয়া দীর্ঘয়াপি জাতাময়ি দৃঢ়ামতিঃ।
হিত্বাবদ্যমিমং লোকং গন্তামজ্জনতামসি
॥ ২২॥

* অতএব হেনারদ তুমি বালক, তোমার সম্বন্ধে তপঃকর্ম্মাদির পরিসমাপ্তি হয় নাই, একারণ তুমি আমাকে ইহজন্মে দেখিতে শক্ত হইবেনা। শুদ্ধ আমাতে তোমার অনুরাগ জন্মিবে এতন্নিমিত্ত একবার হৃদয়ে বিদ্যুৎ চাক চিক্যের ন্যায় দর্শন দিয়াছি এতাবন্মাত্র॥ আমাতে কামনা করে যে সকল সাধু ব্যক্তি, তাহারা মদনুরাগী হয়, অপিচ মদনুরাগের ফল এই যে, অল্পে২ তচ্চিত্ত হইতে সম্যক কামের পরিমোচন হইয়া যায় পরিত্যক্তকামে ক্রমে আমাকে লাভ করে।

অদীর্ঘয়াপি সতাং সেবয়া অবদ্যং নিন্দ্যং লোকং দেহং। মজ্জনতাং মৎপার্ষদতাং গন্তাসি ॥ ২২ ॥

হে নারদ তুমি নিশ্চয় জানিহ, যে তুমি বহুকাল পর্য্যন্ত সাধুদিগের সেবা করিয়াছিলে তৎফলে আমাতে তোমার দৃঢ়ামতি জন্মিয়াছে। অতএব তুমি অবশ্যই * নিন্দনীয় এই লোক পরিত্যাগ করতঃ † মজ্জনতাকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ২২ ॥

মতির্ময়ি নিবদ্ধেয়ং নবিপদ্যেত কর্হিচিৎ।
প্রজা সর্গনিরোধেপি স্মৃতিশ্চ মদনুগ্রহাৎ ॥২৩॥

প্রজানাং সর্গে সৃষ্টৌ নিরোধে সংহারেপি। প্রজা সর্গস্য নিরোধ ইতি বা ॥ ২৩ ॥

তোমার মতি আমাতে নিশ্চল রূপে আবদ্ধ হইবে, কদাপি বিপ্লব হইবেক না অর্থাৎ আমাতে তোমার মতি বিচ্ছেদ হইবেক না এবং মদনুগ্রহে প্রজাসর্গ নিরোধে অর্থাৎ এতৎ বিশ্বের প্রলয় হইলেও তোমার স্মৃতি বিধ্বংসন হইবেক না ॥ ২৩ ॥

অতএব তুমি মৎসদৃশ সর্ব্বজ্ঞ হইবে, কল্প কল্পান্তরীয়

---

* নিন্দনীয় লোকপদে এই মর্ত্ত্যলোক, অথবা শোণিত শুক্রজাত এতদ্দেহকে নিন্দ্যলোক বলিয়াছেন, কিম্বা দাসী গর্ব্ভজাত প্রযুক্ত হীনজাতীয়ই বা হউক।

† মজ্জনতাপদে মদীয়জনতা অর্থাৎ মৎ পার্ষদ পদপ্রাপ্তঃ। সুতরাং নারদকে ভগবান আপন পার্ষদ করিয়াছিলেন।

বিষয় স্মরণে থাকিবেক ইত্যর্থে জন্মান্তরীয় ব্যাপার বেদ ব্যাসকে নারদ কহিয়াছিলেন, ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৩ ॥

এতাবদুক্ত্বোপররামতন্মহদ্ভূতংনভো লিঙ্গ মলিঙ্গমীশ্বরং। অহঞ্চতস্মৈমহতাং মহীয়সে শীর্ষ্ণাব নামং বিদধেঽনুকম্পিতঃ ॥ ২৪ ॥

তৎপ্রসিদ্ধং মহদ্ভূতং। অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদ ইত্যাদি শ্রুতেঃ। কীদৃক্ ঈশ্বরং সর্ব্বনিয়ন্তৃ নভসিলিঙ্গং মূর্ত্তির্যস্য তন্নভোলিঙ্গং। সন্নিহিত মপিনলিঙ্গ্যতে ইত্যলিঙ্গং তস্মৈ অদৃষ্টায় অবনামং প্রণামং বিদধে কৃতবান্ অহং। তেনানুকম্পিতঃ সন্ ॥২৪॥

এতাবৎ আমাকে কহিয়া সেই জগদীশ্বর বাক্যের উপরতি করিলেন, অর্থাৎ আর কোন বাক্যই কহিলেন না। সেই পরমেশ্বর কিম্ভূত না অদ্ভূত অর্থাৎ বিস্মাপনীয় পরম রূপবান, যাঁহাকে * নভোলিঙ্গ এবং † অলিঙ্গ বলিয়া শ্রুতি অনুশাসন করিয়াছেন। আমিও তদনুকম্পিত হইয়া সেই মহান হইতেও মহান্ যে পরমাত্মা তাঁহাকে প্রণাম করিলাম ॥ ২৪ ॥

* নভোলিঙ্গ পদে আকাশলিঙ্গ, অর্থাৎ যৎকালে নারদকে উপদেশ করিয়াছিলেন, তৎকালে তাহার শরীর আকাশেতে লিপ্ত ছিল। অথবা আকাশবৎ ব্যাপক এবং স্বচ্ছ অর্থাৎ নির্ম্মল শরীর ॥ কিম্বা যে শরীর হইতে আকাশের উৎপত্তি, তাহাকে আকাশ লিঙ্গ বলা যায়।

† অলিঙ্গ পদে লিঙ্গ রহিত অর্থাৎ শরীর রহিত, এস্থলে তাহা নহে, অর্থাৎ বহুআয়াসেও যাঁহার দর্শন করা যায়না তাঁহাকে অলিঙ্গ বলিয়া

নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্ গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানিচ স্মরন্। গাং পর্য্যটং স্তুষ্ট মনাগতস্পৃহঃ কালং প্রতীক্ষন্নমদো বিমৎসরঃ ॥ ২৫ ॥

হতত্রপঃ ত্যক্ত লজ্জঃ বিমৎসরো জাতোস্মীতি বিশেষঃ ॥ ২৫ ॥

ভগবানের অদর্শনে নারদ গোস্বামী সমস্ত বহির্ব্যাপারে নিরস্ত হইয়া নিরন্তর ভগবদ্গুণ কীর্ত্তনেই কালযাপনা করিয়াছিলেন তদর্থে উক্ত হইয়াছে যথা (নামানীতি)

নারদ গোস্বামী বেদব্যাসকে কহিতেছেন, যে হে ব্যাস অনন্তর আমি বিগত লজ্জ * হইয়া ভগবন্নাম সংকীর্ত্তন, এবং গোপনীয় মঙ্গল কারণ ভগবানের † কৃতকর্ম্ম সকল স্মরণ

উক্ত করিয়াছেন। কেননা সন্নিহিত ঈশ্বরকেও কেহ অনায়াসে দেখিতে পায়না।

* বিগত লজ্জ পদে ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন করিতে এমত সঙ্কোচ করি নাই, যে পাছে কেহ আমাকে উন্মত্ত বলিয়া ঘৃণা করে, অর্থাৎ সকল সময়েই হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতাম। যথা (তদ্ভক্তি বিষয়ে দাস্যে নাম সংকীর্ত্তনে রুচিঃ। স্বপ্নে জাগরণে শশ্বৎ গায়ং ২ ভ্রমাম্যহং] তৎশব্দে হরিভক্তি বিষয়ে এবং তদ্দাস্যে আর তন্নাম সংকীর্ত্তনে রুচি হওয়াতে শয়ন জাগরণাদি সর্ব্বকালেই গান করতঃ ভ্রমণ করিয়াছিলাম।

† ভগবানের কৃতকর্ম্ম পদে লীলাবতারাদিকৃত বিশ্বহিতার্থে যে যে কর্ম্ম সকল, অথবা, এই বিশ্ব সমস্তই তাঁহার কার্য্য এতৎ স্মরণ করিয়া তাঁহার কারণেত্বের প্রতি চিত্তাভি নিবেশ।

করতঃ কেবল কাল প্রতীক্ষায় * তুষ্টমনা † সমস্ত স্পৃহা শূন্য, ‡ মাৎসর্য্য রহিত হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলাম ॥ ২৫ ॥

এবং কৃষ্ণমতে ব্রহ্মন্নাসক্তস্যামলাত্মনঃ।
কালঃ প্রাদুরভূৎকালে তড়িৎ সৌদামিনী যথা ॥ ২৬ ॥

কালে স্বাবসরে কালোমৃত্যুঃ প্রাদুরভূৎ আবির্বভূব। অকস্মাৎ প্রাদুর্ভাবে দৃষ্টান্তঃ বিদ্যুদিবেতি সৌদামিনীতি বিশেষণং স্ফুটত্ব প্রদর্শনার্থং। সুদামামালা তত্রভবা সৌদামিনী মালাকার ইত্যর্থঃ। যদ্বা-সুদামাপর্ব্বতঃ তৈনেকদিগিতি সূত্রেণ অণস্ফটিকময় পর্ব্বত প্রান্তভাগ ভবাহি বিদ্যুদতিস্ফুটা ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

হে ব্রহ্মণ্ হে বেদব্যাস এরূপ ॥ কৃষ্ণমতি, ও তদাসক্ত, অমলাত্মা হইয়াছিলাম যে আমি, কিয়ৎকালানন্তর ¶ হটাৎ

---

* তুষ্টমনা, পদে প্রসন্নমন অর্থাৎ রাগদ্বেষ ঈর্ষা সুয়াদি বর্জ্জিত।

† সমস্ত স্পৃহাশূন্য পদে আকাংক্ষা রহিত।

‡ মাৎসর্য্য পদে অভিমান শূন্য অর্থাৎ আপনাতে উত্তমতাভ্রমের শান্তি, হীনত্বে পরিগ্রহ।

॥ কৃষ্ণ মতি শব্দে কৃষ্ণেমতি যাহার হয় তাঁহার নাম কৃষ্ণমতি অর্থাৎ কৃষ্ণে আসক্তি যাহার তাহাকে কৃষ্ণাসক্ত বলে। এবং রাগদ্বেষ কাম ক্রোধাদিকে মল বলে, সেই মল মার্জ্জন যাহার হয়, তাহার নাম অমলাত্মা।

¶ অকস্মাৎ মৃত্যুর দৃষ্টান্তে তড়িৎ সৌদামিনীর উদাহরণ দিয়াছেন যথা তন্ত্রান্তরে (তড়িচ্চপল মায়ুশ্চেতি) তড়িতের ন্যায় চঞ্চল আয়ু অর্থাৎ হটাৎ উপস্থিত হয়।

আমার কালোপস্থিত হইল, অর্থাৎ * তড়িৎ সৌদামিনীর ন্যায় মৃত্যু আগত হইয়াছিল ॥ ২৬ ॥

প্রযুজ্যমানে ময়িতাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুং। আরব্ধ কর্ম্ম নির্ব্বাণো ন্যপতৎপাঞ্চ ভৌতিকঃ ॥ ২৭ ॥

প্রযুজ্যমানে ইত্যস্যায় মর্থঃ। হিত্বাবদ্যামিমং লোকং গন্তামজ্জন-তামসীতি। যাভাগবতী ভগবৎ পার্ষদরূপা শুদ্ধা সত্বময়ী তনুঃ প্রতি-শ্রুতা তাং প্রতি ভগবতাময়ি প্রযুজ্যমানেনীয় মানে। আরব্ধং যৎ-কর্ম্ম তন্নির্ব্বাণং সমাপ্তং যস্য। আরব্ধ কর্ম্মণো নির্ব্বাণমিব নির্ব্বাণং যস্যেতিবা। সপঞ্চভূতাত্মকোদেহো ন্যপতৎ। অনেন পার্ষদ তনু নাম কর্ম্মারব্ধত্বং শুদ্ধত্বং নিত্যংচ সূচিতং ভবতি ॥ ২৭ ॥

এতৎ পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগে নারদ ভগবৎ পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হয়েন তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (প্রযুজ্যমানইতি) পূর্ব্বে ভগবান প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে তুমি এই পাঞ্চ-

---

* সৌদামিনী শব্দে মালাকার অর্থাৎ সুদামা মালা সেই মালা যাহা-হইতে উৎপন্না হয় তাহাকে সৌদামিনী বলাযায় ইত্যার্থে ভগবান কর্ত্তৃ-কই অকস্মাৎ মৃত্যু উপস্থিত হয়, যেহেতু তিনিই সকলের নিয়ন্তা, তদ্ভিন্ন মৃত্যু অন্য কেহ, অপিবা। সুদামা নামে স্ফটিকময় পর্ব্বত, তৎপ্রান্ত ভাগে উৎপন্না ইত্যর্থে সোদামিনীকে বিদ্যুৎ বলে, এস্থলে ভগবানকেই কহিয়াছেন অর্থাৎ স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ পরমাত্মা তাহা হইতেই সহসা মৃত্যু উৎপন্ন হয়, ইত্যর্থে মৃত্যু প্রথমাবধি অস্ফুটরূপে আত্মাতে থাকেন, কালে সহসা স্ফুটরূপে প্রকাশ পায়েন, তদ্রূপ স্ফটিক পর্ব্বতে অন্তর্হিতরূপে বিদ্যুতের বাস, কিন্তু ইন্দ্র বজ্রাঘাতে স্ফুট হইয়া প্রকাশ পায়।

ভৌতিক দেহ ত্যাগে মজ্জনতা প্রাপ্ত হইবে, মজ্জনতা পদে ভগবৎ পার্ষদরূপা শুদ্ধ সত্ত্বময়ী তনু, সেই তনু ভগবান কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ আমাতে প্রযুক্ত হওয়াতে * আরব্ধ কর্ম্মের নির্ব্বাণ হইয়া পঞ্চভূতাত্মক এই নিন্দনীয় দেহের পতন হয়.॥ ২৭ ॥

কল্পান্ত ইদমাদায় শয়ানেম্ভস্যুদন্বতঃ। শিশয়িষোরনু প্রাণং বিবিশেন্তরহং বিভোঃ ॥ ২৮ ॥

ইদং ত্রৈলোক্যং আদায় উপসংহৃত্য উদন্বত একার্ণবস্যাম্ভসি শয়ানে শ্রীনারায়ণে শিশয়িষো শয়নং কর্ত্তুমিচ্ছোঃ বিভো ব্রহ্মণঃ অন্তর্গধ্যং অনুপ্রাণং নিশ্বাসেন সহবিবিশে প্রবিষ্টোহহং। ততোবতীর্য্য বিশ্বাত্মা দেহ মাবিশ্য চক্রিণঃ। অবাপ বৈষ্ণবীং নিদ্রামেকীভূয়াথ বিষ্ণুনা ইতি কূর্ম্মোক্তে। স্বায়নে অম্ভসীতি পাঠে। স্বায়নে স্বস্যাশ্রয়ে অম্ভসি শিশয়িষোঃ ব্রহ্মণ্ ইতি শ্রীনারায়ণে নাভেদ বিবক্ষয়োক্ত মিতি গময়িতব্যং ॥ ২৮ ॥

অতএব নারদ পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগে ভগবৎ পার্ষদতা প্রাপ্ত হইয়া জন্ম মরণ. বর্জ্জিত হইয়াছেন, এবং প্রলয়াবস্থায় কিরূপে অবস্থান করেন, তদর্থে উক্ত করিয়াছেন, যথা (কল্পান্ত ইতি)

কল্পান্তে এই সমস্ত বিশ্বকে আত্মসাত করতঃ একার্ণব জলে শয়ন করিয়াছিলেন যে নারায়ণ তৎশরীরে অর্থাৎ

---

* আরব্ধ কর্ম্মপদে পূর্ব্ব কর্ম্ম যৎফলে এতদ্দেহের উৎপত্তি, সেই কর্ম্ম নির্ব্বাণ হওয়াতে এতদ্দেহের অবসান সুতরাং নিত্যশুদ্ধ সত্ত্বময় ভগবৎ পার্ষদ রূপের সূচনা করিয়াছেন।

তাঁহার উদরে নিশ্বাসের সহিত আমি প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, এতদর্থে প্রলয়ে নারায়ণ শরীরেই বাস করেন ॥ ২৮ ॥

অন্যদপি, একার্ণব জলে শয়নেচ্ছু ভগবান ব্রহ্মার অন্তর্মধ্যে ক্ষুদ্র প্রমাণে নিশ্বাসের সহিত আমি প্রবেশ করি, ইত্যর্থে, নারায়ণের সহিত ব্রহ্মার অভেদ বর্ণন করিয়াছেন, যথা কূর্ম্মপূরাণে। (ততোবতীর্য্য বিশ্বাত্মা দেহমাবিশ্য চক্রিণঃ। অবাপবৈষ্ণবীং নিদ্রামেকীভূয়াথবিষ্ণুনা ইতি) অনন্তর অর্থাৎ প্রলয়াবস্থাতে * বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা স্বলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া চক্রীর দেহে প্রবেশ করেন, এবং প্রবেশানন্তর নারায়ণের সহিত একীভূত হইরা † বৈষ্ণবী নিদ্রাকে ভজনা করেন, আমি সেই ব্রহ্ম শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মার

---

* ইত্যর্থে ব্রহ্মাতে বিশ্ব এবং বিশ্বস্থ বস্তু সকল লয়পায়, সেই ব্রহ্মা যে তাবৎ বস্তুর সহিত হরিতে প্রবেশ করেন তাহার প্রমাণ বেদান্তে যথা [কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃপর মভিবানাৎ] কার্য্যাত্যয়ে অর্থাৎ প্রলয়াবস্থাতে বিশ্বকার্য্যের সহিত তদধ্যক্ষ কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ব্ভাখ্যব্রহ্মা পরমে অর্থাৎ পরমাত্মাতে অধিগমন করেন। যদি বল আত্মাতে লয় পায়েন, তাহাতে নারায়ণের সম্বন্ধ কি, উত্তর, বেদান্তে যাঁহাকে আত্মা বলিয়াছেন সেই আত্মাই নারায়ণ, যেহেতু ব্রহ্ম পুরাণে কহেন, যথা [ব্রহ্মাণ মগ্রতঃ কৃত্বা প্রবিশন্তি হরিং বিভুং] প্রলয়ে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাকে অগ্রত করতঃ বিশ্বাত্মা হরিতে প্রবেশ করেন। অতএব, বেদান্ত দর্শন যিনি করেন তিনিই পুরাণ কর্ত্তা, সুতরাং তদ্বাক্যতঃ নারায়ণ হইতে ভিন্ন পরমাত্মা অপর নাই।

† বৈষ্ণবীনিদ্রা পদে, বিষ্ণুর যোগনিদ্রা অর্থাৎ বিষ্ণু হইতে উৎপন্না যে নিদ্রা তাঁহাকে বৈষ্ণবীনিদ্রা বলেন। যথা চণ্ডী, [যোগনিদ্রাং যদাবিষ্ণোর্জ্জগত্যেকার্ণবীকৃতে। আস্তীর্য্য শেষ মভজৎকল্পান্তে ভগবান্

সহিত নারায়ণ শরীরে অবস্থান করি, সুতরাং পরম্পরা সম্বন্ধে নারায়ণেই বাসের সম্ভব। অতএব ব্রহ্ম শরীরে প্রবেশ বা নারায়ণ শরীরে প্রবেশ উভয়েরই ফল তুল্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

সহস্রযুগপর্য্যন্ত উত্থায়েদং সিসৃক্ষতঃ। মরীচি মিশ্রাঋষয়ঃ প্রাণেভ্যোহহঞ্চ জজ্ঞিরে ॥ ২৯ ॥

প্রাণেভ্যইন্দ্রিয়েভ্যঃ অহং মরীচি মিশ্রাস্তন্মুখা ঋষয়শ্চ জজ্ঞিরে ॥ ২৯ ॥

অনন্তর * দেবমানে সহস্র যুগ পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রলয়াবসানে এই বিশ্ব সৃষ্টি করণেচ্ছায় † উত্থিত হইয়া মরীচি

প্রভূঃ] এতৎজগৎকে একার্ণব সলিলে মগ্ন করতঃ শেষ শর্য্যায় কল্পান্তে অর্থাৎ প্রলয়াবস্থায় অনন্তশয্যায় ভগবান বিষ্ণু স্বীয়া যোগ-নিদ্রাকে ভজনা করেন অর্থাৎ নিদ্রাভিভূত হয়েন।

* দেবমানে সহস্র যুগে প্রলয় অর্থাৎ নারায়ণ শরীরে ব্রহ্মার লয় হয়। দেবমান অর্থাৎ মনুষ্যমানে এক বৎসরে এক দিবস তদনুসারে যুগের গণনা হয়।

† উত্থিত শব্দে ভগবানের নিদ্রাবসানে উত্থানকে বলে, এখানে ভগবৎ শরীর হইতে পৃথক রূপে ব্রহ্মার প্রকাশকে কহিয়াছেন। অর্থাৎ বিষ্ণুর নাভিপদ্মে উদ্ভব হইয়া সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন ইচ্ছা মাত্রতঃ মুখাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, প্রচেতা অর্থাৎ দক্ষ ইত্যাদি ঋষিরা পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়েন।

অত্রি অঙ্গিরা প্রভৃতিকে উৎপত্তি করেন, এবং আমিও তাঁহার * প্রাণেন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন হই ॥ ২৯ ॥

অন্তর্ব্বহিশ্চ লোকাং স্ত্রীন্ পর্য্যেম্যস্কন্দিত ব্রতঃ। অনুগ্রহান্মহাবিষ্ণো রবিঘাতগতিঃ কৃচিৎ ॥ ৩০ ॥

যে কর্ম্মিণ স্তেবহির্নযান্তি তপআদিভি র্ব্রহ্মলোকং গতাস্ত অন্তর্নযান্তি অহন্ত মহাবিষ্ণোরনুগ্রহাৎ অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতঃ সন্নন্তর্বহিশ্চ পর্য্যেমি পর্য্যটামি কৃচিদপি অবিঘাতা অপ্রতিহতা গতির্যস্য সঃ ॥৩০॥

অতঃপর দেবর্ষি নারদ গোস্বামী আপনার কামচারিত্ব প্রমাণ করিয়া কহিয়াছেন। যথা (অন্তর্বহিশ্চেতি)

হে ব্যাসদেব, আমি অস্কন্দিত ব্রত আর্থাৎ † অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য ফলে ‡ মহাবিষ্ণুর কৃপায় এই তিন লোকের

---

* তদনন্তর, আমি তাঁহার প্রাণ হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ প্রলয়াবস্থায় ব্রহ্মার প্রাণের সহিত শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, সর্জ্জনাবস্থায় অর্থাৎ সৃষ্টি কালেও সেই প্রাণ হইতে পৃথক্ রূপে প্রকাশিত হই।

† অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য পদে, আমার ব্রহ্মচর্য্যার কোন মতে কোন অঙ্গের খণ্ডন হয় নাই, অর্থাৎ আমি সংপূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যশীল।

‡ মহাবিষ্ণু পদে সমস্ত বিশ্বের যিনি এক কর্ত্তা অর্থাৎ আত্মা তথাচ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে [মহাবিষ্ণুর্জ্জগৎ কর্ত্তেতি] জগৎ কর্ত্তা যিনি মহাবিরাট্ [স্থূলাৎ স্থূলতরমিতি] স্থূল হইতেও স্থূল [যস্যলোম বিবরে বিশ্বানি তৎভজামীতি] যাঁহার প্রতিলোম কূপে এক২ ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থান, বেদে যাঁহাকে [ষোড়শকলঃ পুরুষঃ] বলিয়া উক্ত করেন, অর্থাৎ যিনি পরিপূর্ণতম ব্রহ্ম সাক্ষাৎ গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শাংশ সুতরাং বৈকুণ্ঠ নায়ক ক্ষীরোদশায়ী শ্বেতদ্বীপ নিবাসী প্রভৃতির

* অন্তর্বহি পর্য্যটনকরি অর্থাৎ আত্মেচ্ছায় যখন যে স্থানে যা-ইতে কামনাকরি, অভিলাষমাত্রেই তখনি সেই স্থানে গমন করিতে পারি, যেহেতু সর্ব্ব জগদীশ্বর গোবিন্দ প্রসাদে আমার অবিঘাত গতি, অর্থাৎ কোন স্থানেই আমার গমনের ব্যাঘাত নাই ॥ ৩০ ॥

দেবদত্তা মিমাং বীণাং স্বরব্রহ্মবিভূষিতাং।
মূর্চ্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানশ্চরাম্যহং
॥ ৩১ ॥

কি মিতি পর্য্যটসি ঈশ্বরাজ্ঞয়া লোক মঙ্গলার্থ মিত্যাহ চতুর্ভিঃ। দেবদত্তা মিতি। দেবেন ঈশ্বরেণ দত্তাং স্বরাঃ নিষাদর্ষভ গান্ধার ষড়্জ মধ্যম ধৈবতাঃ পঞ্চমশ্চ ইতি সপ্ত তএব ব্রহ্ম ব্রহ্মাভিব্যঞ্জকত্বাৎ

কোষভূত অর্থাৎ আধারভূত হয়েন, শ্রীকৃষ্ণ নির্গুণ মহাবিষ্ণু সগুণ তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে [গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ] বিরজা জলশায়ী সগুণমহাবিষ্ণু আর গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির পর পরমপুরুষ হয়েন, এই হেতু তিনি বিশ্বকার্য্যে এবং পক্ষপাতিত্বে নি-র্মুক্ত, কেবল এতৎকার্য্য সমষ্টি যুক্ত মহাবিষ্ণুই সৃষ্টির কারণ, জীবের উপাসনানুসারে ফল প্রদান করেন, সেই মহাবিষ্ণুর কৃপায় আমি সর্ব্ববন্ধ বিমুক্ত হইয়াছি।

* আমি ব্রহ্মাণ্ডের বহিরভ্যন্তরে গমন করিতে পারি যেহেতু আমি নিষ্কর্ম্মী অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মের ফল ঈশ্বরে অর্পণ করাতে আমি জীবন্মুক্ত হইয়াছি, জীবন্মুক্তের অব্যাহত গতি কিন্তু পরমেশ্বরে অসমর্পিত কর্ম্ম ফল এমত কর্ম্মীবা সত্যাখ্য ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কর্ম্ম ফলে গমন করিতে পারে, তদ্বহিঃ বৈকুণ্ঠাদি ব্রহ্ম সদনে গমন করিতে পারে না।

তেন বিভুষিতাং। স্বতঃ সিদ্ধ সপ্তস্বরা মিত্যর্থঃ। মূর্চ্ছয়িত্বা মূর্চ্ছ-নালাপবতীং কৃত্বা ॥ ৩১॥

আমি হরিকথালাপ ভিন্ন কোন সাধনাই করি না এই সঙ্গীত উপাসনাতেই আমি সর্ব্বত্র গামী হইয়াছি, ইত্যর্থে যদিবল যে এবম্ভূত জীবন্ মুক্ত তুমি কিনিমিত্ত লোক পর্য্যটন কর, উত্তর, ঈশ্বরাজ্ঞানুসারে লোক মঙ্গলার্থে পর্য্যটন. ক-রিয়া থাকি, তদর্থে চতুঃশ্লোক উক্ত হইয়াছে, যথা (দেব-দত্তামিতি)

* দেবদত্তা মমকরস্থা এই বীণা † স্বর ব্রহ্ম বিভূষণবতী

---

* দেবদত্তাবীণা পদে, ঈশ্বরদত্তাবীণা অর্থাৎ তদুপাসন যোগবতী বীণাকে জগদীশ্বর আমাকে প্রসন্ন হইয়া প্রদান করিয়াছেন। বীণা শব্দে ত্রিতন্ত্র বিশিষ্ট যন্ত্র অপভাষায় যাহাকে [সেতার] বলে, অপর পঞ্চতার বিশিষ্ট, পরিবাদিনী বীণা তাহার গঠন মূলে এক তুম্বী বড় শিরোভাগে ছোট তুম্বী, অপভাষায় [বীণ সেতার বলে] অন্যৎ সমান তুম্বীদ্বয় বিশিষ্টা বীণা ইদানীং তাহাকেই বীণ বলে।

† স্বরব্রহ্ম পদে, সপ্তসুর যথা (নিষাদর্ষভ গান্ধার ষড়জ মধ্যম ধৈবতাঃ পঞ্চমশ্চেতি) নিষাদ ঋষভ গান্ধার ষড়্জ মধ্যম ধৈবত পঞ্চম এই সপ্তসুর এতৎ পরিভ্রষ্টে কহিয়া থাকে, নিখাদ, রেখভ, গান্ধার সুর ধৈবত পঞ্চম শরীরস্থ ষটচক্রাদি স্থানস্থ নাদচক্রে উত্থিত একারণ শব্দ ব্রহ্ম বলাতেই সুরের ব্রহ্মত্ব হইয়াছে, ইহাতে বিভূষিতা বীণা ইত্যর্থে বীণাদণ্ডে আবদ্ধ উপনাহে সুর ভেদ জানা যায়, অর্থাৎ যাহাকে সুন্দরী বলে, যদ্দ্বারা রাগরাগিণীর অবয়ব বদ্ধ হয়। অর্থাৎ ষটচক্র হইতে উত্থিত সুর যেহেতু ললাটে নাদচক্র তাহার সহিত মূলাধার স্বাধিষ্ঠান অর্থাৎ লিঙ্গমূল, মণিপুর অর্থাৎ নাভিমণ্ডল, অনাহত অর্থাৎ হৃদয়, বিশুদ্ধ অর্থাৎ কণ্ঠদেশ, আজ্ঞাপুর অর্থাৎ ললাট, এই ছয় রাগ স্থান

ইহাকে * মূর্চ্ছনা দ্বারা আলাপবতী করতঃ হরিকথা গানে আমোদিত হইয়া, এবং ত্রিলোকীতলস্থ লোক সকলকে আমোদিত করিয়া বিচরণ করি ॥ ৩১ ॥

প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ।
আহূত ইবমেশীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি ॥ ৩২ ॥

স্বপ্রয়োজন মাহ। প্রগায়ত ইতি ॥ ৩২ ॥

অতঃপর বেদব্যাসকে নারদ গোস্বামী স্বীয় প্রয়োজন কহিতেছেন। যথা (প্রগায়ত ইতি)

যথা [আধারে ভৈরবা কারং শ্রীরাগং লিঙ্গমূলকে মণিপুরেতুমল্লারং বসন্তং হৃদয়ে তথা বিশুদ্ধাখ্যেচ হিন্দোলং কর্ণাটঞ্চকপালকে] মূলাধারে ভৈরব লিঙ্গমূলে শ্রীরাগ, মণিপুরেমল্লার হৃদয়ে বসন্ত, কণ্ঠদেশে হিণ্ডোল, ললাটে কর্ণাট এই ছয়, সুতরাং আলাপার্থে সুরের উৎপত্তি শরীরস্থ ষটচক্র হইতেই হয় যেং সুরের যেং নাম তাহারি আদ্যাক্ষরের গ্রহণে সাধনা করিবেক, যথা সুরের আদ্যাক্ষর [স] ঋখবের আদ্য (ঋ) গান্ধারের আদ্যাক্ষর (গ) মধ্যমের (ম) পঞ্চমের (প) ধৈবতের (ধ) নিখাদের (নি) এই সপ্তাক্ষর তদ্ভিন্ন অন্যাক্ষরে তাহার সাধনা হয় না। মূর্চ্ছনা শব্দে আলাপ তিন গ্রাম যথা উচ্চ নিম্ন মধ্য ত্রিসপ্ত সংখ্যায় এক বিংশতি হয়। সংগীত বিষয় বেদমূলক বিজাতীয় নহে।

* মূর্চ্ছনা পদে, উচ্চ নীচ মধ্যগতি, প্রাকৃতভাষায় [চড়া উতর মধ্যম] বলে সুতরাং ২১ এক বিংশতি হয়, কিন্তু এক্ষণকার, মন্দবুদ্ধি অর্থাৎ অল্প বিদ্যজনেরা সমস্ত মূর্চ্ছনা দ্বারা রাগালাপ করিতে শক্ত নহে। যথা [সঋগম পধনীতি স্বরাঃ সপ্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ] সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, সুর, ঋখভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিখাদ। যথা

* তীর্থপাদ † প্রিয়শ্রব শ্রীকৃষ্ণ, তৎস্বকীয় লীলাদি গান করতঃ আহূত ন্যায় অর্থাৎ আহ্বান মাত্রতঃ আমার চিত্তে তদ্দর্শন হয়। অর্থাৎ তল্লীলাদি গান কলে ‡ আমি তৎক্ষণাৎ স্বচিত্তে তদ্রূপের দর্শন করি ॥ ৩২ ॥

এতদ্ধ্যাতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়ামুহুঃ।
ভবসিন্ধুপ্লবো দৃষ্টো হরিচর্য্যানুবর্ণনং॥৩৩॥

পর প্রয়োজন মাহ। এতদিতি। মাত্রাবিষয়া স্তেষাং স্পর্শাভোগা তেষামিচ্ছয়া আতুরাণি চিত্তানি যেষাং তেষাং হরিচর্য্যানু-

---

সুর নির্ণয় [ষড়্জ রৌতি ময়ূরস্তু গাবোনর্দ্দন্তিচর্ষভং। অজো রৌতিও গান্ধারং ক্রৌঞ্চঃ কৃণতি মধ্যমং। পুষ্প সাধারণে কালে কোকিলো-রৌতি পঞ্চমং। ধৈবতং কুঞ্জরো রৌতি নিষাদং হেষতে হয়ঃ] ময়ূর ধ্বনি সুর, বৃষধ্বনি ঋখভ, ছাগধ্বনি গান্ধার, বকধ্বনি মধ্যম, বসন্ত কালের কোকিলধ্বনি পঞ্চম, হস্তিধ্বনি ধৈবত, ঘোটকের হেষিত শব্দ নিখাদ, এই সপ্ত জন্তুধ্বনির অনুসারে সুরের সংস্থাজগদীশ্বর কৃত হয়, সপ্ত সুর স্বতঃ সিদ্ধঃ একারণ ব্রহ্ম বলা যায়।

* তীর্থপাদ পদে, তীর্থই যাঁহার চরণ অর্থাৎ যৎপাদানুধ্যান মাত্রেই পবিত্র হয়, যেহেতু তীর্থকে পবিত্রকারী বলে অথবা গয়াশিরকে অর্থাৎ গয়াসুরের মস্তককে লক্ষ করিয়া কহিয়াছেন, কেননা তত্তীর্থের নাম বিষ্ণুপদ অন্যদপি পদ শব্দ ঐশ্বর্য্য বাচক, অতএব তীর্থই যাঁহার ঈশ্বরতা তাঁহাকে তীর্থ পাদ বলা যায়।

† প্রিয়শ্রব শব্দে যাহার লীলানুশ্রবণ অতিমনোহর অর্থাৎ যাহাতে অত্যন্ত প্রীতি জন্মে তাঁহার নাম প্রিয়শ্রব।

‡ হরিলীলানুকীর্ত্তনে, হরিতুল্য ক্ষমতা জন্মে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি হরিগুণ গানে একান্ত নির্ভর করে, সেই ব্যক্তি এই রূপ ক্ষমতা-বিশিষ্ট হয়।

বর্ণনং যৎ এতদেব ভবসিন্ধোঃ প্লবঃ পোতঃ নকেবলং শ্রুতিপ্রামাণ্যেন কিন্তু অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং দৃষ্ট এবেত্যথঃ॥ ৩৩॥

স্বপ্রয়োজন কথানন্তর, পর প্রয়োজন কহিতেছেন। যথা (এতদিতি)

এই হরিলীলানুবর্ণনকে ঔষধ স্বরূপে এবং নৌকাস্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন, অর্থাৎ বিষয়ানুরাগী বিষয় ভোগেচ্ছায় নিয়তঃ কাতর চিত্ত, যেহেতু সেই বিষয় চিন্তা, জ্বররূপে সতত তাপ যুক্ত করে, তজ্জ্বর রোগিদিগের সম্বন্ধে হরিলীলানুবর্ণন ঔষধ স্বরূপ, আরভব সমুদ্র পারেচ্ছু ব্যক্তির নৌকাস্বরূপ॥ ৩৩॥

অর্থাৎ শ্রুতি প্রমাণে কেবল পরিমুক্ত হয় এমত নহে, তাহাতে সেবা পরিচর্য্যাদির ঐকান্তিক হইলে, শ্রুত্যুক্ত সাধনে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ৩৩॥

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতোমুহুঃ।
মুকুন্দ সেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা নশাম্যতি
॥ ৩৪॥

এতদেবেত্যুক্ত মবধারণ মনুভবেন দ্রঢ়য়তি। যমাদিভি স্তথা নশাম্যতি যথা মুকুন্দ সেবয়া অদ্ধা সাক্ষাৎ আত্মা মনঃ শাম্যতি। কথঞ্চিন্মুকুন্দ সেবা মাত্রেণ শাম্যতি কিং পুনস্তদ্গুণ বর্ণনেনেতি ভাবঃ॥৩৪॥

এতৎ হরিপরিচর্য্যার ফল অনুভব দ্বারা দৃঢ় রূপে অবধারণ করাইতেছেন। যথা (যমাদিভিরিতি)

বেদোক্ত * যমাদি দ্বারা তদ্রূপ সংসার তাপের উপশম হয় না, যদ্রূপ হরিসেবা দ্বারা সাক্ষাৎ † মনোভিমানি আত্মার উপশম হয়। ইত্যভিপ্রায়ে পুনরুক্ত হইয়াছে, যদ্যপি হরিসেবাতে কথঞ্চিৎ মনস্তাপের শান্তি কিন্তু হরিগুণানুবর্ণনে সম্যক তাপোপ শান্তি হয়।। ৩৪।।

সর্ব্বং তদিদ মাখ্যাতং যৎপৃষ্টোহং ত্বয়া নঘ। জন্মকর্ম্ম রহস্যং মেভবতশ্চাত্ম তোষণং॥ ৩৫॥

---

* যমাদি পদে, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগ। যম শব্দে চিত্ত সংযম, অর্থাৎ মনকে বশীভূত করা, কোন স্থানে ইন্দ্রিয় সংযমকেও কহিয়াছেন এখানে মনঃ সংযম ফলিতার্থ, মনঃ সংযমেই ইন্দ্রিয় সংযম হয়, যেহেতু সর্ব্বেন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা মনকেই শাস্ত্রে কহিয়াছেন। নিয়ম পদে দৃঢ়ব্রত অর্থাৎ কলাকাষ্ঠা রূপে তপস্যা। আর শাস্ত্রোদিত বিধি গ্রহণ, আসন পদে, পদ্ম, স্বস্তিক, বদ্ধ পদ্মাসনাদি, প্রাণায়াম পদে, পূরক কুম্ভক রেচকাদি দ্বারা প্রাণবায়ুর সংযম, প্রত্যাহার পদে ইন্দ্রিয় সত্ত্বে ইন্দ্রিয় বৃত্তিবর্জ্জিত অথবা সাত্ত্বিক দ্রব্যাদি আহার, ধ্যান পদে আত্মাই সমস্ত কারণ ইঁহাকে মনন করা অথবা নাসাগ্রে দৃষ্টি সঞ্চারিত হইয়া মনন দ্বারা ক্রমান্বয়ে ভগবদঙ্গ চিন্তার নাম ধ্যান, ধারণা পদে চিত্তবৃত্তি দ্বারা ধৈর্য্যাবলম্বনে এক চিন্ত্য হওয়ার নাম ধারণা, সমাধি পদে চিত্তের একাগ্রতা অর্থাৎ ভাব্য আত্মা এবং ভাবনশীল আপনাকে বিস্মৃতি।

† মনোভিমানী আত্মা পদে মনঃ।

ভবতোমনঃ পরিতোষ কারণঞ্চ ব্যাখ্যাতং ॥ ৩৫ ॥

হে বেদব্যাস, তোমার আত্মতোষণ নিমিত্ত আমি সম্যক্ ব্যাখ্যা করিলাম, যাহা তুমি আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলে অর্থাৎ আমি আমার * জন্মকর্ম্ম রহস্যাদি সমুদায় ব্যাখ্যা করিলাম ॥ ৩৫ ॥

শ্রীসূতউবাচ।

এবং সম্ভাষ্য ভগবান্নারদো বাসবী সুতং।
আমন্ত্র্যবীণাং রণয়ন্ যযৌ যাদৃচ্ছিকো-
মুনিঃ ॥ ৩৬ ॥

আমন্ত্র্য অনুজ্ঞাপ্য যাদৃচ্ছিকোঃ স্বপ্রয়োজন সংকল্প শূন্য ॥ ৩৬॥

* জন্মকর্ম্ম রহস্যাদি পদে, প্রথমতঃ ব্রহ্মপুত্র, তদনন্তর ব্রহ্মশাপে গন্ধর্ব্বযোনি, তৃতীয়তঃ পিতৃশাপে শূদ্রযোনি প্রাপ্ত, তৎকারণ প্রকাশ করেন। কর্ম্ম পদে প্রথম জন্মে সৃষ্টিকার্য্যে অস্বীকৃত হইয়া পিতৃ আজ্ঞা হেলন করতঃ গন্ধর্ব্ব জন্মে পঞ্চাশত দারগ্রহণ এবং ব্রহ্মলোকে গান করিতে তালভঙ্গাপরাধে ব্রহ্মশাপ প্রাপ্ত্যনন্তর যোগে দেহ ত্যাগ করেন, শূদ্র জন্মে বিপ্রগৃহবাসে সাধুসঙ্গ করেন তৎপরিচর্য্যা ফলে ভগবদ্ভক্তিলাভ করতঃ প্রব্রাজিত হইয়া ভগদারাধনায় তৎপার্শ্বদত্ব পদ প্রাপ্তি, রহস্য পদে জীবনমুক্তির অধিকারী হইয়া প্রলয়াবস্থায় ভগবৎ শরীরে অধিবাস করেন, তাহাতেই সম্যক্ অধ্যাত্ম তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া কহেন।

এতদ্বিষয় সমস্ত বিখ্যাত করিয়া শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিয়া অনন্তর সূত গোস্বামী ব্যাসদেবের আশ্রম হইতে নারদ গোস্বামীর স্থানান্তর গমনের ব্যাখ্যা করেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (এবং সংভাষ্যেতি)

দেবর্ষিনারদ গোস্বামী বাসবীসুত অর্থাৎ সত্যবতী পুত্র ভগবান্ বেদব্যাসকে সম্ভাষা করিয়া * যাদৃচ্ছিক মুনি ভগবান্ নারদ বীণা যন্ত্রে স্বরসংযোগ করতঃ অর্থাৎ মধুর নাদযুক্ত বীণায় হরিগুণানুবাদ গান করিতে করিতে গমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

অহো দেবর্ষির্ধন্যোয়ং যৎকীর্ত্তিং শার্ঙ্গধন্বনঃ। গায়ন্মাদ্যন্নিদং তন্ত্র্যা রময়ত্যাতুরং জগৎ ॥ ৩৭ ॥

হরিকথা গায়ক ভাগ্যং শ্লাঘতে অহো ইতি। মাদ্যং হৃষ্যন্ তন্ত্র্যা-বীণয়া ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর হরিকথা গায়কের ভাগ্য শ্লাঘা করিতেছেন, তদর্থে (অহোইতি) শ্লোক উক্ত হইয়াছে।

অহো ইতি আশ্চর্য্য, জগতীতলে নারদ গোস্বামীই ধন্য, যেহেতু সার্ঙ্গধনু অর্থাৎ সারঙ্গধনু যাঁহার তাঁহার নাম

* যাদৃচ্ছিক মুনি পদে নারদ গোস্বামীর ইচ্ছামত ভ্রমণ অর্থাৎ আপন মনে যখন যাহা ইচ্ছা হয় তখনি তাহাই করে, কাহারও নিয়ম্য নহেন, ইত্যর্থে স্বপ্রয়োজন সংকল্প শূন্য ঈশ্বরবৎ স্বাতন্ত্র।

সার্ঙ্গধনু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মনোহারিণী * মাদ্য কীর্ত্তি সকল বীণা যন্ত্রে গান করতঃ † আতুর জগতকে রঞ্জন করিতেছেন ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে ব্যাস নারদ সম্বাদঃ ষষ্ঠোধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে শুকপ্রোক্ত পরমহংস সংহিতায় প্রথমস্কন্ধে ব্যাস নারদ সংবাদ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ ৬ ॥

ইতি প্রথমে ষষ্ঠঃ।

* হরির কীর্ত্তি কিংভূতা, না, মাদ্য অর্থাৎ জগতে ভক্ত্যুন্মাদ কারিণী, যেহেতু হরিলীলা গানের আসক্তিতে অত্যন্ত মত্ততা করে, সুতরাং মত্ত ব্যক্তির বৈমনস্য নাই সর্ব্বদাই আনন্দ যুক্ত থাকে, এবম্ভূতা হরিকথা গানে নারদ জগৎকে উন্মত্ত করিয়া ভ্রমণ করেন।

† আতুর জগৎ পদে সর্ব্বদা পীড়াযুক্ত যে জগৎ তাহাকে রঞ্জন করেন, অর্থাৎ পীড়িত ব্যক্তির রঞ্জন পীড়ার উপশম না হইলে হয় না, জীব সম্বন্ধে ভবরোগ নিত্যই আছে, তাহাতে আনন্দের বিষয় কি, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ত্রিবিধতাপ, এই ত্রিতাপকে হরিনামামৃত পানে নাশ করতঃ লোক রঞ্জন করেন।

অথসপ্তমোধ্যায়ঃ ১ স্কং।

শ্রীশৌনকউবাচ।

নির্গতে নারদেস্মূত ভগবান বাদরায়ণঃ।
শ্রুতবাং স্তদভিপ্রেতং ততঃ কিমকরো-
দ্বিভু॥ ১॥

অথ ভাগবত শ্রোতু র্জন্মবক্তুং পরীক্ষিতঃ। সুপ্তবালবধাৎ দ্রৌণে র্দণ্ডঃ সপ্তম উচ্যতে॥ ১॥ তস্য নারদস্য অভিপ্রেতং শ্রুতবান্ সন্॥ ১॥

সপ্তমাধ্যায়ে শ্রীধর স্বামী মুখবন্ধ শ্লোকে ভাগবত শ্রোতা মহারাজাধিরাজ পরীক্ষিতের জন্ম এবং প্রসুপ্ত বালক বধ অর্থাৎ দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র শিবিরে শয়ন করিয়াছিল, তাহার-দিগের বধ করণাপরাধে অশ্বত্থামার দণ্ড এতৎ প্রস্তাব ব্যাখ্যা করেন। তথাচ

নৈমিষীয় ঋষিশৌনক সূত গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন, যে হে সূত, ব্যাসাশ্রম হইতে ভগবান্ নারদ গোস্বামী গমন করিলে পর, তদভিপ্রেত শ্রবণ করিয়া অর্থাৎ নারদের অভিপ্রায় শুনিয়া অনন্তর ভগবান্ বাদরায়ণ গোস্বামী কি করিয়াছিলেন॥ ১॥

শ্রীসূতউবাচ।

ব্রহ্মনদ্যাং সরস্বত্যামাশ্রমঃ পশ্চিমে-তটে। শম্যাপ্রাস ইতি প্রোক্ত ঋষীণাং সত্রবর্দ্ধনঃ॥ ২ ॥

ব্রহ্মনদ্যাং ব্রহ্মদেবত্যাং ব্রাহ্মণৈ রন্বিতায়াং বাসত্রং কর্ম্ম বর্দ্ধয়তীতি তথা॥ ২॥

এতৎ প্রশ্ন শ্রবণানন্তর শ্রীসূত গোস্বামী কহিতে আরম্ভ করিলেন, হে শৌনক, নারদের গমনান্তর ভগবান্ বেদব্যাস * ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিম তটে আশ্রম, যাহাকে † শম্যা-প্রাস বলিয়া উক্ত করেন, এবং যেখানে ঋষিদিগের যজ্ঞ কর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, তাহাকে সত্রবর্দ্ধনও বলেন॥ ২ ॥

তস্মিন্ স্বআশ্রমে ব্যাসো বদরী ষণ্ডম-

---

* ব্রহ্মনদী সরস্বতীর নাম, অর্থাৎ ব্রহ্মাই যাহার অধিষ্ঠাতা তাহার নাম ব্রহ্মনদী, যেহেতু সরস্বতী ব্রহ্মশক্তি সাবিত্রী মূর্ত্তি হয়েন। অপিবা, যাহার তটে ব্রহ্মর্ষিগণের আশ্রম অর্থাৎ সর্ব্বদা ব্রাহ্মণান্বিত তাহাকেও ব্রহ্মনদী বলা যায়।

† শম্যাপ্রাস, পদে বদরিকাশ্রমান্তর্গত সরস্বতীর পশ্চিম তীরের নাম, যেস্থানে বেদব্যাসের আশ্রম, অর্থাৎ যদাশ্রমে বৈষম্যাচার নাই সর্ব্বত্রে সমদর্শন হয়, অথবা, বহিরভ্যন্তরেন্দ্রিয়ের এক কালিন শমতা হয়, ইত্যর্থে বেদব্যাসাশ্রমের নাম শম্যাপ্রাস।

ণ্ডিতে। আসীনোঽপ উপস্পৃশ্য প্রণিদধ্যৌ মনঃস্বয়ং ॥ ৩ ॥

বদরীণাং ষণ্ডেন সমূহেন মণ্ডিতে মনঃ প্রণিদধ্যৌ স্থিরীচকার। সমাধিনানুসারেতি নারদোপদিষ্টং ধ্যানং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

সরস্বতী জলে অবগাহন করতঃ বেদব্যাস গোস্বামী সেই স্বীয়াশ্রম শম্যাপ্রাসে উপবিষ্ট হইলেন, সেই আশ্রম কিম্ভূত, না, বদরী ষণ্ডমণ্ডিত অর্থাৎ * সমূহ বদরী বৃক্ষে শোভিত, তদাশ্রমে উপবিষ্ট হইয়া মনঃ (প্রণিদধ্যৌ) অর্থাৎ সমাধি দ্বারা চিত্তকে স্থির করিলেন ইত্যর্থে + নারদোপদেশানুসারে পরমাত্মার ধ্যান করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াং ॥ ৪ ॥

প্রণিহিতে নিশ্চলে অত্রহেতুঃ ভক্তিযোগেনামলে। পূর্ব্বং প্রথম পুরুষমীশ্বর মপশ্যৎ। পূর্ণমিতি বা পাঠঃ। তদপাশ্রয়াং ঈশ্বরাশ্রয়াং তদধীনাং মায়াঞ্চাপশ্যৎ ॥ ৪ ॥

‡ ভক্তিযোগ দ্বারা ধ্যানাবলম্বী বেদব্যাসের সম্যক্ প্রণি-

---

* বদরী শব্দে, প্রাকৃত ভাষায় [কুল বলে] ষণ্ড পদে সমূহ, অর্থাৎ সমূহ বদরী বৃক্ষ।

+ নারদোপ দেশানুসারে, অর্থাৎ নারদ গোস্বামী ভাগবত শাস্ত্র প্রকাশার্থে ভগবত্তত্ত্ব যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন।

‡ ভক্তি যোগ দ্বারা অর্থাৎ অহৈতুকী ভক্তি ভগবানে যুক্ত করার নাম ভক্তি যোগ, অথবা, যোগ শব্দে কর্ম্ম, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিই যে

হিত চিত্তে অর্থাৎ নির্ম্মল চিত্তে * পরিপূর্ণ পরম পুরুষকে দর্শন হয়, এবং † তদপাশ্রয়া মায়াকেও দর্শন করেন ॥ ৪ ॥

যয়া সম্মোহিতোজীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং। পরোপিমনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥ ৫ ॥

কর্ম্ম তাহাকে ভক্তি যোগ বলে, কিম্বা জ্ঞানের সহিত যুক্তা ভক্তিকে ভক্তি যোগ বলিয়া উক্ত করেন। কেন না কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হইলে জ্ঞানেচ্ছা জন্মে, জ্ঞান সম্পন্নে পরমাত্মতত্ত্ব প্রতি বেগ হয়, তাহাতে ভক্তি যদি সহকারিণী হয়েন, তবে পরম পুরুষ ভগবানের স্বরূপ রূপ চিত্তে ভাসমান হয়, নচেৎ কোটিকল্পেও ভগবদ্রূপের দর্শন করিতে পারে না, যথা আত্ম বোধে [সদা সর্ব্ব গতো প্যাত্মা নচ সর্ব্বত্র ভাসতে। বুদ্ধ্যা বেবাব ভাসেত স্বচ্ছেতি প্রতি বিম্ববৎ] আত্মা যদিও সর্ব্বগত বটেন তথাপি সর্ব্বত্রে ভাসমান নহেন, কেবল নির্ম্মল বুদ্ধিতেই ভাসমান হয়েন, যেমন স্বচ্ছ নির্ম্মল দর্পণে প্রতি বিম্ব ভাসমান হয়। এবম্ভূত নির্ম্মল বুদ্ধি বেদব্যাসের চিত্তে পরম পুরুষের দর্শন হইয়াছিল।

* শ্লোক মধ্যে পূর্ণ পাঠ আছে, কেহ২ [অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ব্বমিতি] পাঠও করিয়া থাকেন, পূর্ণ শব্দে নিষ্কল অখণ্ড পূর্ব্ব শব্দে প্রথম পুরুষ, অর্থাৎ যাহার পূর্ব্ব আর পুরুষ নাই তিনিই সকলের আদি।

† তদপাশ্রয়া পদে তদধীনা মায়া অর্থাৎ মায়া তাঁহার বশ তিনি স্বতন্ত্র। যে মায়া কর্ত্তৃক এই বিশ্বস্থ সমস্ত দৃষ্ট জাত বস্তুর সর্জ্জন হয়। সেই মায়া তদিঙ্গিতজ্ঞা অর্থাৎ তাহার ইঙ্গিতে জগতকে প্রসব হয়েন।

ঈশমায়া কৃতাঞ্চ জীবানাং সংসৃতি মপশ্যৎ। ইত্যাহ। [যয়েত্যাদি]। যয়া মায়য়া সংমোহিত স্বরূপাবরণেন বিক্ষিপ্তঃ পরোপি গুণত্রয়াদ্ব্যতিরিক্তোপি। তৎকৃতং ত্রিগুণত্বাভিমান কৃতং অনর্থং কর্ত্তৃত্বাদিকঞ্চ প্রাপ্নোতি॥ ৫ ॥

* ঈশ্বর মায়াকে ঈশ্বর সমীপে দর্শন করিলেন, অর্থাৎ ঈশ্বর মায়াকৃতা সংসৃতিদৃষ্টেই তদ্দর্শন, তদভিপ্রায়ে উক্ত করিয়াছেন, যথা, (যয়েত্যাদি)

* ঈশ্বর মায়াদ্বয় যথা শ্রুতিঃ [দ্বেবিদ্যে বেদিতব্যেতি] মায়ার বিদ্যাদ্বয় সংজ্ঞা হয়, তথাহি শ্রুতিঃ। [পরা অপরাচেতি] অপরা অবিদ্যা [পরা যয়াতদক্ষর মধিগম্যতে ইতি শ্রুতিঃ] পরাবিদ্যা যৎকর্ত্তৃক অক্ষর অর্থাৎ যাহার পতন নাই, সেই পরমাত্মাতে অধিগমন হয়, এবং সপ্তশত্যাং [সাবিদ্যা পরমামুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী] সেই সনাতনী বিদ্যা, যিনি মুক্তির হেতুভূতা হয়েন। [সংসার বন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরীতি] তিনিই অবিদ্যা রূপে সংসার বন্ধের হেতুভূতা হন। তাঁহার দর্শন কি প্রকারে করাযায় যিনি সর্ব্বতোভাবে অগোচরা, উত্তর মায়ার স্বরূপ দর্শন নাই কিন্তু কার্য্য দর্শনে তদ্দর্শন সিদ্ধিঃ। যথা এতদ্বিশ্বকার্য্যই তাঁহার, অর্থাৎ সংসৃতি, শব্দে সংসার চক্রের ভ্রমণ, বিশেষতঃ পুরাণান্তরেও লেখেন, [অনাত্মনি শরীরাদা বাত্ম বুদ্ধিশ্চ যাভবেৎ। সৈব মায়া তয়ৈবাসৌ সংসারে পরিবর্ত্ততে] অনাত্মা দেহ গেহাদিতে যে আত্ম বুদ্ধি সেই মায়া, তদ্দ্বারা জীব সংসারে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং কার্য্য দৃষ্টেই কারণের স্বরূপত্ব সিদ্ধিঃ। তবে বেদব্যাস যে ঈশমায়াকে দর্শন করিয়াছিলেন, আমরাও দর্শন করিতেছি, ইহার অনেক বিশেষঃ। অর্থাৎ আমরা মায়ার কার্য্যকে মুখে মিথ্যা বলি কিন্তু কার্য্যে মনে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যয় করি না, বেদব্যাসের চিত্তে মায়া মিথ্যারূপে ভাসিতা হইয়াছিল, সুতরাং আমারদিগের সম্বন্ধে মায়ার স্বরূপ দর্শনের সিদ্ধিহানি, তাঁহার সুসিদ্ধিঃ।

গুণত্রয় ব্যতিরিক্ত হইয়াও পরমাত্মা যে জীব, তিনি যে মায়া কর্ত্তৃক সংমোহিত হয়েন, অর্থাৎ † স্বরূপাবরণ দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া জীবের অনর্থ ত্রিগুণত্বাভিমান কৃত হয়, অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান জন্মে ॥ ৫ ॥

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তি যোগ মধোক্ষজে লোকস্যা জানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত সংহিতাং ॥ ৬ ॥

অনর্থমুপশময়তি। যোহধোক্ষজে সাক্ষাদ্ভক্তি যোগ। তঞ্চাপশ্যৎ এতৎসর্ব্বং স্বয়ং দৃষ্ট্বা এবমজানতো লোকস্যার্থে সাত্বত সংহিতাং শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যাং চক্রে। তদনেন শ্লোকত্রয়েণ শ্রীভাগবতার্থঃ সংক্ষেপেন দর্শিতঃ। এতদুক্তং ভবতি বিদ্যাশক্ত্যা মায়া নিয়ন্তা নিত্যাবির্ভূত পরমানন্দ স্বরূপঃ সর্ব্ব শক্তীশ্বরঃ। তন্মায়য়া সম্মোহিতঃ তিরভূত স্বরূপঃ তদ্বিপরীত ধর্ম্মা জীবঃ তস্যচেশ্বরস্যভক্তি রসলুব্ধ জ্ঞানেন মোক্ষ ইতি তদুক্তং স্বামিনাহ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ স্বাবিদ্যা সম্বৃতো জীবঃ সংক্লেশ নিকরাকরঃ। তথা স ঈশো যদ্বশে মায়া সজীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ। স্বাবির্ভূতঃ পরানন্দঃ স্বাবির্ভূতস্তু দুঃখভুঃ। [স্বাদৃগুথ বিপর্য্যাস ভবভেদজভীশুচঃ। যন্মায়য়াজুষন্নাস্তেতমিমং নৃহরিং নুম ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

† স্বরূপাবরণ পদে যে জীব সেই আত্মা, কিন্তু মায়া কর্ত্তৃক মোহিত জীব স্বীয় আত্মা রূপে ভাসমান না হইয়া নানা রূপে খ্যাত, যেহেতু, যে যে দেহে যখন আবৃত হয়েন, তখন তাঁহার সেই সেই সংজ্ঞা হয়, কিন্তু ত্রিগুণাতীত হইয়াও গুণাভিমানী। অর্থাৎ আপনার কর্ত্তৃত্বাদি রহিত হইলেও কর্ত্তৃত্বাভিমান রহিত হয় না, যথা অহং কর্ত্তা অহং সুখী অহং দুঃখী ইত্যাদিকেই ত্রিগুণত্বাভিমান বলে। এ সমস্তই অনর্থ মায়ার কার্য্য।

এতৎ অবিদ্যার কার্য্য দর্শন করিয়াও ব্যাসদেব পুনর্ব্বার অনর্থোপ শমনার্থ বিদ্যা কার্য্যের দর্শন করেন, যদ্দৃষ্টে সাত্বত সংহিতা করিয়াছেন, তদর্থে শ্লোক উক্ত হয়, যথা (অনর্থোপশম ইতি)

অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে যে ভক্তি যোগ, তিনিই সাক্ষাৎ অবিদ্যা কৃত অনর্থের উপশম করেন, ইহা বেদব্যাস গোস্বামী সর্ব্বতো ভাবে জ্ঞান দৃষ্টে স্বয়ং দর্শন করিয়া লোকের অজানত নিমিত্ত লোকহিতার্থে ভগবদ্ভক্তি যোগ দেখাইবার জন্য সাত্বত সংহিতা অর্থাৎ শ্রীভাগবতাখ্যা পরমহংস সংহিতা করেন ॥ ৬ ॥

অথানন্তর মহার্থ নিষ্পন্নে স্বামী কৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা এই যে, উক্ত শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যা সংহিতার অর্থ সংক্ষেপে শ্লোকত্রয় দ্বারা বেদব্যাস দর্শন করাইয়াছেন। অর্থাৎ ঈশ্বরৰূপ ও জীবৰূপের বিশেষ করিয়া কহিয়াছেন, যেহেতু দৃষ্টজাত মাত্রই মায়ার কার্য্য তদর্থে পূর্ব্বে মায়াত্রয় ব্যাখ্যা করেন, একাবিদ্যা অপরা অবিদ্যা, কিন্তু সর্ব্ব শক্তিক ঈশ্বর নিত্যাবির্ভূত পরমানন্দৰূপ মায়া নিয়ন্তা বিদ্যাশক্তির সহযোগে স্বৰূপে তিরোভূত অর্থাৎ অদৃষ্ট হইয়া মনোহর ৰূপে প্রকাশ পায়েন, কিন্তু তিনি উভয় বিদ্যারই বশ নহেন। তদ্বিপরীত ধর্ম্মাজীব, অবিদ্যা কৃত তিরোভূত স্বৰূপ অর্থাৎ মায়া কর্ত্তৃক অদৃশ্য স্বৰূপ যে জীব, তিনি মায়া নিয়ম্য অহরহ সংসার চক্রে ভ্রাম্যমান কদাপি তাহাতে মুক্ত হইতে পারেন না, তবে জীবের সংসৃতি অর্থাৎ ভব বন্ধন মোচনের

উপায় কি, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। ঐ জীব ঈশ্বরের * ভক্তির সলুব্ধ জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ হয়েন, অর্থাৎ † হ্লাদিনীও সম্বিৎ এই শক্তিদ্বয় আশ্লিষ্ট অর্থাৎ সংবৃত ঈশ্বর, সুতরাং তাঁহাকে সচ্চিদানন্দরূপে ব্যাখ্যা করা যায়, আর অবিদ্যা আশ্লিষ্ট জীব সমস্ত প্রকার ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন। যথা (হ্লাদিনী সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যা সংবৃতোজীবঃ সংক্লেশা নিকরা করঃ) স্বীয়া ‡ অবিদ্যাতে সংবৃত জীব সমস্ত ক্লেশাকর হয়েন, আর হ্লাদিনী সম্বিৎ আশ্লিষ্ট ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞান আনন্দের ধাম হয়েন। তথাহি (সঈশো যদ্বশে মায়া সজীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ। স্বাবিভূর্ত পরানন্দঃ স্বাবির্ভূতস্তুদুঃখভুঃ) যাঁহার বশে মায়া তিনি ঈশ্বর, আর মায়ার্দ্দিত যিনি তিনিই জীবঃ। পরমেশ্বরে আবির্ভূত আনন্দ, জীবেতে শুদ্ধ দুঃখাবির্ভাব মাত্র। অতএব ঈশ্বরাবতারের সহিত জীব ধর্ম্মের এতাদৃক প্রভেদ। যেহেতু ঈশ্বরোপাসনা ব্যতীত জীবের মুক্তি নাই ॥ ৬ ॥

যস্যাং বৈশ্রয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরম পূরুষে। ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোক মোহ ভয়াপহা ॥ ৭ ॥

* ভক্তি রস লুব্ধ জ্ঞান পদে সাধুসঙ্গ করণে যে ভগবদ্ভক্তি রসে লোভ জন্মে সেই ভক্তি জ্ঞানের সহিত মিলিত হইলে জীবের মুক্তি।

† হ্লাদিনী শব্দে আনন্দরূপা শক্তি, সম্বিৎ শব্দে জ্ঞানরূপা শক্তি।

‡ অবিদ্যা শব্দে অজ্ঞানরূপা শক্তি।

সংহিতায়া অনর্থোপশমকত্বং দর্শয়তি যস্যাং যস্যাশ্রয়মাণায়া মেব কিং পুনঃ শ্রুতায়া মিত্যর্থঃ ॥ ৭॥

অনন্তর ভাগবতাখ্যা সাত্বত সংহিতাতে অনর্থোপশম হয়, তাহার স্বরূপকত্ব দর্শন করাইতেছেন, তদর্থে (যস্যা-মিতি) শ্লোক উক্ত হইয়াছে।

যে ভাগবত সংহিতার সমাশ্রয় করিলে অর্থাৎ ভাগবত শ্রবণ করিব ইত্যভিলাষ মাত্রতঃ পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে জীবের আশু ভক্তি উৎপন্না হয়। ইত্যর্থে প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে (শুশ্রূষুভি স্তৎক্ষণাৎ) এই শব্দ প্রয়োগ করেন, অর্থাৎ ভাগবত শ্রবণেচ্ছামাত্রতঃ তৎক্ষণাৎ ভগবান তচ্চিত্তে আবদ্ধ হয়েন। সেই ভক্তি কিম্ভূতা, না, * শোক মোহ এবং সমস্ত প্রকার ভয়াপহারিণী হয়েন। কিন্তু শ্রবণে কি হয় তাহার পরিমাণ করা যায় না ॥ ৭ ॥

* শোক মোহ ভয় পদে, ভাগবত সংহিতা যাহার সম্বন্ধে আশ্রয় মাণা হয়েন, তাহার ধনজনাদি বিয়োগে উৎপন্ন যে শোক তাহাতে অভিভূত করিতে পারে না, মোহ পদে সংসাররচিত সুখ সম্ভোগে আবদ্ধ হয় না ভয় পদে ত্রাস, অর্থাৎ ভাগবত সমাশ্রয়ে ধনপ্রাণ বিয়োগার্থ শঙ্কা রহিত অর্থাৎ তাহার সর্ব্বত্রে ভগবৎ স্ফূর্ত্তি দ্বারা একত্ব জ্ঞান হয়, একত্ব জ্ঞানে শোক মোহ ভয়াদির সম্ভাবনা থাকে না তদর্থে শ্রুতি কহিয়াছেন, যথা [তত্রকোমোহঃকঃ শোকঃ একত্ব মনুপশ্যতি ইতি] যত্র যেখানে একত্ব দর্শন হয় সেখানে কি মোহ আর কি শোক অর্থাৎ কিছুই থাকে না, যেহেতু সর্ব্বত্রে ঈশ্বর স্ফূর্ত্তি প্রযুক্ত আপনা হইতে অপর বোধ নাই। যথা [দ্বিতীয়াদ্বৈভয়ম্ভবতীতি শ্রুতিঃ] দ্বিতীয় হইতে ভয় হয় ইহা শ্রুতি সংবাদ করেন।

সসংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্য চাত্মজং। শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তি নিরতং মুনিঃ॥ ৮॥

অনুক্রম্য শোধয়িত্বা॥ ৮॥

(সমুনিঃ) ব্যাস ভাগবতী সংহিতা করতঃ (অনুক্রম্য) অর্থাৎ বিশেষ শোধন করিয়া স্বমাত্মজ শুকদেবকে অধ্যাপনা করাইয়াছিলেন, শুকঃ কিম্ভূত, না, নিবৃত্তি নিরত, অর্থাৎ এক কালিন বিষয় তৃষ্ণা রহিত॥ ৮॥

শ্রীশৌনকউবাচ।

সবৈনিবৃত্তি নিরতঃ সর্ব্বত্রোপেক্ষকো মুনিঃ। কস্যবাবৃহীতমেতা মাত্মারামঃ সমভ্যসৎ॥ ৯॥

কস্যবাহেতোঃ বৃহতীং বিততাং॥ ৯।

এতৎ ভাগবতাখ্যা সংহিতার মহিমা শ্রবণ করতঃ শৌনক ঋষি সূত গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে, যথা (সবৈ ইতি)

হে সূত, * সর্ব্বত্রোপেক্ষক নিয়ত † নিবৃত্তি মার্গস্থ ‡ মুনি

---

* সর্ব্বত্রোপেক্ষক, পদে অবিদ্যা প্রভব সমস্ত বিষয় পরিত্যাগী।

† নিবৃত্তিমার্গস্থ, পদে, কর্ম্ম ফলাভি সন্ধান রহিত।

‡ মুনি পদে, মৌনাবলম্বী অর্থাৎ সংযত বাক্য, অথবা সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্ন।

এবং * আত্মা রাম শুকদেব তিনি কিকারণ এতাদৃক † বৃহতী সংহিতা ভাগবত অভ্যাস করিয়াছিলেন, যদধ্যয়নে বহু কালের অপেক্ষা করে ॥ ৯ ॥

শ্রীসূতউবাচ।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিত্থম্ভূত গুণোহরিঃ
॥ ১০ ॥

নির্গ্রন্থা গ্রন্থেভ্যোনির্গতাঃ। তদুক্তং গীতাসু। যদাতে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতি তরিষ্যতি। তদাগন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্যচেতি। যদ্বাগ্রন্থিরেব গ্রন্থঃ। নিবৃত্ত হৃদয় গ্রন্থয় ইত্যর্থঃ। নন্বমুক্তানাং কিংভক্ত্যেতি সর্ব্বাপেক্ষা পরিহারার্থ মাহ ইত্থংভূতগুণ ইতি ॥ ১০ ॥

শৌনকাদি ঋষি প্রশ্নে সূত গোস্বামী কহিয়াছেন, তদর্থে (আত্মারামা ইতি) শ্লোক উক্ত করেন।

আত্মারাম মুনি সকল ‡ নির্গ্রন্থ হইয়াও উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী অর্থাৎ হেতু শূন্যা ভক্তি করেন। এবম্ভূত গুণ

* আত্মারাম পদে, আত্মাতেই রমণ অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ই তাঁহার রঞ্জনার্থ হয় না।

† বৃহতী সংহিতা পদে, বিস্তৃতা সংহিতা।

‡ নির্গ্রন্থ শব্দে হৃদয় গ্রন্থি রহিত অর্থাৎ সম্যক্ মায়া বন্ধনে যুক্ত।

বিশিষ্ট হরিঃ। অর্থাৎ হরিলীলাতে * ত্রিবিধ প্রকার মনুষ্যের চিত্তকে আকৃষ্ট করে॥ ১০॥

হরের্গুণাক্ষিপ্তমতি র্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজন প্রিয়ঃ
॥ ১১॥

ভক্তিং কুর্ব্বন্তু নাম এতৎ শাস্ত্রাভ্যাসে শুকস্য কিং কারণ মিত্যাহ। হরেরিতি। অধ্যগা দধীতবান। বিষ্ণুজনাঃপ্রিয়াঃ যস্যেতি ব্যাখ্যানাদি প্রসঙ্গেন তৎসঙ্গতি কাম ইতি ভাবঃ। এতেন তস্য পুত্রো মহাযোগীত্যাদিনা শুকস্য ব্যাখ্যানে প্রবৃত্তি কথমিতি যৎপৃষ্টং তস্যোত্তর মুক্তং॥ ১১॥

---

* ত্রিবিধ প্রকার মনুষ্য পদে, মুক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ী; অর্থাৎ সমস্ত মায়া বন্ধন রহিত মুক্ত, এবং মায়া বন্ধন চ্ছেদনাভিলাষী মুমুক্ষু, আর সংসারে গাঢ় আসক্ত বিষয়ী এতৎ ত্রিবিধ ব্যক্তিই হরিলীলা গান করেন, তাহাতে কেহই বিরক্ত নহেন, তদর্থে দশমস্কন্ধে শ্লোক উক্ত করিয়াছেন। যথা [নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাৎ শ্রোত্রমনোভিরামাৎ ক উত্তম শ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ] বিষয় তৃষ্ণা রহিত মুক্তগণেরা গান স্বরূপে গ্রহণ করেন, ভবরোগী মুমুক্ষু, ব্যক্তিরা ভবরোগের ঔষধরূপে পরিগৃহীত হয়েন, অর্থাৎ হরিলীলা গানে ভবরোগের শান্তি হয়, সংসারস্থ বিষয়ীরা কর্ণ মনের অভিরমণার্থ হরিলীলা গান করেন, সুতরাং আত্মঘাতী ব্যতীত হরিলীলায় বিরক্ত কে হয়, অর্থাৎ কেহই উত্তম শ্লোক গুণানুবাদে বিরক্ত নহে। অতএব পরম জ্ঞানী নিবৃত্তি নিরত আত্মারাম নিগ্রন্থ হইয়াও শুকদেব হরিলীলা গানার্থে বিস্তৃতা ভাগবতাখ্যা সংহিতার অভ্যাস করিয়াছিলেন।

ভক্তি প্রাধান্য হেতুক ভগবানে ভক্তি করুন কিন্তু তাহাতে ভাগবতাখ্য শাস্ত্রাভ্যাসে শুকদেবের প্রয়োজন কি, তদর্থে উক্ত হইয়াছে (হরেরিতি)

হরিরগুণে * আক্ষিপ্তমতি যে ভগবান † বাদরায়ণি অর্থাৎ শুকদেব, যিনি নিত্য ‡ বিষ্ণুজন প্রিয়, সেই শুকদেব এতন্মহদাখ্যান, অর্থাৎ ॥ ভাগবতী সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

পরীক্ষিতস্য রাজর্ষে র্জন্মকর্ম্মবিলাপনং।
সংস্থাঞ্চ পাণ্ডুপুত্রাণাং বক্ষ্যে কৃষ্ণকথোদয়ং
॥ ১২ ॥

যদন্যৎপৃষ্টং পরীক্ষিতঃ প্রায়োপ বেশেন শ্রবণং কথমিতি তস্যজন্ম মহাশ্চর্য্য মিত্যাদিনা তস্যোত্তরংবক্তুমাহ। পরীক্ষিত ইতি। বিলাপনং

---

* আক্ষিপ্তমতিপদে আকৃষ্টমতি অর্থাৎ ভগবদ্গুণ বর্ণনেই নিতান্ত আবেশ যাঁহার হয় তাঁহাকে হরেগুর্ণাক্ষিপ্তমতি বলা যায়।

† বাদরায়ণি পদে, শুকদেব অর্থাৎ বাদরায়ণ ব্যাস, সেই ব্যাসের পুত্র, অতএব শুকদেবের নাম বাদরায়ণি।

‡ বিষ্ণুজন প্রিয় পদে, ভগবৎভক্তের নাম বিষ্ণুজন, তাঁহারদিগের প্রিয়, এনিমিত্ত শুকের নান বিষ্ণুজন প্রিয়। অথবা, ভগবৎভক্তই যাঁহার প্রিয় তাঁহাকে বিষ্ণুজন প্রিয় বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

॥ ভাগবতী সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তৎকারণ এই যে ভগবৎ ভক্ত প্রিয় শুকদেব শ্রীকৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া ভগবদ্ভক্ত পরীক্ষিতের জন্মকর্ম্মাখ্যান বিশিষ্ট ভাগবৎ শাস্ত্র, একারণ অধ্যয়নে প্রবৃত্তি করিয়াছিলেন।

মুক্তিং মৃত্যুংবা। সংস্থাং মহাপ্রস্থানং শ্রীকৃষ্ণ কথানা মুদয়ো যথা ভবতি তৎ ॥ ১২ ॥

শৌনকাদি অন্যৎ যে প্রশ্ন করিলেন অর্থাৎ রাজা পরীক্ষিত প্রায়োপবেশে কি কারণ ভাগবত শাস্ত্র শ্রবণ করেন, তস্যোত্তরচ্ছলে মহারাজা পরীক্ষিতের মহাশ্চর্য্য বিশিষ্ট জন্ম বৃত্তান্ত কহিতে আরম্ভ করিলেন। যথা (পরীক্ষিতইতি)

সূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিকে রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্মকর্ম্মাদি এবং পাণ্ডবদিগের সংস্থা অর্থাৎ স্বর্গারোহণ প্রস্তাব কহিতেছেন, যৎপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথাদির সমুদয় হয় ॥ ১২ ॥

যদামৃধে কৌরবসৃঞ্জয়ানাং বীরেষথ বীরগতিং গতেষু। বৃকোদরাবিদ্ধ গদাভিমর্ষ ভগ্নোরুদণ্ডে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রে ॥ ১৩ ॥

তত্র পরীক্ষিতো জন্ম নিরূপয়িষ্যন আদৌ তাবদ্গর্ভস্থ এবাশ্বথাম্নো ব্রহ্মাস্ত্রাৎ শ্রীকৃষ্ণেন রক্ষিত ইতিবক্তুং প্রস্তৌতি। যদাদ্রৌণি রশ্বত্থামা কৃষ্ণা সুতানাং দ্রৌপদী পুত্রাণাং শিরাংস্যুপাহরৎ তদাতন্মাতা স্বরুদৎ। তাঞ্চ সান্ত্বয়ন কিরীটমালী অর্জ্জুনঃ আহেতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কিমিতি বালানাং শিরাংস্যাহৃতবান্ ইত্যপেক্ষায়ামাহ্। মৃধে যুদ্ধে যদ্যপি পাণ্ডবা অপি কৌরবাএব তথাপি সৃঞ্জয় বংশজো ধৃষ্টদ্যুম্নঃ পাণ্ডবানাং সেনাপতিরিতি সৃঞ্জয়ানামিত্যুক্তং। বীরগতিং স্বর্গং অথো অনন্তরং বৃকোদরেণা বিদ্ধায়া ক্ষিপ্তায়া গদায়া অভিমর্ষেণ যাতেন ভগ্নাবুরুদণ্ডৌ যস্য তথা ভূতে ধৃতরাষ্ট্র পুত্রে দুর্য্যোধনে সতি। ১৩ ॥

রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্ম নিরূপণ প্রস্তাবে আদৌ উত্তরাগর্ভস্থ পরীক্ষিত অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক

রক্ষিত হয়েন, এতৎ কথনের অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছেন। যথা (যদেত্যাদিনা)

যে মহাযুদ্ধে কৌরব * সৃঞ্জয় বীর মধ্যে প্রায় সকলেই † বীরগতিতে গমন করণানন্তর ভীমের ‡ গদাভিমর্ষণে মহারাজা দুর্য্যোধনের উরুদণ্ড ভগ্ন হইলে পর, অশ্বত্থামা যাহা করেন, তাহা শ্রবণ করহ॥ ১৩॥

শ্লোকের অভিপ্রায় উত্তর শ্লোকের আকাঙ্ক্ষায় স্বামী ব্যাখ্যা করেন। দ্রোণপুত্র দ্রৌপদী পুত্রদিগের শয়নাবস্থাতেই মস্তক সকল চ্ছেদন করাতে দ্রৌপদী রোরুদ্যমানা অর্থাৎ রোদন বিশিষ্টা হয়েন, সেই রোদমানা দ্রৌপদীকে কিরীটমালী অর্জ্জুন সান্ত্বনা করিয়া কহেন, কি, প্রসুপ্ত বালকের মস্তক চ্ছেদ করে, তৎপ্রতিফল প্রদান অবশ্যই করিব॥ ১৩॥

ভর্ত্তুঃপ্রিয়ং দ্রৌণিরিতিস্মপশ্যন্ কৃষ্ণাসুতানাং স্বপতাশিরাংসি উপাহরদ্বিপ্রিয় মেবতস্য জুগুপ্সিত কর্ম্মবিগর্হয়ন্তি॥ ১৪॥

* যদ্যপি কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধ বটে তত্রাপি সৃঞ্জয় শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, যেহেতু সৃঞ্জয় বংশজাত ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবদিগের সেনাপতি ছিলেন, তন্নিমিত্ত পাণ্ডুসৈন্যকে সৃঞ্জয় সৈন্য বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

† বীরগতি গমন পদে স্বর্গগতি অর্থাৎ বীর শব্দ ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়দিগের সংগ্রাম মৃত্যুতে স্বর্গ হয়, অতএব সংগ্রাম মৃত্যুকে বীরগতি বলে, অর্থাৎ তাবৎ বীরভাগের মৃত্যু হইলে পর।

‡ গদাভিমর্ষণে অর্থাৎ গদাঘাতে।

ভর্ত্তু র্দুর্য্যোধনস্য। স্মেতি বিতর্কে। ইত্যেবং স্যাদিতি পশ্যন্ তস্য বিপ্রিয়মেবেতি বাক্যান্তরং। বিপ্রিয়ত্বে হেতুঃ জুগুপ্সিতমিতি ॥ ১৪ ॥

অশ্বত্থামা রাজা দুর্য্যোধনের প্রিয় কার্য্য সাধন কিরূপে হয় ইহা বিতর্ক করিয়া দেখিলেন যে পঞ্চপাণ্ডবের বধ করিতে পারিলেই ইঁহার প্রিয় হয়, এতদ্বিচার করতঃ পাণ্ডব শিবিরে গমন করিয়া অন্ধকারাবৃত গৃহে প্রসুপ্ত পঞ্চপাঞ্চালী পুত্রকে পাণ্ডব জ্ঞানে মস্তক ছেদন করিয়া দুর্য্যোধনকে নিবেদন করেন, রাজা প্রথমতঃ হর্ষযুক্ত হইয়া পশ্চাৎ বালক বোধ হওয়াতে অত্যন্ত কাতর হইয়া গুরুপুত্রকে নিন্দা করিতে লাগিলেন অর্থাৎ অশ্বত্থামার এক কর্ম্ম সাধনার্থে অন্যৎকর্ম্ম সম্পাদন হইল, যেহেতু রাজা দুর্য্যোধনের প্রিয় সাধনার্থে অত্যন্ত অপ্রিয় কর্ম্ম সাধন করিলেন ॥ ১৪ ॥

ইত্যভিপ্রায় ব্যাখ্যা এই যে প্রথমতঃ অশ্বত্থামা পতমান দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থে সংগ্রামভূমে সন্ধ্যার পর সৈন্যাধিপত্যেবৃত হইয়া যামিনী যোগে পাণ্ডব বধার্থ প্রতিজ্ঞা করতঃ তাঁহারদিগের শিবিরাভি মুখে যাত্রা করিলেন, তথায় সংগ্রাম জয়ানন্তর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব শক্তিমান জ্ঞান স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ শিবির রক্ষার্থ দ্বারপালত্বে শিবকে নিযুক্ত করিয়া পঞ্চপাণ্ডবকে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। অনন্তর, দ্রোণ পুত্র সমাগত শিবির দ্বারে স্তুতিপ্রিয় বিরূপাক্ষকে দেখিয়া স্তব দ্বারা পরিতুষ্ট করতঃ দ্বার ভিক্ষা করিয়া লয়েন, পরে গৃহ প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনষ্ট করতঃ প্রসুপ্ত পঞ্চপুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া লইয়া যান, তদ্দৃষ্টে রাজা

পাণ্ডব জ্ঞানে পরম হর্ষান্বিত হয়েন, অনন্তর পরীক্ষায় পাণ্ডব পুত্র জ্ঞানে বিষাদাপন্ন হইয়া গুরু পুত্রকে অনেক ভর্ৎসন করিলেন, হায়, কি করিলে, কুরুবংশেকি জলগণ্ডূষ প্রদান করিতে রাখিলেন না, এতদ্রূপ হর্ষবিষাদ হওয়াতেই রাজা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন, কারণ পূর্ব্বে এই নিয়ম ছিল, যে এক কার্য্যে হর্ষবিষাদাপন্ন হইলেই দুর্য্যোধনের মৃত্যু হইবেক॥ ১৪॥

মাতাসুতানাং নিধনং শিশূনাং নিশম্য-
ঘোরং পরিতপ্যমানা। তদারুদদ্বাস্পকলা-
কুলাক্ষী তাং সান্ত্বয়ন্নাহ কিরীটমালী॥ ১৫॥

ঘোরং দুঃসহং যথা ভবতি বাস্পস্য কলাভি র্বিন্দুভিঃ আকুল অক্ষিণী যস্যাঃ সা। কিরীট স্যৈকত্বেপি তস্যাগ্রাণাং বাহুল্যাং কিরীটমালীত্যুক্তং॥ ১৫॥

* মাতা দ্রৌপদী শিশুপুত্রদিগের নিধন শ্রবণে দুঃসহ শোকে পরিতাপ বিশিষ্টা † বাস্পকলাকুলাক্ষী হইয়া রো-

* [মাতাসুতানাং নিধনং শিশূনামিতি] শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, তাহাতে এরূপ অর্থ করা যাইতে পারে যে মাতা কুন্তী তৎসুত যুধিষ্ঠিরাদি তৎশিশু শ্রুতসোম প্রভৃতি পঞ্চ, তাহারদিগের মৃত্যু শ্রবণে কুন্তী পরিতপ্য মানা হইয়াছিলেন। এখানে এঅর্থ সঙ্গত হয় না, যেহেতু সংগ্রাম কালে কুরুক্ষেত্র শিবিরে কুন্তী ছিলেন না সুতরাং দ্রৌপদীই পুত্র শোকে পরিতাপিতা হয়েন, সুত শব্দে পুত্র, শিশু শব্দে অভিনব ইত্যর্থে [সুতানাংনিধনং শিশূনাং] প্রয়োগ হইয়াছে।

† বাস্পকলা কুলাক্ষী পদে, বাস্প শব্দে অশ্রুজল, কলা শব্দে বিন্দু

দন করিতে লাগিলেন, অনন্তর * কিরীটমালী অর্জ্জুন তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিতেছেন ॥ ১৫ ॥

অর্থাৎ অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক পঞ্চপুত্রের মস্তক ছেদন শ্রবণে পাঞ্চালী পরিতাপিতা হইয়া রোদন করিয়াছিলেন, তাহাতে সমুৎকণ্ঠিত পাণ্ডবেরা ত্বরাপূর্ব্বক স্বশিবিরে সমাগত হইয়া হতপুত্রগণকে দেখিয়া অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

তদা শুচস্তে প্রমৃজামিভদ্রে যদ্ব্রহ্মবন্ধোঃ শির আততায়িনঃ। গাণ্ডীবমুক্তৈর্বিশিখৈ রুপাহরেত্বাক্রম্যয়ৎ স্নাস্যসিদগ্ধ পুত্রা ॥ ১৬॥

শুচঃ শোকাশ্রূণি প্রমৃজামি পরিমার্জ্জয়ামি যৎযদা ব্রহ্মবন্ধো ব্রাহ্মণাধমস্য আততায়িন ইতি। যথা অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণি র্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারহরশ্চৈব ষড়েতে আততায়িন্ ইতি স্মরণাৎ। অত্রতু আততায়ী শস্ত্রপাণিঃ তেনচ পুত্র হতৃত্বং লক্ষ্যতে। গাণ্ডীবাদ্ধনুষো মুক্তৈ বিশিখৈ র্বাণৈ রুপাহরে ত্বৎসমীপমানয়ামি। তচ্ছিরঃ আক্রম্য আসনং বিধায় দগ্ধ পুত্রাসতী ॥ ১৬ ॥

অর্থাৎ বাস্প বিন্দুতে আকুল চক্ষুদ্বয় যার তাহাকে বাস্পকলা কুলাক্ষী বলা যায়।

* কিরীট মালী পদে, কিরীট শব্দে মুকুট বিশেষঃ মালা শব্দে সমূহ, ইত্যর্থে কি, বহু মুকুট ধারী অর্জ্জুন, এমত নহে, এক মুকুটের বহুতর অগ্র সেই মুকুট ধারণ করাতেই, অর্জ্জুনের নাম কিরীট মালী হইয়াছে। বিশেষতঃ মুকুটের গঠন বিবিধ প্রকার হয়, তন্মধ্যে অনেকাগ্র বিশিষ্ট মুকুটকে কিরীট বলে। অর্থাৎ অগ্র ভাগে বহু রত্ন খচিত আকল্প (প্রাকৃত ভাষায় কলগা বলে) অভিধানে আকল্প শব্দ

অতএব অর্জ্জুন কিরূপ বাক্যে শোকাতুরা দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। (তদেতি) হে ভদ্রে, দ্রৌপদি, আমা কর্ত্তৃক তোমার শোকাশ্রু মার্জ্জন তখন হইবে যখন গাণ্ডীব ধনুর্মুক্ত বাণ দ্বারা * আততায়ী ব্রহ্মবন্ধু অর্থাৎ ব্রাহ্মণাধম পুত্র হন্তার মস্তক ছেদন করিব অর্থাৎ আমার দ্বারা আহৃত পুত্র হন্তার মস্তকোপরি দণ্ডায়মানা হইয়া যখন স্নান করতঃ পুত্র শোকাগ্নিজ তাপের তুমি শান্তি করিবে, তখন আমা কর্ত্তৃক তোমার শোকাশ্রু মার্জ্জনা হইবেক ।। ১৬ ।।

ইতি প্রিয়াবল্গু বিচিত্রজল্পৈঃ সসান্ত্বয়িত্বা চ্যুতমিত্রসূতঃ। অন্বাদ্রবদ্দংশিত উগ্রধন্বা-কপিধ্বজো গুরুপুত্রংরথেন ॥ ১৭ ॥

বল্গবো রম্যাবিচিত্র জল্পাভাষণানিতৈঃ সঃ অর্জ্জুনঃ অচ্যুত এব-মিত্রং সূতশ্চযস্য। দংশিত বদ্ধকবচঃ। উগ্রংধনুশ্চাপোযস্য। কপির্হনুমান্ধ্বজোযস্য। গুরোঃ পুত্রং রথেন অনু আদ্রবং অন্বধা-বৎ ।। ১৭।।

বেশের নাম, সুতরাং বহু রত্নোচিত কলগার সুন্দর বেশ, তৎসমূহ নিমিত্ত কিরীট মালী নাম।

* আততায়ী শব্দে ছয় ব্যক্তি, হয় যথা (অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্র পাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদার হরশ্চৈব ষড়েতে আততায়িনঃ) যে ব্যক্তি অগ্নিদেয়, আর বিষপান করায়, এবং ধনাপহরণ করে, ও ক্ষেত্র ওদারাপহৃত হয়, এই ছয় জন আততায়ী, এস্থলে অস্ত্রধারীরূপে আততায়ী অশ্বত্থামা, যেহেতু প্রসুপ্ত পঞ্চ পুত্রের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন।

এই রূপ সুমধুর মনোহর বিচিত্র বাক্য দ্বারা প্রিয়া দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা করিয়া * (অচ্যুতমিত্রসূত) অর্থাৎ অর্জ্জুন † উগ্রধনুর্দ্ধর দংশিত হইয়া (বদ্ধকবচ) কবচ শব্দে সাঁজোয়া পরিধান করিয়া ‡ কপিধ্বজ রথে আরোহণ করতঃ গুরুপুত্র অশ্বত্থামার প্রতি ধাবমান হইলেন ॥ ১৭ ॥

তমাপতন্তং সবিলোক্য দূরাৎ কুমারহোদ্বিগ্ন মনারথেন। পরাদ্রবৎ প্রাণ পরীপ্সুরুর্ব্যাং যাবদ্গমং রুদ্র ভয়াদ্যথার্কঃ ॥ ১৮ ॥

আপতন্তং আধাবন্তং সদ্রৌণিঃ। কুমারহা বালঘাতী। উদ্বিগ্নমনা কম্পিত হৃদয়ঃ। প্রাণ পরীপ্সুঃ প্রাণাল্লব্ধুমিচ্ছুঃ নতুকীর্ত্তিং। যাবদ্গমং যাবদ্গন্তুংশক্যং তাবদুর্ব্ব্যাং পরাদ্রবৎ অপলায়ত। কোত্রব্রহ্মমৃগোভূত্বা সুতাং জভিতুমুদ্যতঃসন্ রুদ্রস্যভয়াৎ যথা পলায়তেস্ম। অর্কইতিপাঠে বামন পুরাণ কথা সূচিতা। তথাহি বিদ্যুন্মালী নামকশ্চিৎ রাক্ষসো মাহেশ্বরঃ তস্মৈ রুদ্রেণ সৌবর্ণং বিমানং দত্তং। ততোহসা বর্কস্য পৃষ্ঠতো ভ্রমন্ বিমানদীপ্ত্যা রাত্রিং বিলোপিতবান্। ততোহর্কেণ নিজতেজসা দ্রাবয়িত্বা তদ্বিমানং পাতিতং তচ্ছ্রুত্বা কুপিতে রুদ্রে ভয়াদর্কঃ পরাদ্রবৎ। ততোরুদ্রস্য ক্রুরয়াদৃষ্ট্যা দহ্যমানঃ পতন্ বারাণস্যাং পতিতো লোলার্ক নাম্না বিখ্যাতঃ ॥ ১৮ ॥

---

* অচ্যুত মিত্র সূত পদে, শ্রীকৃষ্ণ মিত্র, এবং সারথী যাঁর, তাঁর নাম অচ্যুত মিত্র সূতঃ।

† উগ্র ধনুর্দ্ধর পদে, যাঁহার তুল্য ভয়ঙ্কর ধনুর্দ্ধর নাই।

‡ কপিধ্বজ পদে, কপি হনুমানধ্বজ যাঁহার তাঁহার নাম কপিধ্বজ।

অশ্বত্থামা দেখিলেন যে কপিধ্বজ অর্জ্জুন পুত্রশোকে আমা প্রতি ধাবমান হইয়াছে, তখন সভয় কম্পিত হৃদয়ে প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ পৃথিবীর যত দূর পর্য্যন্ত গমনের শক্তি তত দূর ভ্রমণে যত্নবান হইলেন। যেমন রুদ্র ভয়ে অর্কঃসূর্য্য পলায়ন করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

শ্লোক মধ্যে দ্বিপাঠে কেহ বা * রুদ্রভয়াদ্যথার্কঃ স্থানে (রুদ্রভয়াদ্যথা † কঃ) পাঠ করিয়া থাকেন, তদর্থে আখ্যায়িকা উক্ত করিয়াছেন। আদৌ সর্জ্জন কালে জগৎপিতা ব্রহ্মা সন্ধ্যা নাম্নী স্বকন্যা গমনে প্রবৃত্ত হন, তৎকালে মহারুদ্র শঙ্কর তৎশাসনে প্রবৃত্তি করাতে ভীত হইয়া ব্রহ্মা মৃগরূপে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি স্থানে ভ্রমণ করেন, সূর্য্য বিষয়ক বামন পুরাণে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। বিদ্যুন্মালী নামে কোন রাক্ষস মাহেশ্বর ছিল, অর্থাৎ মহেশ্বরের পরম ভক্ত ছিল, পরিতুষ্ট হইয়া মহাদেব তাহাকে এক খানি সুবর্ণ নির্ম্মিত রথ প্রদান করেন, সেই রথ সূর্য্যাপেক্ষা অতিশয় উগ্রতেজ বিশিষ্ট, অনন্তর রাক্ষস রাজ সূর্য্যের প্রতিকূলে সূর্য্যের পশ্চাৎ ভাগে রথারূঢ় হইয়া রাত্রিকে বিলোপ করিয়াছিল অর্থাৎ স্পর্দ্ধা করিয়া কহিত যে সূর্য্যের অভাবে যে রাত্রি হয় তাহাতে আমি দিবা করিব, এতৎ প্রতিজ্ঞায়

---

* অর্ক শব্দে সূর্য্যঃ।

† কঃ শব্দে ব্রহ্মা। এতদ্দ্বয় আখ্যায়িকাতেই রুদ্র ভয়ে পলায়নের প্রমাণ আছে, একারণ দ্বি পাঠের সম্ভাবনা, কিন্তু (রুদ্রভয়াদ্যথার্কঃ) এই পাঠেরই মুখ্যত্বাঙ্গীকার করিয়াছেন।

সূর্য্য কোপিত হইয়া স্বীয় প্রখর তেজ দ্বারা বিদ্যুন্মালীকে ধর্ষণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ভূমিতলে পাতিত করিয়াছিলেন তৎশ্রবণে মহাদেব কোপিত হয়েন, শিবক্রোধে ভীত হইয়া সূর্য্য তাবৎ ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যটন করতঃ রুদ্র কোপে দহ্যমান হইয়া বারাণসীতে পতিত হয়েন, অদ্যাপি কাশীক্ষেত্রে লোলার্ক নামে বিখ্যাত ॥ ১৮ ॥

যদাঽশরণ মাত্মানমৈক্ষত শ্রান্তবাজিনং।
অস্ত্রং ব্রহ্মশিরোমেনে আত্মত্রাণং দ্বিজাত্মজঃ ॥ ১৯ ॥

অশরণং রক্ষক রহিতং। নন্নুপলায়ণমেব রক্ষক মস্তিনতস্যাপি কুণ্ঠিতত্বাদিত্যাহ। শ্রান্তা বাজিনোযস্যতং। ব্রহ্ম শিরোঽস্ত্রং ব্রহ্মাস্ত্রং। দ্বিজাত্মজ ইতি অদীর্ঘ দর্শিতামাহ ॥ ১৯ ॥

পশ্চাৎ ভাগে কপিধ্বজ রথে আগত অর্জ্জুনকে দেখিয়া অশ্বত্থামা ভীত হইলেন এবং পলায়ণেও অশক্ত তদর্থে উক্ত করিয়াছেন। (যদেতি)

* শ্রান্তবাজী অশ্বত্থামা আপনাকে অশরণ দেখিয়া অর্থাৎ রক্ষক রহিত দেখিয়া † দ্বিজাত্মজ ব্রহ্মশিরা নামে

---

* শ্রান্তবাজী বলাতেই পলায়ণে অশক্ত বোধ হইল, অর্থাৎ যৎকালে অশ্বত্থামা পলায়ণ করেন তৎকালে অশ্বারূঢ় হইয়াছিলেন, পরে ঐ অশ্বশ্রান্তি যুক্ত হওয়াতে ভূমিতলে অবতরিত হয়েন, সুতরাং আত্ম পরিত্রাণার্থ উপায় শূন্য হইলেন, কেন না প্রথমতঃ পলায়ণকেই আত্ম পরিত্রাণ অর্থাৎ রক্ষক জ্ঞান করিয়াছিলেন।

† দ্বিজাত্মজ, বলিয়া যে শ্লোকে উক্ত করেন, তদর্থে, অশ্বত্থামাকে

অস্ত্রকেই আপনার পরিত্রাণ অর্থাৎ রক্ষক জ্ঞান করিলেন॥ ১৯॥

অথোপস্পৃশ্য সলিলং সন্দধেতৎ সমাহিতঃ। অজানন্নপি সংহারং প্রাণকৃচ্ছ্র উপস্থিতে॥ ২০॥

তদ্ব্রহ্মাস্ত্রং সমাহিতঃ কৃতধ্যানঃ উপসংহার মজানতোপি সন্ধানে হেতু প্রাণ কৃচ্ছ্র ইতি॥ ২০॥

অনন্তর, অশ্বত্থামা প্রাণ বিয়োগ ক্লেশ উপস্থিত সময়ে, জলস্পর্শ করিয়া অর্থাৎ আচমন করতঃ সমাহিত অর্থাৎ ধ্যান পরায়ণ হইয়া ঐ ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন, কিন্তু অদীর্ঘ দর্শিতা প্রযুক্ত তৎকালে ইহা * জানিতে পারেন

অদীর্ঘদর্শী অর্থাৎ বালক বলা হইয়াছে। কেন না তাঁহার অদীর্ঘদর্শিতার কারণ এই যে, যখন অর্জ্জুনের হস্তে সংগ্রামে ঐ ব্রহ্মাস্ত্র সত্ত্বেও পুনঃ২ পরাজয় হইয়াছেন, তখন ঐ ব্রহ্মশিরা অস্ত্রে তাঁহার পরিত্রাণ কিরূপে হইতে পারে, সুতরাং তৎকালে তদস্ত্র প্রতি নির্ভর করাই তাঁহার অদীর্ঘদর্শিত্বের কারণ। অথবা, যে স্থলে শ্রীকৃষ্ণ বৈরতা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন সে স্থলে ব্রহ্মাস্ত্রে কি, হরব্রহ্মাদি দেবতা সহায় হইলেও রক্ষা হইতে পারে না ইত্যর্থে শ্রীকৃষ্ণ মহিমা অজ্ঞাত প্রযুক্ত অদীর্ঘদর্শী বলিয়াছেন সুতরাং অদীর্ঘদর্শীকে ছলে দ্বিজাত্মজ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

* (অজানন্নপি সংহারমিতি) শ্লোকে শব্দ প্রয়োগ হওয়াতে এরূপ অর্থও হয়, যে অর্জ্জুন এতৎ ব্রহ্মাস্ত্রের উপসংহার জানেন, তাহা জানিয়াও অশ্বত্থামা ঐ অস্ত্রকে সন্ধান করেন, তাহার কারণ প্রাণ বিয়োগ সময়োপস্থিতে বুদ্ধিহত হইয়াছিল।

নাই যে এতদস্ত্রের উপসংহার অর্থাৎ অস্ত্রের নিবারণোপায় অর্জ্জুন জ্ঞাত আছেন, এতন্নিমিত্তই ঐ অস্ত্রের প্রতি নিতান্ত বিশ্বাস করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

ততঃপ্রাদুষ্কৃতংতেজঃপ্রচণ্ডংসর্ব্বতোদিশং। প্রাণাপদ মভিপ্রেক্ষ্য বিষ্ণুং জিষ্ণুরুবাচহ। শ্রীঅর্জ্জুনউবাচ। ২১ ॥

ততোস্ত্রাৎ সর্ব্বতোদিশং প্রাদুষ্কৃতং প্রকটীকৃতংতেজঃ। অভিপ্রেক্ষ্য ততঃপ্রাণা পদঞ্চাভিপ্রেক্ষ্য ॥ ২১ ॥

অনন্তর, অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক প্রেরিত ব্রহ্মাস্ত্র হইতে * প্রচণ্ড তেজ প্রকটীকৃত হওয়াতে সর্ব্বদিক জাজ্বল্যমান হয়, তাহাতে আত্ম প্রাণাপদ অর্থাৎ প্রাণ বিয়োগ ব্যাপার দৃষ্টে, অর্জ্জুন ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণকৃষ্ণ মহাবাহো ভক্তানামভয়ঙ্কর। ত্ব-মেকোদহ্যমানানা মপবর্গোসি সংসৃতেঃ ॥ ২২ ॥

প্রস্তুতং বিজ্ঞাপয়িতুং প্রথমং স্তৌতি। কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি চতুর্ভিঃ। সংসৃতের্হেতো দহ্যমানানাং তস্যা অপবর্গঃ অপবর্জ্জয়িতা নাশক ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

ভীতি প্রযুক্ত অর্জ্জুন প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া চতুঃশ্লোকে বিজ্ঞাপন করিতেছেন, যথা (কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি)

---

* প্রচণ্ড তেজ প্রকটীকৃত শব্দে, প্রলয়াগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান অস্ত্রাগ্নি দশদিকে ব্যাপ্তময় হওয়াতে অর্জ্জুন ভীত হইয়াছিলেন।

সম্বোধন বাক্যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইতিদ্বিরুক্তি করিয়াছেন, অর্থাৎ হে কৃষ্ণ * হে মহাবাহু ভক্তদিগের অভয়কারী, সংসার-রূপ অগ্নিতে দহ্যমান ব্যক্তিদিগের তুমিই এক † অপবর্গঃ ॥ ২২ ॥

ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। মায়াং ব্যুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যেস্থিত আত্মনি। ২৩॥

যতস্ত্বমীশ্বরঃ সাক্ষাৎ। কুতঃ যতঃ প্রকৃতেঃ পরঃ পুরুষঃ। তৎকুতঃ যতঃ আদ্যঃ কারণং। কারণত্বেপ্যবিকারিতা মাহ মায়াং ব্যুদস্য অভিভূয় কৈবল্য স্বরূপে আত্মন্যেবস্থিত ইতি ॥ ২৩ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, যেহেতু তুমি ‡ পরঃ

---

* মহাবাহু শব্দে, আজানুলম্বিত বাহু, অথবা, অজিত অর্থাৎ যিনি বাহুবলে অদ্বিতীয় অপিবা পরমাত্মাকেও বুঝায়, অর্থাৎ মহা শব্দে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানিরা যাঁহাকে বলেন, তাঁহার নাম মহাবাহুঃ। অথবা (মহা, বা, আহুরিতি) কিম্বা, অপরিমিতবাহু বিশিষ্ট যিনি, তিনি মহা-বাহু শব্দের বাচ্য হয়েন।

† অপবর্গ শব্দে অপবর্জ্জয়িতা, অর্থাৎ সংসার ভীতি নাশক।

‡ পর শব্দে শ্রেষ্ঠ, পুরুষ শব্দে আত্মা, ইহাতে প্রকৃতির পর পুরুষ বলিয়া স্তব করেন, প্রকৃতি শব্দে মায়া তদপেক্ষা বিলক্ষণ তুমি, যথা, কঠশ্রুতিঃ (মহতঃ পরমব্যক্ত মব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরঃ কশ্চিৎ সাকাষ্ঠা সাপরা গতিঃ) মহানত ত্ত্ব অর্থাৎ সত্ত্ব রজ স্তম এই ত্রিগুণ হইতে অব্যক্ত অর্থাৎ মায়া শ্রেষ্ঠা মায়া হইতে পুরুষঃ শ্রেষ্ঠ, পুরুষা-পেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাই, তিনিই সকলের এক গতিঃ, অতএব হে কৃষ্ণ তুমিই সকলের এক গতি হইয়াছ।

পুরুষঃ অর্থাৎ প্রকৃতির পর, সকলের আদি * চিৎ শক্তি দ্বারা মায়াকে অভিভূতা করতঃ কৈবল্যরূপে অর্থাৎ আত্ম আনন্দরূপে অবস্থিত আছ ॥ ২৩ ॥

সএব জীবলোকস্য মায়া মোহিত চেতসঃ। বিধৎসেস্বেন বীর্য্যেণ শ্রেয়ো ধর্ম্মাদি লক্ষণং ॥ ২৪ ॥

ত্রিবর্গ দাতাপিত্বমেবেত্যাহ। সইতি। যস্ত্বং মায়ামভিভূয় স্থিতঃ সএব মায়াভিভূতস্য জনস্য ধর্ম্মাদিফল মুপাসিতঃ সন্ বিধৎসে বীর্য্যেণ প্রভাবেন ॥ ২৪ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ যদিও তুমি মোক্ষদ বট, তথাপি জীবলোকের তুমি ত্রিবর্গ দাতা, অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ কাম প্রদাতাও হও, ইত্যর্থে (সইতি) শ্লোক উক্ত হইয়াছে।

যে শ্রীকৃষ্ণ পরম নিঃশ্রেয়ঃ অর্থাৎ নিয়ত মোক্ষ প্রদান করেন, (সএব) অর্থাৎ সেই শ্রীকৃষ্ণই (মায়া মোহিত চেতসঃ) মায়াভিভূত জীবলোকের অর্থাৎ জন সম্বন্ধে উপাসিতঃ হইয়া স্বপ্রভাবে কর্ম্মানুসারে ধর্ম্মাদি ফলের বিধান করেন ॥ ২৪ ॥

ইত্যর্থে স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন, যে নিষ্কাম সাধকের মোক্ষ ও সকামেরও ফল প্রদান করেন, অর্থাৎ যে, যেরূপ উপাসনা

* চিৎশক্তি পদে জ্ঞানশক্তি, শ্রুতিতে যাঁহাকে পরাশক্তি বলেন, সেই জ্ঞানশক্তি দ্বারা মায়াশক্তি অবিদ্যাকে নিরস্ত করতঃ স্বীয়কৈবল্য রূপ অর্থাৎ বিজ্ঞানঘন আনন্দরূপে ভাসমান হইয়াছ, ইত্যর্থে সর্ব্ব শাস্ত্রে তোমাকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

করে তাঁহার উপাসনানুসারে সেইরূপ ফল প্রদ হয়েন, তদর্থে শ্রুতিঃ সংবাদ করিয়াছেন। যথা (একোবহূনাং যোবিদধাতি কামানিতি) ভোগ মোক্ষ প্রদানের তিনি এক কর্ত্তা অর্থাৎ তিনি এক, কিন্তু বহু লোকের কর্ম্ম ফলের বিধান কর্ত্তা হয়েন, যেহেতু তদ্ভিন্নান্য কর্ত্তার অভাব, সুতরাং তিনিই সর্ব্ব কাম পূরঃ॥ ২৪॥

তথায়ঞ্চাবতারস্তে ভুবোভার জীহির্ষয়া।
স্বানাঞ্চানন্য ভাবানা মনুধ্যানায়চা সকৃৎ
॥ ২৫॥

তথাচানেনাবতারেণ তব সাধু পক্ষপাতোলক্ষ্যতে ইত্যাহ। তথেতি। কিংভূভার হরণং যদিচ্ছা মাত্রেণ নভবতি তত্রাহস্বানাং জ্ঞাতীনাং অনুধ্যানায়চ তথা অনন্য ভাবানাং একান্ত ভক্তানাঞ্চ॥ ২৫॥

হে শ্রীকৃষ্ণ তুমি পক্ষপাত রহিত, কিন্তু অস্মদাদির পক্ষ হইয়া কুরু পক্ষকে নাশ করিয়াছ, ইত্যর্থে তোমার পক্ষপাত লক্ষ হয়, তন্নিরাসার্থে উক্ত করেন, যথা (তথেতি)

হে গোবিন্দ যদ্রূপ ভূভার হরণেচ্ছায় তুমি এই অবতারে বিপক্ষ কৌরব পক্ষীয় জন ক্ষয় করিয়াছ, তদ্রূপ বারম্বার তবানুধ্যান পরায়ণ অনন্য ভাব অর্থাৎ একান্ত ভাব স্বীয়জনের ও জন ক্ষয় করিয়াছ॥ ২৫॥

ইত্যর্থে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বিনয় করিয়া কহিতেছেন, যে হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমার মহিমারপার দর্শন করিতে কে পারে, যেহেতু তুমি পক্ষপাত বিনির্মুক্ত সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব পৃথি-

বীর ভারাবতরণার্থে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত জ্ঞাতী অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ক্ষয় করিয়াছ, তাহাতে কেবল কুরুসৈন্য ক্ষয় করিয়াছ এমতও নহে, নিতান্ত তব চরণানুধ্যান পরায়ণ আমারদিগেরও কি অপেক্ষা রাখিয়াছ, অর্থাৎ তোমার কে আপন কে পর তাহার নিরূপণ করাযায় না, নচেৎ অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রেরও কি বিনাশ হয়, সুতরাং তুমি অপক্ষপাতী ।। ২৫ ।।

কিমিদং স্বিৎকুতোবেতি দেব দেবনবেদ্ম্যহং। সর্ব্বতো মুখ মায়াতিতেজঃ পরম দারুণং ॥ শ্রীভগবানুবাচ ॥ ২৬ ॥

এবংস্তুত্বা প্রস্তুতং বিজ্ঞাপয়তি। কিমিতি। কিং কিমাত্মক মিদং কুতোবা আয়াতীতি স্বিদ্বিতর্কে ॥ ২৬ ॥

এতদ্রূপ ভগবানকে স্তব করিয়া অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বিজ্ঞাপন করিতেছেন। যথা (কিমিতি) হে শ্রীকৃষ্ণ এই কিমাত্মক অগ্নি কোথা হইতে আসিতেছে, হে দেব দেব, আমি কিছু জানিতে পারি না, পরম দারুণ তেজস্বান * সর্ব্বতোমুখ অর্থাৎ অগ্নি, ইহার কারণ জানিতে ইচ্ছাকরি, তৎশ্রবণে ভগবান কহিতেছেন ।। ২৬ ।।

বেত্থেদং দ্রোণ পুত্রস্য ব্রাহ্মমস্ত্রং প্রদ-

* সর্ব্বতোমুখ শব্দে অগ্নি, অথবা সমস্ত দিকমুখকে আচ্ছন্ন করিয়া আসিতেছে যে পরমতেজঃ অর্থাৎ অগ্নি, দারুণ শব্দে ভয়ানক।

শিতং। নৈবাসৌ বেদ সংহারং প্রাণবাধ উপস্থিতে॥ ২৭॥

ইদং দ্রোণ পুত্রস্য ব্রাহ্মমস্ত্রং তেনচ প্রাণবাধে প্রাপ্তে প্রদর্শিতং কেবলং প্রয়োগ কুশল ইত্যর্থঃ। যতোহস্য মুপসংহার নবেদ্ন নজানাতি এতচ্চত্বংবেথ জানাসি॥ ২৭॥

অর্জ্জুনের ভীতি সন্দর্শনে ভগবান তন্নিরাসার্থে কহিতেছেন। যথা (বেথেদমিতি) হেকৌন্তেয়, এই দারুণতেজোময় অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র জানিহ, প্রাণবাধ উপস্থিতে অর্থাৎ প্রাণ বিয়োগ সময়াপন্নে প্রাণ রক্ষার্থ এতদস্ত্র প্রদর্শন করাইয়াছেন, অশ্বত্থামা ইহার উপসংহার জানে না কেবল প্রয়োগ কুশলমাত্র একারণ তুমিও ইহার উপসংহার অজ্ঞাত ইহা নিশ্চয় করিয়া সন্ধান করিয়াছেন কিন্তু স্মরণ করহ এতদস্ত্রোপসংহার অর্থাৎ নিবারণোপায় তুমি জানহ॥ ২৭॥

নহ্যস্যান্যতমং কিঞ্চিদস্ত্রং প্রত্যবকর্শনং। জহ্যস্ত্রতেজ উন্নদ্ধ মস্ত্রজ্ঞোহ্যস্ত্রতেজসা॥ শ্রীসূতউবাচ॥ ২৮॥

প্রত্যব কর্শনং কৃশত্বকরং নিবর্ত্তক মিত্যর্থঃ। অতস্তদস্ত্রতেজঃ উন্নদ্ধং উৎকটং ব্রহ্মাস্ত্র তেজসৈব জহিঘাতয়। ত্বৎপ্রযুক্তব্রহ্মাস্ত্রং তদুপসংহৃত্য স্বয়মুপশাম্যং যতস্ত্বং অস্ত্রজ্ঞোসি॥ ২৮॥

এতৎব্রহ্মাস্ত্রের * অবকর্শন আর কোন অস্ত্র নাই, অত-

* অবকর্শন পদে কৃশত্বকর, অর্থাৎ নিবর্ত্তক যেহেতু ব্রহ্মাস্ত্র তেজেই তদস্ত্র-তেজ নিবারণ হয়।

এব হে অস্ত্রজ্ঞ, অর্জ্জুন, তুমি ব্রহ্মাস্ত্রের * উন্নদ্ধ তেজ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারাই সংহার করহ। অনন্তর সূত গোস্বামী কহিতেছেন ॥ ২৮ ॥

শ্রুত্বা ভগবতাপ্রোক্তং ফাল্গুনঃ পরবীরহা। স্পৃষ্টাপস্তং পরিক্রম্য ব্রাহ্মং ব্রাহ্মায় সংদধে ॥ ২৯ ॥

পরেশত্রবঃ তএব বীরাস্তান্ হন্তীতি তথা ফালগুনোর্জ্জুনঃ অপঃস্পৃষ্ট্বা আচম্য তংশ্রীকৃষ্ণং পরিক্রম্য প্রদক্ষিণী কৃত্য ব্রহ্মাস্ত্রায় ব্রহ্মাস্ত্রং নিবর্ত্তয়িতুং ॥ ২৯ ॥

হে শৌনক। এতদ্ভগবদ্বাক্য শ্রবণ করতঃ † পরবীরহা অর্জ্জুন (অপঃস্পৃষ্ট্বা) আচমন করিয়া (তংপরিক্রম্য) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করতঃ ব্রহ্মাস্ত্র তেজ নিবারণার্থে ব্রহ্মাস্ত্র প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করিলেন ॥ ২৯ ॥

সংহত্যান্যোন্য মুভয়ো স্তেজসী শরসম্বৃতে। আবৃত্য রোদসীখঞ্চ ববৃধাতেঽর্ক বহ্নিবৎ ॥ ৩০ ॥

ততশ্চ উভয়ো ব্রহ্মাস্ত্রয়ো স্তেজসী শরৈঃসংবৃতে সংবেষ্টিতে পরস্পরং মিলিত্বা ববৃধাতে অবর্দ্ধেতাং। কিংকৃত্বা রোদসীদ্যাবা পৃথিব্যৌ

---

* উন্নদ্ধতেজ পদে, উৎকটতেজ, অর্থাৎ যাহাতে জগৎ বিনাশ হয়।

† পর শব্দে শত্রু অর্থাৎ শত্রুবীর সকলের সংহার করাই স্বভাব যাঁর, তাঁহার নাম (পবরীরহা)

খমন্তরীক্ষঞ্চ আবৃত্য যথা প্রলয়ে সঙ্কর্ষণ মুখাগ্নিঃ উপরিস্থিতোহর্কশ্চ সংহত্য বর্দ্ধেতে তদ্বৎ ॥ ৩০ ॥

অনন্তর অন্যোন্য * ব্রহ্মাস্ত্রদ্বয় অর্থাৎ উভয় পরস্পর মিলিত † বহু শরদ্বারা সংবেষ্টিত হইয়া উভয় তেজই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, (কীদৃশ) না, স্বর্গমর্ত্ত্য আকাশকে আবৃত করিয়া সূর্য্যাগ্নির ন্যায় বৃদ্ধি হইল ॥ ৩০ ॥

ইত্যর্থে স্বামী ব্যাখ্যা করেন, উভয় ব্রহ্মাস্ত্র অর্থাৎ অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুন প্রেরিত ব্রহ্মাস্ত্রদ্বয় পরস্পর বহুশরে মিলিত হইয়া (অবর্দ্ধেতাং) বৃদ্ধি দশাকে প্রাপ্ত হইল, সে কিরূপ না, যেমন মহাপ্রলয়ে, অধঃস্থ ‡ সংকর্ষণ মুখাগ্নি উপরিস্থিত সূর্য্য (সংহত্য) পরস্পর মিলিত হইয়া, (আবৃত্যরোদসীখঞ্চ) অর্থাৎ ॥ রোদসী ¶ অন্তরীক্ষকে আবৃত করিয়া বৃদ্ধি হইয়াছিল ॥ ৩০ ।

দৃষ্ট্বাস্ত্র তেজস্তুতয়োস্ত্রীঁল্লোকান্ প্রদহন্মহৎ।
দহ্যমানাঃ প্রজাঃসর্ব্বাঃ সাম্বর্ত্তক মমংসত ॥ ৩১ ॥

তয়ো দ্রৌণিফালগুনয়োঃ তেন দহ্যমানাঃ সংবর্ত্তকং প্রলয়াগ্নিং মমংসত মেনিরে ॥ ৩১ ॥

* ব্রহ্মাস্ত্রদ্বয় শব্দে অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুন প্রেরিত অস্ত্রদ্বয়।

† বহুশর সংবেষ্টিত, অর্থাৎ উভয়াস্ত্র হইতে নানা বিধ অস্ত্র নির্গত হইয়াছিল।

‡ সংকর্ষণ শব্দে অনন্ত, তন্মুখোত্থিত অগ্নি।

॥ রোদসী শব্দে, পৃথিবী এবং স্বর্গ।

¶ অন্তরীক্ষ শব্দে আকাশ।

অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুন এতদুভয়ের মহৎঅস্ত্র তেজ দেখিয়া দহ্যমান * তিন লোক এবং প্রজা সকল (সাম্বর্ত্তক মমং-সত) অর্থাৎ প্রলয়াগ্নি জ্ঞান করিলেন ॥ ৩১ ॥

প্রজোপদ্রবমালক্ষ্য লোক ব্যতিকরঞ্চতং।
মতঞ্চ বাসুদেবস্য সংজহারার্জ্জুনোদ্বয়ং
॥ ৩২ ॥

লোকানাং ব্যতিকরং ব্যত্যয়ং নাশমিত্যর্থঃ। বাসুদেবস্য মতঞ্চা-লক্ষ্য ব্রহ্মাস্ত্রদ্বয়ং উপসংহৃতবান্ ॥ ৩২ ॥

অনন্তর প্রজা সকলের উপদ্রব এবং † লোক ব্যতিকর দৃষ্টে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের মতকে বিচার করতঃ স্বয়ং অর্জ্জুন উভয় ব্রহ্মাস্ত্রকেই উপসংহার করিয়াছিলেন অর্থাৎ উভ-য়াস্ত্র দ্বারা উভয়াস্ত্রকে শাম্য করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

তত আসাদ্য তরসা দারুণং গৌতমীসুতং।
ববন্ধামর্ষ তাম্রাক্ষঃ পশুং রসনয়া যথা
॥ ৩৩ ॥

গৌতমবংশাজ্জাতা গৌতমীকৃপী তস্যাঃসুতং অমর্ষেণ কোপেন তাম্রেঽক্ষিণী যস্য সঃ। নিষ্কৃপত্বে দৃষ্টান্তঃ পশুংযথেতি তস্যবন্ধনং ধর্ম্ম্য ইত্যর্থএববা দৃষ্টান্তঃ যথা যাজ্ঞিকঃ পশুমিতি রসনয়া রজ্জ্বা ॥ ৩৩ ॥

* তিন লোক পদে, ভূভূর্বস্বঃ অর্থাৎ পৃথিবীস্থ প্রজা ও আকাশ চারী এবং স্বর্গস্থ দেব লোকেরাও দংদহ্যমান হইয়াছিলেন।

† লোক ব্যতিকর পদে, ব্যত্যয়, অর্থাৎ বিনাশ।

তদনন্তর অর্জ্জুন ক্রোধে রক্ত তাম্রাক্ষ মহাবেগবান্ হইয়া * (দারুণং গৌতমীসুতং) দারুণ যে গৌতমীপুত্র অশ্বত্থামা তাহাকে বন্ধন করিলেন, সে কেমন যেমন † রজ্জু দ্বারা পশুকে বন্ধন করে ॥ ৩৩ ॥

শিবিরায় নিনীষন্তং রজ্জ্বাবধ্বা রিপুংবলাৎ।
প্রাহোর্জ্জুনং প্রকুপিতো ভগবানম্বুজেক্ষণঃ
॥ ৩৪ ॥

শোকরোষাদিযুক্তস্যা পার্জ্জুনস্য ধর্ম্মনিষ্ঠার্থ্য পলায় শ্রীকৃষ্ণবাক্যং তদাহষড়্ভিঃ। শিবিরায় রাজনিবেশায় নেতুমিচ্ছন্তং প্রকুপিত ইবেতি ॥ ৩৪ ॥

শোকরোষাদি যুক্ত অর্জ্জুনের ধর্ম্মনিষ্ঠতা জ্ঞানেচ্ছু হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন, তদর্থে ছয় শ্লোক উক্ত হয়। যথা (শিবিরায়েতি)

বলপূর্ব্বক রজ্জুতে বন্ধন করিয়া ‡ শত্রুকে ॥ শিবিরে

* দারুণ শব্দে আভিচারিক পুরুষ অর্থাৎ মারণ কর্ত্তা। গৌতমী সুত শব্দে গৌতম বংশজাতা কৃপী তৎপুত্র।

† রজ্জু দ্বারা পশুকে বন্ধন করে, ইত্যর্থে, কেবল রজ্জু সংযোগে বন্ধন অর্থাৎ পশু পালেরা যেমন পশু বন্ধন করে, তেমন নহে, যেহেতু পূর্ব্ব শব্দে কৃপাহীনত্বে তাম্রাক্ষ পাঠ আছে, সুতরাং যাজ্ঞিক পুরুষেরা যদ্রূপ রজ্জু দ্বারা পশুকে বন্ধন করিয়া যুপ অর্থাৎ হাড়ি-কাষ্ঠ মধ্যে নিঃক্ষেপ করে সেইরূপ অশ্বত্থামাকে বন্ধন করিয়া লইলেন।

‡ শত্রু শব্দে এস্থলে অশ্বত্থামাকে কহিয়াছেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি পুত্র হত্যা করে তাহাকে শত্রু ব্যতীত কি কহিতে হয়।

॥ শিবির শব্দে সৈন্যনিবেশ স্থান, অর্থাৎ রাজনিবেশ, প্রাকৃত ভাষায় [ছাউনি] বলে।

লইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন যে অর্জ্জুন, তাঁহাকে * কুপিতের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন ॥ ৩৪ ॥

মৈনং পার্থার্হসিত্রাতুং ব্রহ্মবন্ধুমিমংজহি। যোসাবনাগসঃ সুপ্তানবধীন্নিশি বালকান্ ॥ ৩৫ ॥

অনাগসঃ নিরপরাধান্ ॥ ৩৫ ॥

হে অর্জ্জুন, পুত্রহন্তা ব্রাহ্মণাধমকে পরিত্রাণ করিহ না, যেহেতু অনাগস অর্থাৎ † নিরপরাধী প্রসুপ্ত অর্থাৎ নিদ্রিত পঞ্চ পুত্রকে রাত্রিকালে বধ করিয়াছে ॥ ৩৫ ॥

মত্তং প্রমত্ত মুন্মত্তং সুপ্তং বালং স্ত্রিয়ং জড়ং। প্রপন্নং বিরথং ভীতং নরিপুং হন্তি-ধর্ম্মবিৎ ॥ ৩৬ ॥

রিপোরপি সুপ্তস্য বালস্যচ বধোনধর্ম্ম ইত্যন্যার্থে দর্শয়তি। মত্তং মদ্যাদিনা প্রমত্ত মনবহিতং। উন্মত্তং গ্রহবাতাদিনা। জড়ং অনুদ্যমং। প্রপন্নং শরণাগতং বিরথং ভগ্নরথং ॥ ৩৬ ॥

---

* শ্রীকৃষ্ণকে কুপিতের ন্যায় বলাতে স্বরূপতঃ কুপিত নহেন, শুদ্ধ ছল মাত্র, অর্থাৎ ধর্ম্মনিষ্ঠ্য অর্জ্জুন পুত্র হন্তা ব্রাহ্মণের প্রতি কি আচরণ করেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত ছলে কোপ করিয়াছিলেন।

† নিরপরাধী অর্থাৎ অশ্বত্থামার সহিত কোন বৈরতা নাই, যে-হেতু গুরু পুত্র, এবং যুদ্ধস্থলও নহে যে আঘাৎ কারীর প্রতি আঘাৎ কর্ত্তব্য। অর্থাৎ প্রসুপ্ত ব্যক্তিকে নিরপরাধী অবশ্যই কহিতে হয়।

বধানর্হ ব্যক্তিকে বধ করিলে অবশ্যই দণ্ড যোগ্য হয়, ইহা মন্বাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই উক্ত করিয়াছেন। যথা (মত্তমিতি) হে অর্জ্জুন, ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তি শত্রু হইলেও এমত ব্যক্তি সকলকে বধ করিতে পারে না। যথা মত্ত, অর্থাৎ মদ্যাদি পানে আসক্ত, প্রমত্ত, অর্থাৎ (অনবহিত) জ্ঞান শূন্য, উন্মত্ত অর্থাৎ বাতাদি রোগবান, এবং সুপ্ত, ও বালক ও স্ত্রী, (জড়) অনুদ্যম অর্থাৎ বাক্যাদি রহিত, প্রপন্ন অর্থাৎ শরণাগত, বিরথ, অর্থাৎ সংগ্রামোপকরণ রথ রহিত প্রভৃতি শাস্ত্রসিদ্ধ অবধ্য হয় ।। ৩৬ ।।

স্বপ্রাণান্যঃ পরপ্রাণৈঃ প্রপুষ্ণাত্যঘৃণঃখলঃ। তদ্বধস্তস্যহিশ্রেয়ো যদ্দোষাদ্যাত্যধঃ পুমান্॥ প্রতিশ্রুতঞ্চ ভবতা পাঞ্চাল্যৈশৃণ্বতোমম। আহরিষ্যে শিরস্তস্য যস্তেমানিনিপুত্রহা॥ তদসৌবধ্যতাংপাপ আততায্যাত্মবন্ধুহা ভর্ত্তুশ্চ বিপ্রিয়ংবীর কৃতবান্ কুলপাংশনঃ॥ ৩৭॥

তদ্বধো দণ্ডরূপঃ তস্যৈবশ্রেয়ঃ পুরুষার্থঃ। যদ্যতোদণ্ড প্রায়শ্চিত্ত রহিতাৎ দোষাৎ সপুমান্ অধোযাতীতি। তথাচ স্মরন্তি। রাজভির্ধৃতদণ্ডাস্তু কৃতপাপানি মানবাঃ। বিধূত কল্মষা যান্তি স্বর্গং সুকৃতিনো যথা॥ ৩৭॥

যে নির্ঘৃণ খল ব্যক্তি পর প্রাণ দ্বারা আত্ম প্রাণের পুষ্টি করে, অর্থাৎ শুদ্ধ পরার্থে পর প্রাণ আঘাত করিয়া বেতন

দ্বারা প্রাণ ধারণ করে। তাহার বধই তাহারশ্রেয়, যেহেতু যদ্দোষে সেই ব্যক্তির নরকে গতি হয়। অর্থাৎ ইহলোকে প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ রাজদণ্ড রহিত ব্যক্তির অধোগতি হয়, তদর্থে স্মৃতিকার কহিয়াছেন, যথা (রাজভি ধৃতদণ্ডাস্ত কৃত-পাপানি মানবাঃ। বিধূতকল্মষা যান্তি স্বর্গং সুকৃতিনো যথা।) কৃত পাপ মনুষ্যেরদিগের * রাজা কর্ত্তৃক ধৃত দণ্ড হইলে, তাহারা সর্ব্ব পাপে পরিমুক্ত হইয়া সুকৃতি ব্যক্তির ন্যায় স্বর্গে গমন করে। বিশেষতঃ তুমি দ্রৌপদীর নিকট যে প্রতিশ্রুত হইয়াছ তাহা আমি শ্রবণ করিয়াছি, যেহেতু হে অর্জ্জুন তুমি দ্রৌপদীকে কহিয়াছিলে, যে হে মানিনি, তোমার পুত্র হন্তা যে তাহার মস্তক আমি আহরণ করিয়া আনিব, অতএব হে সখে, সেই আততায়ী আত্ম বন্ধু হন্তা অর্থাৎ পুত্র হন্তা এই পাপাত্মাকে বধ করহ, যে কুলাঙ্গার ভর্ত্তা দুর্য্যোধনেরও বিপ্রিয় কার্য্য সাধন করিয়াছে, অর্থাৎ ওকার থাকার অভিপ্রায়ে তোমারদিগের এবং দুর্য্যোধনের এতদুভয়ের মধ্যে কাহারও প্রিয়কৃৎ নহে, সুতরাং এবম্ভূত অপ্রিয়কারী মূঢ়ের বধ করাই শ্রেয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

এবং পরীক্ষিতা ধর্ম্মং পার্থঃ কৃষ্ণেনচোদিতঃ। নৈচ্ছদ্ধন্তুং গুরুসুতং যদ্যপ্যাত্মহনং মহান্ ॥ ৩৮ ॥

* রাজা কর্ত্তৃক ধৃত দণ্ড পদে ন্যায়তঃ দণ্ড অর্থাৎ ধর্ম্ম শাস্ত্রাদির বিপরীত দণ্ড না হয়, সুতরাং শাস্ত্র বিহিত বৈধদণ্ডে পবিত্র হয়, নচেৎ অবিহিত দণ্ডে রাজার সহিত নরকে গমন করে।

যদ্যপি চোদিতঃ তথাপি হন্তুং নৈচ্ছৎ আত্মহনং পুত্রহন্তারমপি যতো মাহন্॥ ৩৮॥

এই রূপ ধর্ম্মপরীক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উক্ত হইলেও অর্জ্জুন গুরু পুত্রকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিলেন না, যদ্যপি মহৎ * আত্মনহন, অর্থাৎ পুত্র হন্তা, তথাপি তদ্বধে নিবৃত্ত হইলেন, যেহেতু ব্রাহ্মণ সর্ব্বথা অবধ্যঃ॥ ৩৮॥

অথোপেত্য স্বশিবিরং গোবিন্দ প্রিয়সা-রথিঃ। ন্যবেদয়ত্তং প্রিয়ায়ৈ শোচন্ত্যা আত্মজান্ হতান্॥ ৩৯॥

গোবিন্দপ্রিয়ঃ সারথিশ্চ যস্য আত্মজান্ শোচন্ত্যৈ॥ ৩৯॥

অনন্তর অর্জ্জুন স্বশিবির সংপ্রাপ্ত হইলেন, অর্জ্জুন কিম্ভূত, না, গোবিন্দপ্রিয়, পুনঃ কীদৃশ, না, গোবিন্দ যাঁহার সারথি, সেই অর্জ্জুন প্রিয়া দ্রৌপদীকে এতৎ সম্বাদ করণার্থ আপন নিবেশে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন, দ্রৌপদী কিম্ভূতা, না, হত পুত্র শোকে অভিভূতা॥ ৩৯॥

তথাহৃতং পশুবৎ পাশবদ্ধ মবাঙ্মুখং কর্ম্ম জুগুপ্সিতেন। নিরীক্ষ্য কৃষ্ণাপকৃতং গুরোঃ সুতং॥ বামস্বভাবা কৃপয়াননামচ॥ ৪০॥

---

* আত্মহন শব্দে পুত্র হন্তা, অর্থাৎ [আত্মা বৈজায়তে পুত্র ইতি] আপনি পুত্ররূপে জন্মে সুতরাং পুত্র হন্তাকে আত্ম হন্তা বলিয়াছেন।

তথাপরিভবেন আহৃত মানীতং কর্ম্মণো জুগুপ্সিতেন দোষেণ অবাঙ্মুখং অপকারিণং কৃপয়া নিরীক্ষ্য বামঃ শোভনঃ স্বভাবো যস্যাঃ সাননামচ উবাচেতি চকারাভ্যাং সম্ভ্রমঃ সূচিতাঃ ॥ ৪০ ॥

অত্যন্ত (অপকৃত) অপকারী শত্রু গুরুপুত্রকে অপমান যুক্ত পশুবৎ পাশ বদ্ধ করতঃ শিবিরে আনয়ন করিলেন এবং * জুগুপ্সিত কর্ম্ম দ্বারা † অবাঙ্মুখ অর্থাৎ নিন্দনীয় কর্ম্মেতে লজ্জা প্রযুক্ত অধোমুখ, তদ্দৃষ্টে বাম স্বভাব অর্থাৎ ‡ শোভন স্বভাব প্রযুক্ত দ্রৌপদী সম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন, শ্লোকান্তে চকার থাকায় তদর্থে কিঞ্চিৎ কহিয়াও ছিলেন, তাহা পশ্চাৎ উক্ত হইবে ॥ ৪০ ॥

উবাচচাসহন্ত্যস্য বন্ধনানয়নং সতী। মুচ্যতাং মুচ্যতামেষ ব্রাহ্মণো নিতরাং গুরুঃ ॥ ৪১ ॥

বন্ধনেনা নয়ন মহসমানা ॥ ৪১ ॥

নিবিড় বন্ধন দ্বারা গুরুপুত্রকে আনয়ন করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া ‖ কৃপাবতী দ্রৌপদী (অসহন্তী) অর্থাৎ সহিতে

---

* জুগুপ্সিত কর্ম্ম পদে, নিন্দ্য কর্ম্ম।

† অবাঙ্মুখ শব্দে, অধোমুখ।

‡ শোভন স্বভাব পদে, স্ত্রীলোকের সর্ব্বদা কারুণ্য স্বভাব অর্থাৎ করুণা বিশিষ্টা হইয়া প্রণাম করিয়াছিলেন।

‖ কৃপাবতী দ্রৌপদীকে বলাতেই তাঁহার মহিমা বর্ণন করা হইয়াছে অর্থাৎ অর্জ্জুনাপেক্ষাও ধর্ম্ম বিষয়ক দ্রৌপদীর গাম্ভীর্য্য যেহেতু অসহ্যঃ পুত্রশোককেও সহ্য করিয়া অশ্বত্থামার বন্ধন অসহ মানা

না পারিয়া অর্জ্জুনকে কহিতেছেন, ইহাঁকে মুক্ত করহ, মুক্ত করহ, এনি ব্রাহ্মণ সর্ব্বতো ভাবে গুরু, ব্রাহ্মণাপমান করা মত নহে'॥ ৪১ ॥

সরহস্য ধনুর্ব্বেদঃ সবিসর্গোপসংযমঃ ।
অস্ত্রগ্রামাশ্চ ভবতা শিক্ষিতো যদনুগ্রহাৎ
॥ ৪২ ॥

স রহস্য গোপ্যমন্ত্র সহিতঃ। বিসর্গোহস্ত্র প্রয়োগঃ। উপসংযমঃ। উপসংহার তাভ্যাং সহিতোহস্ত্র সমূহঃ ॥ ৪২ ॥

অনন্তর দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে আরো হেতুবাদ দ্বারা প্রতিবোধ দিতেছেন, যাহাতে তদ্বধে অর্জ্জুন নিবৃত্ত হয়েন, তদর্থে উক্ত করিয়াছেন, যথা সরহস্যেতি)

হইলেন, কেননা একে ব্রাহ্মণ তাহে গুরুপুত্র, সর্ব্বশাস্ত্রেই ব্রাহ্মণের দণ্ড করিতে নিষেধ করিয়াছেন, যেহেতু ব্রাহ্মণাপমানে ধনজন প্রভৃতি রক্ষা পায় না, যথা [অনাদরেণ যঃপশ্যেদ্ব্রাহ্মণং বক্রচক্ষুষা। দ্বিজাপমানং যঃকুর্য্যাৎ যাতি শ্রীতদ্গৃহাদপি।] ব্রাহ্মণকে অনাদর করতঃ বক্রচক্ষুতে যে দর্শন করে, আর অপকারি বলিয়া ব্রাহ্মণের অপমান যে করে, তদ্গৃহ হইতে লক্ষ্মী পলায়ন করেন, অর্থাৎ লক্ষ্মীর অপমানে নারায়ণেরও অকৃপা হয়, ইত্যভিপ্রায়ে অর্জ্জুনকে সাবধান করিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণই নারায়ণ, তুমি ব্রাহ্মণাপমান করিলে যাঁহাকে সখা, প্রিয়, বন্ধু, বলিয়া জান, সেই গোবিন্দ তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন। অতএব নিশ্চযীভূত এই যে শুদ্ধ দ্রৌপদীর ধর্ম্মেই শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবের বশীভুত আছেন।

যে দ্রোণাচার্য্যের অনুগ্রহে * সরহস্যধনুর্ব্বেদ, সবিসর্গ অর্থাৎ † অস্ত্রপ্রয়োগ এবং উপসংযম অর্থাৎ ‡ উপসংহার সহিত ॥ অস্ত্রগ্রাম শিক্ষিত হইয়াছ। ইত্যর্থে অশ্বত্থামাকে ব্রাহ্মণ হইতেও গুরুপুত্র বলিয়া অধিকতর ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

সএব ভগবান্ দ্রোণঃ প্রজারূপেণ বর্ত্ততে।
তস্যাত্মনোর্দ্ধং পত্ন্যাস্তেনান্বগাদ্বীরসূঃ-কৃপী ॥ ৪৩ ॥

কিঞ্চতস্য দ্রোণস্যাত্মনো দেহস্যার্দ্ধং কৃপী আস্তে অর্দ্ধাত্বহেতুঃ পত্নী। অর্দ্ধোবাএষ আত্মনো যৎপত্নীতিশ্রুতেঃ। জায়াপতী অগ্নিমাদধীয়াতা মিত্যাদিশ্রুতেঃ। উভয়ো রেকাকারকত্বাবগমাচ্চ নন্নু ভর্ত্তরিমৃতে কথং সাজীবতি তত্রাহ। নান্বগাৎ ভর্ত্তারং যতো বীরসূঃ পুত্রবতী ॥ ৪৩ ॥

ভগবান্ দ্রোণাচার্য্যের অপরা মূর্ত্তি অশ্বত্থামা, তদর্থে দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন, যথা (সএবেতি)

হে অর্জ্জুন, তুমি যে দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রগ্রাম শিক্ষা করিয়াছ, সেই ভগবান্ দ্রোণাচার্য্যই ¶ প্রজারূপে

---

* সরহস্য ধনুর্ব্বেদ পদে, গোপনীয় মন্ত্র সহিত ধনুর্ব্বিদ্যা।

† অস্ত্র প্রয়োগ পদে, অস্ত্র সন্ধানের ক্রম।

‡ উপসংহার পদে, সর্ব্বাস্ত্র সম্বরণ প্রকার।

॥ অস্ত্রগ্রাম পদে, প্রয়োগ উপসংহার সহিত অস্ত্র সমূহ।

¶ প্রজা শব্দে পুত্র, অর্থাৎ [আত্মা বৈজায়তে পুত্রেতি] আত্মাই পুত্ররূপে জন্মে। সুতরাং পুত্ররূপে দ্রোণ বিদ্যমান।

বিদ্যমান, এবং দ্রোণাচার্য্যও অর্দ্ধ শরীরে বিদ্যমান, যেহেতু তাঁহার * অর্দ্ধাঙ্গভূতা পত্নী কৃপীও বর্ত্তমানা আছেন। পতির অর্দ্ধ অঙ্গভূতা পত্নী শ্রুতি সংবাদ করিয়াছেন, যথা (অর্দ্ধোবাএষ আত্মনোযৎ পত্নীতি) আত্মার অর্দ্ধাঙ্গভূতা পত্নী, অতএব অশ্বত্থামার মাতা † (বীরসূরূপী) পতির অনুগমন করেন নাই। সুতরাং প্রজা পত্নীরূপে দ্রোণাচার্য্য বিদ্যমান আছেন, ইতর্থে অশ্বত্থামার অপমানে দ্রোণাচার্য্যেরই অপমান করা সিদ্ধ হয়॥ ৪৩॥

তদ্ধর্ম্মজ্ঞ মহাভাগ ভবদ্ভির্গৌরবং কুলং।
বৃজিনং নার্হতি প্রাপ্তুং পূজ্যং বন্দ্যমভীক্ষ্ণশঃ॥ ৪৪॥

তৎতস্মাৎ গৌরবং গুরোঃকুলং ভবদ্ভিঃ কর্ত্তৃভির্বৃজিনং দুঃখং প্রাপ্তুং নার্হতি কিন্তং পূজ্যং বন্দ্যঞ্চ॥ ৪৪॥

---

* অর্দ্ধাঙ্গভূতা পত্নীর কারণ, শ্রুতি পুরাণাদিতে নিরূপণ করিয়াছেন, সৃষ্টি কালে প্রকৃতি পুরুষ জড়িত আদি কর্ত্তা স্বায়ম্ভূব মনু জন্মেন, তাঁহার বামাঙ্গভূতা শতরূপা নামে তৎপত্নী প্রকাশিতা হয়েন, তদবধি এই বিধি তৎপুত্রাদিতে পরস্পর চলিয়া আসিতেছে, যেহেতু মনুষ্যাদি কীট পর্য্যন্তের স্ত্রী পুরুষ সংসক্ত দেহ। অতএব পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গ স্ত্রী, ইহা অপ্রামাণ্য নহে।

† দ্রোণভার্য্যা কৃপীপরমাসাধ্বী পতি মরণে তদনুগামিনী না হইয়া কি প্রকারে জীবিতাছিলেন, তদুত্তর, দ্রোণ মরণে তৎপত্নী কৃপীর তদনুগমন না করার কারণ [বীরসূঃ] অর্থাৎ পুত্রবতী, যেহেতু পতির অংশে পুত্র জন্মে, তন্মুখাবলোকনে সাধ্বী জীবন ধারণ করেন। অতএব গুরু পত্নী কৃপীই গুরু রূপে বিদ্যমানা।

অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ, হে মহাভাগ, তোমারদিগের দ্বারা পূজ্য এবং বন্দনীয় গুরু কুলে (বৃজিনং নার্হতি প্রাপ্তুং) দুঃখ প্রাপ্ত করান যোগ্য হয় না। যেহেতু তোমরা সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ্য, মহাভাগ্যবান্ অর্থাৎ সর্ব্ব জ্ঞান সম্পান্নঃ ॥ ৪৪ ॥

মারোদীদস্যজননী গৌতমী পতিদেবতা।
যথাহং মৃতবৎসার্ত্তা রোদিম্যশ্রু মুখীমুহুঃ
॥ ৪৫ ॥

মৃতবৎসা মৃতপুত্রা ॥ ৪৫ ॥

হে ধর্ম্মজ্ঞ, পতি দেবতা গৌতমী, যিনি অশ্বত্থামা জননী, তাঁহাকে রোদমানা করিহ না, তদর্থে উক্ত করিয়াছেন, যথা, (মারোদীদিতি)

অশ্বত্থামার জননী * গৌতমী যিনি † পতি দেবতা, অশ্বত্থামার বিনাশে তিনি এইরূপ রোদন করিবেন, যদ্রূপ ‡ মৃতবৎসা কাতরা অশ্রুমুখী হইয়া আমি মুহুর্মুহু রোদন করিতেছি ॥ ৪৫ ॥

* গৌতমী পদে, গৌতম বংশ জাতা গৌতমী অর্থাৎ কৃপী।

† পতি দেবতা পদে, পতিব্রতা অর্থাৎ পতিই দেবতা যাঁহার তাঁহাকে পতি দেবতা বলা যায়। ইত্যর্থে পতিব্রতার পতি সেবা ভিন্ন অন্য দেবার্চ্চনা কি ব্রতোপবাসাদির আবশ্যক নাই, তবে পতির আজ্ঞা যদ্যদ্বিষয়ে হয় তাহাই করিতে পারেন।

‡ মৃতবৎসা শব্দে মৃত পুত্রা অর্থাৎ যে স্ত্রীর পুত্র মৃত হয় তাঁহাকে মৃত পুত্রা বলে।

যৈঃকোপিতং ব্রহ্মকুলং রাজন্যৈ রজিতা-ত্মভিঃ। তৎকুলং প্রদহত্যাশু সানুবন্ধং শুচার্পিতং॥ শ্রীসূতউবাচ॥ ৪৬॥

বিপক্ষে দোষমাহ। যৈরিতি। তেষাং রাজন্যানাং কুলং কর্ম্ম কথং ভূতং সানুবন্ধং স পরিবারং শুচাশোকেনার্পিতং ব্যাপ্তঞ্চ। ব্রহ্মকুল কর্ত্তৃপ্রদহতি॥ ৪৬॥

ব্রাহ্মণ পক্ষে বিপক্ষতাচরণে দোষ কহিতেছেন, যথা (যৈরিতি)

যে সকল * অজিতাত্মা রাজন্য অর্থাৎ রাজা দ্বারা ব্রহ্ম কুল প্রকোপিতহয়, সেই সকল † রাজ কুল ব্রহ্ম কোপা-নলে শীঘ্র ভস্মীভূত করে। অর্থাৎ কথম্ভূত কুল দগ্ধ হয়, না, (সানুবন্ধং শুচার্পিতং) অর্থাৎ সহ পরিবার শোক দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া দগ্ধ হয়॥ ৪৬॥

---

* অজিতাত্মা অর্থাৎ অজিতেন্দ্রিয় রাজন্য শব্দে ক্ষত্রিয়। ব্রহ্মকুল পদে ব্রাহ্মণ জাতি।

† কেবল রাজকুল বিপ্রকোপানলে দাহ করে এমত নহে, অর্থাৎ রাজকুল উপলক্ষণমাত্র, ব্রহ্মকোপে সমস্ত জাতীয় বংশই বিনষ্ট হয়, কুল শব্দে বংশ ইত্যর্থঃ। যথা [সুখান্তে দুঃখিতা গাবো দুঃখান্তে পুত্র পণ্ডিতঃ। যশোন্তে প্রবলা ভার্য্যা কুলান্তে ব্রাহ্মণোরিপুঃ।] মনু-ষ্যদিগের সুখাবসান কালে গো সকল দুঃখিত হয়, দুঃখাবসানে পুত্র বিদ্বান এবং যশঃ বিনাশ কালে ভার্য্যা প্রবলা আর বংশ বিলোপ কালে ব্রাহ্মণ শত্রু হয়, অতএব হে অর্জ্জুন তুমি বিপ্রকুলকে কোপিত করিহ না।

ধর্ম্মং ন্যার্য্যং সকরুণং নির্ব্যলীকং সমং-
মহৎ। রাজাধর্ম্ম সুতোরাজ্ঞ্যাঃ প্রত্যনন্দ-
দ্বচোদ্বিজাঃ॥ ৪৭॥

ধর্ম্ম্যমিত্যাদয়ো বচসঃ ষড়্গুণাঃ পূর্ব্বশ্লোক ষট্কে দ্রষ্টব্যাঃ। তত্রধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং মুচ্যতাং মুচ্যতামিতি। নার্য্যং ন্যায়াদনপেত। স রহস্য ইত্যাদি। সকরুণং তস্যাত্মনোর্দ্ধং পত্নীতি। নির্ব্যলীকং তদ্ধর্ম্মজ্ঞেতি। সমং মারোদীদিতি দুঃখ সাম্যোক্তেঃ মহৎ যৈঃ কোপিতমিতি নিষ্ঠুরোক্ত্যাহিতোপদেশাৎ। এবং ভূতং রাজ্ঞ্যাঃ বচঃ হেদ্বিজাঃ প্রত্যানন্দৎ অনুমোদিতবান॥ ৪৭॥

অনন্তর সূত গোস্বামী শৌনকাদিকে কহিতেছেন, হে দ্বিজাঃ অর্থাৎ ঋষিগণেরা শ্রবণ করহ। পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত বাক্য দ্বারা ধর্ম্ম্যাদি ষড়্ গুণ বিষয়ক দৃষ্টব্য হইয়াছে, যথা (ধর্ম্ম্যমিতি)

ধর্ম্ম্য ন্যায্য এবং করুণাযুক্ত, নির্ব্যলীক, সম, ও মহৎ ইত্যাদি ষট্ শ্লোক দ্বারা দ্রৌপদী উপদেশ করাতে ধর্ম্ম সুত রাজা যুধিষ্ঠির তদ্বাক্যে অনুমোদিত অর্থাৎ হর্ষ যুক্ত হইলেন॥ ৪৭॥

ধর্ম্ম্যাদি ষট্ গুণ বিষয়ক পূর্ব্বোক্ত শ্লোক সমন্বয় করিয়া স্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অর্থাৎ ধর্ম্ম্যাদি ছয় বাক্যের অর্থ যথা [ধর্ম্ম্য] ধর্ম্ম যুক্ত, যদর্থে [৪১] শ্লোকে [মুচ্যতাং মুচ্যতাং] শব্দ উল্লেখিত হয়। দ্বিতীয় [ন্যায্য] ন্যায় যুক্ত অর্থাৎ উপকারি প্রতি উপকার করণ দৃষ্টান্ত, অকরণে কৃতঘ্নতা তদর্থে [৪২] শ্লোকে [সরহস্যেত্যাদি] শব্দ উচ্চারিত

হয়। তৃতীয় [সকরুণ] করুণা যুক্ত অর্থাৎ কৃপীকে অনু-স্মরণ করিয়া দুঃখিতা হয়েন। তন্নিমিত্ত [৪৩] শ্লোকে [তস্যাত্মনোর্দ্ধং পত্নীতি] শব্দোল্লেখ করেন। চতুর্থঃ [নির্ব্য-লীক] ব্যলীকতা অর্থাৎ মূর্খতা শূন্য বাক্য, তদর্থে [৪৪] শ্লোকে [তদ্ধর্ম্মজ্ঞেতি] উল্লেখিত হয়। অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি গুরু দ্রোহ করণ রহিত। পঞ্চম [সম] দুঃখ সাম্যোক্তি অর্থাৎ আত্ম দুঃখের সহিত তদ্দুঃখের সমত্ব করণ। তদ্ধেতু [৪৫] শ্লোকে [মারোদীদিতি] শব্দ বাচ্য হইয়াছে।

[মহৎ] মহান বাক্য অর্থাৎ নিষ্ঠুরোক্তি দ্বারা হিতোপ-দেশ। তন্নিমিত্ত [৪৬] শ্লোকে [যৈঃকোপিতমিতি] শ্লোক উক্ত হইয়াছে। অতএব এতদ্বাক্য দ্বারা মহারাজা যুধিষ্ঠির পরমাহ্লাদিত হইলেন, কেবল যুধিষ্ঠিরও নহেন, আর আর সকলেই আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করহ ॥ ৪৭ ॥

নকুলঃ সহদেবশ্চ যুযুধানো ধনঞ্জয়ঃ। ভগ-বান্ দেবকীপুত্রো যেচান্যেযাশ্চ যোষিতঃ ॥ ৪৮ ॥

নকুলাদয়শ্চ প্রত্যনন্দন্ যুযুধানঃ সাত্যকিঃ ॥ ৪৮ ॥

নকুল, সহদেব, * যুযুধান, † ধনঞ্জয় আর ভগবান্ দে-বকী পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, এবং অন্যান্য যে যে পুরুষ ও যে যে স্ত্রী ছিল, তাঁহারা সকলেই দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণে হর্ষ যুক্ত হইলেন ॥ ৪৮ ॥

---

* যুযুধান, অর্থাৎ সাত্যকি, যিনি যদুবংশীয় সত্যক রাজার পুত্র।
† ধনঞ্জয়, অর্থাৎ অর্জ্জুন, যিনি পৃথিবীস্থ সমস্ত ধনকে জয় দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন।

তত্রাহা মর্ষিতো ভীমস্তস্য শ্রেয়ান্ বধঃ স্মৃতঃ। নভর্ত্তুর্নাত্মনশ্চার্থে যোঽহন্ সুপ্তান্ শিশূন্বৃথা॥ ৪৯॥

তস্য তথাবিধস্য দ্রৌণেঃ বধএব শ্রেষ্ঠঃ। অন্যথা তস্য নরকপাত প্রসঙ্গাৎ তদাহ নর্ভর্ত্তুরিতি অহন্ জঘান॥ ৪৯॥

তৎকালিন দ্রৌপদী বাক্যে কেবল এক ভীমসেনই অসম্মত, অমর্ষবশতাপন্ন হইয়া কহিয়াছিলেন, যে দুষ্কৃতকারী অশ্বত্থামার বধ করাই তাহার মঙ্গলের নিমিত্ত হয়, জানিবেন, নচেৎ স্বকৃত কর্ম্ম ফলে উহার নরক পাতের বিষয়, যেহেতু অকৃত প্রায়শ্চিত্ত ব্যক্তির পুণ্যাগতি হয় না, অত্যন্ত অপকারি গুরুপুত্র যে কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহাতে আপনার এবং ভর্ত্তা দুর্য্যোধন এতদুভয়েরি উপকার নাই, সুতরাং অকৃতার্থে প্রসুপ্ত সুতবধ যে ব্যক্তি করে, তাহাকে বধ করাই শ্রেয় হয়॥ ৪৯॥

নিশম্য ভীমগদিতং দ্রৌপদ্যাশ্চ চতুর্ভুজঃ। আলোক্য বদনং সখ্যু রিদমাহহসন্নিব॥ শ্রীভগবানুবাচ॥ ৫০॥

চতুর্ভুজোক্তে রয়ংভাবঃ ভীমেতং হন্তুং প্রবৃত্তং দ্রৌপদ্যা সহসা তন্নিবারণে প্রবৃত্তায়াং উভয় সম্বরণায়াবিষ্কৃত চতুর্ভুজ ইতি সন্দিহানস্য সখ্যু রর্জ্জুনস্য॥ ৫০॥

* ভীমের এবং দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণ করতঃ চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ † সন্দিহান অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত সখা অর্জ্জুনের বদনাবলোকন করিয়া হাস্যযুক্ত হইয়া এই বাক্য কহিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥

ব্রহ্মবন্ধুর্নহন্তব্য আততায়ীবধার্হণঃ। ময়ৈবোভয়মাম্নাতং পরিপাহ্যনুশাসনং ॥ ৫১ ॥

বধার্হণঃ বধার্হঃ ময়ৈবশাস্ত্রকৃতা। ব্রাহ্মণোনহন্তব্য ইতি। তথা আততায়িনমায়ান্তমপি বেদান্ত পারগং। জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়ান্তেন ব্রহ্মহাভবেৎ ইতিচবদতাতদুভয়মপ্যনুশাসনং পরিপালয় ॥৫১॥

সচ্চিদানন্দপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে কহিতেছেন, যে হে সখে, তুমি আমার এবং শাস্ত্রকৃৎপুরুষের বাক্য রক্ষা করহ। তদর্থে উক্ত করিয়াছেন। যথা (ব্রহ্মবন্ধুরিতি)

---

* ভীমের এবং দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণ করতঃ ইত্যর্থে অভিপ্রায় এই যে, ভীমের মত অশ্বত্থামার বধ দ্রৌপদী তন্নিবারণে প্রবৃত্তা, এতদুভয়ের সম্বরণার্থে শ্রীকৃষ্ণ কহেন, চতুর্ভুজ বলিয়া ভগবানকে এতৎ স্থলে উক্ত করার অভিপ্রায় এই যে, ভীম, দ্রৌপদী, অর্জ্জুন, অশ্বত্থামা প্রভৃতিকে এক কালিন আশ্বাস করিয়াছিলেন অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ পুরুষার্থ চতুষ্টয় সম্পন্নার্থে ভগবান চতুর্হস্ত বিশিষ্ট হইয়াছেন, তিনি ধর্ম্ম দৃষ্টান্তে ভীমকে, অর্থ সাধনার্থ অর্থাৎ পুত্রহন্তাকে প্রাপ্ত করাইয়া দ্রৌপদীকে, আর কাম অর্থাৎ অশ্বত্থামাকে ধৃত করণ সংকল্প পূরণে অর্জ্জুনকে, এবং মোক্ষ, মৃত্যু ভয় পরিমোচনে অর্থাৎ অভয় প্রদানে অশ্বত্থামাকে সান্ত্বনা করিয়াছেন।

† সখা অর্জ্জুনের বদনাবলোকন শব্দে সন্দিহান অর্জ্জুনের অর্থাৎ অশ্বত্থমার বধ মোচন এতদুভয়াসক্ত সন্দেহাপন্ন অর্জ্জুনের ভাব জানিয়া হাসিয়া ভগবান কহিতেছেন।

আমার বাক্য এই যে ব্রহ্মবন্ধু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হন্তব্য হয় না, আর শাস্ত্রকৃৎ পুরুষের দ্বারা উক্ত হইয়াছে, যে আততায়ী ব্যক্তি বধার্হ অর্থাৎ বধযোগ্য হয়, যথা (আততায়িন মায়ান্তমপি বেদান্ত পারগং। জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়ান্নতেন ব্রহ্মহাভবেৎ) যদ্যপি বেদান্ত পারগ ব্রাহ্মণ আততায়িরূপে আগত হয়, তথাপি সে ব্যক্তি বধ্য, যেহেতু হন্তা ব্যক্তিকে হনন করিলে তাহাতে ব্রহ্মহত্যা জন্য পাতক ঘটে না অতএব এতদুভয়াজ্ঞা তুমি প্রতিপালন করহ ॥ ৫১ ॥

কুরুপ্রতিশ্রুতং সত্যং যত্তৎসান্ত্বয়তাপ্রিয়াং। প্রিয়ঞ্চভীমসেনস্য পাঞ্চাল্যামহ্যমেবচ॥ শ্রীসুতউবাচ ॥ ৫২ ॥

তবচপ্রতিজ্ঞাং প্রপূরয়েত্যাহ। প্রিয়াং সান্ত্বয়তাত্বয়াষৎপ্রতিশ্রুতং হননং তচ্চসত্যং কুরুপ্রিয়ঞ্চকুরু মহ্যংমম। তত্রবধেভীমস্য প্রিয়ংভবতি। অবধে দ্রৌপদ্যাঃ। দ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণস্য ॥ ৫২ ॥

হে পাণ্ডবেয় যাহাতে সর্ব্বদিক রক্ষা হয় এমত কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা [কুরুপ্রতিশ্রুতমিতি] অর্থাৎ তুমি দ্রৌপদীর সান্ত্বনার্থে যে * প্রতিজ্ঞা করিয়া-

* অর্থাৎ হে দ্রৌপদি সুস্থ্য হও আমি তোমার পুত্রহন্তার মস্তক ছেদন করিয়া তোমাকে অর্পণ করিব, এতৎপ্রতিজ্ঞা সফলাকর।

ছিলে তাহা সত্য অর্থাৎ সফলাকর। আর * ভীমের এবং ‡ আমার ও দ্রৌপদীর প্রিয়কৃৎ হও ॥ ৫২ ॥

অর্জ্জুনঃ সহসাজ্ঞায় হরের্হার্দ্দমথাসিনা।
মণিং জহারমূর্দ্ধন্যং দ্বিজস্যসহমূর্দ্ধজং
॥ ৫৩ ॥

হার্দ্দমভিপ্রায়ং আজ্ঞায় জ্ঞাত্বানহৃশক্যমুভয়ং বিদধ্যাদতোয়মভিপ্রায় ইতি জ্ঞাত্বেত্যর্থঃ। অসিনাখড়্গেন মূর্দ্ধন্যং সহমূর্দ্ধজং সকেশং ॥ ৫৩ ॥

---

* ভীমের প্রিয়ার্থে অশ্বত্থামার বধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, যেহেতু ভীম কহিয়াছেন, যে অত্যন্ত অপকারীকে বধ না করিলে তাহার শ্রেয় হয় না।

‡ দ্রৌপদীর এবং আমার প্রিয় পদে অশ্বত্থামার প্রাণদণ্ড না করিয়া পরিমুক্ত করা, অর্থাৎ আমার মতে ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড অসঙ্গত যদিও অপরাধী তথাপি বধার্হ নহে। দ্রৌপদীর মতে কোন প্রকারে অশ্বত্থামার প্রাণে আঘাত করিবে না যেহেতু যে পুত্র মরিয়াছে সে মরিয়াছে, অশ্বত্থামাকে বধ করিলে আর তাহারা জীবিত হইবেক না, নিরর্থ ব্রহ্ম বধের প্রয়োজন কি, বিশেষতঃ গুরুপুত্র, সর্ব্বদা গুরুবম্মান্য, যথা [গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু গুরুবৎ তৎসুতাদিষু] গুরুবৎ গুরুপুত্র পৌত্রাদিতে জ্ঞান করিবে, সুতরাং যাহা হইতে অস্ত্রগ্রাম শিক্ষা করিয়া তৎপ্রভাবে এতদ্ধরণীপতি হইয়াছ, তাহার পুত্রকে বধ করা শ্রেয়স্কর নহে এবমপি অশ্বত্থামাকে বধ করিলে তন্মাতা কৃপী পুত্রশোকে সন্তপ্তা হইয়া রোদ মানা হইবেন, তদনুস্মরণ করতঃ আমি অত্যন্ত কাতরা হইতেছি, অতএব অশ্বত্থামার বধ অতি অসম্মত হয়। এই চারি জনের পরিতুষ্ট্যর্থে কর্ম্ম করণে কল্যাণযুক্ত হইবে।

অনন্তর সূতগোস্বামী নৈমিষীয় ঋষিগণকে কহিতেছেন। যে শ্রীকৃষ্ণ বাক্য শ্রবণ করত অর্জ্জুন যাহা করিলেন তাহা শ্রবণ করহ। যথা [অর্জ্জুনইতি]

শ্রীকৃষ্ণের * হার্দ্দ সমাজ্ঞায় অর্থাৎ বিজ্ঞাত হইয়া অনন্তর খড়্গ দ্বারা অশ্বত্থামার মূর্দ্ধজ অর্থাৎ কেশ সহিত মস্তকের মণি ছেদন করিলেন॥ ৫৩॥

স্বামী অর্থ করেন, যে অর্জ্জুন উভয় কার্য্য মধ্যে কোন কর্ম্ম সাধন করিতে অশক্ত অর্থাৎ প্রাণদণ্ড করিতে পারেন এবং মুক্ত করিয়াও দিতে পারেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় জানিয়া কেশমুণ্ডনে শিরোমণি ছেদন করতঃ বিরূপ করিয়া ছাড়িয়াদিলেন, যেহেতু বধ করা হইল না অথচ বধ সিদ্ধ হইল, কেননা বধানর্হ ব্যক্তি যদি বধযোগ্য কর্ম্ম করে, তাহার বিরূপ করণ দ্বারা অপমান করিলেই বধ সিদ্ধঃ হয়, এতদ্বিচার করতঃ অপমান দ্বারা অশ্বত্থামাকে ত্যাগ করেন॥ ৫৩॥

বিমুচ্যরসনাবদ্ধং বালহত্যা হতপ্রভং।
তেজসামণিনাহীনং শিবিরান্নিরযাপয়ৎ
॥ ৫৪॥

মণিনাচহীনং নিরযাপয়ৎ নিঃসারিতবান্॥ ৫৪॥

---

* হার্দ্দ শব্দে অভিপ্রায়, অর্থাৎ হৃদয় হইতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাকে হার্দ্দ বলাযায়, সুতরাং এস্থলে হার্দ্দকে অভিপ্রায় বলিয়াছেন।

অনন্তর অর্জ্জুন অশ্বত্থামাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া বিদায় করিলেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে, যথা [বিমুচ্যেতি]

রজ্জুতে বদ্ধ যে অশ্বত্থামা তেজ ও মণিহীন, এবং * বাল হত্যাপরাধে হতপ্রভ, তাহাকে বন্ধনে মুক্ত করিয়া † (শিবিরা নিরযাপয়ৎ) অর্থাৎ শিবির হইতে দূরী কৃত করিলেন ॥৫৪॥

বপনং দ্রবিণাদানং স্থানান্নির্যাপণং তথা।
এষহিব্রহ্মবন্ধূনাং বধোনান্যোস্তিদৈহিকঃ
॥ ৫৫ ॥

অনেনচ শ্রীকৃষ্ণোক্তং সর্ব্বং সম্পাদিতবানিত্যাহ। বপণমিতি ॥৫৫॥

এতৎশ্লোকাভিপ্রায়ে পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ যাহা উক্ত করিয়াছিলেন, তদুক্তিমতে সকল সম্পাদন করেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা [বপনমিতি]

বপন অর্থাৎ কেশমুণ্ডন, দ্রবিণাদান পদে ধনাপহরণ অর্থাৎ সর্ব্বস্বলুণ্ঠন, আর স্থান হইতে নির্যাপণ অর্থাৎ স্থানান্তর করণ তদর্থে বাসত্যাগ করান, অপরাধী ব্রাহ্মণের এই দণ্ড অন্য দৈহিকদণ্ড নাই ॥ ৫৫ ॥

* বালহত্যাপরাধে হতপ্রভ, অর্থাৎ বালক বধ করাতে আপনাকে নিঘৃণ জানিয়া অশ্বত্থামা সর্ব্বদা কুণ্ঠিত ছিলেন, অথবা বালক বধ জন্য পাতকে বৈবর্ণ করিয়াছিল।

† শিবির শব্দে রাজবেশ্ম, অর্থাৎ ছাউনি, নিরযাপয়ৎ পদে নিঃসারিত অর্থাৎ দূরীকৃত করিয়াছেন।

পুত্রশোকাতুরাঃ সর্ব্বেপাণ্ডবাঃ সহকৃষ্ণয়া।
স্বানাং মৃতানাং যৎকৃত্যং চক্রুর্নির্হরণা-
দিকং॥ ৫৬॥

নির্হবণং দাহার্থং নয়নং॥ ৫৬॥

পুত্রশোকে কাতরাদ্রৌপদীর সহিত সকল পাণ্ডবেরা, মৃত-স্বজনদিগের যৎকৃত্য অর্থাৎ * নির্হরণাদি যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিলেন॥ ৫৬॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাংপ্রথমস্কন্ধে পারী-
ক্ষিতে দ্রৌণিদণ্ডঃ সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

ইতি প্রথমে সপ্তমঃ॥ ৭॥

এই শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংস সংহিতায় শুক প্রণীত পরীক্ষিতপ্রস্তাবে অশ্বত্থামার দণ্ড সপ্তমোঽধ্যায়॥৭॥

---

* নির্হরণ শব্দে দাহার্থ শ্মশান ভূমিতে লইয়া চলিলেন। অর্থাৎ দাহাদি করিলেন।

অথ অষ্টমাধ্যায়ঃ ১ স্কং।

শ্রীসূতউবাচ।

অথতেসংপরেতানাং স্বানামুদকমিচ্ছতাং।
দাতুং সকৃষ্ণাগঙ্গায়াং পুরস্কৃত্য যযুঃস্ত্রিয়ঃ
॥ ১ ॥

অষ্টমেকুপিতদ্রৌণে রস্ত্রাদ্রক্ষাপরীক্ষিতঃ। কৃষ্ণেন তৎস্তুতিঃকুন্ত্যা-য়াক্তঃ শোকশ্চকীর্ত্ততে॥ স্বামীকৃতং॥ তেপাণ্ডবাঃ সংপরেতানাং মৃতানাং গঙ্গায়ামুদকং দাতুং সকৃষ্ণাঃ কৃষ্ণেনসহিতাঃ স্ত্রিয়ঃ স্ত্রীপুরস্কৃত্য অগ্রতঃকৃত্বা তস্মিন্‌কার্য্যে স্ত্রীপুরঃসত্ববিধানাং॥ ১॥

অষ্টমাধ্যায়ে শ্রীধর স্বামী অধ্যায় মধ্যের সম্যক্‌ভাব স্বকৃত মুখবন্ধ শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা অপমানিত হইয়া অশ্বত্থামা মহাকোপে উত্তরাগর্ব্ভনিপাতনে ব্রহ্মাস্ত্র নিঃক্ষেপ করেন। তদস্ত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরীক্ষিতের রক্ষা। আর কুন্তিকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তব, এবং রাজার শোকের বর্ণন।

শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিতেছেন, যে মস্তকমুণ্ডন করিয়া অর্জ্জুন অশ্বত্থামাকে শিবির হইতে দূরীকৃত করতঃ মৃতবন্ধুগণের তর্পণে উদ্যোগী হইলেন তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (অথতইতি)

অনন্তর * জলপান করণেচ্ছু মৃতস্বজনদিগের জল প্রদানার্থ কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবেরা অগ্রতঃ করতঃ স্ত্রীগণকে লইয়া + গঙ্গাতীরে চলিলেন ॥ ১ ॥

তেনিনীয়োদকং সর্ব্বে বিলপ্যচভৃশংপুনঃ।
আপ্লুতা হরিপাদাব্জ রজঃ পূতসরিজ্জলে
॥ ২ ॥

উদকং নিনীয়দত্ত্বা হরিপাদাব্জ রজোভিঃ পূতায়া সরিৎগঙ্গা তস্যা-জলে। পুনগ্রহণাদাদাবপি স্নাতা ইতি গম্যতে ॥ ২ ॥

* জল পান করণেচ্ছু মৃতস্বজন, বলাতে অনেক আপত্তি হয়, অর্থাৎ প্রেতলোক প্রাপ্ত ব্যক্তির আর ক্ষুৎপিপাসা কি, যে তাহারা জলপানে ইচ্ছুক হয়, তবে বেদ বাক্য রক্ষার্থে যে তর্পনাদি করা যায় সে কেবল আপনারদিগের কৃতজ্ঞতা রক্ষা করা এবং দুরদৃষ্ট ক্ষালন করা, অপিবা তাঁহারদিগের তৃপ্ত্যর্থেই বা হউক, কিন্তু মৃত ব্যক্তির পানার্থ জল যাচিঞা করা সংগত বাক্য নহে। তদর্থে উক্ত করেন, যে জল পানার্থে মৃত ব্যক্তি জল ইচ্ছা করিয়াছিলেন এমত তাৎপর্য্য নহে, অর্থাৎ সংগ্রাম কালে পিপাসাতুর ব্যক্তিরা জলপানেচ্ছা করিয়াছি-লেন, কিন্তু অপ্রাপ্ত সলিলে প্রাণ ত্যাগ করেন তাঁহারদিগের তৃপ্ত্যর্থে অর্থাৎ প্রেতলোকগতদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকারে জল প্রদানার্থ অর্থাৎ তর্পনার্থ গঙ্গাতে গমন করিলেন।

+ গঙ্গাতীরে চলিলেন ইত্যর্থে আরও অপূর্ব্বার্থ নির্গত হইয়াছে, মুক্তিপ্রদ কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী প্রভৃতি পুণ্যানদী সত্ত্বেও গঙ্গাতে তর্পণ করিতে চলিলেন, সুতরাং গঙ্গাকেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা কহিতে হইল, কেননা মহাবিচক্ষণ পাণ্ডবেরা, মোক্ষ পুরী কুরুক্ষেত্র কে পরিত্যাগ করতঃ যখন গঙ্গাতে আইলেন, তখন প্রেতত্ব মুক্তির কারণ গঙ্গাজল তাহাতে সন্দেহ নাই।

সস্ত্রীক যুধিষ্ঠিরাদি সকলে মৃত ব্যক্তিদিগকে জলদান পূর্ব্বক বিলাপ করতঃ * পুনর্গঙ্গাজলে সকলে স্নান করিলেন, গঙ্গা কিম্ভূতা না, হরিপাদপদ্ম রজে পবিত্রা, সেই স্বর্গস্রোতা পুণ্যাসরিৎ তজ্জলে অবগাহন করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

তত্রাসীনং কুরুপতিং ধৃতরাষ্ট্রং সহানুজং।
গান্ধারীং পুত্র শোকার্ত্তাং পৃথাং কৃষ্ণাঞ্চ মাধবঃ ॥ ৩ ॥

কুরুপতিং যুধিষ্ঠিরং সহানুজং ভীমাদিভিঃ সহিতং ॥ ৩ ॥

তত্র, গঙ্গাতীরে কুরুপতি রাজা যুধিষ্ঠির সহানুজ অর্থাৎ ভ্রাতৃগণের সহিত এবং ধৃতরাষ্ট্র আর পুত্রশোকার্ত্তা গান্ধারী ও কুন্তী দ্রৌপদীর সহিত উপবেশন করিয়াছিলেন, সেই সকলকে শ্রীকৃষ্ণ সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বাস করেন ॥ ৩ ॥

সান্ত্বয়ামাস মুনিভির্হতবন্ধূন্ শুচার্পিতান্।
ভূতেষু কালস্যগতিং দর্শয়ন্নপ্রতিক্রিয়াং ॥ ৪ ॥

মুনিভিঃ সহ ॥ ৪ ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আর২ বেদ সম্পন্ন মুনিগণের সহিত শো-

---

* পুনর্গঙ্গাজলে স্নান করিলেন ইত্যুক্তিতে প্রথম এক বার গঙ্গাতে সকলে স্নান করিয়াছিলেন এমত বোধ হইতেছে, নচেৎ পুনঃ শব্দ প্রয়োগের বৈফল্য হয়।

কাম্বিত * হতবন্ধুগণকে সর্ব্বভূতে কালের গতিদর্শন করাইয়া সান্ত্বনা করেন, অর্থাৎ কালেতে যাহা করে তাহার প্রতিকার করা যায় না ॥ ৪ ॥

সাধয়িত্বা জাতশত্রোঃ স্বরাজ্যং কিতবৈ-র্হৃতং। ঘাতয়িত্বাঽসতোরাজ্ঞঃ কচস্পর্শ-ক্ষতায়ুষঃ ॥ ৫ ॥

কিতবৈর্ধূর্ত্তৈ দুর্য্যোধনাদিভি দ্রৌপদ্যাঃ কচগ্রহণাদিনাক্ষতং নষ্ট-মায়ুর্যেষাংতান্ ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মহারাজাধিরাজ † অজাত শত্রু যুধিষ্ঠিরের স্ব-রাজ্য সাধন করিলেন, যে রাজ্য ধূর্ত্ত দুর্য্যোধনাদি কর্ত্তৃক প্রবঞ্চনায় হৃত হইয়াছিল। অর্থাৎ দ্রৌপদীর ‡ কেশ গ্রহণ নিমিত্ত নষ্টায়ু অসত রাজাদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥৫॥

* হতবন্ধু শব্দে যাহারদিগের বন্ধু বিনষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ পুত্র পৌত্র পিতা পিতামহ পিতৃব্য ভ্রাতা ভ্রাতৃপুত্র মাতুল ভাগিনেয় শশুর শ্যাল সম্বন্ধি প্রভৃতিকে বন্ধু বলে তদ্বিনষ্টে শোকাতুর ব্যক্তিকে (হতবন্ধুশুচার্পিত) বলা যায়।

† অজাত শত্রু পদে যাঁহার শত্রু নাই।

‡ এক বস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদী তাঁহার কেশপক্ষ গ্রহণ করিয়া সভাতে দুর্য্যোধন কর্ণাদির অনুমতিক্রমে দুঃশাসন আনিয়াছিল, তন্নিমিত্ত সেই দিন অবধি তাঁহারদিগের আয়ুর হ্রাস হইয়াছিল, এবং সেই পাপাত্মা দুর্য্যোধনের সাহায্যে যাহারা আসিয়াছিল তাহারও তৎপাপে নষ্টায়ুষ হয়, কারণ সংসর্গ দোষে দোষ ভাগী হয়।

যাজয়িত্বাশ্বমেধৈস্তং ত্রিভিরুত্তম কল্পকৈঃ। তদ্যশঃ পাবনং দিক্ষু শতমন্যো রিবাতনোৎ। ৬।

যাজয়িত্বাদিনা ভাবিকথাসংক্ষেপঃ। শতমন্যোঃ শতক্রতোরিব ॥৬॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ উত্তম কল্পদ্বারা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম অনুষ্ঠান দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধত্রয় যাগ অর্থাৎ তিন অশ্বমেধযজ্ঞ করাইয়া * শতমন্যুর ন্যায় তৎপবিত্র যশকে দশ দিকে বিস্তারিত করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

আমন্ত্র্য পাণ্ডুপুত্রাংশ্চ শৈনেয়োদ্ধব সংযুতঃ। দ্বৈপায়নাদিভি র্বিপ্রৈঃ পূজিতৈঃ প্রতিপূজিতঃ॥ গন্তুং কৃতমতির্ব্রহ্মন্ দ্বারকাং রথমাস্থিতঃ। উপলেভেংভিধাবন্তীমুত্তরাং ভয়বিহ্বলাং॥ ৭॥

শৈনেয়ঃ শিনের্নপ্তা সাত্যকিঃ তেনচোদ্ধবেনচ সংযুতঃ রথমাস্থিতঃসন্ উত্তরাং পরিক্ষীম্মাতরং অভিমুখং ধাবন্তীং উপলেভেদদর্শ ॥ ৭ ॥

অতঃপর হে শৌনক শ্রীকৃষ্ণ † শৈনেয় উদ্ধবের সহিত যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্রদিগের সম্ভাষণ করতঃ বেদব্যাসাদি

---

* শতমন্যু শব্দে (শতক্রতু) যিনি নির্ব্বিরোধে এক শত অশ্বমেধ সম্পন্ন করেন, অর্থাৎ শতক্রতু পদে ইন্দ্র।

† শৈনেয় পদে শিনিরনপ্তি অর্থাৎ সাত্যকি, যিনি শিনি নামে যদুবংশীয় রাজার পুত্র সত্যক সেই সত্যকের পুত্র সাত্যকি, একারণ সাত্যকিকে শৈনেয় কহিয়াছেন।

বিপ্রগণের পূজা করিলেন এবং রথস্থিত তাঁহারদিগের দ্বারা প্রতিপূজিত হইয়া দ্বারকা গমনে কৃতমতি এতৎ সময়ে অভিমন্যুপ্রিয়া পরীক্ষিম্মাতা উত্তরা ভয়বিহ্বলা অভিমুখে ধাবনা, ইহা শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিগোচর হইল ॥ ৭ ॥

পাহিপাহি মহাযোগিন্ দেবদেবজগৎপতে। নান্যতদভয়ং পশ্যেযত্রমৃত্যুঃ পরস্পরং ॥ ৮ ॥

উত্তরা শ্রীকৃষ্ণং প্রার্থয়তে পাহিপাহীতিদ্বাভ্যাং। অন্যস্তুপ্রার্থনা যোগ্যানাস্তীত্যাহ ত্বৎত্বত্তঃ অন্যং অভয়ং নপশ্যামি। যত্রলোকে পরস্পরংমৃত্যুভ্রমতি ॥ ৮ ॥

উত্তরা অভিমন্যু প্রিয়া অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র দর্শনে ভীতা হইয়া শ্লোকদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা করিতেছেন। যথা (পাহিপাহীতি)

হে মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণ, * হে দেবদেব, † হে জগৎপতে পাহি২, অর্থাৎ আমাকে রক্ষা করহ। তোমাব্যতীরেকে

* দেবদেব শব্দে সর্ব্বদেব শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ [দেবানাং দেব দেবদেব] দেবতারা সকলের উপাস্য এবং দেবতারা যাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহার নাম দেবদেব, অন্যদপি [দিব্যতীতি দেব] যিনি দীপ্তিমান তাঁহাকে দেব বলি, ইত্যর্থে সকল দীপ্তিমান, যাঁহার দীপ্তিতে দীপ্যমান হয়েন, তাঁহার নাম দেবদেব, তদর্থে শ্রুতি সংবাদ করেন। যথা [সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ] তথাচ (তস্যভাসাভাস্যতেজগৎ) তাঁহার দীপ্তিতেই জগদ্দেদীপ্যমান।

† জগৎপতি শব্দে [জগতাংপতির্জগৎপতি] সমস্ত জগতের রক্ষা

অন্যকে * (অভয়) অর্থাৎ ভয় রহিত দেখি না, যেহেতু ইহলোকে † পরস্পর সর্ব্ব শরীরেরই মৃত্যু ভ্রমণ করিতেছেন ॥ ৮ ॥

অভিদ্রবতি মামীশ শরস্তপ্তায় সোপ্রভো। কামং দহতুমাং নাথ মামেগর্ব্ভোনিপাত্যতাং। শ্রীসূতউবাচ ॥ ৯ ॥

অত্রপ্রস্তুতং ভয়মাবেদয়তি। অভিদ্রবতি অভিমুখমায়াতি তপ্তায়সং লৌহময়ং শল্যং যস্যসঃ। অতিকার্পণ্যমাহ কামমিতি। কামং যথেষ্টং ॥ ৯ ॥

উত্তরা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া উপস্থিত ভয় আবেদন করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (অভিদ্রবতীতি)

কর্ত্তাকে জগৎপতি বলা যায়। অর্থাৎ এতদ্বিশ্বের এক কারণ যিনি তিনিই জগৎপতি, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ।

* অভয় শব্দে এক শ্রীকৃষ্ণই অভয়, যাঁহার চরণাশ্রয়ে কোন ভয় থাকে না তাঁহার নাম অভয়। যথা শ্রুতিঃ [যত্রকোভয়ং কঃশোক ইতি] শ্রীকৃষ্ণাবলম্বনে কি, ভয়, কিশোক, তথাচ [যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয় ইতি] যে শ্রীকৃষ্ণকে ভয় স্বয়ং ভয় করেন, ভয় শব্দে মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যুর পর ভয় নাই, যথা শ্রুতিঃ [যস্তুয়াদ্বাতিবাতোয়ং সূর্য্যস্তপতি যস্তুয়াৎ যস্তুয়াদ্বর্ষতীন্দ্রোপি মৃত্যুশ্চরতিজন্তুষু।] যাঁহার ভয়ে বায়ু বহন করেন, যাঁহার ভয়ে সূর্য্যতাপ করেন, যাঁহার ভয়ে ইন্দ্রবর্ষণ করেন, যাঁহার ভয়ে মৃত্যু সর্ব্বজীবে ভ্রমণ করেন, অতএব তিনিই অভয়।

† পরস্পর মৃত্যুভয় পদে ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত সকলেই মৃত্যুরশতাপন্ন কেবল এক শ্রীকৃষ্ণই অভয় রূপে বিরাজমান্ থাকেন, যথা [সর্ব্বাকারাঃ প্রণশ্যন্তি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহং বিনা] শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ ব্যতীত সমস্ত আকারই বিনাশ হয়, একারণ উত্তরা শ্রীকৃষ্ণকে প্রার্থনা করিতেছেন।

হে প্রভো শ্রীকৃষ্ণ, হে ঈশ, * তপ্তায়স শর (অভিদ্রবতি) অর্থাৎ আমার অভিমুখে আগত হইতেছে। † হে নাথ হে রক্ষক আমাকে রক্ষা করহ, যাহাতে আমার গর্ব্ভনিপাত না হয় ॥ ৯ ॥

উপধার্য্যবচস্তস্যা ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ।
অপাণ্ডবমিদং কর্ত্তুং দ্রৌণেরস্ত্র মবুধ্যত ॥ ১০ ॥

পরাভবেনাতিকুপিতস্য দ্রৌণেঃ অপাণ্ডবং পাণ্ডবশূন্যমিদং বিশ্বং কর্ত্তুংপ্রবৃত্তং ব্রহ্মাস্ত্রমাহৃতং ॥ ১০ ॥

অর্জ্জুন কর্তৃক পরাভব হইয়া প্রকোপিত অশ্বত্থামা পাণ্ডবশূন্যা পৃথিবী করিতে ব্রহ্মাস্ত্র সন্ধান করেন তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (উপধার্য্যেতি)

শৌনকাদি ঋষিগণকে শ্রীসূত গোস্বামী কহিতেছেন, অর্থাৎ ভগবান্ ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ, উত্তরা স্তববাক্য শ্রবণে উপলব্ধি করিলেন, যে ‡ অপাণ্ডব অর্থাৎ এই বিশ্বকে পাণ্ডবশূন্য করণাভিপ্রায়ে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র প্রাদুর্ভাব হইয়াছে ॥ ১০ ॥

---

* তপ্তায়সশর শব্দে লৌহনির্ম্মিত অগ্রশর; অর্থাৎ শরাগ্রে মন্ত্রাগ্নি তপ্তলৌহময়তীক্ষ্ণাগ্রফলা।

† হে নাথ, সম্বোধন করাতেই আমাকে রক্ষা করহ এতৎপ্রার্থনা করা সিদ্ধ হইয়াছে।

‡ অপাণ্ডব শব্দে পাণ্ডব শূন্য অর্থাৎ পাণ্ডুবংশের বীজ দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত, যেহেতু অর্জ্জুনের নিকট অত্যন্ত অপমানিত হইয়াছিলেন।

তর্হ্যেবাথমুনিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবাঃ পঞ্চসায়কান্ ।
আত্মনোভিমুখান্ দীপ্তানালক্ষ্যা স্ত্রাণ্যুপা-
দদুঃ ॥ ১১ ॥

অতএব বহুমুখং ব্রহ্মাস্ত্রং তদাগত মিত্যাহ তর্হীতি ॥ ১১ ॥

অতএব * বহুমুখ বিশিষ্ট ব্রহ্মাস্ত্র তৎকালে আগত দৃষ্টি করিয়া তন্নিবারণে যত্নবান হইলেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। (তর্হীতি)

অনন্তর হে মুনিশ্রেষ্ঠ শৌনক, আত্মাভিমুখ দীপ্ত পঞ্চসায়কদৃষ্টে অর্থাৎ পঞ্চাস্ত্র দৃষ্টে পাণ্ডবেরা তন্নিবারণে সকলেই অস্ত্রধারণ করিলেন ॥ ১১ ॥

ব্যসনঞ্চ বীক্ষ্যতত্তেষা মনন্য বিষয়াত্মনাং ।
সুদর্শনেন স্বাস্ত্রেণ স্বানাং রক্ষাং ব্যধা-
দ্বিভুঃ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মাস্ত্রস্য অস্ত্রান্তরৈরনিবর্ত্ত্যত্বাৎ দুষ্পরিহরং ব্যসনং বীক্ষ্য নঅন্য বিষয়ং আত্মাযেষাং তৈসকনিষ্ঠানামিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

পাণ্ডবেরা অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণার্থ স্বস্ব অস্ত্রধারণ করিলেন, তদ্দৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, যে অস্ত্রান্তর দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র দুষ্পরিহর অর্থাৎ অনিবার্য্য অতএব স্বীয়াস্ত্র দ্বারা স্বজন রক্ষার নিমিত্ত যত্নপর হইলেন, তদর্থে শ্লোক। যথা (ব্যসনমিতি)

---

* বহুমুখ ব্রহ্মাস্ত্র শব্দে অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক সন্ধিত ব্রহ্মাস্ত্র বহুমুখ বিশিষ্ট অর্থাৎ এক উত্তরাগর্ত্ত প্রতি অপর পাণ্ডব প্রতি পঞ্চসায়ক অর্থাৎ ঐ ব্রহ্মাস্ত্র হইতে উদ্ভূত আরও পঞ্চবান হয়।

ভগবান্ গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ * অনন্য বিষয়াত্মা পাণ্ডব দিগের অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে বিপৎসন্দর্শনে স্বাস্ত্র সুদর্শন দ্বারা + স্বজনেরদের রক্ষাবিধান করিলেন ॥ ১২ ॥

অন্তঃস্থঃ সর্ব্বভূতানামাত্মাযোগেশ্বরোহরিঃ।
স্বমায়য়াবৃণোদ্গর্ভং বৈরাট্যাঃ কুরুতন্তবে
॥ ১৩ ॥

বৈরাট্যা উত্তরায়াঃ অন্তঃস্থঃসন্ গর্ব্ভমাবৃতবান্। তত্রহেতুঃ আত্মা অন্তর্যামী যোগেশ্বর ইতি বহিঃস্থস্যাপি প্রবেশ ঘটনার্থমুক্তং। কুরুণাং তন্তবে সন্তানায় পাণ্ডবানামপি কুরুবংশজত্বাদেবমুক্তং ॥ ১৩ ॥

ভগবান্ § সর্ব্বভুতাত্মা, সর্ব্বযোগেশ্বর হরি, স্বীয়ামায়া বিস্তার করতঃ উত্তরার অন্তঃস্থ হইয়া অর্থাৎ উত্তরাগর্ব্ভে প্রবিষ্ট হইয়া তদ্গর্ভকে আবরণ করিয়াছিলেন। তাহার কারণ (কুরুতন্তবে) কুরুবংশের সন্তান রক্ষার্থ উত্তরাগর্ব্ভে প্রবিষ্ট হয়েন ॥ ১৩ ॥

---

* অনন্য বিষয়াত্মা পদে অন্য বিষয় আত্মা নহে, ইত্যর্থে শ্রীকৃষ্ণ বিষয় ভিন্ন অন্যানুশীলন শরীরাদি দ্বারা যাহারদিগের না হয়, তাহার দিগকে [অনন্য বিষয়াত্মা বলাযায়] অর্থাৎ এক নিষ্ঠ সুতরাং অনন্য বিষয়াত্মা পাণ্ডবদিগকেই কহিয়াছেন। অথবা পাণ্ডব শরীরের সহিত কৃষ্ণ শরীর বিষয়ক ভেদ নাই।

+ স্বজন পদে স্বীয়জন অর্থাৎ আপনার জন, ইত্যর্থে পাণ্ডবেরাই শ্রীকৃষ্ণের স্বজন, যেহেতু কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য জানেন না, সুতরাং যুধিষ্ঠিরাদিরা কৃষ্ণের স্বজন রূপে পরিচিত হইয়াছেন।

§ সর্ব্বভূতের আত্মা পদে সকলের অন্তর্যামী ইত্যর্থে সর্ব্বব্যাপক যে আত্মা তিনি সর্ব্বভূতেই আছেন, তাঁহার উত্তরা গর্ব্ভে প্রবেশ করা

যদ্যপ্যস্ত্র ব্রহ্মশিরস্ত্বমোঘং চাপ্রতিক্রিয়ং।
বৈষ্ণবং তেজ আসাদ্যসম শাম্যদ্ভৃগূদ্বহ
॥ ১৪ ॥

অমোঘং অপ্রতিক্রিয়ঞ্চ সমশাম্যৎ সংশান্তমাসীৎ॥ ১৪ ॥

হে ভৃগূদ্বহ, হে শৌনক, যদ্যপিও ব্রহ্মশিরা অস্ত্র (অমোঘ) অর্থাৎ অব্যর্থ এবং (অপ্রতিক্রিয়) অর্থাৎ প্রতিকার রহিত, তথাপি * বৈষ্ণব তেজকে প্রাপ্ত হইয়া সম্যক্ রূপে শাম্য হইয়াছিল ॥ ১৪ ॥

মামংস্থাহ্যেতদাশ্চর্য্যং সর্ব্বাশ্চর্য্য ময়েঽ-
চ্যুতে। যইদং মায়য়াদেব্যা সৃজত্যবতি
হন্ত্যজঃ॥ ১৫ ॥

এতদ্ব্রাহ্মাস্ত্র শমনং আশ্চর্য্যং মামংস্থা নমন্যস্ব॥ ১৫ ॥

অত্যন্ত অসঙ্গত, কেননা যিনি সকলের অন্তর্যামী তাঁহার, আবার, প্রবেশ করা কি এতন্নিমিত্ত সগুণপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া হরিকে [সর্ব্ব-যোগেশ্বর] কহিয়াছেন। যেহেতু পরমাত্মা স্বমায়া কর্ত্তৃক রূপবান হইয়া উত্তরার বাহিরে থাকিয়াও অদৃষ্ট রূপে তদ্গর্ত্তে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

* বৈষ্ণব তেজঃ পদে বিষ্ণুর তেজঃ অর্থাৎ সর্ব্বতেজোহর বৈষ্ণব তেজ, সেই বিষ্ণু তেজকে প্রাপ্ত হইলে সমস্ত তেজই সমতা হয়, যদ্রূপ মহদুল্কার জ্বালার নিকটস্থ হইলে তদাকর্ষণে দীপক কলিকার নির্ব্বাণ হইয়া যায় প্রাকৃতভাষায় উল্কাকে মশাল বলে সেই মশালের নিকট দীপশিখা নির্ব্বাণ হয়। তদ্রূপ বিষ্ণু তেজ প্রভাবে অন্য তেজ বিনষ্ট হয়।

সুত গোস্বামী শৌনকাদিকে কহিতেছেন, হে ঋষে, এতদ্ব্রহ্মাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণ হইতে শাম্য হয়, এতৎশ্রবণে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিহ না, যেহেতু * সর্ব্বাশ্চর্য্যময় (অচ্যুত) শ্রীকৃষ্ণে সকল সম্ভব। যিনি স্বমায়া দ্বারা এতৎপ্রগাঢ় ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন পালন সংহরণ করিতেছেন ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মতোজোবিনির্ম্মুক্তৈরাত্মজৈঃ সহকৃষ্ণয়া।
প্রয়াণাভিমুখং কৃষ্ণমিদমাহপৃথাসতী ॥১৬॥
শ্রীকুন্ত্যুবাচ।

কৃষ্ণয়াচসহ ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্ম তেজ হইতে বিনির্ম্মুক্ত † আত্মজদিগের সহিত এবং কৃষ্ণা দ্রৌপদীর সহিত (পৃথা) কুন্তী ‡ প্রযাণাভিমুখ শ্রীকৃষ্ণকে এই বাক্যে স্তব করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

নমস্যেপুরুষত্বাদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃপরং।
অলক্ষ্যং সর্ব্বভূতানামন্তর্বহিরবস্থিতং ॥১৭॥

ত্বাত্বাং নমস্যে নমস্করোমি। নম্বুকনিষ্ঠং মাং কথং নমস্করোমি। অত্রাহ আদ্যং পূরুষং কুতঃ প্রকৃতেঃ পরং। তৎকুতঃঈশ্বরং প্রকৃতেরপি নিয়ন্তারং। অতএব সর্ব্বভূতানামন্তর্বহিশ্চ পূর্ণতেনাবস্থিতং তথাপ্যলক্ষ্যং ॥ ১৭ ॥

---

* সর্ব্বাশ্চর্য্যময় হরির বিশ্বলীলা হইতে উত্তরাগর্ত্ত প্রবিষ্ট হইয়া সন্তান রক্ষা করা আশ্চর্য্য নহে। যেহেতু সর্ব্বজীবের অন্তরে আত্মারূপে প্রবিষ্ট হইয়া অহরহ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করিতেছেন।

† আত্মজ পদে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব।

‡ প্রযাণাভিমুখ পদে দ্বারকা গমনোন্মুখ।

কুন্তী পাণ্ডব মাতা, শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন। যথা (নমস্যেইতি)

হে আদ্যপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আমি তোমাকে নমস্কার করি, যদি বল শ্রীকৃষ্ণ বয়সকনিষ্ঠ এবং ভ্রাতৃপুত্র, কুন্তী পিতৃস্বসা, ইহাতে কৃষ্ণ প্রতি নমস্কার তাঁহার অসঙ্গতঃ তদর্থে (* আদ্য) শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। পুনঃ কিম্ভূত, না († পুরুষ) অপিচ ‡ প্রকৃতির পরঈশ্বর এবং ‖ সর্ব্বজীবের অলক্ষ্য, পুনঃ কীদৃশ, না, সকলের অন্তর্বহিস্থ। অতএব তৎপ্রণাম দোষাবহ হয় না ॥ ১৭ ॥

---

* আদ্য শব্দে সকলের আদি, অর্থাৎ তাঁহার আদি নাই।

† পুরুষ পদে পরমাত্মা, অর্থাৎ [পুরীংকৃত্বাশেতে পুরুষঃ] পুরী পদে দেহ নির্ম্মাণ করিয়া যিনি বাস করেন তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

‡ প্রকৃতির পর বলাতেই তাঁহার ব্রহ্মত্ব স্থির করা হইয়াছে, যেহেতু দৃশ্যজাত বস্তু এতদ্বিশ্বমায়ার অধীন অর্থাৎ প্রকৃতিতে সংস্থিত কেবল এক শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অধীন নহেন, একারণ প্রকৃতির পর বলিয়া শাস্ত্রে কহিয়াছেন, যেহেতু প্রকৃতি হইতে শ্রীকৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণাখ্য আত্মাকে প্রকৃতির পর বলেন। যথা শ্রুতিষু। [ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসশ্চ পরাবুদ্ধির্বুদ্ধে রাত্মামহানপর মহতঃপরমব্যক্ত মব্যক্তাৎপুরুষঃপরপুরুষান্নপরাকিঞ্চিৎ সাকাষ্ঠাসাপরাগতিঃ।] ইন্দ্রিয় হইতে তদ্বৃত্তিশ্রেষ্ঠ, তদ্বৃত্তি হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠা, তদপেক্ষা জীব, জীব হইতে শ্রেষ্ঠগুণ, গুণ হইতে প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ প্রকৃত্যপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ঠঃ, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাই সুতরাং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

‖ সর্ব্ব জীবের অলক্ষ্য পদে, নিরঞ্জন অর্থাৎ তর্ক দ্বারা কাহারই লক্ষ্য নহেন। সুতরাং একাভক্তি দ্বারাই এক লভ্য হয়েন না।

মায়াজবনিকাচ্ছন্ন মজ্ঞাধোক্ষজমব্যয়ং।
নলক্ষ্যসেমূঢ়দৃশা নটোনাট্যধরো যথা॥১৮॥

তত্রহেতুঃ মায়ৈব জবনিকাতিরস্করিণীরূপাতয়া আচ্ছন্নং। অতোঽহমজ্ঞা ভক্তিয়োগানভিজ্ঞা কেবলং নমস্যামি। অধঃ অক্ষয়ং জ্ঞানং যস্মাৎতং। অব্যয়ং অপরিচ্ছিন্নং তৎপ্রপঞ্চয়তি। মূঢ়দৃশা দেহাভিমানিনা পুংসাত্বংনলক্ষসে॥ ১৮ ॥

অষ্টাদশ শ্লোকার্থে কুন্তী ভগবানের স্বরূপ লক্ষণা দ্বারা স্তব করিতেছেন। যথা (মায়েতি)

হে শ্রীকৃষ্ণ তুমি স্বরূপতঃ জ্ঞান স্বরূপ শুদ্ধমায়া * জবনিকাচ্ছন্নে রূপবান হইয়াছ, সুতরাং তোমার স্বরূপ জানিতে কে পারে, অতএব আমি † অজ্ঞা, তোমার স্বরূপ কি কহিব কেবল নমস্কারমাত্র করি, তুমি ‡ অধোক্ষজ, পুনঃ কিম্ভূত, না ॥ অব্যয়, ¶ মূঢ়দৃশা অর্থাৎ মূঢ়দৃষ্টি জীবের সম্বন্ধে তুমি

* মায়াজবনিকা পদে, মায়াতিরস্করিণী অর্থাৎ স্বরূপের আবরণ কারিণীরূপা।

† আমি অজ্ঞা এতৎ শব্দে, আমি ভক্তিযোগানভিজ্ঞা অর্থাৎ আমি ভক্তিযোগজ্ঞা নহি।

‡ অধঃ শব্দে জ্ঞান, অক্ষজ শব্দে অক্ষয় ইত্যর্থে তুমি শুদ্ধ অখণ্ড জ্ঞান স্বরূপ।

॥ অব্যয় শব্দে অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ তুমি সর্ব্বব্যাপক, তুমি কাহারও দৃশ্য নহ।

¶ মূঢ়দৃশ পদে মূঢ়দৃষ্টি অর্থাৎ দেহাভিমানী, যেহেতু মায়াবৃত চক্ষু যে সকল ব্যক্তি তাহারদিগের দৃশ্য হওনা। অথবা, তাহারা তোমার স্বরূপতত্ত্বের আলোচনা করিতেও শক্ত নহে।

দৃশ্যনহ। যেমন সামান্যতঃ নাট্যধর নটব্যক্তি রঙ্গভূমে দৃশ্যনহে। অর্থাৎ বাজীকর ক্ষণেং নানা রূপধরে তাহাকে সামান্য জনে দেখিতে পায় না, সেইরূপ তুমি অদৃশ্য॥ ১৮॥

তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাং।
ভক্তিযোগ বিধানার্থং কথং পশ্যেমহিস্ত্রিয়ঃ
॥ ১৯॥

কিঞ্চ পরমহংসানাং আত্মানাত্ম বিবেকিনাং। ততোমুনীনাং মনন শীলানামপি। ততশ্চামলাত্মনাং নিবৃত্তরাগাদীনামপি। তথাতেন নিজমহিম্নানলক্ষ্যসে। অতোভক্তিযোগং বিধাতুং বয়ং স্ত্রিয়ঃ কথং হিপশ্যেম। যদ্বা। পরমহংসানামপি ভক্তিযোগ বিধানার্থং ত্বাং আত্মারামান্ মুনীনপি অচিন্ত্য নিজগুণৈ রাকৃষ্যভক্তি যোগং কারয়িতুং অবতীর্ণমিত্যর্থঃ॥ ১৯॥

ঊনবিংশতি শ্লোকে আরও কহিতেছেন। যথা (তথেতি) হে গোবিন্দ, * পরমহংস, † অমলাত্মা ‡ মুনিদিগের ভক্তিযোগ বিধানের নিমিত্ত তুমি পৃথিবীতলে অবতীর্ণ হইয়াছ, অতএব আমরা স্ত্রী কিরূপে তোমার স্বরূপ রূপের দর্শন করিতে পারি॥ ১৯॥

---

* পরমহংস পদে আত্মানাত্মাবিবেকী অর্থাৎ অধ্যাত্ম তত্ত্ববিৎ।

† অমলাত্মা, পদে নিবৃত্তরাগী অর্থাৎ বিষয়াবৃত্তির নিবৃত্ত হইয়াছে যাহার, তাহার নাম নিবৃত্তরাগী।

‡ মুনী শব্দে মননশীল, অর্থাৎ যাঁহারা আত্মাকেই নিয়ত মনন করেন, এবং মৌনি হইয়া নিয়ম গৃহীকেও মুনি বলে।

স্বামী ব্যাখ্যা করেন এই যে * আত্মারাম মুনিগণের অ-
চিন্ত্য তুমি † নিজগুণ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া সাধকের ভক্তি-
যোগবিধান করাইবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছ, সুতরাং
মূঢ়া স্ত্রী আমারদিগের কিরূপে তুমি দৃশ্য হইবে ॥ ১৯ ॥

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায়চ। নন্দ-
গোপকুমারায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥ ২০ ॥

জ্ঞানভক্ত্যোর শক্যত্বমুক্ত্বা পুনঃকেবলং নমস্করোতি। কৃষ্ণায়েতি-
দ্বাভ্যাং ॥ ২০ ॥

জ্ঞানভক্তির দ্বারা ভগবত্তুষ্টি করণে অশক্যত্ববিধায় কেবল
নমস্কার দ্বারা পরিতুষ্ট করিতেছেন। তদর্থে শ্লোকদ্বয়
উক্ত হইয়াছে। (কৃষ্ণায়েতি)

‡ কৃষ্ণ, বাসুদেব, দেবকীনন্দন, নন্দগোপকুমার, গো-
বিন্দ তোমাকে পুনঃ২ নমস্কার করি ॥ ২০ ॥

* আত্মারাম পদে [আত্মানং রমতিইত্যর্থে আত্মারামঃ] আত্মা-
তেই রমণ যাহারদিগের তাহারদিগের নাম আত্মারাম অর্থাৎ ব্রহ্মা-
ণ্ডস্থ বস্তু সকলকে আত্মাতে দেখিয়া চিত্তকে রঞ্জন করেন।

† নিজগুণ পদে সত্বরজতম এতৎ ত্রিগুণ, অতএব গুণাধিষ্ঠান জন্য
মায়াকে ত্রিগুণা বলে, সেই গুণময়ী স্বীয়ামায়া কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া
গুণীরূপে অবতীর্ণ।

‡ কৃষ্ণাদি নামার্থে সর্ব্বভূতের আত্মার নাম কৃষ্ণ, আত্মা শব্দে পর-
ব্রহ্ম, যথা [ব্রহ্মণোবাচকঃ কোয়মৃকারোনন্তবাচকঃ। শিবস্যবাচকঃষশ্চ
ণকারোধর্ম্মবাচকঃ।] ব্রহ্মবাচক [ক] অনন্ত অর্থাৎ বিষ্ণুবাচক [ঋ]

নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায়নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে॥২১॥

পঙ্কজং নাভৌযস্য। পঙ্কজানাং মালাস্তিযস্য। পঙ্কজবৎ প্রসন্নেনেত্রেযস্য। পঙ্কজাঙ্কিতা বঙ্ঘ্রীযস্য তস্মৈ॥ ২১॥

শিববাচক [ষঃ] ধর্ম্মবাচক (ণ) এতৎচতুরক্ষরাত্মক (কৃষ্ণ) ইত্যর্থে কৃষ্ণই ব্রহ্ম। জ্ঞানস্বরূপ তাহাকে নমস্কার করি।

বাসুদেব পরব্রহ্ম, যথা। (সত্বংবিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতমিতি) বিশুদ্ধ সত্বস্বরূপ যিনি তাহার নাম বাসুদেব এবং প্রলয়ে সকলের বাস যাঁহাতে, আর যাঁহার দীপ্তিতে জগৎদেদীপ্যমান, তিনি বাসুদেব, অতএব তাঁহাকে নমস্কার করি।

দেবকীনন্দন পদে সমস্ত মায়ার পার হইয়াও যিনি মায়িকের আনন্দ প্রদহয়েন। অর্থাৎ দেবকীর বিশেষণে দেবরূপিণী বলিয়াছেন, যথা দেবরূপিণীমায়া, যেহেতু যদ্দ্বারা জগৎ দীপ্তিমান্ তাঁহাকে দেবরূপিণী বলে, সুতরাং সেই মায়ায় আনন্দ বিধান যিনি করেন তিনি দেবকীনন্দন, তাঁহাকে নমস্কার করি।

নন্দগোপকুমার শব্দে পরমাত্মা, নন্দ শব্দে আনন্দ, গোপ শব্দে (গাংপালয়তিইতি) গো শব্দে নানার্থ তদর্থে জগৎ। জগদ্রক্ষকের নাম (গোপ) কুমার শব্দে নিত্য অর্থাৎ যিনি নিত্য কৈশোর কোন কালে অবস্থার পরিক্ষয় নাই, অতএব নন্দগোপকুমারকে নমস্কার করি।

গোবিন্দ শব্দে আত্মা, অর্থাৎ (গাংবিন্দতিইতি গোবিন্দঃ) গো শব্দে সূর্য্যতেজঃ অতএব সূর্য্যমণ্ডলে থাকিয়া যিনি তেজোবৃদ্ধি করেন, তাঁহার নাম গোবিন্দঃ অথবা গো শব্দে পশু তৎপদে জীবমাত্রের আত্মারূপেবৃদ্ধি করেন, ইত্যর্থে গোবিন্দ, সুতরাং পরব্রহ্ম গোবিন্দকে নমস্কার করি।

* পঙ্কজনাভি, † পঙ্কজমালী, ‡ পঙ্কজলোচন, ‖ পঙ্কজ-চরণ শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২১ ॥

যথাহৃষীকেশ খলেন দেবকী কংসেনরুদ্ধা-তিচিরং শুচার্পিতা। বিমোচিতাহহঞ্চস-হাত্মজা বিভোত্বয়ৈবনাথেনমুহুর্বিপদ্গণাৎ ॥ ২২ ॥

তৎকৃতোপকারাননুস্মরতি যথেতিদ্বাভ্যাং। অয়মর্থঃ মাতৃতোপি ময্যধিকাতবপ্রীতিঃ। তথাহি হেহৃষিকেশ যথা দেবকী কংসেন

---

* পঙ্কজনাভি শব্দে পদ্মনাভি, অর্থাৎ পঙ্কজ শব্দে পদ্ম, অতএব পদ্মের ন্যায় নাভি যার, তাহাকে পদ্মনাভ বলে, অথবা নাভিতে উৎপন্ন পদ্ম যাঁর, তাঁহার নাম পদ্মনাভ অন্যদপি পঙ্ক শব্দে শুক্র, শুক্রাত্মক তেজ, তাহাতে উৎপন্নবিধায় ব্রহ্মাণ্ডকে পঙ্কজ বলে, সেই ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার নাভিমণ্ডলে নিষণ্ণ অর্থাৎ নিবিষ্ট, একারণ পঙ্কজনাভ শ্রীকৃষ্ণ, এতনিমিত্ত বিরাটরূপী ব্রহ্মাকে শ্রীকৃষ্ণের নাভিতে উৎপন্ন বলিয়া উক্ত করেন।

† পঙ্কজমালী শব্দে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শোণিত শুক্র মিলিত বস্তুকে পঙ্ক বলে তাহাতে উৎপন্ন জীবের নাম পঙ্কজ। সেই জীব মালা অর্থাৎ জীব সমুহ যে শরীরে সংগ্রথিত তাঁহার নাম পঙ্কজমালী।

‡ পঙ্কজলোচন শব্দে পদ্মের ন্যায় প্রসন্ন চক্ষু শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ যিনি প্রসন্ন চক্ষু দ্বারা বিশ্বকে আলোকন করেন।

‖ পঙ্কজচরণ শব্দে শুক্রাধার সহস্রারাবস্থিত দ্বাদশ দলসর সিরুহ কর্ণিকার মধ্যে যাঁহার পাদুকা অর্থাৎ পরমাত্মার আনন্দময়পীঠ, তাঁ-হার নাম পদ্মচরণ অর্থাৎ যিনি শরীরস্থ পদ্মে বিচরণ করেন।

রুদ্ধাত্বয়াবিমোচিতা। অহঞ্চ কিংতথৈব বিমোচিতেতি কাকামহান্ বিশেষ উক্তঃ। তংদর্শয়তিসা অতিচিরং রুদ্ধাসতীতস্মাদেবসকৃদ্বি-মোচিতা। তথাশুচার্পিতা সতীনচতস্যা পুত্রারক্ষিতাঃ। অস্তিচা-ন্যোনাথস্তস্যাঃ। অহঞ্চ বিপদ্গণাৎ তত্রাপিমুহুঃ শীঘ্রঞ্চ সাত্মজাচ ত্বযৈবনাথেনেতি ॥ ২২ ॥

কুন্তী শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উপকৃতির অনুস্মরণ করতঃ শ্লোকদ্বয়ে মাতার অপেক্ষা আপনাতে শ্রীকৃষ্ণের অধিকাপ্রীতি অঙ্গী-কার করিয়া কহিতেছেন। যথা (যথেতি)

* হে হৃষীকেশ, হে ইন্দ্রিয়েশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, খল যে কংস তৎকর্ত্তৃক চিরকাল কারাবরুদ্ধা শোকান্বিতা তবমাতা দেবকী তোমা কর্ত্তৃক যদ্রূপ বিমুক্তা হইয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ পুত্রগণের সহিত বহুবিপৎ হইতে তোমা কর্ত্তৃক বারম্বার পরিমুক্ত হইয়াছি ॥ ২২ ॥

ইত্যর্থে কুন্তীর বলা হইল যে মাতা হইতেও আমাতে তোমার অধিকতরা প্রীতি, যেহেতু দেবকীকে কারাগারহইতে এক বার পরিমুক্ত করিয়াছ, কিন্তু তাঁহার পুত্রগণের পরি-মোচন কর নাই আমাকে (মুহুঃ) বারম্বার † বিপদ্গণ হইতে পুত্রের সহিত মুক্ত করিয়াছ, অতএব তোমার মহিমার পারদর্শন করিতে শক্তা নহি ॥ ২২ ॥

---

* হৃষাকেশ, অথাৎ (হৃষীকানামীশহৃষীকেশ) হৃষীক ইন্দ্রিয়, সেই ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর হৃষীকেশ অর্থাৎ মনোভিমানী আত্মা। শব্দে মন। যথা শ্রুতিঃ। (মনোব্রহ্মোপাসীৎ) মনকে ব্রহ্ম বলেন।

† বিপদ্গণ পদে বিষপান, জতু গৃহদাহ, দুর্ব্বাসাপারণ দ্রৌপদীর লজ্জা রক্ষণাদি।

বিষান্মহাগ্নেঃ পুরুষাদশনাদসৎসভায়াবন-
বাসকৃচ্ছ্রতঃ। মৃধেমৃধেঽনেক মহারথা-
স্ত্রতোদ্রৌণ্যস্ত্রতশ্চাস্মহরেভিরক্ষিতাঃ ॥২৩॥

বিপদ্গণমেব দর্শয়তি। বিষাৎ ভীমস্যবিষমোদকদানাৎ। মহাগ্নেঃ জতুগৃহদাহাৎ। পুরুষাদাহিড়ম্বাদয়োরাক্ষসাঃ তেষাংদর্শনাৎ। অতি-তোরক্ষিতা আস্ম অভবাম ॥ ২৩ ॥

ক্রমশঃ বিপদ্গণকে দর্শন করাইয়া কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে কহি-তেছেন, যথা (বিষাদিতি)

বিষ, মহাগ্নি, পুরুষাদ দর্শন, অসৎসভা, বনবাস ক্লেশ, যুদ্ধেযুদ্ধে মহারথিদিগের অস্ত্র এবং অশ্বত্থামার অস্ত্র হইতে আমারদিগকে রক্ষা করিয়াছ ॥ ২৩ ॥

বিষাগ্নি প্রভৃতির দৃষ্টান্তে স্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ (বিষাৎ) ভীমের বিষলড্ডুক ভক্ষণ হইতে (মহাগ্নি) পদে জতুগৃহদাহ হইতে (পুরুষাদদর্শনাৎ) হিড়ম্বাদি রাক্ষস দর্শন হইতে (অসৎসভা) পদে প্রবঞ্চক দুর্য্যোধনা-দির সভা হইতে (বনবাসকৃচ্ছ্রতঃ) বনবাস জন্য বিবিধ ক্লেশ হইতে (যুদ্ধেং মহারথাস্ত্রতঃ) পদে, প্রতিযুদ্ধে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপকর্ণাদির অস্ত্র সম্পাত হইতে (অশ্বত্থামার অস্ত্রতঃ) অশ্বত্থামার ব্রহ্মশিরা অস্ত্র হইতে সাম্প্রত রক্ষা করি-য়াছ ॥ ২৩ ॥

বিপদঃ সন্তুতাঃ শশ্বত্তত্রতত্রজগদ্গুরো।
ভবতোদর্শনং যৎস্যা দপুনর্ভবদর্শনং ॥২৪॥

যৎযাসুবিপৎসু। কীদৃশদর্শনং নাস্তিপুনরপিভব দর্শনং যস্মাৎ তৎ॥ ২৪ ॥

পুনর্ব্বার কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের নিকট পূর্ব্বোক্ত বিপদ সকল প্রার্থনা করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে, যথা (বিপদইতি) হে জগৎগুরো শ্রীকৃষ্ণ, আমারদের যে বিপৎ সকল বিনাশ করিয়াছ, সেই সকল * বিপৎ পুনর্ব্বার আমারদিগের হউক, যাহাতে অপুনর্ভব দর্শন যে তুমি তোমার পুনর্দ্দর্শন হয়॥২৪॥

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমান মদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈত্বামকিঞ্চন গোচরং
॥ ২৫ ॥

---

* কি আশ্চর্য্য, পরমেশ্বরের নিকট সকলেই বিপৎ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করে, কুন্তী পুনঃ২ বিপৎগ্রহণ নিমিত্ত প্রার্থনা কেন করিলেন, তদুত্তর, উত্তরার্দ্ধ শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে, যথা (ভবতো-দর্শনমিতি) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছেন, যে হে জগদ্গুরু, বিপৎ ব্যতীত তোমার দর্শন হয় না, একারণ সম্পৎকে তুচ্ছ করিয়া আমি বিপৎগ্রহণ করিতেই প্রার্থনা করি, যেহেতু সম্পদে থাকিলে তোমাকে স্মরণ হয় না, তোমার দর্শন কিম্ভূত, না, (অপুনর্ভবদর্শন) অর্থাৎ তো-মার দর্শন করিলে আর ভবদর্শন হয় না। ফলিতার্থ আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

সম্পদস্তুশ্রেয়ঃ পরিপন্থিন্যইত্যাহ। জন্মসংকুলে। জন্মাদিভি-রেধমানোমদোযস্যসঃ। অভিধাতুং। শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দেতিবক্তুমপি অকিঞ্চনানাং গোচরং বিষয়ভূতং॥ ২৫॥

সম্পদ সকল মুক্তির পরিপন্থী অর্থাৎ বিপরীত পথ, সুতরাং তৎপদবীতে আরোহণ করিলে ভগবদ্দর্শন হয় না, তদর্থে উক্ত করিয়াছেন। যথা (জন্মৈশ্বর্য্যেতি)

জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রীপ্রভৃতিতে এধমান অর্থাৎ আত্মাভি-মান মদেমত্ত ব্যক্তিরা শ্রীকৃষ্ণ, কি, গোবিন্দ ইত্যাদি নামো-চ্চারণে অর্হ হয় না। শুদ্ধ অকিঞ্চন দীন ব্যক্তিরই গোচর অর্থাৎ দরিদ্রেরাই শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার বিষয়ীভূত হয়েন॥২৫॥

জন্মাদি বিষয়ের স্বামী অর্থ করেন, যে (জন্ম) শব্দে সংকুল জাত ব্যক্তির অভিমান, এই যে আমি উত্তম বংশে জন্মি-য়াছি, তাহাতে আমি হীন জাতির সহিত মিলন কিরূপে করিতে পারি, অতএব তাহার সাধুসঙ্গের ব্যাঘাৎ হয়। * (ঐশ্বর্য্য) পদে ঐশ্বর্য্যবান ব্যক্তি ধনমোহে মত্ত হইয়া

* ঐশ্বর্য্যবান্ ব্যক্তি সর্ব্বদা উত্তম বস্ত্রালঙ্কার বিশিষ্ট অতএব আত্ম পরিচ্ছদাদি রক্ষার্থ যত্নকরার নিমিত্ত ভগবৎ পরিচর্য্যায় অযোগ্য হয়, তাহার সমান্যতঃ দৃষ্টান্ত এই যে, যে কোন ব্যক্তি কোন সময়ে শালপটুপট্টবস্ত্রাদি ভুষণ পর হইলে ঐ দ্রব্য মোহে আকৃষ্ট হইয়া অর্থাৎ বস্ত্রাদি মলিন হইবে ইত্যাশঙ্কায় ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া ভগ-বানের স্তুতি বন্দনাদি করিতে সঙ্কোচ করে, অকিঞ্চনের সে মোহ নাই, কেবল ভগবৎ পরিচার্য্যা কেই ইষ্টজ্ঞান করে, সুতরাং সম্পন্ন ব্যক্তি কৃষ্ণভক্তিতে অসম্পন্ন হয়।

দরিদ্রকে ঘৃণা করে এবং হীনেরমত চলিতে পারে না, একারণ তাহার উপাসনায় সতত ব্যাঘাৎ জন্মে, (শ্রুত) পদে শাস্ত্রজ্ঞ, অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির অভিমান, যে, আমি সর্ব্বোপাসনা বিষয়জ্ঞ, আমার হীনের সহিত মিলিত হইয়া উপাসনা করা ভাল নহে। শ্রীপদে, শোভা অর্থাৎ সুন্দর কান্তিমান ব্যক্তি রূপ মদেমত্ত সে ব্যক্তি ধূলিকর্দ্দমাদি মৃক্ষণে ক্ষোভিত হয়, সুতরাং তাহার ঈশ্বর বন্দনাদির ব্যাঘাত জন্মে অতএব অকিঞ্চন ব্যক্তিরই ভগবান্ এক লভ্য হয়েন॥ ২৫॥

নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে।
আত্মারামায় শান্তায়কৈবল্যপতয়েনমঃ॥২৬॥

প্রস্তুতমনোরথ পূরণায় প্রণমতি। নমইতি। অকিঞ্চনা ভক্তা এব বিত্তং সর্ব্বস্ব যস্যতস্মৈ। ততঃ কিং নিবৃত্তাগুণবৃত্তয়ে ধর্ম্মার্থকাম বিষয়াযস্মাৎ তস্মৈ। তৎকুত আত্মারামায়। তৎকুতঃ শান্তায় রাগাদি রহিতায়। কিঞ্চকৈবল্যপতয়ে কৈবল্যং দাতুং সমর্থায়॥ ২৬॥

ষড়্‌বিংশতি শ্লোকার্থে কুন্তী দেবী আত্মমনোরথ পূরণ নিমিত্তে স্তুতিরূপ প্রণাম করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে, (নমইতি)

হে জগন্নাথ, তুমি * অকিঞ্চনবিত্ত, † নিবৃত্তিগুণবৃত্তি, ‡ আত্মারাম, ‖ শান্ত, ¶ কৈবল্যপতি, তোমাকে নমস্কার করি।

---

* অকিঞ্চনবিত্ত শব্দে, অকিঞ্চন (ভক্ত) ভক্তইবিত্ত অর্থাৎ ধন যাঁহার তাঁহার নাম অকিঞ্চনবিত্ত, অকিঞ্চনার্থে হীনকে বুঝায়। অথবা

মন্যেত্বাংকালমীশানমনাদি নিধনং বিভুং।
সমং চরন্তং সর্ব্বত্রভূতানাং যন্মিথঃকলিঃ
॥ ২৭॥

নম্নুদেবকীপুত্রং মাংকথমেবং স্তৌষিতত্রাহ [মন্যেত্বাং কালং নদেবকীপুত্রং] তত্রহেতবঃ ঈশানং নিয়ন্তারং অনাদিনিধন মাদ্যন্ত শূন্যং। বিভুং প্রভুং। সমং যথা ভবতি তথা সর্ব্বত্রচরন্তং। নন্নুপার্থ সারথে র্মমকথং সাম্য। তথাহ যদ্যতস্ত্বত্তো নিমিত্তভূতাৎ ভূতানামেব মিথঃকলহেতিরতি নতুস্বতস্ত্বয়িবৈষম্যং॥ ২৭॥

কুন্তীস্তবের অভিপ্রায় এই যে শ্রীকৃষ্ণকে পরিপূর্ণ ব্রহ্ম বলাতে যদি কেহ উহকরে অর্থাৎ হেতুবাদ দ্বারা বিতণ্ডা করে তন্নিরাসার্থ কুন্তী কৃষ্ণকে কহিতেছেন, হে শ্রীকৃষ্ণ,

---

(অকিঞ্চনানাংবিত্তং যঃস অকিঞ্চনবিত্তঃ) দরিদ্র ভক্তেরবিত্ত অর্থাৎ সর্ব্বস্ব যিনি তাঁহাকে অকিঞ্চনবিত্ত বলে। প্রাকৃতভাষায় কাঙ্গালের ধন বলিয়া থাকে।

† নিবৃত্ত গুণবৃত্তি পদে ধর্ম্মার্থকামাদি বিষয় নিবৃত্ত যে তাঁহার নাম।

‡ আত্মারাম পদে আত্মাই যাঁহার রঞ্জনের নিমিত্ত তাঁহার নাম আত্মারাম, অথবা আত্মা শব্দ শরীরবাচক সুতরাং যদ্রূপে জগৎরঞ্জন হয়, তাঁহাকে আত্মারাম বলি।

॥ শান্ত শব্দে জিতেন্দ্রিয়, অর্থাৎ রাগাদি রহিত, অথবা অতীন্দ্রিয় নির্বৈর নির্দ্বন্দ্ব আত্মার নাম শান্ত।

¶ কৈবল্যপতি পদে কৈবল্য প্রদানে সামর্থ্য যাঁর তাঁহার নাম কৈবল্য শব্দে মুক্তি, সেই মুক্তিলাভ যৎকৃপায় হয়, তাঁহার নাম কৈবল্যপতি। যথা [মুক্তিঞ্চকেশবাদিচ্ছেদিতি]

তুমি যদি বল আমি দেবকীনন্দন আমাকে কেন ব্রহ্ম বলিয়া স্তব কর, তদর্থে কুন্তী কহেন তুমি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম দেবকীপুত্র নহ। যথা (মন্যেত্বামিতি)

হে যদুনন্দন, তুমি সাক্ষাৎ অখণ্ডকালস্বরূপ তোমাকে * দেবকীপুত্র বলিয়া জ্ঞান করি না, যেহেতু তুমি † ঈশান অনাদিনিধন, অর্থাৎ আদ্যন্ত শূন্য, বিভু অর্থাৎ জগৎ উৎপাদক ‡ সর্ব্বত্র সমচারী, যদি বল আমার সমচারিত্ব কিরূপে হয়, যেহেতু আমি অর্জ্জুনের সারথ্য করিয়া পক্ষপাতিত্বে অনেক ক্ষত্রিয় নাশ করিয়াছি, উত্তর, হে শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে তোমার পক্ষপাতিত্ব নাই, কেন না ‖ সর্ব্বজীবের

---

* দেবকীপুত্র নহ ইত্যভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণকে আত্মা বলিয়া স্তব করেন ইত্যাশয়ে পূর্ব্বে গোপীরাও স্তব করিয়াছেন। যথা [নখলুগোপিকা নন্দনোভবানিখিল দেহিনা মন্তরাত্মদৃগিতি] হে শ্রীকৃষ্ণ গোপিকা অর্থাৎ যশোদানন্দন নহ, অখিল দেহী অর্থাৎ জীবসমূহের অন্তরাত্মা বুদ্ধি সাক্ষিস্বরূপ হও।

† ঈশান পদে সর্ব্বনিয়ন্তা অর্থাৎ যাঁহার অধীনে সমস্ত বিশ্ব তাঁহার নাম ঈশান।

‡ সম, পদে সমত্বাচরণ, অর্থাৎ পক্ষপাত রহিত, এবং যে স্থলে পক্ষপাত নাই সেই স্থলে বিচরণ কর।

‖ তুমি জগৎ পিতা এক পুত্রের সাহায্য করিয়া অপরের অনিষ্ট সাধন তোমাতে সম্ভবেনা। তবে কর্ম্মানুরূপ ফলদাতা একারণ মূঢ় দৃষ্টি জীবেরা তোমাকে পক্ষপাতী রূপে দেখে, ফলিতার্থ তোমাতে বৈষম্য স্পর্শ নাই।

কর্ম্মানুরূপ ফলপ্রদ * অর্জ্জুনের সারথি ইহা নিমিত্তমাত্র, নচেৎ আপনং কর্ম্মফলে ক্ষত্রিয়গণের বিনাশ হইয়াছে ॥২৭॥

নবেদকশ্চিদ্ভগবং শ্চিকীর্ষিতং তবেহমানস্যনৃণাং বিড়ম্বনং। নযস্য কশ্চিদ্দয়িতোস্তিকর্হিচিদ্দ্বেষ্যশ্চযস্মিন্ বিষমামতির্নৃণাং ॥ ২৮ ॥

নম্বুনিগ্রহানুগ্রহরূপং ময়িপ্রসিদ্ধং বৈষম্যং অত আহ। নবেদেতি। নৃণাং বিড়ম্বনং অনুকরণমীহমানস্য কুর্ব্বতঃ যস্মিন্ত্বয়ি বিষমামতিঃ অনুগ্রহ নিগ্রহরূপাভবতি ॥ ২৮ ॥

কুন্তীদেবী ভগবানকে কহিতেছেন, তোমারস্বরূপ জানিতে কেহই শক্ত নহেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (নবেদেতি) হে ভগবন্ ইহমান যে তুমি তোমার (চেষ্টা) চিকীর্ষা অর্থাৎ তুমি যে কি করিবে ও করিতেছ, তাহা কেহই জানিতে পারে না যেহেতু † লোক বিড়ম্বন তোমার

---

* তুমি অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছিলে, দুর্য্যোধনাদিরা কর্ম্মফলানুরূপে নাশ হইয়াছে, তুমি নিমিত্তমাত্র সংগ্রাম ভূমিস্থ।

† লোক বিডম্বন পদে, তুমি স্বীয়মায়া দ্বারা নানারূপে নানাকর্ম্ম কর, সেই সকল কর্ম্ম লোক বিড়ম্বনার নিমিত্ত হয়, লোক বিড়ম্বন পদে লোকের মোহকর অর্থাৎ তোমার স্বরূপ জানিতে না পারিয়া তোমাকে পক্ষপাতী বলিয়া অসূয়া করে, সেই অসূয়াই তাহারদিগের নিপাত কারণ জানিবেন।

কর্ম্ম, যাহার মিত্র, কি, শত্রু নাই, তাহার কর্ম্ম বুঝিতে কে পারে, শুদ্ধ জীবের * মতি বৈষম্য প্রযুক্ত অর্থাৎ নিগ্রহানুগ্রহরূপা বুদ্ধিতে তোমার বৈষম্য লক্ষ্য করে ॥ ২৮ ॥

জন্মকর্ম্মচ বিশ্বাত্মন্নজস্যাকর্ত্তুরাত্মনঃ।
তির্য্যঙনৃষিষুযাদঃ সুতদত্যন্ত বিড়ম্বনং ॥২৯॥

অজস্যজন্ম। অকর্ত্তুঃকর্ম্ম। তির্য্যক্ষু বরাহাদিরূপেণ। নৃষুরামাদিরূপেণ। ঋষিষু নরনারায়ণাদিরূপেণ। যাদঃসুমৎস্যাদিরূপেণ ॥২৯॥

হে বিশ্বাত্মন্ হে জগদন্তর্যামীন, † তুমি অজ তোমার জন্ম ‡ তুমি অকর্ত্তা তোমার কর্ম্ম, এসকল লোকের অত্যন্ত বিড়ম্বন, অর্থাৎ লৌকিক যুক্তির অত্যন্ত বিপরীত, যেহেতু তুমি ॥ তির্য্যক, নরঋষি, জলচরাদিরূপ ধারণে অভাবনীয়

---

* মতিবৈষম্য পদে, মায়াদ্বারা যাহার মতি পক্ষপাতাধীনা, তাহার বুদ্ধিতেই ভগবানকে পক্ষপাতীরূপে লক্ষ্য হয়।

† অজ শব্দে, [নজাতঃঅজঃ] যাঁহার জন্ম নাই তিনি অজ, তাঁহার জন্ম হইল, ইহাকে লোক বিড়ম্বনা ব্যতীত কি বলাযায়।

‡ অকর্ত্তা পদে, যিনি কিছু করেন না, তাঁহাকে অকর্ত্তা বলি। তাঁহার কর্ম্মও লোক বিড়ম্বন অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়াদি করেন, ফলিতার্থ তিনি সকলে নির্লিপ্ত, কেবল তদীক্ষণে বিশ্বকার্য্য কর্ত্রী মায়াই হয়েন। ঈক্ষণ শব্দে ঈঙ্গিত সুতরাং তজ্জন্মাদিও মায়ার কার্য্য, শুদ্ধ লোকে ভ্রান্তিবশে ঈশ্বর জন্মিলেন ও অনেক প্রকার কর্ম্ম ঈশ্বর করিলেন, কহিয়া থাকে বস্তুতঃ তিনি জন্মকর্ম্মাদি রহিত।

॥ তির্য্যগাদি পদে, সিংহবরাহাদি নর পদে, রামকৃষ্ণাদি, ঋষি পদে, নরনারায়ণাদি, জলচর পদে, মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপে যে২ কর্ম্ম করিয়াছেন,

কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছ অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরে যাহা সংগত হয় না তাহাই করিয়াছ ॥ ২৯ ॥

গোপ্যাদদে ত্বয়িকৃতাগসি দামতাবদ্যাতেদ-
শাশ্রুকলিলাঞ্জন সম্ভ্রমাক্ষং। বক্ত্রংনিনীয়
ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য সামাং বিমোহয়তি
ভীরপিযদ্বিভেতি ॥ ৩০ ॥

নরবিড়ম্বনমত্যাশ্চর্য্যমিত্যাহ। গোপীযশোদাত্বয়িকৃতাগসি দধিভাণ্ড স্ফোটনকৃতবতি। যাবৎদামরজ্জুং আদদে জগ্রাহ। তাবৎ তৎক্ষণমেবতে তব যাদশা অবস্থা সামাং বিমোহয়তি। কিম্ভূতস্য অশ্রুভিঃ কলিলং ব্যামিশ্রং অঞ্জনং যয়োঃ তেচতে সম্ভ্রমে ব্যাকুলে অক্ষিণী যস্মিন্ তদ্বক্ত্রং নিনীয় অধঃ কৃত্বাতাড়য়িষ্যতীতি ভাবনয়া স্থিতস্য। যৎযতঃ তত্তঃ ভীরপি স্বয়ং বিভেতিতস্যতেদশা ॥ ৩০ ॥

পুনর্ব্বার পাণ্ডবমাতা কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্ম সকল নরবিড়ম্বন অর্থাৎ মোহ কারণ, যাহাতে মনুষ্য সকলে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়, সেই অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (গোপ্যাদদেইতি)

হে শ্রীকৃষ্ণ, গোপীযশোদা, দধিভাণ্ড ভঙ্গ করণাপরাধে তোমাতে কোপবতী হইয়া তোমার বন্ধনার্থে রজ্জুগ্রহণ

সে সকল অত্যন্ত বিড়ম্বন অর্থাৎ কোন মতে যুক্তি সঙ্গত হয় না, কিন্তু অবতার হইয়া করিয়াছেন, সুতরাং লোক বিড়ম্বনা মানিতে হয়, ইহাও জ্ঞানসত্ত্বে নচেৎ অজ্ঞানিরা এককালিন অযোগ্য রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে।

করেন, তৎকালে তুমি যদ্দশাপন্ন অর্থাৎ যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলে, সেই দশা আমাকে অত্যন্ত মোহযুক্ত করিতেছে, (দশা) অবস্থা কিম্ভূতা, না, মাতা তাড়না করিবেন, এই ভয়ে রোদমান হইয়াছিলে, তাহাতে অশ্রুজলে গলিত অঞ্জন চক্ষুদ্বয়কে ব্যাকুল করিয়াছিল, এবং মাতা তাড়না করিবেন এই ভয়ে অধোবদনে ভাবনা বিশিষ্ট ছিলে, কি চমৎকারের বিষয় যে তোমাতে স্বয়ং * ভয় ভয়যুক্ত হয়, সেই তুমি এবম্ভূতা দশা প্রাপ্ত ইহাই আশ্চর্য্য।

কেচিদাহুরজং জাতং পুণ্যশ্লোকস্যকীর্ত্তয়ে। যদোঃ প্রিয়স্যান্ববায়ে মলয়স্যেব চন্দনং॥ ৩১॥

অতএব জগন্মোহনতয়া দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ তবজন্মাদি বহুধাবর্ণয়ন্তীত্যাহ। কেচিদিতি চতুর্ভিঃ। পুণ্যশ্লোকস্য যুধিষ্ঠিরস্য। যদোরেব কীর্ত্তয়ে ইতিবা। অন্ববায়ে বংশেমলয়স্যকীর্ত্তয়ে বংশে বা চন্দনং। যথা ॥৩১॥

অতএব জগন্মোহন প্রযুক্ত তোমার জন্মকর্ম্মাদি দুর্জ্ঞেয় অর্থাৎ কেহই কারণের উপলব্ধি করিতে পারেন না, এ কারণ বহুলোকে বহুবিধ বর্ণন করেন, তদর্থে চতুঃশ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা (কেচিদিতি)

---

* স্বয়ং ভয়, ভীতিযুক্ত হয়, ইত্যর্থে ব্যাখ্যা করেন, এই যে ভয় শব্দে মৃত্যু, সেই মৃত্যু শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভয়পান, অর্থাৎ কৃষ্ণসেবী জনের মৃত্যু ভয় নাই, যেহেতু পুনর্জন্ম হয় না, ইহা পূর্ব্বে [যদ্বিভেতি-স্বয়ং ভয়ইতি] যাহা হইতে স্বয়ং ভয়ই ভয় প্রাপ্ত হয়েন এবং শ্রুতিতেও [যদ্ভয়াদ্বর্ষতীন্দ্রোপি মৃত্যুশ্চরতি জন্তুষু] অর্থাৎ মৃত্যুও কৃষ্ণ হইতে ভীত হয়েন।

কেহ কেহ বলে পুণ্যশ্লোক রাজা যুধিষ্ঠিরের কীর্ত্তিবিস্তারিতা করিবার জন্যে, কেহ বলে * ধর্ম্মশীল যদুরাজার কীর্ত্তির নিমিত্তই বা হউক, যিনি অজ অব্যয় পরমাত্মা, তিনি যদুবংশে জন্মিয়াছেন, সে কেমন যেমন + মলয়পর্ব্বতের কীর্ত্তিবৃদ্ধ্যর্থে চন্দনের উৎপত্তি ॥ ৩১ ॥

---

* স্বাভাবিক পিতৃশাপে রাজ্যচ্যুত ক্ষত্রিয় মধ্যে অগণ্যযদু, তাঁহাকে সর্ব্বলোকে পূজার্হ করণ নিমিত্তে তদ্বংশে ভগবদবতার হয়, অত্রান্তরে আখ্যায়িকা লিখিতেছি, চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতি, তাঁহার পত্নীদ্বয় প্রথমা শুক্রাচার্য্যের কন্যা [দেবযানী] দ্বিতীয়া বৃষ পর্ব্বাদানব কন্যা [সর্ম্মিষ্ঠা] দেবয়ানী গর্ব্ভে যযাতিপুত্রদ্বয়, [যদু, তুর্ব্বসু] সর্ম্মিষ্ঠা গর্ব্ভে পুত্রত্রয় [দ্রুহ্য, অণু, পুরু] একদাদানবী সঙ্গ করাতে আত্ম অসৌভাগ্য জ্ঞানে দেবয়ানী পিতা শুক্রাচার্য্যের সমীপে সমাগমন পূর্ব্বক রাজা কর্ত্তৃক আপনার দৌর্ভাগ্য কারণ জানাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন তাহাতে কোপিত হইয়া শুক্র যযাতিকে অভিশপ্ত করেন যে তুমি যৌবনে জরাগ্রস্ত হও অমোঘ শাপে অসময়ে যযাতি জরাগ্রস্ত হইলেন। অনন্তর আত্ম যৌবন প্রাপ্ত্যর্থে জ্যেষ্ঠপুত্র যদুকে কহেন, যে হে যদো, তুমি আমার জরাবস্থা লইয়া কিঞ্চিৎকাল থাক, পরে আমি আত্মাবস্থা গ্রহণ করতঃ তোমাকে তোমার অবস্থা প্রদান করিব, তাহাতে যদু অস্বীকৃত হয়েন, যযাতি কোপিত হইয়া তাঁহাকে অভিশপ্ত করেন, এই যে যেমন তুমি মদ্বাক্যকে রক্ষা করিলে না তেমন তুমি এই ধরণীতে চক্রবর্ত্তীরূপে সাম্রাজ্য করিতে পারিবেনা, তুমি রাজ শ্রেণীতে অগণ্য হইবে তদবধি যদুবংশে রাজা নাই।

† যদ্রূপ মলয়পর্ব্বত মলেতে উৎপন্ন তাহাকে পবিত্র করণার্থে ভগবান্ তাহাতে চন্দনোৎপত্তির নিয়োগ করিয়াছেন, অত্রান্তর পুরাবৃত্ত কথন, মনুরপুত্র [প্রিয়ব্রত] তৎপুত্র [অগ্নিধ্র] অগ্নিধ্রেরপুত্র [নাভি] নাভিরপুত্র (ঋষভদেব) ঋষভদেব সংসার বৈমুখ হইয়া, দক্ষিণ সমুদ্র

অপরে বসুদেবস্যদেবক্যাং যাচিতোঽভ্য-
গাৎ। অজস্ত্বমস্যক্ষেমায় বধায়চ সুরদ্বি-
ষাং॥ ৩২॥

বসুদেবস্য দেবক্যাং ভার্য্যায়াং অজত্রবত্বমভ্যগাৎ পুত্রত্বমিতি শেষঃ। প্রথম পুরুষস্ত্বার্ষঃ। অর্হত্বমিতি পাঠঃ। সুগমঃ। তাভ্যামেব পূর্ব্বং সুতপঃ পৃশ্নিরূপাভ্যাং যাচিতবান্ অস্যজগতঃক্ষেমায় ॥৩২॥

হে গোবিন্দ, অপরে বলে তুমি অজ, কিন্তু * বসুদেব কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া এতৎজগতের মঙ্গলার্থে এবং সুরদ্বিষ অসুর সকলের বিনাশ নিমিত্তে দেবকীতে অবতীর্ণ হইয়াছ। ইহা ভূতকালোচিত বাক্য অর্থাৎ গত বাক্যের আবৃত্তি ॥৩২॥

তীরে অজগর ব্রতগ্রহণ করতঃ বাস করিলেন, অযাচকরূপে এক স্থানস্থ হইয়া মলমুত্রাদি ত্যাগের বিরাম করিলেন, এরূপে দ্বাদশ বৎসর গত হইলে তাঁহার গাত্র হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইল, তাহাতে সকল লোক উত্ত্যক্ত হইয়া তাঁহাকে ভৎর্সন করিতে লাগিলেন, তজ্জন্য (ঋষভদেব) ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, প্রসন্ন হইয়া জগদীশ্বর তদ্গাত্রে শোভন গন্ধ দিয়া মল ত্যাগ করিতে কহিলেন, অনন্তর ঋষভ প্রভৃত মল ত্যাগ করেন, তাহাতে মলয় নামে পর্ব্বত হয়, তদ্গন্ধে দশ দিক্ সৌরভযুক্ত হইল, ভগবান্ তৎপর্ব্বতে চন্দনোৎপত্তি স্থান করিলেন, অদ্যাবধি তদ্বায়ুস্পর্শ দ্বারা বৃক্ষমাত্রেই চন্দন হয়, অতএব মলয়ার দুর্নাম যে মলে জন্ম চন্দনাকর হওয়াতেই সে কুযশের নিবারণ হইল।

* বসুদেব কর্ত্তৃক প্রার্থিত অর্থাৎ যাচিত হইয়াছিলে, তাহার উদাহরণ, এই যে পূর্ব্বে বসুদেবের নাম (সুতপঃ) দেবকীর নাম (পৃশ্নি) ইহারদিগকে শাস্ত্রান্তরে (কশ্যপ অদিতিও বলে) ইহারা

ভারাবতরণায়ান্যে ভুবোনাব ইবোদধৌ।
সীদন্ত্যাভূরিভারেণ জাতোহ্যাত্মভুবার্থিতঃ
॥ ৩৩ ॥

আত্মভুবেতি ব্রহ্মপ্রার্থনস্য প্রামাণ্য বিবক্ষয়া মতান্তরং ॥ ৩৩ ॥

অন্যে বলেন * অধর্ম্ম কর্ত্তৃক ভূরিভারে আক্রান্তা ধরণী রসাতলগামিনী হয়, যেমন ভূরিভারে নৌকা সমুদ্রে অবসন্না অর্থাৎ মগ্না হয়, তদ্দৃষ্টে তুমি † আত্মভু কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া পৃথিবীর ভারাব তরণার্থ অবতীর্ণ হইয়াছ ॥ ৩৩ ॥

জগতের কুশল ও অসুর দমনার্থে পুত্র প্রাপ্তি সংকল্পে বহুবৎসর তপস্যা করেন, তাঁহারদিগের তপঃ প্রভাবে তুমি বশীভূত হইয়া বর প্রদানার্থ আগমন করিলে পর তাঁহারা তৎসদৃশ পুত্র যাচিঞা করিয়াছিলেন, তাহাতে তুমি আত্ম সদৃশ না দেখিয়া আপনিই বিশ্ব মঙ্গলার্থে অজ অর্থাৎ জন্ম রহিত হইয়াও ভক্তাভিলাষ পুরণার্থে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ফলে তোমার জন্ম নাই, অর্থাৎ তোমার জন্ম নাই, অথচ লোকে বলে তুমি জন্মিলে ইহাই নর বিড়ম্বন।

* অধর্ম্ম কর্ত্তৃক ভূরিভারে আক্রান্তাধরণী পদে, অসুরদিগের দৌরাত্ম্যে পৃথিবী ভার পীড়িতা অর্থাৎ অধর্ম্মকৃৎ পুরুষের নাম অধর্ম্ম, যেহেতু শ্রুতিতে কহেন, বেদবিরুদ্ধ কর্ম্মের নাম অধর্ম্ম যথা (বেদপ্রণিহিতোধর্ম্মোহ্যধর্ম্ম স্তদ্বিপর্য্যয়ইতি) বেদ প্রণীত ধর্ম্ম তদ্বিপরীত অধর্ম্ম, অধর্ম্ম শব্দে অসুর, যথা বৃহদারণ্যক (শ্রুতিঃ শাস্ত্র নিষিদ্ধাচারশীলা অসুরাঃ) শাস্ত্র নিষিদ্ধাচার বিশিষ্ট অসুর, সুতরাং বেদবহিষ্কৃতাচারী কংসাদি কর্ত্তৃক পরিপীড়িতা পৃথিবীকে ভারাক্রান্তাধরণী কহিয়াছেন।

† আত্মভূ শব্দে ব্রহ্মা অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশ যিনি হয়েন তাঁহার নাম আত্মভূ সেই ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অসুরগ্রস্তা ধরণীর ভারাবতারণার্থে

ভবেঽস্মিন্ ক্লিশ্যমানানামবিদ্যাকামকর্ম্ম-
ভিঃ। শ্রবণ স্মরণার্হাণি করিষ্যন্নিতি কে-
চন॥ ৩৪॥

পরমানন্দস্বরূপাজ্ঞান মবিদ্যা। ততোদেহাদ্যভিমানাৎকামঃ ততঃ কর্ম্মাণিতৈঃ ক্লিশ্যমানানাং তন্নিবৃত্তয়ে শ্রবণাদ্যর্হাণি কর্ম্মাণি করিষ্যন্॥ ৩৪॥

পরমানন্দস্বরূপ, ভগবানেরস্বরূপ তত্ত্বকে জানিতে পারা যায় না যদ্দ্বারা, তাঁহার নাম অবিদ্যা, সেই অবিদ্যা নিরাসার্থে ভগবদবতার তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (ভবেস্মিন্নিতি)

কেহ কেহ বলেন, যে এই দুস্তর * সংসার সমুদ্রে আপতিত † দেহাদি অভিমান বিশিষ্ট জীব সকল ‡ অবিদ্যাকৃত

তোমার অবতার, অর্থাৎ কংস দূতকর্ত্তৃক তাড়িতা হইয়া পৃথিবী ব্রহ্মলোকে গমনকরেন, যথা ভবিষ্যে, (আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ) ভূরিভারে আক্রান্তা পৃথিবী ব্রহ্মার শরণাপন্না হয়েন, তদর্থে ব্রহ্মা ভগবানের প্রার্থনা করেন, তৎ প্রার্থিত ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছিলেন॥

* সংসারসমুদ্র পদে, অনন্তজন্ম অর্থাৎ যাহাতে জন্ম সংখ্যা রহিত তাহাকে ভবসমুদ্র কহে।

† দেহাভিমান পদে, আত্মাভিমান অর্থাৎ অহংকর্ত্তা অহংসুখী ইত্যাকার জ্ঞান।

‡ অবিদ্যাকৃত কামকর্ম্ম পদে, অভিলাষের নাম কাম, ভোগার্থ কর্ম্মের নাম কর্ম্ম, অর্থাৎ দেহাভিমানের সহিত ভোগাভিলাষের বিশেষ সম্বন্ধ, সুতরাং তাহারা পুনঃ২ জন্মমৃত্যুরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া

কামকর্ম্মাদি দ্বারা নিরন্তর ক্লিশ্যমান, অর্থাৎ পুনঃ২ জনন মরণরূপ যন্ত্রণায় পীড়িত হইতেছে তাহারদিগের পরিত্রাণার্থে অবতীর্ণ হইয়াছেন অর্থাৎ ভগবৎস্বরূপ তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিরদিগের * শ্রবণ এবং স্মরণার্থ জন্মগ্রহণে কর্ম্ম সকল করিয়াছেন।

শৃণ্বন্তিগায়ন্তিগৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ স্মরন্তিনন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ। তএব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং ভবপ্রবাহো পরমং পদাম্বুজং॥ ৩৫॥

অস্যপক্ষস্য সিদ্ধান্ততামভিপ্রেত্য শ্রবণাদি ফলমাহ শৃণ্বন্তীতি। নন্দন্তি অন্যৈঃ কীর্ত্ত্যমান মভিনন্দন্তি। যেজনাঃ ঈহিতং চরিতং

থাকে, যেহেতু কর্ম্মফলে স্বর্গ, স্বর্গাভোগাবসানে, পুনর্জ্জন্ম, জন্মিলেই কর্ম্ম করিতে হয়, অতএব কর্ম্মফলে পুনঃ২ যাতায়াত পরিশ্রম হয়।

* শ্রবণ স্মরণার্থ শব্দে তল্লীলাদি শ্রবণ এবং নামাদি স্মরণ যেহেতু ব্রহ্মস্বরূপতা লক্ষণে তাঁহাকে অতীন্দ্রিয় বলিয়াছেন, অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য কিন্তু (আত্মাবারে শ্রোতব্য মন্তব্য ইত্যাদি) শ্রুতি আজ্ঞা করিয়াছেন; সুতরাং শ্রুতি প্রসিদ্ধঃ আত্মার শ্রবণ মনন হইতে পারে না, একারণ আত্মশ্রবণ মননার্থে অবতীর্ণ হইয়া লীলাকর্ম্মাদির বিস্তার কহিয়াছেন। অর্থাৎ অনায়াসে জীবেরা যাহাতে কৃতার্থ হইতে পারে। তদর্থে শাতাতপ সংহিতায় লেখেন, (সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপ কল্পনাইতি) সাধকদিগের হিতের নিমিত্ত ভগবান্ আত্মরূপের কল্পনা করেন, তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ব্রহ্মখণ্ডং (ভক্তধ্যানৈক হেতো র্নিরূপমরুচিরং শ্যামরূপং দধানমিতি) ভক্তদিগের ধ্যানহেতু উপমা রহিত মনোহর শ্যামরূপ ধারণ করিয়াছেন।

তাবকং ত্বদীয়ং পদাম্বুজং তত্রব পশ্যন্ত্যেব অচিরেণৈবেতি সর্ব্বত্রাব ধারণং কীদৃশং ভবপ্রবাহস্য জন্ম পরম্পরায়া উপরমোযস্মিন্ তং ॥৩৫॥

ভগবানের পারমার্থিক রূপের দর্শন পক্ষের অভিপ্রায়ে কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন। যথা (শৃণ্বন্তীতি)

হে শ্রীকৃষ্ণ, যে সকল জীব (অভীক্ষশঃ) অর্থাৎ সদাসর্ব্বদা তোমার (ঈহিত) চরিত, অর্থাৎ লীলাকথা শ্রবণ করেন, এবং গুণমাহাত্ম্য গান করেন, আর তবনামোচ্চারণ করেন কিম্বা স্মরণ করেন, ও অন্য কর্ত্তৃক গুণকীর্ত্তন শ্রবণে আমোদিত হয়েন, * অচিরাৎ সেই সকল জীব তোমার † পাদপদ্মের দর্শন পায়, কীদৃশ পাদপদ্ম না, (ভবপ্রবাহোপরম) অর্থাৎ ‡ পুনঃ২ জন্মরূপ আবর্ত্তের উপরম যাহাতে হয়, সেই পাদপদ্ম ॥ ৩৫ ॥

অপ্যদ্যনস্ত্বং স্বকৃতেহিত প্রভো জিহাসসিস্বিৎসুহৃদোহনুজীবিনঃ। যেষাং নচা-

* অচির শব্দে অবিলম্ব অর্থাৎ বহুকালের অপেক্ষা থাকে না।

† পাদপদ্ম দর্শন পদে, তৎপরম রূপদর্শন অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় ভগবস্রূপ যাহাকে বেদান্তে দুর্দ্দর্শ কহেন, যথা (তংদুর্দ্দর্শ গূঢ়মনু প্রবিষ্টমিতি) পরমাত্মা, কেমন, না দুর্দ্দর্শ অর্থাৎ দুঃখেতেও যাঁহার দর্শন হয় না, যিনি অতি গূঢ় এবং সর্ব্ব জীবে অনুপ্রবিষ্ট অর্থাৎ অতি শূক্ষ্ম তাঁহাকে বিশ্বকার্য্য দর্শনে অনুভব করাযায়, কিন্তু দর্শন করাযায় না, সেই পরমরূপ দর্শন কেবল ঐকান্তিকীভক্তি দ্বারাই হয়।

‡ পুনঃ২ জন্মরূপ আবর্ত্ত পদে সংসার ভ্রমণ অর্থাৎ যাতায়াত, উপরম পদে নিবৃত্তিঃ।

ন্যস্তবতঃ পদাম্বুজাৎ পরায়ণং রাজসুযো-
জিতাং হসাং॥ ৩৬॥

ইদানীং তবাস্মৎ পরিত্যাগোহ্নুচিত ইত্যাশয়েনাহ অপীতিচতুর্ভিঃ হেপ্রভো সুহৃদোহনুজীবিনশ্চ নোহদ্যাপিস্বিৎ কিংস্বিৎত্বং জিহাসসি। যেষামস্মাকং অন্যৎ পরায়ণং নৈবাস্তি। কুতঃ রাজ সুযোজিত মংহো দুঃখং যৈস্তেষাং স্বানাং কৃতমীহিতং অপেক্ষিতং যেনতস্য সম্বোধনং স্বকৃতেহিতইতি বিসর্গান্তইতি পাঠে ত্বংপদ বিশেষণং॥৩৬॥

অধুনা তোমার আমারদিগকে পরিত্যাগ করা অনুচিত ইত্যাশয়ে কুন্তী চতুঃশ্লোকে কৃষ্ণের স্তব করিয়াছেন। যথা (অপীতি)

হে প্রভো * হে স্বকৃতেহিত, তোমার অনুজীবীসুহৃৎ যে আমরা আমারদিগকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, আমরা কেমন না, তোমাভিন্ন অন্য জানিনা, (অন্য পরায়ণ হীন অর্থাৎ আমারদের অন্য আশ্রয় নাই, † দুঃখ সমূহরূপ রাজ্যেযুক্ত করিয়া স্বীয়ভক্তদিগের পরিত্যাগে চেষ্টিত হইয়াছ। ইহা তোমার অত্যন্ত অনুচিত॥ ৩৬॥

নকেবয়ং নামরূপাভ্যাং যদুভিঃসহপাণ্ড-

---

* স্বকৃতেহিত, পদে অনুগত ব্যক্তি অত্যজ্য যাহার সম্বন্ধে হয় তাহাকে [স্বকৃতেহিত বলাযায়] অনুজীবী পদে তোমাকে অবলম্বন করিয়া জীবিত।

† দুঃখ সমূহ রাজ্য পদে যে রাজ্যেতে সর্ব্বদাই নানা দুঃখ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ পদেং শত্রু ভয়, এবং প্রজাপালনার্থ ধর্ম্মভয়, সদত সশঙ্কিত, ফলিতার্থ ক্ষণার্দ্ধকালও সুখ জন্মে না।

বাঃ। ভবতোদর্শনং যর্হিহৃষীকাণামিবে-
শিতুং॥ ৩৭॥

নম্বুত্তববন্ধঃবা যাদবাঃ পুত্রাশ্চ পাণ্ডবাঃ শূরাসমর্থাশ্চ তৎকার্পণ্যং ভাষসে অত আহকেইতি। যর্হিভবতো দর্শনং যদাতমস্মান্ নপশ্যসি তদানাম্না বিখ্যাত্যারূপেণ সমৃদ্ধ্যাচ যদুভিঃ সহিতাঃ পাণ্ডবা নাম কেবয়ং নকেপি তুচ্ছাইত্যর্থঃ। হৃষীকাণামীশিতুঃ জীবস্য দর্শনে যথা নকিঞ্চিন্নামচ রূপঞ্চ তদ্বৎ॥ ৩৭॥

কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন যে তবপুত্র যাদবেরা ওশূর পাণ্ডবেরা, যে তুমি পুনঃ২ কহ সে তোমার কার্পণ্য বাক্য অর্থাৎ মোহকর বাক্য তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (নকেবয়মিতি)

হে শ্রীকৃষ্ণ আমরা কে আমারদের নাম রূপই বা কি, অর্থাৎ অতিতুচ্ছ কেবল তোমার দর্শনেই যাদবের সহিত পাণ্ডবেরা * নামরূপে বিখ্যাত হইয়াছে, তোমার অদর্শনে, সকলেই মিথ্যাত্বে প্রতীতি হয়, সে কেমন, যেমন, এক জীবের সত্বাতে শরীরের, ইন্দ্রিয় সকল স্বস্ব ব্যাপারে বিখ্যাত হয়, † কিন্তু জীবের অদর্শনে সেই সকল ইন্দ্রিয় জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া যায়॥ ৩৭॥

* নাম পদে, রাজাভিমান রূপ পদে সমৃদ্ধি অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যে বিখ্যাত ফলিতার্থ এ অভিমান মিথ্যা, যাদবেরা কৃষ্ণপুত্র, পাণ্ডবেরা কৃষ্ণসখা বলিয়াই বিখ্যাত, নচেৎ কি খ্যাতি ও প্রতিপত্তিই বা কি।

† জীবের অদর্শন পদে মৃত্যু দেহে যেমন ইন্দ্রিয়ের বল থাকে না, সেইরূপ তোমার অদর্শনে যাদব ও পাণ্ডবের অবস্থা হয়।

নেয়ং শোভিষ্যতে তত্রযথেদানীং গদাধর।
তৎপদৈরঙ্কিতাভাতি স্বলক্ষণ বিলক্ষিতৈঃ
॥ ৩৮ ॥

কিঞ্চযথেদানীমিয় মস্মৎ পাল। ভূমিঃ স্বৈরসাধারণৈ র্বজ্রাঙ্কুশাদি ভির্লক্ষণৈঃ বিলক্ষিতৈঃ চিহ্নিতৈঃ তৎপদৈ রঙ্কিতা সতীভাতিতবতদা ত্বয়িনির্গতে সতি নশোভিষ্যতে॥ ৩৮ ॥

হে গদাধর শ্রীকৃষ্ণ, অধুনা তোমার * ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি উনবিংশতি লক্ষণাঙ্কিত চরণ চিহ্নে আমারদের পরিপাল্যা ধরণী অর্থাৎ হস্তিনাভূমি যাদৃক শোভিতা হইয়াছেন, তোমার নির্গমে অর্থাৎ তোমার দ্বারিকা গমনে এতদ্ভূমি তাদৃক শোভনা হইবেন না॥ ৩৮ ॥

* ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি উনবিংশতি চিহ্ন পদে অর্থাৎ (চন্দ্রার্দ্ধং কলসং ত্রিকোণ ধনুষাখং গোস্পদং প্রোষ্টিকাং। শংখং সব্যপদেহথদক্ষিণ-পদে কোণাষ্টকং স্বস্তিকং। ছত্রং চক্রং যবাঙ্কুশং ধ্বজপবিংজম্বূর্দ্ধ রেখাম্বুজং। বিভ্রাণাহরি মূন বিংশতিমহা লক্ষ্যাশ্রিতাঙ্ঘ্রিং ভজে।) শ্রীকৃষ্ণের বামচরণের চিহ্ন, অর্দ্ধচন্দ্র,॥ ১॥ কলস অর্থাৎ পুষ্প কলিকাকার॥ ২॥ ত্রিকোণ চিহ্ন॥ ৩॥ ধনুষাকার চিহ্ন॥ ৪॥ আকাশ অর্থাৎ একটী শূন্যাকার চিহ্ন,॥ ৫॥ গোস্পদ॥ ৬॥ প্রোষ্টিকা অর্থাৎ সফরীমৎস্যাকার॥ ৭॥ শংখ চিহ্ন॥ ৮॥ অনন্তর দক্ষিণচরণ চিহ্ন, কোণাষ্ট অর্থাৎ অষ্ট কোণাকার বেদী চিহ্ন॥ ৯॥ স্বস্তিক অর্থাৎ দীপাধার প্রদীপবৎ আকার॥ ১০॥ ছত্র॥ ১১॥ চক্র॥ ১২॥ যব চিহ্ন॥ ১৩॥ অঙ্কুশ অর্থাৎ হস্তীতর্জ্জনী প্রাকৃতভাষায় ডাঙ্গশ বলে॥ ১৪॥ ধ্বজাকার চিহ্ন॥ ১৫॥ পবি অর্থাৎ ইন্দ্রাস্ত্রবজ্র চিহ্ন॥ ১৬॥ জম্বূ অর্থাৎ জম্বূ ফল বিশেষাকার॥ ১৭॥ ঊর্দ্ধরেখা॥ ১৮॥ পদ্মচিহ্ন॥ ১৯॥ এই উনবিংশতি অঙ্কে অঙ্কিত পাদপদ্মদ্বয়।

ইমেজনপদাঃ স্বৃদ্ধা সুপক্কৌষধিবীরুধঃ।
বনাদ্রি নদ্যুদম্বন্তোহেধন্তে তববীক্ষিতাঃ
॥ ৩৭ ॥

অপিচ। ইমেজনপদা দেশাঃ স্বৃদ্ধাঃ স্বয়মৃদ্ধয়ঃ সন্তঃ ॥ ৩৭ ॥

পাণ্ডব মাতা কুন্তী শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন, হে জগদীশ্বর তোমার দর্শনে সমস্ত কুশল, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (ইমেইতি)

হে গোবিন্দ, তবদর্শনে এই জন পদ অর্থাৎ এই দেশ, (স্বৃদ্ধা) * স্বসমৃদ্ধিযুক্ত হইয়াছে, † ওষধি ‡ ও বীরুধ, যথা কালে সুপক্ক হইতেছে, এবং বন, পর্ব্বতাদিতে প্রস্ফোটিত কুসুম তরুরাজি রাজিত হইয়াছে, আর নদী সকল সুপ্রসন্ন সলিলা হইয়া নানা সুখ জন্মাইতেছে ॥ ৩৭ ॥

* সমৃদ্ধি পদে ঐশ্বর্য্যযুক্ত অর্থাৎ শুভাশুভ সমস্ত পদার্থই প্রভূত।

† ওষধি পদে ফলপাকান্ত অর্থাৎ ফলপাকেই যাহার অন্ত হয়, তথাহি কোষে [ওষধ্যঃফলপাকান্তা ইত্যাদি] ইত্যর্থে ধান্য যব গোধূম ব্রীহি কদলী প্রভৃতি, যেহেতু ইহারদিগের ফলপাকেই শেষ হইয়া যায়।

‡ বীরুধ পদে, লতাগুল্মাদি, যথা কোষে, [লতাগুল্মাশ্চ বীরুধ ইত্যাদি] লতাগুল্ম, অর্থাৎ স্বল্প শাখা পল্লবাদি বিশিষ্টা। বিস্তারিতা লতাকে বল্লী বলে, যথা [বল্লী বিস্তারিণীলতা ইত্যাদি] দুইকেই লতা কহে, যথা [অপরাজিতাদি লতা,] আর, [মালতী, মাধবী, শ্যামা প্রভৃতি বল্লী] গুল্ম পদে, স্বল্প শাখান্বিত বৃক্ষ অর্থাৎ মল্লিকা যুথী কুন্দ করবীর, তগর, ঝিন্টা প্রভৃতিকে গুল্ম বলিয়া উক্ত করে প্রাকৃত-ভাষায় (ঝাড়্গাছ বলে)।

অথ বিশ্বেশবিশ্বাত্মন্ বিশ্বমূর্ত্তে স্বকেষুমে।
স্নেহপাশমিমং ছিন্দিদৃঢ়ং পাণ্ডুষুবৃষ্ণিষু
॥ ৪০ ॥

গমনে পাণ্ডবানামকুশলং আগমনেচ যাদবানাং ইত্যুভয়তো ব্যাকুল চিত্তাসতীতেষু স্নেহনিবৃত্তিং প্রার্থয়তে তথেতি। বিশ্বেশে-ত্যাদি সম্বোধনানি স্নেহচ্ছেদে সামর্থ্যাখ্যাপনায় দৃঢ়ং সন্তং ॥ ৪০ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমার গমনে পাণ্ডবদিগের অকুশল, আগ-মনে যাদবদিগের অকুশল হয়, এতদুভয়েরি চিত্ত তব বিচ্ছেদে ব্যাকুল, এতাদৃক তাহারদিগের প্রতি নিজ স্নেহের নিবৃত্তি প্রার্থনা করিতেছ, ইত্যাশয়ে স্তব করিয়াছেন। যথা (তথেতি)

হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বাত্মন্, হে বিশ্বমূর্ত্তে, শ্রীকৃষ্ণ, স্বীয়জন পাণ্ডব এবং যাদবাদিতে এতাদৃক্ দৃঢ় স্নেহ পাশ ছেদনে সমর্থ হইতেছ, যাহা অন্যে পারে না, ইত্যাশয়ে তুমিই সমর্থ, ইত্যর্থে * বিশ্বেশ, বিশ্বাত্মা, বিশ্বমূর্ত্তি বলিয়া সম্বো-ধন করিয়াছেন ॥ ৪০ ॥

* বিশ্বেশ পদে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের এক কর্ত্তা, বিশ্বাত্মা পদে সম্যক্ অর্থাৎ সর্ব্বজীবের আত্মারূপে অবস্থিত, বিশ্বমূর্ত্তি পদে বিরাট অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই মূর্ত্তি যাঁর, অতএব শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বমায়াতীত, সুতরাং মায়াতীত ব্যক্তির স্নেহপাশ ছেদনে সর্ব্বদাই সামর্থ্য হয়। নচেৎ শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন লীলায় গাঢ়ানুরাগিণী গোপীগণ'কে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া কি মথুরা গমন করিতে পারিতেন।

ত্বয়িমেঽনন্যবিষয়ামতির্মধুপতেঽসকৃৎ।
রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘ মুদন্বতি॥ ৪১॥

ততঃ কিং অতআহ। ত্বয়ীতি। অনন্য বিষয়া সতীমেমতিঃ। রতিমুদ্বহতাং অনবচ্ছিন্নাং প্রীতিং করোত্বিত্যর্থঃ। ওঘং প্লবং যথা গঙ্গাপ্রতিবন্ধং নগণয়তি এবং মতিরপি বিঘ্নান্ নগণয়ত্বিতিভাবঃ॥৪১॥

অনন্তর কুন্তী আত্ম দৃঢ়তা জানাইতে শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন। যথা (ত্বয়ীতি)

হে শ্রীকৃষ্ণ, * হে মধুপতে, অনন্য বিষয়া আমার † মতি তোমাতে অনবরত ‡ রতিকে উদ্বহন করিতেছে, তাহা ॥ কোন বিঘ্নেতেও নিবারণ করিতে পারে না, যেমন ¶ গঙ্গাতরঙ্গেতে ভেলার গতির কোন মতে প্রতিবন্ধ হয় না॥ ৪১॥

---

* মধুপতি পদে, মধু নামে যদুবংশীয় রাজা ছিলেন, তৎকুলোদ্ভব ইত্যর্থে মধুপতি, যেমন যদুবংশজাত বলিয়া যদুপতি বলে, অথবা মধু শব্দে মথুরা, তদীশ্বর, একারণ মধুপতি বলিয়া উক্ত সম্বোধন করেন।

† সতীমতি পদে, শোভনা বুদ্ধি অর্থাৎ যে বুদ্ধিতে স্বরূপ তত্ত্ব ভাসমান হইয়াছে।

‡ রতিকে উদ্বহন করেন, ইত্যর্থে ভক্তি বিষয়াবৃত্তি।

॥ কোন বিঘ্ন পদে, ধনজন যৌবনাদিতে তোমাতে মতি বিচ্ছেদ করিতে পারে না, অনন্য বিষয়ামতি ইত্যর্থে, তোমা ভিন্ন অন্য বিষয় চিন্তা রহিতামতি।

¶ গঙ্গাতরঙ্গ পদে, বর্ষাকালে পরিপূর্ণ গঙ্গার ওঘ অর্থাৎ তরঙ্গ তাহাতে প্লবার গতি নিবারণ হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনীধ্রুগ্রাজন্য বংশ দহনানপবর্গবীর্য্য। গোবিন্দ গোদ্বিজ সুরার্ত্তি হরাবতার যোগেশ্বরাখিল গুরো ভগবন্নমস্তে॥ শ্রীসূত উবাচ॥ ৪২॥

এবমভ্যর্থ্য পুনঃ প্রণমতি। হে শ্রীকৃষ্ণ তেমনঃ। উপকারমনুস্মরন্তী বহুধা সম্বোধয়তি। কৃষ্ণসখ অর্জ্জুনস্যসখে। বৃষ্ণীনাং ঋষভ শ্রেষ্ঠ। অবনৈ্যভুনৈ্যদ্রুহ্যন্তি যে রাজন্যাঃ তেষাং বংশস্য দহন এবমপি অনপবর্গবীর্য্য অক্ষীণ প্রভাব। গোবিন্দ প্রাপ্ত কাম ধেম্বৈশ্বর্য্য। গোদ্বিজ সুরাণাং আর্ত্তিহর অবতারোযস্য ইতি॥ ৪২॥

এতৎস্তবনানন্তর গূঢ়ার্থ প্রতিপাদনে পুনঃ প্রণাম করিয়া কুন্তী উপকারের অনুস্মরণ করতঃ বহুবিধ সম্বোধনে, কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে যথা (শ্রীকৃষ্ণেতি)

হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমাকে নমস্কার করি, যেহেতু তুমি * কৃষ্ণঃ

* কৃষ্ণসখ শব্দে অর্জ্জুনসখা, ইহাতে কুন্তীর বাৎসল্যই প্রকাশ পায়, পুনঃ প্রণামের সম্ভাবনা থাকেনা, যেহেতু, পুত্রসখাকে পুত্রবৎ দেখে সুতরাং বাৎসল্যে প্রণাম অত্যন্ত দোষাবহ হয়। তদর্থে ব্যাখ্যা করাযায়, অর্জ্জুনসখা বলাতে শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা বলিয়া নমস্কার করিয়াছেন, অর্থাৎ জীবেশ্বরের সখ্যতা আছে যথা শ্রুতিঃ [দ্বৌসুপর্ণাসযুজাসখায় ইতি] দেহস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড সেই ব্রহ্মাণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষাকার তাহাতে পক্ষীস্বরূপেসখাভাবে জীব পরমাত্মার আশ্রয়, সুতরাং কৃষ্ণসখা বলাতেই কৃষ্ণের আত্মত্ব প্রসিদ্ধিঃ যেমন তত্ত্বমস্যার্থে জীবাত্মাও পরমাত্মায় শ্রুতি অভেদ বর্ণন করেন, সেইরূপ কৃষ্ণার্জ্জুনকেও এখানে স্বগুণে অভেদ কহিয়াছেন, অভেদাত্মক জীবের আত্মা সংজ্ঞা তদ্রূপ

সখ অর্থাৎ অর্জ্জুনের সখা। পুনঃ * বৃষ্ণ ঋষভ, † ও অবনী দ্রোহকারী যেং সকল রাজা তাহারদিগের বংশ দহন, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় কুলান্তকারী অগ্নিস্বরূপ এবং অনপবর্গবীর্য্য অর্থাৎ ‡ অক্ষীণ প্রভাব হে ॥ গোবিন্দ, গো বিপ্র, দেবতাদিগের আর্ত্তি (ক্লেশ) হরণার্থ অবতার হইয়াছ, হে ভগবন্ হে যোগেশ্বর, অখিলগুরু, তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৪২ ॥

পৃথয়েত্থং কলপদৈঃ পরিণূতাখিলোদয়ঃ।
মন্দং জহাস বৈকুণ্ঠোমোহয়ন্নিবমায়য়া ॥ ৪৩ ॥

কলানি মধুরাণিপদানি যেষুতৈর্ব্বাক্যৈঃ পরিণূতোঽখিল উদয়ো মহিমাযস্যসঃ। ণূস্তুতাবিতাস্মাৎ পরিণূতেতি বক্তব্যেদীর্ঘশ্ছন্দোনুরোধেন। মন্দমীষৎ। তস্যহাসএব মায়া বক্ষ্যতিহি হাসোজনোন্মাদকরীচমায়েতি ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণেতে অভেদ জন্য অর্জ্জুনকেও কৃষ্ণ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, যেহেতু সমান ধর্ম্মী নরনারায়ণ নামা ঋষি, যদ্রূপ আত্মাতে মায়া রহিত কিন্তু জীবের মায়িকত্ব তদ্রূপ মায়াতীত কৃষ্ণ, অর্জ্জুন মায়াভিভূত অতএব অর্জ্জুনকে আত্মপুত্র তৎসখা কৃষ্ণ বলিয়া কুন্তী সম্বোধন করেন নাই।

* বৃষ্ণিঋষভ পদে, বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বৃষ শব্দে পুরুষ, ণকারে জ্ঞান ঈকারে প্রকৃতি, তদর্থে প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ অতএব কৃষ্ণকে কুন্তী প্রণাম করিয়াছেন।

† অবনীর বিদ্রোহকারী রাজা পদে, কংসবাণ নরক, শাল্বজরাসন্ধ শিশুপাল দন্তবক্র প্রভৃতি ইহারদিগের বংশদাহক।

‡ অক্ষীণপ্রভাব পদে, যন্মহিমার ক্ষয়নাই।

॥ গোবিন্দ পদে, প্রাপ্ত কামধেনুর ঈশ্বরতা অর্থাৎ কামধেনুর নিকট যেং অভিলাষ করে তাহা প্রাপ্ত হয়, গোবিন্দ নামানুস্মরণেও সমস্ত কামের পূরণ হয়।

শ্রীসূতগোস্বামী শৌনকাদি নৈমিষীয় ঋষিগণকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (পৃথয়েত্থমিতি)

পৃথা অর্থাৎ কুন্তী (কলপদ) শব্দে মধুরাক্ষরে বিচিত্র পদ বিন্যাস দ্বারা ভগবানের মহিমানুস্মরণরূপ স্তব করিলেন, তৎশ্রবণে * (বৈকুণ্ঠ) শ্রীকৃষ্ণ মন্দহাস্য অর্থাৎ ঈষৎহাস্য যুক্ত হইলেন। † সেই হাস্যই মায়া তদ্দ্বারা মোহিত করিয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥

তাং বাঢ়মিত্যুপামন্ত্র্য প্রবিশ্যগজসাহ্বয়ং। স্ত্রিয়শ্চস্বপুরং যাস্যন্ প্রেম্না রাজ্ঞানিবারিতঃ ॥ ৪৪ ॥

ত্বয়িমেঽনন্য বিষয়াইতি যৎপ্রার্থিতং তৎবাঢ় মিত্যঙ্গীকৃত্য। রথস্থানাৎ গজসাহ্বয় মাগত্য পশ্চাৎতাঞ্চ অন্যাস্তুভদ্রাদ্যাঃ। স্ত্রিয় উপামন্ত্র্য অনুজ্ঞাপ্যস্বপুরং যাস্যন্ রাজ্ঞাযুধিষ্ঠিরেণ প্রেম্না অত্রৈব কিঞ্চিৎ কালং নিবসেতি সং প্রার্থ্য নিবারিতঃ ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্বে কুন্তী প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যে ‡ অনন্য বিষয় যে আমরা, আমারদিগকে তোমার ত্যাগ করা অনুচিত তদর্থে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। যথা (তামিতি)

---

* বৈকুণ্ঠ শব্দে যাঁহাতে কোন দুঃখ নাই অর্থাৎ অখণ্ডানন্দস্বরূপ।

† তাঁহার হাস্যই যে মায়া, তাহার প্রমাণ ভগবানের বিরাটরূপ বর্ণনে বর্ণন করিয়াছেন। যথা [হাসোজনোন্মাদ করীচমায়েতি] ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হাস্যই লোকোন্মাদকারিণী মায়া অতএব ভগবৎহাস্য জনমোহন অবশ্যই হইতে পারে।

‡ অন্যান্য বিষয়ার্থে পূর্ব্বে কুন্তী কহিয়াছিলেন। যথা [ত্বয়িমেঽ-

শ্রীকৃষ্ণ কুন্তী বাক্যেস্বীকৃত হইয়া আরও কিঞ্চিৎকাল বাসের ইচ্ছা করিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ কুন্তী এবং সুভদ্রাদি স্ত্রীগণকে (উপামন্ত্র্য) অর্থাৎ জানাইয়া স্বপুর অর্থাৎ দ্বারিকাগমনের অভিমত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রেমপূর্ব্বক * যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া †রথস্থান হইতে গজসাহ্বয় অর্থাৎ হস্তিনায় প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৪৪ ॥

ব্যাসাদ্যৈরীশ্বরেহাজ্ঞৈঃ কৃষ্ণেনাদ্ভুত কর্ম্মণা। প্রবোধিতোপীতিহাসৈর্নাবুধ্যত শুচার্পিতঃ ॥ ৪৫ ॥

অথ ভীষ্মনির্য্যাণোৎসবং বক্তুং উপোদ্ঘাতকথাং প্রস্তৌতি। ব্যাসাদ্যৈঃ প্রবোধিতোপি শুচাবাপ্তঃ সন্ নাবুধ্যত বিবেকং নপ্রাপ। কুতঃ ঈশ্বরেহায়া অজ্ঞৈঃ স্বভক্ত ভীষ্মনির্য্যাণ মহোৎসবায় রাজ্ঞাসহ কুরুক্ষেত্রং গন্তব্যং তন্মুখেনৈবায়ং প্রবোধনীয়ইতি হীশ্বরাভিপ্রায়ঃ কার্য্যদ্বয় বিধায়কঃ তমজানদ্ভিরিত্যর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণেনাপি প্রবোধিতোনাববুধ্যত। তত্রহেতুঃ অদ্ভুত কর্ম্মণা যথা। কুরুপাণ্ডব সন্ধানার্থং গতোপি যথোচিত মেববদন্নপি বিগ্রহমেব স্বীকৃতবান্ এবমত্রাপি প্রবোধয়ন্নবোধমেব দৃঢ়ীচকারেত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

[নন্যবিষয়া ইতি] আমরা তোমাতে অনন্য বিষয় অর্থাৎ তোমা ভিন্ন অন্যং পরায়ণ নহি যেহেতু আমারদিগের তুমিই একাগতি হইয়াছ।

* যুধিষ্ঠির নিবারণ করিলেন, তদভিপ্রায় এই যে শ্রীকৃষ্ণ তুমি আরও কিঞ্চিৎ দিবস আমারদিগের ভবনে বাস করহ।

† রথস্থান পদে, রথশালা অর্থাৎ যে স্থানে রথ থাকে।

অনন্তর ভীষ্ম নির্ব্বাণোৎসব শব্দে ভীষ্ম দেহোপরম অর্থাৎ দেহাবসানস্বরূপ উৎসব কথনাভিপ্রায়ে * উপোদ্ঘাত কথার ব্যাখ্যা করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (ব্যাসাদ্যৈরিতি)

ঈশ্বরে । হাজ্ঞব্যাসাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক এবং অদ্ভূত কর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়াও বোধ করিতে অশক্ত অর্থাৎ যুধিষ্ঠির বিবেক প্রাপ্ত হইলেন না। কারণ তাঁহার চিত্ত শুচার্পিত অর্থাৎ তৎকালিন তচ্চিত্ত গাঢ় শোকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৪৫ ॥

তৎকারণ স্বামী ব্যাখ্যা করেন, যে ঈশ্বরেহা অর্থাৎ ঈশ্বর চেষ্টা অজ্ঞকর্ত্তৃক বোধহয়না, যাহা ব্যাসাদিরা বোধকরিয়াছেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারিকাগমনের নিবারণ কারণদ্বয়ে হয়, যেহেতু ভীষ্মমৃত্যু সন্দর্শননা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দ্বারিকা গমনে মন ছিল না, কিন্তু আত্ম চেষ্টায় থাকিতেন না অন্য দ্বারা নিবারণ করাই তাঁহার অভিলাষ, এই দুই কারণ, এজন্য যুধিষ্ঠির দ্বারা আত্ম গমনের নিবারণ করিয়াছিলেন, ফলিতার্থ ঈশ্বরাভিপ্রায় অনেক কার্য্যের বিধায়ক হয়েন, কেননা ভীষ্ম মরণোৎসবে রাজার সহিত কুরুক্ষেত্রে গমন করিবেন, এমত ইচ্ছুক ছিলেন, অথচ তাহা আত্ম মুখে কহিবেন না, যেহেতু তিনি অদ্ভুত কর্ম্মা, তাঁহার অভিপ্রায় কি, তাহা অজ্ঞে

---

* উপোদ্ঘাত কথা পদে, বিবেকোৎপাদিকা কথা।

। ঈহা পদে, চেষ্টা অর্থাৎ অভিপ্রায়।

জানিতে পারে না। তাহার দৃষ্টান্ত কুরুপাণ্ডবের সন্ধির নিমিত্ত হস্তিনায় গিয়া সন্ধ্যনুগত নানামত বাক্য কহিয়াছিলেন, তথাপি তাহারদিগের বিগ্রহ অর্থাৎ সংগ্রাম স্বীকার করাইলেন অর্থাৎ ঈশ্বরের মনের কথা জানিতে কেহই শক্ত হয় না। সেইরূপ নানা প্রকারে প্রবোধ দেওয়াতেও যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ জন্মিল না ॥ ৪৫ ॥

আহরাজা ধর্ম্মসুত শ্চিন্তয়ন্ সুহৃদাং বধং।
প্রাকৃতেনাত্মনা বিপ্রাঃ স্নেহমোহ বশং গতঃ
॥ ৪৬ ॥

অবোধমেব প্রপঞ্চয়তি। আহইতিষড্ভিঃ। প্রাকৃতেন অবিবেক প্রাপ্তেন আত্মনা চিত্তেন হে বিপ্রাঃ ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণাদি কর্ত্তৃক নানোপদেশ অর্থাৎ বহু প্রকার উপদেশ দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠির বিবেক প্রাপ্ত হইলেন না, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (আহইতি)

সূতগোস্বামী শৌনকাদিকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, (হে বিপ্রাঃ) হে ঋষিগণেরা শ্রবণ করহ ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির * সুহৃৎবধ জন্য চিন্তা পরায়ণ হইয়া †প্রাকৃতাত্মা ব্যক্তির ন্যায় স্নেহ ও মোহের বশতাপন্ন হইয়া কহিতেছেন ॥ ৪৬ ॥

---

* সুহৃৎবধ জন্য চিন্তা পদে, আত্মীয় জন বধে আপনাকে অপরাধী জ্ঞান করিলেন।

† প্রাকৃতাত্মা পদে বিবেক রহিত, বিবেক শব্দে হিতাহিত বিবেচনা, সুতরাং তদ্রহিত ব্যক্তিকে প্রাকৃতাত্মা বলে।

অহোমেপশ্যতাজ্ঞানং হৃদিরূঢ়ং দুরাত্মনঃ।
পারক্যস্যৈব দেহস্য বহ্বোমেঽক্ষৌহিণী
র্হতাঃ ॥ ৪৭ ॥

পারক্যস্য স্বশৃগালাদ্যাহারস্য দেহস্যার্থে মেময়া অক্ষৌহিণীঃ অক্ষৌহিণ্যঃ অক্ষৌহিণী প্রমাণং ব্যাসেনোক্তং। অক্ষৌহিণী প্রসংখ্যাতা রথানাং দ্বিজসত্তম। সংখ্যাগণন তত্ত্বজ্ঞৈঃ সহস্রাণ্যেক বিংশতিঃ। শতান্যুপরিচাষ্টৌচ তথাভূয়শ্চ সপ্ততিঃ। গজানাঞ্চ প্রসংখ্যানমেত দেব প্রকীর্ত্তিতং। জ্ঞেয়ং শতসহস্রন্তু সহস্রাণি নবৈবতু নরানামপি পঞ্চাশৎশতানি ত্রীণিচৈবহি। পঞ্চষষ্টিসহস্রাণি তথা শ্বানাংশতানিচ দশোত্তরাণি ষটপ্রাহুঃ সংখ্যাতত্ত্ববিদোজনাঃ। এতামক্ষৌহিণীং প্রাহু র্যথা বদিহ সংখ্যয়েতি ॥ ৪৭ ॥

মহারাজা যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখান্তঃকরণে আপনাকে নির্ঘৃণ জানিয়া বিলাপ করিয়া কহিতেছেন। যথা (পারক্যস্যেতি)

অহো, কি আশ্চর্য্য দেখ দুরাত্মা যে আমি আমার হৃদয়ে কি এ অজ্ঞান আরোহণ করিয়াছে, যেহেতু * পারক্য

---

* পারক্যদেহ পদে, স্বামী ব্যাখ্যা করেন [স্বশৃগালাদ্যাহারভূত,] অর্থাৎ যে দেহ শৃগাল কুঃকুরাদির আহারভূত হইয়াছে। আদি পদে এতদ্দেহের আরো অবস্থা হয়। যথা [কৃমিবিট্‌ভস্ম সংজ্ঞিতেতি] অর্থাৎ মরণানন্তর এই দেহ কৃমি বা ভস্ম কিম্বা বিষ্ঠাভূত হয়, শৃগালাদির আহারে [বিষ্ঠা] অগ্নিদাহে [ভস্ম] মৃত্তিকাতলে পোথিত করিলে [কৃমি] হইয়া যায়, অতএব এতদ্দেহ রক্ষার্থে যে পরপ্রাণহরণ করা, ইহাকেই পরম অজ্ঞান বলে।

যে দেহ তদ্রক্ষার্থে আমি বহু * অক্ষৌহিণীর প্রাণ নষ্ট করিয়াছি ॥ ৪৭ ॥

বালদ্বিজ সুহৃন্মিত্র পিতৃ ভ্রাতৃ গুরুদ্রুহঃ।
নমেস্যান্নিরয়ান্মোক্ষোহপ্যপিবর্ষ যুতাযুতৈঃ
॥ ৪৮ ॥

সুহৃদঃ সম্বন্ধিনঃ মিত্রাণিঃ সখায়ঃ পিতরঃ পিতৃব্যাঃ ॥ ৪৮ ॥

† বালক, ব্রাহ্মণ, সুহৃত্ত, মিত্র, পিতৃ ভ্রাতৃ গুরু প্রভৃতিকে বধ করিয়াছি তদ্বধ জন্য পাতকে আমি অযুতাযুত বৎসরেও নরক হইতে মুক্ত হইতে পারিব না ॥ ৪৮ ॥

* অক্ষৌহিণী পদে, সংখ্যা বিশেষঃ। ইহার প্রমাণ বেদব্যাস উক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ সংখ্যা গণন তত্বজ্ঞ দ্বারা অক্ষৌহিণীর পরিমাণ রথ [২১৮৭০] এক বিংশতিসহস্র অষ্টশত সপ্ততি [২১৮৭০] হস্তীরও এতৎসংখ্যা হয় অশ্ব [৬৫৬১০] পঞ্চষষ্টিসহস্র ছয়শত দশ, মনুষ্য অর্থাৎ পদাতি [১০৯৩৫০] এক লক্ষ নবসহস্র তিন শত অঞ্চাশৎ এতৎ অক্ষৌহিণী সর্ব্ব সহিত [২১৮৭০০] দুই লক্ষ অষ্টাদশ সহস্র সপ্তশত পরিমাণ এমত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর বিনাশ আমা হইতে হইয়াছে, অতএব আমারমত অজ্ঞান কে আছে।

† বালকাদি পদে, অভিমন্যু সুভদ্রাপুত্রও ঈরাবান্ ঈরাবতীপুত্র অর্থাৎ অর্জ্জুন পত্নী নাগ কন্যা ঈরাবতী তৎপুত্র ঈরাবান্ ঘটৎকচ এবং দুর্য্যোধনাদির পুত্র বধ; ব্রাহ্মণ পদে দ্রোণাদি, সুহৃৎ পদে ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটাদি মিত্র পদে চেদিমাগধ জয়দ্রথ প্রভৃতি, পিতৃ পদে পিতৃব্য অর্থাৎ বাহ্লীকাদি তৎপদে কুরুবংশীয় বৃদ্ধরাজা অপিবাশল্যাদি, ভ্রাতৃ পদে কর্ণ দুর্য্যোধনাদি গুরুপদে পিতামহ ভীষ্মাদিকে বধ করিয়াছি।

নৈনোরাজ্ঞঃ প্রজা ভর্ত্তুর্ধর্ম্মোযুদ্ধে বধো-দ্বিষাং। ইতিমেনতুবোধায় কল্পতে শা-সনং বচঃ ॥ ৪৯ ॥

দ্বিষাং বধএনঃ পাপং নভবতীতি যৎশাসনং শিক্ষারূপং বচঃ কুতঃ নকল্পতে যতস্তদ্বচঃ প্রজাভর্ত্তুরেব অয়ংভাবঃ। প্রজানামন্যতোবাধে প্রসক্তে তদ্বধোঽনুজ্ঞাতঃ। দুর্য্যোধনেনতু প্রজায়াংপাল্যমানায়াং ময়া কেবলং রাজ্যলোভেন হতত্বাৎ পাপমবেদমিতি ॥ ৪৯ ॥

রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণাদিকে কহিতেছেন যে প্রজাভর্ত্তু রাজা-দিগের ধর্ম্ম যুদ্ধে শত্রু বধ করা তাহাতে বধ জন্য পাতক হয় না, এতৎবাক্য আমার বোধের নিমিত্ত অর্থাৎ বিবেকের নি-মিত্ত নহে, যেহেতু ইহাকে শাসন পরমাত্রই কহিতে হয়, শুদ্ধ রাজ্য রক্ষার্থ ক্ষত্রিয়গণকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবার কারণ, নচেৎ ধর্ম্ম পর বলাযায় না। অপিবা জদিও এতদ্বাক্যে ধর্ম্ম পরত্বে অঙ্গীকার করাযায়, তাহার ব্যক্ত্যন্তরের অপেক্ষা করে আমার পক্ষে নহে। যথা প্রজা ভর্ত্তা অর্থাৎ প্রজা রক্ষা কর্ত্তা রাজা যদ্যপি অন্যৎ শত্রু কর্ত্তৃক প্রজা উপদ্রুত হয় দেখে তবে সংগ্রাম দ্বারা সেই শত্রুকে বধ করিতে পারে তাহাতে পাপ নাই, ইহাতে তাৎকালিক প্রজা পালনে তৎপর দুর্য্যো-ধন রাজা ছিল সুতরাং শত্রু বধ জন্য তাহার হানি হইতে পারে না, আমি রাজা ছিলাম না, শুদ্ধ রাজ্য লোভে অর্থাৎ রাজ্য প্রাপণাশয়েই প্রাণীহত্যা করিয়াছি ইহাতে বধ জন্য পাতকী না হইবার বিষয় কি ॥ ৪৯ ॥

স্ত্রীণাং মদ্ধতবন্ধূনাং দ্রোহোযোসাবিহো-

খিতঃ। কর্ম্মভির্গৃহমেধীয়ৈর্নাহং কল্পো-
ব্যপোহিতুং॥ ৫০॥

যুদ্ধেপুংসাংবধো নামধর্ম্মঃ স্ত্রীণাং ময়াহতবন্ধবোযাসাং তাসাং যোঽসৌদ্রোহোঽস্মদ্দিষ্টোপ্যুত্থিতঃ তংব্যপোহিতুং অপাকর্ত্তুং কল্প সমর্থোনাহং। গৃহমেধীয়ৈঃ গৃহাশ্রমবিহিতৈঃ॥ ৫০॥

রাজা যুধিষ্ঠির আত্ম অখণ্ড দুষ্কৃতি স্মরণ করতঃ কহিয়াছিলেন। যথা (স্ত্রীণামিতি)

হে ভগবন্ আমি সংগ্রামে অনেক স্ত্রীর পতিকে নিহত করিয়াছি, তাহাতে তাহাঁরা হতবন্ধু হইয়াছে, সেই হিংসা জন্য আমাতে উত্থিত হইয়াছে যে দুষ্কৃতি * গৃহমেধীয় কর্ম্ম দ্বারা আমি তাহার ক্ষালন করিতে অশক্ত হইতেছি।

যথা পঙ্কেন পঙ্কাম্ভঃ সুরয়াবা সুরাকৃতং।
ভূতহত্যাং তথৈবৈকাং নযজ্ঞৈর্মাষ্টুমর্হতি
॥ ৫১॥

নন্বশ্বমেধেন সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজতেইতি শ্রুতিঃ। পাপমশ্বমেধেন নশ্যেদেবেত্যাশঙ্ক্য অবিবেক বিজৃম্ভিতং। হেতুবাদ মাশ্রিত্য নিরাকরোতি যথা পঙ্কেন পঙ্কাম্ভোনমৃজ্যতে। যথা সুরালেশকৃত মপাবিত্র্যং বহ্ব্যাসুরয়া নমৃজ্যতে তথৈবভূতহত্যামেকাং প্রমাদতোজাতাং বুদ্ধিপূর্ব্বকং হিংসা প্রায়ৈর্যজ্ঞৈঃ মাষ্টুং শোধয়িতুং নার্হতীতি॥ ৫১॥

* গৃহমেধীয় পদে গৃহাশ্রম বিহিত অর্থাৎ যাগযজ্ঞ ব্রতপ্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তদ্দুঃদৃষ্টের নিবারণ হয় না।

হে শ্রীকৃষ্ণ, প্রমাদত অর্থাৎ কারণ বশতঃ হিংসা জনিত পাতক বুদ্ধিপূর্ব্বক জীব হিংসা রূপ যজ্ঞ দ্বারা মার্জ্জন হইতে পারে না তবে শ্রুতি সংবাদ করিয়াছেন, যে (সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোঽশ্বমেধেন যজতে) সে ব্রহ্মহত্যাদি সকল পাপ হইতে নিস্তার পায় যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, এতদ্বাক্য (অবিবেক বিজৃম্ভিত) অর্থাৎ বিবেচনা সিদ্ধ হয় না, যেহেতু বিবেক শূন্য বাক্যে অবিবেকীরমত সিদ্ধঃ তদর্থে হেতুবাদ দ্বারা নিরাস করিতেছেন। যথা (যথেতি) হে গোবিন্দ, যেমন * পঙ্কাম্ভ হইতে পঙ্ক, ধৌত হয় না, যেমন † সুরাক্ষালিত সুরাপাত্র পবিত্র নহে, তদ্রূপ জীব হত্যাজনিত পাতক ‡ অপর জীব হত্যারূপ যজ্ঞ দ্বারা মার্জ্জন হইতে পারে না॥ ৫১॥

ইতিশ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে কুন্তীস্তবো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে শুকপ্রণীত পরমহংস সংহিতায় প্রথমস্কন্ধে পরীক্ষিতোপাখ্যানে কুন্তীস্তব নামে অষ্টমাধ্যায় ॥ ৮ ॥

---

* পঙ্কাম্ভ অর্থাৎ পঙ্কমিশ্রিত জল তাহাতে পঙ্কধৌত হয় না।

† সুরাক্ষালিত সুরাপাত্র অর্থাৎ স্বাভাবিক সুরা অপবিত্র তল্লেশমাত্রতঃ দ্রব্য অপবিত্র হয়, সুতরাং সুরা দ্বারাক্ষালন করিলে সুরাপাত্র পবিত্র হইতে পারে না।

‡ জীবহত্যারূপ যজ্ঞ পদে, যজ্ঞে পশু চ্ছেদের আবশ্যক সুতরাং এক হত্যা নিবারণার্থে অপর হত্যা করা বিধি হয় না।

অথ নবমাধ্যায়ঃ ১ স্কং।

যুধিষ্ঠিরায় ভীষ্মেণ সর্ব্বধর্ম্মনিরূপণং। কৃষ্ণ স্তুতিশ্চমুক্তিশ্চ নবমে তস্যবর্ণ্যতে॥ ০॥

স্বামীকৃতমুখবন্ধং।

শ্রীধরস্বামী কৃত মুখবন্ধ অর্থাৎ নবমাধ্যায় প্রথমে সমস্ত অধ্যায়ের ফল কহিয়াছেন। যেহেতু অত্রাধ্যায়ে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সর্ব্বধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া কহেন এবং ভীষ্ম কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি ও ভীষ্মের মুক্তি বর্ণন করিয়াছেন॥ ০॥

শ্রীসূতউবাচ।

ইতিভীতঃপ্রজাদ্রোহাৎ সর্ব্বধর্ম্মবিবিৎসয়া। ততোবিনশনং প্রাগাদযত্র দেবব্রতোঽপতৎ ॥ ১॥

যদর্থং তস্য বিবেকঃ শ্রীকৃষ্ণেন সংবর্দ্ধিতঃ তদ্দর্শয়তীতি। সর্ব্বেষাং ধর্ম্মাণাং বিবিৎসয়া বেদিতু মিচ্ছয়া বিনশনং কুরুক্ষেত্রং দেবব্রতো ভীষ্মঃ॥ ১॥

যে নিমিত্ত রাজা যুধিষ্ঠিরের বিবেক শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক্ সংবর্দ্ধিত হয় অর্থাৎ প্রজাহিংসায় রাজার কারুণ্য জন্মে এবং আপনাকে নির্ঘৃণ রূপে বিচার করেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (ইতিভীতইতি)

শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিতেছেন, যে মহারাজা যুধিষ্ঠির প্রজা দ্রোহ অর্থাৎ জীব হত্যাপাতকে অত্যন্ত ভীত হইয়া সর্ব্বধর্ম্ম বিবিৎসায় অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্ম জানিবার ইচ্ছায় বিনশনক্ষেত্রে অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন, যে স্থানে * দেবব্রত ভীষ্ম শরশয্যায় পতিত আছেন ॥ ১॥

তদাতেভ্রাতরঃ সর্ব্বেসদশ্বৈঃ স্বর্ণভূষিতৈঃ।
অন্বগচ্ছন্রথৈর্বিপ্রা ব্যাস ধৌম্যাদয়স্তথা॥
ভগবানথ বিপ্রর্ষেরথেন সধনঞ্জয়ঃ। সতৈর্ব্যরোচতনৃপঃ কুবেরইব গুহ্যকৈঃ॥ দৃষ্টা নিপতিতং ভূমৌদিবশ্চ্যুত মিবামরং। প্রণেমুপাণ্ডবাভীষ্মং সানুগাঃ সহচক্রিণা ॥২॥

সদশ্বৈঃ শ্রেষ্ঠা অশ্বাযেষুতৈরথৈঃ॥ ২॥

হে বিপ্রর্ষে শৌনক শ্রবণ করহ। তদনন্তর পাপভীত যুধিষ্ঠিরের সহিত ভ্রাতৃগণেরা অর্থাৎ ভীম নকুল সহদেব স্বর্ণভূষিত সুশিক্ষিত অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করতঃ পশ্চাৎ

* দেবব্রত পদে, দেবতাদিগের অসাধ্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভয়ানক কর্ম্ম সম্পাদন নিমিত্ত ভীষ্ম নাম উক্ত হইয়াছে।

অনুগমন করিলেন এবং ব্যাস ধৌম্যাদি ব্রাহ্মণেরাও চলি-লেন, অপর এক রথারূঢ় হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনের সহিত গমন করিলেন এই সকল সুহৃৎগণে বেষ্টিত রাজা তাদৃক্ শোভিত হইলেন যাদৃক্ গুহ্যক অর্থাৎ যক্ষগণাবৃত কুবের শোভিত হয়েন সকলে কুরক্ষেত্রে সমাগত হইয়া শরতল্পগত অর্থাৎ শরশয্যাগত ভীষ্মকে দেখিলেন যেমন স্বর্গ-চ্যুত হইয়া দেবতা ভূমিতলে নিপতিত হইয়াছেন। অনু-গতগণের সহিত * এবং চক্রী শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবেরা ভীষ্মকে প্রণাম করিলেন ॥ ২ ॥

তত্রব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষয়শ্চসত্তম। রাজ-র্ষয়শ্চ তত্রাসন্ দ্রষ্টুং ভরতপুঙ্গবং ॥ ৩ ॥

তত্রতদা তত্রাসন্ তৎক্ষণমেবগতা ইত্যর্থঃ। ভরত পুঙ্গবং ভীষ্মং ॥৩॥

যৎকালে রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণার্জ্জুনাদির সহিত ভীষ্ম স মীপে গমন করেন, তৎকালে ব্রহ্মঋষি দেবঋষি, রাজঋষি

* এস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে চক্রী বলার তাৎপর্য্য চক্রাস্ত্র ধারী নহে। যিনি লোক চক্র প্রবর্ত্তক তাঁহাকে চক্রী বলিয়াছেন অর্থাৎ লোক শিক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণের মনুষ্যাবতার, যেহেতু মনুষ্যের কর্ম্ম এই যে গুরুতর ব্যক্তির স্তুতি বন্দনা করা একারণ যুধিষ্ঠিরের সহচারী হইয়া ব্রহ্মণা-দেব শ্রীকৃষ্ণও ভীষ্মকে প্রণাম করিলেন অথবা চক্রী অর্থে নানা কৌ-শলে মনুষ্যাদি জীবকে চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করাইতেছেন, নচেৎ যুধি-ষ্ঠিরের এরূপ বুদ্ধি কেন হয়, যেহেতু সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান সত্ত্বেও ধর্ম্ম জিজ্ঞাসায় ভীষ্মের সমীপে সমাগত হয়েন।

সকলেই ভীষ্মকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগত হইয়াছিলেন ইহা সূতগোস্বামী শৌনককে সম্বোধন করিয়া কহেন যদর্থে শ্লোক মধ্যে (সত্তম শব্দ) উক্ত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

পর্ব্বতো নারদোধৌম্যো ভগবান্ বাদরায়ণঃ। বৃহদশ্বোভরদ্বাজঃ সশিষ্যরেণুকাসুতঃ ॥ বশিষ্ঠ ইন্দ্রপ্রমদ স্ত্রিতোগৃৎসমদোঽসিতঃ। কাক্ষীবান্ গৌতমোঽত্রিশ্চ কৌশিকোথসুদর্শন ॥ ৪ ॥

বেণুকাসুতঃ পরশুরাম ॥ ৪ ॥

দেবঋষি নারদ এবং পর্ব্বতঋষি ভগবান্ * বেদব্যাস ধৌম্য, ভরদ্বাজ † সশিষ্যরেণুকাপুত্র, বশিষ্ঠ, অসিত, কাক্ষীবান্, গৌতম, অত্রি ‡ কৌশিক, ও সুদর্শন, রাজঋষি বৃহদশ্ব, ইন্দ্রপ্রমদ, ত্রিত, গৃৎসমদ প্রভৃতি আসিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

অন্যেচমুনয়ো ব্রহ্মণ্ ব্রহ্মরাতাদয়োঽমলাঃ। শিষ্যৈরুপেতা আজগ্মুঃ কশ্যপাঙ্গিরসাদয়ঃ ॥ ৫ ॥

---

* ভগবান্ দেবব্যাস ও ধৌম্য, ইঁহারা রাজার সঙ্গে গিয়াছিলেন পূর্ব্বে উক্ত করিয়াও পুনর্ব্বার অত্রশ্লোকে উক্ত করায় পৌনরুক্তি দোষ হয়, তন্নিরাকরণ এই যে তৎকালে অর্থাৎ রাজার গমনকালে আনুসঙ্গিক বর্ণনা মাত্র এতৎশ্লোকে ব্রহ্মর্ষিপর্য্যায়ে ধৃত করিয়াছেন, এই হেতু পৌনরুক্তি দোষের অঙ্গীকার করাযায় না।

† সশিষ্যরেণুকাসুত পদে পরশুরাম অকৃত ব্রণাদি শিষ্যের সহিত।

‡ কৌশিক পদে বিশ্বামিত্র অর্থাৎ কুশিকবংশজাত।

ব্রহ্মরাতঃ শুকঃ আঙ্গিরসোবৃহস্পতিঃ ॥ ৫ ॥

হে ব্রহ্মণ্ হে শৌনক অন্য * ব্রহ্মরাতাদি † অমলঋষি-গণেরা, অর্থাৎ শুকদেব, কশ্যপ আঙ্গিরস অর্থাৎ বৃহস্পতি প্রভৃতি শিষ্যাদির সহিত আগমন করিলেন ॥ ৫ ॥

তান্‌সমেতান্ মহাভাগানুপলভ্যবসূত্তমঃ।
পূজয়ামাসধর্ম্মজ্ঞো দেশকালবিভাগবিৎ॥৬॥

বসূত্তমো ভীষ্মঃ ॥ ৬ ॥

মহাভাগ ঋষিগণকে একত্র মিলিত নিকটাগমন দেখিয়া বসূত্তমভীষ্ম যথা বিহিত বন্দনাদি দ্বারা পূজা করিলেন। ভীষ্ম কিম্ভূত না, ধর্ম্মজ্ঞ, অর্থাৎ সর্ব্ব ধর্ম্ম বিশারদ, পুনঃ কিম্ভূত না, (দেশকাল বিভাগবিৎ) অর্থাৎ দেশ ও সময়ের প্রভাবজ্ঞ ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণঞ্চ তৎপ্রভাবজ্ঞ আসীনং জগদীশ্বরং।
হৃদিস্থং পূজয়ামাসমায়য়োপাত্তবিগ্রহং॥ ৭॥

হৃদিস্থং সন্তং পুরত আসীনং পূজয়ামাস ॥ ৭ ॥

* ব্রহ্মরাত শব্দে শুকদেব, [ব্রহ্মণারাতি রক্ষতীতি ব্রহ্মরাতঃ] ব্রহ্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত যিনি তাঁহার নাম ব্রহ্মরাতঃ।

† অমল শব্দে মল রহিত, অর্থাৎ মানস মল রহিত, [বিষয়স্যাতি-রাগশ্চ মানসো মল উচ্যতে] বিষয়ের অতিরাগের নাম মানস মল। তদর্থে বিষয় শব্দে ইন্দ্রিয় বিষয় তাহাতে কাম, ক্রোধ লোভাদি মল, সেই কাম ক্রোধাদি বর্জ্জিত ব্যক্তিকে অমল বলে, অর্থাৎ সর্ব্ব পাপ বিনির্ম্মুক্ত।

শ্রীকৃষ্ণ মহিমাবিৎ ভীষ্ম, সম্মুখে উপবিষ্টমান জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, যিনি নিয়ত সকলের * হৃদয়ে বাস করেন, এবং অরূপী, কিন্তু স্বীয়ামায়া কর্ত্তৃক বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন সেই শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলেন ॥ ৭ ॥

পাণ্ডুপুত্ত্রানুপাসীনান্ প্রশ্রয় প্রেমসঙ্গতান্।
অভ্যাচষ্টানুরাগাশ্রৈ রন্ধীভূতেন চক্ষুষা
॥ ৮ ॥

উপাসীনান্ সমীপে উপবিষ্টান্ প্রশ্রয়ো বিনয়ঃ প্রেমস্নেহঃ তাভ্যাং সঙ্গতান্ উপসন্নান্ সন্নতানিতিপাঠে তাভ্যামবনতান্ অভ্যাচষ্টে অভ্যভাষত অনুরাগাশ্রৈঃ স্নেহাশ্রুভিঃ অন্ধীভূতেন চক্ষুষা উপলক্ষিত দদর্শেতিবা ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণাদির পূজা করণান্তর ভীষ্ম প্রেমপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সম্ভাষণ করিতেছেন, তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা (উপাসীনানিতি)

† উপাসীন, অর্থাৎ নিকটে উপবেশন করিয়াছিলেন, যে পাণ্ডবেরা, তাঁহারদিগকে অশ্রুজলে পরিপূর্ণ যুগল নয়নে দর্শন করিয়া কহিতেছেন। পাণ্ডবেরা কিম্ভূত না (প্রশ্রয় প্রেমসঙ্গত) প্রশ্রয় শব্দে বিনয়, প্রেম শব্দে স্নেহ অর্থাৎ বিনয় এবং স্নেহ সমন্বিত তাহারদিগকে দেখিলেন ॥ ৮ ॥

---

* হৃদয়ে বাস করেন, ইত্যর্থে আত্মাস্বরূপ অর্থাৎ সকলের বুদ্ধি সাক্ষীরূপে নিয়ন্তা।

† উপ শব্দে সমীপ অর্থাৎ নিকট, আসীন শব্দে উপবেশন অর্থাৎ প্রাকৃতভাষায় [বসা] কে বলে!

অহোকষ্টমহোন্যায্যং যদ্যূয়ং ধর্ম্মনন্দনাঃ।
জীবিতুং নার্হথক্লিষ্টং বিপ্রধর্ম্মাচ্যুতাশ্রয়াঃ
॥ ৯ ॥

অভিভাষণমাহ। অহোইত্যেকাদশভিঃ। হে ধর্ম্মনন্দনাঃ ক্লিষ্টং যথা ভবত্যেবং জীবিতুং নার্হথ। যূয়মিতি। ভবতাং দুঃখপূর্ব্বকং জীবনমিতি এতদহোকষ্টং জুগুপ্সিতং অহো অন্যায্যং চৈতদ্‌যতো যূয়ং বিপ্রোধর্ম্মঃ অচ্যুতাশ্রয়োযেষাং তে ॥ ৯ ॥

পাণ্ডবেরদের সহিত ভীষ্মের কি সম্ভাষণ হইল তদর্থে একাদশ শ্লোকে উক্ত আছে। যথা (অহোইতি)

* (হে ধর্ম্ম নন্দনাঃ) হে পাণ্ডবেরা, তোমরা নিরর্থক দুঃখপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিয়াছ, ইহা অতি (অন্যায্য) অন্যায়পূর্ব্বক অর্থাৎ নিন্দার নিমিত্ত হইয়াছে, যেহেতু তোমরা † ব্রাহ্মণধর্ম্ম, এবং শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত, সুতরাং তোমারদিগের ক্লেশ দৃষ্টে আমার অশ্চার্য্য বোধ হইতেছে।

---

* ধর্ম্মনন্দন পাণ্ডবেরা বলিয়া সম্বোধন করেন, ইহা কি রূপে সম্ভব হয়, যেহেতু কেবল এক যুধিষ্ঠিরই ধর্ম্মনন্দন ভীমাদিরা ধর্ম্মনন্দন নহেন, তাহাতে পঞ্চপাণ্ডবকেই ধর্ম্মনন্দন কেন কহিলেন তন্নিরাকরণ এই যে ধর্ম্মপুত্র বলিলেই ধর্ম্মনন্দন হয় না, [নন্দন শব্দে] আনন্দ অর্থাৎ ধর্ম্মতেই আনন্দ যাহার তাহার নাম ধর্ম্মনন্দন যথা পুরণান্তরে [গোবিন্দ নন্দিনী রাধেত্যাদি] রাধিকাকেও গোবিন্দ নন্দিনী বলিয়াছেন, তাহাতে কি গোবিন্দ কন্যা রাধা সম্ভব হয়, অতএব তদ্রূপ ধর্ম্মনন্দন বলিয়াছেন।

† ব্রাহ্মণধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত বলাতে এই আশ্চর্য্য যে ইঁহাদিগের

সংস্থিতেতিরথেপাণ্ডৌ পৃথাবালপ্রজাবধূঃ।
যুষ্মৎকৃতে বহূন ক্লেশান্ প্রাপ্তাতোকবতী
মুহুঃ ॥ ১০ ॥

কিঞ্চ সংস্থিতে মৃতেবালাঃ প্রজাযস্যাঃ সাবধূশ্চেতিদৈন্যং দর্শিতং। তোকানি অপত্যানি তদ্বতী অপত্যৈঃসহ ক্লেশান্ প্রাপ্তেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

ভীষ্ম পাণ্ডবদিগকে আরও কহিতেছেন তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা (সংস্থিতেইতি)

অতিরথ পাণ্ডু সংস্থিতে অর্থাৎ মৃত হইলে পর * (পৃথা) অর্থাৎ তোমারদিগের মাতা কুন্তী (বালপ্রজা বধূ) অর্থাৎ অভিনব শিশুপুত্র লইয়া পুত্রবতী হইয়াও বারম্বার পুত্রগণের সহিত বহুতর ক্লেশ প্রাপ্তা হইয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

সর্ব্বং কালকৃতং মন্যেভবতাঞ্চ যদপ্রিয়ং।
সপালোযদ্বশে লোকোবায়োরিবঘনবলিঃ
॥ ১১ ॥

কালকৃতত্বেন শোকং বারয়তি। সর্ব্বমিতি দ্বাভ্যাং। ভবতামপি যদ্বশে যদ্বশবর্ত্তী ॥ ১১ ॥

একের আশ্রয় লইলে কোন দুঃখ থাকে না, তাহাতে তোমার আশ্রয় এতৎত্রয়, তথাপি যে ক্লেশের সহিত জীবিত আছ ইহাই আশ্চর্য্য।

* পৃথা শব্দে কুন্তীর নাম অর্থাৎ যৌগিক শব্দ নহে সুতরাং তদর্থ নিষ্পাদন করা হইল না।

অনন্তর সকলই কালে করে অর্থাৎ সময়ে করে ইহা দর্শাইয়া শোক নিবারণ করিতেছেন, তদর্থে শ্লোকদ্বয় উক্ত হইয়াছে। (সর্ব্বমিতি)

সপাল, শব্দে তৎপাল অর্থাৎ তৎপদে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াও যখন তোমারদের অপ্রিয়কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তখন কালেই সকল করে, ইহা মান্য করিলাম, শ্রীকৃষ্ণ কিম্ভূত না, [যদ্বশে লোকঃ] অর্থাৎ স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালাদি ত্রিলোক যাঁহার বশবর্ত্তী, যদ্রূপ * মেঘ সমূহ এক বায়ুর বশবর্ত্তী হয়॥ ১১॥

যত্রধর্ম্মসুতো রাজা গদাপাণির্বৃকোদরঃ।
কৃষ্ণোঽস্ত্রী গাণ্ডিবং চাপং সুহৃৎকৃষ্ণস্ততোবিপৎ॥ ১২॥

অহোদুর্ঘট ঘটনাপটুঃ কালঃ ইত্যাহ। যত্রেতি। কৃষ্ণোর্জ্জুনঃ অস্ত্রীধন্বী ততস্তত্রাপি বিপৎ। পুণ্য শারীরবল শস্ত্রনৈপুণ্যং শস্ত্র বেদতা সংপত্তাবপীত্যর্থঃ॥ ১২॥

অহো অর্থাৎ আশ্চর্য্য দুর্ঘট ঘটনাপটু অর্থাৎ যাহা ঘটিবার নহে তাহাকে ঘটাইতে এক কালই পটু, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা [যত্রেতি]

* মেঘ সমূহ বায়ুর বশবর্ত্তী পদে জড়পদার্থ মেঘ বায়ু যখন যে দিগে লয় সেই দিকেই গমন করে, তদ্বৎ ত্রিলোক এবং ত্রিলোকস্থ বস্তু মাত্রই জড় কেবল এক চৈতন্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই সমস্তকে সচর করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ রক্ষাকর্ত্তা যাহারদিগের তাহারদিগের দুর্গতি দৃষ্টে সময়কেই বলিষ্ঠ কহিতে হয়।

যাহারদিগের রাজা * ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির মন্ত্রী গদাপাণি ভীম সেনানায়কধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন অর্থাৎ সর্ব্বাস্ত্রবিৎ দৈবাস্ত্র গাণ্ডিব নামা ধনু, সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণ, ইহাতেও বিপৎ, সুতরাং কালকে দুর্ঘট ঘটনাপটু কহিতে হয়, নচেৎ কি পাণ্ডবদিগের বিপৎ উত্থানের সম্ভাবনা আছে॥ ১২॥

নহ্যস্য কর্হিচিদ্রাজন্ পুমান্ বেদবিধিৎসিতং। যদ্বিজিজ্ঞাসয়াযুক্তা মুহ্যন্তিকবয়োপিহি॥ ১৩॥

নন্বকৃষ্ণং কথং কালোঽতিক্রমেদিত্যাশঙ্কায়ামাহ। নহীতি। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্যেতি অঙ্গুল্যাদর্শয়তি। বিধিৎসিতং কর্ত্তুমিষ্টং যদ্যাবিধিৎসয়া॥ ১৩॥

আভাষ দ্বারা জানাইতেছেন, যে সর্ব্ব নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণকে কাল কি রূপে অতিক্রম করিতে শক্ত হয়, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই কালকে অতিক্রম করিতে পারেন কালের সাধ্য কি, শ্রীকৃষ্ণ যাহা করিতে ইচ্ছা করেন তাহার অন্যথা করিতে

* ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজা বলাতেই দৈব এবং পুরুষকার উভয়েরই দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, অর্থাৎ নিরাপদের কারণ, পুণ্য শারীর বল, অস্ত্রনৈপুণ্য এবং অস্ত্র, আর দেবানুকূলতা ইহা পাণ্ডবদিগের সমস্তই আছে, ধর্ম্মপুত্র রাজাতে সর্ব্বপুণ্যোদয়, গদাপাণি ভীমেতে শারীর বল ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনেতে অস্ত্র নিপুণতা, গাণ্ডিব ধনু বলাতে দৈবাস্ত্র সিদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ সুহৃৎ কহাতেই দেবানুকুলতা প্রতিপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ নিরাপদের কারণ এই পঞ্চ, এতৎ সত্ত্বেও যখন পাণ্ডবেরা বিপদে আপন্ন হইয়াছেন, তখন কালমাহাত্ম্য স্বীকার অবশ্যই করিতে হয়।

পারেন, ইত্যর্থে শ্রীকৃষ্ণ মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। যথা [নহীতি]

ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন, হে রাজণ্ * শ্রীকৃষ্ণের [বিধিৎসিত] অর্থাৎ মনঃস্থিত অভিপ্রায় কি, তাহা কেহই জানিতে পারেন না, যেহেতু তাঁহার নিরঙ্কুশ কর্ম্ম, অর্থাৎ যাহার পূর্ব্বোক্ত পরামর্ষ নাই, [যদ্বিজিজ্ঞাসয়াযুক্তা মুহ্যন্তি] যাঁহারস্বরূপ তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছায় যোগযুক্ত জ্ঞানীরাও মুগ্ধ হয়েন। সুতরাং তাঁহার তত্ত্ব জানিতে কে পারে ॥১৩॥

তস্মাদিদং দৈবতন্ত্রং ব্যবস্য ভরতর্যভং।
তস্যানুবিহিতো নাথানাথাঃ পাহিপ্রজা-
প্রভো ॥ ১৪ ॥

দৈবতন্ত্রমীশ্বরাধীনং ব্যবস্য নিশ্চিত্য তস্যেশ্বরস্যানুবিহিত অনুবর্ত্তীসন্ কর্ত্তরিক্তঃ। কুলপরং পরাগতস্বামিন প্রভো সমর্থ অনাথাঃ প্রজাপাহি ॥ ১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণাধীন এতজ্জগৎ ইহা নিশ্চয় করিয়া ভীষ্ম কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (তস্মাদিদমিতি)

---

* শ্রীকৃষ্ণের মনের কথা এই যে তিনি এতিন সংসারে ভক্ত কি অভক্ত উভয়কেই এককালিন নিরাপদ করেন না, অভক্ত হইতে ভক্তের বিশেষ এই যে উত্থিত আপৎ হইতে মুক্ত করিয়া স্বমহিমা প্রকাশ করেন, অন্যদপি, যেমন এতদ্বিশ্ব শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্ট, কালও তেমন তৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন, অতএব পরম্পরা সম্বন্ধে কালকৃত কর্ম্মকেও শ্রীকৃষ্ণকৃত কহিতে হয়, ফলিতার্থ কাল শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি বিশেষঃ।

হে ভরতর্ষভ, রাজা যুধিষ্ঠির, এতজ্জগৎ (দৈবতন্ত্র) অর্থাৎ ঈশ্বরাধীন জানিহ ইহাতে অন্যের কর্ত্তৃত্ব নাই ইহা নিশ্চয় করতঃ ঈশ্বরানুবর্ত্তী হইয়া অনাথ প্রজা) অর্থাৎ* রক্ষকহীন প্রজার প্রতিপালন করহ ॥ ১৪ ॥

এষবৈভগবান্ সাক্ষাদাদ্যো নারায়ণঃ পুমান্। মোহয়ন্মায়য়া লোকং গূঢ়শ্চরতি বৃষ্ণিষু ॥ ১৫ ॥

অনুবিধেয়ঃ পরমেশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণ এবেত্যাহ। এষএব ভগবান্ সর্ব্বেশ্বরঃ যতঃ আদ্যঃ পুমান্। ততঃস্বতঃ বর্ত্তী নারায়ণঃ সাক্ষাৎ ॥১৫॥

শ্রীকৃষ্ণানুবর্ত্তী বলাতেই শ্রীকৃষ্ণ যে পরমেশ্বর ইহা নিরূপণ করা হইয়াছে তদর্থে শ্লোকঃ। যথা (এববৈইতি)

এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বর, এনিই (আদ্যঃপুমান্) আদিপুরুষ সাক্ষাৎ নারায়ণ শুদ্ধ স্বীয়ামায়া দ্বারা লোক সকলকে মুগ্ধ করিয়া আপন স্বরূপ রূপের গোপন করতঃ বৃষ্ণিবংশে অর্থাৎ যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া প্রাকৃত মানুষবৎ বিচরণ করিতেছেন ॥ ১৫ ॥

অস্যানুভাবং ভগবান্ বেদগুহ্যতমং শিবঃ। দেবর্ষির্নারদঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ কপিলোনৃপ ॥ ১৬ ॥

* রক্ষকহীন পদে বিগতস্বামী প্রজাপালনে তুমি সমর্থ, যেহেতু তুমি জগৎব্রহ্মাণ্ডের সর্জ্জন পালন, ভঙ্গের এক কারণ যে গোবিন্দ তদনুবর্ত্তী।

তদুপপাদয়তি অস্যেতি অনুভাবং প্রভাবং ॥ ১৬॥

শ্রীকৃষ্ণই যে পরমেশ্বর তাহা দৃঢ় রূপে ভীষ্ম প্রতিপন্ন করাইতেছেন, অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণকে সকলে জানিতে পারে না, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (অস্যেতি)

হে রাজন্ এই শ্রীকৃষ্ণের * গুহ্যতম প্রভাব অর্থাৎ গোপনতমা মহিমা অন্যে জানে না, কেবল ভগবান্ শিব ও ভগবান্ নারদ এবং ভগবান্ কপিল দেবই জানেন ॥ ১৬ ॥

যং মন্যসে মাতুলেয়ং প্রিয়ং মিত্রং সুহৃত্তমং। অকরোঃ সচিবং দূতং সৌহৃদাদথ সারথিং ॥ ১৭ ॥

তমজ্ঞানার্থ মন্যসে মাতুল্যাঃ দৈবক্যাঃ সুতং প্রিয়ং প্রীতিবিষয়ং মিত্রং প্রীতিকরং সুহৃত্তমং উপকারানপেক্ষোপকারকঞ্চ। সৌহৃদাদ্বিশ্বাসা দকরোঃ কৃতবান্ সি সচিবং মন্ত্রিণং ॥ ১৭ ॥

শ্রীভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন যে এমত আশঙ্কা করিহ না যে এতৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যৎ শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমে-

* গুহ্যতমপ্রভাব পদে গোপনতম প্রভাব অর্থাৎ পরিচ্ছিন্না পরিচ্ছিন্ন রূপে জগৎ ব্যাপ্ত কদাচিৎ আত্মা রূপে অপরিচ্ছিন্ন থাকিয়াও পরিচ্ছিন্ন হয়েন, কখনও বা পরিচ্ছিন্ন রূপেও অপরিচ্ছিন্ন, অতএব লোকাতীত অতর্ক্য প্রভাব, যাহা লৌকিক যুক্তিতে কোনমতে সঙ্গত হয় না তাহা শ্রীকৃষ্ণেতে দৃষ্ট হয়, অপর শিব নারদ কপিল জানেন ইত্যর্থে তাঁহারা তদনুবর্ত্তী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অপরা মূর্ত্তি বিশেষঃ একারণ স্বরূপতত্ত্বের অনুভাবক হইয়াছেন।

শ্বর আছেন, ইহাঁকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করা শুদ্ধ অজ্ঞান বশেই হয়, ফলিতার্থ এই শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বর। যথা (যমিতি)

তুমি যাঁহাকে * মাতুলেয় এবং প্রিয়ও মিত্র আর সুহৃত্তম, বলিয়া জ্ঞান করিতেছ, সেই শ্রীকৃষ্ণই পরম পবিত্র নিত্যসত্য মুক্তস্বভাব সাক্ষান্নারায়ণ শুদ্ধ তোমাদিগের † সৌহার্দ্দে মন্ত্রি কার্য্য ও দূত কার্য্য এবং সারথ্য করিতেছেন ॥ ১৭॥

স্বামী অর্থ করেন, মাতুলেয় অর্থাৎ মাতুলী দৈবকী তৎপুত্র, প্রিয়, প্রীতি বিষয় অর্থাৎ প্রীতির আধারভূত, মিত্র প্রীতি কর অর্থাৎ যাহাতে প্রীতিকৃত সম্বন্ধ, সুহৃত্তম পদে উপকারের অপেক্ষা না করিয়াও যে ব্যক্তি উপকার করে যিনি সৌহার্দ্দ নিমিত্ত অর্থাৎ তোমাদিগেরকৃত বিশ্বাসে মন্ত্রী দৌত্য সারথ্যাদি করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

সর্ব্বাত্মনঃ সমদৃশোহ্যদ্বয়স্যানহং কৃতেঃ।
তৎকৃতং মতিবৈষম্যং নিরবদ্যস্যনক্বচিৎ
॥ ১৮ ॥

* মাতুলেয়, প্রাকৃতভাষায় মাতুলপুত্র অর্থাৎ (মামাতোভাই বলে)

† সৌহার্দ্দ পদে সুমনঃ অর্থাৎ তোমরা কৃত বিশ্বাসী নির্ম্মল শোভন চিত্ত যেহেতু হার্দ্দ শব্দে হৃদয়স্থ বস্তু সুতরাং মনকেই হার্দ্দ বলাযায় বস্তুতঃ তোমাদিগের মন অতিপবিত্র, পবিত্রাত্মাতে শ্রীকৃষ্ণের অনুকম্পা হয়, অনুকম্পিত ব্যক্তির সম্বন্ধে তিনি সকল কর্ম্মই সাধন করেন। যথা (পিতেবপুত্রস্য সখেব সখ্যুরিত্যাদি) যে পিতৃভাবে ভাবে তাহার পিতা পুত্রভাবে পুত্র সখাভাবে সখা, সুতরাং তোমারদের সম্বন্ধে কদাপি মন্ত্রীকার্য্য কদাপি দৌত্য কখন সারথ্য করিয়াছিলেন তন্নিমিত্ত তাঁহার ঈশ্বরত্বের ব্যাঘাৎ নাই।

নম্বীশ্বরশ্চেৎ কথং নীচে সারথ্যাদৌ প্রবৃত্ত-স্তত্রাহ। সর্ব্বেতি তৎকৃতং নীচোচ্চ কর্ম্মকৃতং মমযোগ্য মযোগ্যমিতি মতিবৈষম্যং কৃচিদপিনাস্তি কুতঃ নিরবদ্যস্য রাগাদি শূন্যস্য তৎকৃতঃ অনহং কৃতে তচ্চকুতঃ অদ্বয়স্য তদপিকুতঃ সমদৃশঃ তত্রাপি হেতুঃ সর্ব্বাত্মনঃ যথেষ্টং বাহেতু মদ্ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

যদি বল শ্রীকৃষ্ণ যদ্যপি পরমেশ্বর তবে তিনি সারথ্যাদি * নীচকর্ম্মে প্রবৃত্ত কেন ছিলেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা [সর্ব্বাত্মনইতি]

যিনি সর্ব্বাত্মা, সমদর্শী, অদ্বয় অনহংকৃতি, নিরবদ্য তাঁহার কদাপি [তৎকৃত] নীচোচ্চকর্ম্ম অর্থাৎ যোগ্য অথবা

* নীচকর্ম্মে প্রবৃত্ত বলিয়া ঈশ্বরকে নিরীশ্বর জ্ঞান করাযায় না, অর্থাৎ তিনি কখন মৎস্য কখন বরাহ, কখন পক্ষীত্যাদি নীচ শরীরাপন্ন হইয়া নীচকর্ম্ম করিয়াছেন, কখন ব্রাহ্মণ কখন ক্ষত্রিয়াদি রূপে বিবিধ প্রকার উচ্চকর্ম্ম সম্পাদন করেন ইহাতে ঈশ্বরের প্রতি যোগ্যাযোগ্য কোন কর্ম্মের বিচার করাযায় না, যেহেতু তিনি সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বাত্মা পদে সর্ব্বজীবের আত্মা, দ্রষ্টা রূপে বিরাজমান্ তৎসত্ত্বায় সকলে সকল কর্ম্মই করে, তদভাবে কেহই কিছু করিতে পারে না, তিনি রথী রূপে সাংগ্রামিক কর্ম্ম এবং সারথি রূপে সারথ্যাদি নীচকর্ম্ম, তস্কর শরীরে তস্করীবৃত্তি জীব হিংসা, যোগীব্রাহ্মণ শরীরে অধ্যাত্ম যোগানুষ্ঠানাদি কর্ম্ম করেন, ফলিতার্থ তিনি এক, একারণ কৃষ্ণাবতারে দেখাইয়াছেন, যে যেরূপে যে, যে কর্ম্ম করুক্ সকল কর্ম্মই আমি করি তাহা জীবেরা দেখুক্ যে আমার সারথ্য কর্ম্মের দৃষ্টান্ত অর্জ্জুন রথে, রথীর কর্ম্ম জৈত্র রথে অর্থাৎ স্বীয়রথে দারুক সারথি সহিত সমস্ত বিরভাগকে জয় করিয়াছি, যোগীর কর্ম্ম ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে, মৈত্রের কর্ম্ম যুধিষ্ঠিরে, শত্রুর কর্ম্ম শিশুপালাদিতে, খলের কর্ম্ম জয়দ্রথ বধে অর্থাৎ খলতা করিয়া অর্জ্জুনের পক্ষ হইয়া বধ করেন, ছলের কর্ম্ম জরাসন্ধ

অযোগ্য কর্ম্ম নাই, যেহেতু তাঁহাতে মতিবৈষম্য রহিত সুতরাং সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণে এতদ্দোষের স্পর্শ হইতে পরে না, কারণ তিনি সমদর্শী অর্থাৎ সর্ব্বত্রে সমভাবে দর্শন করেন, এইহেতু তাঁহার বৈষম্য অর্থাৎ পক্ষপাত নাই, পুনঃ কিম্ভূত না নিরবদ্য অর্থাৎ রাগাদি শূন্য তদপি [অনহংকৃতি] অহংকার বর্জ্জিত অর্থাৎ অভিমান রহিত তত্রাপি অদ্বয়, দ্বিতীয় শূন্য অর্থাৎ তিনি এক অদ্বিতীয় যদ্ভিন্নান্য বস্তুর অভাব সুতরাং তাঁহার বৈষম্যাচরণের স্থল নাই, একারণ তৎসম্বন্ধে প্রাকৃতবৎ যোগ্যাযোগ্যের বিচার করাযায় না ॥ ১৮ ॥

বধে অর্থাৎ ছদ্মবেশে গমন দ্বারতঃ শাসন করেন, ঈশ্বকর্ম্ম দ্রৌপদীর লজ্জা রক্ষায় অর্থাৎ বস্ত্ররূপী হইয়া সভা মধ্যে লজ্জা রক্ষা করিয়াছেন, এবং দুর্ব্বাসা পারণে শাকের কণা ভক্ষণ করিয়া জগতের তৃপ্তি জন্মাইয়াছিলেন, বীরের কর্ম্ম কংসাদি ঘাতনে, বালকের কার্য্য গোকুলে নবনীত হরণাদিতে, পুত্রের কর্ম্ম যশোদানন্দাদিতে, পশুপালের কর্ম্ম গোচারণে, দেবদ্বেষ ইন্দ্রযাগভঙ্গ, স্বেচ্ছাচার গোপোচ্ছিষ্ট ভোজনে, লম্পটের কার্য্য রাসাদিতে, অবৈধবধ নরকাদিতে, দেখিয়া এমত বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে এক কৃষ্ণ কিন্তু সদসৎ তাবৎ কার্য্যই সম্পন্ন করিয়াছেন, সুতরাং যিনি রূপেঃ নানা কর্ম্ম করেন তিনি কি এক রূপে নানা কর্ম্ম করিতে পারেন না ? কেবল লোকের সম্বন্ধে শুভাশুভ কর্ম্ম বিচার, ঈশ্বরের পক্ষে দোষ পড়ে না, যেহেতু তাঁহার বৈষম্য নাই, যাহার বৈষম্য আছে সেই নিরীশ্বর অতএব শ্রীকৃষ্ণে সকল সম্ভবে, কারণ তিনি সর্ব্বকর্ম্ম, সর্ব্বকর্ম্মী, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বরস, সর্ব্বগন্ধ, অজর, অমর সকলের অন্তরাত্মা সোপাধিকও নিরুপাধিক সর্ব্বভাবাপন্ন হয়েন।

তথাপ্যেকান্তভক্তেষু পশ্যভূপানুকম্পিতং।
যন্মেস্বূং স্ত্যতজঃসাক্ষাৎকৃষ্ণোদর্শনমাগতঃ
॥ ১৯॥

তথাপি সমত্বেপি হেভূপ অনুকম্পিত মনুকম্পাং ॥ ১৯॥

হে ভূপ, যুধিষ্ঠির আমি ভগবৎ ক্রিয়া তোমাকে যাহার দেখাইলাম, বর্ত্তমানে তাঁহার এক কর্ম্ম দর্শন করহ। যথা [তথেতি]

* হে রাজন্ শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত যে আমি, আমাতে তাঁহার অনুকম্পা অর্থাৎ কৃপা দেখহ, যেহেতু আমি কৃষ্ণ সাক্ষাতে প্রাণ ত্যাগ করিব এতৎ কামনা করিয়াছিলাম, তৎকামনা পূরণার্থে শ্রীকৃষ্ণ অদ্য আমার নয়নগোচরে আগত হইয়াছেন ॥ ১৯ ॥

ভক্ত্যাবেশ্যমনো যস্মিন্ বাচাযন্নামকীর্ত্তয়ন্। ত্যজন্ কলেবরং যোগীমুচ্যতে কাম কর্ম্মভিঃ ॥ ২০ ॥

ইদানীং দেহত্যাগ পর্য্যন্তং শ্রীকৃষ্ণাবস্থানং প্রার্থয়তে ভক্ত্যোক্তি-দ্বাভ্যাং ॥ ২০ ॥

* ভীষ্মোক্তিমতে ঈশ্বরের ভক্তবৎসলতা দৃষ্ট হইল, অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যে, যে ভাবে ভাবে, তাহার ভাবনানুসারে তিনি অভিলাষ পূর্ণ করেন সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান ভীষ্মের ভাব বুঝিয়া নানা ছলে আত্ম দ্বারকাগমনের নিবারণ করিয়া কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছেন।

অনন্তর ভীষ্ম যুধিষ্ঠির প্রতি কৃষ্ণ মহিমা কথনের বিরাম করতঃ অধুনা স্বদেহ ত্যাগ পর্য্যন্ত সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থিতি হয়, এতৎপ্রার্থনায় শ্লোকদ্বয় উক্ত হইয়াছে। যথা [ভক্ত্যেতি]

* যাঁহাতে ভক্তিপূর্ব্বক মন আবিষ্ট করিয়া এবং যন্নাম কীর্ত্তনে বাক্যকে নিবিষ্ট করিয়া যোগি ব্যক্তি পাঞ্চভৌতিক কর্ম্মাত্মক কলেবর ত্যাগে কামকর্ম্ম হইতে পরিমুক্ত হয়েন॥ ২০॥

সদেবদেবো ভগবান্ প্রতীক্ষতাং কলেবরং যাবদিদং হিনোম্যহং। প্রসন্নহাসারুণ লোচনোল্লসন্মুখাম্বুজো ধ্যানপথশ্চতুর্ভুজঃ॥ শ্রীসূতউবাচঃ॥ ২১॥

যাবদিতি বিলম্বং দ্যোতয়তি। অহংহিনোমি ত্যজামি ইতি স্বাতন্ত্র্যং ইদমিত্যাত্মত্বেন জ্ঞাতুং প্রসন্নহাসেন অরুণলোচনাভ্যাং চোল্লস চ্ছোভমানং মুখাম্বুজং যস্যধ্যানপন্থা বিষয়ঃ যোঽনৈশ্চিন্ত্যতে কেবলং সোঽগ্রতঃস্থিতঃ সন্ মাংপ্রতীক্ষতামিত্যর্থঃ॥ ২১॥

অনন্তর ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের কিঞ্চিৎকাল স্থিতির নিমিত্ত যাবদিতি শ্লোক মধ্যে প্রার্থনা করিতেছেন। যথা [সদেবইতি]

---

* যাঁহাতে অর্থাৎ যে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে মনের আবেশ এবং বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নামোচ্চারণে শরীর ত্যাগ করিলে কর্ম্মবন্ধের পরিমুক্তি হয়, অর্থাৎ পরম নির্ম্মল বিষ্ণুর পরম পদে অধিগমন করে।

দেবদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাবৎকাল অপেক্ষা করহ, আমি যাবৎ এই † কলেবর ত্যাগ না করি যে চতুর্ভুজ ভগবান্ গোবিন্দের প্রসন্নহাস্যে এবং অরুণ নয়নে শোভামান মুখপদ্ম যাহা যোগীদিগের ‡ ধ্যান পথের বিষয়, তাহা আমি স ক্ষাতে দর্শন করিয়া পরিমুক্ত হই ॥ ২১ ॥

যুধিষ্ঠির স্তদাকর্ণ্য শয়ানং শরপঞ্জরে।
অপৃচ্ছদ্বিবিধান্ ধর্ম্মানৃষীণা মনু শৃণ্বতাং
॥ ২২ ॥

তৎসানুকম্পং বাক্য মাকর্ণ্য ॥ ২২ ॥

শ্রীসূতগোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিতেছেন। যে ভীষ্মদেবের ॥ অনুকম্পান্বিত বাক্য শ্রবণ করতঃ রাজা যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করিতেছেন। যথা [যুধিষ্ঠিরেতি]

মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির [তদাকর্ণ্য] অর্থাৎ অনুকম্পার সহিত ভীষ্মবাক্য শ্রবণ করতঃ শরপঞ্জরে শয়িত অর্থাৎ

* যাবৎ শব্দে বিলম্বের উদ্দীপন করিয়াছেন, অর্থাৎ মম দেহ ত্যাগ যে পর্য্যন্ত না হয় সে পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করহ।

† কলেবর ত্যাগ করি, ইত্যর্থে স্বাতন্ত্র্য দেখাইয়াছেন, অর্থাৎ ভীষ্ম ইচ্ছামাত্রই দেহ ত্যাগ করিতে পারেন।

‡ ধ্যান পথের বিষয় পদে যেরূপ, অতি কমনীয়, মনোহর, যোগীরা ধ্যান দ্বারা অবলোকন করেন, সেইরূপ আমার নয়নগোচর হইয়াছে।

॥ অনুকম্পা পদে কৃপা অর্থাৎ করুণাযুক্ত বাক্য।

রশয্যায় শয়ন করিয়াছেন যে ভীষ্ম, তাঁহাকে বিবিধ ধর্ম্ম জানিবার ইচ্ছায় প্রশ্ন করিলেন তাহা সকল ঋষিরাও শ্রবণ করিতেছেন॥ ২২॥

পুরুষস্বভাব বিহিতান্ যথাবর্ণং যথাশ্রমং। বৈরাগ্য রাগোপাধিভ্যা মাম্নাতোভয় লক্ষণান্। ২৩।

পুরুষস্য স্বভাবেন বিহিতান্ নরজাতি সাধারণান্ বর্ণয়ামাসেতি তৃতীয়ে নান্বয়ঃ। যথা বর্ণং বর্ণধর্ম্মান্ যথাশ্রমং আশ্রমধর্ম্মাংশ্চ বৈরাগ্য রাগাভ্যামুপাধিভ্যাং ক্রমেণাম্নাতমুভয় নিবৃত্তি রূপং লক্ষণং যেষাং তান্॥ ২৩॥

অনন্তর মনুষ্য জাতীয়স্বভাব জানিবার ইচ্ছায় রাজা প্রশ্ন করেন। যথা (পুরুষেতি)

* পুরুষের স্বভাব দ্বারা বিহিত যে সকল ধর্ম্ম, অর্থাৎ † মনুষ্য মাত্রেরই জাতিধর্ম্ম বিশেষতঃ ‡ যথা বর্ণ আশ্রম অর্থাৎ ॥ যথা বিহিত বর্ণ ধর্ম্ম এবং আশ্রমধর্ম্ম

---

* পুরুষ শব্দে আত্মা, এস্থলে মনুষ্যমাত্রকে কহিয়াছেন।

† সাধারণ মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাব পদে পৃথিবীস্থ আব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছাদির লক্ষণ।

‡ বর্ণধর্ম্ম পদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদির যথা বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান।

॥ আশ্রমধর্ম্ম পদে গৃহী, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষুকাদি আশ্রমস্থ ব্যক্তির যথা বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান।

* আর বৈরাগ্য ও রাগ এতদুভয় স্বভাব অর্থাৎ উপাধি ভেদে শাস্ত্রতঃ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয় লক্ষণান্বিত যে সকল মনুষ্য, তাঁহাদিগের স্বভাব জানিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করেন।

দানধর্ম্মান্রাজধর্ম্মান্মোক্ষধর্ম্মান্ বিভাগশঃ।
স্ত্রীধর্ম্মান্ ভগবদ্ধর্ম্মান্ সমাসব্যাসযোগতঃ ॥ ২৪ ॥

পুনস্তত্রৈব বিশেষমাহ দানেতি। মোক্ষধর্ম্মান্ শমদমাদীন্ ভগবদ্ধর্ম্মান্ হরিতোষকান্ দ্বাদশ্যাদি নিয়মরূপান্ সমাসব্যাসৌ সংক্ষেপ বিস্তরৌ তাবেব যোগাবুপায়ৌ ততস্তাভ্যাং ॥ ২৪ ॥

নরসাধারণের বিহিত ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়াও এতৎশ্লোকে পুনর্ব্বার বিশেষ প্রশ্ন করিতেছেন, যথা (দানেতি)† দানধর্ম্ম,

---

* বৈরাগ্য রাগ পদে বিরাগ অর্থাৎ নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি, তল্লক্ষণ যথা (প্রবৃত্তিমার্গঃ সংসারী নিবৃত্তি স্তদথোন্যথেতি) অর্থাৎ প্রবৃত্তি মার্গস্থ সংসারী নিবৃত্তি মার্গস্থ তদ্বিপরীত। ইত্যর্থে সকাম নিষ্কাম কর্ম্মের লক্ষণ যেহেতু নিবৃত্তিমার্গ নিষ্কাম, প্রবৃত্তিমার্গ সকাম হয়, পুরাণান্তরেপি (কর্ম্মভোগী সকামশ্চ নিষ্কামী নিরুপদ্রবইতি) সকাম ব্যক্তি কর্ম্মভোগী নানা উপদ্রবে অভিভূত হয়, নিষ্কামীর কোন উপদ্রব নাই, অর্থাৎ ঈশ্বরার্পিত ফল প্রযুক্ত সংসারবন্ধে পরিমুক্ত হয়।

† দানাদি পদে কুশবারিক্ষেপে পাত্রানুসারে দ্রব্যত্যাগ তদ্বিধি জিজ্ঞাসা করেন, (রাজধর্ম্ম) ক্ষত্রিয় সম্বন্ধি রাজ্যরক্ষার নিয়ম (স্ত্রীধর্ম্ম) সাধারণ স্ত্রীজাতীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান অর্থাৎ কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে স্ত্রীলোকের পাতিব্রত্য ধর্ম্মরক্ষা হইতে পারে।

রাজধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম, স্ত্রীধর্ম্ম, ভগবদ্ধর্ম্ম, প্রভৃতি * সমাস ব্যাসযোগে পৃথক্ প্রশ্ন করিলেন ॥ ২৪ ॥

স্বামী ব্যাখ্যা করেন, দানাদিধর্ম্মের সুগমার্থ বোধে ধৃত না করিয়া শুদ্ধ মোক্ষধর্ম্ম ও ভগবদ্ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন। যথা (মোক্ষধর্ম্ম) † শমদমাদীন অর্থাৎ শমদম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারনণা, সমাধি প্রভৃতির অনুষ্ঠান করণ। যথা (ভগবদ্ধর্ম্ম) হরিতোষ কারণ দ্বাদশ্যাদি নিয়ম রূপানুষ্ঠান, অর্থাৎ ‡ একাদশী প্রভৃতির উপবাসাদি নিয়ম হরিতোষক, আদি পদে অর্চ্চনা জপ যজ্ঞাদি (সমাসব্যাস যোগতঃ) শব্দে সংক্ষেপ অথচ বিস্তার রূপে প্রশ্ন করিলেন।

---

* সমাস ব্যাসযোগ পদে, সংক্ষেপ বিস্তার অর্থাৎ অল্পাক্ষরে অনেক কথার প্রস্তাব।

† (শম) অন্তরিন্দ্রিয়ের শাসন, (দম) বহিরিন্দ্রিয়ের দমন, (আসন) পদ্মস্বস্তিকাদি বন্ধের প্রমাণ [প্রাণায়াম] পূরক কুম্ভক রেচকাদি দ্বারা প্রাণবায়ুর সংযম [প্রত্যাহার] ইন্দ্রিয় সত্ত্বে তদ্বৃত্তির অবহার [ধ্যান] একান্ত ঈশ্বরানুস্মরণ [ধারণা] সর্ব্বত্রে ঈশ্বর স্ফূর্ত্তি। [সমাধি] চিত্তের একাগ্রতা।

‡ ভগবদ্ধর্ম্ম একাদশীব্রতাদি। অর্থাৎ একাদশীর নাম হরিবাসর তদ্দিনেনিরম্বুভক্ষ হইয়া অহোরাত্রিতে হরির অর্চ্চনা এবং তদ্গুণানুবাদ গান করিবেক। যথা [একাদশীমুপবসন্তি নিরম্বুভক্ষা সম্বৎসরেণ কুসুমৈর্হরি মর্চ্চয়ন্তি তেধৌতপাণ্ডুরপটাইব রাজহংসাঃ সংসার সাগর জলস্য তরন্তিপারং] যে সকল ব্যক্তি নিয়ম দ্বারা নিরম্বুভক্ষ হইয়া পূর্ণ সম্বৎসর একাদশীর উপবাস করতঃ কুসুম দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করেন তাঁহারা নিষ্পাপ হইয়া অর্থাৎ শ্বেতবস্ত্রের ন্যায় নির্ম্মল হইয়া

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাংশ্চসহোপায়ানযথামুনে।
নানাখ্যানেতিহাসেষু বর্ণয়ামাস তত্ত্ববিৎ
॥ ২৫ ॥

ধর্ম্মাদীংশ্চ যথাধিকারং প্রতিনিয়তোপায় সহিতান্ যথা যথাবৎ। নানাখ্যানেষু ইতিহাসান্তেষু যথাসন্তি তথাবর্ণয়ামাস ॥ ২৫ ॥

অনন্তর ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরাদিকে * নানা কথা দ্বারা উপদেশ করিতেছেন। যথা (ধর্ম্মার্থেতি) হে শৌনক তত্ত্ববিৎ ভীষ্ম

রাজহংসবৎ সংসার সমুদ্র জলের পা.র অধিগমন করেন, রাজহংস দৃষ্টান্তে যেমন হংসেরা অনায়াসে জলযানের অপেক্ষা না করিয়া সামান্য জলাশয় পার হইয়া যায় তদ্রূপ একাদশীব্রত ফলে তাঁহারা ভবসিন্ধু বিন্দুবৎ পার হয়েন। দ্বাদশীব্রত পদে একাদশীর ন্যায় অষ্টমহা দ্বাদশীর নিত্যত্ব আছে। যথা [উন্মিলনী ব্যঞ্জলীচ ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধিনী। জয়াচ বিজয়াচৈব জয়ন্তী পাপনাশিনীতি] উন্মিলনী, ব্যঞ্জলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধিনী, জয়া, বিজয়া জয়ন্তী, পাপনাশিনী ইত্যাদি অষ্টমহা দ্বাদশী ইহার বিশেষ সংক্ষেপে কহিতেছি, উন্মিলনী যে একাদশী ৬০ দণ্ডের অধিক পরদিন কিঞ্চিৎ থাকে সেই দ্বাদশীতে ব্রত করিবেক, ব্যঞ্জলী যে একদশী ৫০ দণ্ডের অধিক বৃদ্ধি না হয় কিন্তু ষষ্টিদণ্ডে বৃদ্ধিভাবে যায় অর্থাৎ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দশায় প্রাপ্ত হয়, সেই দ্বাদশী ব্যঞ্জলী, ত্রিস্পৃশা অরুণোদয়কালে একদশী পরে দ্বাদশী অন্তে ত্রিয়োদশী হয়, পক্ষবর্দ্ধিনী, ষষ্টিদণ্ডে বৃদ্ধা অমাবস্যা বা পূর্ণিমা হইলে সেই পক্ষের একাদশী ত্যাগে দ্বাদশী উপোষ্যা জয়া শুক্লপক্ষে দ্বাদশী পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্তা, বিজয়া শুক্লাদ্বাদশী শ্রবণা নক্ষত্রযুক্তা, পাপনাশিনী শুক্লাদ্বাদশী পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা, ইহাতে একাদশীর ন্যায় উপবাস করিবে অর্থাৎ বরং একাদশী ত্যাগ করিয়াও দ্বাদশীতে হরিবাসর করিবে এরূপ ব্রতাদি করিলে ভগবদ্ধর্ম্ম রক্ষা হয়।

* নানা কথা দ্বারা অর্থাৎ বিবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা।

* ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ এতৎ † পুরুষার্থ চতুষ্টয় ‡ নানা মত উপায়ের সহিত ॥ নানা খ্যান অর্থাৎ ইতিহাসাদিতে যথাবৎ বর্ণন করিতেছেন ॥ ২৫ ॥

ধর্ম্মং প্রবদতস্তস্য সকালঃ প্রত্যুপস্থিতঃ।
যোযোগিনশ্ছন্দমৃত্যোর্বাঞ্ছিত স্তূত্তরায়ণঃ
।২৬।

ছন্দেন ইচ্ছয়া মৃত্যুর্যস্য ॥ ২৬ ॥

উপরিউক্ত (ধর্ম্মং) অর্থাৎ ধর্ম্মকথা কহিতেং সেই কাল প্রত্যুপস্থিত হইল, যাহা ইচ্ছামৃত্যু মহাযোগি ভীষ্মের বাঞ্ছিত অর্থাৎ ¶ উত্তরায়ণ ॥ ২৬ ॥

---

* ধর্ম্ম পদে শ্রুতিস্মৃত্যুক্তাচার অর্থাৎ যাগযজ্ঞ ব্রতনিয়মাদি।

† পুরুষার্থ পদে মনুষত্ব প্রতিপত্তি অর্থাৎ এতৎ চতুষ্টয় জ্ঞান না থাকিলে মনুষ্য বলাযায় না।

‡ নানা মত উপায় পদে বিবিধ মত উপায় অর্থাৎ ধর্ম্মাদি অধিকারের বিবিধ কারণ।

॥ নানা আখ্যান পদে ইতিহাসে অর্থাৎ পুরাবৃত্তকথাতে।

¶ উত্তরায়ণ পদে মাঘমাস অবধি আষাঢ়মাস পর্য্যন্ত ছয় মাস। অতি পবিত্র যোগিদিগের প্রার্থণীয় তদন্যথা শ্রাবণাবধি পৌষ পর্য্যন্ত ছয় মাস দক্ষিণায়ণ। শ্রুতিতে উত্তরায়ণকে দেবযান, দক্ষিণায়ণকে পিতৃযান কহিয়া এই দুই সময়কে প্রবৃত্তিও নিবৃত্তিমার্গে ধরিয়াছেন, দক্ষিণায়ণে মৃত্যু হইলে পিতৃযান পথে চন্দ্রলোকে গতি হইয়া পুনর্ব্বার অবনীতে জন্ম হয়, উত্তরায়ণ দেবযান পথে সূর্য্যলোকে গমন করতঃ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, তাহার আর পুনরাবৃত্তি নাই। একারণ ভীষ্ম উত্তরায়ণে মৃত্যু ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

তদোপসংহৃত্যগিরঃ সহস্রণীর্ব্বিমুক্তসঙ্গং
মন আদিপুরুষে। কৃষ্ণেলসৎপীতপটে
চতুর্ভুজে পুরঃস্থিতেঽমীলিতদৃগ্ব্যধারয়ৎ
॥ ২৭ ॥

সহস্রণীর্যুদ্ধে সমীপস্থান সহস্রং রথিনোনয়তি পালয়তি। ইতি সহস্রণী র্ভীষ্মঃ। সহস্রিণীরিতিপাঠে সহস্রার্থবতীর্গিরঃ। লসন্তৌ পীতৌ পটৌ যস্য তস্মিন্ অমীলিত দৃগেব মনোব্যধারয়ৎ ॥ ২৭ ॥

অনন্তর * সহস্রণী ভীষ্ম (তদা উপসংহৃত্য) অর্থাৎ সংপ্রাপ্ত সেই উত্তরায়ণে ধর্ম্মপ্রস্তাবান্বিতা কথার † উপসংহার করতঃ ‡ মনকে বিমুক্ত সঙ্গ করিয়া অগ্রতঃস্থিত আদিপুরুষ পীতবাসা চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণে ॥ অনিমিষ নয়নে দর্শন করিয়া মনকে ধারণা করিলেন ॥ ২৭ ॥

* সহস্রণী পদে ভীষ্ম অর্থাৎ যুদ্ধকালে সমীপস্থ সহস্র রথিকে যিনি পালন অর্থাৎ রক্ষা করেন তাঁহার নাম সহস্রণী, দ্বিপাঠে [সহস্রিণী] শব্দে সহস্রার্থ বিশিষ্ট অর্থাৎ বহু প্রকার অর্থ বিশিষ্টা যে কথা তাহার বিরাম করিলেন, তদর্থে শ্লোক মধ্যে [গিরঃসহস্রিণী] উক্ত হইয়াছে।

† উপসংহার অর্থাৎ বিরাম।

‡ মনকে বিমুক্ত সঙ্গ করিলেন অর্থাৎ সংসারোচিত আর কোন বিষয়েই মনঃ সংযোগ করিলেন না। অথবা ইন্দ্রিয় সঙ্গে বিমুক্ত হইলেন।

॥ অনিমিষ নয়ন পদে এক দৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণ রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ কিম্ভূত, না আদিপুরুষ অর্থাৎ অনাদি যাঁহার আদি নাই

বিশুদ্ধয়াধারণয়া হতাশুভ স্তদীক্ষয়ৈবা শু-
গতাযুধশ্রমঃ। নিবৃত্ত সর্ব্বেন্দ্রিয় বৃত্তিবিভ্রম
স্তুষ্টাব জন্যং বিসৃজন্ জনার্দ্দনং॥ ২৮॥

অনয়ৈব বিশুদ্ধয়া ধারণয়া হতমশুভং যস্যসঃ। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ঈক্ষয়াকৃপাদৃষ্ট্যৈবা শুগতা আযুধশ্রমা যস্যসঃ। অতঃনিবৃত্ত সর্ব্বেন্দ্রিয় বৃত্তীনাং বিভ্রমোবিবিধ ভ্রমণং (গতিস্বরূপমিতি) যস্মাৎ সঃজন্যং দেহং॥ ২৮॥

অনন্তর ভীষ্ম কৃষ্ণকে যদভিপ্রায়ে স্তব করিবেন তদভিপ্রায়কে ব্যক্ত করিয়া সূতগোস্বামী শৌনকাদিকে ভীষ্মেরস্বরূপ লক্ষণ কহিতেছেন, তদর্থে শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যথা (বি-শুদ্ধয়েতি)

গঙ্গাপুত্র, পাণ্ডব পিতামহ ভীষ্ম (জন্য) অর্থাৎ * পাঞ্চ-ভৌতিকনশ্বর দেহ ত্যাগেচ্ছু হইয়া জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন, ভীষ্ম কিম্ভূত, না, † (বিশুদ্ধয়াধারণয়াহতাশুভঃ) বিশুদ্ধাধারণা দ্বারা যাঁহার বিনষ্ট হইয়াছে সমস্ত প্রকার

পুনঃ কিম্ভূত না পীতবাসা অর্থাৎ পীতাম্বর ধারী চতুর্ভুজার্থ পুর্ব্বে লেখিত হইয়াছে ফলিতার্থ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপ ধর্ম্মার্থ কাম-মোক্ষকে বর্ণন করিয়াছেন।

* জন্য পাঞ্চভৌতিক দেহনশ্বর অর্থাৎ পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ এই ভূতোর্থিত দেহ ক্ষণ বিধ্বংসী যেহেতু এতদ্দেহের স্থিরতা নাই তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে দেহ ত্যাগ করাই তাঁহার সতত বাঞ্ছা।

† বিশুদ্ধা ধারণা পদে এক শ্রীকৃষ্ণই পরমারাধ্য ইহার নিশ্চয়ীকরণ হতাশুভ শব্দে নিষ্পাপ।

অশুভ (অর্থাৎ নিষ্পাপ) পুনঃ কিম্ভূত না, (তদীক্ষয়ৈবাশু-গতাযুধশ্রমঃ) শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টিতে বিগত হইয়াছে সম্যক্ আয়ুধশ্রম অর্থাৎ সংগ্রাম কালে শরাঘাত জন্য যে শ্রান্তি হইয়াছিল তাহার উপরতি হইয়াছে কৃষ্ণকৃপায় যাঁর, অতঃ পুনঃ (নিবৃত্ত সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তি বিভ্রমঃ) সর্ব্বেন্দ্রিয় বৃত্তিতে ভ্রমণ নিবৃত্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ানুগত হইয়া তদ্বশে চিত্তের ভ্রমণ নিবৃত্ত তদর্থে অস্বরূপা অবিদ্যাগতি নিবৃত্তে স্বরূপাগতি যাঁর সেই ভীষ্ম ॥ ২৮ ॥

শ্রীভীষ্মউবাচ। ইতিমতিরুপকল্পিতা বিতৃষ্ণা ভগবতিসাত্বতপুঙ্গবেবিভূম্নি স্বসুখমুপগতে কৃচিদ্বিহর্ত্তুং প্রকৃতিমুপেযুষি যদ্ভবপ্রবাহঃ ॥ ২৯ ।

পরফলরূপাং শ্রীকৃষ্ণেরতিং প্রার্থয়িতুং প্রথমং স্বমতিমর্পয়তিইতি। নানাধর্ম্মাদ্যুপায়ৈর্মতি র্মনোধারণ লক্ষণা উপকল্পিতা সমর্পিতাকৃ সাত্বতানাং পুঙ্গবে শ্রেষ্ঠে ভগবতি বিতৃষ্ণা নিষ্কামা অবিতৃষ্ণেতিবাচ্ছেদঃ অবিতৃপ্তেত্যর্থঃ। বিগতোভূমা যস্মাৎ তস্মিন্ যমপেক্ষ্যান্যত্রমহত্বং নাস্তীত্যর্থঃ। তদেব পরমৈশ্বর্য্যমাহ স্বসুখং স্বরূপভূতং পরমানন্দং উপগতে প্রাপ্তেরত্যেবকৃচিৎ কদাচিৎ। বিহর্ত্তুং ক্রীড়িতুং প্রকৃতিমুপেযুষি স্বীকৃতবতি নতুস্বরূপ তিরোধানেন জীববৎ পারতন্ত্র্যমিত্যর্থঃ। বিহর্ত্তুমিত্যুক্তং প্রপঞ্চয়তি যদ্যতঃ প্রকৃতেঃ ভবপ্রবাহঃ। সৃষ্টি পরম্পরা ভবতি ॥ ২৯ ॥

অনন্তর ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণেস্বমতি সমর্পণার্থ স্তুতিবাক্যে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (ইতিমতিরিতি)

মুমূর্ষু কালে অর্থাৎ কিঞ্চিৎকাল মৃত্যুর অবশিষ্ট এই অবকাশে ভীষ্ম ভগবান্ * সাত্বত পুঙ্গব + বিভূমা ‡ স্বসুখ উপগত শ্রীকৃষ্ণেস্বমতি অর্থাৎ ধর্ম্মাদি নানা উপায়ের দ্বারা যোগধারণ সমর্থা স্বীয়ামতি সমর্পণ করিলেন পুনঃকিন্তু তামতি না, ॥ বিতৃষ্ণা অর্থাৎ বিগততৃষ্ণা, যে শ্রীকৃষ্ণ বিহার হেতু অর্থাৎ ¶ ক্রীড়ার্থে স্বীয়াপ্রকৃতিতে উপগত অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ

---

* সাত্বত পুঙ্গব পদে সাত্বত শ্রেষ্ঠঃ অর্থাৎ যদুবংশীয় সত্বত নামে রাজা তদ্বংশজাত ইত্যর্থে সাত্বত, উক্ত সাত্বত বংশশ্রেষ্ঠ, অন্যদপি সাত্বত শব্দে সাধু অর্থাৎ সত্বে অবস্থিত সাত্বতঃ ইত্যর্থে সাধুদিগের শ্রেষ্ঠোপাস্য ভগবানকে সাত্বত পুঙ্গব কহিয়াছেন, কিম্বা সত্ববিগ্রহ-ধানকে সাত্বত বলে, তদর্থে ভগবদবতার মূর্ত্তি মাত্রকেই সাত্বত বলা-যায়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাবতার সর্ব্বাবতার শ্রেষ্ঠ নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকেই সাত্বত পুঙ্গব বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

+ বিভূমা পদে বিগতভূমা অর্থাৎ যিনি কার্য্য সাধনার্থ কোন অপেক্ষা করেন না, অর্থাৎ যাঁহার বাহ্যোপকরণ সাহায্য ব্যতিরেকে ইচ্ছামাত্র কার্য্য সম্পন্ন হয় তাঁহার নাম বিভূমা, যেমন ঘটকার্য্য সাধনে কুম্ভকার মৃৎসূত্র চক্র কাষ্ঠাদি বাহ্যোপকরণের অপেক্ষা করে, সৃষ্টি কার্য্য সাধনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোন সহায়ের অপেক্ষা করে না।

‡ স্বসুখ উপগত পদে স্বরূপভূত পরমানন্দরূপ প্রাপ্ত অর্থাৎ যিনি সচ্চিদানন্দরূপে অবতীর্ণ তাহাতে ভীষ্ম স্বীয়াস্বমতিকে রত্যর্থে ধারণা করিলেন। রত্যর্থে অর্থাৎ অখণ্ড পরমানন্দ সন্দোহ, সন্দোহ শব্দে সমূহ আনন্দ প্রাপ্ত্যর্থে।

॥ বিতৃষ্ণামতি পদে বিগততৃষ্ণা অর্থাৎ সর্ব্বাভিলাষ রহিতা, যাহাকে নিষ্কাম বলে, নিষ্কাম পদে কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কামনা রহিত।

¶ ক্রীড়ার্থ পদে সৃষ্টিলীলা প্রকাশার্থ চিচ্ছক্ত্যাবেশে ঘনীভূত

হয়েন সেই শ্রীকৃষ্ণে স্বমতি সমর্পণ করিলেন, প্রকৃতি কিন্তু তা না, যাঁহা হইতে এই সংসার প্রবাহ হয়, অর্থাৎ * প্রকৃতি কর্তৃকা পরম্পরা সৃষ্টি হয়॥ ২৯॥

ত্রিভুবনকমনং তমালবর্ণং রবিকরগৌরব-রাম্বরং দধানে। বপুরলককুলাবৃতাননা-জং বিজয়সখে রতিরস্তুমেঽনবদ্যা॥ ৩০॥

ইদানীং শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিং বর্ণয়ন্ রতিং প্রার্থয়তে। ত্রিভুবনকমনং ত্রৈলোক্যাত্মক মেবকমনীয়ং তদ্বপুর্দধানে রতির্মেস্তু তমালবন্নীলবর্ণো যস্যতৎ। প্রাতঃকালীনারবেঃ করাইব স্বতএব গৌরেণ্নিপীতবরে নির্ম্মলে অম্বরে যস্মিন্ তৎ। অলক কুলৈরুপর্য্যাবৃতমাননাব্জং যস্মিন্ তৎ। বিজয় সখে পার্থসারথৌ। অনবদ্যা অহৈতুকীফলাভিসন্ধি রহিতা রতিরস্ত॥ ৩০॥

সূতগোস্বামী শৌনককে কহিতেছেন, যে স্বমতি সমর্পণা-নন্তর ইদানীং ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুর্ত্তি অর্থাৎ কমনীয় রূপ বর্ণন করতঃ শ্রীকৃষ্ণে রতি প্রার্থনা করিতেছেন। যথা (ত্রিভুবনইতি)

আনন্দ রূপে অবতীর্ণ হইয়া যিনি বিবিধ বিহার করেন তাঁহার নাম সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।

* প্রকৃতি কর্তৃকা সৃষ্টি পদে যাবৎ দৃষ্টজাত বস্তু সমস্তই প্রকৃতির কার্য্য অতএব রূপমাত্র প্রকৃতি হইতে উৎপন্নবিধায় প্রাকৃত বলাযায়, বিশেষ এই যে প্রকৃতি শব্দ এক কিন্তু কার্য্যে ভেদ আছে। প্রকৃতি শব্দে শক্তিকে বলে, তাহার সংজ্ঞা অন্তরঙ্গা অপরা বহিরঙ্গা, অন্ত-রঙ্গাকে চিচ্ছক্তি বহিরঙ্গাকে মায়াশক্তি কহেন, মায়াশক্তি দ্বারা

* ত্রিভুবনকমন রূপধারণ করিয়াছেন অর্থাৎ ত্রৈলোক্যাত্মক কমনীয় রূপধারণ করিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাতে আমার † অনবদ্যারতি থাকুক, পুনঃ কিম্ভূত, না, ‡ তমাল বর্ণ অর্থাৎ তমালবৎ নীলবর্ণ অতঃ ॥ রবিকর গৌরাম্বর অর্থাৎ প্রাতঃকলীন উদিত সূর্য্যের কিরণের ন্যায় পীতবস্ত্র, অগ্নিবর্ণ পদে স্বতঃসিদ্ধ নির্ম্মল পীতবর্ণ অজরবস্ত্র অর্থাৎ কখন জীর্ণ হয় না, এবং অলকাকুলাবৃত মুখারবিন্দ, অন্যদপি ¶ বিজয়সখ অর্থাৎ অর্জ্জুনের সখাতে নিত্যরতিরস্তু ॥ ৩০ ॥

সমস্ত জীব সৃষ্টি, চিচ্ছক্তি দ্বারা শুদ্ধ নির্ম্মল ঘনীভূত আনন্দস্বরূপ ভগবদ্রূপ হয়, সুতরাং জীববৎ স্বরূপান্তরে ঈশ্বর রূপকে প্রাকৃত বলাযায় না অর্থাৎ জীববৎ তদ্রূপের নাশ নাই, অতএব সেই রূপে ভীষ্ম স্বমতিকে সমর্পণ করিলেন।

* ত্রিভুবনকমন পদে ত্রৈলোক্যাত্মক কমনীয়বপুঃ অর্থাৎ বিরাট রূপকে ত্রৈলোক্যাত্মক বলে, সেই বিশ্ব সমষ্টিরূপ অথচ কমনীয়, কিম্বা ত্রিলোক মধ্যে তদ্রূপ ব্যতীত মনোহর রূপ নাই।

† অনবদ্যারতি পদে ফলাভিসন্ধি রহিতা অহৈতুকীরতি।

‡ তমালবর্ণ পদে তমাল বৃক্ষবৎ রূপ বর্ণন নহে, তম শব্দে অন্ধকার অর্থাৎ তেজোভাগের আবরক তদর্থে ধূমকে প্রতিপন্ন করেন, তজ্জাত মেঘকে তমো বলিয়াছেন, আল সমূহ সুতরাং নীলাম্বুদচয় সদৃশ বর্ণ।

॥ রবিকর গৌরাম্বর পদে সূর্য্যমণ্ডল স্থিত যেরূপ, সেইরূপের আবরণ যে তেজঃ দ্বারা হয় তাহাকে গৌরাম্বর কহেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পরব্রহ্ম, তাঁহাতে রতি প্রার্থনা করিতেছেন।

¶ বিজয়সখ বলাতে অর্জ্জুনের সখা বলা হইল, কিন্তু ভীষ্ম যে মুমূর্ষুকালে অর্জ্জুন সখ বলিয়া স্তব করিয়াছেন ইহা সঙ্গত হয় না,

যুধিতুরগ রজো বিধূম্র বিষ্বক কচলুলিত শ্রমবার্য্যলঙ্কৃতাস্যে। মম নিশিতশরৈ র্বিভিদ্য মানত্বচি বিলসৎ কবচেস্তুকৃষ্ণ আত্মা॥ ৩১॥

বিজয় সখত্ব মেবানুবর্ণয়ন রতিং প্রার্থয়তে। যুধিযুদ্ধে তুরগাণাং খুররজঃ তুরগরজঃ তেনধূম্রা ধূসরাস্তেচতে বিষ্বক্ ইতস্ততঃ চলন্তঃ কুন্তলাস্তৈ র্বিলুলিতং বিকীর্ণং শ্রমবারি স্বেদবিন্দুরূপং তেন তক্ত্, বাং সল্যাদ্যোতকে নালঙ্কৃত মাস্যং যস্য তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে মমাত্মা মনোঽস্তু রমতামিত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতে মদীয়ৈ র্নিশিতৈ স্তীক্ষ্ণৈঃ শরৈ র্বিভিদ্যমানত্বক্ যস্য শরৈরেব বিলসৎ কবচং যস্য তস্মিন্॥ ৩১॥

বিজয়সখত্ব অর্থাৎ জীবেশ্বর সখত্ব বর্ণন করণানন্তর পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণে আত্মরতি প্রার্থনা করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (যুধীতি)

শ্রীকৃষ্ণেমমাত্মা অর্থাৎ মনোভিমানী আত্মা (রমতাং) মনোরমণ করুক্ অর্থাৎ অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ ক-

সুতরাং তদর্থে পরব্রহ্মস্বরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, বিজয় শব্দে জীব অর্থাৎ যাহাকে জয় করিতে কেহ পারে না, যথা শ্রুতি [নজায়তে নম্রিয়তেবাবিপশ্চিৎ] জীবের জন্ম নাই মৃত্যুও নাই সুতরাং অজষ্য অর্থাৎ যাঁহার পরাভবনাই অন্যদপি গীতার্থে অগ্নিতে দহ্য নহেন, জলে পচ্য নহেন, বায়ুতে শোষ্য নহেন অস্ত্রেছেদ্য নহেন, তাঁহাকে জয় করিতে কে পারে, সেই জীবের সহিত দেহস্বরূপ অশ্বর্থে সখ্যভাবে সমাশ্রিত যে আত্মা তাহতে আমার নির্ম্মলারতি থাকুক এই প্রার্থনা।

রিয়া এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণরূপে নিবিষ্ট হইয়া সুখী হউক্ শ্রীকৃষ্ণ কিম্ভূত না, (যুধিতুরগরজো বিধুম্র বিষ্বক্কচলুলিত শ্রম-বার্য্য লঙ্কৃতাস্যে) যুদ্ধস্থলে ঘোটকের প্রখর খুরখননোত্থিত * ধূলি ধূসরিত কুটিল কুন্তলাকুল পবনাহত ইতস্তত চলিত এবং বিলুলিত কচ অর্থাৎ † বিকীর্ণ কেশপাশও মন্দ২ শ্রমজল বিন্দুশোভিত মুখারবিন্দ অর্থাৎ ভক্তবাৎসল্য দ্যো-তক মুখচন্দ্র যাঁর সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার রতি থাকুক অর্থাৎ সুদৃঢ়া ভক্তি থাকুক্, পুনঃ কিম্ভূত শ্রীকৃষ্ণ না, মদীয় শাণিত তীক্ষ্ণ শর সকল দ্বারা ভিদ্যমান্ গাত্র তাহাতে কৃষ্ণ শরীর ‡ মন্দ২ রক্ত বিন্দুশ্রব দ্বারা অতি শোভিত, অপিচ শরবিদ্ধ গাত্র কবচ ও শোভমান সেই পরমারাধ্য ভক্তবৎসল ভগবান্ গোবিন্দ-রূপে আমার মন অভিনিবেশ করতঃ আনন্দিত হউক্ ॥৩১॥

* তুরগচরণ ধূলিধূসরিত কুটিল কুন্তলাকুল পবনাহত ইতস্ততঃ চলিত পদে যথা, যদ্রূপ পদ্মপরাগমণ্ডিত মধুকর উড্ডীয়মান তদ্রূপ নীলোৎ-পল সদৃশ শ্রীকৃষ্ণ মুখপদ্মে ভ্রমরাবলির ন্যায় কুটিল কুন্তলাবলির শোভা হইয়াছে।

† বিকীর্ণ কেশপাশে মন্দ২ শ্রমবারিশোভিত পদে বাৎসল্যদ্যোতক অর্থাৎ গোকুললীলায় গোষ্ঠাগত দিবাবসান কালে গোধূলিধূসরিত কুটিল কুন্তলাবৃত এবং মন্দ২ শ্রমজলবিন্দু শোভিত নীলোৎপল বিনি-ন্দিত মুখারবিন্দ দর্শনে যাদৃক্ যশোদাদির বাৎসল্যভাবের গাঢ়োদয় হ-ইয়াছিল, সংগ্রাম কালে ভগবন্মুখারবিন্দ দর্শন করতঃ ভীষ্মদেবেরও তাদৃক ভাবোদয় হইয়াছে, একারণ স্তবরূপ বাক্যে হৃদিস্থিত স্বরূপ ভাবের প্রকাশ করিয়া কহিয়াছেন।

‡ মন্দ২ শ্রবিত রক্তবিন্দু দ্বারা অতিশোভিত কৃষ্ণশরীর পদে নবীন

সপদি সখিবচো নিশম্য মধ্যে নিজ পরয়ো
র্বলয়ো রথং নিবেশ্য। স্থিতবতি পরসৈ-
নিকায়ুরক্ষ্ণা হৃতবতি পার্থ সখেরতি র্মমাস্তু
॥ ৩২ ॥

কিঞ্চসপদীতি। সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয়মেঽচ্যুত। যাব-দেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ ইতি। সখ্যুরর্জ্জুনস্য বচো-নিশম্য সপদি তৎক্ষণমেব স্বপরয়োর্বলয়ো র্মধ্যে স্থিতে পার্থসখেরতি-রস্তু তত্রস্থিত্বা কৃতং সখ্যং দর্শয়তি পরস্য দুর্য্যোধনস্য সৈনিকানামায়ু রক্ষ্ণা কালদৃষ্ট্যা হৃতবতি অসৌভীষ্মঃ অসৌদ্রোণঃ অসৌকর্ণঃ ইতি তৎতৎ প্রদর্শন ব্যাজেন দৃষ্ট্যৈব সর্ব্বেষা মায়ুরাকৃষ্যার্জ্জুনস্য জয়ং কৃতবতি॥ ৩২॥

ভীষ্মদেব আরও শ্রীকৃষ্ণ মহিমাসূচক স্তব করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা [সপদীতি]

ভগবৎসখা অর্জ্জুন ভগবানকে যুদ্ধারম্ভে কহিয়াছিলেন, যে কুরুপাণ্ডবীয় উভয় সৈন্য মধ্যে আমার রথ স্থাপনা করহ। যথা [সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয়মেচ্যুত যা-বদেতান্ নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামান বস্থিতান্ ইতি] হে অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ উভয়সেনার মধ্যে আমার রথতাবৎ স্থাপনা

নীলনীরদশ্যাম সুন্দর বিগ্রহে অস্ত্রক্ষত রক্তধারা যেমন বন্ধুক পুষ্প মালাবৎ শোভিত অর্থাৎ রক্ত কুন্দপুষ্প মালার ন্যায়, সে, যে, কি মনোহর হইয়াছিল তাহা বর্ণনে যুগল নয়নে অশ্রুজল পতিত হয়, ভূরূপে মোহিত হইয়া ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণেতেরতি প্রার্থনা করিতেছেন।

করহ, যুদ্ধেচ্ছু হইয়া আগত সৈন্যগণকে আমি যাবৎ নিরীক্ষণ করি। এতৎ সখিবাক্যে অর্থাৎ সখারবাক্য শ্রবণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সেনামধ্যে রথস্থাপনা করিয়া কাল-দৃষ্টি দ্বারা * পরসৈনিক অর্থাৎ দুর্য্যোধনের সেনাদিগের আয়ুহরণ করিয়াছিলেন, † সেই পার্থসখ অর্থাৎ অর্জ্জুনসখা গোবিন্দে আমার রতি স্থিতবতী হউন ॥ ৩২ ॥

ব্যবহিত পৃতনা মুখং নিরীক্ষ্য স্বজনবধা দ্বিমুখস্য দোষবুদ্ধ্যা। কুমতি মহরদাত্ম বিদ্যয়া যশ্চরণ রতিঃ পরমস্য মেহস্তুতস্য ॥ ৩৩ ॥

নকেবলমর্জ্জুনস্য সপত্নায়ুর্হরণেনৈব জয় মাহরেৎ। কিন্তু বিদ্যা-হরণেনাপীত্যাহ। ব্যবহিতা দূরেস্থিতা যাপৃতনা তস্যামুখমিব মুখং অগ্রেস্থিতান ভীষ্মাদীন নিরীক্ষ্য ইত্যর্থঃ। স্বজনবধাদ্বিমুখস্য যদুক্তং গীতাসু। এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ। বিসৃজ্য সশরং চাপং শোক সম্বিগ্নমানসঃ। কুমতি মহংহস্তেত্যাদি কুবু-দ্ধিং ॥ ৩৩ ॥

* পরসৈনিক পদে দুর্য্যোধনের সেনা অর্থাৎ এই ভীষ্ম এই দ্রোণ এই কর্ণ ইত্যাদিকে প্রদর্শন ছলে সকলের আয়ু আকর্ষণ করতঃ অর্জ্জুনের জয় প্রদান করিয়াছিলেন।

† পার্থসখ পদে অর্জ্জুনসখা ইত্যর্থে আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের স্বজন বলিয়া জানাইয়াছেন, অর্থাৎ ভবসংসারপারেচ্ছু ব্যক্তির পরমবন্ধু বলা হইল, নচেৎ কুন্তীপুত্রসখা বলিয়া স্বজনাক্ষেপ করেন নাই।

কেবল অর্জ্জুনের শত্রুদিগের আয়ুহরণ করতঃ জয়কে আহরণ করিয়াছিলেন এমত নহে, অর্জ্জুন সম্বন্ধে অবিদ্যা-কেও হরণ করিয়াছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা [ব্যবহিতেতি]

কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন [ব্যবহিত পৃতনামুখং] অর্থাৎ দূরে স্থিত সৈন্যকে ব্যবহিত পৃতনা বলে, পৃতনামুখং অর্থাৎ সেনাগ্র-স্থিত ভীষ্মাদিকে দর্শন করিয়া * দোষ বুদ্ধি দ্বারা স্বজন বধে বিমুখ হইয়াছিলেন যে অর্জ্জুন, যথা গীতায়াং [এব-মুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যেরথোপস্থ উপাবিশৎ বিসৃজ্যসশরংচাপং শোক সংবিগ্নমানসঃ] পূর্ব্বোক্ত গীতাতে শ্রীকৃষ্ণকে অর্জ্জুন যাহা কহিয়াছিলেন, অর্থাৎ আমি স্বজন ভীষ্মাদিকে বধ করিয়া রাজ্য লইতে ইচ্ছুক নহি এই কথা কহিয়া আত্মীয় বধে বিমুখ অর্জ্জুন শোক সংবিগ্নমনা হইয়া এবং শরচাপ পরিত্যাগ করিয়া রথ মধ্যে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন এই অ-র্জ্জুনের † কুমতিকে ‡ আত্মবিদ্যা দ্বারা হরণ করিয়া যিনি সুশোভনা বুদ্ধিপ্রদান করিয়াছিলেন, সেই পরমের অর্থাৎ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমার রতি চিরস্থায়িনী হউক্।

---

* দোষবুদ্ধি পদে দুষ্টাবুদ্ধি অর্থাৎ যদর্থে আগতি তদর্থ ব্যাঘাত কারিণী বুদ্ধিকে দোষবুদ্ধি বলে ইত্যর্থে অভিপ্রায় এই যে পৃথিবীর ভারাবতরণার্থে কৃষ্ণার্জ্জুনের অবতার সেই ভার হরণে বিমুখতাচারিণী বুদ্ধি দ্বারা সংগ্রাম বিমুখ।

† কুমতি পদে কুবুদ্ধিঃ অর্থাৎ অহংকর্ত্তা অহংহন্তা ইত্যাকার জ্ঞান যাহাকে মায়ারকার্য্য বলে সেই জ্ঞানকে কুবুদ্ধি বলে।

‡ আত্মবিদ্যা পদে অধ্যাত্মবিদ্যা অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞান যাহাতে অহং

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতোরথস্থঃ। ধৃতরথচরণোহভ্যয়াচ্চলদ্গুর্হরিরিবহন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ॥ ৩৪॥

মমতুমহান্ত মনুগ্রহং কৃতবানিত্যাহ দ্বাভ্যাং স্বনিগমং। অশস্ত্র এবাহং সাহায্যমাত্রং করিষ্যামী.ত্যেবং ভূতাং প্রতিজ্ঞাং হিত্বা শ্রীকৃষ্ণং শস্ত্রং গ্রাহয়িষ্যামীত্যেবং রূপাং মৎপ্রতিজ্ঞাং ঋতং সত্যং যথা ভবতি অধি অধিকাং কর্ত্তুং যোরথস্থঃসন্ অবপ্লুতঃ সহসৈবাবতীর্ণঃ সন্ অভ্যয়াৎ অভিমুখ মধাবৎ। ইভং হন্তুং হরিঃ সিংহইব কিম্ভূতঃ ধৃতোরথচরণ শ্চক্রং যেনসঃতদাচ সংরম্ভেণ মানুষ নাট্য বিস্মৃতে রুদরস্থ সর্ব্বভুবনভারেণ প্রতিপদং চলদ্গাশ্চলন্তী গৌঃ পৃথিবী যস্মাৎ তেনৈব সংরম্ভেণ পথিগতং পতিত মুত্তরীয়ং যস্যসঃ মুকুন্দোমেগতিঃ ভবত্বিতি উত্তরেণান্বয়ঃ॥ ৩৪॥

শ্রীকৃষ্ণের স্তবের ছলে যুধিষ্ঠিরকে জানাইতেছেন, যে জগদীশ্বর আমার প্রতি আরও মহান্ অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা দুই শ্লোকে কহিতেছেন। যথা (স্বনিগমমিতি)

(স্বনিগমমপহায়) অর্থাৎ * শ্রীকৃষ্ণ আপন প্রতিজ্ঞাকে পরি-

বুদ্ধির নাশ হইয়া ঈশ্বরায়ত্ত জগৎ এতজ্জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি অর্থাৎ সর্ব্বাকারণ এক জগদীশ্বরই সর্ব্বকার্য্যের কর্ত্তা হয়েন।

* শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়া প্রতিজ্ঞা এই যে, আমি কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের সাহায্য মাত্র করিব কিন্তু কোন অস্ত্র ধারণ করিব না, এই প্রতিজ্ঞা ত্যাগে আত্মভক্ত বৎসলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ আমার প্রতিজ্ঞা বিফলা হয় হউক্ কিন্তু ভক্তে প্রতিজ্ঞা রক্ষাই আমার ইষ্ট সিদ্ধিঃ।

ত্যাগ করতঃ (মৎপ্রতিজ্ঞামৃত মধিকর্ত্তুং) অর্থাৎ * আমার প্রতিজ্ঞাকে সত্য ও আত্মপ্রতিজ্ঞা হইতে অধিকা করিবার নিমিত্ত, অর্জ্জুনের রথে থাকিয়া উল্লম্ফন দ্বারা ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া রথচক্র ধারণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে মম বধোদ্দ্যোগে আমার অভমুখে ধাবমান হইয়াছিলেন, সে কেমন যেমন হস্তীবধ করণোদ্যমে সিংহ ধাবমান হয়, তাহাতে † সংরম্ভ দ্বারা যাঁহার প্রতিপদক্ষেপে পৃথিবী প্রচলিতা হইয়াছিল, এবং ক্রোধবশে বিহ্বলীকৃত চিত্ত প্রযুক্ত উত্তরীয় পীতবস্ত্রও পতিত হইয়াছিল, সেই মুকুন্দ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমার গতি হউন্ অর্থাৎ আশ্রয়ভূত হউন্ এতদভিপ্রায় পরলোকে লক্ষ করিয়া স্বামীব্যাখ্যা করেন ॥ ৩৪ ॥

শিতবিশিখহতো বিশীর্ণদংশঃ ক্ষতজপরি-

* মৎপ্রতিজ্ঞা এই যে, আমি এই কৌরব যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণকে অস্ত্রধারণ করাইব, ইহা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সফলা হইয়াছে, এ কেবল তাঁহারি অনুগ্রহ, নচেৎ আমি কোন কীট যে আমার প্রতিজ্ঞায় তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন, যিনি অজিত, অমিত, ইচ্ছাময়, যদিচ্ছায় এই বিশ্বের পুনঃ২ সৃজন পালন সংহরণ হইতেছে।

† সংরম্ভ পদে ক্রোধ অর্থাৎ ক্রোধভরে পাদ সঞ্চালনে পৃথিবীর কম্প হইয়াছিল এস্থলে মানুষবৎ নাট্যভাবে গ্রহণ করাযায়, ফলে তাহা নহে, যিনি সকলের সম্ভজনীয় তাহার ক্রোধের সম্ভব নাই৷ এই সংরম্ভ শব্দে আরম্ভ অর্থাৎ নাট্যারম্ভে স্বরূপাচ্ছাদনে মনুষ্যবল্লীলা করিয়াছিলেন, সুতরাং বিরাটরূপী ভগবানের উদরস্থ ব্রহ্মাণ্ড ভরে সহজেই পৃথিবীর কম্প হইবার সম্ভব।

প্লুত আততায়িনোমে। প্রসভমভিসসার
মদ্বধার্থং সভবতুমে ভগবান্ গতির্মুকুন্দঃ
॥ ৩৫ ॥

এবং যদাভ্যয়াৎ তদাস্ময়মানস্য আততায়িনঃ মেনিশিতৈঃ তীক্ষ্ণৈ র্বিশিখৈর্হতঃ অতঃবিশীর্ণদংশঃ বিধ্বস্ত কবচঃ ক্ষতজেন রুধিরেণ পরিপ্লুতঃ ব্যাপ্তঃ সন্ প্রসভং বলাৎ কারন্তং [বারয়ন্তং] অর্জ্জুনমপ্যতিক্রম্য মদ্বধার্থং অভিসসার অভিজগাম এবং যোলোক দৃষ্ট্যা, অর্জ্জুন পক্ষপাতী বলক্ষিতঃ বস্তুতস্ত মমৈবানুগ্রহং কৃতবান্ সভগবান্ মেগতিঃ ভবত্বিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

এইরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আততায়ীরূপে ঈষৎহাস্যযুক্ত হইয়া আমার অভিমুখে আগত হয়েন, অর্থাৎ আততায়ী পদে অস্ত্রপাণি সুতরাং রথচক্র ধারণে অস্ত্রধারী হইয়া আগমন করেন, যখন মৎপ্রেষিত সুতীক্ষ্ণ শাণিতশর দ্বারা তাহার কবচ বিধ্বস্ত অর্থাৎ বিছিন্ন হয়, তাহাতে সর্ব্ব শরীরবিক্ষত হইয়া রুধিরদ্বারা কৃষ্ণ কলেবর সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত হয়, তখন মদ্বধার্থ অভিসারী দেখিয়া অর্জ্জুন বারণ করেন, তথাপি বলপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে অতিক্রম করিয়াও *আমাকে বধকরিতে অভিসার অর্থাৎ আগমন করিয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার গতি হউন্ ॥ ৩৫ ॥

---

* আমাকে বধ করিতে অভিসার করেন, ইত্যর্থে অর্জ্জুনের পক্ষ হইয়া ভীষ্ম বধোদ্যোগী হওয়াতে লোকে শ্রীকৃষ্ণকে পক্ষপাতী বলিতে পারে, ফলে ঈশ্বর পক্ষপাত দোষের স্পর্শ নাই, ইত্যর্থে ভীষ্ম ঈশ্ব-

বিজয়রথকুটুম্ব আতুতোত্রে ধৃতহয়রশ্মিনি
তচ্ছ্রিয়েঽক্ষণীয়ে। ভগবতি রতিরস্তুমেমু-
মূর্ষোর্যমিহনিরীক্ষ্যহতাগতাঃ স্বরূপং॥৩৬॥

তদেবমন্যায়ৈরপিভৃত্য রক্ষাব্যগ্রে শ্রীকৃষ্ণেরতি মাসাস্তে বিজয়োঽর্জ্জুনস্তস্যরথএব কুটুম্বং অকৃত্যৈরপি রক্ষণীয়োযস্য তস্মিন্ আতুং তোত্রং প্রতোদোযেন তস্মিন্ধৃতাঃ হয়ানাং রশ্ময়ঃ প্রগ্রহাস্তেসন্তি যস্য তস্মিন্ ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চেতানকারান্তাদপিরশ্মি শব্দাদীনি তচ্ছ্রিয়ে রক্ষণীয়ে শোভমানে মুমূর্ষোর্মর্ত্তুমিচ্ছোঃ নম্বন্যায় বর্ত্তিনি কিমিতিরতিঃ প্রার্থ্যতেঽত আহ ভগবতি অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যে তদাহ ইহযুদ্ধেহতাঃ সর্ব্বে যংনিরীক্ষ্য স্বরূপং গতাঃ প্রাপ্তাইতি॥ ৩৬

যদিও কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্র ধারণ করা অন্যায্য কর্ম্ম, তথাপি ভৃত্য অর্থাৎ ভক্ত রক্ষাব্যগ্রশীলতা প্রযুক্ত ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, এবং আত্ম-ভক্ত অর্জ্জুনের রক্ষার্থেও অকৃত্যকর্ম্ম অর্থাৎ যে কর্ম্ম কর-ণীয় নহে তাহাও করিয়াছেন, যে শ্রীকৃষ্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণে রতিপ্রার্থনা করিতেছেন তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা (বিজয়রথেতি)

বিজয় রথকুটম্ব শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ বিজয় শব্দে অর্জ্জুন, সেই অর্জ্জুনের রথ সারথি, যেহেতু অর্জ্জুনের সারথ্যে নিযুক্ত

রকে অপক্ষপাতী বলিয়া স্তব করেন ফলিতার্থ ইহাতে পক্ষপাত নহে শুদ্ধ আমার প্রতিভূরি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ এরূপে অভিগমন না করিলে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইতে পারিত না।

হইয়া (আতুতোত্র) * অশ্বপ্রতোদ গ্রহণ করিয়াছেন, আর † অশ্বরশ্মিও ধারণ করিয়াছেন, তাহাতেই শোভমান যে শ্রীকৃষ্ণ, সেই শ্রীকৃষ্ণে মুমূর্ষাবস্থায় অর্থাৎ মরণেচ্ছু যে আমি আমার অবসান সময়ে রতি অবস্থিতি অর্থাৎ ঐকান্তিকী ভক্তির অবস্থিতি হউক্ এই ভারত সংগ্রামে অর্জ্জুন রথে অশ্বরজ্জু ও প্রতোদধারী শোভমান শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরম পুরুষকে দর্শন করিয়া যাঁহারা পাঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহ ত্যাগে হত হইয়াছেন ‡ তাঁহারা তৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৩৬ ॥

ললিতগতিবিলাসবল্গুহাস প্রণয় নিরীক্ষণ কল্পিতোরুমানাঃ। কৃতমনুকৃতবত্য উন্মদান্ধাঃ প্রকৃতিমগন্‌কিলযস্যগোপবধ্বঃ ॥৩৭॥

দিব্যদৃষ্ট্যাপশ্যন্নাহ। ক্ষত্রধর্ম্মেণ যুদ্ধমানাস্তৎস্বরূপং প্রাপুরিতি নচিত্রং যতোমদান্ধা অপি প্রাপুরিত্যাহ ললিত গতিশ্চ বিলাসশ্চরাসাদিঃ মঞ্জুগত্যাদিভি রাত্মীয়ৈ স্তদীয়ৈর্ব্বাকল্পিত উরুর্মহান মানঃ

---

* অশ্ব প্রতোদ, পদে অশ্ব তাড়ন দণ্ড, প্রাকৃত ভাষায় [চাবুক] বলে।

† অশ্বরশ্মি পদে অশ্বরজ্জু অর্থাৎ [বাগডোর] প্রাকৃত ভাষায় রশ্মিকে রাশ বলে।

‡ তাঁহারা তৎ স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, পদে অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতাকে লাভ করিয়াছেন। অর্থাৎ তদ্বিষ্ণুর পরম পদে গমন করিয়াছেন।

পূজাযাসাংতাঃ তত উৎকটেন মদেনান্ধা অতএব তদেক চিত্তেন তস্য কৃতং কর্ম্মগোবর্দ্ধনোদ্ধারণাদিকং অনুকৃতবত্যো গোপবধ্বঃ যস্য প্রকৃতিং স্বরূপং অগন্ অগমন্ মকারোলোপস্ত্বার্ষঃ। কিল প্রসিদ্ধং তস্মিন্নেব রতির্নস্তুইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ॥ ৩৭॥

অনন্তর দিব্য দৃষ্টি দ্বারা ভীষ্ম অবলোকন করিয়া কহিতেছেন, যে ক্ষত্রধর্ম্মে যুদ্ধ করিয়া হত হইয়া ক্ষত্রিয়েরা যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শনে তৎস্বরূপতাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা বিচিত্র নহে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের কমনীয় রূপ দর্শনে মদান্ধ ব্যক্তিরাও তৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদর্থে শ্লোক। যথা (ললিতগতিরিতি)

যে সকল ব্রজবাসিনী গোপবধূগণেরা মহারাসাদি স্থলে শ্রীকৃষ্ণের * ললিত গতিবিলাস এবং মধুর বাক্যে ও হাস্য দ্বারা এবং † প্রণয়নিরীক্ষণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, আর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক (উরুমানা) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণদত্ত মহামানে মানিনী, যেহেতু তাহাতেই মদান্ধা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমারদিগকে বড় মান্য করেন আমরা কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া, আমারদের তুল্যা শ্রীকৃষ্ণের পূজার্হা কেহই নাই, এরূপ অভিমান মদে মত্তা হইয়া অন্ধা হইয়াছিলেন, সেই সকল গোপী শ্রীকৃষ্ণের ‡ কৃতকর্ম্ম অনুস্মরণ করতঃ তদুপকৃতি স্মরণে প্রত্যুপকা-

* ললিতগতি পদে মনোহারিণীগতি, বিলাস পদে বিহারাদি।

† প্রণয়নিরীক্ষণ পদে প্রেম কটাক্ষ।

‡ শ্রীকৃষ্ণের কৃত কর্ম্ম পদে পূতনা তৃণাবর্ত্ত, বকাঘ প্রলম্বকেশী বধ গোবর্দ্ধন ধারণ, কালীয় দমনাদি।

রার্থ, তৎ পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন এই মাত্র, নচেৎ পরম পুরুষ জ্ঞানে সেবাদি করেন নাই, তথাপি শ্রীকৃষ্ণরূপ সন্দর্শন ফলে * স্বজন জ্ঞানে মদান্ধা হইয়াও তৎ প্রকৃতি অর্থাৎ তৎ স্বরূপতায় তদ্বিষ্ণুর পরম পদকে লাভ করিয়াছেন॥৩৭॥

মুনিগণ নৃপবর্য্য.সংকুলেন্তঃ সদসিযুধিষ্ঠির রাজসূয়ত্রষাং। অর্হণ মুপপেদ ঈক্ষণীয়ো মমদৃশিগোচরএষ আবিরাত্মা॥৩৮॥

জগৎপূজ্যতামনুস্মরন্নাহ। মুনিগণৈর্নৃপবর্য্যৈশ্চ সংকুলেব্যাপ্তে অন্তঃসদসিসভামধ্যে যুধিষ্ঠিরস্য রাজসূয়ে এষাং মুনিগণাদীনাং ঈক্ষণীয়ঃ অহোরূপ মহোমহিত্যেবমাশ্চর্য্যে নাবলোকনীয়ঃ উপপেদেপ্রাপ এষজগতামাত্মা মমদৃশিগোচরঃ দৃষ্টিবিষয়ঃসন্ আবিঃপ্রকটোবর্ত্ততে অহোভাগ্যমিতিভাবঃ॥৩৮॥

* গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে স্বজন বলিয়া জানিতেন [কৃষ্ণং বিদুঃপরং কান্তং নচব্রহ্মতয়ামুনে গুণ প্রবাহোপরমং তাসাং গুণধিয়া কথং] রাজাপরীক্ষিত শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, যে রাসকালে শ্রীকৃষ্ণ নিকটে যাইতে না পারিয়া গোপীরা দেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্তা হইয়াছিলেন, ইহাতে সংশয় এই যে গোপাঙ্গনারা পরকান্ত বলিয়া কৃষ্ণকে জানিতেন কিন্তু ব্রহ্মতা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞা ছিলেন না, তথাপি যে তাঁহারদের গুণপ্রবাহের উপরতি হইয়া নির্গুণ ব্রহ্মে লয়কে প্রাপ্ত হইলেন ইহার গুপ্ত কারণ কি, শুকদেবোক্তি। যথা [কাম, ক্রোধ, ভয়, সখ্য স্বজন শত্রু প্রভৃতি যে কোন ভাবে হউক্ শ্রীকৃষ্ণ ভাবনাযুক্ত হইয়া দেহ ত্যাগ করিতে পারিলেই তৎস্বরূপতা প্রাপ্তি হয়, দেখ শিশুপালাদি রাজারা শত্রুজ্ঞানেও শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ লাভ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ রূপদর্শন করিয়া মৃত্যু হইলে যে পরম পদ প্রাপ্তি হয়, তদ্বর্ণানানন্তর শ্রীকৃষ্ণের পূজ্যতা বিষয়ের অনুস্মরণ করিয়া কহিতেছেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে জগৎ পূজ্য এবং তদ্রূপে চিত্তার্পণ করিলে মুক্ত হওয়াযায় তাহা অত্রশ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। যথা (মুনিগণেতি)

যৎকালে মহারাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ সূয় যজ্ঞ হয়, তৎ সভা মধ্যে শ্রেষ্ঠ২ রাজাগণ এবং মুনিগণ কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত ছিল তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের * আশ্চর্য্য মনোহর রূপ † এই মুনিগণদিগের দর্শনীয় হয়। অর্থাৎ সভাবরণ রূপ অর্ঘ্য প্রাপ্ত

* আশ্চর্য্যরূপ পদে অচিন্তনীয় রূপ অর্থাৎ এক শরীরে ভাবনানুসারে নানা রূপ দর্শন হয়। যথা [মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরোমূর্ত্তিমান্ গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃশিশু মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্বং পরং যোগিনাং বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ] ইতি দশমে এক শ্রীকৃষ্ণ কংস সভায় বলদেব সহিত সমাগত হইবাতে পরস্পর সভাস্থ জন সকল আপনং ভাবনানুসারে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ মল্লগণেরা বজ্রকল্প, তাবৎ মনুষ্যেরা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, স্ত্রীলোকেরা সাক্ষাৎ কন্দর্প তুল্য, নন্দাদিগোপেরা স্বজন, অসদ্রাজারা শাসনকর্ত্তা বসুদেব দৈবকী স্বপুত্র, কংস সাক্ষাৎ যম, জ্ঞানবান্ পণ্ডিতেরা বিরাট, যোগীরা পরমতত্ত্ব, অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ, যদুবংশীয়েরা ইষ্টদেবস্বরূপ রূপে এক কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন, অতএব তাঁহার মহিমা অতি আশ্চর্য্য।

† এই মুনিগণ পদে মম মৃত্যু দর্শনোৎসবে আগত কুরুক্ষেত্রে ব্যাস বশিষ্ঠাদি যে সকল ঋষি, ইহাঁরাই তৎকালে যুধিষ্ঠির সভায় সমাগত

হইয়াছিলেন, সেই * আশ্চর্য্য মহিম শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহাকে বেদ বেদান্তে পরমাত্মা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, সেই পরমাত্মা গোবিন্দ ভাগ্যবশে সমদৃক্ পথে প্রকটীভূত হইয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

তমিমমহমজং শরীরভাজাং হৃদিহৃদিধিষ্ঠিতমাত্ম কল্পিতানাং। প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং সমধিগতোস্মিবিধূত ভেদমোহঃ ॥ ৩৯ ॥

সোহংকৃতার্থোস্মীত্যাহ। তমিমং অজং সম্যগধিগতঃ প্রাপ্তোস্মি সম্যকত্বমাহ। বিধূতভেদমোহঃ তদর্থং ভেদস্যোপাধিকত্বমাহ। আত্মকল্পিতানাং স্বয়ং নির্ম্মিতানাং শরীর ভাজাং প্রাণিনাং হৃদিহৃদি প্রতিহৃদয়ং ধিষ্ঠিতং অধিষ্ঠিতং অকার লোপস্ত্বার্ষঃ। নৈকধা অনেকধা অধিষ্ঠান ভেদাদনেকধা ভাতমিত্যর্থঃ। অত্রদৃষ্টান্তঃ সর্ব্বপ্রাণিনাং দৃশং২ প্রতিএকমেবার্ক মনেকধা প্রতীতমিবেতি॥ ৩৯॥

অনন্তর ভীষ্ম আত্ম কৃতার্থতা জানাইয়া কহিতেছেন। অর্থাৎ † (সোহং) আমি সেই অদ্য কৃতার্থ হইলাম, তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা (তমিমমিতি)

হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অর্হণীয় অর্থাৎ পূজনীয় রূপের দর্শন করিয়াছিলেন, ইত্যর্থে এই মুনিগণ বলিয়া উক্তি করিয়াছিলেন।

* আশ্চর্য্য মহিম শ্রীকৃষ্ণ বলার তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহার সকল কার্য্যই আশ্চর্য্য অর্থাৎ কোন মতে লৌকিক যুক্তি দ্বারা নিরূপণ করাযায় না, সুতরাং তিনি সর্ব্বাশ্চর্য্যময়।

† সোহং শব্দে আমি সেই অর্থাৎ যে শ্রীকৃষ্ণ আমার বধের নিমিত্ত রথচক্র ধারণ করিয়াছিলেন অথবা, তত্ত্বমস্যার্থে উপাধি ভেদে জীব

সেই অজ অর্থাৎ জন্ম রহিত, অব্যয় অর্থাৎ ক্ষয় রহিত পরমাত্মা এই শ্রীকৃষ্ণ, ইঁহাতে আমি সমক্ অধিগত, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রাপ্ত হইলাম। শ্রীকৃষ্ণ কিম্ভূত, না, আত্ম কল্পিত অর্থাৎ * স্বনির্ম্মিত শরীরধারী প্রাণিদিগের প্রত্যেক হৃদয়ে আত্মা রূপে অধিষ্ঠিত (নৈকধা) শব্দে অনেক রূপে জীব সংজ্ঞায় বিখ্যাত অর্থাৎ অধিষ্ঠান ভেদে নানা রূপে আভাত, ফলিতার্থ যদ্যদাধারে সংস্থিত তত্তৎসংজ্ঞায় বিখ্যাত হইয়াছেন, কিন্তু জীব এক, যখন যে শরীরে আপন্ন তখন তাঁহার সেই আখ্যা হয়, তাহার দৃষ্টান্ত জল শরাবস্থিত সূর্য্য যেমন বহু আধারে জীবের দৃষ্টিগোচরীভূত বহু রূপে প্রতীত হয়েন তদ্বৎ, এক্ষণে আমার † বিধূত ভেদ মোহ, অর্থাৎ ভেদ মোহের অনন্তর হওয়াতে আমি কৃষ্ণময় জগৎ দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম ॥ ৩৯ ॥

শ্রীসূতউবাচ ॥ কৃষ্ণএবং ভগবতি মনোবাগ্দৃষ্টিবৃত্তিভিঃ। আত্মন্যাত্মান মাবেশ্যসোঽন্তঃ শ্বাসউপারমৎ ॥ ৪০ ॥

সংজ্ঞায় [হংস] বলাযায়, সেই উপাধি ভেদ ত্যাগে আপনাকে আত্মা বলিয়া উপলব্ধি হইলেই সোহং শব্দের বাচ্য হয়, অতএব মুমূর্ষুকালে ভীষ্ম আপনাতে এবং পরমাত্মাতে অভেদ জ্ঞান করিয়াছিলেন।

* স্বনির্ম্মিত শরীরী পদে আপনি পাঞ্চভৌতিক দেহের সৃষ্টি করিয়া আপনিই জীব রূপে অধিষ্ঠান করিয়াছেন।

† বিধূত ভেদ মোহ পদে জীবে ও পরব্রহ্মে এবং ব্রহ্মাণ্ডে পৃথক্ জ্ঞানের অবসান্ অর্থাৎ সমস্ত পদার্থই ব্রহ্মভূত ইত্যাকার জ্ঞান।

মনোবাক্ দৃষ্টীনাং বৃত্তিভিঃ পরমাত্মনি শ্রীকৃষ্ণে অন্তরের লীনশ্বাসোযস্য ॥ ৪০ ॥

শ্রীসূতগোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিতেছেন, যে ভীষ্মদেব বিবিধ স্তবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ মহিমা বর্ণন করতঃ এতন্নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (কৃষ্ণএবমিতি)

ভীষ্ম * মন, বাক্য, দৃষ্টি, বৃত্তির সহিত আত্মাকে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে আবিষ্ট করিয়া অর্থাৎ লীন করতঃ অন্তঃশ্বাসের উপরম করিলেন, অর্থাৎ অন্তঃশ্বাস পদে প্রাণবায়ুর পরিসমাপন করিলেন ॥ ৪০ ॥

সংপদ্যমান মাজ্ঞায়ভীষ্মং ব্রহ্মণিনিষ্কলে।
সর্ব্বেবভূবুস্তেতূষ্ণীং বয়াং সীবদ্দিনাত্যয়ে
॥ ৪১ ॥

নিষ্কলে নিরুপাধৌ সংপদ্যমানং মিলিতমাজ্ঞায় আলক্ষ্য ॥ ৪১ ॥

* মনোবাক্য দৃষ্টিবৃত্তি পদে শরীরস্থ সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তির সহিত ইন্দ্রিয়গণকে, আত্মায় লীন অর্থাৎ আত্মা পদে জীব, সেই জীবের সহিত ঐক্য করতঃ পরমাত্মায় অভিনিবিষ্ট করিলেন, যদ্রূপ ভূত শুদ্ধাদিতে ভাবনা, তদ্রূপ সাক্ষাৎ লীন করিলেন। যথা ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু আকাশ পঞ্চমহাভূত তদ্বৃত্তি গন্ধরস রূপ স্পর্শ শব্দ এবং বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ, শ্রোত্রত্বক্ ঘ্রাণ জিহ্বা মনোবুদ্ধি অহংকারাদি সমস্ত জীব পরিবারাদিকে যে স্থানে উৎপন্ন ক্রমে সেই স্থানে বিলীন করতঃ পরিণামে জীবতে লয় করিয়া জীবকে পরমাত্মায় যোগ করতঃ শ্বাসের উপরতি করিলেন।

নিষ্কল পরব্রহ্মে অর্থাৎ অখণ্ড অচ্যুত নিরুপাধি পরব্রহ্মে ভীষ্মকে সম্পন্ন দেখিয়া অর্থাৎ নিরুপাধিক নির্গুণ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণেতে ভীষ্মকে মিলিত দেখিয়া দৃদৃক্ষু সকলে পরম তূষ্ণী অর্থাৎ নিশ্চন্ত্য হইলেন, সে কেমন, যেমন দিবসাবসানে পক্ষী সকল স্বস্বনীড়ে অবস্থিতি করিয়া নিশ্চিন্ত্য হয় ॥৪১॥

তত্রদুন্দুভয়োনেদুর্দেবামানববাদিতাঃ। শশংসুঃসাধবোরাজ্ঞাং খাৎপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥ ৪২ ॥

দেবৈর্মানবৈশ্চ বাদিতাঃ রাজ্ঞাংমধ্যে যেসাধবঃ অনসূয়বঃ ॥ ৪২ ॥

ভীষ্ম মৃত্যুস্থলে অর্থাৎ যেখানে ভীষ্মের মৃত্যু হইল সেই খানে ভীষ্মের শবোপরি আকাশ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হইল, দেবতারা দুন্দুভিধ্বনি করিলেন এবং মনুষ্যেরাও বিবিধ বাদ্যোদ্যম করিল, আর তৎকালে রাজ সভামধ্যে যে সকল সাধু অনসূয় অর্থাৎ অসূয়াদি দোষ শূন্য ঋষিগণেরা ভীষ্ম মৃত্যু সূচক অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

তস্যনির্হণাদীনি সংপরেতস্যভার্গব। যুধিষ্ঠিরঃ কারয়িত্বামুহূর্ত্তং দুঃখিতোঽভবৎ॥ তুষ্টুবুর্মুনয়োহৃষ্টাঃ কৃষ্ণং তদ্গুহ্যনামভিঃ। ততস্তেকৃষ্ণহৃদয়াঃ স্বাশ্রমান্ প্রযযুঃ পুনঃ ॥ ৪৩ ॥

নির্হরণাদীনি সংস্কারাদী সম্যক্‌পরেতস্যমুক্তস্যাপীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

সূতগোস্বামী (ভার্গব) বলিয়া শৌনককে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, যে হে ভার্গব অর্থাৎ ভৃগুবংশ জাত শৌনক শ্রবণ করহ, অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং ভ্রাতৃগণ দ্বারা ভীষ্মের নির্হরণাদি অর্থাৎ (সংপরেত) প্রেতলোক প্রাপ্ত যদিও ভীষ্ম মুক্ত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার অন্তেষ্টি ক্রিয়া করাইয়া কিঞ্চিৎকাল দুঃখান্বিত হইলেন অর্থাৎ ভীষ্মের শোকে সংমোহিত হইলেন, পরে শ্রীকৃষ্ণ প্রভাবজ্ঞ মুনিগণেরা পরম হর্ষযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের * গোপনতম নামোচ্চারণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া কৃষ্ণভাবনা করিতে২ সকলে পুনর্ব্বার স্বীয়২ আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৪৩ ॥

ততোযুধিষ্ঠীরোগত্বা সহকৃষ্ণোগজাহ্বয়ং।
পিতরং সান্ত্বয়ামাস গান্ধারীঞ্চ তপস্বিনীং
॥ ৪৪ ॥

পিতরং ধৃতরাষ্ট্রং তপস্বিনীং সন্তাপবতীং ॥ ৪৪ ॥

* গোপনতম শ্রীকৃষ্ণের কি নাম তদর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন [তারকব্রহ্ম নাম] অর্থাৎ প্রণব পূর্ব্বক নারায়ণ নামাক্ষর, যাঁহার অনুস্মরণে অনায়াসে মোক্ষপদ লাভ হয়, প্রমাণ সংকেতে পুত্র নাম নারায়ণ ছিল, তন্নামোচ্চারণে অচীর্ণব্রত অসৎ কর্ম্মশীল অজামিলের মুক্তিপদ লাভ হইয়াছে, অতএব নারায়ণ নামকে গুহ্যতম বলাযায়, যেহেতু অসৎ ব্যক্তিরা মুমূর্ষুকালে তন্নামের অন্বেষণা করিয়া প্রাপ্ত হইতে পারে না।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের সহিত (গজাহ্বয়) অর্থাৎ হস্তিনা নগরে সমাগত হইয়া পিতৃব্য রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এবং * তপস্বিনী গান্ধারীকে বিবিধ অনুনয় বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিলেন ॥ ৪৪ ॥

পিত্রাচানুমতোরাজা বাসুদেবানুমোদিতঃ।
চকাররাজ্যং ধর্ম্মেণ পিতৃপৈতামহং বিভুঃ ॥ ৪৫ ॥

রাজাযুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির পিতৃজ্যেষ্ঠ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিতে এবং † শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া যথা ধর্ম্মে পিতৃপিতামহের পদ যে রাজ্য, তাহার শাসন কর্ত্তা হইয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

ইতি প্রথমে নবমঃ ॥ ৯ ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে শুকপ্রণীত পরমহংস সংহিতায় প্রথমস্কন্ধে নবম অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ৯ ॥

* গান্ধারীকে তপস্বিনী বলিয়া উক্তি করিয়াছেন, তদর্থে পতিব্রতা, অর্থাৎ পতিসেবা রূপ তপস্যা যুক্তা এস্থলে পুত্রশোকে সন্তপ্তা, অর্থাৎ তাপযুক্তা, একারণ তপস্বিনী বলিয়াছেন।

† শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অনুমোদিত পদে শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ানুসারে।

অথ দশমাধ্যায়ঃ ১ স্কং।

দশমে কৃতকার্য্যস্য হস্তিনাপুরতোহরেঃ। স্ত্রীভিঃ সংস্তূয়মানস্য বর্ণ্যতে দ্বারকাগমঃ॥

স্বামীকৃতমুখবন্ধং।

শ্রীধরস্বামী কৃত মুখবন্ধ শ্লোকে দশমাধ্যায়ের সম্যক্ ফল কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ কৌরব স্ত্রীগণ কর্তৃক সংস্তূয়মান, এবং স্বার্থে * কৃতকার্য্য ভগবান্ গোবিন্দের হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকা গমন বর্ণন করিয়াছেন॥ ১॥

শৌনক উবাচ। হত্বাস্বরিক্থস্পৃধ আততায়িনো যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ সহানুজঃ প্রত্যবরুদ্ধ ভোজনঃ কথং প্রবৃত্তং কিমকারষীত্ততঃ॥ ১॥

রাজ্যং চকারেতি উক্তং তত্রপৃচ্ছতি হত্বেতি। স্বস্য রিক্থধনে স্পর্দ্ধন্তেস্মযেতে তথা যদ্বা স্বরিক্থায় স্পৃৎসংগ্রামো যেষাং অতএব ধনাদি হরণাদাততায়িনঃ তান্হত্বা প্রত্যবরুদ্ধ ভোজনঃ বন্ধুবধদুঃখেন সংকুচিত ভোগঃ রাজ্যলাভেন প্রাপ্ত ভোগোবা কথং রাজ্যে প্রবৃত্তঃ প্রবৃত্তোবা ততঃ কিমকার্ষীং॥ ১॥

* কৃতকার্য্য পদে ভূভারহরণ কার্য্যে অবতায় শ্রীকৃষ্ণ তৎকার্য্যের সম্যক্ সম্পাদন করিয়াছেন।

সূতগোস্বামীর প্রতি শৌনক প্রশ্ন করিতেছেন, অর্থাৎ পূর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রাদির অনুমতিতে রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ইহা উক্ত হইয়াছে, অধুনা অন্যৎ কর্ম্ম আর কি করিলেন, তদর্থে শ্লোক। যথা (হত্বেতি)

রাজা যুধিষ্ঠির স্বরিক্থ হরণ জন্য অর্থাৎ স্বধন হরণকারী আততায়িগণকে সংগ্রামে বিনষ্ট করতঃ রাজ্যে প্রবর্ত্ত হইয়া কি করিলেন, বিশেষতঃ জিজ্ঞাস্য এই যে সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ধর্ম্মিষ্ঠের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির পূর্ব্বে রাজ্য লাভার্থ স্বজন বধে বিরত হইয়াছিলেন, অধুনা সেই ধর্ম্মপুত্র রাজা আততায়ি রূপ স্বজন অর্থাৎ * বন্ধুবধ দুঃখে সংকুচিত ভোগ অর্থাৎ ভ্রাতৃগণ সহিত প্রাপ্ত রাজ্য ভোগে প্রবৃত্ত কিরূপে হইলেন, এবং প্রবৃত্ত হইয়াই বা কি করিলেন, তাহা বিস্তার করিয়া কহ ॥ ১ ॥

সূত উবাচ। বংশং কুরোর্বংশ দবাগ্নিনির্হৃতং সংরোহয়িত্বা ভবভাবনো হরিঃ। নিবেশয়িত্বা নিজরাজ্য ঈশ্বরো যুধিষ্ঠিরং প্রীত মনা বভুবহ ॥ ২ ॥

রাজ্য প্রবৃত্তেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রীতি পর্য্যালোচ্য প্রবৃত্ত ইত্যাশয়েনোত্তরমাহ বংশং কুরোঃ সংরোহয়িত্বা পরিক্ষীদ্রক্ষণেন সংরোহ্য অঙ্কু-

* বন্ধুবধ দুঃখ পদে ধনাদি দ্বারা যে বন্ধুবর্গের পোষণ করিতে হয়, সেই বন্ধুগণকে বধ করিয়া ধনলাভে কি ফলোদয়, এরূপ বাদী বন্ধুবধ করিয়া ধনাদি লাভে সংকুচিত ব্যতীত সুখী হয় না, তবে রাজা যুধিষ্ঠির যে রাজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহার অভিপ্রায় কি।

রিতং কৃত্বা কথং ভূতং বংশ দবাগ্নিনির্হৃতং বংশত্রব দবোবনং তস্মা-দুদ্ভূতঃ ক্রোধ রূপোঽগ্নিস্তেন নির্হৃতং দগ্ধং নিজরাজ্যে নিবেশ্যচ ॥২॥

মহারাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য প্রবৃত্তের কারণ শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি ইহা বিচার করতঃ তদাশয়ে উত্তর করিতেছেন। যথা (বংশেতি)

শ্রীসূতগোস্বামী শৌনককে কহিতেছেন, যে শ্রীকৃষ্ণ * কুরু-বংশবনকে কুরুবংশ দ্বারা উত্থিত দবাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ভবভাবন অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কারণ গোবিন্দ, কুরু-বংশের অঙ্কুরস্বরূপ পরীক্ষিতকে রক্ষা করতঃ রাজা যুধিষ্ঠি-রকে নিজ রাজ্যে অভিষিক্ত করেন ॥ ২ ॥

নিশম্য ভীষ্মোক্ত মথাচ্যুতোক্তং প্রবৃত্ত বিজ্ঞান বিধূত বিভ্রমঃ। শশাসগামিন্দ্র ইবাজিতাশ্রয়ঃ পরিধ্যুপান্তামনুজানুবর্ত্তিতঃ ॥ ৩ ॥

প্রবৃত্তৌহেতু মুক্ত্বা কিমকার্ষীদিত্যপেক্ষোত্তরমাহ। নিশম্যেতি প্রবৃত্তং যদ্বিজ্ঞানং পরমেশ্বরাধীনং জগৎ নস্বতন্ত্রং ইত্যেবং রূপং তেনবিধূতো বিভ্রমাঽহং কর্ত্তেতি এবং ভূতোমোহযস্য সঃ। অনুজৈরনুবর্ত্তিতশ্চ সেবিতঃসন্। অজিতঃ শ্রীকৃষ্ণএব আশ্রয়ো যস্যসঃ পরিধি সমুদ্রঃ তৎপর্য্যন্তাং গাং পৃথ্বীং পালয়ামাসঃ ॥ ৩ ॥

---

* কুরুবংশ বনকে কুরু বংশ দ্বারা উত্থিত দবাগ্নিতে দগ্ধকরেন, ইতার্থে কুরু রাজার বংশ দুর্য্যোধনাদি এবং যুধিষ্ঠিরা দিরাওবটেন, সুতরাং কুরুবংশ দ্বারা কুরুবংশকে নষ্টকরেন, অর্থাৎ বনমধ্যে বংশে

শৌনকাদিকে সূতগোস্বামী কহিতেছেন, যে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য প্রবৃত্তি কারণ দর্শাইয়া অনন্তর মহারাজা আর কি করিয়াছিলেন তাহার উত্তর এই শ্লোকে করিতেছেন। যথা (নিশম্যেতি)

ভীষ্মোক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণোক্ত * বিজ্ঞান শ্রবণে রাজা যুধিষ্ঠির (বিধূত বিভ্রম) হইয়াছেন, অর্থাৎ † সমস্ত ভ্রম বিনষ্ট হইয়াছে, সেই রাজা যুধিষ্ঠির ‡ ভ্রাতৃগণের সহিত অনুবর্ত্তিত হইয়া ॥ অজিতাশ্রয়ে দেবরাজা ইন্দ্রের ন্যায় (পরিধ্যুপান্তা) অর্থাৎ সমুদ্র পর্য্যন্তা পৃথিবীর পরিপালন করিয়াছিলেন, এই পরিধি উপান্তা* পৃথিবী পদে উপদ্বীপ এবং নববর্ষ সহিত সমস্ত জম্বুদ্বীপকে শাসন করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

বংশে ঘর্ষিত হইয়া যে অগ্নি উদ্ভূত হইয়া বনকে দগ্ধকরে তাহার নাম দবাগ্নি, এস্থলে যুধিষ্ঠিরও দুর্য্যোধনাদিরা উভয়ই এক বংশ তাহাদিগের সংগ্রামোদ্যোগে ক্রোধরূপ অগ্নির উৎপত্তি হইয়া উভয় বংশকেই দগ্ধ করিলেন, কেবল কুরুবংশ স্বরূপ বনপ্ররোহের নিমিত্ত অঙ্কুররূপে পরীক্ষিতকে রক্ষা করিয়াছেন।

* বিজ্ঞান পদে অধ্যাত্মতত্ব, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ ঈশ্বরাধীন, ইহাতে কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই।

† সমস্ত ভ্রম বিনষ্ট পদে, মায়াধীনতা প্রযুক্ত ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বে অবিশ্বাস অহংকর্ত্তা অহংসুখী ইত্যাকার জ্ঞানের অবসান।

‡ ভ্রাতৃগণের সহিত অনুবর্ত্তিত, অর্থাৎ ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক সেবিত।

॥ অজিত শব্দে শ্রীকৃষ্ণ, সেই শ্রীকৃষ্ণই যাঁহার আশ্রয়, তাঁহার নাম অজিতাশ্রয় তদর্থে পৃথিবী পালনে ইন্দ্রের সাদৃশ্য দেওয়ার ফল এই যে যদ্রূপ ইন্দ্রের দেবরাজ্য শাসনে শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা তদ্রূপ মর্ত্ত্যলোকের প্রতিপালনে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের সাহায্য করিয়াছিলেন।

কামং ববর্ষপর্জ্জন্যঃ সর্ব্বকামদুঘামহী। সি-
ষিচুঃ স্মব্রজান্ গাবঃ পয়সোধস্বতীর্মুদা॥৪॥

তস্যারাজ্য মনুবর্ণয়তি। কামমিতি ত্রিভিঃ। মহীসর্ব্বকামদোগ্ধ্রী-
বভূব॥ ব্রজান্ গোষ্ঠানি উধস্বতীঃ উধঃ স্বত্যঃ উধঃ ক্ষীরাশয়ঃ
স্থূলোধস ইত্যর্থঃ। সিষুচুঃ রভাষিঞ্চন্॥ ৪॥

অনন্তর সূতগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত যুধিষ্ঠিরের রাজ্য
বর্ণন দ্বারা উত্তরোত্তর শ্লোকত্রয়ে শ্রীকৃষ্ণাশ্রয়ের ফল প্রদর্শন
করাইতেছেন। যথা (কামমিতি)

রাজা যুধিষ্ঠিরের শাসন কালে মেঘ সকল কামবর্ষী ছিলেন
অর্থাৎ শোভনবৃষ্টিমান। যথা কালে প্রজার ইচ্ছানুসারে
বর্ষণ করিতেন, এবং পৃথিবীও কামধেনুর ন্যায় অভিলাষ
মতে শস্যাদি প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রজাদিতে অর্থাৎ
গোষ্ঠাদিতে গাবি সকল প্রভূত দুগ্ধবতী হইয়াছিল, গাবি
কিম্ভূতা, না,* উধঃস্বতী, অর্থাৎ যাহারদিগের ক্ষীরাশয় অতি-
স্থূল, দোহন কালে তাহারা হর্ষযুক্ত হইয়া, এমত দুগ্ধ দিত,
যে দোহনভাণ্ড পূর্ণ হইয়াও পৃথিবী অভিষিক্তা হইতেন॥৪॥

নদ্যঃ সমুদ্রাগিরয়ঃ সবনস্পতি বীরুধঃ।
ফলন্ত্যোষধয়ঃ সর্ব্বাঃ কামতোঽন্বৃতু তত্রবৈ
॥ ৫ ॥

অন্বৃতু ঋতৌ ঋতৌ॥ ৫॥

---

* উধঃ শব্দে স্বত্যঃ অথবা ক্ষীরাশয়, ক্ষীরাশয়কে প্রাকৃতভাষায়
(যোড) বলে।

নদনদী সমুদ্র পর্ব্বতাদি সকল সুপ্রসন্ন এবং * বনস্পতি, বৃক্ষবল্লী গুল্ম বীরুধ ওষধী সকল ঋতুতে অর্থাৎ স্বস্বকালে প্রজার অভিলাষমত ফল প্রদান করিয়াছিলেন॥ ৫॥

নাধয়ো ব্যাধয়ঃ ক্লেশা দৈবভূতাত্ম হেতবঃ। অজাতশত্রা বভবন্ জন্তনাং রাজ্ঞিকর্হিচিৎ॥ ৬॥

আধয়ো মনঃ ব্যথাঃ ব্যাধয়োরোগাঃ ক্লেশাঃ শীতোষ্ণাদিকৃতাঃ। দৈবঞ্চভূতানিচ আত্মাচ হেতুর্যেষাং আধিদৈবিকাদীনাং তেজন্তূনাং নাভবন্॥ ৬॥

† অজাতশত্রু মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরদেব রাজা হওয়াতে জন্তূমাত্রেরি অর্থাৎ প্রজাদিগের ‡ আধিব্যাধি ক্লেশ এবং আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধি ভৌতিকাদি কোন উপদ্রব অর্থাৎ তাপ ছিল না॥ ৬॥

---

* সবনপস্পতি পদে, অশ্বত্থ বটপ্লক্ষ উডুম্বরাদি অর্থাৎ যাহারদিগের পুষ্প ব্যতীত ফল হয়, বৃক্ষ পদে আম্র আম্রতক তিন্তিড়ী কপিত্থশ্রীফলাদি, বল্লী পদে লতা, গুল্ম পদে ঝাড়িবৃক্ষ, বীরুধ পদেও কেহ লতাগুল্ম বলে, কেহ বাতৃণরাজকে বলে, অর্থাৎ তাল নারিকেল খর্জ্জূর গুবাকাদি, ওষধী পদে ফল পাকান্তা অর্থাৎ ধান্য ব্রীহি প্রভৃতি।

† অজাত শত্রু পদে যাঁহার শত্রু নাই।

‡ আধি পদে মনঃ ব্যথাদি (ব্যাধি পদে রোগাদি) (ক্লেশ) পদে শীতগ্রীষ্মাদির অসহন। আধ্যাত্মিকতাপ পদে আত্মা সম্বন্ধিতাপ যাহাকে মানসাদি পীড়া বলে। আদিদৈবিকতাপ পদে বজ্রবাত

উষিত্বাহাস্তিনপুরে মাসান্ কতিপয়ান্ হ-
রিঃ। সুহৃদাঞ্চ বিশোকায় স্বস্রুশ্চ প্রিয়কা-
ম্যয়া॥ ৭॥

ইদানীং দ্বারকাগমনং নিরূপয়িতুমাহ। উষিত্বেতি। স্বস্রুঃসুভ-
দ্রায়াঃ॥ ৭॥

ভীষ্ম মরণানন্তর কিয়ৎকাল পাণ্ডবালয়ে অবস্থিতি করিয়া
ইদনীং শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাগমনের নিরূপণ করিয়া কহিতেছেন,
তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (উষিত্বেতি)

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনানগরের অর্থাৎ পাণ্ডবাদি বন্ধুগণের
শোকাপনয়নের নিমিত্ত, এবং (স্বস্রুশ্চপ্রিয়কাম্যয়া) অর্থাৎ
স্বভগিনী সুভদ্রার প্রিয় কামনাতে কয়েক মাস হস্তিনাপুরে
বাস করিয়া ইদানীং স্বপুর গমনে মনোযোগী হইলেন,
ইহা উত্তর শ্লোকের আকাংক্ষায় বর্ণনা করা হইল॥ ৭॥

আমন্ত্র্য চাভ্যনুজ্ঞাতঃ পরিষ্বজ্যাভিবাদ্য-
তং। আরুরোহ রথং কৈশ্চিৎ পরিষ্বক্তো-
ভিবাদিতং॥ ৮॥

তংযুধিষ্ঠিরং॥ ৮॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মহারাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট আপনার
দ্বারকা গমনের সংবাদ জানাইয়া, তাঁহার * অনুজ্ঞা প্রাপ্ত

বৃষ্ট্যাদি দ্বারা উপদ্রব (আধিভৌতিক) পদে ভূত সম্বন্ধি পীড়া অর্থাৎ
ব্যাঘ্র ভল্লুক সর্প বৃশ্চিকাদি দ্বারা উপদ্রব।

* অনুজ্ঞা পদে আজ্ঞা।

হইয়া রাজাকে * অভিবাদন করতঃ এবং তৎকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া স্বীয়রথে আরোহণ করিলেন † আর কোন২ জনের আলিঙ্গিত এবং অভিবাদিতও হইলেন ॥ ৮ ॥

সুভদ্রা দ্রৌপদী কুন্তী বিরাট তনয়াতথা।
গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রশ্চ যুযুৎসুর্গৌতমোযমৌ
॥ ৯ ॥

যুযুৎসুর্ধৃতরাষ্ট্রাৎ বৈশ্যায়াং জাতঃ গৌতমঃ কৃপঃ যমৌনকুল সহদেবৌ ॥ ৯ ॥

যে সকল সুহৃৎবর্গেরা শ্রীকৃষ্ণ বিরহকে তৎকালে অসহ্য বোধ করিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচয় দিয়া কহিতেছেন। যথা (সুভদ্রেতি)

সুভদ্রা, দ্রৌপদী, কুন্তী, বিরাট কন্যা উত্তরা, গান্ধারী, ধৃতরাষ্ট্র, এবং যুযুৎসু অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র হইতে বৈশ্যা গর্ব্ভজাত পুত্র, গৌতম অর্থাৎ কৃপাচার্য্য, আর নকুল সহদেব।

বৃকোদরশ্চ ধৌম্যশ্চস্ত্রিয়োমৎস্য সুতাদয়ঃ।
নসেহিরে বিমুহ্যন্তো বিরহং শার্ঙ্গধন্বনঃ
॥ ১০ ॥

---

* অভিবাদন পদে নমস্কার।

† আর কোন২ জনের আলিঙ্গন অর্থাৎ ভীম কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া ভীমকেও নমস্কার করিলেন, অপর অর্জ্জুনের আলিঙ্গন মাত্র নকুল সহদেবাদিরা প্রণামকরিয়া ছিলেন।

অন্যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ মৎস্যসুতাউত্তরাঃ পুনর্গ্রহণং গর্ব্বরক্ষক কৃষ্ণস্য বিরহ মোহাধিক্যাৎ যংামৎসুতা সত্যবতী ॥ ১০ ॥

বৃকোদর অর্থাৎ ভীম, ধৌম্যপাণ্ডব পুরোহিত, আরং স্ত্রী সকল এবং * মৎস্য সুতাদি সকলে শ্রীকৃষ্ণ বিরহে মুগ্ধ-প্রায়, কেহই তদ্বিরহ সহিষ্ণুতা করিতে পারেন না ॥ ১০ ॥

সৎসঙ্গান্মুক্ত দুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে-বুধঃ কীর্ত্ত্যমানং যশোযস্য সকৃদাকর্ণ্যরো-চনং ॥ ১১ ॥

তেষাং কৃষ্ণবিরহাসহনং কৈমুত্তিকন্যায়েনাহ সৎসঙ্গাদিতি দ্বাভ্যাং। সতাং সঙ্গাদ্ধেতোর্মুক্তঃ পুত্রাদি বিষয়া দুঃখসংযোগো যেনসঃ। সদ্ভিঃকীর্ত্ত্যমানং রুচিরং যস্য যশঃ সকৃদপ্যাকর্ণ্য সৎসঙ্গং ত্যক্তুং নশক্লোতি ॥ ১১ ॥

পাণ্ডবাদির শ্রীকৃষ্ণের বিরহা সহনের কারণ দর্শাইয়া কহি-তেছেন, তদর্থে শ্লোকদ্বয় উক্ত হইয়াছে। যথা (সৎসঙ্গা-দিতি)

* মৎস্য সুতা বলাতে বিরাট তনয়া উত্তরা, ইহা পূর্ব্ব শ্লোকে কহিয়া ছেন, অত্রশ্লোকে পুনরুক্তি করাতে পৌনরুক্তি দোষ হয়। তন্নিরা করণ এই যে, মৎস্য পদে মৎস্য দেশাধিপতি রাজা বিরাট তৎসুতা তন্নাম পুনগ্রহণ করার অভিপ্রায় বিরহা ধিক্য অর্থাৎ যে শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামার ব্রহ্মশিরা অস্ত্র হইতে গর্ব্বরক্ষা করিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের বিরহ তৎসম্বন্ধে অত্যন্ত অসহ্য। অন্যদপি, মৎস্য পদে মৎস্য রাজা নহে, মৎস্যোদর জাতা মৎস্য সুতা, বেদব্যাস জননী শান্তনু জায়া সত্যবতী কে বলেন।

সৎসঙ্গ দ্বারা মুক্ত দুঃসঙ্গ যে সকল সাধু, তাঁহারদিগের পরম মনোহর কীর্ত্তনীয় যাঁহার যশ, অর্থাৎ লীলা কথা, তৎশ্রবণে তৎসঙ্গ ত্যাগ জন্য বিরহ কোন পণ্ডিতেই সহ্য করিতে পারেন না। ॥ ১১ ॥

তদভিপ্রায় ব্যাখ্যায় স্বামী কহেন, যে সৎসঙ্গে দুঃসঙ্গ ত্যাগ হয়, দুঃসঙ্গ পদে ধনজন পুত্র দারাদি সঙ্গ অর্থাৎ যে সঙ্গ দ্বারা পুনঃ২ সংসারে ভ্রমণ করিতে হয়, তাহাকেই সাধুরা দুঃসঙ্গ কহেন, সৎসঙ্গ পদে ভগবদ্ভক্ত সে সকল সাধু তাঁহারদিগের সঙ্গ, যাহাতে অহরহ হরিকথালাপ রূপ শস্ত্র দ্বারা নিবিড় ভববন্ধন ছেদন হয়, এরূপ হরিগুণানুবাদ যাঁহারা সাধুমুখে এক বার শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা কদাপি হরি বিরহ সহ্য করিতে শক্ত নহেন ইহাতে অহরহ হরি সঙ্গে বিহারী পাণ্ডবেরা ক্ষণমপি হরি বিরহ কি রূপে সহ্য করিতে পারেন ॥ ১১ ॥

তস্মিন্নন্যস্তধিয়ঃ পার্থাঃ সহেরন্ বিরহং কথং। দর্শনঃ স্পর্শনালাপ শয়নাসন ভোজনৈঃ ॥ ১২ ॥

দর্শনাদিভি স্তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণেন্যস্তা অভ্যস্তাধীর্যেষাং ॥ ১২ ॥

পূর্ব্ব শ্লোকে অসহ্য শ্রীকৃষ্ণ বিরহ বর্ণন করত অত্রশ্লোকে তাহার হেতু দর্শন করাইতেছেন। যথা (তস্মিন্নিতি)

যে পাণ্ডবেরা অহরহ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন এবং তদঙ্গ স্পর্শন ও আলাপ, আর একত্রে শয়ন ও উপবেশন ভোজনাদি

দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে * সমস্ত বৃত্তির সহিত বুদ্ধিকে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরহ সহ্য করিতে পারেন, অর্থাৎ কদাপি পারেন না ॥ ১২ ॥

সর্ব্বেতেঽনিমিষৈরক্ষৈ স্তমনুদ্রুতচেতসঃ।
বীক্ষন্তঃ স্নেহ সংবদ্ধাবিচেলুস্তত্রতত্রহ ॥১৩॥

অতত্রবা নিনিষৈর্নেত্রৈ স্তমেব বীক্ষমাণা স্তত্রতত্রার্হণানয়নার্থং চলন্তিস্ম যতঃস্নেহেন সম্যক্ বদ্ধাঃ অতএব তমনুদ্রুতানি চেতাংসি যেষাংতে ॥ ১৩ ॥

দ্বারকাগমনোন্মুখ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া সকলেই বিরহাকুলচিত্তে এক দৃষ্টে তদ্রূপ দর্শন করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। [সর্ব্বেতেইতি]

যুধিষ্ঠিরাদি সকলেই স্নেহপাশে আবদ্ধ হইয়া তদ্গত মানসে অনিমিষনেত্রে শ্রীকৃষ্ণ রূপ সন্দর্শন করিতেছেন, অর্থাৎ পরস্পর সকলেই শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শনশীল, তৎপ্রযুক্ত সর্ব্বত্র হইতে দৃষ্টি উঠাইয়া এক শ্রীকৃষ্ণেই দৃষ্টি সঞ্চালিতা হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

ন্যরুন্ধন্নুদ্গলদ্বাস্পমৌৎকণ্ঠ্যাদ্দেবকীসুতে।
নির্যাত্যগারান্নোভদ্র মিতিস্যাদ্বান্ধবস্ত্রিয়ঃ
॥ ১৪ ॥

* সমস্ত বৃত্তির সহিত বুদ্ধি পদে সম্যক ইন্দ্রিয় বৃত্তি অর্থাৎ শব্দ স্পর্শাদির সহিত বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণে অর্পিতা।

অগরান্নির্যাতি নির্গচ্ছতিসতি ঔৎকণ্ঠ্যাদ্ধেতোঃ উদ্গালৎ স্রবদ্বাস্পং অশ্রুণ্যারুদ্ধনেত্রেষ্বেব স্তম্ভিতবত্যঃ তত্রহেতুঃ অভদ্রং নোস্যাৎ অমঙ্গলং মাভূৎ ইত্যেতদর্থং॥ ১৪॥

অনন্তর, সকল সুহৃৎস্ত্রীবর্গে শ্রীকৃষ্ণ বিরহজ উদ্গালিত অশ্রুজলকে নয়নেই স্তম্ভিত করিয়া উৎকণ্ঠায় চিন্ত্যমানা হইলেন, তাহার হেতু এই যে আমারদিগের পুরী হইতে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা গমন করিতেছেন তাহাতে কোন * অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল না হউক্॥ ১৪॥

মৃদঙ্গ শংখভের্য্যশ্চ বীণাপণব গোমুখাঃ।
ধুধুর্য্যানক ঘণ্টাদ্যা নেদুর্দুন্দুভয়স্তদা॥১৫॥

মৃদঙ্গাদয়োদশবাদ্যভেদাঃ॥ ১৫॥

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা গমন কালে যে সকল বাদ্যোদ্যম হইয়াছিল, তাহা অত্রশ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন। যথা (মৃদঙ্গেতি)

† মৃদঙ্গ, শংখভেরী, বীণা, পণব, গোমুখ, ধুধুরী, আনক,

---

* ভদ্র পদে মঙ্গল, মূলে লেখেন (নির্যাত্যগারান্নোঽভদ্র মিতিস্যাদিতি) (নোঽস্মাকং অগারাৎ শ্রীকৃষ্ণ নির্যাতি নির্গচ্ছতিসতি অভদ্রং নোস্যাৎ অমঙ্গলং মাভূদিতি।) আমারদিগের অগার অর্থাৎ গৃহ হইতে শ্রীকৃষ্ণ গমন করিতেছেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের কোন অমঙ্গল না হউক, ইত্যভিপ্রায় নহে, সর্ব্বমঙ্গলায়তন শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনা হইতে গমনে আমারদিগের কোন অমঙ্গল না হয়, ইহাই স্বরূপার্থঃ॥

† মৃদঙ্গাদি দশবাদ্যের নাম ব্যাখ্যা করিতেছি, মৃদঙ্গ পদে, মুরজ, অর্থাৎ প্রাকৃতভাষায় (পাখওয়াজ) বলে নচেৎ চর্ম্মমণ্ডিত খো-

ঘণ্টা, দুন্দুভি ইত্যাদি দশ প্রকার বাদ্য শ্রীকৃষ্ণের যাত্রা কালে হইয়াছিল ॥ ১৫ ॥

প্রাসাদ শিখরারূঢ়াঃ কুরুনার্য্যো দিদৃক্ষয়া। ববৃষুঃ কুসুমৈঃ কৃষ্ণং প্রেমব্রীড়া স্মিতে-ক্ষণাঃ ॥ ১৬ ॥

প্রেমব্রীডা স্মিত পূর্ব্ব মীক্ষণং যাসাং তাঃ ॥ ১৬ ॥

কুরুবংশীয়া কামিনীগণে কৃষ্ণদিদৃক্ষায় অর্থাৎ কৃষ্ণ দর্শ-নোৎসুকা হইয়া প্রাসাদ শিখরে আরো হরণ করতঃ * প্রেম

লকে মৃদঙ্গ বলে না, শংখ স্বনাম প্রসিদ্ধ, ভেরী পদে ঢোল, নামান্তরে পটহও বলে, বীণা পদে ত্রিতন্ত্রী অর্থাৎ সেতারা, ইহা দুই প্রকার হয়, এক তিন তন্ত্র, অপর পঞ্চ তন্ত্র হয়, বিশেষ মাত্র ত্রিতন্ত্রের নাম বীণা পঞ্চ তন্ত্রের নাম পরিবাদিনী, কিন্তু বীণা লক্ষণে আরও দুই প্রকার জাতি ভেদ আছে। এক তুম্বী বীণাকে (ত্রিতারা ও পঞ্চতারা) বলে, দ্বিতুম্বীই প্রসিদ্ধ বীণা হয়, পণব পদে জয়ঢক্কা, গোমুখ পদে শৃঙ্গ বিশিষ্ট গোমুখাকার শংখ বিশেষ, ধুধুরী পদে তুরী এবং রণশৃঙ্গাকে বলে, এক্ষণে তুরীকে বাঁক, রণশৃঙ্গকে রামশিঙ্গা কহিয়া থাকে, আনক শব্দে শাণী, এক্ষণে প্রাকৃত লোকে (রওসনচৌকী) বলে, ঘণ্টা স্বনাম প্রসিদ্ধঃ। দুন্দুভি পদে টীকারাকার ক্ষুদ্র রাজোপযোগ্য বাদ্য অর্থাৎ রাজাদিগের উৎসাহকালে প্রাসাদ সৌধোপরি বাজাইয়া থাকে, প্রা-কৃতভাষায় (নহবৎ) বলে, প্রাসাদ শব্দে অট্টালিকা সৌধ পদে বারাণ্ডা।

* প্রেম পূর্ব্বক লজ্জাযুক্তা হইয়া ঈষৎ কটাক্ষ করিয়া কৃষ্ণ মস্ত-কোপরি পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন, ইত্যর্থে সমষ্কানুসারে স্ত্রী-

পূর্ব্বক লজ্জাযুক্তা হইয়া ঈষৎ হাস্যেকটাক্ষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মস্তকোপরি পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

সিতাতপত্রং জগ্রাহ মুক্তাদাম বিভূষিতং।
রত্নদণ্ডং গুড়াকেশঃ প্রিয়ঃ প্রিয়তমস্যহ ॥১৭॥

গুড়াকা নিদ্রাস্তস্যা ঈশ জিত নিদ্রোহর্জ্জুনঃ ॥ ১৭ ॥

* গুড়াকেশ, অর্থাৎ অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়ঃ তৎপ্রিয়ান্বেষী হইয়া প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে মুক্তাজাল মালাতে বিভুষিত এবং † রত্নময় দণ্ড, এমত শ্বেত আতপত্র অর্থাৎ শ্বেত ছত্র ধারণ করিলেন ॥ ১৭ ॥

উদ্ধবঃ সাত্বকিশ্চৈব ব্যজনে পরমাদ্ভুতে।
অবকীর্য্য মানঃ কুসুমৈ রেজে মধুপতিঃ পথি ॥ ১৮ ॥

গণের পরিচয় দিয়াছেন, অর্থাৎ প্রেম পূর্ব্বক দ্রৌপদ্যাদিরা লজ্জা পূর্ব্বক উত্তরা সুভদ্রা প্রভৃতিরা দর্শন করিয়াছিলেন।

* গুড়াকেশ পদে, অর্জ্জুন, অর্থাৎ গুড়াকা নিদ্রার নাম, তাহার ঈশ্বর, ঈশ্বর পদে, বশীকরণশাল অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়, ইহাতে বোধ হইতেছে, যে অর্জ্জুনের বশে নিদ্রা, অর্জ্জুন নিদ্রার বশ ছিলেন না।

† রত্নময় দণ্ড পদে স্বর্ণ নির্ম্মিত দণ্ডে চন্দ্রকান্ত অর্থাৎ হিরা, সূর্য্যকান্ত, অর্থাৎ চুনি, নীলকান্ত, অর্থাৎ নীলা, মরকত, অর্থাৎ পান্না। অয়স্কান্ত অর্থাৎ রশুন্যা, অথবা নির্ম্মল লৌহ যাহাকে শ্বেতবর্ণ স্বর্ণ বলে, পদ্মরাগ অর্থাৎ পোকরাজ ইত্যাদি রত্ন খচিত।

ব্যজনে চামরে জগৃহেতুঃ মধুপতিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ॥ ১৮ ॥

অপর উদ্ধব ও সাত্বকি ইঁহারা দুই জনে দুই চামর লইয়া দুই পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণকে ব্যজন করিতেছেন। এবং স্ত্রীগণ কর্তৃক অবিরত পুষ্পবর্ষণ হইতেছে, তাহাতে পথ মধ্যে * মধুপতি শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত শোভমান হইলেন ॥ ১৮ ॥

অশ্রূয়ন্তাশিষঃ সত্যাস্তত্রতত্রদ্বিজেরিতাঃ।
নানারূপানুরূপাশ্চ নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥১৯॥

সত্যাঃ শ্রীকৃষ্ণে যাসাং অব্যভিচারাৎ কিন্তু নানুরূপাস্তা অনুরূপাশ্চ নির্গুণস্য পরমানন্দস্য সুখীতরেত্যাদয়ো নানুরূপাঃ গুণাত্মনো মানুষ্য নাট্যাবতারেহনুরূপাশ্চেত্যর্থঃ সন্ধিরার্ষঃ ॥ ১৯ ॥

পথি গমন কালে ব্রাহ্মণ সকলে শ্রীকৃষ্ণকে স্তবরূপ আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, ইহা সকলের শ্রবণ হইতে লাগিল, তদর্থে শ্লোকঃ। যথা (অশ্রূয়ন্তইতি)

† নিতান্ত শ্রীকৃষ্ণে চিত্তবৃত্তির অভিনিবেশ হইয়াছে, যাহারদিগের, তাঁহারা লৌকিক ‡ আশীর্ব্বাদ ছলে নানা

* মধুপতি পদে মথুরাপতি। অথবা যদুবংশীয় মধু নামে রাজা তাহার বংশেউৎপন্ন হইয়া তদ্বংশ রক্ষাকর্ত্তা।

† নিতান্ত চিত্তবৃত্তির অভিনিবেশ পদে কৃষ্ণ ভাবনা ভিন্নান্য ভাবনা শূন্য।

‡ আশীর্ব্বাদ ছলে স্তব পদে, লৌকিক শুনিতে আশীর্ব্বাদ হয়, কিন্তু অন্তর্ভূত সগুণ এবং নির্গুণত্ব আবিষ্কারে ভগবানের স্তব, আবিষ্কার পদে, পুনঃ২ প্রশংসাসূচক বাক্যের আবৃত্তি।

প্রকার রূপানুরূপ * নির্গুণ এবং † গুণাত্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতেছেন, ইহা তৎকালে সকলেই শ্রবণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

অন্যোন্য মাসীৎসংজল্প উত্তমশ্লোক চেতসাং। কৌরবেন্দ্র পুরস্ত্রীণাং সর্ব্বশ্রুতি মনোহরঃ ॥ ২০ ॥

সর্ব্বাসাং শ্রুতীনাং মনোহরঃ উপনিষদাপি মূর্ত্তিমত্যঃ সত্যস্তং সংজল্প মভানন্দন্নিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

উত্তম শ্লোক অর্থাৎ তমোলেশ রহিত শ্রীকৃষ্ণে আবিষ্ট চিত্ত কুরুস্ত্রীগণেরা পরস্পর ‡ সর্ব্বশ্রুতি মনোহর শ্রীকৃষ্ণ লীলাকথার তৎকালে জল্পনা করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

* নির্গুণ পদে, গুণাদি রহিত অর্থাৎ অবাংমনসোগোচর নিরঞ্জন নির্ব্বিকার পরমানন্দ রূপ, তন্মহিমা।

† গুণাত্মা পদে, গুণকার্য্যাদি লিপ্ত, অর্থাৎ মানুষ্য নাট্যবৎ ভগবানের যেং অবতার, তদ্রূপানুরূপ লীলাদির আবৃত্তি।

‡ শ্রুতি মনোহর পদে, স্বামী লেখেন (শ্রুতীনাং মনোহর) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ গুণানুবাদ শ্রুতিদিগেরও মনোহর হয়, ইত্যর্থে কৌরব পুরস্ত্রীগণেরা যৎকালে মনোহর কৃষ্ণগুণানুবাদ করিয়াছিলেন, তৎকালে শ্রুতি শব্দে উপনিষৎ সকল মূর্ত্তিমতি হইয়া তাঁহারদিগের রসনা হইতে নির্গতা হইয়াছিলেন, ইহাতে এই বোধ হয়, যে স্ত্রীলোকের বেদাধিকার নাই তন্নিমিত্ত অন্যোন্য শ্রুতি সকল অর্থাৎ কঠমণ্ড মাণ্ডুক্যাদি শ্রুতিগণেরা আপনারাই স্বয়ং প্রকাশিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণানুরূপ স্তব করিয়াছিলেন।

সবৈকিলায়ং পুরুষঃ পুরাতনো যত্রক আসীদবিশেষ আত্মনি। অগ্রেগুণেভ্যো জগদাত্মনীশ্বরে নিমীলিতাত্মন্নিশি সুপ্তশক্তিষু ॥ ২১ ॥

অত্রতেজঃ সৌন্দর্য্যাতিশয়েন, বিস্মিতাভ্যঃ সখীভ্যোঽন্যাস্ত্রিয়ঃ কথয়ন্তি। নাত্রবিস্ময়ঃকার্য্যঃ সাক্ষাদীশ্বরত্বাদস্যেতি। সবাইতি চতুর্ভিঃ বৈস্মরণে কিলেতি প্রসিদ্ধ প্রমাণ দ্যোতনং যএক এবাদ্বিতীয়ঃ পুরুষ আসীৎ সএবায়ং শ্রীকৃষ্ণঃ কুত্রাসীৎ অবিশেষে আত্মনি নিষ্প্রপঞ্চে নিজরূপে কদাঽগ্রেগুণেভ্যঃ গুণক্ষোভাৎ পূর্ব্বং তথানিশি প্রলয়েচ। তস্য লক্ষণং জগতা মাত্মনি জীবে নিমীলিতাত্মন্নিতি লুপ্ত সপ্তম্যন্তং পদং জাতাবেক বচনং ঈশ্বরে লীনরূপেষু জীবেষু সংস্থিতার্থঃ। নমু জীবানাং ব্রহ্মত্বাৎ কথং লয় স্তত্রাহঃ সুপ্তাসু শক্তিষু সতীষু জীবোপাধিভূত সত্বাদি শক্তিলয়ঃ এবজীবলয় ইত্যর্থঃ॥ ২১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ শরীরের তেজ এবং রূপ সৌন্দর্য্যাতিশয় দৃষ্টে কৌরবস্ত্রীগণেরা অত্যান্ত বিস্মিত হইতেছেন, তদ্দৃষ্টে তাহারদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ প্রভাবজ্ঞা বুদ্ধিমতী অন্য স্ত্রীগণেরা ঈশ্বর মহিমা সূচক বাক্য কহিয়াছেন, যে তোমরা শ্রীকৃষ্ণ রূপে বিস্ময় করিহ না যেহেতু এনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর তদর্থে চতুঃশ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা (সবৈইতি)

শ্রুতিতে এক এবং অদ্বিতীয় পুরাতন পরমপুরুষ যাঁহাকে বলেন, অর্থাৎ পরমাত্মাই সকলের অগ্রে থাকেন, সেই পরমপুরাতন পুরুষ পরমাত্মা এই শ্রীকৃষ্ণ, যদি বল তাঁহার স্থান কোথা উত্তর (অবিশেষ আত্মনি) অর্থাৎ তাঁহার বিশেষ

নাম রূপ স্থান নাই, তিনি সর্ব্বনাম, সর্ব্বরূপ, নিষ্প্রপঞ্চ অর্থাৎ মায়াতীত সর্ব্বজীবে অবস্থিতি করেন, সকল গুণের অগ্রে জীবেতে মিলিত হইয়া নিশি পর্য্যন্তস্থায়ী ইত্যর্থে নিশি শব্দে প্রলয়পর্য্যন্ত মায়োপধি বিশিষ্ট জীবেতে মিলিত থাকেন, সুতরাং জীবই ব্রহ্ম, যেহেতু জীবের লয় হইলেই ব্রহ্মত্ব হয়, যদি বল জীবের ব্রহ্মত্ব অঙ্গীকারে তাঁহার লয় স্বীকার কিরূপে করাযায়, তদর্থে মীমাংসা করেন, (নিশি সুপ্ত শক্তিষু) অর্থাৎ স্বরূপতঃ জীবের লয় নাই, কেবল জীবোপাধিভূত সত্বাদি মায়াগুণের লয়েই জীবের লয় বলেন, ফলিতার্থ জীব অনাশ্য ইত্যর্থে দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সর্ব্বজীবেই শ্রীকৃষ্ণের বাস॥ ২১॥

সত্রবভূয়ো নিজবীর্য্য চোদিতাং স্বজীবমায়াং প্রকৃতিং সিসৃক্ষতীং। অনামরূপাত্মনি রূপনামনী বিধিৎ সমানোহ্নুসসার শাস্ত্রকৃৎ॥ ২২॥

তদেবং সৃষ্টেরাদৌ প্রলয়ান্তরঞ্চ নিষ্প্রপঞ্চাবস্থান মুক্ত্বা স্থিতৌ সৃষ্টিপ্রলয়য়োর্মধ্যে সপ্রপঞ্চাবস্থানমাহঃ। সইতি। সএবা প্রচ্যুত স্বরূপ স্থিতিরেব প্রকৃতি মনুসসার অধিষ্ঠিতবান্ ভূয়ঃ পুনঃ সৃষ্টি প্রবাহস্যানাদিত্বাৎ কীদৃশীং নিজবীর্য্য চোদিতাং স্বকালশক্তি প্রেরিতাং স্বাংশভূতানাং জীবানাং মায়াং মোহিনীং অতএব সিসৃক্ষতীং কিমর্থ মনুসসার অনামরূপে আত্মনি জীবে রূপ নামনী বিধাতু মিচ্ছন্ উপাধিসৃষ্ট্যা জীবানাং ভোগায়েত্যর্থঃ। কর্ম্মাণিচ বিধাতুং বেদান্ কৃত বানিত্যাহঃ শাস্ত্রকৃদিতি॥ ২২॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমপুরুষের সৃষ্টির আদি প্রলয়ান্ত পর্য্যন্ত অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্ব প্রলয়ের শেষ পর্য্যন্ত নিষ্প্রপঞ্চ অর্থাৎ মায়াতীত রূপে অবস্থিতি করিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টি অবধি প্রলয় পর্য্যন্ত মধ্যে প্রপঞ্চ অর্থাৎ মায়িক রূপে অবস্থিতি করেন ইহা সমস্ত বেদেই কহেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (সইতি)

সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ নীজবীর্য্যে উদিতা মায়াধিষ্ঠানে জীব সংজ্ঞাকে প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ তাঁহার সৃষ্টি করণেচ্ছায় মায়ার উৎপত্তি, মায়া কিম্ভূতা, না, যিনি অনাম ও অরূপ যে আত্মা, তাঁহাতে নাম রূপের যোজনা করেন, অর্থাৎ সৃষ্টি প্রবাহ কারিণী হয়েন, পুনঃ কিম্ভূতা, না, কালশক্তি অর্থাৎ নিজাংশভূত জীব সকলেরই মোহিনী, যদি বল সেই মায়ার অনুগামী আত্মা কেন হয়েন, উত্তর ভোগাদি রহিত পরমাত্মা জীবোপাধি সৃষ্টি দ্বারা জীবের ভোগার্থ কর্ম্মাদির বিধানার্থে প্রকৃত্যনুগত হয়েন, তদর্থে শাস্ত্রকৃৎ পুরুষেরা সম্যক্ বেদে কহিয়াছেন ॥ ২২ ॥

ইত্যর্থে স্পষ্টীকৃত এই যে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ সৃষ্টিকরণেচ্ছায় মায়ার উৎপত্তি করতঃ তদনুগত হইয়া জীব রূপে বিখ্যাত হয়েন, অনন্তর জীবরূপে আত্ম সৃষ্ট বিশ্বের সমস্ত রসাস্বাদনার্থ নানা রূপে বিহার করেন, ইহাই নাট্য লীলা, নচেৎ শুদ্ধ নির্ম্মল নির্গুণ পরমাত্মাহইতে বিশ্বসৃষ্টি কি রূপে হইতে পারে, সেই পরমাত্মা গোবিন্দের তেজ এবং সৌন্দর্য্যাতিশয় দৃষ্টে বিস্ময়ের বিষয় কি ॥ ২২ ॥

সবা অয়ং যৎপদ মত্রশূরয়ো জিতেন্দ্রিয়া নির্জ্জিত মাতরিশ্বনঃ। পশ্যন্তিভক্ত্যুৎক-লিতামলাত্মনা নন্বেষসত্বং পরিমার্ষ্টুমর্হতি ॥ ২৩॥

অস্যদর্শন মতিদুর্ল্লভ মস্মাভি র্লব্ধ মিত্যাহুঃ। সবৈ অয়ং যস্য পদং অঙ্ঘ্রিং বা। নির্জ্জিতঃ মাতরিশ্বা প্রাণোযৈঃতত্রস্বত্বমার্বং। তং শূরয়ত্রব পশ্যন্তি কেনভক্ত্যা উৎকলিতঃ উৎকণ্ঠিতঃ অমলো য আত্মা বুদ্ধিস্তেন। দৃশ্যতে অগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা ইতি শ্রুতেঃ। বুদ্ধিবৈমল্যস্যা-প্যয়মেব হেতু রিত্যাহুঃ নম্বহেসখিএষত্রব সত্বং বুদ্ধিং পরিমার্ষ্টুং সম্যক্ শোধয়িতুং অর্হতিনতু যোগাদয় ইত্যর্থঃ। যদ্বানম্বু অহো এষ সত্বং জ্ঞানং পরিমার্ষ্টুং নাশয়িতুং দূরগমনে নাপ্রত্যক্ষী ভবিতুং নার্হতি। কিন্ত্বনেন সহৈবগন্তব্য মিত্যর্থঃ॥ ২৩॥

পরস্পর কামিনীগণে আপনারদিগের সৌভাগ্য সূচক বক্তৃতা করিতেছেন, হে সখি এই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন অতি দুর্ল্লভ কিন্তু আমরা অনায়াসে দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব কঠিনসাধ্য তদ্দর্শনের প্রমাণ করিতেছেন। যথা (সবাইতি) হে সখি, এই * শ্রীকৃষ্ণ পদ অর্থাৎ পাদপদ্ম শূরি অর্থাৎ (জ্ঞানীগণেরা) দর্শন করেন কিম্ভূত জ্ঞানী, না জিতেন্দ্রিয়

* তৎপদ পদে, শ্রীকৃষ্ণ পদ অর্থাৎ ভাগবতেরা শ্রীকৃষ্ণ চরণকে বলেন, তত্ত্বজ্ঞানীরা (তদ্বিষ্ণুর পরমপদকে) তৎপদ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। যথা ঋগ্বেদীয়া বৈষ্ণবীঋক্ (তদ্বিষ্ণুঃ পরমং পদং সদাপশ্যন্তি শূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং) জ্ঞানীগণেরা তদ্বিষ্ণুর পরম পদকে দর্শন করেন, যেমন অনাবৃত চক্ষুতে অর্থাৎ দৃষ্টিতে নিরোধাভাব প্রযুক্ত স্বচ্ছ আকাশ মণ্ডলের সম্যক্ দর্শন হয়।

অর্থাৎ যাঁহারা সম্যক্ ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়াছেন, পুনঃ কিম্ভূত, না, (নির্জ্জিত মাতরিশ্বনঃ) অর্থাৎ পূরককুম্ভকরেচক রূপ প্রাণায়াম দ্বারা যাঁহারা প্রাণবায়ুর সংযম করিয়াছেন, এবম্ভূতঃ যোগীগণেরাই তৎপদ দর্শন করেন, অন্যৎ ভক্ত্যুৎ কলিতাত্ম, অর্থাৎ ভক্তিতে উৎকণ্ঠিত একাগ্র্যা বুদ্ধি দ্বারা আত্মার শুদ্ধি যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারদিগের * নির্ম্মল বুদ্ধিতেই তৎপদ ভাসমান হয়, অথবা সত্ত্ব শব্দে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের সহিত ভক্তিযোগ করণের নাম ভক্ত্যুৎকলিতাত্মা, সেই জ্ঞানভক্তি বিশিষ্টা বুদ্ধিতেই শ্রীকৃষ্ণপদ দর্শন হয়, ইহাতে অন্য কোন যোগাভ্যাসের প্রয়োজন করে না॥ ২৩॥

সবা অয়ং সখ্যনুগীত সৎকথো বেদেষু গুহ্যেষুচ গুহ্যবাদিভিঃ। য এক ঈশো জগদাত্ম লীলয়া সৃজত্যবত্যত্তি ন তত্রসজ্জতে ॥ ২৪॥

পুণ্যশ্লোকতামাহুঃ। সইতি। হে সখি যোবেদেষু রহস্যাগমেষুচ

* নির্ম্মল বুদ্ধিতে আত্মাভাসমান পদে, রাগ দ্বেষাদি রহিতা বুদ্ধিকে নির্ম্মল বুদ্ধি বলে, সেই বুদ্ধিতে স্ফূর্ত্তি হয়। যথা সদাসর্ব্ব গতোপ্যাত্মা নতুসর্ব্বত্রভাসতে। বুদ্ধাবেবাবভাসেত স্বচ্ছেতি প্রতিবিম্ববৎ॥) সর্ব্বগত পরমাত্মা হইলেও সর্ব্বত্রে ভাসমান নহেন, কেবল নির্ম্মল বুদ্ধিতেই ভাসমান হয়েন, যেমন নির্ম্মল মুকুরাদিতে অর্থাৎ দর্পণে প্রতি বিম্বভাসমান হয়।

রহস্য নিরূপকৈঃ। অনুগীত সৎকথঃ। অনুগীতাঃ সত্যঃ কথাযস্য সত্রবায়ং গানপ্রকারমাহুঃ যত্রক ঈশ ইত্যাদি ॥ ২৪ ॥

অনন্তর, স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক শ্রুতি সম্মত শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যশ্লোকত্ব বর্ণন করিয়া কহিতেছেন। যথা (সইতি)

হে সখি, সম্যক্ * বেদে এবং † গুহ্যে ‡ গুহ্যবাদি পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ॥ অনুগীত হইয়াছে ¶ সৎকথা যাঁর, যিনি § জগদাত্ম এক ঈশ্বর, আর যাঁহার লীলাতে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় হইতেছে, অথচ তাহাতে লিপ্ত নহেন, সেই পরমাত্মাই এই শ্রীকৃষ্ণ ॥ ২৪ ॥

* সম্যক্ বেদ পদে, ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব, এবং কঠ, মণ্ডু, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, কেনেষিত, বাজসনেয়, তৈত্তিরীয়, প্রশ্ন, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক শ্বেতাশ্বতর, ব্রাহ্মণ কৌশিতকী, যাবাল, মহ, নারায়ণ, কৈবল্য প্রভৃতি উপনিষৎ।

† গুহ্য পদে রহস্য অর্থাৎ আগম, যথা যামল ঊর্দ্ধাম্নায়াদি শিব প্রণীত তন্ত্র সংহিতা।

‡ গুহ্যবাদী পদে রহস্য নিরূপক, অর্থাৎ আগমার্থ বাদী মহাকাল গৌতম, নারদ, সনৎকুমারাদি।

॥ অনুগীত পদে অনুকীর্ত্তন অর্থাৎ সুরসংযোগে কথন।

¶ সৎকথ পদে শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ সকল কথা হইতে শ্রীকৃষ্ণ কথাই সত্য, অথবা, যাঁহার কথাই সৎ তাঁহার নাম সৎকথঃ ইহাতেও শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়- যেহেতু কৃষ্ণকথা হইতে আর অন্য কোন কথাই সৎ নহে। ইত্যর্থে স্বামী পুণ্যশ্লোক বলিয়াছেন, অর্থাৎ কৃষ্ণকথাই পরম পবিত্র, অথবা যৎকথায় পুণ্যোৎপত্তি হয়, তাঁহার নাম পুণ্যশ্লোক।

§ জগদাত্ম পদে জগতের আত্মাস্বরূপ।

যদার্থধর্ম্মেণ তমোধিয়োনৃপা জীবন্তি তত্রৈ-
ষহি সত্বতঃ কিল। ধত্তেভগং সত্যমৃতং
দয়াংযশোভবায় রূপাণি দধদ্যুগেযুগে ॥২৫॥

এবম্ভূতস্য নানাবতার কারণমাহুঃ। যদেতি। তমোব্যাপ্তা ধীর্যেষাং তেনৃপা অধর্ম্মেণ জীবন্তি কেবলং প্রাণান পুষ্ণন্তি। তত্রতদা এষত্রব ভবায় স্থিত্যৈ সত্বতঃ বিশুদ্ধ সত্বেন রূপাণি দধৎ ভগাদিনীধত্তে প্রকট য়তি যুগেযুগে তত্তদবসরে ভগমৈশ্বর্য্যং সত্যং সত্য প্রতিজ্ঞত্বং ঋতং যথার্থোপদেশকত্বং দয়াং ভক্তকৃপাং যশঃ অদ্ভূতকর্ম্মত্বং ॥ ২৫ ॥

ভগবৎ কথার মহিমা বর্ণনান্তর, শ্রীকৃষ্ণের নানাবতার হওনের কারণ কহিতেছেন, তদর্থে, উক্ত হইয়াছে। যথা (যদেতি)

তমোগুণেতে ব্যাপ্তা বুদ্ধি রাজা সকল (যদা) যৎকালে কেবল * অধর্ম্মের দ্বারা জীবিত হয়, অর্থাৎ বেদ বিরুদ্ধ কর্ম্মেরত হইয়া কেবল আপন২ প্রাণ সকলের পোষণ করে, তৎকালে এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর ভারাবতরণার্থে এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্তে যুগেযুগে অর্থাৎ তৎতৎ অবসরে (সত্বতঃ) অর্থাৎ স্বীয়বিশুদ্ধ সত্বগুণ দ্বারা অভাবনীয় এবং পরম বিস্মাপনীয় রূপ সকলকে ধারণ করেন,

* অধর্ম্মের দ্বারা অর্থাৎ বেদ বিরুদ্ধধর্ম্মে রত হইয়া কেবল আপন২ প্রাণ সকলের পোষণ করে, ইত্যর্থে যাগযজ্ঞ দেব পিতৃকার্য্যাদির ব্যাঘাত করতঃ শুদ্ধ আত্মোদর পুরণ পরায়ণ হয়।

অর্থাৎ * নানা রূপে প্রকাশিত হইয়া প্রয়োজনীয় কার্য্যের সম্পাদন করেন। ইহাতে কেবল ভারাবতরণ কার্য্যই সম্পন্ন করেন এমত নহে, তাহাতে স্বীয় † ভগাদিকেও প্রকটন করেন, অপিচ (সত্যং) ‡ সত্যপ্রতিজ্ঞতা, (ঋতং) ‖ যথার্থোপদেশকতা, (দয়াং) ¶ ভক্তকৃপা (যশঃ) § অদ্ভূত কর্ম্মত্ব প্রভৃতিকেও রক্ষা করেন ॥ ২৫ ॥

অহো অলংশ্লাঘ্যতমং যদোঃকুলং অহো অলং পুণ্যতমং মধোর্বনং। যদেষ পুংসা

* নানারূপে প্রকাশিত পদে ধর্ম্ম রক্ষার্থ অবতার হয়েন, ইহা গীতাতেও কহেন। যথা (ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগেযুগে)

† ভগাদির প্রকটন পদে, সম্যক্ ঐশ্বর্য্যকে প্রকাশ করেন, অর্থাৎ ভগ শব্দে ষড়ৈশ্বর্য্য, ইহা প্রথম সংখ্যায় ভগবৎ শব্দার্থে প্রকাশ করাগিয়াছে।

‡ সত্য প্রতিজ্ঞতা পদে প্রতিজ্ঞার দৃঢ়ীকরণ, অর্থাৎ ভগবৎ প্রতিজ্ঞা এই যে ধর্ম্মদ্বেষ্টার বিনাশ করণ।

‖ ঋত পদে যথার্থ উপদেশকত্ব, অর্থাৎ ভগবানের যথার্থ উপদেশ এই যে বেদোদিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করণ, এবং স্বাশ্রেমোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করণ অপর হরিনামাদি সংকীর্ত্তন।

¶ দয়া পদে ভক্তকৃপা, অর্থাৎ ভক্তের প্রতি কৃপালুতা, যথা দৃষ্টান্ত প্রহ্লাদকে যদ্রূপ কৃপা করিয়াছেন।

§ যশঃ পদে অদ্ভুত কর্ম্মত্ব অর্থাৎ যে কর্ম্ম লোকে সম্ভব হয় না, তৎকর্ম্মের সম্পাদন। ইত্যর্থে কূর্ম্মরূপে ব্রহ্মাণ্ডধারণ, মহাসমুদ্রে সেতুবন্ধন, মৃতপুত্রাদির আনয়ন, ইত্যাদি।

মৃষভঃশ্রিয়ঃপতিঃ স্বজন্মনাচং ক্রমণেনচাঞ্চতি॥ ২৬॥

বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণাবতার ভাগ্যং বর্ণয়ন্তি। অহোইতি। পঞ্চভিঃ। যৎযস্মাৎএষ পুরুষোত্তমঃ শ্রিয়ঃপতিঃ স্বজন্মনা যদোঃকুলং অঞ্চতি পূজয়তি সৎকরোতি। অতঃশ্লাঘ্যতমং তৎচংক্রমণেন মধোর্ব্বনং মথুরাং সংকরোতি অতঃপুণ্যতমমিতি। তমপ্রক্রিয়াপি অত্যন্তাতিশয়ইলমিতি তত্রাপ্যাশ্চর্য্য অহোইত্যুক্তং॥ ২৬॥

কৌরব স্ত্রীগণেরা শ্রীকৃষ্ণের অবতার কারণ উক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণাবতার বিষয়ে জীবের বিশেষ ভাগ্য বর্ণন করিতেছেন, তদর্থ পঞ্চশ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যথা (অহোইতি)

হে সখি, কি আশ্চর্য্য এই * যদুরাজার কুলকে শ্রীকৃষ্ণাবতারে শ্লাঘ্যতম করিয়াছেন, আর † মধুরাজার বন অর্থাৎ মথুরাকেও পুণ্যতম করিয়াছেন, যেহেতু এই (পুংসাম্মৃষভ)

* যদুকুলকে শ্লাঘ্য করিয়াছেন, ইত্যর্থে অরাজক যদুকুলে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করাতে তৎকুল সকলের রাজরূপ পূজ্য হইয়াছে।

† মধুবন পুণতম করিয়াছেন ইত্যর্থে মথুরা যদিও স্বতঃসিদ্ধতীর্থ বটে, তথাপি মধুদৈত্য অর্থাৎ রাবণের ভগ্নী কুম্ভীনসীরভর্ত্তা, লবণ রাক্ষস অর্থাৎ রাবণের ভাগিনেয়, ও কংস প্রভৃতি বৈধর্ম্মী অপকৃষ্ট রাজাদিগের বাস জন্য অপবিত্র রূপে আপতিত হইয়াছিল, অধুনা শ্রীকৃষ্ণাবতারে তৎপাদ সঞ্চালন দ্বারা পুনঃ পবিত্রীভূত হইয়া পুণ্যতম শব্দের বাচ্য হইয়াছে, যেমন কোন দেব প্রতিমা জঘন্য জন কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে মন্ত্রাভিষেকে পুনঃ পবিত্রা হয়েন, সেইরূপ মথুরাপুরী শ্রীকৃষ্ণপাদ স্পর্শ অভিষিক্তা হইয়া পুনঃ পবিত্রা হইয়াছেন।

অর্থাৎ পুরুষোত্তম * শ্রীপতি, স্বজন্ম দ্বারা যদুকুলকে পূজ্য অর্থাৎ শ্যাঘ্যতম এবং পাদ সঞ্চারণ দ্বারা মধুপুর অর্থাৎ মথরাকেও পুণ্যতম শ্লাঘনীয় রূপে সংকৃত করিয়াছেন ॥২৬॥

অহোবত স্বর্যশস স্তিরস্করী কুশস্থলীপুণ্য যশস্করীভুবঃ। পশ্যন্তিনিত্যং যদনুগ্রহে-ষিতং স্মিতাবলোকং স্বপতিং স্মযৎপ্রজাঃ ॥ ২৭ ॥

অহোবত আশ্চর্য্যং কিন্তুৎকুশস্থলী দ্বারকা স্বর্গত উৎকৃষ্ট ইতি। যদ্‌যশঃ তিরস্করী পরিভবকর্ত্রী ভুবশ্চ পুণ্যযশস্করী পুণ্যযশঃ কর্ত্রী ভবতি। যদ্‌যতঃ যৎ যত্রত্যাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ স্বানুগ্রহেণ ইষিতং প্রেরিতং স্মিতপূর্ব্বাবলোকং। যদ্বা অনুগ্রহার্থ মিষিত্যং ইষ্টং স্বস্যা-ত্মনঃ পতিং শ্রীকৃষ্ণং নতুপিত্রাবৎ দেহমাত্র পতিং নিত্যং পশ্যন্তিস্ম উষিত মিতিপাঠে স্বানুগ্রহার্থ মুষিতং কৃতনিবাসং নৈতৎ স্বর্গেহস্তী-ত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রভাবজ্ঞা কুরুকামিনীগণে শ্রীকৃষ্ণ নিবাস দ্বারকার প্রশংসা করিতেছেন, অর্থাৎ স্বর্গ হইতে দ্বারকা উৎ

* শ্রীপতি পদে লক্ষ্মীপতি। এখানে তদর্থ নহে, অর্থাৎ শ্রী শব্দে (শোভা) পতি শব্দে (রক্ষক) অর্থাৎ আধার ইত্যর্থে যতশোভা আছে, সেই সকল শোভার এক আধার শ্রীকৃষ্ণ, একারণ শ্রিয়ঃপতি বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, ফলিতার্থ যত অবতার হইয়াছেন, কিন্তু কৃষ্ণাবতার তুল্য সৌন্দর্য্যাবতার হয়েন নাই। শ্লোক মধ্যে (অহো অলং) শব্দ প্রয়োগ আছে, তদর্থে (অহো) শব্দ আশ্চর্য্য, [অলং] শব্দ এই [তম] শব্দে অত্যন্ত অর্থাৎ অতিশয় রূপে বর্ণন।

তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (অহোইতি)

অহোবত ইতি। আশ্চর্য্যানগরী কুলস্থলী অর্থাৎ দ্বারকা নগরী, * স্বর্গযশ স্তিরস্করী এবং পৃথিবী মধ্যে † পুণ্যযশস্করী, যেহেতু তত্রস্থা সমস্ত প্রজা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ইষিত অর্থাৎ প্রেরিত, কেননা ঈষৎহাস্যাবলোকনের সহিত অর্থাৎ তদনুগ্রহের সহিত ‡ স্বপতি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন॥ ২৭॥

ইত্যর্থে ভগবানের সংপূর্ণ অনুগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে, যেহেতু নিয়ত ভগবদনুগ্রহে প্রজারা দ্বারকা নগরীতে বাস করেন, এবং অবিরত প্রসন্নাস্য অতি কমনীয় শ্রীকৃষ্ণরূপের দর্শন করেন, যদনুগ্রহে ইঁহারাও দেব রূপ বিশেষ হইয়াছেন, বিশেষতঃ দ্বারকা বাসে যে সুখ সে সুখ স্বর্গেও নাই, যেহেতু স্বর্গলোকে সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের অভাব॥ ২৭॥

---

* স্বর্গযশ স্তিরস্করী পদে স্বর্গ হইতে উৎকৃষ্টা অর্থাৎ স্বর্গলোকের যে যশ তাহাকে পরাভব করেন।

† পুণ্য যশস্করীভুবঃ পদে পুণ্য যশকর্ত্রী হয়েন, অর্থাৎ স্বর্গাপেক্ষা পৃথিবীকে পুণ্যা এবং যশস্বিনী করিয়াছেন, যেহেতু দ্বারকা বাসের কথাকে দূর রাখিয়া তদ্দর্শনে তৎস্বরূপতাকে লাভ করান্ ইহা স্বর্গ বাসেও হইতে পারে না।

‡ স্বপতি পদে আপনারদিগের পতি অর্থাৎ রক্ষক, অথবা স্বপতি পদে সমস্ত জীবপতি নচেৎ কেবল পিত্রাদির ন্যায় দেহ মাত্রের পতি এমত নহে, অর্থাৎ পিতা যেমন কেবল পুত্রের দেহের পতি, সেই রূপ তিনি জগতের পতি হয়েন।

নূনং ব্রতস্নানহুতাদিনেশ্বরঃ সমর্চ্চিতোহস্য গৃহীতপাণিভিঃ। পিবন্তিয়াঃ সখ্যধরামৃতং মুহুর্ব্রজস্ত্রিয়ঃ সংমুমুহুর্যদাশয়াঃ ॥ ২৯॥

হে সখি অস্য গৃহীত পাণিভিঃ পত্নীভিঃ ঈশ্বরোহয়মেব নূনং জন্মান্তরেষু সমর্চ্চিতঃ। যস্মিন্নধরামৃতে আশয়শ্চিত্তং যাসাং তাঃ সম্মোহং প্রাপ্তাঃইতি মনোহরত্বমুক্তং ॥ ২৮ ॥

হে সখি এই শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যে সকল স্ত্রীর পাণিগ্রহণ হইয়াছে, নিশ্চয় তাঁহারা জন্মজন্মান্তরে ব্রতস্নানাদি বহুযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারদিগের দ্বারা * (ঈশ্বর) অর্থাৎ মহাদেব শিব সম্যক্ প্রকারে অর্চ্চিত হইয়াছিলেন, নতুবা কি শ্রীকৃষ্ণ পতিলাভ হইয়াছে, যে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতকে আশা করিয়া যে ব্রজস্ত্রীগণেরা অর্থাৎ গোপীগণের চিত্ত নিরন্তর মুগ্ধ হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

ইত্যর্থে শ্রীকৃষ্ণের মনোহরত্ব উক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ গোপিকাগণে অবিরত কুলশীল লজ্জাভয় স্বজন ধনমানা-

---

* ঈশ্বর শব্দে শিব, যদিও শ্রীকৃষ্ণাদিকে ঈশ্বর বলাযায়, তথাপি অভিধানে বিশেষ করিয়া শিবকে ঈশ্বর বলিয়াছেন। যথা (ঈশ্বরঃ সর্ব্ব ঈশান ইতি) অর্থাৎ এখানে শিবকে ঈশ্বর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, কেননা জ্ঞান প্রদাতা শিব প্রসন্ন না হইলে, জ্ঞানস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারে না। যথা [বিষ্ণুভক্তি প্রদাদুর্গা বিষ্ণুভক্তিপ্রদঃ শিবইতি] সুতরাং শিবারাধন ফলে মহিষীদিগের কৃষ্ণপতি লাভ হইয়াছে।

দির অপেক্ষা না করিয়া শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণদাস্যে নিযুক্তা ছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণকে যে পতিলাভ করা সে সামান্য তপস্যার ফল নহে, ইহাতে বক্তব্য এই যে যোগী তপস্বীদিগের পরমারাধ্য শ্রীকৃষ্ণকে না বলিয়া গোপীদিগের সাধনীয় বলার ফল কি গুরুতর হইল, উত্তর, ইহার ফল অত্যন্ত গুরুতর, যেহেতু গোপীরা সামান্য মূঢ়াযোষিত নহেন, তাঁহারদিগের স্বরূপভাব অধ্যাত্মবিৎ যোগিদিগেরও বোধগম্য নহে, এই গোপীগণেরা নিত্য সিদ্ধা, প্রধানা প্রকৃতির অশংভূতা অর্থাৎ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপা, সুতরাং তাঁহারা যাঁহাকে প্রার্থনা করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণও যাঁহারদিগের নিত্যবশ্য, তৎকর্তৃক পাণিগৃহীতা স্ত্রীর যে বহু তপস্যা ছিল তাহাতে সংশয় কি ॥ ২৮ ॥

যাবীর্য্যশুল্কেনহৃতাস্বয়ম্বরে প্রমথ্যচৈদ্য প্রমুখান্ হি শুষ্মিণঃ। প্রদ্যুম্ন সাম্বামস্মুতাদয়ো পরাযাশ্চাহৃতাভৌমবধে সহস্রশঃ ॥ ২৯ ॥

এতৎ প্রপঞ্চয়তি দ্বাভ্যাং। বীর্য্যং প্রভাবএব শুল্কং মূল্যং শুষ্মিণো বলিষ্ঠান্ প্রদ্যুম্ন সাম্বামশ্চ সুতাযাসাং রুক্মিণী নাগ্নজিতীনাং তা আদি যাসাং সত্যভামাদীনাং তাঃ যাশ্চাপরাঃ অস্য শ্লোকস্য উত্তর শ্লোকে নান্বয়ঃ ॥ ২৯ ॥

এতৎ শ্রীকৃষ্ণ মহিমা কথনানন্তর দুই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ প্রভাব বর্ণন করিতেছেন। যথা (যাবীর্য্যেতি)

* বীর্য্য শুল্ক দ্বারা অর্থাৎ প্রভাব দ্বারা পণেজিত হইয়া

---

* বীর্য্য পদে প্রভাব, শুল্ক পদে মূল্য অর্থাৎ পণ।

* প্রদ্যুম্ন মাতা এবং † সাম্বমাতা ‡ দিকে বলবান্ চৈদ্যাদি রাজাগণকে অর্থাৎ চেদিদেশাধিপতি শিশুপালাদিকে পরাজয় করিয়া স্বয়ম্বরে রুক্মিণ্যাদির পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, অপর ভৌমবধে অর্থাৎ নরক রাজাকে বধ করিয়া যে ষোড়শ সহস্র স্ত্রীকে গ্রহণ করেন, তাঁহারা ধন্যা অনেক তপস্যার ফলে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গৃহীতা হইয়াছেন॥ ২৯॥

এতাঃপরং স্ত্রীত্ব মপাস্তপেশলং নিরস্তশৌচং বতসাধুকুর্ব্বতে। যাসাংগৃহাৎ পুস্করলোচনঃ পতির্নজাত্ব পৈত্যাকৃতিভির্হৃদিস্পৃশন্॥ ৩০॥

এতাঃস্ত্রীত্বমেবপরং কেবলং সাধুশোভনং কুর্ব্বতে অপাস্তং পেশলং ভদ্রং স্বাতন্ত্রং যস্মাৎ নিরস্তং শৌচং শুচিত্বং যস্মাৎ তথাভূত মপিজাতু কদাচিৎ অপিনাপৈতি আকৃতিভির্ব্ব্যবহারৈঃ যদ্বা পারিজাতাদি প্রিয়বস্ত্বাহরণৈর্হৃদি স্পৃশন্ আনন্দয়ন্॥ ৩০॥

অনন্তর কৌরব স্ত্রীগণেরা শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণের সাধুকর্ম্মের প্রশংসা করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (এতা- ইতি)

এই সকল কৃষ্ণ মহিষীরা স্ত্রীরূপমাত্র নচেৎ সাধুকর্ম্মকারিণী হয়েন, অর্থাৎ সাধুর ন্যায় সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্তা, সিদ্ধাবস্থা-

---

* প্রদ্যুম্ন পদে কামদেব, তন্মাতা রুক্মিণী।

† সাম্বমাতা জাম্ববতী।

‡ আদি পদে, নাগ্নজিতী, লক্ষ্মণা, সত্যভামা, কালিন্দী প্রভৃতি অষ্ট মহিষী।

কেই স্বাতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন বলে, যদি বল, সাধুদিগের ন্যায় সাধনার মঙ্গলকার্য্য অর্থাৎ সদাচারাদি দৃষ্ট হয় না, তদর্থে (অপাস্তপেশলং নিরস্তশৌচং) শ্লোক মধ্যে উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ সাধনাবস্থায় উক্ত মাঙ্গল্যকর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যক, সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ নহে, যেহেতু ইঁহারদিগের সাধনাবস্থার অনুষ্ঠানে ভদ্রকার্য্য শমদমাদি ত্যাগ হইয়াছে, এবং সদাচারাদির নিরস্ত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ সাধন ক্রিয়ার পরি সমাপ্তি বিনা সাধ্যবস্তুর লাভ হয় না, যখন ইঁহারা কমললোচন পরাৎপর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে পতি লাভ করিয়াছেন, তখন তাঁহারদিগের সম্বন্ধে তৎতৎকার্য্য পূর্ব্বে সম্পন্ন হইয়াছে, যেহেতু সর্ব্বতোভাবে শ্রীহরি মহিষীদিগের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছেন, অর্থাৎ অহরহ আনন্দ যুক্ত করিতেছেন, ইত্যর্থে পারিজাতাদি প্রিয়বস্তু আহরণ করিয়া সত্যভামাদির হৃদয়ানন্দ প্রদান করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

এবং বিধাবদন্তীনাং সগিরঃ পুরযোষিতাং।
নিরীক্ষণে নাভিনন্দন্ সস্মিতেন যযৌহরিঃ
॥ ৩১ ॥

এবং বিধাচিত্রগিরঃ সস্মিতেন নিরীক্ষণেনাভিনন্দয়ন সহরির্যযৌ ॥৩১॥

এই রূপ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধি বিবিধ প্রকার চিত্রবাক্য কহিতেছেন, পুরস্ত্রীগণেরা, সেই বাক্য শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ হর্ষযুক্ত হইয়া ঈষৎহাস্যযুক্ত ঈক্ষণ দ্বারা তাহারদিগকে পরমানন্দে যুক্ত করিয়া গমন করিলেন ॥ ৩১ ॥

অজাতশত্রুঃ পৃতনাং গোপীথায় মধুদ্বিষঃ। পরেভ্যঃ শঙ্কিতঃ স্নেহাৎপ্রাযুঙ্ক্ত চতুরঙ্গি-নীং। ৩২॥

মধুদ্বিষোপি গোপীথায় রক্ষণায় স্নেহাৎপরেভ্যঃ শঙ্কিতঃ সন্ প্রাযুঙ্ক্ত হস্ত্যশ্বরথপাদাতং সেনাঙ্গং স্যাচ্চতুর্ব্বিধমিত্যেবং চতুরঙ্গিনীং পৃতনাং সেনাং॥ ৩২॥

অনন্তর * অজাতশত্রু, রাজা যুধিষ্ঠির স্নেহ প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ প্রতি শত্রু হইতে পাছে উপদ্রব হয় ইত্যাশঙ্কায় (মধুদ্বিষঃ) † মধুসূদনের রক্ষার্থ ‡ চতুরঙ্গিনী সেনাকে সজ্জীভূতা করিয়া নিযুক্ত করিলেন॥ ৩২॥

অথদূরাগতান্ শৌরিঃ কৌরবান্ বিরহাতুরান্। সংনিবর্ত্ত্যদৃঢ়ং স্নিগ্ধান্ প্রায়াৎ স্ব-নগরীং প্রিয়ৈঃ॥ ৩৩

* অজাতশত্রু পদে শত্রু শূন্য।

† মধুদ্বিষ পদে মধুসূদন অর্থাৎ [মধুনামানং মসুরং সূদয়তীতি] মধু-সূদন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ মধু নামে অসুরকে নষ্ট করিয়াছিলেন, ইহাতে এক আশ্চর্য্য এই যে রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ প্রভাবজ্ঞ হইয়াও স্নেহ কলিলে অর্থাৎ স্নেহাবর্ত্তে আপ্লুত হইয়া বিস্মৃত হইয়াছেন, অর্থাৎ যে মধুসূদন নামের ফলে জীবমাত্রেরই সমস্ত প্রকার বিপৎ বিনষ্ট হয়, সেই মধুসূদনের অন্য শত্রু হইতে বিপদুত্থান হইবে বলিয়া শঙ্কিত হইলেন, ইহা কেবল মানুষ নাট্যের নিমিত্ত স্বীয়মায়া দ্বারা গোবিন্দই রাজাকে মোহিত করিয়াছেন।

‡ চতুরঙ্গিনীসেনা পদে হস্তি অশ্ব রথপদাতিক।

পাণ্ডোঃ কুরুবংশস্থাৎ পাণ্ডবা অপি কৌরবা। এবতান্ প্রিয়ৈ রুদ্ধবাদিভিঃ সহ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে আকৃষ্ট পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত অনেক দূরপর্য্যন্ত গমন করেন, অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারদিগকে নিরস্ত করিয়া গমন করিয়াছিলেন। যথা (অথইতি)

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে * কৌরবেরা মম বিরহে কাতর হইয়া আমার সহিত অনেক দূরে আসিয়াছে, তখন দৃঢ়তর প্রেম পূর্ব্বক স্নিগ্ধ বাক্যে সান্ত্বনা করতঃ বিদায় করিয়া আত্ম প্রিয়গণের সহিত অর্থাৎ উদ্ধবাদির সহিত স্বপুরে যাত্রা করিলেন ॥ ৩৩ ॥

কুরুজাঙ্গল পাঞ্চালান্ সূরসেনান্ সযামুনান্। ব্রহ্মাবর্ত্তং কুরুক্ষেত্রং মৎস্যান্ সারস্বতানথ ॥ ৩৪ ॥

কুরুক্ষেত্রং কুরুদেশান্তর্গতমেব ক্রমোহত্র নবিবক্ষিতঃ ॥ ৩৪ ॥

কুরুজাঙ্গল অর্থাৎ হস্তিনার সীমাকে অতিক্রম করিয়া † অনুলোমবিলোমে আর২ দেশ সকলকেও অতিক্রম করিলেন, অর্থাৎ পাঞ্চালমথুরা এবং যামুন অর্থাৎ যমুনা-

* কৌরব পদে এস্থলে পাণ্ডবদিগকে কহিয়াছেন, যেহেতু পাণ্ড ও কুরুবংশ প্রসূত সুতরাং পাণ্ডবেরাও কৌরব নামে বিখ্যাতঃ।

† অনুলোমবিলোম শব্দে ক্রমান্বয়ে দেশের নাম না কহিয়া যত দেশ দিয়া গিয়াছিলেন, সেই সকল দেশের নাম কহিয়াছেন, এইমাত্র।

তীরস্থ দেশ, আর ব্রহ্মাবর্ত্তাদি কুরুক্ষেত্র মৎস্য সারস্বত অর্থাৎ সরস্বতীরস্থ দেশ সমুদায়কে অতিক্রম করিয়া চলিলেন ॥ ৩৪ ॥.

মরুধন্বমতিক্রম্য সৌবীরাভীরয়োঃ পরান্।
আনর্ত্তান্ ভার্গবোপাগাচ্ছ্রান্তবাহো মনাগ্বিভুঃ ॥ ৩৫ ॥

মরুর্নিরুদকোদেশঃ আনর্ত্তাখ্যো দ্বারকাদেশঃ সবিভুঃ। উপাগাৎ প্রাপ্তঃ হে ভার্গব মনাক্ ঈষৎশ্রান্তা বাহাযস্যসঃ ॥ ৩৫ ॥

* মরুধন্ব + সৌবীর ‡ আভীরাদিদেশকে অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ॥ আনর্ত্তাখ্য দেশকে সংপ্রাপ্ত হইলেন, এবং বাহন ও ঈষৎ শ্রান্ত অর্থাৎ কিঞ্চিৎ শ্রান্তিযুক্ত হইল ॥ ৩৫ ॥

তত্রতত্রহি তত্রত্যৈ র্হরিঃ প্রত্যুদ্যতার্হণঃ।
সায়ং ভেজেদিশং পশ্চাদগবিষ্ঠো গাঙ্গতস্তদা ॥ ৩৬ ॥

---

* মরুধন্ব পদে নিরুদক বালুকাময় দেশ যাহাকে প্রাকৃতভাষায় [মরুভূমিবলে] অর্থাৎ মালবদেশাবধি আবট্টদেশ পর্য্যন্ত মরুভূমি, তদর্থে স্পষ্টই বোধ হইল, যে মালব পদে মাড়ুয়ায় অবধি আবট্টদেশ অর্থাৎ ম্লেচ্ছদেশ পর্য্যন্ত জল শূন্য বালুকাময় স্থান।

† সৌবীর পদে সিন্ধুস্থানের সান্নিধ্য বিখ্যাত দেশ।

‡ আভীর পদে যাবনিক দেশ সান্নিধ্য।

॥ আনর্ত্ত পদে দ্বারকার এক দেশ অর্থাৎ সমুদ্রের অন্তর্জ্জলে দ্বারকা সেই সমুদ্রতীরস্থ দেশ।

তত্রতত্রদেশে তৈস্তৈর্জনৈঃ প্রত্যুদ্যতানি নিবেদিতানি অর্হ-ণানি উপায়নানি যস্মৈসঃ। সায়মপরাহ্ণে পশ্চাদ্দিশং ভেজেপ্রাপ্ত উদাচ গবিষ্টঃ স্বর্গস্থঃ সূর্য্যঃ গাং উদকংগতঃ প্রবিষ্টঃ অস্তংগত ইত্যর্থঃ। (অদ্ভ্যোবাএষ প্রাতরুদেত্যপঃ সায়ং প্রবিশতীতি-শ্রুতেঃ)। যদ্বা সায়ং সময়ে জাতে রথাদব তীর্য্য গবিষ্ঠঃ ভূগৌ স্থিতঃ ততোগাং জলাশয়ংগতঃসন্ পশ্চাৎদিশং সন্ধ্যাং ভেজে উপাসিতবা নিত্যর্থঃ॥ ৩৬॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সসৈন্য রথবাহনে আনর্ত্তদেশ সংপ্রাপ্ত হইয়া কিরূপে অবস্থিতি করিলেন, তাহা এই শ্লোকে স্পষ্টকরিয়া কহিয়াছেন, যথা। তত্রতত্রেতি।

যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ শ্রান্তবাহ হইয়া আনর্ত্তাখ্য দেশকে প্রাপ্ত হইলেন, তৎকালে কৃষ্ণাগমন দেখিয়া তত্রস্থজন সকল তাঁহার পূজার্থে অর্থাৎ সম্মানার্থে বিবিধ উপায়ন আনিয়া উপঢৌকন দিলেন। যে সময় শ্রীকৃষ্ণ আনর্ত্তদেশ প্রাপ্তহয়েন, সেই সময় সায়ংকাল প্রবর্ত্তহইল, অর্থাৎ। গবিষ্ঠ। সূর্য্যদেব অর্থাৎ * গোশব্দ স্বর্গ, সেইস্বর্গস্থ ভাস্কর, । গাঙ্গত। হইলেন, । অর্থাৎ গোশব্দে জল, । সেইজলে † প্রবিষ্ট হইলেন, তদর্থে পশ্চিমদিকে অস্ত হইলেন এই অর্থঃ। ৩৬॥

---

* গোশব্দ নানার্থ যথা অভিধানে। (স্বর্গেষু পশুবাগ্বজ্র; দিঙ্নেত্র ঘৃণিভূজলে ইতি) স্বর্গ, বাণ, পশু; বাক্য, বজ্র, দিক, চক্ষু; নাসিকা, পৃথিবী, জলকে গোশব্দে উল্লেখ করাযায়॥ সুতরাং এশ্লোকে ভূমি, জল, আকাশকে গো বলিয়া অর্থ করিয়াছেন, ॥

† সূর্য্যদেব জলে প্রবিষ্ট হইলেন; যথা শ্রুতি (অদ্ভ্যোবাএষ

এতদ্ভিন্ন অন্যার্থ স্বামী ব্যাখ্যা করেন যে সায়ংকাল সম্প্রাপ্তে শ্রীহরিঃ শ্রান্তবাহন রথে হইতে অবতীর্ণ হইয়া (গাবিষ্ট) হইলেন, অর্থাৎ গোশব্দে ভূমি, সেইভূমি তলস্থ হইলেন অনন্তর (গাঙ্গতঃ) অর্থাৎ জলাশয়ে গমন করিলেন, যেহেতু গো শব্দে জলকে নানার্থ কোষে কহিয়াছেন, সেই জলাশয়ে (সায়ংতেজে) অর্থাৎ সন্ধ্যোপাসনা করিয়া ছিলেন ॥ ৩৬

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথম স্কন্ধে পারীক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাগমনং নাম দশমোধ্যায়ঃ ॥ ১° ॥

ইতি প্রথমে দশমঃ ॥ ১০ ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত শুকপ্রণীত মহাপুরাণ পরমহংস সংহিতায় প্রথমস্কন্ধে পরীক্ষিদুপাখ্যানে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাগমন প্রস্তাবে দশমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।,১°।,

---

প্রাতরুদেত্যপঃ সায়ং প্রবিশতীতি)। জলেহইতে প্রাতঃকালে সূর্য্য উদয়হইয়া সায়ংকালে জলে প্রবেশ করেন. ইত্যর্থে স্পষ্টই বোধ হইতেছে. যে; চন্দ্র সূর্য্যের গমনাগমনের পথ সমুদ্রদিয়া, একারণ দিবারাত্রে চন্দ্র সূর্য্যের গতাগতিতে জুয়ার ভাটা হইয়া থাকে; চন্দ্রাস্তে দিবায়, সূর্য্যাস্তে রাত্রের জুয়ার হয়, শুদ্ধ গতি বৈবং। প্রস্ফুক্তসময়ের তন্তর হয় ॥

অথ একাদশাধ্যায়ঃ আরম্ভঃ।

আনর্তৈঃ স্তূয়মানস্য পুরীং নির্বিশ্য বন্ধুভিঃ। একাদশে-বর্ত্তিঃ সম্যগ্‌যাদবেন্দ্রস্য বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥ স্বামীকৃত মুখবন্ধং ॥

একাদশ অধ্যায়ের সমস্তফল স্বামীকৃত মুখবন্ধ শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন, যথা (আনর্ত্তৈরিতি)

এতৎ শ্লোকে আনর্ত্ত দেশবাসী জনকর্তৃক স্তূয়মান শ্রীকৃষ্ণের বন্ধুসহিত দ্বারকাপুরী প্রবেশ, এবং যাদবেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণেরপ্রতি যাদবদিগের সম্পূর্ণা ভক্তির বর্ণন করিয়াছেন ॥, ১ ॥,

শ্রীসূতউবাচ ॥ আনর্ত্তান্ সউপব্রজ্য স্বৃদ্ধান্ জনপদান্ স্বকান্। দধ্মৌদর বরং তেষাং বিষাদংসময়ন্নিব ॥ সউচ্চকাশে ধবলো দরোদরো প্যুরুক্রমস্যাধর শোণ শোণিমা। আধ্মায়মানঃ কর কঞ্জ সংপুটে যথাব্জকোষে কলহংস উৎস্বনঃ ॥ ১ ॥

উৎসবৈরুল্লসৎ পৌর মুদঞ্চ ধ্বজতোরণং। উল্লসদ্রত্নদীপাদি স্বপুরং প্রাবিশৎ প্রভুঃ ॥ ২ ॥ স্বামীকৃতং ॥ স্বৃদ্ধান্ সমৃদ্ধান্ দরবরং পাঞ্চজন্যং শংখং দধ্মৌবাদিতবান্ ॥ ২ ॥

স্বামী ব্যাখ্যাকরেন, কৃষ্ণ গমন উৎসবে পুরবাসীগণ অর্থাৎ দ্বারকাবাসীজন সকলে অট্টালিকোপরি ধ্বজাকে পতাকান্বিতা করিলেন, এবং জয়সূচক মঙ্গলধ্বনি করিলেন, আর গৃহদ্বারে সফল পল্লবজল পূর্ণকুম্ভ স্থাপনা

করিলেন, অপিচ তোরণ সকলকে মাল্যমণ্ডিত করিলেন, তোরণপদে প্রাকৃত ভাষায় (ফাটকবলে) আর রত্ন মণ্ডিত দীপসকলকে প্রজ্জ্বলিত করিলেন, এবম্ভূতা নগর শোভা দর্শন করতঃ প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণ স্বপুরে অর্থাৎ দ্বারকায় প্রবেশিত হইলেন॥,

শ্রীসূতগোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিতেছেন, যে শ্রীকৃষ্ণ আনর্ত্ত অর্থাৎ দ্বারকা সন্নিহিত দেশকে প্রাপ্ত হইয়া পাঞ্চজন্য শংখনাদে তত্রস্থ প্রজার হর্ষজন্মাইলেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে, যথা (আনর্ত্তানিতি)॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আনর্ত্তদেশকে প্রাপ্ত হইয়া (দরবর) অর্থাৎ পাঞ্চজন্য শংখধ্বনিকরতঃ তত্রত্যজন সকলের বিষাদের অপনয়ন করিলেন, আনর্ত্তদেশসকল কিম্ভূত, না, স্বৃদ্ধান, সমৃদ্ধিমান, অর্থাৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত,। দরবর অর্থাৎ পাঞ্চজন্য শংখধ্বনি করিলেন, তাহাতে অত্যন্ত শোভা হইল, যেহেতু ধবলোদর শংখ কৃষ্ণাধর সংযোগে উর্দ্ধ-করাতে অতিশয়রূপে দীপ্তিমান হইল, শ্রীকৃষ্ণের অধর শোভা শোণপদ্ম অর্থাৎ রক্তোৎপলের ন্যায়, সেই অধরের রক্তাভাতে শংখও ঈষৎ রক্তাভ হইয়াছিল, এবং ধ্মাপনকালে অর্থাৎ ধ্বনিকালে শ্রীকৃষ্ণের রক্তপদ্মাকৃতি করকমলযুগলে ধৃত শব্দবান শংখের শোভা কলহংসের ন্যায়, অর্থাৎ সরোবর মধ্যে বিকচ কমল কোষেব্যাপ্ত হইয়া যদ্রূপ রাজহংস উচ্চৈধ্বনিকরে তদ্রূপ॥১॥

তমুপশ্রুত্য নিনদং জগদ্ভয়ভয়াবহং।
প্রত্যুদ্যযুঃ প্রজাঃ সর্বা ভর্ত্তৃ দর্শন লালসাঃ॥ ২॥

জগতাং যদ্ভয়ং তস্য ভয়াবহং প্রত্যুদ্গমঃ প্রত্যুদ্গমঃ ভর্তুর্দর্শনে লালসা ঔৎসুক্যং যাসাং তাঃ ॥ ২ ॥

অনন্তর আনর্ত্তবাসী প্রজারা শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শংখ নাদ শ্রবণে তদ্দর্শন * লালস অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পুরতঃ আগমন করিলেন, কিম্ভূত শংখনাদ, না, (জগদ্ভয় ভয়াবহং) অর্থাৎ † জগতের যে ভয়, সেইভয় যন্নাদে ভয়পায়, এবম্ভূত পাঞ্চজন্য শংখনাদ ॥ ২ ॥

তত্রোপনীত বলয়ো রবেদীপ মিবাদৃতাঃ। আত্মারামং পূর্ণকামং নিজলাভেন নিত্যদা॥ প্রত্যুৎ ফুল্লমুখাঃ প্রোচুর্হর্ষগদ্গদয়াগিরা। পিতরং সর্ব সুহৃদ মবিতার মিবার্ভকাঃ ॥ ৩ ॥

তত্র তস্মিন শ্রীকৃষ্ণে উপনীতাঃ সমর্পিতাঃ বলয় উপায়নানি যাভিস্তানি রবেপোক্ষেপিতব্যানি তস্মিন্ আদরেন সমর্পণে দৃষ্টান্তঃ রবেদীপ মিবেতি ॥ পিতর মর্ভকা ইবতং সর্ব্বসহৃদ মবিতার মূচুঃ ইত্যন্বয়েণান্বয়ঃ। সুহৃৎত্বে নৈবাবিতারং নতুকামেন। তত্র হেতুঃ আত্মারামং তত্রাপি হেতুঃ পরমানন্দ নিজস্বরূপলাভেনৈব পূর্ণকামং। ৩

তত্রাগত শ্রীকৃষ্ণ প্রতি প্রজারা সমাদরপূর্ব্বক বলি অর্থাৎ ‡ উপায়নাদি সমর্পণ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণও যদ্যপি

---

* লালস, পদে, ঔৎসুক্য অর্থাৎ উৎসুক!

† জগতের ভয়, যম; অর্থাৎ সকলেই যমকে ভয়করে, সেই যম পাঞ্চজন্য শব্দে ভীতিযুক্ত হয়েন ॥

‡ উপায়ন পদে উপঢৌকন, ॥

* নিজলাভে নিত্যসন্তুষ্ট অর্থাৎ। আত্মারাম ‡ পরিপূর্ণকাম, তথাপি তাহারদিগের সমর্পিত উপায়ন গ্রহণ করিলেন, সেকেমন, যেমন সূর্য্যদেবের দীপের প্রয়োজন নাই, তথাপি পূজকের অভিলাষ পূরণার্থে পূজাকালে দীপ শিখারও গ্রহণ করেণ, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণও প্রজাদিগের উপঢৌকন গ্রহণ করিলেন॥ অনন্তর প্রজারা শ্রীকৃষ্ণাগমনে উৎফুল্ল মুখ অর্থাৎ প্রসন্নমুখ হইয়া, হর্ষগদ্গদবাক্যে সর্ব্বসুহৃৎ সর্ব্বদাতা শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন, সে কিরূপ, না, যেরূপ পুত্রেরা পিতারনিকট আপন২ অবস্থা নিবেদন করে,॥ ৩॥

নতাঃ স্মতেনাথ সদাঙ্ঘ্রি পঙ্কজং বিরিঞ্চবৈরিঞ্চ্য সুরেন্দ্র বন্দিতং। পরায়ণং ক্ষেম মিহেচ্ছতাং পরং নযত্রকালঃ প্রভবেৎপরপ্রভুঃ॥ ৪॥

কিমূচুরিত্যাহ নতাঃস্মেতি॥ বিরিঞ্চো ব্রহ্মা বৈরিঞ্চ্যাঃ সনকাদয়ঃ ইহসংসারে পরং ক্ষেম মিচ্ছতাং পরায়ণং পরমং শরণং কুতঃ পরেষাং ব্রহ্মাদীনাং প্রভুরপি কালোযত্র প্রভুর্ন ভবেৎ॥ ৪॥

---

* নিজলাভ পদে স্বীয় আনন্দরূপের লাভেই নিত্যতুষ্ট, ইতার্থে আনন্দস্বরূপে বিবাদ নাই॥

। আত্মারামপদে আত্মাতেই রমণ অর্থাৎ আনন্দ যাহারহয়॥

‡ পূর্ণকাম, পদে সর্ব্বাভিলাষের পূরক॥

অনন্তর আনর্ত্তবাসী প্রজারা কি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন, তাহা এই শ্লোকে কহিতেছেন, যথা, (নতাঃস্মেতি)॥

হে নাথ শ্রীকৃষ্ণ তোমার পাদপদ্মে আমরা প্রণাম করি যে পাদপদ্ম, (বিরিঞ্চ, বৈরিঞ্চ্য সুরেন্দ্রবন্দিত) অর্থাৎ ব্রহ্মা, সনকসনন্দ সনৎকুমার সনাতন, এবং দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক সর্ব্বদা বন্দনীয়, পুনঃ কিম্ভূত, না, যাঁহারা সতত * মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তাঁহারদিগের পরমাশ্রয়, অর্থাৎ তব পাদপদ্মে শরণ লইলে আর কোন অমঙ্গল থাকেনা। যেহেতু § ব্রহ্মাদি সকলের উপর প্রভুত্ব করেন যে কাল তব চরণান্তিকে সেই কালের কোনমতে প্রভুত্ব নাই॥ ৪॥

ভবায়নস্ত্বং ভববিশ্বভাবন ত্বমেব মাতাথ সুহৃৎপতিঃপিতা। ত্বং সদ্গুরুর্নঃ পরমঞ্চ দৈবতং যস্যানুবৃত্ত্যা কৃতিনো বভূবিম॥ ৫॥

অতো ভবানুদ্ভবায় নোহস্মাকং ত্বং ভব হে বিশ্বভাবন। তদনুবৃত্ত্যা আগমনেন কৃতিনঃ কৃতার্থা বভূবিম জাতাবয়ং॥ ৫॥

---

* মঙ্গল শব্দে সংসারোচিত বিষয়ের বিঘ্নশূন্য, অথবা মঙ্গল শব্দে মৃত্যুরহিত সুতরাং শ্রীকৃষ্ণচরণার্চ্চকের মৃত্যুভয় নাই; যেহেতু আরজন্ম হয়না; জন্মনাহইলেই মৃত্যুর অসম্ভাবনা হয়॥

§ ব্রহ্মাদির উপর কালের প্রভুত্ব, অর্থাৎ ব্রহ্মাদিরও কালে মৃত্যু হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পদবীতে আরূঢ় ব্যক্তির কোন কালেই মৃত্যুভয় নাই, সুতরাং কৃষ্ণচরণান্তিকে কালের প্রভুত্ব খণ্ডন হইয়াছে॥

হে বিশ্বভাবন, তুমি আমারদিগের ভবসংসারে অনুদ্ভবের কারণহও, যেহেতু তদনুকম্পিত ব্যক্তির আরজন্ম পরিগ্রহনাই, * তোমার আগমনে আমরা কৃতার্থ হইলাম তুমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব, তুমিই ; মাতা, পিতা ;; সদ্গুরু (।) পরমদেবতাহও, ফলিতার্থ ব্রহ্মেলিঙ্গভেদনাই, অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ নপুংসক ইত্যাদি শুদ্ধ কার্য্যানুরোধে সকল রূপেরই পরিগ্রহ করেন ॥ ৫ ॥

অহো সনাথা ভবতাস্ম যদ্বয়ং ত্রৈপিষ্টপানামপি দূরদর্শনং। প্রেমস্মিত স্নিগ্ধ নিরীক্ষণাননং পশ্যেম রূপং তব সর্ব্ব সৌভগং ॥ ৬ ॥

কৃতার্থত্ত্বমেব হং। অহো ভবতাবয়ং সনাথাঃস্মঃ ॥ যদ্যস্মা ত্তবরূপং পশ্যেম ত্রৈপিস্টপানামপি দূরে দর্শনং যস্য দেবানামপি

---

* তোমার আগমনে অর্থাৎ হস্তিনা হইতে আগমনে আমরা কৃতার্থ হইলাম এমত অভিপ্রায় নহে; ইহাতে স্বধাম হইতে অবনীতে আগমন অর্থাৎ অবতরণোপলক্ষে কহিয়াছেন।

; মাতা পিতা; শব্দে নিমিত্তোপাদান ব্রহ্ম; অর্থাৎ নিমিত্ত কারণাংশে পিতা আধার স্বরূপে উপাদান কারণাংশে মাতা।

;; সৎশব্দে বিদ্যমান, গুরু অর্থাৎ গুরুরূপও তুমি; যথা (আচার্য্যমাং বিজানীয়াদিতি) ভগবান আপনি কহিয়াছেন যে গুরুরূপ আমাকে জানিহ ॥

(।) দেবতা পদে সর্ব্বদেবতা, তুমি অর্থাৎ (সর্ব্বদেবময়ো হরিরিতি) সর্ব্বদেবময় হরিকে কহেন ॥

দুর্ল্লভমিত্যর্থঃ। প্রেমযুক্তং স্মিতং তদ্যুক্তং স্নিগ্ধং নিরীক্ষণং যস্মিন্ তদাননং যস্মিন্ তদ্রূপং সর্ব্বং সর্ব্বেষু বা অঙ্গেষু সৌভগং যস্মিন্।। ৬।।

অনন্তর দ্বারকাবাসী প্রজারা আপনার দিগের কৃতার্থত্ব মানিয়া কহিতেছেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপ সন্দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছেন, তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা (অহোইতি)।।

আহাইতি ভাগ্য অর্থাৎ আমার দিগের কি ভাগ্য, হে ভগবন, তোমাকর্ত্তৃক আমরা সনাথ হইয়াছি, যেহেতু তোমার সৌভগরূপ অর্থাৎ যে রূপে শোভন ভাগ্যোদয় হয়, এবং প্রেমনিরীক্ষণ যুক্ত স্নিগ্ধ সহাস্যবদন আমরা সর্ব্বদা দর্শন করিতেছি, যাহা * ত্রৈপিষ্টপদিগের দুর্দর্শন অর্থাৎ দেবতা দিগের অতি দুর্ল্লভ, কিন্তু আমরা তোমার অনুগ্রহে সর্ব্বদাই দর্শনকরি।। ৬।।

যর্হ্যম্বুজাক্ষাপ সসার ভোভবান্ কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া। তত্রাব্দকোটি প্রতিমঃ ক্ষণো ভবেদ্রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব নস্তবাচ্যুত।। ৭।।

অভকা ইব সকরুণ মাহুঃ। যর্হি যদা ভো অম্বুজাক্ষ নোভবানিতি পাঠে ন ইত্যানাদরে ষষ্ঠী অস্মাননাদৃত্য অপসসার অপক্রান্ত

* ত্রিপিষ্টপ শব্দে স্বর্গ; সুতরাং স্বর্গবাসীর নাম ত্রৈপিষ্টপ অর্থাৎ দেবতা। ইত্যর্থে দেবতাদিগের পক্ষে তোমার সর্ব্ব মনোহর কমনীয় রূপদর্শন অতিদুর্ল্লভ, অর্থাৎ স্বর্গে এরূপেরপ্রকট নাই; ইহা কেবল আমারদিগের ভাগ্যবশেই দ্বারকা নগরীতে বাসজন্য ভগবদ্রূপের দর্শন হইয়াছে।।

জগাম কুরূন্ হস্তিনাপুরং মধূন মথুরাপুরং বা তত্র তদারবিং বিনা অন্ধ্যা দৃক্ যথা তথা তদীয়ানা মস্মাক মিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

আপনারদিগের কৃতার্থতা স্বীকারব্রতঃ অত্রশ্লোকে বালকের ন্যায় সকরুণ বাক্য কহিতেছেন, অর্থাৎ পুত্রেরা যেমন করুণাযুক্ত পিতার নিকট কহে তদ্রূপ, তদর্থে উক্ত হইয়াছে, যথা (যর্হীতি)॥

হে অম্বুজাক্ষ, অর্থাৎ হে পদ্মলোচন, তুমি যখন হস্তিনাপুরনিবাসী বা মধুপুর নিবাসী সুহৃৎ * দিদৃক্ষায় আমারদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গমনকর, সেই পরিমিত বিচ্ছেদকালের ক্লেশভোগ কি কহিব, তব বিচ্ছেদে ক্ষণমাত্র কাল আমার দিগের কোটি বৎসরের তুল্য হয়, তখন তোমা বিহীনে আমরা অন্ধ হইয়া থাকি, যেমন এক সূর্য্যাভাবে বিশ্বস্থ সকলেরি চক্ষু অন্ধহয় ॥ ৭ ॥

কথংবয়ংনাথ চিরোষিতেত্বয়ি প্রসন্ন দৃষ্ট্যাখিলতাপ শোষণং। জীবেম তে সুন্দরহাস শোভিত মপশ্যমানা বদনং মনোহরং ॥ ৮ ॥

ইতিচ এবং বিধা অন্যা শোচ্চারিতা বাচ শৃণ্বন্ দৃষ্ট্যা সভি নন্দান লোক মেনানুগ্রহং কুর্ব্বন্ ॥ ৮ ॥

অনন্তর দ্বারকাবাসী প্রজারা আরও বিবিধবাক্যে শ্রীকৃষ্ণৈক নিষ্ঠতা জানাইতেছেন, তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে, যথা (কথমিতি)॥

---

* দিদৃক্ষা শব্দে দর্শনেচ্ছা অর্থাৎ সুহৃৎ দর্শনেচ্ছায় গমনকর, তখন আমরা অত্যন্ত ক্লেশিতহই ইত্যর্থঃ ॥

হে নাথ, তুমি চিরপ্রবাসী হইলে তোমাকে না দেখিয়া আমরা কিরূপে সুস্থ থাকিতে পারি, তুমি কেমন, না, প্রসন্নদৃষ্টি দ্বারা * সমস্ত তাপের শোষণ কর্ত্তা। এবং সুন্দর হাস্যযুক্ত সুশোভিত অতি মনোহর তোমার বদনারবিন্দ ; চির অর্থাৎ বহুদিবস পর্য্যন্ত দর্শন না করিয়া আমরা কিরূপেই বা জীবধারণ করিতে শক্ত হই ॥ ৮ ॥

ইতিচোদীরিতাবাচঃ প্রজানাং ভক্তবৎ-সলঃ। শৃণ্বানোনুগ্রহং দৃষ্ট্যা। বিতন্বন প্রাবিশৎপুরং॥০॥ মধুভোজ দশার্হার্হ কুকুরান্ধক বৃষ্ণিভিঃ। আত্মতুল্য বলৈ গুপ্তাং নাগৈ র্ভোগ বতীমিব ॥ ৯ ॥

দ্বারকাং স্বৈাং পঞ্চভিঃ স্বতুল্য বলৈ র্মধু ভোজাদিভি গুপ্তাং রক্ষিতাং ॥ ৯ ॥

* সমস্ততাপের শোষণ, পদে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক প্রভৃতি, শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টিতে আশু বিনাশ হয়। অর্থাৎ ভগবদাশ্রিত জনের ইহ পরত্র কালে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়না ॥

; চির অর্থাৎ বহুদিবস দর্শনাভাবে ক্লেশাতিতর হয়; যেহেতু পূর্ব্বশ্লোকে ক্ষণমাত্র কৃষ্ণবিচ্ছেদে কোটি বৎসর জ্ঞান হয় বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, সুতরাং বহুকাল ব্যাপী কৃষ্ণবিচ্ছেদ সহ্য করিতে কেহই পারেনা, তদর্থে রাসপঞ্চাধ্যায়ে গোপী গীতায় উক্ত আছে যথা (ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতামিতি) গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন, যে হেনাথ তোমাকে ত্রুটিকাল দর্শন না করিলে, একযুগ পরিমিত কালজ্ঞানহয় ॥

পূর্ব্বশ্লোকানুগত পঞ্চশ্লোকে প্রজানুগ্রহ এবং দ্বারকা প্রশংসা করিতেছেন, যথা (ইতিচেতি)॥

প্রজাদিগের এবম্প্রকার স্তুতি বাক্য আর অন্যান্য বিবিধরূপ প্রশংসা বাক্য শ্রবণ করতঃ ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন দৃষ্টিদ্বারা স্বীয়ানুগ্রহে আনন্দযুক্ত করিয়া দ্বারকা পুরে প্রবেশ করিলেন। ৭০॥ দ্বারকা কিম্ভূতা, তদর্থে উক্ত হইয়াছে, যে * মধু, ভোজ, দশার্হ, কুকুর, অন্ধক, বৃষ্ণি গণকর্ত্তৃক রক্ষিতা, মধুভোজাদি কিম্ভূত, না, আত্মবলতুল্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের তুল্য বলী, যদ্রূপ নাগগণ কর্ত্তৃক অর্থাৎ বাসুকি, ধৃতরাষ্ট্র, তক্ষক, ধনঞ্জয়, কর্কটক প্রভৃতি দ্বারা ভোগবতী পুরী রক্ষিতা, তদ্রূপ মধুভোজাদিদ্বারা দ্বারকা পরিপালিতা হইয়াছেন॥ ৯॥

সর্ব্বর্ত্তু সর্ব্ব বিভব পুণ্যবৃক্ষ লতাশ্রমৈঃ।
উদ্যানোপ বনারামৈঃ বৃতপদ্মাকর শ্রিয়ং॥ ১০।

সর্ব্বেষু ঋতুষু সর্ব্বে বিভবাঃ পুষ্পাদি সম্পদো যেষাং তে পুণ্য বৃক্ষা লতাশ্রমা লতাগণ্ডিত মণ্ডপাশ্চ যেষু তৈ রুদ্যমানাদিভি-র্বৃতা যে পদ্মাকরা সরাংসি তৈঃ শ্রীঃ শোভা যস্যাং তাং। উদ্যানং ফলপ্রধান মুপবনং পুষ্পপ্রধান মারামঃ ক্রীড়ার্থং বনং॥ ১০॥

পরম শোভিতা দ্বারকার শোভার্থ বিভবের বর্ণন করি-তেছেন, যথা (সর্ব্বেত্বিতি)॥

---

* মধু ভোজাদি পদে; মধুবংশ, ভোজবংশ, দশার্হ কুকুর বংশ, অন্ধকবংশ, বৃষ্ণিবংশাদি।

সকল * ঋতুর বিভব একাদিন দ্বারকাতে প্রাপ্ত হওয়াছে, ঋতু বিভব পদে পুণ্যবৃক্ষলতাদি, এবং লতাশ্রম, অর্থাৎ লতা মণ্ডিত গৃহ, এবং পদ্মাকর বৃত অর্থাৎ বিকসিত পদ্মকাননান্বিত সরোবরে শোভিত। অপিচ। উদ্যান, উপবন, আরামাদিদ্বারা শ্রীযুক্তা দ্বারকাপুরী। ১০।

গোপুরদ্বারমার্গেষু কৃতকৌতুকতোরণাং
চিত্রধ্বজ পতাকাগ্রৈ রন্তঃ প্রতি হতা
তপাং ॥ ১১ ॥

গোপুরং পুরদ্বারং দ্বারং গৃহদ্বারং। কৃতানি কৌতুকেনোৎসবেন তোরণানি যস্যাং। গরুড়াদি চিহ্নাঙ্কিতা ধ্বজা অয়প্রদ তদঙ্কিতাঃ পতাকাঃ চিত্রাণাং ধ্বজপতাকা নামগ্রৈ রন্তঃ প্রতি হত আতপো যস্যাং॥ ১১ ॥

অনন্তর পুর প্রবিষ্ট ভগবানের স্বীয়াপুরী দ্বারকার অবস্থাভেদে শোভাবর্ণন করিতেছেন, যথা (গোপুরইতি) দ্বারকা নগরী কিম্ভূতা, না, * গোপুর। দ্বার মণ্ডিতা,

---

* ঋতু পদে হিম, শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ। অর্থাৎ সকল ঋতুর উচিত পুষ্পফলাদি এককালেই প্রাপ্ত হওয়া যায়॥

। উদ্যান, উপবন, আরাম, তিনকেই প্রাকৃত ভাষায় (বাগান বলে) কিন্তু বিশেষ আছে; অর্থাৎ ফল প্রধান বৃক্ষ সমষ্টির নাম উদ্যান, পুষ্পপ্রধানবৃক্ষ সমষ্টির নাম উপবন, ক্রীড়ার্থ কল্পিত উচ্চ বচ অর্থাৎ নানাপ্রকার বৃক্ষ সমষ্টির নাম আরাম॥

* গোপুর শব্দে পুরদ্বার অর্থাৎ পুরীর প্রধান দ্বার।

। দ্বার পদে গৃহদ্বার।

॥ কৃতোৎসব বিশিষ্ট মার্গ, অ রণ¶ তোরণান্বিত, এবং § চিত্রধ্বজপতাকা গ্রদ্বারা অন্তঃ ‡ প্রতিহতাতপা অর্থাৎ পতাকার ছায়াতে পুরীমধ্যে রৌদ্র প্রভা রহিত, এবম্ভূতা দ্বারকা নগরী মধ্যে ভগবান প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১১ ॥

সম্মার্জ্জিত মহামার্গ রথ্যাপণক চত্বরাং
সিক্তাং গন্ধ জলৈ রুপ্তাং ফলপুষ্পা-
ক্ষতাঙ্কুরৈঃ ॥ ০ ॥ দ্বারি দ্বারি গৃহাণাঞ্চ
দধ্যক্ষত ফলেক্ষুভিঃ। অলঙ্কৃতাং পূর্ণ
কুম্ভৈর্বলিভি ধূপ দীপকৈঃ ॥ ১২ ॥

সংমার্জ্জিতানি নিঃসরিত রজস্কানি মহামার্গাদীনি যস্যাং। মহামার্গো রাজমার্গো রথ্যা ইতর মার্গা, আপণকা পণ্যবীথয়ঃ চত্বরানাঙ্গনানি ফলাদিভি রুপ্তামেব কীর্ণাং ॥ ১২ ॥

সামান্যতঃ দ্বারকার বর্ণনায় দ্বার মার্গাদির সংক্ষেপ রূপে পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণন করতঃ তত্রশ্লোকে বিশেষ বর্ণন করিতেছেন, যথা (সংমার্জ্জিতানীতি) ॥

॥ কৃতোৎসব বিশিষ্ট মার্গ, পদে আলোকমণ্ডিত সুমার্জ্জিত, গন্ধজলাভিষিক্ত পথ।

¶ তোরণ শব্দে দ্বারানন্তর গৃহদ্বার প্রাকৃত ভাষায় (ফাটক) বলে। অথবা তোরনশব্দে পুষ্প গুচ্ছঃ তদ্দ্বারা শোভিত গৃহদ্বার।

§ চিত্রধ্বজা চিত্রপতাকা পদে গরুড়াদি চিহ্নিতা ধ্বজা, এবং জয়প্রদ লক্ষণাঙ্কিতা পতাকা। অর্থাৎ (প্রাকৃত ভাষায় নিশান বলে) ॥

‡ অন্তঃ প্রতিহতাতপ, পদে, তৎছায়ায় রৌদ্রের নিবারণ হয়, অথবা, জয়পতাকা দর্শনে প্রজাদিগের অন্তঃস্থিত তাপের [illegible]

দ্বারক র পথ সকল সংমাজ্জিত অর্থাৎ * মহাপথে গন্ধজলে সিক্ত ধূলারলেশ মাত্রও নাই। এবং ফলপুষ্প দূর্ব্বা ক্ষতে অর্থাৎ অক্ষত শব্দে আতবতণ্ডুলে আকীর্ণ, আর দ্বারি২ পদে গৃহসকলের প্রতিদ্বারে দধি অক্ষত ফল ইক্ষু এবং অলঙ্কৃত পূর্ণকুম্ভ দ্বারা শোভিতঃ অপিচ ধূপ দীপাদি উপকরণাদি দ্বারা অর্চ্চিতা দ্বারকা নগরী, এবং প্রভূত ; রথ্যা ॥ আপণক ¶ চত্বর মণ্ডিতা ॥ ১২ ॥

নিশম্য প্রেষ্ঠ মায়ান্তং বসুদেবো মহামনাঃ। অক্রূরশ্চোগ্রসেনশ্চরামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ ॥ ১৩ ॥

প্রেষ্ঠমায়ান্তং নিশম্য শ্রুত্বা বসুদেবা দয়ঃ প্রত্যুজ্জগ্মু রিতি চতুর্থে নান্বয়ঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারক গমনের সংবাদপ্রাপ্তে বসুদেব দিরা আনিবার নিমিত্ত অগ্রসার করিলেন তদর্থে চতুঃশ্লোক উক্ত হইয়াছে, যথা (নিশম্যেতি)॥

প্রেষ্ঠ শব্দে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণাগম শ্রবণে মহামনা বসুদেব এবং অক্রূর উগ্রসেন আর অদ্ভুত বিক্রম বলরাম প্রভৃতি ॥ ১৩ ॥

---

* মহাপথ পদে রাজপথ।

; রথ্যা পদে ইতর পথ। অর্থাৎ দীর্ঘপ্রস্থ প্রসারিত গলিপথ।

॥ আপণক পদে পণ্যালয়, অর্থাৎ ক্রয়বিক্রয়াগার, প্রাকৃত ভাষায় বাণিজ্যালয় অর্থাৎ সদাগরিস্থান।

¶ চত্বর শব্দে পথের দুইপারের গৃহ। ইত্যগ্রে বর্ণন করাহইল যে সর্ব্ব মনোহারিণী দ্বারকা নগরীর প্রতিদ্বারে ফলপুষ্পমাল্য

প্রদ্যুম্নশ্চারুদেষ্ণশ্চ চারুসাম্ব-গদাদয়ঃ।
প্রহর্ষবেগো চ্ছ্বসিত শয়নাসনভো-
জনাঃ ॥ ১৪ ॥

প্রহর্ষ বেগেনোচ্ছ্বসিতানি উল্লঙ্ঘিতানি শয়নাদীনি যৈঃ শশ প্লুত গতৌ ॥ ১৪ ॥

প্রদ্যুম্ন অর্থাৎ রুক্মিণীপুত্র কামদেব, চারুদেষ্ণ চারু সাম্ব অর্থাৎ জাম্ববতীপুত্র গদ প্রভৃতি কৃষ্ণ পুত্রেরা প্রহর্ষ বেগে ✽ উৎশশিত অর্থাৎ শয়নাসন ভোজনাদি ত্যাগ করিয়া উল্লম্ফন প্রলম্ফন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আনিতে ধাবমান হইলেন ॥ ১৪ ॥

বারণেন্দ্রং পুরস্কৃত্যব্রাহ্মণৈশ্চসুমঙ্গলৈঃ।
শঙ্খতূর্য্যনিনাদেন ব্রহ্মঘোষেণ চাদৃতাঃ।
প্রত্যুদ্যযুঃ রথৈ হৃষ্টাঃ প্রণয়া গত
সাধ্বসাঃ ॥ ১৫ ॥

বারণেন্দ্রং মঙ্গলার্থং পুরতঃকৃত্বা সুমঙ্গলৈঃ সুমঙ্গলং পুষ্পাদিযুক্তপাণিভিঃ ব্রহ্মঘোষ। মন্ত্রপাঠঃ প্রণয়েন স্নেহেনাগতং সাধ্বসং সংভ্রমো যেষা বারমুখ্যা নটাদয়শ্চ প্রত্যুদ্যযুঃ ॥ ১৫ ॥

মণ্ডিত পূর্ণকুম্ভ, এবং প্রতি রাজপুরীর গৃহসেখরে ধ্বজা পতাকা মণ্ডিত, এবং বহু পণ্যাগার অর্থাৎ দেশদেশান্তরাগত সাধুগণেরা পণ্যার্থে বাস করিয়াছেন, এবম্ভূত সম্যক উৎসবান্বিতা দ্বারকা ॥

✽ শশিত শব্দে প্লুতগতি, যথা (শশ প্লুত গতৌ) অর্থাৎ উল্লম্ফ প্রলম্ফ প্রভৃতি গতি ॥

মঙ্গলার্থ বারণেন্দ্র অর্থাৎ * প্রধান হস্তীকে অগ্রসার করতঃ এবং ফলপুষ্পহস্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত ব্রহ্মঘোষ অর্থাৎ বেদোচ্চারণ এবং শংখ ও ॥ চতুর্বিধ বাদ্যদ্বারা সমাদৃতরূপে রথাদি আরোহণ পূর্ব্বক প্রণয়াগত সম্ভ্রম অর্থাৎ স্নেহেতে আগত সম্ভ্রম তদ্দ্বারা পরম হৃষ্টচিত্তে সকলে শ্রীকৃষ্ণানয়ন নিমিত্ত তৎপুরতঃ গমন করিতে-ছেন ॥ ১৫ ॥

বারমুখ্যাশ্চ শতশো যানৈস্তদ্দর্শনোৎসুকাঃ। লসৎকুণ্ডল নির্ভাতকপোল বদন শ্রিয়ঃ ॥ ০ ॥ নটনর্ত্তক গন্ধর্ব্বাঃ সূত মাগধ বন্দিনঃ। গায়ন্তি চোত্তম শ্লোক চরিতান্যদ্ভুতানিচ ॥ ১৬ ॥

তাদ্ভুতানি চেতি। চকারস্য বন্দিন শ্চেত্যন্বয়ঃ। লসৎকুণ্ডলৈ র্নির্ভাতানি যানি কপোলানি তৈর্বদনেষু শ্রীর্যাসাং তাস্তথা বারমুখ্যা নর্ত্তক্যো বেশ্যাঃ নটানবরসাভিনয়চতুরাঃ তানাদ্যনুসারেণ নৃত্যন্তো নর্ত্তকাঃ গন্ধর্ব্বাঃ গায়কাঃ সূতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তা মাগধাবংশ শংসকাঃ। বন্দিনশ্চাসন প্রজ্ঞাঃ প্রস্তাব সদৃশোক্তয়ঃ তেসর্ব্বে গায়ন্তি চেতি চকার স্যান্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥

শত২ § বারমুখ্যা কৃষ্ণদর্শনে উৎসুকা হইয়া যানা-রোহণে আগমন করিতেছে, অর্থাৎ নর্ত্তকীগণেরা আ-

---

* প্রধানহস্তী পদে রাজহস্তী প্রাকৃত লোকে পাঠহস্তীবলে।

। ব্রহ্মঘোষ পদে বেদোচ্চারণ অর্থাৎ মন্ত্রপাঠঃ।

॥ তূর্য্যনাদ পদে চতুর্বিধবাদ্য অর্থাৎ মুরজ, বীণা বংশী, ঝল্লকাদিদ্বারা নৃত্যগীতাদি।

§ বারমুখ্যা পদে বেশ্যা ॥ অর্থাৎ নর্ত্তকী, নটশব্দে নবরসা

গত। হইল, তাহারদিগের কর্ণের কুণ্ডল গণ্ডস্থলে আন্দো লায়মান, তদ্দ্বারা মুখ অত্যন্ত শোভিত, এবং নটেরা নৃত্য গীতাদি করিতে লাগিল, নর্ত্তকেরা শুদ্ধ নৃত্য পরায়ণ হইল, সূতেরা পুরাণ পাঠ, গন্ধর্ব্বেরা গীতাদি, মাগধেরা বংশ বিস্তারে স্তব, বন্দিগণে গুণানুসারে সদৃশা স্তুতি করিয়া সকলেই উত্তম শ্লোক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুতা লীলা কথাদি গান করিতে লাগিলেন ।। ১৬ ।।

ভগবাংস্তত্র বন্ধুনাং পৌরণা মনুবর্ত্তিনাং। যথা বিধ্যুপ সংগম্য সর্ব্বেষাং মান মাদধে ।। ১৭ ।।

যথাবিধি যৈঃসহ, যথোচিতং তৈস্তথা সমাগমং কৃত্বা সর্ব্বেষাং মানং কৃত্বা বানিত্যর্থঃ ।। ১৭ ।।

অনন্তর ভগবান পুরবাসী গণের সহিত যে রূপ ব্যবহার করিলেন তাহা অত্র শ্লোকাবধি বর্ণন করিতেছেন, যথা। (ভগবানিতি)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনুবর্ত্তী পুরবাসী বন্ধুগণের সমাগমে যথাবিধি সকলের মানের বিধান করিলেন ।। ১৭ ।।

প্রহ্বাভিবাদনাশ্লেষ করস্পর্শ স্মিতেক্ষণৈঃ। আশ্বাস্য চাশ্বপাকেভ্যো বরৈশ্চাভিমতৈ র্বিভুঃ ।। ১৮ ।।

ভিনয়বিশারদ, অর্থাৎ কৃত্রিম বেশাদি করতঃ কৌতুক করিতে লাগিল; প্রাকৃত ভাষায় যাহারা সংসাজে তাহারদিগকে নটবলে। নটার্থে বাজীকরকেও বলে। সূতপদে পৌরানিক, মাগধপদে বংশ বিস্তারক, প্রাকৃত ভাষায় ঘটককে কহে; বন্দিপদে স্তুতি

তদাহ প্রহ্বেতি। প্রহ্বং শিরসানতিঃ অভিবাদনং বচসা নতিঃ আশ্বাস্যাভয়ংদত্ত্বা শ্বপাকা দিভির্ব্যাপ্য বরৈরভীষ্টদ ইশ্চ মানং কৃতবান ॥ ১৮ ॥

তদনন্তর যেরূপ মান প্রদান করিলেন তদর্থে উক্ত হইয়াছে যথা, (প্রহ্বেতি)

শ্রীকৃষ্ণ আগত বন্ধুগণের মধ্যে কাহাকে * প্রণাম, কাহাকে অভিবাদন, কাহারে ; আশ্লেষ, কাহার করস্পর্শ, অন্যৎ ॥ আশ্বপাকাদিকে হাস্যযুক্ত কটাক্ষদ্বারা অভিলষিত অভয়দানে আশ্বাস করিলেন ॥ ১৮ ॥

স্বয়ঞ্চ গুরুভি র্বিপ্রৈঃ সদারৈঃ স্থবিরৈ রপি। আশীভি র্যুজ্যমানোন্যৈ র্বন্দিভি শ্চাবিশৎ পুরীং ॥ ১৯ ॥

অন্যৈশ্চ বন্দিভিঃ ॥ ১৯ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অমাত্যাদির সহিত স্বপুরে প্রবিষ্টহইতেছেন তদর্থে শ্লোকউক্ত হইয়াছে, যথা (স্বয়ঞ্চেতি)

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গুরুগণ ও বিপ্রগণ এবং প্রাচীন বন্ধুগণ কর্ত্তৃক আশীর্ব্বাদযুক্ত হইয়া † স্বীয়া মহিষীগণের সহিত,

---

* ইত্যর্থে প্রহ্বশব্দে প্রণাম, অর্থাৎ ভূমিগত মস্তক দ্বারানতি. অভিবাদন বাক্যদ্বারা নমস্কার, ॥

; আশ্লেষ পদে আলিঙ্গন।

॥ শ্বপাক পদে চণ্ডাল অর্থাৎ স্বার্থে পাক; যাহারা আত্মার্থে পাক করে, আতিথ্য দিরহিত ॥

† শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়া মহিষীগণ বহির্নিষ্ক্রান্তা হয়েননাই, শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য জনাবৃত হইয়া অন্তঃপুর আইলেপর মহিষী

ও অন্য স্তুতিপাঠক দিগেরও সহিত স্বপুরীতে অর্থাৎ অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ১৯ ॥

রাজমার্গং গতেকৃষ্ণে দ্বারকায়াং কুল স্ত্রিয়ঃ। হর্ম্ম্যাণ্যারুরুহুঃপ্রীত্যা তদীক্ষণ মহোৎসবাঃ ॥ ২০ ॥

তস্য ঈক্ষণে মহোৎসবো যাসাং ॥ ২০ ॥

যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার রাজপথে গমন করেন, তৎকালে দ্বারকা বাসিনী স্ত্রীলোকেরা শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে প্রীতি যুক্তা এবং তদ্দর্শন মহোৎসবযুক্তা হইয়া ‡ হর্ম্ম্যোপরি আরোহণ করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

নিত্যং নিরীক্ষমাণানাং যদপি দারকৌকসাং। নৈবতৃপ্যন্তিহিদৃশঃ শ্রিয়োধামাঙ্গ মচ্যুতং ॥ ২১ ॥

যদ্ যস্মাৎ নিত্যং সদাচ্যুতং নিরীক্ষমাণানামপি দৃশো নৈবতৃপ্যন্তি অতস্তা আরুরুহুঃ কথং ভূতাংশ্রিয়ঃ শোভা যা ধাম স্থান ম্ অঙ্গং যস্যাসঃ ॥ ২১ ॥

গণেরা অন্তঃপুরে প্রবেশকরান; সেইকালে যে সকল স্তুতিপাঠকেরা অন্তঃপুরে স্তবপাঠ করেন, তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণ সমভিব্যাহারে পুরে প্রবেশ করিলেন ॥

‡ হর্ম্ম্যশব্দে অট্টালিকা অর্থাৎ অট্টালিকার ছাতে উঠিতে লাগিলেন। এবং পূর্ব্বশ্লোকে স্বপুরপ্রবেশব্যাখ্যাকরিয়া যে পুনর্ব্বার পথিগমনের বিষয় লিখিয়াছেন, তাহারকারণ, সংক্ষেপতঃ পুরপ্রবেশ বর্ণনকরতঃ তদ্বিবরণ শ্রোতাদিগের শুশ্রূষার নিমিত্তই বোধহয় ॥

যদিও দ্বারকা বাসীরা নিত্যই দর্শন করেন বটে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শনে নয়নের তৃপ্তি হয়না, অর্থাৎ পুনঃ২ দর্শনকরিতেইচ্ছাহয়, অচ্যুতঅর্থাৎশ্রীকৃষ্ণাঙ্গ শ্রীর ধাম, শ্রীশব্দে শোভা, অর্থাৎ সম্যক শোভার এক স্থান শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ, অতএব, সকলেই তদ্রূপ দর্শনার্থে অট্টালিকোপরি আরোহণ করিতে লাগিলেন, ইহা পূর্ব্বশ্লোকাভিপ্রায়ে কহিয়াছেন ॥২১॥

শ্রিয়োনিবাসো যস্যোরঃ পানপাত্রং মুখংদৃশাং। বাহবো লোকপালানাং সারঙ্গানাং পদাম্বুজং ॥ ২২ ॥

এতদেবাভিনয়ে নাহ। শ্রিয়ো লক্ষ্যা যস্য উরঃ বক্ষ, নিবাসঃ। যস্য মুখং সর্ব্বপ্রাণিনাং দৃশাং সৌন্দর্য্যামৃত পানায় পানপাত্রং। যস্যবাহবো লোক পালানাং নিবাসঃ। সারং গায়ন্তীতি সারঙ্গা ভক্তা স্তেষাং যস্য পদাম্বুজং নিবাসঃ। তংনিরীক্ষমানামিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ২১ ॥

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণাবয়বের পৃথক্২ গুণপ্রশংসা করিতেছেন, তদর্থে উক্তহইয়াছে, যথা (শ্রিয়ইতি)

যে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থল লক্ষ্মীর নিবাস, * পানপাত্র

---

* পানপাত্র পদে অমৃতাধার, প্রাকৃত ভাষায় পেয়ালাবলে, ইত্যর্থে সুরাধারকে বলে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণরূপের মাদকতা আছে. যেহেতু একবার নয়ন মুখে রূপাসব পান করিলেই মত্তহয়, তৎসম্বন্ধে আর লজ্জাদির কোন বিষয় থাকেনা, এইহেতু কুলস্ত্রীগণে লজ্জার অপেক্ষা না করিয়া অট্টালিকোপরি রূপদর্শনেচ্ছায় উত্থিতা হইতে লাগিলেন ॥

স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণির চক্ষুর সৌন্দর্য্যরূপ অমৃত পানের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখ পানপাত্র, অর্থাৎ পানপাত্রে অমৃত রাখিয়া অমৃত পানকরিতেহয় ইত্যর্থে সৌন্দর্য্যরূপ অমৃতের একাধার শ্রীকৃষ্ণবদন, সুতরাং পানপাত্র কহিয়াছেন। । যাহাঁর বাহুসকল লোকপালদিগের নিবাস অর্থাৎ আশ্রয়। আর ॥ যাহাঁর পাদ পদ্ম সারঙ্গের নিবাস, এরূপ সৌন্দর্য্যান্বিত শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শনে কে পরিতৃপ্ত, অর্থাৎ কেহই নহেন, পুনঃপুনঃই দর্শনে ইচ্ছাহয় ॥ ২২ ॥

সিতাতপত্র ব্যজনৈ রুপস্কৃতঃ প্রসূন বর্ষৈরভিবর্ষিতঃ পথি। পিসঙ্গবাসা বন মালয়া বভৌ। ঘনোযথা র্কোডুপচাপ বৈদ্যুতৈঃ ॥ ২৩ ॥

সিতৈরাতপত্র ব্যজনৈ রুপস্কৃতঃ মণ্ডিতঃ অর্কশ্চ উডুপো নক্ষত্র সহিত চন্দ্র শ্চাপমিন্দ্র ধনুঃ বৈদ্যুতং বিদ্যুত্তেজশ্চৈতৈঃ। অর্কশ্ছত্র স্যোপমানং নক্ষত্রানি পুষ্পবৃষ্টয়ঃ চন্দ্রঃ পরি ভ্রমকৃত মণ্ডলাকারয়োশ্চামর ব্যজনয়োঃ। চাপং বনমালয়াঃ বিদ্যুত্তেজঃ

। যাহার বাহু লোকপালের নিবাস, ইতর্থে ইন্দ্র যম বরুণ কুবেরাদির আশ্রয়, অর্থাৎ ইহাঁরা অসুর দর্পে হতশ্রী হইলেপর শ্রীকৃষ্ণের বাহুবলের আশ্রয় লইয়া পুন শ্রীপ্রাপ্ত হয়েন; একারণ তদ্বাহুকে লোকপালাশ্রয় কহিয়াছেন ॥

॥ পাদপদ্ম সারঙ্গের আশ্রয় বলাতে পদ্মাশ্রিত ভ্রমর বলা হইল, অর্থাৎ (সারং গায়তীতি সারঙ্গ) ভ্রমর; যেহেতু ভ্রমরের আশ্রয় পদ্ম; এখানে কৃষ্ণপাদপদ্ম ভ্রমরের আশ্রয় ইত্যর্থে সারঙ্গ শব্দে ভক্তকে বলে; সেই ভক্তের একান্ত আশ্রয় কৃষ্ণপাদপদ্ম ॥

পিসঙ্গ বাসসোঃ অন্তুভোপমেয়ং যদি ঘনস্যোপরি সূর্য্যবিম্বং উভয়তশ্চন্দ্রৌ সর্ব্বতোনক্ষাণি মধ্যেচ গিলিতং চাপদ্বয়ং স্থিরঞ্চ বিদ্যুত্তেজঃ যদি তাবৎ তর্হি সঘনো যথাভবতি তথা হরি র্বভাবিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে মেঘরূপে বর্ণনা করিতেছেন, তদর্থে শ্লোক উক্তহইয়াছে, যথা (সিতাতপাত্রৈতি)

শ্রীকৃষ্ণ যৎকালে দ্বারকার রাজপথে গমন করেন, তৎকালে মস্তকোপরি শ্বেতছত্র, এবং উভয়পার্শ্বে শ্বেত চামর ব্যজন, আর স্ত্রীলোক দ্বারা পুষ্পবর্ষণ এবং পীত পট্টবস্ত্রদ্বয় ও বনমালাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ কীদৃক শোভিত যাদৃক এককালিন সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র, ইন্দ্রধনুঃ, বিদ্যুৎ তেজের সহিত মেঘ সুশোভিত হয়॥ ২৩॥

ইত্যর্থে অদ্ভুত উপমেয় বর্ণন করিয়াছেন, যেহেতু এককালিন মেঘের সহিত সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র ইন্দ্রধনুঃ বিদ্যুতের মিলন হয়না, ইহাতে এদৃষ্টান্ত অসঙ্গতঃ তদর্থে স্বামী ব্যাখ্যাকরেন, যে ইহা অসঙ্গতই বটে কিন্তু বেদব্যাসের অভিপ্রায়, যদি এরূপ ঘটনাহয় তাহাতে যদ্রূপ শোভা তদ্রূপ ঘনাপম শ্রীকৃষ্ণের শোভ হইল, অর্থাৎ মস্তকোপরি সূর্য্যবিম্বের ন্যায় শ্বেত ছত্র, চন্দ্রবৎ মণ্ডলাকারে চামর ব্যজন, পুষ্পবর্ষণরূপ নক্ষত্রমালা, বনমালারূপ ইন্দ্রধনু, বিদ্যুৎ তেজবৎ পীতবস্ত্রে পরিশোভিত, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ শরীরকে অদ্ভুত মেঘ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন॥ ২৩

প্রবিষ্টস্তু গৃহং পিত্রোঃ পরিষ্বক্ত স্বমাতৃভিঃ। ববন্দে শিরসা সপ্ত দেবকী প্রমুখা

স্তদা ॥ তাঃ পুত্র মঙ্ক মারোপ্য স্নেহস্নুত পয়োধরাঃ । হর্ষ বিহ্বলিতাত্মানঃ সিষিচু র্নেত্রজৈর্জলৈঃ ॥ ২৪ ॥

দেবকী প্রমুখাঃ সপ্ত ববন্দে ইতি মাতৃ সৌন্দর্য্য। দাদর বিশেষ জ্ঞাপনার্থ মুক্তং অষ্টাদশাপি পিতুর্বসুদেবস্য ভার্য্যা মাতৃত্তুল্যাস্ত্বা মগস্কৃত্যা এব ॥ ২৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতার গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া যাহা করিলেন, তাহা এইশ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন, যথা (প্রবিষ্টেতি)॥

পিতৃগৃহে প্রবিষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণ মাতৃগণ কর্তৃক আলিঙ্গিত হইলেন, এবং অবনীগতশিরা হইয়া * দেবকী প্রভৃতি সপ্ত প্রমুখা মাতাকে বন্দনা করিলেন । সেই মাতৃগণেরা শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে বসাইয়া স্নেহে স্নুত পয়োধরা হইলেন, অর্থাৎ স্তনদ্বয়ে ক্ষীরস্রব হইতে লাগিল । এবং পরম হর্ষবিহ্বলিতাত্মা হইয়া অশ্রুজলে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিলেন ॥ ২৪ ॥

অথা বিশৎ স্বভবনং সর্ব্বকাম মনুত্তমং । প্রাসাদা যত্র পত্নীনাং সহস্রাণিচ ষোড়শ ॥ ২৫ ॥

---

* দেবকী প্রভৃতি সপ্ত মাতৃকা বলাতে অসংগতা উক্তিহয়, যেহেতু বসুদেবের অষ্টাদশ পত্নী তন্মধ্যে সপ্তজনের উল্লেখ করা হইয়াছে, তদর্থে স্বামী ব্যাখ্যা করেন; যে দেবকী প্রমুখা সপ্তকে বন্দনা করিলেন যেকহেন, সে কেবল মাতৃ সৌন্দর্য্যার্থ আদর বাক্যে বিশেষ বিজ্ঞাপন করিয়াছেন, অর্থাৎ অষ্টাদশের মধ্যে সপ্ত প্রধানা এইমাত্র, ফলে শ্রীকৃষ্ণ দেবকী প্রভৃতি সপ্ত প্রধানা সকলকে প্রণাম করিলেন ॥

সহস্রাণিচ ষোড়শৈতিচকায়া দষ্টোত্তর শতানীতিজ্ঞেয়ং ॥ ২৫ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্ব সমৃদ্ধিযুক্ত অনুত্তম অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বীয়ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন, যেখানে *(১৬১০৮) অষ্টোত্তর শত ষোড়শসহস্র মহিষীর মন্দিরে সুশোভিত ॥২৫॥

পত্ন্যঃ পতিং প্রোষ্য গৃহানুপাগতং বিলোক্য সংজাত মনো মহোৎসবাঃ। উত্তস্থূ রারাৎ সহসাসনাশয়াৎ সাকং ব্রতৈ ব্রী ড়িত লোচনাননাঃ ॥ ২৬ ॥

প্রোষ্য দেশান্তরে উষিত্বা আরাৎ দূরাদেব বিলোক্য সংজাত মনসি মহোৎসব যাসাং তাঃ আসনাৎ আশয়াচ্চ আসনা দেহেন উত্তস্থূঃ আশয়াদন্তঃ করণং তস্মাদপ্যাত্মনোত্তস্থূঃ। শ্রীকৃষ্ণেনা-ত্মনঃ সংশ্লেষে ইন্তঃকরণ ব্যবধান মপি নাসহন্তেত্যর্থঃ। ব্রীড়িতানি লোচনানি আননানিচ যাসাং অপাঙ্গৈরেব বীক্ষণাৎ ব্রীড়িত লোচনাঃ অবনত মুখত্বাৎ ব্রীড়িতাননাঃ সাকং ব্রতৈরিতি হাস ক্রীড়া বর্জ্জন নিয়মা অপিতাভ্য উত্তস্থু রিত্যর্থঃ। ধৃত ব্রতা এব উত্তস্থু রিতিবা ব্রতানি যাজ্ঞবল্ক্যোক্তানি ক্রীড়াং শরীর সংস্কারং সমাজোৎসব দর্শনং হাস্যং পরগৃহেযানং ত্যজেৎ প্রোষিত ভর্ত্তৃকা ইতি ॥ ২৬ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্বগৃহ প্রবিষ্ট হইলেপর মহিষীগণেরা

---

* শ্লোকে (সহস্রাণিচ ষোড়শ) ধৃত করিয়াছেন তাহাতে অষ্টোত্তর শত ষোড়শ সহস্র কিরূপে হইতে পারে, কল্পিতার্থ ষোড়শ সহস্র একশত অষ্ট কৃষ্ণ মহিষী, তদর্থে স্বামী ব্যাখ্যা করেন যে সহস্রাণিচ ষোড়শ বলাতেই চকারার্থে একশত অষ্ট সংপ্রাপ্তি করিব

যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহা বর্ণন করিতেছেন, যথা (পত্ন্যইতি)॥

চিরপ্রবাসী পতি স্বগৃহে সমাগত হইলেন, ইহা দেখিয়া* প্রোষিত ভর্তৃকারদিগের মনো মহোৎসব জন্মিল অর্থাৎ অত্যন্ত আনন্দযুক্তা হইলেন, এবং দৃষ্টমাত্র দূরে হইতে গাত্রোত্থানকরিলেন, অপিচ সহসা † আসনাশয় হইতে ‡ ব্রত শীলতা রক্ষণার্থে ব্রীড়িতাননলোচনা হইয়া উঠিলেন॥ ২৬॥

তমাত্মজৈদৃষ্টিভিরন্তরাত্মনাদুরন্তভাবাঃ পরিরেভিরেপতিং। নিরুদ্ধ মপ্যাস্রব

---

* প্রোষিত ভর্তৃকা পদে চিরপ্রবাসী পতিকাস্ত্রী অর্থাৎ যাহার পতি বহুকাল প্রবাসে থাকে।

† আসনাশয় পদে বসিবার আসন, এস্থলে তাহা নহে, আশয় শব্দে অন্তঃকরণ অর্থাৎ হৃদয়, আসন পদে শরীর; ইত্যর্থে যাহি স্থায়া শরীর হইতে মনকে অন্তর করিলেন, কারণ কৃষ্ণালিঙ্গন নিমিত্ত ব্যবধান শূন্যকইলেন, অর্থাৎ মনের ব্যবধান শরীর অর্থাৎ শরীরের প্রতি বিরক্ত হইলেন। ইত্যর্থঃ।

‡ ব্রত রক্ষার্থে ব্রীড়িত লোচন অর্থাৎ লজ্জাযুক্ত অবলোকন এবং অধোমুখী হইলেন, ব্রতপদে পতিব্রতার ধর্ম্ম; যদি পতি ব্রতাস্ত্রীর পতি বিদেশস্থ হয়েন, তবে সেই স্ত্রীর নিয়মা হাস্য ক্রীড়াদিকে বর্জ্জন করেন, সুতরাং ব্রতভঙ্গ ভয়ে লজ্জাযুক্ত চক্ষু এবং অধোবদন করিলেন, । পতিব্রতার ধর্ম্ম যাজ্ঞবল্ক্যকহিয়াছেন; যথা (ক্রীড়াং শরীর সংস্কারং সমাজোৎসব দর্শনং। হাস্যং পরগৃহেযানং ত্যজেৎ প্রোষিত ভর্তৃকা ইতি॥) পতিব্রতা প্রোষিত ভর্তৃকার এইব্রত যে, অন্য কোন ক্রীড়া বা শরীর মার্জ্জনাদি অলঙ্কার এবং সভা কি কোন উৎসব দর্শন ও সর্ব্বদা হাস্য

দম্বুনেত্রয়ো র্বিলজ্জিতানাং ভৃগুবর্য্য বৈক্লবাৎ ॥ ২৭ ॥

আরাদায়ান্তং তং পতিং দর্শনাৎ পূর্ব্বমাত্মনা বুদ্ধ্যা পরিরেভিরে ততোদৃষ্টিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ ততঃ সমীপ মাগতং আত্মজৈঃ পুত্রৈঃ গৃহীত কণ্ঠ মালিঙ্গয়ন্ত্য ইব স্বয় মালিঙ্গিত বত্য ইত্যর্থঃ। অত্রহেতুঃ দুরন্তভাবা ভম্ভীরা ভিপ্রায়াঃ তবাচতাসাং নেত্রয়ো র্নিরুদ্ধমপ্যম্বু বাষ্পং বৈক্লবাৎ বৈবশ্যাৎ আস্রবৎ ঈষৎ মুস্রাব অতএব ধৈর্য্য হাস্যাদি লজ্জিতানাং হে ভৃগুবর্য্য চিত্রংশৃণ্বিত্যর্থঃ ।২৭॥

দূরে হইতে আগত পতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া মহিষী গণেরা পরমাহ্লাদিত হইলেন, এবং তৎকালে যৎকর্ম্ম করিতেছিলেন, তাহা এই শ্লোকে বর্ণন করেন, যথা (তমাত্মজৈরিতি)॥

দূরে হইতে আগত পতিকে দর্শনের পূর্ব্বে দুরন্ত ভাবা মহিষী গণেরা অর্থাৎ গম্ভীরাভিপ্রায় বিশিষ্টা কৃষ্ণপত্নীগণেরা, সমীপাগত পতিকে সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তির সহিত ধ্যান দ্বারা অবলোকন করিলেন, তৎকালে আত্মজগণ কর্তৃক আলিঙ্গিতকণ্ঠ এবং মহিষীরাও স্বয়ং পুত্রালিঙ্গন পরা হইয়াছেন। তাহাতেই দুরন্ত ভাবা কহেন, অর্থাৎ পুত্রালিঙ্গনে পতিকে স্মরণ করতঃ উৎকণ্ঠায় রুদ্যমানা হয়েন তাহাতে নয়নের জলকে সমস্ত যত্ন দ্বারা নিবারণ করিয়াও শোকাক্রান্তচিত্তে বিবশ হইয়া অশ্রুধারাকে বারণ করিতে পারিলেন না সুতরাং বিগতলজ্জা মহিষীগণের আর ও বিচিত্র ভাব বর্ণন করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করহ ॥ ২৭॥

যদপ্যসৌ পার্শ্ব গতো রহোগত স্তথাপ্য

কাবিরমেত তৎপদাচ্চলাপিযং শ্রীর্নজ্জ হাতি কর্হিচিৎ ॥ ২৮ ॥

পার্শ্বগতঃ সমীপস্থঃ তত্রাপিরহোগতঃ একান্তেচ বর্ত্তন্তেস্ম পদেৎপ্রতিক্ষণং নবংনবমেব অত্রৈকেমুক্তন্যায়ে কাবিরমেতেতি চলা চঞ্চলস্বভাবাপি ॥ ২৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মহিষীদিগের নিকটস্থ হইলে তাহারা যদ্রূপাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন তাহা এইশ্লোকে বর্ণন করিতেছেন, যথা (যদিতি)॥

যদি ও শ্রীকৃষ্ণমহিষীগণের * পার্শ্বগত এবং † রহোগত হউন, তথাপি তাঁহারা তচ্চরণ যুগলকে § পদে পদে নূতন নূতন শোভা যুক্ত দেখেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের বিরাম করিতে কেহই ইচ্ছুক নহেন, অন্যাপরে কাকথা শ্রীসর্ব্বদাচঞ্চলা অর্থাৎ লক্ষ্মী সর্ব্বদা চঞ্চলা হইয়াও যে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই ইত্যর্থে শ্রীকৃষ্ণচরণ শোভা নিত্য নূতন ভাবে স্থির হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

এবং নৃপানাং ক্ষিতিভারজন্মনা মক্ষৌহিণীভিঃ পরিবৃত্ত তেজসাং। বিধায় বৈরং শ্বসনো যথানলং মিথোবধে নোপরতো নিরায়ুধঃ ॥ ২৯ ॥

---

* পার্শ্বগত পদে সমীপস্থ অর্থাৎ নিকটস্থিতঃ ॥

† রহোগত পদে গুপ্তস্থানস্থঅর্থাৎ নির্জনেস্থিতঃ তদর্থে নির্জনস্থ ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিলক্ষণরূপে দর্শন হয়, ॥

উক্তং শ্রীকৃষ্ণ চরিতং সংক্ষিপ্যাহ এবমিতি দ্বাভ্যাং। ক্ষিতি ভারায় জন্মযেষাং অক্ষৌহিণীভিঃ কৃত্বাবৃতং সর্ব্বতঃ প্রসৃতং তেজঃ প্রভাবযেষাং শ্বসনবায়ু র্বেণূনামন্যোন্য ঘর্ষেণানলং বিধায় মিথোদাহেন যথোপশাময়তি তদ্বৎ ॥ ২৯ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ লীলা সংক্ষেপতঃ দুইশ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন, যথা (এবমিতি) ॥

* ক্ষিতি ভারজন্মা রাজাদিগের প্রভাবে অর্থাৎ প্রত্যেক অক্ষৌহিণীসৈন্য কর্ত্তৃক পরিবৃতা পৃথিবী অতএব শ্রীকৃষ্ণপৃথিবীর শান্তির নিমিত্তেপরস্পর রাজায় রাজায় বিরোধ করাইয়া উপশম করিয়াছেন, যদ্রূপ বায়ু বন-স্থিত উভয় বংশের ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নির উৎপত্তি করিয়া সম্যক্ বনের দাহ করেন, তদ্রূপ পরস্পর পৃথিবীর ভারকৃৎ পুরুষ দিগকে বিনাশ করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

সএব নরলোকেস্মিন্নবতীর্ণঃ স্বমায়য়া।
রেমেস্ত্রীরত্ন কূটস্থো ভগবান্ প্রাকৃতো যথা ॥ ৩০ ॥

স্ত্রীরত্ন কূটস্থঃ উত্তমস্ত্রী কদম্বস্থঃ ॥ ৩০ ॥

সেই সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী পরমাত্মা এইশ্রীকৃষ্ণ যিনি সাংপ্রত কামিনী মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী হইয়া নরবৎ ক্রীড়িত হইয়াছেন। যথা (সএবেতি) ॥

---

* ক্ষিতিভারজন্মা পদে পৃথিবীর ভারের নিমিত্তই জন্ম যাহার হয়; অর্থাৎ আসুর স্বভাবাপন্ন; ফলিতার্থ অধর্ম্ম কর্ম্মের ভারই পৃথিবীর অসহ্য। আসুর স্বভাব পদে শাস্ত্র নিষিদ্ধাচারশীল পুরুষ

এই শ্রীকৃষ্ণ * স্বীয়া মায়াদ্বারা আবৃত হইয়া এইমর্ত্ত্য লোকে অবতীর্ণ হইয়া স্ত্রীরত্নকূটস্থ অর্থাৎ উত্তম স্ত্রীসমূহ মধ্যে প্রাকৃত মনুষ্যবৎ ক্রীড়িত হইয়াছেন।। ৩০।।

ইত্যর্থে ব্যক্তীকৃত হইয়াছে, যে শ্রীকৃষ্ণ মায়া মনুষ্য রূপে লোকের মনকে মোহযুক্ত করিয়া মনুষ্যবল্লীলা করিয়াছেন, সুতরাং তৎকালে তাহাঁকে ঈশ্বর বলিয়া উপলব্ধি হয়নাই, বরং স্বরূপজ্ঞসাধকেরা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর কহিলে অস্বরূপজ্ঞেরা মানুষবৎ কার্য্যদর্শাইয়া তাহাঁর ঈশ্বরতার প্রতি তর্ককরিয়া অনেক আপত্তি আনয়ন করিত।। ৩০।।

উদ্দাম ভাবপিশুনা মলবল্গুহাসব্রীড়াব লোক নিহতোমদনোপিযাসাং। সংমুহ্য চাপমজহাৎপ্রমদোত্তমাস্তা যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং ন্নহকৈর্নশেকুঃ।। ৩১।।

নম্বেবং স্ত্রীসঙ্গাদিভিঃ সংসার প্রতীতেঃ কথংসভগবানা বতীর্ণ ইত্যুচ্যতে তত্রাহ। উদ্দামো গম্ভীরো যোভাবোঽভিপ্রায় স্তস্য পিশুনঃ সূচকো ঽমলো বল্গুঃ সুন্দরো হাসো ব্রীড়াবলোক শ্চ তাভ্যাং নিহতঃ। অমদনঃ শ্রীমহাদেবোপি সংমুহ্য লজ্জয়া চাপং পিনাকং অজাহাৎ এবং প্রভাবায়াঃ স্ত্রিয়ঃ ইতি এতাবদ্বি

---

* স্বীয়া মায়াদ্বারা আবৃত বলাতে, শ্রীকৃষ্ণের মায়া মানুষরূপ অর্থাৎ তাহাঁর কার্য্য ও তদ্রূপ; মায়াপদে অস্বরূপে স্বরূপ দর্শন; প্রাকৃত ভাষায় (ভেল্কীকে বলে) সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরমায়া বিহারে স্বরূপজ্ঞান মুক্তেরই হয়; ফলে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান কারণ স্বরূপ নিরীহ নির্ব্বিকার নিত্যসত্যমুক্তস্বভাব; শুদ্ধ স্বকৃত বিশ্বের উপকারার্থে মায়াবরণে নানারূপেরদর্শনকরান্ তাহাতে

ক্ষ্ণতিং যদ্বা ভগবত মোহিনী রূপেণ মহেশোপি মোহিত এব এতাঃ তাদৃগ্বিলাসা এবইতি তথোক্তংতা কুহকৈঃ কপটৈ বিভ্রমৈঃ যস্যেন্দ্রিয়ং মনোবিমথিতুং ক্ষোভয়িতুং নশক্তাঃ ।। ৩১ ।।

নির্গুণ পরমাত্মা মায়া মনুষ্যাবতার মাত্র বলাতে এমত সংশয় জন্মিতে পারে, যে সর্ব্বদা স্ত্রীসঙ্গাদিতে আসক্ত তাহাতে সংসারী অর্থাৎ প্রাকৃত মনুষ্যবৎ প্রতীতি হয়, অতএব এরূপ ব্যবহারশীল ব্যক্তিকে কিরূপে ভগবদবতার বলাযাইতে পারে, তদর্থে ভগবানের স্ত্রীসংজ্ঞা দিতে চিত্ত বিভ্রম হয়না, ইহা এই শ্লোকে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা। (উদ্দামেতি) ।।

শ্রীকৃষ্ণের উদ্দাম ভাব অর্থাৎ গম্ভীরাভিপ্রায, যাহাঁর অভিপ্রায় বোধকরা যায়না, সুতরাং তাঁহার ভাব বঝিতে কেপারে, অর্থাৎ কেহই কোন কপট দ্বারা তচ্চিত্তকে ক্ষোভিত করিতে শক্তহয়না, স্ত্রীলোক মাত্রেই অমল সূচক সুন্দর হাস, আর লজ্জান্বিত ঈষৎ কটাক্ষে জগতের মনকে মুগ্ধকরে, অন্যাপরে কাকথা অমদনষ্ট স্বয়ং ধনুকে ত্যাগ করেন, অথাৎ শ্রীমহাদেব যিনি কটাক্ষ দ্বারা কন্দর্পকে ভষ্ম রাশি করিয়া ছিলেন তিনিই স্বয়ং স্ত্রীলাবন্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া হস্ত হইতে * পিনাক ধনুত্যাগ করিয়াছিলেন ইহা সমুদ্র মথনে মোহিনী রূপের বর্ণনে বিখ্যাত আছে, এবম্ভূত প্রভাব বিশিষ্টা স্ত্রীজাতি, কিন্তু সেই স্ত্রীগণের হাবভাবাদি কোন কপট দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মনকে ক্ষোভিত করিতে শক্তাহয়েন না ।। ৩১ ।।

---

* পিনাক ধনুস্ত্যাগার্থে স্ত্রীলাবণ্য সন্দর্শনে কেহইশূরতা

তময়ং মন্যতেলোকো হ্যশক্তমপিসঙ্গি-নং। আত্মৌপম্যেন মনুজং ব্যাপৃণ্বানং যতোঽবুধঃ ॥ ৩২ ॥

তং শ্রীকৃষ্ণং অয়ং লোকঃ আত্মৌপম্যেন স্বসাদৃশ্যেন সঙ্গিনং মনুজং মন্যতে অত্রহেতুঃ ব্যাপৃণ্বানং ব্যাপ্রিয়মাণং যতোয় মবুধঃ অতত্ত্বজ্ঞঃ ॥ ৩২ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে প্রাকৃত মনুষ্যেরাই সামান্য নর বোধকরে, তদর্থে উক্ত হইয়াছে, যথা (তময়মিতি)॥

প্রাকৃত মনুষ্য অর্থাৎ অতত্ত্বজ্ঞ মনুষ্যেরা আপনার দিগের স্বভাবানুসারে শ্রীকৃষ্ণ প্রতি *উহ করে, অর্থাৎ মনুষ্যাকারে যেমন আপনারা স্ত্রীসঙ্গাদিদ্বারা ইন্দ্রিয়কে স্থির রাখিতে পারেনা, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াতীত শ্রীকৃষ্ণকেও ইন্দ্রিয় সঙ্গিরূপে, প্রাকৃত মনুষ্য সঙ্গে গণ্যকরে ॥ ৩২ ।

এতদীশন মীশস্য প্রকৃতিস্থোপি তদ্গু-ণৈঃ। নযুজ্যতে সদাত্মস্থৈ র্যথাবুদ্ধি স্তদাশ্রয়া ॥ ৩৩ ॥

কুতইত্যপেক্ষায়া মৈশ্বর্য্য লক্ষণ মাহ। এতদিতি ঈশস্যেশন মৈশ্বর্য্যং নামৈতদেব কিন্তৎ প্রকৃতিস্থোপি তস্যা গুণৈঃ সুখদুঃখা দিভিঃ সদা নযুজ্যতে। ইতিযাবৎ যথাত্মস্থৈঃ আনন্দাদিভিঃ আশ্রয়াপি বুদ্ধির্নযুজ্যতে। তদ্বৎ। যা বৈধর্ম্ম্য দৃষ্টান্তোবা। আত্মস্থৈঃ সত্ত্বাপ্রকাশাদিভির্যথা বুদ্ধির্যুজ্যতে তথা আত্মা নযুজ্যতে। এবং বা সদাত্মা দেহঃ তত্রস্থৈ গুণৈ স্তদাশ্রয়া বুদ্ধি স্তদ্

---

* উহশব্দে বিতণ্ডা অর্থাৎ নিরর্থক তর্ক।

পাধি জীবো যুজ্যতে। এবং প্রকৃতিস্থোপি তদ্গুণৈ র্নযুজ্যতে ইতি। অতঃ এতদীশন মীশস্যেতি ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যে মনুষ্যবৎ দেহবিশিষ্ট থাকিয়াও দেহগুণে লিপ্ত নহেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে; ॥ যথা (এতদিতি)। এই ঈশ্বরের * ঈশ্বরতা যে † প্রকৃতিস্থ হইয়াও প্রকৃতির গুণে যুক্ত নহেন,। অর্থাৎ দেহধারণেও দেহের গুণ সুখ দুঃখাদিতে প্রাকৃতবৎ যুক্ত হয়েন না। যেমন আত্মস্থ আনন্দাদির দ্বারা আত্মস্থা হইয়াও বুদ্ধিযুক্ত হইতে পারে ন না, অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ আত্মাকে আশ্রয় করিয়াও বুদ্ধি তদানন্দরূপে যুক্তা নহেন, তদ্রূপ ॥ ৩৩ ॥

তং মেনিরে বলা মৌঢ্যা স্ত্রৈণং চানুব্রতং রহঃ অপ্রমাণ বিদোভর্ত্তুরীশ্বরং মত-য়োযথা ॥ ৩৪ ॥

হয়না, তদর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; যে যদ্রূপ ভগবানের সত্ত্বায় প্রকাশাদিদ্বারা বুদ্ধি ভাসমানা হইয়াছে, সেই আত্মায় অবস্থিতি করিয়াও তাঁহাতে যুক্তা নহেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ মানুষরূপে অবস্থিতি করিয়াও তদ্ধর্ম্মে লিপ্ত নহেন ॥ ৩৩।

* ঈশ্বরতা অর্থাৎ ক্ষমতা ॥

† প্রকৃতি পদে মায়া। অর্থাৎ মায়াগুণ পদে সত্ত্ব রজ তম গুণ যদ্দ্বারা সুখদুঃখাদির অনুভব হয়; তাহার অতীত শ্রীকৃষ্ণ এই কারণ তাঁহাকে নির্গুণ বলাযায় ॥ তদর্থে শ্রুতি সংবাদ করেন যথা কঠঃ (সূর্য্যোযথা সর্ব্ব লোকৈক চক্ষু র্নলিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্য দোষৈঃ একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোক দুঃখেন বাহ্যঃ ॥) যেমন সর্ব্বলোকের এক চক্ষু সূর্য্য দেব কর বিস্তারে জগৎকে স্পর্শ করিয়াও চাক্ষুষ বাহ্যদোষে লোকবৎ লিপ্তনহেন

তস্যাপত্ন্যঃ অপি তস্যতত্ত্বং নজ্ঞানন্তীত্যাহ। তংস্ত্রৈণং আত্মবশ্যং রহ একান্তে অনুব্রতং অনুসৃতঞ্চ মেনিরে ভর্ত্তুরপ্রমাণবিদঃ প্রমাণ মিয়ত্তাং মহিমান মজানন্ত্য ইত্যর্থঃ। ঈশ্বরং ক্ষেত্রজ্ঞং মতয়ো অহংবৃত্তয়ো যথাস্বাধীনং স্বধর্ম্ম যোগিনং মন্যন্তে তদ্বৎ যদ্বা যথাতাসাং মতয়ঃ কল্পনাঃ তথা তমীশ্বরং স্ত্রৈণাদি রূপং মেনিরে ॥ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণপত্নীগণেরাও অহরহ তৎসঙ্গ বিহার শীলা হইয়াও তাঁহার তত্ত্ব জানিতে নাপারিয়া স্ত্রৈণরূপে পরিগ্রহ করিয়াছেন ॥ যথা (তমিতি)॥

মহিষীগণেরা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব * অনভিজ্ঞা মূঢ়স্বভাব প্রযুক্ত § স্ত্রৈণঅর্থাৎআমারদিগেরনিতান্তবশ্যশ্রীকৃষ্ণজ্ঞানকরিয়াছেন, কারণ একান্ত নির্জ্জনে লইয়া তাহারদিগকে বহু সমাদর করেন, সুতরাং তাঁহাকে বশ্য বলিতে অবশ্যই পারেন, ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাত্ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে আত্মাভিমানিনীরা আপনারদিগের স্বভাবানুসারে তাঁহার স্ত্রৈণত্ব ‡ কল্পনা করেন, তাহাতে তন্মহিমার হানিনাই। ৩৪

সেইরূপ সর্ব্বভূতের এক অন্তরাত্মা শরীর স্পর্শ করিয়াও লোকবৎ সুখ দুঃখাদি রূপ বাহ্য বোধে লিপ্ত হয়েন না সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গিবৎ মনুষ্যধর্ম্মে লিপ্ত নহেন ॥

* অনভিজ্ঞা; পদে, অজ্ঞা অর্থাৎ ভগবৎ স্বরূপ তত্ত্ব জানেন না।

§ স্ত্রৈণ পদে স্ত্রীবশ্য।

‡ কল্পনা অর্থাৎ ভগবৎ ভাবের কল্পনাকরেন, অথবা, তাঁহারদিগের ভাবনানুসারে সর্ব্বকামপূর গোবিন্দ তুষ্টার্থে স্ত্রৈণ রূপেই তৎকালে বিখ্যাত হইলেন, ॥ অর্থাৎ পরমেশ্বরকে যে যেরূপে উপাসনা করে, তাহাকে সেইরূপেই প্রসন্নহয়েন, যেহেতু তাঁহার আত্মার্থে কোন কার্য্যেরই পরিগ্রহ নাই ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ সমাগমো নামৈকাদশো ঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

ইতি প্রথমে একাদশঃ ॥ ১১ ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ শুকপ্রণীত পরমহংস সংহিতায় প্রথমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ সমাগম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা সমাগম নামে একাদশাধ্যায় সমাপ্তঃ ॥ ১১ ॥ ০ ।

অথ দ্বাদশাধ্যায়ঃ আরম্ভঃ ॥

পর্ব্বোক্তং যৎপ্রসঙ্গাদি দ্রৌণি দণ্ডাদি বিস্তরাৎ। দ্বাদশেত্ত তদেবাথ পরীক্ষিজ্জন্ম বর্ণ্যতে ॥ ১ ॥ স্বামীকৃত মুখবন্ধং ॥

পূর্ব্বোক্ত যে প্রসঙ্গতঃ অশ্বত্থামার দণ্ডাদি বিস্তার রূপে কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ পরীক্ষিতের জন্মোপলক্ষে অশ্বত্থামার দণ্ডাদি বিক্রিয়া বর্ণিতহয়, ইদানীং সেই প্র-সঙ্গাধীন দ্বাদশশ্লোকে পরীক্ষিতের জন্মকথার বিস্তার করিয়া বর্ণন করিতেছেন ॥ ১ ॥

শৌনকউবাচ॥ অশ্বত্থাম্নোপসৃষ্টেন ব্রহ্ম-শীর্ষ্ণোরু তেজসা। উত্তরায়া হতো গর্ব্ভ ঈশেনাজীবিতঃ পুনঃ ॥ ১ ॥

পরীক্ষিতোঽথ রাজর্ষে র্জন্মকর্ম্ম বিলাপনং। সংস্থাঞ্চ পাণ্ডুপুত্রাণাং বক্ষে কৃষ্ণকথোদয়মিতি ॥ প্রতিজ্ঞায় পাণ্ডবানাং রাজ্য স্থিতি রূপোদ্ঘাত ভূতা গপ্রসঙ্গং সপ্তমাধ্যায়ে নিরূপিতা ইদা

নী যৌপোদ্ঘাতিক মুক্তাংনুবাদ পূর্ব্বকং পৃচ্ছতি অশ্বখা-মেুতি। উৎসৃষ্টেন বিসৃষ্টেন ॥ ১ ॥

অনন্তর রাজা পরীক্ষিতের জন্ম, কর্ম্মাদি * বিলাপ এবং পাণ্ডুপুত্র অর্থাৎ ¶ যুধিষ্ঠিরাদির বংশ সংস্থান কহিতেছেন, যাহাতে পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণকথার উদয় হয়, ইত্যর্থে তদ্বণনে প্রসঙ্গতঃ কৃষ্ণকথা এমত নহে ফলিতার্থ ‖ কৃষ্ণকথার উদয় করাতেই তাঁহারদিগের জন্মকর্ম্মাদির বিলাপন হয়, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ শত্রুবিনাশ পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকেরাজ্যেস্থিতিকরেনএবং (।) উপোদ্ঘাতভূতাকথাকে সপ্তমাধ্যায়ে বেদব্যাস নিরূপণ করেন, তাহাতে মুখ্যত্ব-রূপে ভগবৎ প্রসঙ্গনাই, এতদ্দ্বাদশাধ্যায়ে উপোদ্ঘাত কথা কথনেরদ্বারা ভগবৎ স্বরূপ প্রভাব বর্ণন করিতে-ছেন, তদর্থ শ্রবণে শৌনক প্রশ্নকরেন, যথা (অশ্ব খামেুতি)।

শ্রীশৌনক ঋষি সূতকে জিজ্ঞাসাকরিতেছেন, রেবত্স সূত, অশ্বত্থামাকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মশিরা নামে মহাস্ত্র তাহার অত্যন্ত ভয়ঙ্কর তেজ, তত্তেজে উত্তরাভর্ত্ত হত,

---

* বিলাপ পদে বিস্তার রূপে আবৃত্তি।

¶ পাণ্ডু বংশের সংস্থা।

‖ কৃষ্ণকথার উদয়েই তাঁহারদিগের জন্মাদি কথন হয়, ইত্যর্থে ভগবৎ কথার অন্তর্ভূত পাণ্ডবাদির কর্ম্মবিলাপন, অর্থাৎ ভগবৎ কথা কহিতে হইলেই সুতরাং তাহারদিগের কথার উপস্থিত হয়॥

(।) উপোদ্ঘাত পদে প্রসঙ্গত প্রস্তাবের ব্যাখ্যান॥

কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুনর্জীবিতকরেন, অতএব তৎকথা শ্রবণেইচ্ছাহইল, তুমি আমারদিগকে বিস্তারকরিয়াকও, ইহা উত্তরশ্লোককে লক্ষকরিয়া কহিয়াছেন ॥ ১॥

তস্যজন্ম মহাবুদ্ধেঃ কর্ম্মাণিচ মহাত্মনঃ। নিধনঞ্চ যথৈবাসীৎ সপ্রেত্য গতবান্ যথা ॥ ২ ॥

তস্য জন্মেত্যাদিব্রূহীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। সপরীক্ষিদ্দেহং ত্যক্ত্বা ॥ ২

অনন্তর হে সূত বিস্তার করিয়া বল * সেই মহাবুদ্ধি, মহাত্মা, রাজাপরীক্ষিতের জন্মবৃত্তান্ত এবং কর্ম্মাদি সকল, আর যেরূপে এতন্নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগে পরলোকে গমন করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

তদিদং শ্রোতুমিচ্ছামো গদিতুং যদিমন্যসে। ব্রূহিনঃ শ্রদ্দধানানাংযস্যজ্ঞান মদাচ্ছুকঃ ॥ সূতউবাচ ॥ ৩ ॥

প্রার্থয়েনস্ত্বা জ্ঞাপয়ন্নীত্যাহ গদিতুং যদিমন্যসে অনুগ্রহেণ তর্হি ব্রূহি ইতি যস্যজ্ঞান মদাৎশুক ইতি শ্রবণেচ্ছায়াং কারণং।৩

সেই সকল কথা অর্থাৎ পরীক্ষিত জন্ম নিধনের মধ্যে যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, এবং যাহাঁকে মুমূর্ষুকালে অর্থাৎ মৃত্যুর কিঞ্চিৎ ব্যবধানকালে বেদব্যাসপুত্র ভগ-

---

* সেই রাজা পরীক্ষিত বলাতে যিনি অশ্বত্থামার অস্ত্রে হত হইয়া পুনর্ব্বার ঈশ্বর কর্তৃক জীবিত হইয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্ব-

বান শুকগোস্বামী জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, শ্রবণেচ্ছু আমারদিগের সম্বন্ধে অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিস্তার করিয়াকহ, যদি আপনার মত হয়॥ অনন্তর সূতগোস্বামী শৌনকাদিকে কহিতেছেন॥ ৩॥

অপীপলদ্ধর্ম্মরাজঃ পিতৃবদ্রঞ্জয়ন্প্রজাঃ নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যঃ কৃষ্ণপাদানুসেবয়া॥ ৪॥

নিস্পৃহস্যাপিরাজ্ঞঃ শ্রীকৃষ্ণস্যানুগ্রহাত্তাদৃক পৌত্রঃ সমজনীতি বক্তুং তস্য শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত্যুদ্রেক মাহ। অপীপলদিতি ত্রিভিঃ। পিতৃবদপীপলৎ পালয়া মাস॥ ৪॥

শ্রীসূতগোস্বামী শৌনককে কহিতেছেন, যে যাদৃক্ রাজাযুধিষ্ঠির নিস্পৃহ কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় তাঁহার তাদৃক নিস্পৃহ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত পৌত্র রাজাপরীক্ষিত জন্মিয়াছিলেন, এতদ্বাক্যে শুদ্ধকৃষ্ণভক্তির উদ্রেক করিয়া শ্লোকত্রয়ে কহিয়াছেন, যথা (অপীপলদিতি)॥

ধর্ম্মরাজ, রাজাযুধিষ্ঠির * পিতারন্যায় প্রজার প্রতি পালন করিয়াছিলেন, এবং সকল প্রজার অভিরঞ্জক ছিলেন, অর্থাত্ সকলের মনোরঞ্জন করিতেন অপিচ

* পিতার ন্যায় প্রজাপালন পদে; পিতা যেমন পুত্রাদিকে রক্ষণাবেক্ষণ করেণ তদ্বৎ অর্থাৎ প্রজার দুঃখে দুঃখী, প্রজার সুখে সুখী; যেহেতু কদাপি প্রজা বঞ্চন পূর্ব্বক ধন গ্রহণাদি করিতেন না, বরং দুঃখী প্রজাদিগকে নিষ্কর ভূমিতে বাস করাইয়া-অন্ন বস্ত্রাদি দানে তাহারদিগের মনোরঞ্জন করিতেন॥

এক শ্রীকৃষ্ণচরণানুসেবন ব্যতীত ¶ সর্ব্বাভিলাষে নিস্পৃহ অর্থাত্ লোভশূন্য ছিলেন ॥ ৪ ॥

সম্পাদঃ ক্রতবো লোকা মহিষী ভ্রাতরো মহী। জম্বুদ্বীপাধিপত্যঞ্চ যশশ্চ ত্রিদিবংগতং ॥ ৫ ॥

ক্রতব সদুপার্জ্জিতা লোকাশ্চ ॥ ৫ ॥

পরীক্ষিতের জন্মপ্রস্তবে প্রসঙ্গতঃ রাজাযুধিষ্ঠিরের সংক্ষেপে রাজ্যবর্ণন করিতেছেন ॥ যথা (সম্পাদইতি)।

মহারাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠিরদেব সংপ্রাপ্ত রাজ্যে বহুবিধরত্নস্বরূপ যজ্ঞকে উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সমস্ত লোকের ও মহিষীগণের ও ভ্রাতৃগণের অপিচ ধরণীমধ্যে সম্যক্ * জম্বুদ্বীপের উপর আধিপত্য করিয়াছিলেন, এবং রাজার যশ ‡ স্বর্গেও গমন করিয়াছে। ৫

¶ সর্ব্বাভিলাষে নিস্পৃহপদে কৃষ্ণ সেবা ব্যতীত কোন কাম নাই ছিলনা। অর্থাৎ সংসারস্থ সমস্ত কর্ম্ম করিতেন কিন্তু কৃষ্ণ সেবা ব্যতীত কোন কর্ম্মেরই ফলাভিলাষ করিতেন না ॥

* জম্বুদ্বীপের উপর আধিপত্য পদে নববর্ষকেই শাসন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ভারত; কিংপুরুষ, হরি; ভদ্রাশ্ব মাল্যবান, ইলাবৃত, কেতুমাল, রম্যক হিরন্ময়, কুরুবর্ষ প্রভৃতিকে শাসন করিয়াছিলেন। অপর আধিপত্য পদে কেবল পৃথিবীর উপর এমত নহে মহিষী ভ্রাতা দিগের ও উপর আধিপত্য করিয়াছিলেন ॥

‡ যশঃস্বর্গেওগমন করিয়াছেন, ইত্যর্থে দেবলোকেও তাঁহার যশোগান স্বর্গেকরিয়াছিলেন। অথবা শ্লোকমধ্যে (যশশ্চ ত্রিদিবং গতং) লিখিয়াছেন, তদর্থে যুধিষ্ঠিরের স্বশরীরে স্বর্গগমনেই যশের বর্ণন করা হইয়াছে, অর্থাৎ অধিক যশ আর কিবর্ণন করিব

কিন্তেকামাঃ সুরস্পার্হা মুকুন্দ মনসো দ্বিজ। অধিজহ্রুর্মুদং রাজ্ঞঃ ক্ষুধিতস্য যথেতরে॥ ৬॥

সুরস্পার্হাঃ সুরাণাং স্পৃহনীয়াঃ তে সম্পদাদয়ঃ কামা বিষয়াঃ রাজ্ঞঃ কিংমুদং প্রীতিং অধিজহ্রুঃ নকৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। তত্রহেতুঃ মুকুন্দ এব মনো যস্যেতি। ক্ষুধিতস্যান্নৈক মনসঃ যথা ইতরে স্রক্ চন্দনাদয়ো নপ্রীতিং কুর্ব্বন্তিতদ্বৎ॥ ৬॥

অনন্তর, প্রাপ্ত সম্পদ সকল রাজাযুধিষ্ঠিরের প্রীতির নিমিত্তে নহে তদর্থে শ্লোক উক্তহইয়াছে যথা (কিমিতি)॥

রাজাযুধিষ্ঠিরের অভিলাষ পূরণার্থে কি কি সম্পদ নাহইয়াছিল, অর্থাৎ সকল কামেরই পূরক ঐশ্বর্য্য হইয়াছিল, (সুরস্পার্হ)। সম্পৎ অর্থাৎ দেবতাদিগের বাঞ্ছিতৈশ্বর্য্য, কিন্তু একান্ত কৃষ্ণপ্রীতিপ্রাপ্তিচ্ছু রাজার সম্পৎ সকল মনের প্রীতিকে আহরণ করিতে পারেনাই যেমন ক্ষুধাতুর ব্যক্তির উপভোগার্থে উপকরণে প্রীতি হয়না, অর্থাৎ নিতান্ত ক্ষুধায় পীড্যমান যে ব্যক্তি সতত একমনে অন্নকে চিন্তাকরে, তাহার কি উপভোগার্থে মাল্য চন্দন বেশভূষাদি প্রাপ্তে তৎকালে মনের প্রীতি জন্মে, কদাপি জন্মেনা, তদ্রূপ, কৃষ্ণচিন্তক রাজাযুধিষ্ঠিরের সম্পৎসকল মনেরপ্রীতি জন্মাইতে পারেনাই। ৬।

মাতুর্গর্ভগতোবীরঃ সতদা ভৃগুনন্দন। দদর্শপুরুষং কঞ্চিদ্দহ্যমানস্ত্রতেজসা। ৭

প্রসঙ্গত রাজা যুধিষ্ঠিরের সম্পৎ বর্ণনকরতঃ ইদানীং পরীক্ষিতের জন্মবৃত্তান্ত কহিতে আরম্ভ করিলেন, যৎপ্রসঙ্গে ভগবৎস্তোত্রের প্রস্তাব বর্ণন হইয়াছে, যথা (মাস্তুরিতি)॥

হে ভৃগু নন্দন অর্থাৎ শৌনক মহাবীর রাজা পরীক্ষিত যৎকালে মাতৃগর্ভস্থ অশ্বত্থামার মহাস্ত্রতেজে দহ্যমান হইয়াছিলেন, তৎকালে তদ্গর্ভমধ্যে কোন এক পুরুষের দর্শন পাইয়াছিলেন, সেইপুরুষ কিরূপ তাহাক্রমে উত্তর শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন, ॥ ৭॥

অঙ্গুষ্ঠ মাত্র মমলং স্ফুরৎ পুরট মৌলিনং। অপীব্যদর্শনং শ্যামং তড়িদ্বাসস মচ্যুতং ॥ ৮॥

পুরটং সুবর্ণং পুরট মৌলি র্যস্যাস্তিতং ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চেতী ন প্রত্যয়ঃ। অপীব্যং অতিসুন্দরং দৃশ্যতে দর্শনং রূপং যস্য ইতি। শ্যাম মিতিচ পদাভ্যাং বিদ্যুদ্ভূষিত মেঘোপমা সূচিতা অচ্যুতং অবিকারং ॥ ৮ ॥

অনন্তর ভগবদ্রূপের অত্রশ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন, যথা (অঙ্গুষ্ঠমাত্রমিতি)॥

রাজা পরীক্ষিত মাতৃগর্ভস্থ ভগবদ্রূপ দর্শন করেন, কিম্ভূত রূপ, না, অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমিত, অতি নির্ম্মল মস্তকে সুবর্ণ নির্ম্মিত কিরীট শোভিত, অতি সুন্দর শ্যামরূপ, এবং * তড়িতৎপ্রায় পট্টপীতবস্ত্র পরিধান, পুনঃকিম্ভূত,

* তড়িৎবস্ত্র পদে বিদ্যুতের ন্যায় বস্ত্র, সুতরাং এতদ্রূপ বস্ত্র

না, ‖ অচ্যুত অর্থাৎ নির্ব্বিকার ক্ষয়োদয় শূন্য ॥ ৮॥

শ্রীমদ্দীর্ঘ চতুর্ব্বাহুং তপ্তকাঞ্চন কুণ্ডলং।
ক্ষতজাক্ষং গদাপাণি মাত্মনঃ সর্ব্বতো
দিশং ॥ ৯॥

তপ্তং দাহোত্তীর্ণং যৎকাঞ্চনংতন্ময়ে কুণ্ডলে যস্য ক্ষতজাক্ষং সংরম্ভাদত্যা রক্ত নেত্রং ॥ ৯॥

উত্তরা গর্ভস্থ রাজা পরীক্ষিত যদ্রূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন, অত্রশ্লোকে সেইরূপের বর্ণন করিতেছেন,। যথা [শ্রীমদিতি] ॥

* পরম শোভমান রূপ বিশিষ্ট, এবং দীর্ঘ চতুর্বাহু অর্থাৎ আজানুলম্বিতবাহু, ¶ প্রতপ্ত স্বর্ণময় কুণ্ডলে শ্রুতি মূল শোভিত, এবং ▓ আরক্ত লোচন, কৌমোদকীগদা-পাণি, এবম্ভূত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে গর্ভস্থ রাজাপরীক্ষিত আপনার চতুর্দিকে দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৯॥

পরিভ্রমন্ত মুল্কাভাং ভ্রাময়ন্তং গদাং
মুহুঃ। অস্ত্রতেজঃ স্বগদয়া নীহার মিব

ব্যাখ্যায শ্যামরূপকে মেঘোপম করিয়া বর্ণন করিয়াছেন, যে হেতু মেঘ ব্যতীত তড়িৎ ভূষণের শোভা কি।

‖ অচ্যুতপদে অবিকার, অর্থাৎ যাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই তাঁহাকে অচ্যুতবলি ইত্যর্থে শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মা নিত্যসত্য মুক্ত স্বভাব পরীক্ষিতের বোধ জন্মিয়াছিল ॥

* পরম শোভমান রূপঃ পদে শ্রীমান্ অর্থাৎ অতি সুন্দর সজল জলদাকার.।

¶ প্রতপ্ত স্বর্ণ পদে দাহোত্তীর্ণ সুবর্ণ, অর্থাৎ উজ্জ্বল।

▓ আরক্ত পদে সংরম্ভদ্বারা অতিশয় রক্তবর্ণ নেত্র অর্থাৎ

গোপতিঃ। বিধমন্তং সন্নিকর্ষে পর্য্যৈক্ষ তক ইত্যসৌ ॥ ১০ ॥

অস্ত্রতেজো বিধমন্তং বিনাশয়ন্তং নীহারং হিমং গোপতিঃ সূর্য্যইব সন্নিকর্ষে সমীপে দদর্শ দৃষ্ট্বা চ অসৌ, ক, ইতি পর্য্যৈক্ষত বিতর্কিতবান্ ॥ ১০ ॥

অনন্তর গদাপাণি শ্রীকৃষ্ণ উত্তরাগর্ব্ভরক্ষা কিরূপে করিয়াছিলেন, তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে, যথা (পরিভ্রমন্তমিতি) ॥

গর্ব্ভমধ্যস্থ শ্রীকৃষ্ণ গদাপাণি হইয়া বালকের চতুর্দিকে উল্মুকন্যায় দীপ্তিমতী মহাগদাকে মুহুর্মুহু ঘুরাইতে লাগিলেন, এবং স্বীয়া কৌমোদকী গদাদ্বারা অশ্বত্থামার ব্রহ্মশিরা অস্ত্রের তেজকে অপাহরণ করিলেন, সে কেমন, না, যেমন প্রখরকর বিস্তারে সূর্য্যদেব নীহার রাশিকে বিনাশ করেন। এতদ্রূপ ভগবানকে আত্মসমীপে দর্শন করিয়া এ পুরুষকে, ইহা বিতর্ক করিতে লাগিলেন। ১০।

বিধূয় তদমেয়াত্মা ভগবান্ ধর্ম্মগুব্বিভুঃ। মিষতো দশ মাসস্য তত্রৈবান্তর্দধেহরিঃ ॥ ১১ ॥

অমেয়াত্মা কথং তদ্বিধূতবান্ ইত্য বিতর্করূপঃ ধর্ম্মগোপায়তীতি ধর্ম্মগুপ্। দশমাস পরিচ্ছেদ্য তস্য মিষতঃ পশ্যতঃ যথ দৃষ্টস্তত্রৈবান্তর্হিতঃ নত্বন্যত্র গতঃ। যতোবিভুঃ সর্ব্বগতঃ। ১১।

অবিতর্ক রূপ অর্থাৎ তর্কদ্বারা স্থির করা যায়না, এবং অমেয়াত্মা ভগবান্ কিরূপে অস্ত্রতেজকে নিরাকৃত করিয়া

অন্তর্হিত হইলেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে, যথা (বিধূয়েতি)॥

* ধর্ম্মগুপ্ ভগবান্ † অমেয়াত্মা হরিঃ অশ্বত্থামার অস্ত্রতেজকে নিবারণ করিয়া দশমাস পর্য্যন্ত পরীক্ষিতের সহিত গর্ব্ভস্থ থাকিয়া ঐ পরীক্ষিতের সাক্ষাতে সেইস্থানেই আত্মরূপের অন্তর্দ্ধান করিলেন, অর্থাৎ ‡ গর্ব্ভান্তর নাহইয়াই অদর্শন হইলেন, যেহেতু তিনি সর্ব্বগত অর্থাৎ সর্ব্বত্রাবস্থিত, তন্নিমিত্ত শ্লোকে ¶ বিভূ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন॥ ১১॥

ততঃ সর্ব্বগুণোদর্কে সানুকূলগ্রহোদয়ে।
জজ্ঞেবংশধরঃ পাণ্ডোর্ভূয়ঃ পাণ্ডুরিবৌজসা॥১২॥

উদর্কং উত্তরফলং সর্ব্বগুণানা মুত্তরোত্তরাধিক্যং সূরকেলগ্নে তত্রহেতুঃ অনুকূলৈ রন্যৈ গ্রহৈঃ সহিতানাং শুভগ্রহাণা মুদয়ো যস্মিন্॥ ১২॥

অনন্তর রাজা পরীক্ষিতের জন্ম অত্রশ্লোকে কহিতেছেন, যথা (ততইতি)॥

---

* ধর্ম্মগুপ পদে সর্ব্বধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা।

† অমেয়াত্মা পদে পরিমাণ শূন্য।

‡ গর্ব্ভান্তর নাহইয়াই অদর্শন হইলেন, ইত্যর্থে সর্ব্বগত সর্ব্বত্রাবস্থিত অদৃষ্টরূপ হইলেন, যেমন আকাশস্থ বারিকণার একত্রিত যে মেঘ, সেইমেঘ আকাশস্থ থাকিয়াই রেণুভূত হইয়া অদর্শন হয়; তদ্রূপ ভগবান্ উত্তরা গর্ব্ভের বাহির না হইয়াই অন্তর্হিত হইলেন।

¶ বিভূ অর্থাৎ সর্ব্বগতঃ।

পরীক্ষিতের § শোভন লগ্নে জন্ম হয়, তৎকালে উত্তরোত্তর আধিক্যরূপে গ্রহেরা ফলপ্রদ হইয়াছিলেন, অর্থাৎ কোন২ গ্রহ উচ্চ কোন২ গ্রহ সমভাবে ছিলেন, তাহার হেতু এইযে লগ্নাদির অধিপতি ব্যতীত অন্যগ্রহ সকল অনুকূল ছিলেন, এবং সূর্য্য শুভগ্রহগণের সহিত যেলগ্নে উদয় করিয়াছিলেন, সেইলগ্নে পাণ্ডুরাজারবংশধর দ্বিতীয় পাণ্ডুরন্যায় তেজস্বান পুত্রজন্ম হইল ॥ ১২

তস্যপ্রীতমনা রাজা বিপ্রৈ র্ধৌম্য কৃপাদিভিঃ। জাতকংকারয়ামাস বাচয়িত্বাচ মঙ্গলং ॥ ১৩ ॥

জাতকর্ম্ম মঙ্গলং পুণ্যাহং ॥ ১৩ ॥

মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির * পৌত্রজন্মে অত্যন্ত প্রীতমনা হইয়া অর্থাৎ অত্যন্ত আনন্দযুক্তচিত্তে ধৌম্য পুরোহিত ও কৃপাচার্য্যাদি বিপ্রগণদ্বারা ‖ মঙ্গল বাচনপূর্ব্বক ‡ জাতকর্ম্ম সমাপন করাইলেন ॥ ১৩ ॥

---

§ শোভনলগ্নপদে শ্বরক লগ্ন অর্থাৎ সূর্য্যক্ষেত্র লগ্ন, তৎকালে সূর্য্য তাহাতে উদয় করিয়াছিলেন।

* শ্লোকমধ্যে তস্যপদে তাঁহারপৌত্রজন্মে।

‖ মঙ্গলবাচন পদে স্বস্তিবাচন অর্থাৎ পুণ্যাহ, স্বস্তি, ঋদ্ধ্যাদি বাক্যে অভ্যুদয়করিলেন।

‡ জাতকর্ম্ম পদে ধাত্রীদ্বারা নাড়ীচ্ছেদন, ও মাতৃকা পূজা হোমাদিকর্ম্ম ॥

হিরণ্যং গাং মহীং গ্রামান্ হস্ত্যশ্বান্ নৃপ
তির্বরান্। প্রাদাৎ স্বন্নঞ্চ বিপ্রেভ্যঃ প্রজা
তীর্থে সতীর্থবিৎ ॥ ১৪ ॥

বরান্ শ্রেষ্ঠান্ স্বন্নং শোভনমন্নঞ্চ (যাবন্নচ্ছিদ্যতে নালং তাব ন্নাপ্নোতি সূচকং। ছিন্নেনালে ততঃ পশ্চাৎ সূচকংস্তু বিধীয়তে।) ইতি বচনাৎ ততঃপূর্ব্বং প্রাদাৎআগামং বা প্রজাতীর্থে পুল্রোৎ পত্তিকালে (পুত্রেজাতে ব্যতীপাতে দত্বং ভবতি চাক্ষয় মিতি স্মৃতেঃ। দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব পুত্রেজাতে দ্বিজন্মনাং। আয়ান্তিহি গৃহং তস্মাৎ সূর্য্যগ্রহশতাধিকং ইতিস্মৃতেঃ।) সন্পতিঃ ॥ ১৪ ॥

রাজাযুধিষ্ঠির পরমতীর্থবিৎ প্রজাতীর্থে ব্রাহ্মণগণকে আনিয়া স্বর্ণ, গাবি, ভূমি, গ্রাম, এবং শ্রেষ্ঠতম হস্তী, অশ্ব, এবং স্বন্ন অর্থাৎ শোভন অন্ন দান করিলেন ॥ ১৪ ॥

ইত্যর্থে স্বামী ব্যাখ্যাকরেন, স্বন্ন পদে সু অন্ন, সন্ধি-যোগে স্বন্ন হইয়াছে, অথবা, শোভন অর্থাৎ সুন্দরদৃশ্য এবং শোভন গন্ধবিশিষ্ট অন্ন, তদর্থে আমান্ন প্রসিদ্ধঃ। অন্যদপি ক্ষেত্রস্থ ধান্যকে স্বন্নবলেন, যেহেতু সুপূর্ব্ব অন্ন শব্দে নালরহিত ধান্য যথা স্মৃতিকার কহেন। (যাবন্ন ছিদ্যতে নালং তাবন্নাপ্নোতি সূচকং। ছিন্নেনালে ততঃ পশ্চাৎ সূচকন্তু বিধীয়তে॥) যাবৎ ক্ষেত্রস্থ ধান্যেরনাল ছেদ নাহয় তাবৎ স্বন্নশব্দের বাচ্যনহে, নালছেদনে ঐ ধান্যের স্বন্ন সংজ্ঞা হয়। তীর্থবিৎ পদে রাজা যুধিষ্ঠির অর্থাৎ তিনি সর্ব্ব তীর্থের প্রভাবজ্ঞ, প্রজাতীর্থ শব্দে পুত্রোৎপত্তি কালকে তীর্থ বলিয়া জানিহ, তত্কালে

যে দান তাহা অক্ষয় হয়, যথা। (পুত্রেজাতে ব্যতীপাতে দত্তং ভবতি চাক্ষয় মিতিস্মৃতৌ।। ব্যতীপাত যোগে এবং পুত্রোৎপত্তিকালের দান অক্ষয় হয়।। এবমপি পুত্রোৎ পত্তিকালকে, স্মৃতিতে প্রজাতীর্থ কহিয়াছেন, যথা (দেবাশ্চপিতরশ্চৈব পুত্রেজাতে দ্বিজন্মনাং। আয়ান্তিহি গৃহং তস্মাত্ সূর্য্যগ্রহ শতাধিক মিতিস্মৃতেঃ।। দ্বিজাতিদিগের অর্থাত্ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের পুত্র জন্মিলে তাহার দিগের গৃহে দেবগণ ও পিতৃগণেরা আগমন করেণ, তত্ কালে তাহাঁদিগের গৃহ শতসূর্য্য গ্রহণাধিক পুণ্যালয় হয়, সুতরাং পুত্রোত্পত্তিকালকে প্রজাতীর্থ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।। ১৪।।

তমুচু ব্রাহ্মণাস্তুষ্টা রাজানং প্রশ্রয়ানতং। এষহ্যস্মিন্ প্রজাতন্তৌ পুরূণাং পৌরবর্ষভ।। ১৫।।

হে পৌরবর্ষভ, পুরূণাং পুরুবংশানাং।। ১৫।।

রাজা কর্ত্তৃক দানমানে সম্মানিত বিপ্রগণেরা সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে কহিতেছেন, রাজা কিম্ভূত, না (প্রশ্রযানতং) অর্থাৎ বিনয়ে অবনত রাজাকে সম্বোধন করিতেছেন, হে পৌরবর্ষভ, অর্থাৎ পুরুবংশ শ্রেষ্ঠ, এই প্রজান্ত সন্তান তোমারদিগের পুরুবংশের শ্রেষ্ঠরূপে মান্য হইবেক ইহা আকাঙ্ক্ষায় কহিয়াছেন।। ১৫।

দৈবেনা প্রতিঘাতেন শুক্লে সংস্থামুপেয়ুষি। রাতবোঽনুগ্রহার্থায় বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।। ১৬।।

শুক্লে বৃদ্ধে অস্মিন প্রজাতন্তৌ দৈবেন কথংভূতেন অপ্রতিঘাতেন দুর্ব্বারেণ সংস্থাং নাশং উপেয়ুষি গতে সতি বো যুষ্মাকং অনুগ্রহার্থায় যস্মাৎ প্রভবশালেন বিষ্ণুনা রাতো দত্তঃ ।। ১৬ ।।

অনন্তর ব্রহ্মাস্ত্রহত পরীক্ষিতের পুনর্জীবন প্রাপ্তির প্রসঙ্গে দ্বিজগণেরা রাজাকে কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে, যথা (দৈবেনেতি) ।।

এই প্রজাতপুত্র গর্ব্বে * অপ্রতিঘাত দৈবকর্ত্তৃক নিধনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে পর ॥ প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু কর্ত্তৃক পুনর্জীবিত হয়েন, অর্থাৎ তোমারদিগের প্রতি ভগবানের ভূরি অনুগ্রহ তৎপ্রযুক্ত মৃত পুত্রকে জীবিত করিয়া পুনর্দ্দান করিয়াছেন, ।। ১৬ ।।

তস্মান্নাম্না বিষ্ণুরাত ইতি লোকে ভবিষ্যতি। নসন্দেহো মহাভাগমহাভাগবতো মহান্ ।। ১৭ ।।

তস্মাৎ লোকে বিষ্ণুরাত ইতি নাম্না ভবিষ্যতি । মহাভাগবতশ্চ গুনৈশ্চমহান্ ভবিষ্যতি । নাত্র সন্দেহ ইতি । তং রাজানং ঊচুরিতি এয়ণা সম্বয়ঃ ।। ১৭ ।।

---

* অপ্রতিঘাত দৈবপদে কোন উপায়ে যাহার প্রতিঘাত হয়না, অর্থাৎ দুর্নিবারণ, ফলিতার্থ বলা হইল যে অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট দৈবাস্ত্র ব্রহ্মশিরা তাহা অমোঘ, সুতরাং তদাঘাতে হতগর্ব্ব কৃষ্ণকর্ত্তৃক পুনর্জীবিত হয় ।

॥ প্রভবিষ্ণু পদে প্রভবশীল অর্থাৎ ধর্ম্মাতিক্রমকালে যিনি স্বয়ং প্রভাব হয়েন, (ভব) শব্দে জন্ম সুতরাং যে ভগবান্ আত্মরূপের সর্জ্জন করিয়া জগতের হিতকরেন তাঁহার নাম "প্রভবিষ্ণু" ।।

ভগবান্ বিষ্ণুকর্ত্তৃক দত্ত এতন্নিমিত্ত ইহলোকে এই পুত্রের নাম * (বিষ্ণুরাত) হইবে। (।) হে মহাভাগ, যুধিষ্ঠির এই উত্তরা পুত্র মহাগুণ বিশিষ্ট ॥ মহাভাগবত হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, এতত্রয় শ্লোকাভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণা উচু বলিয়া উক্ত করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

॥ রাজোবাচ ॥ অপ্যেষ বংশ্যান্ রাজর্ষীন্ পুণ্য শ্লোকান্মহাত্মনঃ। অনুবর্ত্তিতা স্বিদযশসা সাধুবাদেন সত্তমাঃ ॥ ১৮ ॥

মহাভাগবতো ভবিষ্যতীত্যুক্তে হৃষ্টঃপৃচ্ছতি। অপি স্বিৎ সাধু বাদেন যশসা সংকীর্ত্ত্যা অনুবর্ত্তিতা ভবিষ্যতীতি পূর্ব্বস্যেববাচঃ পরমপ্যনুসঙ্গঃ ॥ ১৮।

ঋষিদিগের উক্তিমত পৌত্র মহাভাগবত হইবেন এতৎ শ্রবণে পরমহৃষ্ট হইয়া রাজা কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে, যথা (অপীতি)

মহারাজা যুধিষ্ঠির ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন (হে দ্বিজসত্তমাঃ) তোমারদিগের সাধুবাদে অর্থাৎ আশীর্ব্বাদ যুক্ত প্রশংসা বাক্যে এই উত্তরা গর্ভ

---

* (বিষ্ণুনারাতি দদাতি) ইত্যর্থে বিষ্ণুরাতঃ। বিষ্ণু কর্ত্তৃক জীবন দান হয় অতএব বিষ্ণুরাত নাম।

(।) মহাভাগ পদে মহাভাগ্যবিশিষ্ট।

॥ মহা ভাগবত পদে ভগবদ্ভক্ত মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ উত্তম। যথা (সর্ব্বত্রে ভগবৎ স্ফূর্ত্তি রেষো ভাগবতোত্তমঃ।) অর্থাৎ সদ্বৈষ্ণবকে ভাগবতোত্তম বলেন, যাঁহার সর্ব্বত্রে ভগবৎভাবের স্ফূর্ত্তি হয়, ইত্যর্থে সমদর্শিত্ব জানাইয়াছেন,।

জাত পুত্র, যশসা অর্থাৎ সৎকীর্ত্তিদ্বারা আমাদিগের রাজর্ষিবংশ প্রসূত পুণ্যশ্লোক মহাত্মাদিগের অনুবর্ত্তিত অর্থাৎ পশ্চাৎ গামী অবশ্যই হইবেন॥ ১৮।

ব্রাহ্মণাউচুঃ॥ পার্থ প্রজাবিতা সাক্ষাৎ দিক্ষাঙ্গরিবমানবঃ। ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যথা॥ ১৯॥

প্রজানা মবিতা রক্ষকঃ মানবঃ মনোঃপুত্রঃ ব্রাহ্মণেষু হিতঃ সত্যপ্রতিজ্ঞশ্চ শ্রীরামোযথা॥১৯।

ব্রাহ্মণেরা রাজাকে কহিতেছেন, যে এই তোমার পৌত্র প্রজাদিগের পরমরক্ষক হইবেন, সে কেমন, যদ্রূপ মনু পুত্র ইক্ষাকু রাজা ছিলেন, অর্থাৎ কোন রাজাই ইক্ষ কুর তুল্য প্রজা রক্ষক ছিলেন না, এবং সত্য প্রতিজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ হিতকারী দাশরথি রামের তুল্য হইবেন॥ ১৯॥

এষদাতা শরণ্যশ্চযথা হ্যৌশীনরঃশিবিঃ। যশোবিতনিতা স্বানাং দৌষ্মন্তিরিবয জ্বনাং॥ ২০॥

ঔশীনর দেশাধিপতিঃ শিবিঃ যেন স্বগাংসং দত্বা শরণাগতঃ কপোতো রক্ষিতঃ। স্বানাং জ্ঞাতীনাং যজ্বনাঞ্চ যশোবিস্তারকঃ দৌষ্মন্তি র্ভরতইব॥ ২০।

এই উত্তরা পুত্র, * দাতা এবং শরণ্য তাদৃক্ হইবেন

---

* দাতাও শরণ্য পদে দানশীলতাও শরণ্য শব্দে আশ্রয় অর্থাৎ আশ্রিত ব্যক্তির আশ্রয় ভূত শিবির তুল্য। অর্থাৎ ঔশীনর দেশের অধিপতি শিবি, তিনি শরণাগত কপোতকে রক্ষা করিয়া স্বগাত্রমাংস শ্যেনকে দান করিয়াছিলেন, ঔশীনর দেশ, পঞ্চনদ

যাদৃক উশীনররাজা শিবিছিলেন। আত্মবংশের যশো বিস্তারক ও যাগশীল † দুষ্মন্তপুত্র ভরত রাজার তুল্য হইবেন॥ ২০॥

ধন্বিনা মগ্রিণীরেষ তুল্যশ্চার্জ্জুনয়োদ্বর্য়োঃ। হুতাশ ইব দুর্দ্ধর্ষঃ সমুদ্র ইবদুস্তরঃ॥ ২১॥

অর্জ্জুনয়োঃ পার্থকার্ত্তবীর্য্যয়োঃ। ২১।

এবং ধনুর্দ্ধরের মধ্যে অগ্রিণী অর্থাৎ অগ্রগণ্য * অর্জুন দ্বয়ের তুল্য হইবেন, ॥ অগ্নিন্যায় দুর্দ্ধর্ষ আর § সমুদ্র তুল্য দুস্তর হইবেন॥ ২১॥

মৃগেন্দ্রইব বিক্রান্তো নিষেব্যো হিমবানিব। তিতিক্ষুর্ব্বসুধেবাসৌ সহিষ্ণুপিতরা বিব॥ ২২॥

---

† দুষ্মন্ত পুত্র ভরত বলাতে শকুন্তলা গর্ব্বে দুষ্মন্তের ঔরসে জন্ম. যিনি স্ববাহুবলে পৃথিবীতলে এক সম্রাট হইয়া অনেকানেক যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া অদ্বিতীয় খ্যাতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, হে মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই ভরত তোমারদিগের আদি পুরুষ, তন্নিমিত্তে কুরু বংশকে অদ্যাপি সকলে ভারত বলিয়া উক্ত করে,।

* অর্জ্জুনদ্বয় পদে কার্ত্তবীর্য্যার্জুন, ও পাণ্ডবার্জ্জুন, । অর্জুন শব্দ সৌন্দর্য্যাতিশয়. অথবা শরল স্বভাবান্বিত।

॥ অগ্নির ন্যায় দুর্দ্ধর্ষপদে যাহাকে ধর্ষণ করিতে কেহ পারে না, অর্থাৎ অগ্নিই সকলেরধর্ষক; অগ্নির ধর্ষণ কর্ত্তাকেহই নহেন অথবা, দুষ্পর্শ।

§ সমুদ্রতুল্য দুস্তর পদে; দুঃখেতে তরিতে পারাযায়না; সুতরাং দুষ্পার অর্থাৎ দুর্ব্বার ফলিতার্থ যাহার বেগকে দুঃখেও

হিমবানিব সতাং নিষেব্যঃ অনন্যগতিক ত্বেন বসুধেব তিতিক্ষুঃ ক্ষান্ত্যাপ্রীত্যা মাতা পিতরা বিব সহিষ্ণুঃ। ২২।

অনন্তর বিপ্রগণেরা রাজাকে কহিতেছেন, যে এই সন্তান বহুগুণালংকৃত হইবেন, যথা (মৃগেন্দ্রেতি)॥ মৃগেন্দ্রের ন্যায় বিক্রম, অর্থাৎ সিংহের ন্যায় খেল গতি হইবেক, আর * হিমালয়ের ন্যায় সেব্য ও পৃথিবীর তুল্য ¶ তিতিক্ষু হইবেন এবং মাতা পিতার ন্যায় সহিষ্ণু হইবেন॥ ২২॥

পিতামহ সমঃ সাম্যে প্রসাদে গিরিশোপমঃ। আশ্রয়ঃ সর্ব্বভূতানাং যথাদেবো রমাশ্রয়ঃ॥ ২৩॥

পিতামহো ব্রহ্মা তেনসমঃ সাম্যে সমত্বে রমাশ্রয়ো হরিরিতি। ২৩।

সমতা গুণে ‡ পিতামহ অর্থাৎ ব্রহ্মার তুল্য ॥ প্রসন্ন

---

* হিমালয়ের ন্যায় সেব্যপদে, সতের সেব্য যেমন হিমগিরিতে সাধুযোগী মহান্তেরা সমাশ্রয় করতঃ ভগবদুপাসনায় নিযুক্ত হয়েন, তদ্রূপ সাধুলোকেরা এই সন্তানকে সমাশ্রয় করিয়া কৃতার্থ হইবেন, ইত্যাশয়ে, হিমবৎ সদৃশ নিষেব্য কহিয়াছেন।

¶ তিতিক্ষু পদে ক্ষমা, অর্থাৎ পৃথিবী যেমন ক্ষান্তিগুণ বিশিষ্টা তদ্রূপ ক্ষমাবান হইবেন।

‡ পিতামহ পদে ব্রহ্মা; অর্থাৎ ব্রহ্মার যেমন সর্ব্বভূতে সমত্ব, তদ্রূপ সর্ব্বজীবে সমদর্শী হইবেন; অথবা; পিতামহপদে অর্জুন তুল্য সমত্ব অর্থাৎ স্তুতি নিন্দা মানাপমান লাভালাভাদিতে সমজ্ঞান।

॥ প্রসন্নতাতে শিবতুল্য, অর্থাৎ মহাদেব যেমন আশুতোষ

তাতে সদাশিব তুল্য, রমাশ্রয় অর্থাৎ লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণের তুল্য সর্ব্বজীবের আশ্রয় হইবেন॥ ২৩॥

সর্ব্ব সদ্গুণমাহাত্ম্য এষকৃষ্ণ মনুব্রতঃ।
রন্তিদেবইবৌদার্য্যে যযাতি রিব ধার্ম্মিকঃ॥ ২৪॥

সর্ব্বৈঃ সদ্গুণৈর্যন্মাহাত্ম্যং তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণ তুল্যঃ। ২৪।

সম্যক সদ্গুণ, ও মাহাত্ম্যে অর্থাৎ মহিমাতে শ্রীকৃষ্ণ তুল্য* ঔদার্য্যে রন্তিদেবের ন্যায় (১) এবং ধার্ম্মিকতাতে যযাতির তুল্য হইবেন॥ ২৪॥

ধৃত্যাবলিসমঃ কৃষ্ণে প্রহ্লাদইবসদ্গ্রহঃ।
আহর্ত্তৈষোঽশ্বমেধানাং বৃদ্ধানাং পর্য্যুপাসকঃ॥ রাজর্ষীণাং জনয়িতা শাস্তা চোৎপথগামিনাং। নিগ্রহীতা কলেরেষ ভুবোধর্ম্মস্য কারণাৎ॥ ২৫॥

সদ্গ্রহঃ গ্রাহানিবেশোযস্য আহর্ত্তা কর্ত্তা॥ ২৫।

---

* ঔদার্য্যে অর্থাৎ উদার চরিত্রে রন্তিদেব তুল্য বলাতে মহারাজা রন্তিদেবের ন্যায় যাগশীল ও বদান্য হইবেন। অর্থাৎ রন্তিদেব নামে রাজা ছিলেন, তিনি পরমদাতা এবংদয়াশীল বহুজন প্রতি পালক তত্তুল্য স্বভাব কাহার ছিলনা।

(১) ধার্ম্মিকতাতে যযাতিঅর্থাৎ সত্য প্রতিজ্ঞ, ও সত্যবাদী মহাতপস্বী যদ্রূপ যযাতি তদ্রূপ হইবেন।

বলিরাজার তুল্য।। ধৃতিমান প্রহ্লাদ তুল্য ‡ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিমান ও বহু অশ্বমেধের আহর্ত্তা অর্থাৎ আহরণ কর্ত্তা গুরু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং পিতৃ পিতামহাদির সেবা পরায়ণ হইবেন ॥ ০ ॥ রাজর্ষিদিগের জনয়িতা অর্থাৎ রাজর্ষি বংশ্যদিগের পিতার তুল্য প্রতিপালক, এবং * উৎপথগামিদিগের শাস্তা, ও পৃথিবীর আরধর্ম্মের সংস্থাপনার্থ কলির নিগ্রহ কর্ত্তা এই সন্তান হইবেন ॥ ২৫

তক্ষকাদাত্মনো মৃত্যুং দ্বিজপুত্রোপসর্পিতাৎ। প্রপৎস্যচ উপশ্রুত্য মুক্তসঙ্গঃ পাদংহরেঃ ॥ ২৬ ॥

দ্বিজ পুত্রেণ প্রেরিতা তক্ষকা দাত্মনো মৃত্যুমুপশ্রুত্য হরেঃ পদং প্রপৎস্যতে ভজিষ্যতি। ২৬।

হে মহারাজ, পরিণামে এই সন্তান § দ্বিজপুত্র কর্তৃক প্রেরিত তক্ষক হইতে আত্মমৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করতঃ —

॥ ধৃতিমান পদে ধারণাগুণ বিশিষ্ট।

‡ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমান, পদে শ্রীকৃষ্ণৈকনিষ্ঠঃ।

* উৎপথগামিদিগের শাস্তা পদে শ্রুতিস্মৃত্যাদিতাচারবর্জ্জিত স্বেচ্ছাচারী দিগের শাসন কর্ত্তা।

§ দ্বিজপুত্র কর্তৃক প্রেরিত সংবাদ পদে আখ্যায়িকা স্মরণ করাইয়াছেন, অর্থাৎ মৃগয়ার্থে প্রস্থিত হইয়া অরণ্যমধ্যে বহুপশু হননে শ্রান্তযুক্ত পিপাসিত হইয়া সমীকাশ্রমে জলপানার্থ গমন করিবেন কিন্তু ধ্যানাবলম্বী ঋষিবর তাঁহাকে আতিথ্য না করায় দণ্ডার্হ বোধে ঋষিগলে মৃতসর্প প্রদান করিয়া স্বগৃহে গত হইবেন। অনন্তর তৎপুত্র শৃঙ্গী পিতার গলে দোদুল্যমান মৃতসর্প দৃষ্টে ক্রোধাগ্নীভূত হইয়া রাজাকে অভিশপ্ত করিবেন, যে অদ্য

* মুক্তসঙ্গ হইয়া হরিপাদপদ্মকে ভজনা করিবেন ॥ ২৬

জিজ্ঞাসিতাত্ম যাথাথো মুনের্ব্যাসসূতা দসৌ। হিত্বেদং নৃপগঙ্গায়াং যাস্যত্যদ্ধা কুতোভয়ং ॥ ২৭ ॥

ততশ্চ জিজ্ঞাসিত মাত্মনো যাথার্থং যেনসঃ। ইদং শরীরং গঙ্গায়াং হিত্বা অকুতোভয়ং পদংযাস্যতি। ২৭

হে নৃপ যুধিষ্ঠির, (অসৌ) পরীক্ষিত, ব্যাস সুত শুক দেব হইতে।[।] আত্মযাথার্থকে বিজ্ঞাত হইয়া এই শরীর গঙ্গাতে ত্যাগ করিয়া ॥ অকুতোভয় পদে অধিগমন করিবেন ॥২৭।

কিন্তু রাজার প্রতি অভিশাপ প্রদান বার্ত্তা শ্রবণে কারণ্য গুণে আপন্ন হইয়া অনেকানেক বিলাপ করতঃ পুত্রকে ভৎসন করিয়া রাজাকে মৃত্যুসংবাদ দিবার নিমিত্ত গৌরমুখ নামক শিষ্যকে প্রেরণ করিবেন; অনন্তর সমীক শিষ্য রাজ সদসি সমাগত হইয়া মহারাজাকে সংবাদ করিবেন, যে অদ্যাবধি গণনায় সপ্তম দিবসে তক্ষকদংশনে আপনার মৃত্যু হইবে, এইকথা কহিয়া ঋষি পুত্র প্রস্থান করিবেন, তন্নিমিত্তই শ্লোক মধ্যে ঋষি পুত্র কর্ত্তৃক তক্ষক হইতে আত্ম মৃত্যুর সংবাদাবগতির উক্তি করিয়াছেন।

* মুক্তসঙ্গ পদেসংসারে মমতা শূন্য হইবেন, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বৃত্তি হইতে চিত্তের অন্তর করিবেন।

[।] আত্ম যাথার্থ পদে পরমাত্মতত্ত্ব।

॥ অকুতোভয় পদ শব্দে পরম ব্রহ্মপদ অর্থাৎ তদ্বিষ্ণুর পরম পদ যেখানে রোগ শোক জরামৃত্যু প্রভৃতি কোন ভয় নাই যথা শ্রুতি ; (দ্বিতীয়াদ্বৈভয়ং ভবতীতি) দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকিলেই তাহাহইতে ভয় উৎপন্ন হয়, তথাচ শ্রুতিঃ ; (তত্রকো

ইতিরাজ্ঞ উপাদিশ্য বিপ্রাজাতক কোবিদাঃ। লব্ধাপচিতয়ঃ সর্ব্বে প্রতিজগ্মুঃ স্বকান্ গৃহান্ ॥ ২৮ ॥

লব্ধা অপচিতিঃ পূজায়ৈঃ। ২৮

জাতক বিশারদ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ গণেরা রাজাযুধিষ্ঠিরকে এই আদেশ করত * যথা যোগ্য পূজাকে লাভ করিয়া আপন আপন গৃহে সকলে গমন করিলেন। ২৮

সএষলোকবিখ্যাতঃ পরীক্ষিদিতিযৎ প্রভুঃ। পূর্ব্বংদৃষ্টমনুধ্যায়ন্ পরীক্ষেত নরেষ্বিহ ॥ ২৯ ॥

পরীক্ষিদিতি নাম নির্ব্বক্তি সএষ যৎপ্রভুঃ সমর্থঃ গর্ব্ভেদৃষ্টং পুরুষং অনুধ্যায়ন্ ইহদৃশ্যমানেষু নরেষু মধ্যে সর্ব্বমপি নরং পরীক্ষিত অয়মসৌ ভবেদয়ং নরেতি বিচারয়েৎ অতঃ পরীক্ষিদিতি বিখ্যাতঃ পূর্ব্বং দৃষ্টমিতি বাপাঠঃ। ২৯

অনন্তর শৌনকাদিকে শ্রীসূত গোস্বামী পরীক্ষিত নাম যেকারণ হয় তাহার বিষয়ে কহিতেছেন, তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে, যথা। সএষইতি ১।।

---

* যথাযোগ্য পূজাপদে, দান মানাদিদ্বারা সমাদর অর্থাৎ রাজ কর্ত্তৃক সম্মান, এবং প্রভূত রত্নাদি লাভ করিয়া স্বস্বগৃহে যাত্রা করিলেন।

সেই বালক এই; যিনি মাতৃগর্ব্ভে আপনার পরিরক্ষা কর্ত্তা অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে রক্ষাকর্ত্তা পরমপুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন, এবং পরীক্ষা করতঃ সর্ব্ব মনুষ্যেই যিনি সেই পুরুষের অনুধ্যান করেন, একারণ তাঁহার নাম পরীক্ষিত। অথবা জাতকজ্ঞ পণ্ডিতের দিগের উক্তিমত পরীক্ষায় মনুষ্য দিগের যিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তন্নিমিত্ত ও তাঁহাকে পরীক্ষিত বলাযায়॥ ২৯।

সরাজপুত্রো ববৃধ আশু শুক্লইবোড়ুপঃ। আপূর্য্যমাণঃ পিতৃভিঃ কাষ্ঠাভিরিব সোঽন্বহং॥ ৩০॥

শুক্লে শুক্লপক্ষে সপ্রসিদ্ধ উডুপোঽন্বহং যথাকাষ্ঠাভিঃ পঞ্চদশ কলাভিরাপূর্য্য মাণোবর্দ্ধতে এবং পিতৃভিঃ যুধিষ্ঠিরাদিভিঃ কামৈশ্চতুঃষষ্টি কলাভি রাপূর্য্য মাণোববৃধে। ৩০।

সেই রাজপুত্র পরীক্ষিত দিন২ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছেন, যেমন শুক্লপক্ষে চন্দ্র স্বকাষ্ঠাদ্বারা অর্থাৎ ক্রমে পঞ্চদশকলা দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া বৃদ্ধি হয়েন, তদ্রূপ পিতৃভিঃ অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরাদির সমস্ত অভিলাষ দ্বারা আপূর্ণ হইয়া বৃদ্ধি হইতে লাগিলেন। ৩০।

বালএব সধর্ম্মাত্মা কৃষ্ণভক্তোনিসর্গতঃ। প্রীতিদঃ সর্ব্বলোকস্য মহাভাগবতঃসুধীঃ॥ যক্ষ্যমাণোঽশ্বমেধেন জ্ঞাতিদ্রোহজিহাসয়া। রাজালব্ধ ধনো দধ্যৌ নান্য

পূর্ব্বোক্তা নশ্বমেধান, সাবসরে সপ্রকারং কথয়তি। জ্ঞাতি দ্রোহস্য হানেচ্ছয়া যক্ষ্যমানঃ করদত্তয়ো রন্যত্র তাভ্যাং বিনান জন্ধ ধনদধ্যৌ। চিন্তয়ামাস করদত্ত ধনস্য পরিজন ভরণ মাত্রোপ ক্ষীণত্বাৎ। ৩১।

উক্ত রাজা পরীক্ষিত বাল্যকালেই পরম ধর্ম্মাত্মা. এবং শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত হইলেন,। আর, সর্ব্বলোকের প্রীতিপ্রদ অর্থাৎ সকলেরই চিত্তানন্দ প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং পরম শোভন বুদ্ধিবিশিষ্ট, ও * মহাভাগবত হইলেন। ৩১।

এবং উত্তর শ্লোককে লক্ষ করিয়া স্বামী সাবকাশে রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণনা করিতেছেন, অর্থাৎ জ্ঞাতি দ্রোহজনিত পাপ নিরাসের ইচ্ছায়, যজ্ঞার্থ ধনচিন্তা করিয়া বিষণ্ণ হইতেছেন, কেননা করদত্ত ধনে স্বজন ভরণ মাত্রই হয়, তাহার কিঞ্চিৎ ভাগ অবশিষ্ট থাকেনা, সুতরাং অশ্বমেধে ভূরিধনব্যয় হইবে তাহার সঞ্চয় কি প্রকারে করিতে পারি ॥ ৩১।

তদভিপ্রেত মালক্ষ্য ভ্রাতরোচ্যুতচোদিতাঃ। ধনংপ্রহীণংমাজহ্রু রুদিচ্যাং দিশিভূরিশঃ ॥ ৩২ ॥

প্রহীণং মরুত্তস্য বস্তু ত্যক্তং সুবর্ণ পাত্রাদিক মানীতবন্তঃ। ৩২

---

* মহাভাগবত পদে পরমজ্ঞানী, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের নাম ভাগবত, মহাশব্দে ভাগবতোত্তম, সুতরাং চরমজ্ঞান বিশিষ্ট কথা (সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাব এষোভাগ বতোত্তমঃ ॥) সর্ব্বত্রে ভগবত স্ফূর্ত্তি যাহার হয় তাঁহাকেই মহাভাগবত বলা যায়

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির যেরূপে যজ্ঞার্থ ধনানয়ন করিলেন, তাহাঅত্র শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন, যথা (তদভিপ্রেত্যমিতি)॥

মহারাজা যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় জানিয়া অর্থাৎ অশ্বমেধার্থ ধন চিন্তায় বিষন্ন রাজাকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাঁর ভ্রাতৃগণ অর্থাৎ ভীমার্জ্জুনাদিকে কহিলেন, তাহাঁরা শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞায় * মরুত্ত রাজার যজ্ঞে ত্যক্ত বহুতর সুবর্ণের পাত্রাদি উক্ত উত্তর দিক হইতে আনয়ন করিয়া রাজাকে দিলেন ॥ ৩২।

তেন সংভৃত সংভারো লব্ধকামো যুধিষ্ঠিরঃ। বাজিমেধৈস্ত্রিভি ভীতো যজ্ঞেশ মযজদ্ধরিং॥ আহূতো ভগবান্‌রাজ্ঞা যাজয়িত্বা দ্বিজৈর্নৃপং। উবাসকতি চিন্মাসান সুহৃদাং প্রিয়কাম্যয়া॥ ততো-রা জ্ঞাভ্যনুজ্ঞাতঃ কৃষ্ণয়া সহবন্ধুভিঃ।

---

* মরুত্তরাজার যজ্ঞে অনেক সংখ্যক সুবর্ণ পাত্র পরিত্যক্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ মহাযাজ্ঞিক মরুত্ত রাজা তত্তুল্য যজ্ঞ সম্পাদন পৃথিবীতলে কেহ করেন নাই; তাঁহার এই নিয়মছিল; যেপ্রত্যহ দশলক্ষব্রাহ্মণ ভোজনকরাইতেন; তন্নিমিত্ত প্রত্যহ দশলক্ষ রজত পীঠ অর্থাৎ রূপারপীড়া; সুবর্ণের ভোজন পাত্র জলপাত্রাদি আহৃত হইত ভোজনাবসানে সমস্ত উচ্ছিষ্ট পাত্র পরিত্যাগ করিতেন; পর দিবস পুনর্নূতন পাত্রাদি আনিতেন, এরূপে বহু বৎসর যজ্ঞ করিয়াছিলেন সেইসকল উচ্ছিষ্ট পাত্র ভূমিতলে প্রোথিতছিল, তাহাই আনিতে শ্রীকৃষ্ণ আজ্ঞা করেন।

যযৌদ্বারবতীং কৃষ্ণঃসার্জ্জুনো যদুভি র্বৃতঃ ॥ ৩৩॥

সংভৃত সংভারঃ সম্পাদিত যজ্ঞোপকরণঃ॰ভীতোজ্ঞাতি দ্রোহাৎ। ৩৩।

অনন্তর, জ্ঞাতি দ্রোহপাপে ভীত রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক আনীত সুবর্ণ পাত্রাদি লাভে, তদ্দ্বারা যজ্ঞোপকরণের সম্পাদন করতঃ অর্থাৎ যজ্ঞোচিত দ্রব্যের আয়োজন করতঃ তিন অশ্বমেধ দ্বারা যজ্ঞেশ্বর জনার্দ্দনের অর্চ্চনা করিলেন ॥ • ।' তদ্যজ্ঞে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আহৃত হইয়া রাজাকে যজ্ঞক্রিয়ায় সম্পন্নকরিয়া কয়েকমাস হস্তিনায় থাকিয়া, পরে * সুহৃৎদিগের দর্শন কামনায় রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞায় † কৃষ্ণার অর্থাৎ দ্রৌপদীর ও বন্ধুগণের সহিত এবং যদুগণ দ্বারা আবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণসহার্জ্জুনদ্বারকা নগরে গমনকরিলেন।৩৩

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথম স্কন্ধে পারীক্ষিতে পরীক্ষিজ্জন্মদ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

---

* সুহৃৎদিগের দর্শন কামনায়, অর্থাৎ দ্বারকা বাসি বন্ধুগণের শোকাপনয়ন নিমিত্ত।

† কৃষ্ণা অর্থাৎ দ্রৌপদ্যাদির সহিত দ্বারকাযাত্রাকরিলেন, অথবা বন্ধুগণের সহিত এবং দ্রৌপদীর সহিত রাজার অনুমতি লইয়া দ্বারকা যাত্রা করিলেন, ইত্যর্থে দ্রৌপদী ও রাজা এবং হস্তিনা বাসি দিগের অভিমতে অর্জ্জুনের সহিত দ্বারকায়গমন

ইতি প্রথমে দ্বাদশঃ। ১২।

এই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ পরমহংস সংহিতায় প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতপ্রস্তাবে পরীক্ষিতের জন্ম বৃত্তান্ত কথন নামে দ্বাদশাধ্যায়ঃ॥ ১২।

অথ ত্রয়োদশাধ্যায়ঃ॥

নির্গমো ধৃতরাষ্ট্রস্য বিদুরোক্ত্যা ত্রয়োদশে। উক্তঃ পৌত্রাভিষেকেণবক্তু ধর্ম্মরাজো মহাপথং। ১। স্বামীকৃত মুখবন্ধং।

ত্রয়োদশাধ্যায়ের মুখবন্ধ শ্লোকে শ্রীধরগোস্বামী সমস্ত অধ্যায়ের মূলব্যাখ্যা করিয়াছেন, অর্থাৎ বিদুরোক্তি দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের গৃহ পরিত্যাগ এবং বানপ্রস্থাশ্রমগ্রহণ। আর পৌত্রাভিষেক করতঃ মহারাজা যুধিষ্ঠিরের মহাপথে গমন অর্থাৎ স্বর্গারোহণ॥ ১।

সূতউবাচ॥ বিদুরস্তীর্থযাত্রায়াং মৈত্রেয়াদাত্মনোগতিং। জ্ঞাত্বাগাদ্ধাস্তিনপুরং তয়াবাপ্ত বিবিৎসিতং॥ ১॥

ইদানীং পরীক্ষিতঃ কলিনিগ্রহাদিক কর্ম্মাণি কথয়িষ্যন্ বিদুরাগমনেন ধৃতরাষ্ট্র প্রস্থানং ততোহর্জুনাগমনং ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্যান্তর্ধানং ততঃ পাণ্ডব প্রস্থানঞ্চ নিরূপয়তি ত্রিভিরধ্যায়ৈঃ। আত্মনো গতিং হরিং তয়া আত্মগত্যা অবাপ্তং বিবিৎসিতং জ্ঞাতুমিষ্টং সর্ব্বং যেন। ১।

শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদিকে কহিতেছেন, যে ইদানীং ত্রয়োদশাধ্যায়াবধি অধ্যায়ত্রয়ে বেদব্যাস পরীক্ষিতের কলিনিগ্রহাদি কর্ম্মসকল কথনাভিপ্রায়ে বিদুরাগমনের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রের বনপ্রস্থানানন্তর দ্বারকা হইতে

অর্জুনা গমন এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্বরণাদি ও পাণ্ডব দিগের স্বর্গারোহণ নিরূপণ করিয়া কহিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে, যথা (বিদুরইতি) ॥

মহাজ্ঞানী বিদুর মহাশয় তীর্থযাত্রায় গমন করিয়া ‡ মধুবন বাসী মৈত্রেয় গোস্বামী হইতে * আত্মগতি অর্থাৎ আপনার গতি বিজ্ঞাত হইয়া প্রাপ্তজ্ঞানে হাস্তিন পুরে অর্থাৎ হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন। ১

যাবতঃ কৃতবান্ প্রশ্নান্ক্ষত্তা কৌশারবা- গ্রতঃ। জাতৈক ভক্তির্গোবিন্দে তেভ্য- শ্চোপ ররামহ ॥ ২।

তদেবাহ। যাবতঃ! কর্ম্মযোগব্রতাদি বিষয়ান প্রশ্নান প্রথমং কৃতবান্ কৌশারবস্য মৈত্রেয়স্য পুরতঃ পশ্চাল্লিচত্তঃপ্রশ্নার্থ জ্ঞান মাত্রেণ গোবিন্দে জাতৈকভক্তিঃ কৃতার্থ সন্ তেভ্যঃ প্রশ্নেভ্য উপররাম ততঃপরং নজিজ্ঞাসিতবান্। ২।

বিদুর মৈত্রেয় গোস্বামীকে যেরূপ কর্ম্মযোগ ব্রতাদি বিষয়ক প্রশ্ন করিয়া বিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপতঃ অত্র শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন, যথা (যাবত ইতি) ক্ষত্তা অর্থাৎ বিদুর মৈত্রেয় সন্নিধানে § যে সকল

---

‡ মধুবন পদে বৃন্দাবনান্তঃপাতি স্থান, যাহাকে মধুনামে রাজা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

* আত্মনোগতি পদে আত্মগতি অর্থাৎ আপনার গতিই শ্রীকৃষ্ণ, ইহা মৈত্রেয় হইতে বিজ্ঞাত হইলেন।

§ যে সকল প্রশ্ন পদে কর্ম্মযোগ ব্রতাদি প্রশ্ন, অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি হইলেই কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়, সুতরাং তিনচারি প্রশ্নের জিজ্ঞাসাতেই বিদুরের চিত্ত শুদ্ধি হইয়া শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি

প্রশ্নকরিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা গোবিন্দে (১) দৃঢ়াভক্তিজন্মিয়া ছিল, ভক্তিজন্মানন্তর সেই সকল প্রশ্নের বিরামকরিলেন, অর্থাৎ আর কোন প্রশ্নই করিলেন না ।। ২ ।

তংবন্ধুমাগতং দৃষ্ট্বা ধর্ম্মপুত্রসহানুজঃ ধৃতরাষ্ট্রো যুযুৎসুশ্চ সূতঃ শারদ্বতঃ পৃথা ।। ৩ ।।

সূতঃ সঞ্জয়ঃ ; শারদ্বতঃ কৃপঃ । ৩ ।

অনন্তর, বিদুরের হস্তিনাপুরাগমনে বান্ধবেরা যে-রূপ সমাদরেগ্রহণ করিলেন, তাহা অত্রশ্লোকাবধি বর্ণন করিতেছেন, যথা (তমিতি) ।।

সেই পরমবন্ধু বিদুর সমাগত হইলেন দর্শন করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির ও ধৃতরাষ্ট্র, ও যুযুৎসু এবং সঞ্জয় আর কৃপাচার্য্য ও কুন্তী ।। অন্যদপি ।। ৩ ।

গান্ধারী দ্রৌপদী ব্রহ্মণ্ সুভদ্রা চোত্তরা কৃপী । অন্যাশ্চ যাময়ঃ পাণ্ডো জ্ঞাতয়ঃ সসুতাঃ স্ত্রিয়ঃ ।। প্রত্যুদযগ্মুঃ প্রহর্ষেণ প্রাণংতন্বইবাগতং । ৪ ।

কৃপী দ্রোণভার্য্যা যাময়ো জ্ঞাতিভার্য্যাঃ অন্যাশ্চস্ত্রিয়ঃপ্রাণ ত্রমিতি কুতশ্চিন্মূর্চ্ছাদি দোষতঃ প্রাণেহবসন্নে সতি তন্নঃকরা দ্র্যাদয়ো নিশ্চেষ্টাভবন্তি পুনস্তস্মিন্ম বিভূতে যথোত্তিষ্ঠন্তি তদ্বৎ । ৪ ।

(১) একভক্তি পদে দৃঢ়াভক্তি অর্থাৎ এক শব্দের প্রাধান্য অঙ্গীকার করিয়াছেন ।

হে শৌনক শ্রবণ করহ, অনন্তর, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা, কৃপী অর্থাৎ দ্রোণপত্নী অশ্বত্থামা জননী, আর অন্যান্যাস্ত্রী সকল, এবং যামি শব্দে বধূ, যামর শব্দে বহুবচন অর্থাৎ পাণ্ডুর বধূগণেরা, অপিচ সপত্র জ্ঞাতি স্ত্রীগণেরা বিদুরাগমনে অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইয়া তাঁহাকে আনিবার নিমিত্তে সকলেই অগ্রসার করিলেন, * যদ্রূপ আগত প্রাণে ইন্দ্রিয় সকল চেষ্টাবান হয় তদ্রূপ॥৪।

অভিসঙ্গম্য বিধিবৎ পরিষ্বজ্যাভিবাদনৈঃ। মুমুচুঃ প্রেমবাষ্পৌঘং বিরহোৎকণ্ঠ্যকাতরাঃ॥রাজাতমর্হয়াঞ্চক্রে কৃতাসন পরিগ্রহং। তং ভুক্তবন্তং বিশ্রান্ত মাসীনং সুখমাসনে। প্রশ্রয়াব নতো রাজা প্রাহ তেষাঞ্চ শৃণ্বতাং॥ ৫॥

বিরহেণ যদৌৎকণ্ঠ্যং তেনকাতা বিবশাঃ। ৫।

অনন্তর সকলেই বিদুর সমাগমে যথাবিধি আলিঙ্গন এবং অভিবাদনদ্বারা সন্তোষ করতঃ চির বিরহোৎকণ্ঠায় বিবশ হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন,। রাজা যুধিষ্ঠির পরমবন্ধু বিদুরকে যথাযোগ্য আসন

---

* আগত প্রাণেইন্দ্রিয় চেষ্টাপদে, মূর্চ্ছাদি দোষে প্রাণেরঅব সন্নতাহয় তাহাতে করপাদাদিসকল নিশ্চেষ্টহয়, পুনর্ম্মূর্চ্ছাশান্তি হইলে প্রাণের আগমনে যদ্রূপ চেষ্টাযুক্ত হয়, তদ্রূপ বিদুরের অদর্শনে সকলে নিশ্চেষ্ট হইয়াছিলেন, পুনরাগমনে সকলেই

প্রদানে সমাদর পূর্ব্বক পূজাকরিলেন, এবং বিদুর ও বিশ্রান্ত ভুক্তবান অর্থাৎ শ্রান্তিদূর করিয়া ভোজনাবসানে পরম সুখে উত্তমাসনে উপবিষ্ট হইলেন, অনন্তর রাজা বিনয়াবনত হইয়া ¶ সকলের সাক্ষাতে বিদুরকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৫।

যুধিষ্ঠির উবাচ ॥ অপিস্মরথ নোযুষ্মং পক্ষচ্ছায়া সমেধিতান্। বিপদ্গণা দ্বিষাগ্ন্যাদে র্মোচিতাঃ নঃ সমাতৃকান্ ॥ ৬।

পক্ষিণোহপত্যানি যথাস্নেহেন পক্ষছায়য়া বর্দ্ধয়ন্তি তদ্বৎ পক্ষপাতচ্ছায়য়া সমেধিতা যেঽস্মান্ স্মরথ সমেধিত্ব মেবাহ। বিপদ্গণাদস্মান্ মোচিতান্। ৬

অনন্তর মহারাজা যুধিষ্ঠির বিদুর মহাশয়কে যদভিপ্রায়ে কহিয়াছিলেন, সেই অভিপ্রায় এইশ্লোকে উক্ত হইয়াছে, যথা (অপিস্মরথেতি)॥

হেপিতঃ বিদুর আপনি যে সকল বিষাগ্ন্যাদি বিপদ্গণ হইতে কিরূপে আমারদিগকে মুক্ত করিয়া বৃদ্ধ করিয়াছেন, এতৎ সময়ে সেই সকল কথা স্মরণ করুণ, যেরূপ পক্ষীগণেরা আপন২ পক্ষ ছায়াদ্বারা শাবকগণকে নিরা

¶ সেই সকলের সাক্ষাতে ইত্যর্থে পূর্ব্বোক্ত সমাগত লোকসকলের সাক্ষাতে। শ্লোক মধ্যে তাঁহারদিগের শ্রবণ হইতে লাগিল বিদুরকে কহিতেছেন, ইহাতে সাক্ষাতে বলা কিরূপে সঙ্গতি হয়, তদর্থে, এস্থলে শ্রবণ প্রত্যক্ষতার প্রাধান্য বিধায় উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ বাক্যকথন প্রয়োজনে শ্রবণেরই গৌরব, সুতরাং ঐ শ্রবণ শব্দকে সাক্ষাৎ বিষয়ীভূত রূপে কহিয়াছেন।

পাদেবৃদ্ধিকরে, সেইরূপ আমরা ভবদীয় * মন্ত্র সমাশ্রয়ে মাতার সহিত বিপদ্গণ হইতে পরিমুক্ত হইয়াছি ॥ ৬ ।

কয়া বৃত্ত্যাবর্ত্তিতং বশ্চরদ্ভিঃ ক্ষিতিমণ্ডলং। তীর্থানি ক্ষেত্র মুখ্যানি সেবিতানীহভূতলে ॥ ৭ ॥

বো যুষ্মাভিঃ কয়াবৃত্ত্যা বর্ত্তিতং দেহবৃত্তিঃকৃতা কানিচ তীর্থাদীনি সেবিতানীতি। ৭

হে মহাত্মন আপনি কিরূপ স্বভাবে বর্ত্তিত থাকিয়া অর্থাৎ দেহ বৃত্তি রক্ষার্থ কিরূপাহারাদি করতঃ এই ক্ষিতিমণ্ডলে বিচরণ করিলেন, এবং পৃথিবী তলে তীর্থ সকল ও মুখ্য ক্ষেত্র সকলের সেবাইবা কিরূপে করিয়া আইলেন অর্থাৎ নির্বিঘ্নে কিরূপে তীর্থাদি পর্য্যটন করা হইল ॥ ৭ ।

ভবদ্বিধা ভাগবতা স্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং বিভো ॥ তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা ॥ ৮ ॥

ভবতাঞ্চ তীর্থাটনং নস্বার্থে কিন্তুতীর্থানুগ্রহায়েত্যাহ। মলিনজন সম্পর্কেন তীর্থানি অতীর্থানি সন্তি। সন্তঃ স্বয়ং তীর্থী কুর্ব্বন্তি পুনঃ তত্রস্থেন স্বস্যান্তঃ স্থিতেনবেতি। ৮।

---

* মন্ত্রসমাশ্রয় পদে যাহার মন্ত্রণাকে আশ্রয় করিয়া বিপদে মুক্ত হইয়াছি।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির বিদুর মহাশয়কে কহিতেছেন, যে তোমারদিগের তীর্থপর্য্যটন করা তীর্থানুগ্রহের নিমিত্তে আত্মার্থে নহে তদর্থে উক্ত হইয়াছে, যথা (ভবদ্বিধেতি।

ভবদ্বিধ ভাগবত অর্থাৎ তোমারদিগের ন্যায় ভাগবতেরা * তীর্থ সকলকে তীর্থী কৃত করিবার নিমিত্তে অর্থাৎ তীর্থ সকলকে পবিত্র করিবার কারণ পর্য্যটন করেন, যেহেতু তোমারদিগের চিত্তে ভগবানের নিয়ত অধিষ্ঠান নিমিত্ত তোমরা নিয়তই তীর্থীভূত অর্থাৎ স্বতঃপবিত্র আছ।। ৮।

অপিনঃ সুহৃদস্তাত বান্ধবাঃ কৃষ্ণদেবতাঃ।
দৃষ্টাঃ শ্রুতা বা যদবঃ স্বপুর্য্যাং সুখমা

---

* তীর্থ সকলকে তীর্থী কৃত পদে মলিন জন সম্পর্কে অর্থাৎ পাপাত্মাব্যক্তির সংস্পর্শে তীর্থ সকল অতীর্থ বৎহয়, (সন্তঃ) সাধুসকল তীর্থপাপের অপহরণ করতঃ পবিত্র করিবার কারণ তীর্থে তীর্থেপর্য্যটন করেন, ইহাপুরাণান্তরেও গঙ্গাবতরণ কালে ভগবৎ সমীপে গঙ্গা কহিয়াছিলেন, যে হে প্রভো; আমি ভারতে ভারতী অর্থাৎ সরস্বতীশাপে নদীরূপা হইয়া তবাজ্ঞা বশে গমনকরি, কিন্তু পাপী লোকেরা যে আমাকে নিরন্তর পাপ প্রদান করিবে, সেপাপে আমি কিরূপে পরিমুক্ত হইব তাহার আজ্ঞা করুন, গঙ্গা বাক্য শ্রবণে ভগবান কহিলেন, যে হে ভাগীরথি তুমি ভীতা হইও না তাহার উপায় আমি করিয়াছি, সর্ব্বদা আমাকে হৃদিমধ্যে যাহারা স্থান প্রদান করিয়াছে, সেই সকল ভাগবতেরা তোমাতে অবগাহন করিলেই তুমি পবিত্রা হইবে যেহেতু তীর্থপাদ গোবিন্দাধিষ্ঠান জন্য ভাগবতেরা স্বয়ং তীর্থী

সতে। ইত্যুক্তো ধর্ম্মরাজেন সর্ব্বং তৎ সমবর্ণয়ৎ। যথানুভূতং ক্রমশো বিনা যদুকুলক্ষয়ং॥ ৯॥

অপিকিং সুখমাসতে ভবদ্ভিঃক্বাপি দৃষ্টাঃ শ্রুতা বা। ৯।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির বিদুরকে শ্রীকৃষ্ণাদির কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে, যথা। (অপীতি)॥

হে ধর্ম্মজ্ঞ, হেতাত, স্বপুরী দ্বারকাতে আমারদিগের বান্ধব * কৃষ্ণ দৈবত যাদবেরা কিরূপে সুখে অবস্থিতি করিতেছেন, যদি আপনি দৃষ্ট বাশ্রুত হইয়া থাকেন তাহা বিস্তার করিয়া কহিতে আজ্ঞাহয়। ০ ॥ ধর্ম্মরাজা যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক এরূপ উক্তহওয়াতে বিদুরযাহাজ্ঞাত হই য়া ছিলেন তাহা সম্যক ক্রমশঃ অনুবর্ণনকরিলেন, কেবল যদুকুল ক্ষয়ের কথা কহিলেন না॥ ৯॥

নন্বপ্রিয়ং দুর্ব্বিষহং নৃণাং স্বয় মুপস্থিতং। নাবেদয়ৎ সকরুণো দুঃখিতান দ্রষ্টুমক্ষমঃ। ১০।

যদুকুল ক্ষয়া বর্ণনে কারণ মাহ নন্বেতি। ১০।

যদুবংশীয় কুশল জিজ্ঞাসু রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিদুর যে কারণে যদুবংশ বিনাশের কথা কহিলেন না তাহা এই শ্লোকে স্পষ্ট করিয়াছেন॥ যথা (নন্বিতি॥

---

* কৃষ্ণ দৈবত পদে কৃষ্ণই দেবতা যাহার দিগের হয় তাহার

* সকরুণ বিদুর অর্থাৎ যিনি পাণ্ডবদিগকে দুঃখিত দেখিতে অক্ষম, সেই বিদুর পাণ্ডবদিগের পরমপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বংশ বিনাশের কথা কিরূপে কহিতে শক্ত হয়েন যেহেতু তৎশ্রবণে পাণ্ডবেরা অবশ্যই খেদান্বিত হইবেন, একারণ রাজাকে যদুবংশ ধ্বংশের কথা কহিলেন না, কিরূপে যদুবংশ নাশ হইয়াছিল, না, (স্বয়মুপস্থিতং) অর্থাৎ অন্যান্য কারণের অপেক্ষা না করিয়া আপনং বিরোধে শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণেচ্ছাতেই বিনাশ হইয়াছে এতৎ বিনাশ বার্ত্তা মনুষ্যমাত্রেরই অপ্রিয় এবং দুঃসহ হয়। ১০

কঞ্চিৎকালমথাবাসীৎ সৎকৃতো দেববৎ স্বকৈঃ। ভ্রাতুর্জ্জ্যেষ্ঠস্য শ্রেয়স্কৃৎ সর্ব্বেষাং প্রীতি মাবহন্॥ ১১।

শ্রেয়স্কৃৎ তমুপদিশন্। ১১।

অনন্তর বিদুর স্বজনগণ কর্ত্তৃক দেব বৎ সৎকৃত হইয়া তথায় কিঞ্চিৎ কাল বাস করিলেন, বিদুর কিম্ভূত, না (!) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কল্যাণ কৃৎপুরুষ এবং সকলেরি প্রীতিপ্রদ হয়েন॥ ১১।

অবিভ্রদর্য্যমা দণ্ডং যথাঘমঘকারিষু। যাবদ্দধার শূদ্রত্বং শাপা দ্বর্ষশতং যমঃ। ১২।

---

* সকরুণ পদে করুণাযুক্ত।

(!) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কল্যাণকৃৎ অর্থাৎ শ্লোকে লেখেন (শ্রেয়স্কৃৎ) অর্থাৎ যাবৎ ধৃতরাষ্ট্রকে তত্ত্বোপদেশ করিয়াছিলেন,

ননুসৌ শূদ্রঃ কথং তত্ত্ব মুপদিশেৎ নহ্যসৌশূদ্রঃ কিন্তু যমঃ তদ্রূপেণাসীৎ কিন্তু অকারণং যমেচাত্র গতে অমুত্র কোদণ্ড ধর ইত্যপেক্ষায়া মাহ। অবিভ্রদিতি দণ্ডং ধৃতবান ইত্যর্থঃ। মাণ্ডব্যস্য শাপাৎ তথাহি কুচিচ্চৌরাননু ধাবন্তো রাজভটা মাণ্ডব্যস্য ঋষে স্তপশ্চরতঃ সমীপেতান্ সংপ্রাপ্য তেনসহ নিবদ্ধানীয় রাজ্ঞেনিবেদ্য তদাজ্ঞয়া সর্ব্বান্ শূল মারোপয়া মাসুঃ। ততো তমৃষিং জ্ঞাত্বা শূলাদবতার্য্য প্রসাদয়া মাস ততো মুনি যমং কুপিত উবাচ। কস্মাদহং শূল মারোপিত ইতিতেনোক্তং ত্বং বাল্যে শলভং কুশাগ্রেণা বিধ্য ক্রীড়িতবানিতি। তৎশ্রুত্বা মাণ্ডব্যস্তং শশাপ বাল্যেঽজানতমে মহান্তংদণ্ডং যতস্তং কৃতবান্ অতঃশূদ্রো ভবতি॥ ১২।

ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুর তত্ত্বোপদেশ করেন, ইহাতে এরূপ আপত্তি হয়, যে দাসীগর্ভজাত বিদুরশূদ্র, তিনি কিপ্রকারে মহারাজাকে তত্ত্বোপদেশ করিয়াছিলেন, অতএব বিদুর সাক্ষাত যম শূদ্র নহেন, কিন্তু স্বরূপে ছিলেন না, এবং যম এখানে অবস্থিতি করিলে অমুত্র অর্থাৎ পাপালোকের দণ্ডকে করিয়াছিল, তদর্থে উক্ত হইয়াছে, যথা (অবিভ্রদিতি॥

যাবৎ যম শূদ্রত্ব ধারণে মর্ত্ত্যলোকে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাবৎকাল যমলোকে পাপের বিচার এবং পাপ কারির দণ্ড কে করিয়াছিল, যেহেতু ব্রহ্মশাপে শতসম্বৎসরযম শূদ্রযোনি প্রাপ্তহইয়াছিলেন। ১২

এতদর্থে স্বামীব্যাখ্যা করিয়া কহিয়াছেন, যে ইহাও আপত্তি করা যায়, যে সকলের দণ্ডধর তিনি আবার কার দণ্ড গ্রহণ করিলেন, উত্তর, অৎরাকে যম শূদ্র

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎকালে * রূপান্তরে যমলোকে অবস্থিতি করিয়া পাপ পুণ্যের বিচার করিয়াছিলেন,

অত্রান্তরে বিদুরের শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কারণ আখ্যায়িকা দ্বারা কহিতেছেন, কান্যকুব্জ দেশে কতক গুলিন চোর একস্থানে চুরি করিয়া প্রভূতরত্ন লইয়া বণ্টনার্থ মাণ্ডব্যনামা ঋষির তপোবনে প্রবিষ্ট হয় এবং ধ্যানাবলম্বি ঋষির নিকট ঐধন সকলে বিভাগ করিয়া লইতেছিল এমত কালেরাজদূতেরা আসিয়া দস্যুগণকেধৃত করিয়া ঋষিকে দেখিয়া তস্করাশ্রয় জ্ঞানে বন্ধনকরিয়ালইল, কিন্তু তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল না, সুতরাং কোনবাক্য না কহাতে রাজার নিকট বিচারকালে সবস্তুক ধৃত চোরদিগের চৌর্য্যকরণ সাব্যস্ত হওয়াতে শূল প্রদানের আজ্ঞা হয়, তদাজ্ঞামতে সকলকেই শূলেদিল তাহাতেই চোরগণেরা পঞ্চত্বপ্রাপ্তহয়, কিন্তু জিতপ্রাণ মাণ্ডব্যঋষি শূলাগ্রেউপবিষ্ট থাকিলেন, শূলদ্বারা তৎশরীরভেদ হইলনা দিনেক দুইদিনপরে তদ্দৃষ্টে রাজদূতেরা চমৎকার জ্ঞানে রাজসন্নিধানেজানাইল, তৎশ্রবণ রাজাওদেখিতে আইলেন, এবং দৃষ্টিমাত্রেই ঋষিকেচিনিয়া সভয়ে অবতারিত করিয়া বিস্তর স্তুতিবাক্যে তাঁহাকে প্রসন্নকরিলেন, ঋষিও রাজার প্রতিকোপশূন্যযমপ্রতিকোপিতহইয়া যমলোকে উপস্থিত হইলেন, যমরাজা মাণ্ডব্যকে স্বাগত সম্ভাষ-

* রূপান্তরে যম পাপীদিগের দণ্ড করিয়াছিলেন, তদর্থে সূর্য্যই তৎকালে সকলেরবিচার করিতেন যেহেতু মূলে (অবিভ্র দর্য্যমাদণ্ডমিতি) উক্ত হইয়াছে. অর্থাৎ অর্য্যমা সূর্য্যের নাম, সুতরাং সূর্য্যরূপেই দণ্ডকর্ত্তা ছিলেন।

পূর্ব্বক উপবেশনে আসন প্রদান করিলেন, অনন্তর মাণ্ডব্য যমপ্রতি জিজ্ঞাসু হইলেন, যে কিকারণে মমশরীরে শূল ভেদ হইল, যম কহেন, যে আপনি বাল্যকালে শলভের অর্থাৎ ফড়িঙ্গের মার্গে ঈশাগ্র ভেদ করিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন তদপরাধে শূল প্রদত্তহইয়াছে, এতৎ শ্রবণে প্রকোপিতহইয়া ঋষি কহেন, যে বাল্যে পাপ পুণ্য জ্ঞাত পূর্ব্বক যৎসামান্য কর্ম্ম সমাচরিত হইয়াছিলাম তদর্থে এই মহান্‌দণ্ড করিয়াছ, অতএব তুমি অদ্য যমের যোগ্য নহ, সুতরাং তোমাকে শূদ্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। একারণ বিদুরের শূদ্র জন্ম হয় ফলেতিনি শূদ্র নহেন॥ অত্রান্তরে সত্তা উপাখ্যান আছে তাহা এস্থলে লিখিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু মুখ্যকারণ বিদুর বৃত্তান্ত হয়॥ ১২।

যুধিষ্ঠিরো লব্ধরাজ্যো দৃষ্ট্বা পৌত্রং কুলন্ধরং। ভ্রাতৃভি র্লোকপালাভৈ র্মুমুদে পরয়াশ্রিয়া॥ ১৩।

ইদানীং রাজ্যাপকর্ষণং নিরূপয়িত্বং উৎকর্ষং নিগময়িতি। যুধিষ্ঠিরইতি। কুলন্ধরং বংশধরং॥ ১৩।

শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদিকে, রাজা যুধিষ্ঠির দেবের রাজ্যাপকর্ষণের নিরূপণার্থে অর্থাৎ হৃতরাজ্যের পুনরুদ্ধারবিষয়ক উৎকর্ষতাকে বর্ণনকরিয়া কহিতেছেন, তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে॥ যথা (যুধিষ্ঠির ইতি)। লব্ধরাজ্য রাজা যুধিষ্ঠির অর্থাৎ হৃতরাজ্যপ্রাপ্ত,

যুধিষ্ঠির * কুলন্ধর পৌত্রকে দেখিয়া (।) লোকপাল সন্নিভ ভ্রাতৃগণের সহিত শ্রিয়ান্বিত পরমহর্ষযুক্ত হইলেন।১৩

এবং গৃহেষু শক্তানাং প্রমত্তানাং তদীহয়া। অত্যক্রামদবিজ্ঞাতঃ কালঃ পরম দুস্তরঃ॥ ১৪।

তদীহয়া গৃহব্যাপারেণ প্রমত্তানাং অত্যক্রামৎ আয়ুঃ কালোঽতিক্রান্তঃ। যদ্বা তান্ কালোঽতিক্রামদিত্যর্থঃ ।১৪।

এবম্প্রকারে গৃহ ব্যাপারে সংশক্ত ও প্রমত্ত অর্থাৎ [।] তদন্যৎ জ্ঞান শূন্য এবং তচ্চেষ্টায় নিয়ত রত হইয়া পাণ্ডবেরা ¶ দুস্তর অবিজ্ঞাত কালকে অতিক্রম করিলেন, অর্থাৎ পারত্রিক কর্ম্মাকরণে সুদুর্লভ পরমায়ুকে নিরর্থক্ষেপ করিলেন। ১৪।

বিদুরস্তদভিপ্রেত্য ধৃতরাষ্ট্রমভাষত। রাজন্নির্গম্যতাং শীঘ্রং পশ্যেদং ভয়মাগতং॥ ১৫।

অভিপ্রেত্য জ্ঞাত্বা।।১৫।

---

* কুলন্ধর পদে বংশধর।

(।) লোক পাল সন্নিভ পদে ইন্দ্র যম বরুণ কুবেরাদি তুল্য।

[।] তদন্যৎ জ্ঞান শূন্যপদে পরমার্থ জ্ঞান শূন্য, অর্থাৎ পাণ্ডবেরা, স্বতঃ সিদ্ধজ্ঞানী কিন্তু নরদেহ প্রাপ্তজন্য পরমার্থ জ্ঞানকে বিস্মৃত হইয়া রহিলেন।

¶ দুস্তর শব্দে যাহার পারহওয়া যায়না; অবিজ্ঞাত পদে

অনন্তর বিদুর তদভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, হেরাজন্ এই অন্ধকূপ সংসার হইতে নির্গমহ ও অর্থাৎ সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান কর, দেখ নিকটে পরম * ভয় আগত হইল। ১৫

প্রতিক্রিয়া নযস্যেহ ন্নতশ্চিৎ কর্হিচিৎ প্রভো। সএষ ভগবান্ কালঃ সর্ব্বেষাং নঃ সমাগতঃ ॥ ১৬।

তৎপ্রতীকার ক্রিয়তাং কিং নির্গমনেন তত্রাহ। প্রতিক্রিয়েতি। সর্ব্বেষামিতি যৈঃ প্রতিকর্ত্তব্যং তেষা মপীত্যর্থঃ। ১৬।

পুনরপি বিদুর রাজাকে কালপ্রভাব কহিতেছেন তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে যথা (প্রতিক্রিয়েতি)। হে প্রভো ধৃতরাষ্ট্র, আমারদিগের এবং সকলের সেই ভগবান কাল সমাগত হইলেন, যাহাঁর বেগের নিবারণার্থ কোন প্রীতিকার নাই। ১৬।

ইত্যর্থে প্রশ্নঃ যদি কোন মতে কালের প্রতি ক্রিয়া না থাকে, তবে তাহার প্রতীকারার্থ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে কোন্ অভিপ্রায়ে ভয় প্রদর্শন করাইলেন, উত্তর বিদুর

অজ্ঞানত কালকে অতিক্রম করিলেন। যদি বল দুস্তর কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারেন না পাণ্ডবেরা কি প্রকারে সেই কালের অতিক্রান্তহইলেন, উত্তর, কালের অতিক্রম পদে স্বয়ং কালই প্রবাহ দ্বারা পাণ্ডবদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিলেন, অর্থাৎ বাল্য পৌগণ্ড কৈশর যৌবনাবস্থাদির ক্রমে ব্যত্যয় হইয়া গেল।

* ভয় আগত পদে মৃত্যু নিকটহইল তার সংসারেথাকিয়া কি করিবেন।

ধৃতরাষ্ট্রকে এই অভিপ্রায়ে কহিয়াছিলেন, যে অনিবারণ মৃত্যু দেহবান মাত্রেই তদ্বশে গমন করিবেন, তাহার প্রতিক্রিয়া নাই, তবে তদ্বশে পুনঃ২ না যাইতে হয় এমত প্রতীকার করা আমারদিগের সাধ্য আছে, সেই প্রতীকার শুদ্ধ নির্গমন দ্বারা অর্থাৎ সংসার পরিত্যাগ করতঃ পরম পদান্বেষী হইলেই, কাল ভয়ের প্রতীকার হয়। ১৬।

যেন চৈবাভিপন্নোয়ং প্রাণৈঃপ্রিয়তমৈরপি। জনঃসদ্যো বিযুজ্যেত কিমুতান্যৈর্ধনাদিভিঃ ॥ ১৭ ॥

কথং ধনাদি বিয়োগঃ সোঢুং শক্যঃ অত আহ। যেনেচেতি। প্রতিপন্নঃ অভিগ্রস্তঃ। ১৭।

দুস্ত্যজ ধনাদির বিরহ কিরূপে সহিষ্ণুতা করিতে শক্ত হইব যদি সংসার পরিত্যাগ করি এই আশঙ্কা নিবারণার্থে বৈরাগ্যোদয় কারণ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে কহিতেছেন যথা। যেন চেতি ১॥

হে রাজন্ আমারদিগের সেই কাল প্রতিপন্ন হইয়াছে যদ্দারা জীব সকল সদ্য পরম প্রিয়তম প্রাণ সকলের সহিত বিযুক্ত হয়, সুতরাং প্রাণ হইতে * ধনাদির বিয়োগ গুরুতর নহে। ১৭।

পিতৃভ্রাতৃ সুহৃৎ পুত্রা হতাস্তে বিগতং বয়ঃ। আত্মাচ জরয়াগ্রস্তঃ পরগেহ মুপা

---

* ধনাদি বিয়োগের আদি পদে ধনজন দারাপত্যাদি।

সসে । অন্ধঃ পূরৈব বধিরো মন্দপ্রজ্ঞশ্চ সাংপ্রতং । বিশীর্ণদন্তো মন্দাগ্নিঃ সরাগঃ কফ মুদ্বমন্ ॥ ১৮ ॥

তত্রাবস্থানে দৈন্যমিতি দর্শয়ন্ বৈরাগ্য মুৎপাদয়তি । পিতৃভ্রাতৃ সুহৃদিতি । সপ্তভিঃ আত্মাদেহঃ । ১৮ ।

অনন্তর, ধৃতরাষ্ট্রের সংসারাবস্থিতি বিষয়ে দৈন্য প্রদর্শনদ্বারা বৈরাগ্যোৎপাদনের নিমিত্ত বিদুর যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা সপ্তশ্লোকে বর্ণনকরিতেছেন, যথা (পিতৃভ্রাতৃ সুহৃদিতি) ॥

হেরাজন্, ধৃতরাষ্ট্র তুমি আর সংসারে থাকিবার বাসনা কেন করিতেছ, যেহেতু তোমার * বয়সগত হইয়াছে এবং (।) পিতৃ ভ্রাতৃ সুহৃৎ সকলগত হইয়াছে, আর শরীর জরাগ্রস্ত, অন্ধ পূর্ব্বাবধিই, সাংপ্রত বধির ও মন্দপ্রজ্ঞ অর্থাৎ হতবুদ্ধি হইয়াছ, এবং পর গৃহে বাস করিতেছ, ‡ দন্তাদিও বিশীর্ণ হইয়াছে, আর মন্দাগ্নি অর্থাৎ আহার করিলে জীর্ণ করিতে পারনা, এবং সর্ব্বদা কাশদ্বারা কফ বমন করহ, তথাপি সংসারের অনুরাগ কিনিমিত্ত করিতেছ । ১৮ ।

* বয়সগত পদে বৃদ্ধকালোপস্থিত ।

(।) পিতৃ ভ্রাতৃ সুহৃৎপদে ভীষ্ম বাহ্লিক শকুনি জয়দ্রথাদি হত হইয়াছে ।

‡ দন্তাদি বিশীর্ণ পদে দন্তহীন ও কেশাদির শুক্লত্ব অথবা খল্বাটাদি হইয়াছে। অর্থাৎ টাক পড়িয়াছে ।

অহো মহীয়সীজন্তো জীবিতাশায়য়া ভবান। ভীমাপবর্জ্জিতং পিণ্ড মাদত্তে গৃহপালবৎ ॥ ১৭ ॥

যেন পুত্রাহতা স্তেন দত্তং পিণ্ডং গৃহপালঃ শ্বাইব। ১৭।

কি আশ্চর্য্য, জীবের জীবিতাশা, কি, মহীয়সী অর্থাৎ বলবতী, যেহেতু, যে জীবিতাশাতে তুমি এই সংসার ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহ। এতজ্জীবন ধারণের কিসুখ তাহা আমি উপলব্ধ করিতে পারিলাম না,। অর্থাৎ ভীমাপবর্জ্জিত পিণ্ডে জীবিত আছ, অর্থাৎ যদ্দারা শতপুত্র হত হইয়াছে তদ্দারা দত্তান্নভোজনে *গৃহপালের ন্যায় প্রাণধারণ করিতেছ সে কিরূপ, না, অহরহ গৃহস্থকর্তৃক প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া ও পুনঃ গৃহস্থ দত্ত অন্নেতেই পরিতৃপ্ত হয়। ১৭।

অগ্নির্নিসৃষ্টোদত্তস্তু গরো দারাশ্চ দূষিতাঃ। হৃতংক্ষেত্র ধনং যেষাং তদ্দত্তৈর সুভিঃ কিয়ৎ ॥ ২০ ॥

নিসৃষ্টঃ প্রক্ষিপ্তঃ গরো বিষং দূষিতা অবমতাঃ তদ্দত্তৈর সুাদিভির্লব্ধৈরসুভিঃ কিয়ৎ কিংপ্রয়োজনং নকিঞ্চিদিত্যর্থঃ। ২০

* গৃহপাল পদে কুকুর, এবং গৃহরক্ষককে ও গৃহপাল বলে, এখানে গৃহে পালিত, অর্থাৎ গৃহস্থ কর্ত্তৃক পালিত কুকুরকে ও গৃহপাল বলে।

পুনরপি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে হেতু প্রদর্শন দ্বারা কহিতেছেন, যথা (অগ্নিরিতি)

যাহার দিগকে * অগ্নিতে দাহ, বিষ প্রদান, করিয়াছ, এবং যাহারদিগের † স্ত্রীর অপমান করিয়া রাজ্য ধন লইয়া (॥) বনবাস দিয়াছিলে, এক্ষণে তাহারদিগের দত্ত অন্নে প্রাণ ধারণের কি প্রয়োজন॥ ২০।

তস্যাপিবত দেহোয়ং কৃপণস্য জিজীবিষোঃ। পরৈত্য নিচ্ছতো জীর্ণো জরয়া বাসসীইব॥ ২১॥

তস্যাপ্যেং সনুভবতো পিপইরতি ক্ষীয়তে। ২১।

কি খেদের বিষয়, তথাপি কৃপণ ব্যক্তির নশ্বরভ্রষ্ট দেহে জীবিতের ইচ্ছা হয়, যে দেহত্যাগের অনিচ্ছায় ও আপনি ত্যাগ হইয়া যায়, যদ্রূপ পুরাতন বস্ত্র যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিলে ও পরে দিন দিন আপনি ক্ষয় পায়, তদ্রূপ এই দেহ, ইহার নিমিত্ত জরাবস্থায় আর যত্ন কেন কর। ২১।

---

* অগ্নিতে দাহ, বিষ প্রদান পদে বারণাবতে জতু গৃহে অগ্নি প্রদান, বাল্যকালে ভীমকে বিষলড্ডুক ভক্ষণ করান ও তোমাহইতে হইয়াছে।

† স্ত্রীর অপমান পদে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণাদি. মূলে (দারাশ্চ দূষিতাঃ) বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

(॥) বনবাস দিয়াছিলে, ইত্যর্থে মূলে (নিসৃষ্ট) কহিয়াছেন, অর্থাৎ গৃহ হইতে নিঃসারিত করিয়াছিলে।

গতস্বার্থ মিমং দেহং বিরক্তো মুক্তবন্ধনঃ। অবিজ্ঞাত গতি র্জহ্যাৎ সবৈধীর উদাহৃতঃ ॥ ২২ ॥

গতস্বার্থং যশোধর্ম্মাদি শূন্যং। মুক্ত বন্ধনঃ ত্যক্তাভিমানঃ। ক্বগতা ইত্য বিজ্ঞাতা গতির্যস্য স। ধীরঃ প্রাপ্ত দুঃখস্য স্বয়ং সহনেন মুক্তিং প্রাপ্তেঃ বৈনিশ্চিতং। ২২।

* গত স্বার্থ এই দেহকে যে বিরক্ত হয়, অর্থাৎ যশ ও ধর্ম্মাদি রহিত দেহ ধারণে বিরক্ত যে পুরুষ, আর মুক্ত বন্ধন, অর্থাৎ (।) আত্মাভিমান শূন্য হয়, এবং ॥ অবিজ্ঞাতা গতিকে ত্যাগ করে, অর্থাৎ অজ্ঞানকে দূরীকৃত করতঃ জ্ঞানসোপানারূঢ়, তাহাকেই ধীর বলেন, ।২২।

---

* গতস্বার্থ পদে যশ ও ধর্ম্মাদিশূন্য জীর্ণদেহে ইহ কীর্ত্তি নাই এবং পরলোকার্থ ধর্ম ও নাই, তদ্দেহনাশ্যই জানিবেন, সুতরাং আপনি ইচ্ছা পূর্ব্বক দেহ নাশ করিলে অনিষ্টোপর্ত্তির সম্ভাবনা বিধায়, সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশ্রমান্তর গ্রহণে পরতত্ত্ব ন্বেষণ করাই উচিত হয়, ইত্যর্থে ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুরের বলা হইল যে তোমার ইহকীর্ত্তি নাই জ্ঞাতিবঞ্চন জন্য পরত্র ধর্ম্ম ও নাই, এতদুভয়া ভাব প্রযুক্ত এক্ষণে পরত্রোপকারার্থে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম গ্রহণ করাই উচিত।

(।) আত্মাভিমান পদে মমতা, আমি আমার ইত্যাকার জ্ঞান সুতরাং এই মমতাই জীবের প্রগাঢ় বন্ধন ইহার ত্যাগেই মুক্ত হয়, যথা (মমেতি বন্ধনং জন্তোর্নির্মমেতি নবন্ধতে)। আমি আমার শব্দ ই জীবের বন্ধন, আমি কেহনই ও আমার কেহ নয়, এই শব্দকে অবন্ধন কহিয়াছেন।

॥ অবিজ্ঞাত গতি পদে কোথায় যাইব পরকালেই বা কি আরাধনাতেই বা কি হইবে, ইহারইনাম অবিজ্ঞাত গতি, একূপ

ইত্যর্থেবলাইল যে ধীর শব্দে পণ্ডিত, অর্থাৎ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াও স্বয়ং সহ্যগুণে সহিষ্ণুতা দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সেই দুঃখের পর পারে গমন করে।।২২।

যঃস্বকাৎ পরতোবেহ জাতনির্ব্বেদআত্মবান্। হৃদিকৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ সনরোত্তমঃ ।। ২৩ ।।

নরোত্তমস্তুতত্তঃ প্রাগেব কৃতপ্রতীকারঃ স্বকাৎ স্বতএব পরতঃ পরোপদেশতোবা ।। ২৩ ।।

অনন্তর নরোত্তম লক্ষণ কথনে উক্ত করিয়াছেন, যথা (যঃস্বকাদিতি)।।

যে ব্যক্তি আপনা হইতে, কি পরোপদেশ দ্বারাইবা হউক সংসার বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া * আত্মবান হয়, এবং সর্ব্বান্তরাত্মা সকলের সম্ভজনীয় § হরিকে হৃদয়ে সংস্থিত করিয়া গৃহ হইতে বহির্গমনকরেন, তিনিইনরোত্তম।২৩

অথোদীচিং দিশং যাত্ত স্বৈরজ্ঞাতগতির্ভবান্। ইতোর্ব্বাক্ প্রায়শঃ কালঃ পুংসাং গুণ বিকর্ষণঃ ।। ২৪ ।।

ত্বন্তু নরোত্তমো মাভূঃ অতইদানীং ধীরো ভবেদিত্যাহ। অথেতি। অর্ব্বাক অর্ব্বাচীনো ভবিষ্যন্নিত্যর্থঃ। গুণান্ ধৈর্য্য দয়াদীন্ বিকর্ষতি আচ্ছিনত্তীতি যথা ।।২৪।

---

* আত্মবান্ পদে অধ্যাত্ম তত্ত্ববিৎ। অর্থাৎ সর্ব্বত্রে সমদর্শী হয়।

§ হরিকে হৃদয়ে পদে হরিভাবনা ব্যতীত ভাবনান্তর শূন্য।

বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে কহিতেছেন, হে রাজন্ তুমি আপন হর স্বজন সহিত (উদীচিদিশ) অর্থাৎ উত্তর দিকে গমন করহ, যেহেতু তুমি অর্ব্বাচীন অর্থাৎ পূর্ব্বদর্শী নহ, ইতঃপর * অজ্ঞাত গতি কাল প্রায়ই জীবের ¶ গুণ বিকর্ষণ করিবেন। ২৪॥

এবং রাজা বিদুরেণানুজেন প্রজ্ঞাচক্ষুর্ব্বোধিত আজমীঢ়ঃ। ছিত্ত্বা স্বেষু স্নেহপাশান্দ্রঢ়িম্নো নিশ্চক্রাম ভ্রাতৃসন্দর্শিতাধ্বা॥ ২৫॥

আজমীঢঃ অজমীঢ় বংশজঃ প্রজ্ঞাচক্ষুঃ অন্ধঃ এবং বোধিতঃ সন্ দ্রঢ়িম্ন শ্চিত্তদার্ঢ্যাৎ ভ্রাত্রাসংদর্শিতো ধ্বা বন্ধমোক্ষয়োর্ম্মার্গো যস্যসঃ॥ ৫॥

---

* অজ্ঞাত গতিকাল, পদে যাহার গতি জানাযায়না,।

¶ গুণবিকর্ষণ পদে জীবের চিত্তহইতে ধৈর্য্য দয়াদির আকর্ষক অর্থাৎ প্রায়ই লোক নির্দ্দয় হইবেক; ইহাতে আত্মদেহাদির অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন, অর্থাৎ কেহই মুমূর্ষু কালের গতি জানিতে পারেনা, অর্থাৎ তৎকালে কাল প্রায়ই জীবের ধৈর্য্যাদিগুণ সকলকে অপহরণ করেন, তখন আর কোন উপায় করিতে পারেনা; সুতরাং সাবকাশ কালেই পারত্রিকে পরিত্রাণার্থ উপায় চিন্তাকরহ। অন্যদপি। মহারাজ এই সময়েই উদীচিকর্ম্ম অর্থাৎ উত্তরকালিক কর্ম্ম সম্পন্ন করহ, ইতঃপর প্রায়ই সর্ব্বজীবের গুণ বিকর্ষণ কালের আগমন হইবেক অর্থাৎ কলি সমাগত হইবে, তখন আর কোনকার্য্যই সম্পন্ন হইবেকনা। কলিবশতঃ প্রায়ই জীবের ধৈর্য্য দয়া ধর্ম্মাদি গুণের বর্জ্জন হইয়া যাইবেক।

রাজা আজমীঢ়, অর্থাৎ অজমীঢ় নামেরাজার বংশ প্রসূত ধৃতরাষ্ট্র, এবং প্রজ্ঞাচক্ষু, ফলিতার্থ বুদ্ধিই চক্ষু যাহার ইত্যর্থে অন্ধ, অনুজ ভ্রাতা বিদুর কর্ত্তৃক এবম্প্রকার বোধিত হইয়া স্বজনাদির প্রতি দৃঢ়তর স্নেহ পাশের ছেদনকরিয়া ভ্রাতৃসন্দর্শিত পথে গমনকরিলেন । অর্থাৎ বিদুর কর্ত্তৃক, উপদিষ্ট হইয়া বন্ধ মোক্ষের পথকে জানিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ পথে অভিগামী হইলেন ॥ ২৫ ।

পতিংপ্রয়ান্তং সুবলস্য পুত্রী পতিব্রতা চানুজগামসাধ্বী । হিমালয়ং ন্যস্তদণ্ড প্রহর্ষং মনস্বিনা মিবসৎ সংপ্রহারঃ । ২৬

সুবলস্য পুত্রী গান্ধারী সাধ্বী সুশীলা হিমালয়ংযান্তং পতিমনুজগাম কথং সা সুকুমারী হিমাদি দুঃখরূলং হিমবন্তং গতা অতআহ । ন্যস্ত দণ্ডানাং সন্ন্যাসিনাং প্রহর্ষো যস্মিন্তং দুঃখদমপিকেষাং চিৎপ্রহর্ষে হেতু র্ভবতীতি । অত্রদৃষ্টান্তঃ মনস্বিনাং শূরাণাং যুদ্ধে সন্তীব্র প্রহারো যথা পাঠান্তরে সৎ সংপ্রহারং যুদ্ধং যথেতি । ২৬ ।

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রকে হিমালয় গমনোন্মুখ দেখিয়া সুবলরাজ পুত্রী গান্ধারী তৎসহান গমন করিলেন । গান্ধারী কিম্ভূতা, না, পতিব্রতা অর্থাৎ পতি সেবা পরায়ণা পুনঃ কিম্ভূতা, না, সাধ্বী অর্থাৎ সুশীলা, হিমালয়, কিদৃশ, না, (ন্যস্তদণ্ড প্রহর্ষং) অর্থাৎ সন্ন্যাসি দিগের হর্ষ প্রদস্থান । গান্ধারীবিষয়ক পুনঃ কহিতেছেন, যে হিমাদি

দুঃখ বহুল স্থানে সুকুমারী অর্থাৎ কোমলাঙ্গী চির সুখোষিতা অর্থাৎ চিরকাল সুখে বাস করিয়াছেন, এবম্ভূতা রাজমহিষী কিরূপে দুঃখ সহিষ্ণুতায় গমনোন্মুখী হইলেন, উত্তর যদিও দুঃখদস্থান হিমালয়বটে, তথাপি কাহার২ সুখপ্রদ হয়েন, তাহার দৃষ্টান্তঃ যেমন সন্ধিস্থলে বপ্রহার সর্ব্বসাধারণের ক্লেশকর, কিন্তু মনস্বি অর্থাৎ বীরের দিগের সেই গাঢ় সংপ্রহার হর্ষদ অর্থাৎ সুখের নিমিত্ত হয়, তদ্রূপ হিমালয় মলিনাত্মা সংসারীর ক্লেশ দায়ক, কিন্তু সন্ন্যাসিদিগের হর্ষপ্রদ হয়েন॥ ২৬।

অজাতশত্রুঃ কৃতমৈত্রোহুতাগ্নির্ব্বিপ্রান্নত্বা তিলগোভূমিরুক্মৈঃ। গৃহং প্রবিষ্টো গুরুবন্দনায় নচাপশ্যৎ পিতরৌ সৌবলীঞ্চ॥ ২৭।

কৃতং মৈত্রং মিত্রদৈবত্যং সন্ধ্যাবন্দনং যেন স নত্বা সংপূজ্য পিতরৌ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রৌ। ২৭।

বিদুরের মন্ত্রণায় রাত্রিকালেই বিদুর গান্ধারীর সহিত ধৃতরাষ্ট্র বন প্রস্থান করেন, অনন্তর প্রভাত কালে রাজা যেরূপ জানিয়াছিলেন, তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে, যথা (অজাতশত্রুরিতি)॥

অজাত শত্রু অর্থাৎ যাঁহার শত্রু নাই সেইরাজাযুধিষ্ঠির প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করতঃ কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া, অর্থাৎ সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া অগ্নিহোত্র কর্ম্ম সম্পন্নে তিল গাবি স্বর্ণাদি দানে বিপ্রগণের পূজাকরিয়া বিদুর

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর বন্দনার্থে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।২৭

তত্র সঞ্জয় মাসীনং পপ্রচ্ছোদ্বিগ্নমানসঃ। গাবল্‌গণে ক্ব নস্তাতো বৃদ্ধো হীনশ্চ নেত্রয়োঃ॥ অম্বা বা হত পুত্রার্ত্তা পিতৃব্যঃ ক্ব গতঃ সুহৃৎ॥ ২৮।

হে গাবল্‌গণে, গবল্‌গণস্য পুত্র সঞ্জয়! ২৮।

মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রাদিকে গৃহমধ্যে না দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া তত্রস্থ সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা (তত্রেতি)॥

রাজা যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে গৃহমধ্যে না দেখিয়া উদ্বিগ্নমনা হইয়া তৎস্থানে উপবিষ্ট সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করেন, হে গাবল্‌গণ অর্থাৎ গবল্‌গণ পুত্র সঞ্জয়, বৃদ্ধ, হীননেত্র আমারদিগের জ্যেষ্ঠতাত কোথায়, এবং পুত্রশোকে কাতরা গান্ধারীই বা কোথায়, আর পরম সুহৃৎ পিতৃব্য বিদুরই বা কোথায় গমন করিয়াছেন॥২৮

অপি মে য্য কৃতপ্রজ্ঞে হতবন্ধুঃ সভার্য্যয়া। আশংসমানঃ শমলং গঙ্গায়াং দুঃখিতোঽপতৎ॥ ২৯।

অকৃত প্রজ্ঞে মন্দমতৌ শমলং অপরাধং আশংসমানঃ ভার্য্যয়া সহ! ২৯।

অপিচ রাজা আরো বিতর্ক করিয়া কহিতেছেন, যথা (অপীতি)।।

ইহা নিশ্চয় বোধ হইতেছে, * অকৃত প্রজ্ঞ যে আমি তামাতে † অপরাধ আশংসমান হইয়া দুঃখে ভার্য্যার সহিত বুঝি গঙ্গাতে আমগ্ন হইয়াছেন।। ২৯।

পিতর্য্যুপরতে পাণ্ডৌ সর্ব্বান্নঃ সুহৃদঃ শিশূন্। অরক্ষতাং ব্যসনতঃ। পিতৃব্যৌ কৃগতাবিতঃ।। ৩০।

যৌ অরক্ষতাং ভৌইতঃ স্থানাৎ। ৩০।

পুনরপি বিলাপ সূচক বাক্যে সঞ্জয় সম্বোধনে রাজা কহিতেছেন, যথা (পিতরীতি)।

আমারদিগের পিতা পাণ্ডুর ‡ উপরতি হইলে পর পরম দুঃখিত শিশু আমার দিগকে সুহৃৎ রূপে যে বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র দুঃখেতে রক্ষা করিয়াছিলেন,

---

* অকৃত প্রজ্ঞ পদে মন্দ বুদ্ধি অর্থাৎ রাজ্যার্থে আমিই তাঁহার অনিষ্ট সাধন করিয়াছি, বিশেষতঃ মন্দ বুদ্ধি শব্দে অল্প বুদ্ধি, তাহার কারণ যাহার প্রতি পালন করিতে হয়, তাহাকে হনন করিয়া ধন গ্রহণ যে করে সেই অল্পবুদ্ধি, সুতরাং আমা হইতেই এই অল্পবুদ্ধির কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

† অপরাধ আশংসমান্ পদে, এই সকল অপরাধে অপরাধি আমি ইহা কহিয়া আমার অন্ন গ্রহণ করিবেন না ইত্যভিপ্রায়ে দুঃখিত হইয়া বুঝি তিনি গঙ্গা প্রবেশে প্রাণ ত্যাগ করিয়া থাকিবেন!

‡ উপরতি পদে পিতার মৃত্যু হইলে পর।

সেই পিতৃব্য ও জ্যেষ্ঠতাত এস্থান হইতে ইদানীং কোন স্থানে গমন করিয়াছেন, সঞ্জয় তাহা কহিয়া শান্ত করহ।। ৩০।

শ্রীসূত উবাচ। কৃপয়া স্নেহবৈক্লব্যাৎ সূতো বিরহ কর্ষিতঃ। আত্মেশ্বর মচক্ষাণো ন প্রত্যাহাতি পীড়িতঃ।। ৩১।

কৃপয়া স্নেহ বৈক্লব্যাৎ চাতি পীড়িতঃ আত্মেশ্বরং ধৃতরাষ্ট্রং অপশ্যন্ বিরহকর্ষিতঃ সূতঃ সঞ্জয় প্রত্যুত্তরং নাহ। ৩১।

অনন্তর শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি নৈমিষীয় ঋষিগণকে কহিতেছেন, যথা (কৃপয়েতি)।

রাজা যুধিষ্ঠিরের দৈন্যযুক্ত বাক্যশ্রবণে সঞ্জয় স্নেহ বৈক্লব্য অর্থাৎ প্রভুবিচ্ছেদে অতি পীড়িত হইয়া আত্মেশ্বর অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রের অদর্শনে অত্যন্ত বিরহাতুর তৎকালে যুধিষ্ঠিরের বাক্যের কোন উত্তর প্রদান করিলেন না।। ৩১।

বিমৃজ্যাশ্রূণি পাণিভ্যাং বিষ্টভ্যাত্মান মাত্মনা। অজাত শত্রুং প্রত্যূচে প্রভোঃ পাদাবনুস্মরণ্।। ৩২।

আত্মনা বুদ্ধ্যা আত্মানং মনো বিষ্টভ্য ধৈর্য্যযুক্তং কৃত্বা প্রভো ধৃতরাষ্ট্রস্য। ৩২।

অনন্তর সঞ্জয় কিঞ্চিৎ ক্ষণ ব্যবধানে হস্তদ্বয় দ্বারা চক্ষু

জলের অপনয়ন করিয়া * আত্মাতে আত্মাকে অভিনি বিষ্টকরতঃ ধৃতরাষ্ট্রের পাদানু স্মরণকরিয়া অজাত শত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যুত্তর করিতেছেন ॥ ৩২।

সঞ্জয় উবাচ ॥ অহং ব্যবসিতং রাজন্ পিত্রোস্তেঙ্গলনন্দন। নবেদ সাধ্ব্যা গান্ধার্য্যা মুষিতোস্মি মহামতে ॥ ৩৩।

অর্থাদ্বিপাঠঃ ॥ নাহং বেদ্মি ব্যবসিতং পিত্রোবঃ ঙ্গলনন্দন। গান্ধার্য্যা বা মহা বাহো মুষিতোস্মি মহাত্মভিঃ। ৩৩।

গান্ধার্য্যাশ্চ ব্যবসিতং নিশ্চয়ংযতো মুষিতঃবঞ্চিতোস্মি।৩৩ রাজা যুধিষ্ঠিরকে সঞ্জয় অতিকাতরে কহিতেছেন, হে রাজন § ঙ্গলনন্দন আমি তোমার পিতৃব্য ও জ্যেষ্ঠতাত অর্থাৎ বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্রের এবং গান্ধারির কোথায় বাস হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত নহি ॥ ৩৩।

অথাজগাম ভগবান্নারদঃ সহতুম্বুরুঃ। প্রত্যুত্থায়াভি বাদ্যাহ সানুজোঽভ্যর্চয়ন্মুনিং ॥ ৩৪।

পাঠান্তরং॥ অথাস্মিন্নন্তরে বিপ্রা নারদঃ

---

* আত্মা পদে বুদ্ধি এবং মনঃ সেই বুদ্ধিতে মনকে অভিনি বিষ্ট করত. অর্থাৎ মনকে ধৈর্য্য যুক্ত করিয়া কহিতেছেন।

§ কুল নন্দন পদে কুলের আনন্দ জনক।

প্রত্যদৃশ্যতে। বীণাং ত্রিতন্ত্রীং ধ্বনয়ন্ ভগবান্ সহতুম্বুরুঃ ॥ রাজাদরোপনীতার্ঘ্যং প্রত্যুত্থায়াভিবন্দিতং। পরমাসনমাসীনং পৌরবেন্দ্রো ভ্যভাষত॥ ৩৪।

এবং কঞ্চিৎকালং শোচতি তস্মিন্ অথ নারদ আজগাম। অত্রাস্তি ক্বচিৎ পুস্তকে পাঠান্তরং তদুল্লংঘ্য যথা সংপ্রদায়ং ব্যাখ্যায়তে! শোক মোহা দভ্যর্চ্চয়ন্নিবাহ রাজা ভগবাচ্চ্য ॥ ৩৪!

এইরূপ কিঞ্চিৎকাল শোক করিতেছিলেন, অনন্তর তথায় নারদের সমাগমন হয়, যথা (অথেতি)।

মহারাজ যুধিষ্ঠির পিতৃব্যাদির অদর্শনে শোক করিতেছিলেন এমতকালে সেইস্থানে তুম্বুরুর সহিত ভগবান নারদ গোস্বামী সমাগত হইলেন তদ্দৃষ্টে ভ্রাতৃগণের সহিত মহারাজা গাত্রোত্থান করতঃ সমাদর পূর্ব্বক অভিবাদনানন্তর অর্চ্চনা করিয়া মহামুনি নারদকে কহিতেছেন ॥ ৩৪।

দ্বিপাঠ শ্লোকের অর্থঃ। শৌনকাদিকে সূত গোস্বামী কহিতেছেন, পিতৃব্যাদির শোকে যৎকালে রাজা শোক করিতে ছিলেন, তৎকালেই তথায় নারদকে দর্শন করিলেন, অর্থাৎ অব্যাহত গতি ঋষি ত্রিতন্ত্রী বীণায় গান করিতে২ তুম্বুরুর সহিত ভগবান্ নারদ দেখাদিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির গাত্রোত্থান করত সমাদরে অর্ঘ্য দান দ্বারা পূজাকরিলেন, এবং রাজাকর্তৃক পূজিত হইয়া তদ্দত্ত পরমাসনে উপবেশন করিলেন, অনন্তর দেব ঋষি

যুধিষ্ঠির উবাচ। নাহং বেদগতিং পিত্রো ভর্গবান্ কৃগতাববিতং। অম্বাবা হতপুত্রা র্ত্তাকৃগতাচ তপস্বিনী ॥ ৩৫।

নাহং বেদ বেদ্মি ॥ ৩৫

মহারাজ যুধিষ্ঠির নারদকে বিনয় পূর্ব্বক আত্মাবস্থা নিবেদন করতঃ কহিতেছেন, যথা (নাহমিতি)॥

হে ভগবন্ নারদ, আমিপিতৃব্যজ্যেষ্ঠ তাতঅর্থাৎ * বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের গতিজানিতে পারিলাম না, যে তাঁহারা এখান হইতে কোথায় গমন করিয়াছেন, এবং হতপুত্রার্ত্তা অর্থাৎ পুত্র শোককাতরা † ও তপস্বিনী গান্ধারীই বা কোথায় গিয়াছেন॥ ৩৫।

কর্ণধার ইবাপারে ভগবান্ পারদর্শকঃ।
অথাবভাষেভগবান্নারদো মুনিসত্তমঃ। ৩৬

অপারে শোকার্ণবে ভগবংস্ত্বমেব পারদর্শকঃ অতো ব্রূহীতি শেষঃ ॥ ৩৬।

নারদ সম্মুখে প্রশ্ন করতঃ রাজা কহিতেছেন, যথা (কর্ণধার ইতি)॥

এই অপার শোক সাগরে পারদর্শক কর্ণধার স্বরূপ

---

* বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের গতি জানিতে পারিলাম না এতদ্বাক্য নারদ সাক্ষাতে কথনের অভিপ্রায়, যে নারদ সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞ, ইহাঁ হইতে পিতৃব্যদিগের গতির নিরূপণ হইতে পারিবে।

† গান্ধারীকে তপস্বিনী বলার তাৎপর্য্য ব্রতশীল ব্যক্তিকে তপস্বীবলে, সুতরাং গাঢ় পতিব্রত পরায়ণা গান্ধারী তপস্বিনী শব্দের বাচ্যা বটেন॥

নারদকে নিশ্চয় করিয়া, অনন্তর রাজা কহিতেছেন, হে ভগবন্ আপনি কহেন যে ইহাঁরা এতৎস্থান হইতে কোথায় অবস্থিতি করিয়াছেন। অনন্তর ভগবান্ নারদ গোস্বামী কহিতেছেন ॥ ৩৬।

শ্রীনারদ উবাচ ॥ মাকঞ্চন শুচো রাজন্ যদীশ্বর বশংজগৎলোকাঃসপালা যস্যে মে বহন্তি বলিমীশিতুঃ ॥ ৩৭ ॥

সসং যুনক্তি ভূতানি সএব বিযুনক্তি চ। যথাগাবো নসিপ্রোতাস্তন্ত্র্যাবদ্ধাশ্চ দামভিঃ। বাকতন্ত্র্যা দামভির্বদ্ধা বহন্তি বলিমীশিতুঃ ॥ ৩৭॥ দ্বিপাঠঃ॥

আদাবেব যথা বৃত্তকথনে শোকেন মূর্চ্ছিতঃ পতেদিতি প্রথমং তাবৎ শোকমুপশময়তি কঞ্চন মাশুচঃ মাশোচঃনকেবলং তাস্মৈ যস্মাদীশ্বরাধীনং জগৎ তাবদেবাবলোক ইতি। ৩৭।

আদৌযথা বৃত্তান্ত কথনে শোকদ্বারা মূর্চ্ছিত হইয়া যদি পতন হয়ঃ তন্নিমিত্ত শোকাপনয়নার্থ মুনিবর কহিতেছেন, যথা (মাকঞ্চনেতি) ॥

শ্রীনারদ গোস্বামী রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন, হে মহারাজ, তুমি কোন বিষয়েই কিছু শোক করিহ না, যে হেতু এই জগৎ ঈশ্বরাধীন, ইহাতে কাহারও কর্ত্তৃত্বনাই, ফলিতার্থ সমস্তলোক লোকপালের সহিত তাহাঁর বলি

কে বহন করিতেছেন। অর্থাৎ ঈশ্বরাজ্ঞায় জগৎকার্য্যে * লোকপালাদিরা যন্ত্রিত আছেন॥ ৩৭।

অত্র শ্লোকের যে দ্বিপাঠ তদর্থে উক্ত হইয়াছে, যে হে রাজন্ যে জগদীশ্বর ভূতাদিকে জগতে যুক্ত করিতেছেন, সেই জগদীশ্বরই কালে বিযুক্ত করেন, অর্থাৎ নিয়োগ বিয়োগ দুই তদধীনে রহিয়াছে, যেমন গো সকল মেধি রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া পরিভ্রমণ করে, সেইরূপ ঈশ্বর বাক্য রূপ রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া জীব সকল ভ্রাম্যমাণ হইতেছে,॥ ৩৭।

যথাক্রীড়োপস্কারাণাং সংযোগ বিগমাবিহ। ইচ্ছয়া ক্রীড়িতুঃ স্যাতাং তথৈবেশেচ্ছয়া নৃণাং॥ ৩৮।

প্রকৃতৌ পারতন্ত্র্য মুক্ত্বা সংযোগ বিয়োগ যোরপ্যাহ। যথা ইতি ক্রীড়োপস্কারাণাং ক্রীড়াসাধনানাং। ৩৮।

শ্রীনারদ গোস্বামী রাজাকে জীব সংসারে ‡ পারতন্ত্রে

---

* লোকপালাদিরা ঈশ্বরের বলিকে বহন করেন, অর্থাৎ ঈশ্বরাজ্ঞায় চলিতেছেন, কদাচিৎ স্বতন্ত্রে চলিতে পারেননা, যথা শ্রুতিঃ (যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ। যদ্ভয়াদ্বর্ষতীন্দ্রোপি মৃত্যুশ্চরতি জন্তুষু॥) যাঁহার ভয়ে বায়ু বহেন, যাঁহার ভয়ে সূর্য্য আলোক করেন; যাঁহার ভয়ে ইন্দ্র সময়েং বর্ষণ করেন যাঁহার ভয়ে মৃত্যু সর্ব্বভূতে সঞ্চরিত হয়েন, তিনিই সকলের নিয়ন্তা। সুতরাং তদধীনতা প্রযুক্ত যাহা হইবার তাহাই হয় জীবের শোক করা নিরর্থক॥

‡ পারতন্ত্র পদে পরাধীন অর্থাৎ সকলেই ঈশ্বরবশে বিচরণ করে।

প্রবৃত্ত করিয়া তত্র শ্লোকে সংযোগ বিয়োগের দৃষ্টান্ত দিতেছেন যথা (যথেতি)॥

এই সংসারে জীব ঈশ্বরাধীনে ক্রীড়িত হয়, যেমন * ক্রীড়োপস্কার সকলের সংযোগ ও বিয়োগ শুদ্ধ ক্রীড়কের ইচ্ছাধীন হয়, সেইরূপ এই সংসারে জীবের সংযোগ ও বিয়োগ হইতেছে॥ ৩৮।

যন্মন্যসেধ্রুবং লোক মধ্রুবং বা নবোভয়ং। সর্ব্বথাহিনশোচ্যাস্তে স্নেহাদন্যত্র মোহজাৎ॥ ৩৯।

ঈশ্বরাধীনত্বা ন্নশোকঃ কার্য্য ইত্যুক্তং। লোকতত্ত্বে চ বিচার্য্যমাণেনির্বিষয়োয়ং শোক ইত্যাহ! যদ্যদি লোকং জনং ধ্রুবং জীবরূপেণাধ্রুবং দেহরূপেণ নবেতি নধ্রুবং নাপ্যধ্রুবং শুদ্ধ ব্রহ্ম স্বরূপত্বেন অনির্ব্বচনীয়ত্বেন বা উভয়ং বা চিজ্জড়াং শতঃ সর্ব্বথা চতুর্ষ্বপি পক্ষেষু তে পিত্রাদয়ো নশোচ্যাঃ স্নেহাদন্যত্র স্নেহত্রস কেবলং শোকহেতুঃ সচাজ্ঞান মূল ইত্যর্থঃ। ৩৯।

নারদ গোস্বামী পনঃ রাজাযুধিষ্ঠিরকে নিঃশোক করণার্থে যদুপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা এই শ্লোকে উক্ত করিয়াছেন, যথা (যন্মন্যসে ইতি)॥

---

* ক্রীড়োপস্কার পদে নির্জ্জীব পুত্তলিকার যদ্রূপ বিবাহাদি দ্বারা ক্রীড়কেরা ক্রীড়া করে কিন্তু তাহাতে পুত্তলিকাদির কোন ক্ষমতা নাই, তদ্রূপ ঈশ্বরাধীনে মনুষ্যাদিরা এইজগতে ক্রীড়িত হয় ফলে তাহারদিগের ক্ষমতা কিছুমাত্র নাই।

হে রাজন্ এতৎলোক সকলকে * ধ্রুববা অধ্রুব অর্থাৎ নশ্বর অথবা শাশ্বত জ্ঞান যাহাকর, তাহাতে সর্ব্বথাই শোক অকর্ত্তব্য, যেহেতু এতৎবিশ্ব ঈশ্বরাধীনহয়, অথবা ঈশ্বর রূপেই বা পরিণত হউক, উভয়তই শোকের বিষয় নহে, অর্থাৎ অনাশ্য হইলেও শোক নিরর্থ অথবা অবশ্য নাশ্য হইলে ও শোকের বিষয় কি, ।।

যেহেতু ইহা ঈশ্বরায়ত্তব্যতীতজীবের আয়ত্তনহে ফলিতার্থ চিজ্জড়াংশ অর্থাৎ জ্ঞান বিজ্ঞানাংশদ্বারা বিশ্ব রচনা, ইহার উপায়াপায় এক ঈশ্বরকে মান্যকরাযায়, সুতরাং জ্ঞানবানব্যক্তির সংযোগেবিয়োগে ও হর্ষশোকোপস্থিত হয়না, স্নেহাদন্ত্র শোকোৎপত্তির স্থাননাই, অর্থাৎ স্নেহহেতুই শোকের উৎপত্তি হয়, স্নেহপদে মায়া, মায়াকেই অজ্ঞান বলে, সুতরাং শোকের মূলই অজ্ঞান ।। ৩৯ ।

তস্মাজ্জহ্যাঙ্গ বৈক্লব্য মজ্ঞান কৃত মাত্মনঃ । কথং ত্বনাথাঃ কৃপণা বর্ত্তেরন্ মা মনাশ্রিতাঃ ।। ৪০ ।

তস্মান্মাং বিনাকথং বর্ত্তেরন্ ইতি মনসো বৈক্লব্যং ব্যাকুলতাং ত্যজ । ৪০ ।

|| হে অঙ্গ, অর্থাৎ যুধিষ্ঠির তুমি এমত মনে করিহ না যে আমা বিহনে তাহাঁরা দুঃখান্বিত অনাথের ন্যায় কোথায় বাস করিতেছেন, সকলি ঈশ্বরায়ত্ত, অতএব আপনার অজ্ঞানকৃত মনের ব্যাকুলতা ত্যাগকরহ ।। ৪০

---

* ধ্রুব পদে শাশ্বত অধ্রুব পদে নশ্বর, অর্থাৎ নাশ্য ও অনাশ্য ।
|| অঙ্গ পদে শ্রেষ্ঠ সম্বোধন ।

কালকর্ম্ম গুণাধীনো দেহোয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ। কথমন্যাং স্তু গোপায়েৎ সর্প-গ্রস্তো ইবা পরং ॥ ৪১ ॥

তত্র তদ্দেহস্তাংস্তুনাং বৃত্তি রিত্যোতত্তাবমাস্তীত্যাহ। কালঃক্ষোভকঃ কর্ম্ম জন্মনিমিত্তং গুণ উপাদানং তদধীনঃ পাঞ্চভৌতিকঃ জড়ঃতদ্বিভাগে নাশবাংশ্চ। ৪১।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠিরকে নিশ্চিন্ত করণার্থে গুণভেদক্রিয়া দর্শন করাইতেছেন, যথা (কালকর্ম্মেতি)॥

হে মহারাজ তোমার চিন্তায় তাহার দিগের কি উপকার হইতে পারিবেক, যেহেতু তোমারই এদেহ নশ্বর হয়, কেননা গুণ ক্ষোভককাল * কর্ম্মগুণের অধীন অর্থাৎ জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ফলেই জন্ম মৃত্যু হইয়া থাকে, জড়াত্মা পঞ্চভূতোত্থিত দেহ তাহার কোন ক্ষমতা নাই, সেই দেহের আধার ভূত কর্ম্মগুণ সুতরাং কাল ও তদনুসারে ফল প্রদান করেন, অতএব তুমি

---

* কর্ম্ম গুণের অধীন পদে জন্ম মৃত্যুর ঘটনা কর্ম্মগুণে হয়। যথা তন্ত্রং (মাতাকর্ম্ম পিতাকর্ম্ম কর্ম্মহি পরমোগুরুঃ। কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে)। কর্ম্মই মাতা কর্ম্মই পিতা কর্ম্মই গুরু হয়েন, অর্থাৎ কর্ম্মানুসারেই ইহা লাভহয়। এবং কর্ম্মেতেই জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে, সুতরাং কর্ম্মই বলবান জানিহ ধৃতরাষ্ট্রাদিরা স্বকর্ম্ম ফলের ভোক্তা যদ্রূপ তোমরাও স্বস্ব কর্ম্মের ফলভোগ করিতেছ তাহাতে তোমার সাহায্যে কি হইতে পারিবে, ঈশ্বরাধীন কর্ম্মের পরিচিন্তা করিলে শোক উপস্থিত হয়না।

আপনিই সাব্যস্ত নহ, পরের উপায় তোমাহইতে কি হইতে পারে, যেমন অজগর সর্প গিলিত ব্যক্তি হইতে অপরের রক্ষা হইতে পারেনা তদ্বৎ॥ ৪১॥

অহস্তানি সহস্তানামপদানিচতুষ্পদাং।
ফল্গুনিতত্র মহতাং জীবো জীবস্য জীবনং॥ ৪২॥

ঈশ্বরেণ বিহিতা বৃত্তিঃ সুলভেরেত্যাহ। অহস্তানি পশ্বাদীনি অপদানী তৃণাদীনি তত্র তেষ্বহস্তাদিধ্বপি ফল্গুনিঅল্পানি এবং জীবঃ সর্ব্বোপি সর্ব্বস্য জীবনং জীবিকা। এতেনৈব সর্ব্বতো মৃত্যুগ্রাসত্ব শ্লোক্তং। ৪২।

অনন্তর ঈশ্বরকর্ত্তৃক বিহিতা বৃত্তিসুলভতৎদ্বারা সর্ব্বতো জীবের মৃত্যু সংবাদ করিতেছেন, যথা (অহস্তানীতি)। সহস্ত জীবের আহার ভূত অহস্ত জীবকে ঈশ্বর নিরূপণ করিয়াছেন, এবং চতুষ্পদ জীবের আহারভূত অপদজীব সকল হয় এবং মহৎ অহস্তজীবেরাও অল্প সহস্তজীবকে

ও কর্ম্মগুণাধীন অর্থাৎ যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম্মকরে কালকর্ত্তৃক জীবের তৎফলভোগ সেইরূপেই হয়, বিনাকর্ম্মে কালের কর্তৃত্ব নাই; তাহার এক সামান্যতঃ দৃষ্টান্ত দিতেছি; এতদ্ব্রহ্মাণ্ডে কালেকালে শষ্যাদি জীবের লাভ হয়। অর্থাৎ হিমকালে হৈম স্তিক ধান্যহয়, কিন্তু তৎপূর্ব্ব যদ্যপি বীজবপনাদি কর্ম্ম সম্পাদন করা নাযায়, তবে কদাপি হিমকাল মনুষ্যদিগকে হৈমন্তিকধান্য প্রদান করেননা। সেইরূপ পূর্ব্বজন্মে যদিজীবেরা শুভকর্ম্মানুষ্ঠান করে, তবে ইহজন্মে তৎফলে চিরঃসুখী হইয়া বাস করিতে যোগ্যহয়।

আহার করিয়া থাকে। অর্থাৎ * ঈশ্বরসৃষ্ট সকল জীবই সকল জীবের জীবন হইয়াছে। সুতরাং পরমেশ্বর সকল হইতেই সকলের মৃত্যু নির্বন্ধন করিয়া দিয়াছেন।। ৪২।

ইত্যর্থে স্পষ্টীকৃতার্থ এই যে, সহস্ত পদে মনুষ্যাদি, অহস্তপদে পশ্বাদি, অপদ পদে তৃণাদি চতুঃপাদশব্দে গোমহিষাদি। অর্থাৎ মনুষ্যাদিরা পশ্বাদিকে আহার করে, পশ্বাদিরা তৃণাদিকে গ্রাস করিয়া থাকে, কদাপি মহৎ ও অল্পতাবিচারে পরস্পর বিপরীত ক্রমে ও আহার ভূত করিয়া লয়। সুতরাং সকলের হইতেই সকলের মৃত্যু হয়, তাহাতে তোমরা যে কৌরবাদিকে বধ করিয়াছ বলিয়া দুঃখ কর সে অযোগ্য।। ৪২।

---

* সকল জীবই সকলের জীবন বলাতে যে সকলে সকলকেই আহার করিবে এমত বিধি উক্ত হয়নাই, ফলে আহার করিলে করিতে পারে এইমাত্র, অত্রশ্লোকে সদসৎ বিচারকরেন নাই অর্থাৎ মৌঢ্য স্বভাবে যদি এতৎশ্লোকার্থকে বিধিস্বরূপে পরিগ্রহ করাযায়, তবে মনুষ্যাদিরা পশ্বাদির মাংস ভোজন করুক কিন্তু সাত্বিকাচার সম্পন্ন হয়না, যেহেতু (মাহিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানীতি) শ্রুতির বৈয়র্থ ঘটনা হয়, স্বরূপত জীবসৃষ্টির স্বভাবানুসারে সাধ্যকল্পে উক্ত করিয়াছেন, কিন্তু নিয়মস্থিত সাধকের পক্ষে বিধি করেন নাই; যেমন সামান্য গৃহস্থধর্ম্মে ঋতুগতি স্ত্রীগমনেও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষাহয়, কিন্তু যথার্থব্রহ্মতত্ত্বান্বেষী ব্রহ্মচারির পক্ষে বেদে উক্ত করিয়াছেন, যথা ব্রহ্মচর্য্যবান নেন্দ্রিয় সংযোগং কুর্য্যাৎ কেনচিদিতি) ব্রহ্মচর্য্যশীলব্যক্তি কাহার সহিত ইন্দ্রিয় সংযোগ করিবেন না। ইত্যর্থে ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম হইল যে স্ত্রী সঙ্গাদি করিবেক না; পূর্ব্বোক্ত ঋতুগতি সদারগমন শুদ্ধ সদাচার লক্ষণ মাত্র। সেইরূপ সর্ব্বশব্দের সংকোচকরতঃ পশ্বাদিকে মনুষ্যেরা গ্রাসকরে কিন্তু সকল মনুষ্যেই যে পশু ভোজনকরিবে এমত বিধিনয়, মনুষ্য শব্দে ম্লেচ্ছাদিব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত, তাহাতে কি স্বেচ্ছাধিকারের

তদিদং ভগবান্রাজন্নেক আত্মাত্মনাং স্ব
দৃক্। অন্তরো নন্তরো ভাতি পশ্যতং মায়
য়োরুধা ॥ ৪৩ ॥

মোহনিবৃত্ত্যর্থং দ্বৈতস্যাবস্তুত্ব মাহ। তদিদং অহস্ত সহস্তাদি
রূপং জগৎ স্বদৃক্ ভগবানেব নততঃ পৃথক্ সচৈক এব নতুনানা
ননু সজাতীয় বিজাতীয় ভেদে প্রত্যক্ষে কুত একত্বং তত্রাহ। আ
ত্মনাং ভোক্তৃণাং আত্মারূপং অতো নসজাতীয় ভেদঃ। অন্ত
রো অনন্তরঃ অন্তর্বহির্ভোগ্যরূপশ্চ ভাতি অতো ন বিজাতীয়
ভেদোপি নন্বেকঃ কথং তথা প্রতীয়েত। অত আহ। মায়য়া বহু
ধাতং পশ্যেতি॥ ৪৩।

অনন্তর নারদ গোস্বামীরাজা যুধিষ্ঠিরের মোহনিবৃত্তির
নিমিত্তেদ্বৈতের বস্তুত্বনিরাস করিয়া কহিতেছেন, অর্থাৎ
যেদ্বৈত সেই অদ্বৈত বস্তুতঃ অদ্বৈতহইতে দ্বৈত পৃথক্বস্তু
নহে, তদর্থে উক্ত হইয়াছে, যথা (তদিদমিতি)॥

হে রাজা যুধিষ্ঠির যে সকলপৃথক বস্তু যাহা পূর্ব্বে উক্ত
হইয়াছে অর্থাৎ অহস্ত সহস্ত অপদচতুষ্পদাদি জীব পৃথ.
করূপে দীপ্তি পাইতেছে, সেই সকল রূপেই এক ভগবা-
নকে দেখহ, যেহেতু তিনি এক স্বদৃক্ অর্থাৎ সমস্ত জগ-
তই তৎসদৃশ, ফলিতার্থ তিনি ভোক্তা জীব মাত্রেরই
আত্মা হয়েন, এবং অন্তর্বহি দীপ্তিমান পৃথকং রূপে
ভাসমান আছেন, ফলে সকল রূপেই অপৃথক তবে যে
তাঁহাকে নানারূপে দেখাযায়, তাহার কারণ মায়া, অ
র্থাৎ জল তরঙ্গে যদ্রূপ একচন্দ্রকে অনেক দেখায়
তদ্রূপ ॥ ৪৩ ॥

এতৎ শ্লোকার্থ স্বামী স্পষ্ট করিয়াছেন, যে এক আত্মা ভগবান অহস্ত সহস্ত অপদ চতুষ্পাদ প্রভৃতি নানারূপ ধারণ করেন, অর্থাৎ আত্মা যখন যেরূপে প্রবিষ্ট থাকেন তখন তাহাকে সেই জাতি তদ্ভিন্ন বিজাতীয় সংজ্ঞা হয়, অর্থাৎ তিনিই মৃগ তিনিই ব্যাঘ্র, কিন্তু রূপে২ রূপ ভেদে ভোক্তা ভোগ্য হইয়াছেন, ফলে তিনি একই হয়েন, যদি বল আত্মার একত্ব সত্ত্বে সজাতীয় বিজাতীয় ভেদ কিরূপে থাকিতে পারে, উত্তর, যদিও আত্মা ভোক্তা দিগের আত্মারূপ তাহাতে সজাতি ভিন্ন বিজাতি ভেদনা থাকুক তথাপি বহি ভোক্তা ভোগ্য রূপে পৃথক২ নাম পৃথক২ ধাম পৃথক২ ক্রিয়া করিয়া থাকেন, অর্থাৎ মনুষ্য রূপ হইয়া আত্ম ব্রীহ্যাদিরূপ অর্থাৎ ধান্য যব গোধূম ব্রীহি প্রভৃতি গ্রহণ করেন, ইহাতেও যদি আপত্তি কর, যে পৃথক২ রূপে পৃথক্ কার্য্য মান্য করিলে কিপ্রকারে এক বলিয়া প্রত্যয় করাযায়, উত্তর, তিনি এক তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু নানা রূপ হইয়া বিশ্বরাজ্য মধ্যে বিরাজ করেন, অর্থাৎ স্বীয় মায়াযোগে বহুধাত্ম দর্শন করান। অথবা, এক আত্মাকে মায়িকজনেরা মায়া প্রভাবে অনেক রূপে দর্শন করে,।। তথাহি শ্রুতিঃ। (সএকধা দ্বিধা ত্রিধা সপ্তধে ত্যাদি) তিনি মায়াযোগে এক দুই তিন সাত প্রভৃতি অনেক ভাগ হইয়াছেন, ফলিতার্থ মায়াশূন্য জ্ঞান দৃষ্টে অবলোকন করিলে তাহাঁকে এক রূপেই দর্শন হয়।। ৪৩

সোয়মদ্য মহারাজ ভগবান্ ভূত ভাব

নঃ। কালরূপোবতীর্ণোস্যা মভাবায়সুর দ্বিষাং ॥ ৪৪ ॥

কৃষ্ণাখ্যঃ সন্নীদৃশো মহামায়াবী দ্বারকায়ামিত্যাহ সোয়মিতি অস্যাং পৃথিব্যাং অভাবায় নাশায়॥ ৪৪

অনন্তর ঈদৃশ মহামায়াবী সেই ভগবান্ কোথায় ইদানীং বাস করেন উত্তর দ্বারকানগরীতে তাৎপর্য্য উক্ত হইয়াছে, যথা (সোয়মিতি)॥

হে মহারাজ, অভেদাত্মক কালরূপী ভগবান যিনি সর্ব্ব জীবের উৎপাদক তিনিই দেব শত্রুদিগের বিনাশের নিমিত্তে ইদানীং পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ॥ ৪৪ ॥

নিষ্পাদিতং দেবকৃত্য মবশেষং প্রতীক্ষতে। তাবদ্‌যূয়ং প্রতীক্ষধ্বং ভবেদ্‌যাবদিহেশ্বরঃ ॥ ৪৫ ॥

তহি শ্রীকৃষ্ণেনাত্রাস্তীত্যত্রৈবাস্থাং মাকৃথা ইত্যাহ। তচ্চ দেবানাং কার্য্যং নিষ্পাদিতং কেবল মবশেষং প্রতীক্ষতে। যদুকুল ক্ষয় মিতি হৃদিস্থং ততো নিজং ধাম যাস্যতি ততো যূয়মপি গচ্ছতেত্যর্থঃ। তচ্চ ভূতমপি বিদুর বদেব মাবর্ণয়ৎ॥ ৪৫

হে মহারাজ এক্ষণে কালরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে আছেন, ইহাঁর প্রতি আত্ম বান্ধব জ্ঞানে বিশ্বাস করিহনা অর্থাৎ ঈশ্বরজ্ঞানে সর্ব্বথা শঙ্কনীয় যদ্রূপ ভাক্তি বিষয় ভূতবৎ বিদুর বর্ণন করিয়াছিলেন, সেই রূপ নারদ গোস্বামী ও ভগবানের অবস্থিতির পরিমাণ করিয়া কহিতেছেন, যথা (নিষ্পাদিতমিতি)॥

ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া * দেবকার্য্যের সম্যক্ সম্পাদন করতঃ এক্ষণে নিজধাম গমনের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ অবশেষের অপেক্ষা করিতেছেন, তোমরাও তাবৎকাল প্রতীক্ষা করহ যাবৎ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ইহজগতে আছেন, অনন্তর পরম ধামে গমন করিহ॥ ৪৫।

ধৃতরাষ্ট্রঃ সহভ্রাত্রা গান্ধার্য্যাচ স্বভার্য্যয়া। দক্ষিণেন হিমবত ঋষীণা মাশ্রমং গতঃ॥ ৪৬॥ স্রোতোভিঃ সপ্তভির্যাবৈ স্বর্ধুনী সপ্তধা ব্যধাৎ। সপ্তানাং প্রীতয়ে নানা সপ্তস্রোতঃ প্রচক্ষতে॥ ৪৭॥

যাবৈ প্রসিদ্ধা স্বর্ধুনী গঙ্গা সা আত্মানং যত্র সপ্তধা ব্যধাৎ কিমর্থং নানা পৃথক্ সপ্তভিঃ শ্রোতোভিঃ প্রবাহৈঃ সপ্তানা মৃষীণাং প্রীতয়ে অতএব তত্তীর্থং সপ্তশ্রোতো বদন্তি। ৪৬। ৪৭।

অনন্তর নারদ গোস্বামী রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্রাদির অবস্থানের নিরূপণ করিয়া কহিতেছেন, যথা ধৃতরাষ্ট্রেতি ?॥

গান্ধারী বিদুরের সহিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র হিমালয়ের দক্ষিণে ঋষিদিগের আশ্রমে গমন করিয়াছেন,॥ ৪৬॥

---

* দেবকার্য্য পদে ভূভার হরণ অর্থাৎ দেবদ্বিষ অসুরাদিবধ ও উৎপথগামীর শাসন সত্যধর্ম্মের সংস্থাপন এবং দেব ব্রাহ্মণ মর্য্যাদারক্ষণ বেদোদিত শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মানুচরণাদির নিষ্পাদন;

* যে ঋষিদিগের সপ্তাশ্রমে তাহাঁদের প্রীত্যর্থে স্বধুনী অর্থাৎ † গঙ্গা আপনার শ্রোতকে সপ্তধারূপে বিভাগ করিয়া সপ্তনদীনামে খ্যাতা হইয়াছেন, অতএব সপ্তস্রোত নামে সেই তীর্থকে সর্ব্ব শাস্ত্রেই উক্ত করিয়াছেন ॥ ৪৭॥

স্নাত্বানু সবনং তস্মিন্ হুত্বাচাগ্নীন যথা বিধিঃ। অব্ভক্ষ উপশান্তাত্মা স আস্তে বিগতৈষণঃ ॥ ৪৮ ॥

তত্র তেন কৃত মষ্টাঙ্গ যোগ মাহ। স্নাত্বেতি। চতুর্ভিঃ তত্র স্নানং হোমোঽব্ভক্ষণঞ্চ নিয়মা উক্তাঃ ভক্ষ্যান্যেঽপাং স্বীকারাৎ অব্ভক্ষঃ উপশান্তাত্মা যস্য বিগতাঃ পুত্রাদ্যেষণা যস্মাদিতি যমা উক্তাঃ ॥ ৪৮

ধৃতরাষ্ট্রের অবস্থিতি কহিয়া পুনর্ব্বার তৎকৃত অষ্টাঙ্গ যোগ চতুঃশ্লোকে ব্যাখ্যা করিতেছেন; যথা (স্নাত্বেতি) মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, সেই সপ্তস্রোততীর্থে বিদুরাদির সহিত ব্রহ্মচর্য্য করিয়া বাস করিতেছেন, অর্থাৎ বানপ্রস্থাশ্রমের যথার্থানুষ্ঠান করিতেছেন, যথা নিত্য গঙ্গা জলে § অনুসবন স্নান করতঃ যথাবিধি হোমাদি সম্পন্নে

---

* ঋষিদিগের সপ্তাশ্রম অর্থাৎ সপ্তঋষির আশ্রম; যথা মরীচি; অত্রি, ক্রতু; বশিষ্ঠ, ভৃগু, পুলহ, অঙ্গিরা,।

† গঙ্গা আপনার স্রোতকে সপ্তধা করিয়া সপ্তনদী হইয়াছেন, যথা সিপ্রা কৌশিকী, কাবেরী; গোমতী, দেবিকা, সরযূ, ঐরাবতী।

§ অনুসবন পদে ত্রিকাল, অর্থাৎ প্রাত মধ্যাহ্ন সায়ং কাল স্নায়ী।

(।)শুদ্ধজল মাত্র আহার করিয়া থাকেন, এবং সম্যক আত্মা ✝ উপশান্ত হইয়াছে, অপিচ বিগতৈষণ অর্থাৎ পুত্রাদি নিমিত্ত কোন চিন্তা করেন না কেবল ঈশ্বর নুতি ভাব অবস্থিত আছেন ॥ ৪৮ ॥

জিতাসনোজিতশ্বাস প্রত্যাহৃত ষড়িন্দ্রিয়ঃ। হরিভাবনয়াধ্বস্ত রজঃ সত্ব তমোমলঃ ॥ ৪৯ ॥

জিতাসন ইত্যাদিনা আসন প্রাণায়ামাঃ প্রত্যাহারা উক্তাঃ। হরিভাবনয়েতি। ধারণা উক্তা। ধ্বস্তারজঃ সত্বতমো রূপা মলা যস্যেতি ফলত্রবো ধ্যান মুক্তং ॥ ৪৯

পূর্ব্বশ্লোকে অষ্টাঙ্গ যোগের যম নিয়ম মাত্র কহিয়া অত্র শ্লোকে আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধারণাধ্যানাদি কহিতেছেন ॥ যথা (জিতাসন ইতি) ॥

রাজা ধৃতরাষ্ট্র জিতাসন, জিতশ্বাস, প্রত্যাহার পরায়ণ হইয়াছেন, অর্থাৎ জিতাসন পদে পদ্ম বদ্ধপদ্মাদি সম্যক্ আসনকে বশকরিয়াছেন, জিতশ্বাস পদে প্রাণ জয় অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা বায়ুজিত হইয়াছেন, প্রত্যাহার পদে ইন্দ্রিয়সত্ত্বে তদ্বৃত্তির অবহার করিয়াছেন অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন। ধ্যানপদে ক্রমানুয়ে ভগব

(।) জলমাত্র আহার পদে নিয়ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন; উপশান্তাত্মাদি কথনে যম ব্যাখ্যা হইয়াছে, অর্থাৎ যম নিয়মাদির পরিগ্রহ করিয়াছেন।

✝ উপশান্তাত্মা পদে ইন্দ্রিয়বৃত্তির উপশম শীল। অর্থাৎ সম্যক ইন্দ্রিয় বেগকে ধৃত করিয়াছেন।

দগ্ধচিন্তা। ধারণাপদে, হরিভাবনাদ্বারা * রজঃসত্ত্বতমস্বরূপ মলাঃ অপহরণ করিয়া নির্ম্মল চিত্তহইয়াছেন॥ ৪৯

বিজ্ঞানাত্মনি সংযোজ্য ক্ষেত্রজ্ঞে প্রবিলাপ্যতং। ব্রহ্মণ্যাত্মানমাধারে ঘটাম্বর মিবাম্বরে॥ ৫০॥

সমাধিমাহ। বিজ্ঞানেতি দ্বাভ্যাং। আত্মান মহঙ্কারাস্পদং স্থূল দেহাদ্বিযোজ্য বিজ্ঞানাত্মনি বুদ্ধৌ সংযোজ্য একীকৃত্যতং বিজ্ঞানং দৃশ্যাংশাদ্বিযোজ্য ক্ষেত্রজ্ঞে দ্রষ্টরি প্রবিলাপ্যতঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং দ্রষ্ট্যাংশাদ্বিযোজ্য আধারে তাশ্রয় সংজ্ঞে ব্রহ্মণি প্রবিলাপ্য ঘটাম্বরং ঘটোপাধের্বিযোজ্য যথা মহাকাশে প্রবিলাপ্যতে তদ্বৎ॥ ৫০

অনন্তর নারদ গোস্বামী ধৃতরাষ্ট্রের সমাধ্যবস্থার ব্যাখ্যা করিয়া অত্রঃশ্লোকদ্বয়ে কহিতেছেন, যথা বিজ্ঞানাত্মনিইতি ২।

অহংকারাস্পদ অর্থাৎ অহঙ্কারের আশ্রয় আত্মার স্থূল দেহ হইতে বিযুক্ত করিয়া বিজ্ঞানাত্মাতে অর্থাৎ বুদ্ধিতে সংযোগ করতঃ একীভূত করিয়াছেন, অনন্তর সেই

---

* রজঃ সত্ত্বতম স্বরূপ মলায় অপহরণ পদে নিস্ত্রৈগুণ্য ভাবে সংস্থিত হইয়াছেন, রজগুণের কর্ম্ম লোভ রাগাদি তমোগুণের কর্ম্ম দ্বেষ পৈশুন্যাদি, সত্ত্বগুণের কর্ম্ম জনানিষ্ট পরিহারাদি, ইত্যর্থে সমস্ত এই তিন গুণের কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ নির্ম্মল চিত্তে ব্রহ্ম ভাবনাদ্বারা যোগারোহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ লোভাদির কোন চেষ্টানাই এবং পরোপকারাদি করণের চেষ্টাও নাই, সাক্ষাৎ ব্রহ্মভূত জগৎ সন্দর্শনে লৌকিক সমস্ত কার্য্যের পরিহার করিয়াছেন।

বিজ্ঞানাত্মাকে দৃশ্যাংশ অর্থাৎ সূক্ষ্মাংশাধার হইতে বিযুক্ত করতঃ ক্ষেত্রজ্ঞদ্রষ্টা জীবাত্মাতে সংযোগ করিয়া পুনর্দ্রষ্ট্যংশ হইতে আত্মাকে অর্থাৎ দ্রষ্টাত্বে জীবকে বিযুক্ত করিয়া সর্ব্বাধার পরব্রহ্মে সেইরূপ লয় করিয়াছেন, যদ্রূপ ঘটোপাধি ভঙ্গে ঘটাকাশ মহাকাশে লয় পায়॥ ৫০

ধ্বস্ত মায়া গুণোদর্কো নিরুদ্ধকরণাশয়ঃ।
নিবর্ত্তিতা খিলাহার আস্তে স্থাণুরিবা-
ধুনা॥ ৫১॥

ব্যুত্থানাভাবমাহ। ধ্বস্তেতি! অন্তর্গুণ ক্ষোভাদ্বা বহিরিন্দ্রিয় বিক্ষেপাদ্বা ব্যুত্থানং ভবেৎ তদুভয়ং তস্যনাস্তি যতো বিধ্বস্তো মায়াগুণানা মুদর্কঃ উত্তর ফলং বাসনাযস্য নিরুদ্ধানি করণানি চক্ষুরাদীনি আশয়ো মনশ্চযস্য অতএব নিবর্ত্তিতঃ অখিল আহারঃ ভোজ্যং ইন্দ্রিয়ৈ বিষয়াহরণং বা যেন সংস্থাণুরিব নিশ্চল আস্তে। ৫১

অনন্তর সমাধ্যবস্থায় উত্থানাভাব হয়, তাহার কারণ অত্রশ্লোকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা (ধ্বস্তমায়াগুণ ইতি) এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্র স্থাণুবৎ নিশ্চল অর্থাৎ শাখা পল্লবাদি রহিত নীরস তরুবৎ রহিয়াছেন, কারণ সমাধ্যবস্থায় উত্থান শক্তির অভাব হইয়াছে। অর্থাৎ উত্থানের শক্তি দ্বিবিধ হয়, * এক অন্তস্থ গুণ ক্ষোভেতে হস্তপাদাদির

---

* অন্তস্থ গুণক্ষোভপদে মনের বেগ অর্থাৎ মনেতে গমন গ্রহণাদি বাসনা হইলে পশ্চাৎ চরণের বেগ অপর হস্তের আদানার্থ বিক্ষেপ হয়! সুতরাং মনোবেগেই ইন্দ্রিয়ের উত্থান হয়!!

উত্থান অথবা ¶ বহিরিন্দ্রিয়ের বিক্ষেপ দ্বারা উত্থান যাহার এতদুভয়ের অভাব তাহার সহজেই উত্থানশক্তি রহিত হইয়া যায়, সুতরাং ধৃতরাষ্ট্রের মায়াগুণের নিরস্ত হওয়াতে মনের বাসনা নিরুদ্ধ হইয়াছে, বাসনা নিরুদ্ধে ইন্দ্রিয় সকল বৃত্তির সহিত অবসন্ন হইয়াছে, সুতরাং ইন্দ্রিয়াহৃত সমস্ত আহারের নিবৃত্তি বিধায় স্থিরচিত্তে রহিয়াছেন, ॥ ৫১।

তস্যান্তরায়ো মৈবাভূঃ সংন্যস্তাখিলকর্ম্মণঃ। সবা অদ্যতনাদ্রাজন্ পরতঃ পঞ্চমেঽহনি ॥ কলেবরং হাস্যতি স্বং তচ্চ ভস্মী ভবিষ্যতি ॥ ৫২ ॥

তথাভূত মপ্যানেতু মুদ্যতং প্রত্যাহ। তস্যেতি। অন্তরায়ো বিঘ্নঃ মৈবাভূঃ। ইত্যড়াগমশ্ছান্দসঃ। দর্শন মপিতাবৎ কুর্য্যামিত্যুদ্যতং প্রত্যাহ, সবা অদ্যতনাদহ্নঃ স্বংস্বাধীনং তর্হিতদ্দাহার্থং গমিষ্যামি নেত্যাহ তচ্চেতি ॥ ৫২

অনন্তর, নারদ গোস্বামী যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিতেছেন, অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রের একপ অবস্থা শ্রবণে রাজা পাছে তাহারদিগকে আনিতে উদ্যত হয়েন, তন্নিরাসার্থ অত্রশ্লোকে উক্ত করিয়াছেন, যথা (তস্যেতি) ॥

¶ বহিরিন্দ্রিয়ের বিক্ষেপ পদে মনের বেগ বিনাও হস্তপাদ চক্ষুরাদির অভ্যাসবশতঃ বিক্ষেপ হয় তাহাতেও হস্ত পাদ চক্ষুরাদি করণের উত্থান হইয়া থাকে।

ধৃতরাষ্ট্রাদির সংকল্পবিঘ্ন নাহয় এমত কৌশলে * উদ্যত রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন, হে রাজন্ তোমার পিতৃব্য জ্যেষ্ঠতাত অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র § সমস্ত কর্ম্মের সংন্যাস করতঃ অদ্যাবধি পঞ্চম দিবসের পর † স্বকীয় কলেবর ত্যাগ করিয়া ‡ ভস্মীভূত হইবেন।। ৫২।

দহ্যমানেঽগ্নিভির্দ্দেহে পত্যুঃ পত্নী সহোটজে। বহিঃস্থিতা পতিং সাধ্বী তমগ্নিমনুবেক্ষ্যতি।। ৫৩।

গান্ধার্য্যা নয়নায় গমিষ্যামি নেত্যাহ। পত্যুর্দ্দেহে সহ উটজে পর্ণশালা সহিতে যোগাগ্নিনা সহ গার্হপত্যাদিভি র্দ্দহ্যমানে তস্য পত্নী বহিঃস্থিতা সতী তৎপতি মগ্নিমনুপ্রবেক্ষ্যতি। ৫৩।

অনন্তর, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যু শ্রবণে যদি এমত মনে করেন যে জীবিতা গান্ধারীকে আনয়ন করার আবশ্যক তন্নিরাসার্থ নারদ গোস্বামী পুনর্ব্বার কহিতেছেন, যথা (দহ্যমান ইতি ১)।

---

* উদ্যত রাজা পদে পিতৃব্যাদিকে যত্ন পূর্ব্বক আনিবার নিমিত্ত ব্যগ্রচিত্ত রাজা।

§ সমস্ত কর্ম্মের ন্যাস পদে তপঃ প্রভাবে শুভাশুভ সকল কর্ম্মেরই নাশ করিয়াছেন।

† স্বকীয় কলেবর পদে আপনার কলেবর অথবা স্বাধীন কলেবর অর্থাৎ ইচ্ছামৃত্যু।

‡ ভস্মীভূত পদে যোগাগ্নিদাহে দেহকে ভস্মসাৎ করিবেন

যে গার্হপত্যাদি পঞ্চ অগ্নিরের সহিত যোগাগ্নিতে ধৃতরাষ্ট্রের দেহ দাহ হইলে পর, বহিঃস্থিতা তৎপত্নী সাধ্বী গান্ধারী সেই অগ্নিতে পতির সহিত অনুগমন করিবেন॥ ৫৩।

বিদুরস্তু তদাশ্চর্য্যং নিশম্য কুরুনন্দন।
হর্ষশোকযুতস্তস্মা দ্গন্তাতীর্থ নিষেবকঃ ॥ ৫৪ ॥

তর্হি বিদুরানয়নার্থং গন্তব্যমেব নেত্যাহ। বিদুরস্তু তন্নিশম্য দৃষ্ট্বা। ভ্রাতুঃ স্বর্গত্যা হর্ষঃ তন্মৃত্যুনা শোকশ্চ তাভ্যাং যুক্তঃ তস্মাৎ স্থানাৎ তীর্থানি সেবিতুং গন্তা গমিষ্যতি॥ ৫৪।

পুনর্ব্বার রাজা যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্র সহিত গান্ধারীর মৃত্যু শ্রবণে যদি এমত মনে করেন যে জীবিত পিতৃব্য বিদুরের আনয়নার্থ গমনকরা কর্ত্তব্য নারদ গোস্বামী তাহাও নিরাস করিয়াছেন, যথা (বিদুরস্ত্বিতি)॥

হে রাজন্ অনন্তর বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর মৃত্যু দৃষ্টে আশ্চর্য্য জ্ঞানে * হর্ষ এবং শোকে যুক্ত হইয়া তৎস্থান হইতে তীর্থ সেবার নিমিত্তে অর্থাৎ তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিবেন॥ ৫৪॥

---

* হর্ষ ও শোক যুক্ত পদে জ্যেষ্ঠভ্রাতা পরম পদগামী হইলেন ইত্যর্থ হর্ষ যুক্ত। পুনঃ সাম্প্রত ভ্রাতৃ বিচ্ছেদজন্য শোকে আপন্ন হইলেন, এক্কারণ হর্ষ শোকযুক্ত কহিয়াছে।

ইত্যুক্ত্বা থারুহৎ স্বর্গং নারদঃ সহতুম্বুরুঃ। যুধিষ্ঠিরো বচস্তস্য হৃদিকৃত্বা জহাৎশুচঃ॥ ৫৫।

শুচঃ শোকান্॥ ৫৫॥

এতৎ কথনানন্তররাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে তুম্বুরুর সহিত নারদ গোস্বামী স্বর্গে আরোহণ অর্থাৎ গমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ও তাহার বাক্যকে হৃদয়ে ধারণ করতঃ সম্যক্‌শোককে ত্যাগকরিলেন অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রাদির নিমিত্ত চিন্তায় বিরত হইলেন॥ ৫৫।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতে যুধিষ্ঠির প্রতিনারদ বাক্যং ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩।

ইতি ত্রয়োদশে॥ ১৩।

এই শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণ পরমহংসসংহিতায়পারীক্ষিত প্রস্তাবে প্রথমস্কন্ধে যুধিষ্ঠির প্রতি নারদ বাক্য ত্রয়োদশঅধ্যায়ঃ॥ ১৩॥

অথ চতুর্দ্দশাধ্যায়ারম্ভঃ।

চতুর্দ্দশেত্বরিষ্টানি দৃষ্ট্বা রাজা বিশঙ্কিতঃ। অশৃণোদর্জ্জুনাৎ কৃষ্ণতিরোধান মিতীর্য্যতে ॥ ১ স্বামিকৃতং মুখবন্ধং

চতুর্দ্দশাধ্যায়ের সম্যক্ ফল এই মুখবন্ধ শ্লোকে স্বামীব্যাখ্যা করিয়াছেন, অর্থাৎ রাজা যুধিষ্ঠির * অরিষ্ট সকল দর্শনে অত্যন্ত শঙ্কিত হয়েন। আর দ্বারকা হইতে সমাগত অর্জ্জুন হইতে শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান অর্থাৎ দ্বারকা পরিত্যাগ করতঃ দ্বারকা নাথের বৈকুণ্ঠগমন শ্রবণ করেণ ॥ ১।

শ্রীসূত উবাচ॥ সংপ্রস্থিতে দ্বারকায়াং জিষ্ণৌবন্ধুদিদৃক্ষয়া। জ্ঞাতুঞ্চ পুণ্যশ্লোকস্যকৃষ্ণস্যচ বিচেষ্টিতং ॥ ১।

শ্রীকৃষ্ণস্যচেতি চকারে নাভি প্রায়শ্চ জ্ঞাতুং ॥ ১

শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদিকে কহিয়াছেন, যথা (সংপ্রস্থিতেতি) ॥

বন্ধুদিদৃক্ষায় অর্থাৎ বন্ধুদর্শনেচ্ছায়, (জিষ্ণু) অর্জ্জুন (।) মায়ামানুষ পুণ্যশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা অর্থাৎ কর্ম্ম

---

* অরিষ্টপদে অমঙ্গল শূচক উৎপাত।

(।) মায়া মানুষ পদে কপট মনুষ্যরূপধারী। অর্থাৎ মনুষ্যবৎ দর্শন বস্তুত নহে। মায়া পদে অবিদ্যা ও বিদ্যা। শ্রুতিতে অপরা ও পরাবলেন; দার্শনিকেরা অজ্ঞান ও জ্ঞানরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই মায়া কর্ত্তৃক মানুষরূপে অবতীর্ন হইয়াছেন, কিন্তু

এবং তাঁহার অভিপ্রায় কি তাহা জানিবার নিমিত্ত দ্বারকায় কএক মাস গমন করিয়াছেন, ইহা উত্তর শ্লোকানুয়ে কহিয়াছেন ॥১।

ব্যতীতাঃ কতিচিন্মাসাস্তদানায়াত্ততোহর্জ্জুনঃ দদর্শ ঘোররূপাণি নিমিত্তানি অকুদ্বহঃ ॥ ২।

কতিচিৎ সপ্তঃ তদা কালাতিক্রমেপি ততোদ্বারকাতঃ নিমিত্তানি উৎপাতান্ কুরূদ্বহো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২

শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায় জানিতে কয়েক মাস অর্জ্জুন দ্বারকায় গমনকরেন, তাঁহার পুনরাগমনের বিলম্বে রাজা যেরূপ উৎপাত দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অএশ্লোকাবধি বর্ণন করিয়াছেন ॥ যথা॥ (ব্যতীতা ইতি ॥

কতিচিৎ শব্দে এখানে সপ্তমাস বর্ণনকরেন, অর্থাৎ সপ্তমাস গতহইল অর্জ্জুন দ্বারকা হইতে না আশাতে

সামান্য মানুষবন্মায়িক অর্থাৎ অজ্ঞান শক্তি প্রভব জীববৎ নহেন (চিচ্ছক্তি) জ্ঞানশক্তি দ্বারা ভগবানের লীলাধিকারিক রূপ হয়, একারণ বেদে চিদ্ঘন বলিয়া ধৃত করিয়াছেন তবে লোকে যে তাঁহাকে মানব ধর্ম্মে লিপ্তবৎ দেখেন অর্থাৎ জন্ম ও নিধনাদি কর্ম্মযুক্ত দেখেন সে তাহারবাস্তবিক কর্ম্মনহে শুদ্ধমায়া প্রপঞ্চ ঐন্দ্রজালিক খেলবৎ প্রতীতিমাত্র ॥

কুরূদ্বহ অর্থাৎ কুরুবংশ প্রসূত রাজা যুধিষ্ঠির ॥ ঘোর রূপ নিমিত্ত সকল দর্শন করিতেছেন ॥ ২ ॥

কালস্যচ গতিং রৌদ্রাং বিপর্য্যস্তর্ত্তু ধর্ম্মিণঃ। পাপীয়সীং নৃণাং বার্ত্তাং ক্রোধলোভা নৃতাত্মনাং ॥ ৩ ।

রৌদ্রাং ঘোরাং তদেবাহ ! বিপর্য্যস্তা ঋতু ধর্ম্মা যস্মিন্ তস্য বার্ত্তাং জীবিকাং ক্রোধ লোভানৃতৈর্যুক্ত আত্মাযেষাং । ৩ ।

অনন্তর, যেযে উৎপাত দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা এইশ্লোকে বিবরণ করিয়া কহিয়াছেন ॥ যথা (কালস্যেতি) মহারাজা যুধিষ্ঠির কালের রৌদ্রাগতি অর্থাৎ ভয়ানকাগতি আর * ঋতুসকলের বিপর্য্যয় অর্থাৎ বিপরীত ধর্ম্ম, এবং ক্রোধ, লোভ, মিথ্যাবাক্য যুক্ত জনসমূহের পাপিষ্ঠ (১) বার্ত্তা অর্থাৎ জীবিকা দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

॥ ঘোররূপ নিমিত্ত পদে ভয়ঙ্কর উৎপাত অর্থাৎ অমঙ্গল শূচক উৎপাত।

* ঋতুপদে (হিম শিশির বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎনু) হিম শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ। বসন্তাদি ঋতু ধর্ম্মের বিপর্য্যয়ঃ অর্থাৎ তত্তৎ বসন্তাদিকালজাত বনরাজী অভিনব পল্লব মুকুলান্বিত নানাবিধ পুষ্প প্রস্ফোটনাদি বসন্তকালে নাহইয়া বর্ষাদিতে সমুদয় হইবে। এবং শীতকালে গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মকালে শীত; ইত্যাদি বিপরীতক্রমে হইয়া লোকের অনিষ্টোৎপাদন করিবে। ইহারই নামঋতু বিপর্য্যস্ত।

(১) বার্ত্তা পদে জীবিকা অর্থাৎ বৈশ্যবৃত্তি চতুষ্টয় যথা (কৃষি

ইত্যর্থে ব্যক্তীকৃত হইয়াছে, যে শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানে কলির আগমন হইবেক, তদাগমনে লোকেরা যেরূপ ধর্ম্মে অভিবর্ত্তিত হইবে সেই সকল স্বভাব নিমিত্ত রূপে দর্শন করিয়া রাজা অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ কষায়িতকালে ঋতু সকল বিপরীতগামী হিম, শিশির, গ্রীষ্ম, বসন্ত, বর্ষা, শরৎ ইত্যাদি কালোচিত স্বভাবের ব্যত্যয় হইয়া যাইবেক অর্থাৎ শীতকালের স্বভাব শীত ও গ্রীষ্মের গ্রীষ্ম বর্ষার বর্ষা বসন্তের পুষ্প সাধারণতাদি সকল অন্যথা হইবে ॥ মনুষ্য সকল ক্রোধন লোভী মিথ্যা বাদী হইবে, এবং অসৎজীবিকায় জীবিত থাকিবে। নিমিত্ত রূপ কলির অবস্থা প্রত্যক্ষদর্শন হইতে লাগিল ॥ ৩।

জিহ্মপ্রায়ং ব্যবহৃতং শাঠ্যমিশ্রঞ্চ সৌহৃদং। পিতৃমাতৃ সুহৃদ্ভ্রাতৃ দম্পতীনাঞ্চ কল্কলং ॥ ৪।

জিহ্মপ্রায়ং কপট বহুলং ব্যবহৃতং ব্যবহারং শাঠ্যং বঞ্চনং তন্মিশ্রং সৌহৃদং সখ্যং পিত্রাদীনাং প্রতিযোগিভিঃ কল্কলং কলহাদি। ৪

এবং * বিস্তরকপটতাযুক্ত ব্যবহারকরিবে, ও (।) শাঠ্য

বাণিজ্য গোরক্ষা বার্দ্ধুষিক) অর্থাৎ কৃষিকর্ম্ম ও সদাগরিকর্ম্ম, অপর গোরক্ষা এবং ধারদিয়া বৃদ্ধি লওয়া অর্থাৎ সুদগ্রহণ বৈশ্য জীবিকা বার্ত্তা বলে। এখানে সামান্য জীবিকাকে বার্ত্তা কহিয়াছেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদিরা বৈশ্য বৃত্তিদ্বারা জীবিত হইবেন।

* মূলে ভবিষ্যৎ বিষয়কে বিদ্যমান রূপে বর্ণন করিয়া কহিয়াছেন; তদ্ভাষায়অভিপ্রায়কে প্রস্ফুটিত করিয়া কহিলাম।

(।) শাঠ্য পদে বঞ্চন।

মিশ্র সৌহৃদ অর্থাৎ শঠতার সহিত সখ্য করিবে। অপর ॥ পিতামাতা ভ্রাতা সুহৃৎ এবং দম্পতী প্রভৃতি সকলের সহিত প্রতি যোগী হইয়া কলহ করিবে ॥ ৪॥

নিমিত্তা ন্যত্যরিষ্টানি কালেত্বনু গতে নৃণাং। লোভাদ্য ধর্ম্ম প্রকৃতিং দৃষ্ট্বা বাচানুজং নৃপঃ ॥ যুধিষ্ঠির উবাচ। সংপ্রেষিতো দ্বারকায়াং জিষ্ণুর্বন্ধুদিদৃক্ষয়া। জ্ঞাতুঞ্চ পুণ্যশ্লোকস্য কৃষ্ণস্যচ বিচেষ্টিতং ॥ ৫ ॥

অত্যরিষ্টানি অত্যন্ত মশুভানি দৃষ্ট্বা। নৃণাঞ্চ লোভাদ্যধর্ম্ম প্রকৃতিঞ্চ দৃষ্ট্বানুজং ভীমং ॥ ৫ ॥

* কালানুগত অত্যন্ত অরিষ্ট অর্থাৎ অশুভ শূচক

॥ পিতামাতার সহিত পুত্র কন্যাদির কলহ। ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার, সুহৃতের সহিত সুহৃতের, এবং পরস্পর স্ত্রীপুরুষের কলহ হইবে আর সৌহার্দ্দ থাকিবেক না।

* কালানুগত অরিষ্ট পদে; কলিকালাগত সময়ের যে স্বভাব তাহাই বিচার্য্য হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, যে দিবস যে সময় যে দণ্ডে, দ্বারকা পরিত্যাগ করিয়াছেন সেই দিবস সেই দণ্ডে পৃথিবীতে কলির প্রবেশ হয়; সুতরাং কলির আগমনেই তদনুসঙ্গী অধর্ম্ম সংদল সমাগত হইল, অর্থাৎ সমগে অধর্ম্ম আগমন করিলেন, যথা লোভ; মোহ, ক্রোধ, কাম, হিংসা, অসূয়া ঈর্ষা মিথ্যাবাক্য শাঠ্য নাস্তিকতা, দ্বেষ, পৈশুন্য দম্ভ, মাৎসর্য্য নিষ্ঠুর্য্য

নিমিত্ত সকল দেখিয়া এবং লোক সকলের লোভাদি অধর্ম্ম প্রকৃতি অর্থাৎ লোভ, ক্রোধ, হিংসা, অসূয়া ঈর্ষা মিথ্যা ভাষণাদি অধর্ম্ম স্বভাব দৃষ্ট করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির অনুজ ভ্রাতা ভীমসেনকে কহিতেছেন॥ হে ভীমসেন বন্ধুদর্শনেচ্ছায় এবং পুণ্যশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্ম জানিবার নিমিত্ত অর্জ্জুন দ্বারকানগরীতে সংপ্রেষিত হইয়াছেন অর্থাৎ গমন করিয়াছেন, তাঁহার অদ্যা বধি আগমন হইলনা॥ ৫॥

গতাঃ সপ্তাধুনা মাসা ভীমসেন তবানুজঃ। নায়াতিকস্যবাহেতোর্নাহং বেদেদ মঞ্জসা॥ ৬॥

বেতি বিতর্কে কস্মাদ্ধেতো নায়াতি নাহং বেদ্মি॥ ৬॥

হে ভীমসেন † তবানুজ অর্জ্জুন দ্বারকায় গমন করি

প্রভৃতি অধর্ম্মানুচর লোভ অর্থাৎ পরধন লিপ্সা, (মোহ) পর মার্থতত্ত্বে ভ্রান্তি। (ক্রোধ) পরানিষ্টকরণলিপসা। (কাম) ইন্দ্রিয়ানুগত্য। (হিংসা) পরপ্রাণ ঘাতন অথবা জীবন সত্বেও মৃত্যুবৎপরপীড়ন। (অসূয়া) পরগুণেতেদোষারোপণ। (ঈর্ষা) পরশ্রী কাতরতা। (মিথ্যা) অসত্য ভাষণ। (শাঠ্য) বঞ্চকতা! (নাস্তিকতা) নিরীশ্বর বাদিত্ব অথবা বেদোদিত কর্ম্ম ত্যাগিত্ব (দ্বেষ) শত্রুতা। (পৈশুন্য) খলতা। (দম্ভ) মত্তত্তা। (মাৎসর্য্য) আত্মম্ভরতা অর্থাৎ আত্মাভিমান, আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইত্যাকার জ্ঞান॥ নৈষ্ঠুর্য্য নিষ্ঠুরতা অর্থাৎ দয়াশূন্য।

† তবানুজ পদে তোমার অনুজ। ইহাতে জিজ্ঞাস্য অর্জ্জুন রা

য়াছেন অধুনা সপ্তমাস গতহইল কিনিমিত্তইবা * তাঁ-হার প্রত্যাগমন হইলনা তাহা আমি উপলব্ধি করিতে পারিনা ॥ ৬ ॥

অপি দেবর্ষিণাদিষ্টঃ সকালোয় মুপস্থিতঃ। যদাত্মনোঙ্গ মাক্রীড়ং ভগবানুৎসিসৃক্ষতি ॥ ৭ ।

অপিকিং যদা আত্মান আক্রীড়ং ক্রীড়া সাধনং অঙ্গং গানুষ্য নাট্যং উৎসৃষ্টু মিচ্ছতি। সকালঃ কিং প্রাপ্তঃ ॥ ৭ ।

(1) বিতর্কদ্বারা রাজা যুধিষ্ঠির ভীমকে যে অভিপ্রায়ে

আর ও অনুজ বটেন তবে শুদ্ধ ভীমানুজ বলিয়া কেন কহেন, উত্তর, রাজার অনুজ যদিও বটেনঃ তথাপি যাহারপর যে ভ্রাতা জন্মে তাহাকে তাহার অনুজ বলাই প্রাধান্য। অর্থৎ ভীমকে যখন সম্বোধন করেন তখন আপনার অনুজ বলিয়া থ কেন। ইহাতে অনুজের অনুজ বলিয়া স্নেহাধিক্য জানাইয়াছেন, অতএব অভিপ্রায় স্বয়ং বা দূতদ্বারা অর্জুনের সংবাদ লওয়ার কারণ ভীমকে ত্বরা কহিয়াছেন।

* বাশব্দে বিতর্ক। অর্থাৎ চিন্তা করিতে লাগিলেন অর্জুনের আগমন নাহওয়ার কারন কি।

(1) ব্যাকুল হৃদয়ে রাজাযুধিষ্ঠির এতদ্রূপ নানাবিধ বিতর্ক করিয়া কহিয়াছেন, অর্থাৎ পূর্ব্বে বিদুরোক্তিতে জাতবৈরাগ্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র বন গমন করেন তৎশোকে কাতর রাজা যুধিষ্ঠিরতাহার শোকাপনোদনার্থ দেবর্ষি নারদ গোস্বামী তুম্বুরুর সহিত আগত হইয়া বিবিধজ্ঞানোপদেশ দ্বারা শোক দূরীকরণ পূর্ব্বক রাজা

কহেন, তাহা এই শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন, যথা (অপীতি) ॥

দেবর্ষি নারদ গোস্বামী যাহা আদেশ করিয়াছিলেন; অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনার ক্রীড়া সাধন মানুষ্য নাট্য অর্থাৎ মনুষ্য লীলাকারিক কলেবর যখন ত্যাগ করিবেন তখন ভয়ঙ্করকলির আগমনহইবে, এইকি সেই কাল উপস্থিত হইল॥ ৭।

যস্মান্নঃ সম্পদোরাজ্যং দারাঃ প্রাণাঃ কুলং প্রজাঃ। আসন্ সপত্নবিজয়োলোকাশ্চ যদনুগ্রহাৎ॥ ৮॥

অস্মাকং সর্ব্ব পুরুষার্থ হেতুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অতস্তদ্বিযোগং বিনান্যৎ রিষ্টং নস্যাদি ত্যাশয়েনাহ। যস্মাদিতি। শ্রীকৃষ্ণান্দ্বেতোঃ এত চ্চোপরিষ্টাদর্জ্জুনঃ স্পষ্টী করিষ্যতি। লোকাশ্চ যজ্ঞকরণ রূপ যস্যানুগ্রহাৎ॥ ৮॥

করিয়াছিলেন, হে মহারাজ, কাল স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি সাম্প্রত তোমারদিগের বন্ধুরূপে দ্বারকায় বাস করিতেছেন, তিনি সাক্ষাৎ পরমাত্মা দেবতাদিগের ও প্রার্থণীয়, ভূভার হরণ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করতঃ অবশিষ্ট স্বকীয় যদুকুলধ্বংশানন্তর দ্বারকা হইতে গমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন, ইহাই রাজার পরিশঙ্কনীয় অর্থাৎ তর্কনীয় হইতেছে। যেহেতু রাজা যুধিষ্ঠিরের চিন্তা যে বুঝি সেই সময় এই উপস্থিত হইল। নচেৎ কলিকালানুগত অশুভ লক্ষণাদিতে উৎপাত সকল কেন দর্শন হইতেছে॥

আমারদিগের সকল পুরুষার্থ সাধনের ক্ষেত্র স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ তাহাঁর বিয়োগ অর্থাৎ তদন্তর্ধান ভিন্ন এতদ্রূপ অশুভ নিমিত্ত দর্শন হয়না ইত্যাশয়ে রাজা কহিয়াছেন, যথা। যস্মাদিতি। ।

রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে কহিয়াছেন, যে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহেতে আমারদিগের সম্পদ ও রাজ্য ও স্ত্রী প্রাণ কুল প্রজা এবং শত্রু জয় আর * লোকসংগ্রহ হইয়াছিল তাহাঁর অদর্শন ব্যতিরেকে এই ঘোরতর উৎপাত দর্শন হয়না, ইহা উত্তর শ্লোকান্বয়ে কহিয়াছেন। ৮।

পশ্যোৎ পাতান্ নরব্যাঘ্র দিব্যান্ ভৌমান্ সদৈহিকান্। দারুণান শংসতোহদূরাদ্ভয়ং নোবুদ্ধিমোহনং॥ ৯॥

অদূরাৎ সন্নিহিতং নোহস্মাকং ভয়ং আশংসত উৎপাতান্॥ ৯

অনন্তর, রাজা ভীম সম্বোধনে উৎপাত দর্শন করাইয়া কহিতেছেন, যথা। পশ্যেতি।

(১) হে নরব্যাঘ্র, হে ভীম, অন্তরীক্ষগত, ও ভূমিগত, এবং

---

* লোক শব্দ ভুবন বাচক, অর্থাৎ ভুবন জয় হইয়াছিল; অথবা লোকপদে যজ্ঞ করণ রূপ লোক সংগ্রহ; অর্থাৎ লোভাচার্য্য সদস্য উদ্গাত্র প্রভৃতি কিম্বা সম্ভার করণার্থ উদ্যোগী পুরুষ, অর্থাৎ যজ্ঞের করণ কৃতি লোক অতএব এস্থলে লোক শব্দ জন বাচক হয়; কেননা রাজ্য বলাতেই ভুবন বলা হইয়াছে সুতরাং দ্বিরুক্তির অপেক্ষা নাই॥

(১) ব্যাঘ্র শব্দ বন্যপশু বিশেষঃ এখানে শ্রেষ্ঠ বাচক হয়, অর্থাৎ মনুষ্য মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে ব্যক্তি তাহাকে নর ব্যাঘ্র বলা যায়॥

সাংদেহিক, অর্থাৎ দেহ সম্বন্ধি এতৎ বিবিধ প্রকার দারুণ উৎপাত সকল দর্শন হইতেছে, দেখ সেই সকল উৎপাত দ্বারা জানাযায় যে আমারদিগের নিকট (।) ভয়উপস্থিত হইল, ভয় কিম্ভূত, না, ‡ বুদ্ধিমোহন, অর্থাৎ যদ্দ্বারা বুদ্ধি মোহিত হয় ॥ ৯ ॥

ঊর্ব্বক্ষি বাহবো মহ্যং স্ফুরন্ত্যঙ্গ পুনঃ২। বেপথুশ্চাপি হৃদয় আরাদ্দাস্যন্তি বিপ্রিয়ং ॥ ১০ ॥

দৈহিকানাহ। ঊর্ব্বাদয়ো বামাঃ স্ফুরন্তি বেপথুঃ কম্পশ্চ হৃদয়ে বর্ত্ততে। এতে আরাৎ সন্নিহিত বিপ্রিয়ং দাস্যন্তি ॥ ১০ ।

পূর্ব্ব শ্লোকে ভূমি ও অন্তরীক্ষ এবং দেহগত ত্রিবিধ প্রকার উৎপাত বর্ণন করিয়া এতৎ শ্লোকে দৈহিকাদিকে বিশেষ করিয়া কহিতেছেন, যথা। ঊর্ব্বক্ষীতি ।।

হে অঙ্গ, হে ভীম, আমার বামউরু, বামচক্ষু, বামবাহু, পুনঃ পুনঃ স্পন্দন করিতেছে, এবং হৃদয়ের কম্প হইতেছে, তাহাতে এই উপলব্ধি হয়, যে অতি সন্নিহিত অর্থাৎ নিকট * বিপ্রিয় ফল প্রদান করিবে ॥ ১০।

শিবৈষোদ্যন্ত মাদিত্য মভিরৌত্যনলাননা। মামঙ্গ সারমেয়োয় মভিরেভত্য ভীরুবৎ ॥ ১১ ॥

(।) ভয় শব্দে মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যু উপস্থিত।

‡ বুদ্ধিমোহন পদে বুদ্ধিকে মোহিত করে, অর্থাৎ ভয়োৎপন্ন কালে হিতাহিত কিছুমাত্র বুদ্ধিতে স্থির করাযায়না। একারণ ভয়কে বুদ্ধিমোহন কহিয়াছেন।

ভৌমানাহ সার্দ্ধত্রিভিঃ। শিবাঃ ক্রোষ্ট্রী আদিত্যং অভিরৌতি উদ্যত সূর্য্যাভি মুখং ক্রোশতি অনলাননা অগ্নিং মুখেন বগ্রীত্যর্থঃ। অঙ্গ হেভীম, সারমেয় শ্বা অভিরেভতি প্লুতং ভা যতে অভীরুবৎ নিঃশঙ্কবৎ॥ ১১।

অনন্তর, সার্দ্ধত্রয় শ্লোকে ভূমিগত উৎপাত বর্ণন করিয়া কহিতেছেন, যথা (শিবেতি)॥

হে ভীম, ভূমিগত উৎপাত সকল দর্শন করহ, (এতদভিপ্রায়ে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ভীমকে দর্শন করাইতেছেন) অর্থাৎ এই সকল শিবা উদিত সূর্য্যকে সংমুখ করিয়া* অগ্নি বমন করতঃ রোদন করিতেছে, এই সকল সারমেয় অর্থাৎ কুক্কুর সকল আমাকে লক্ষ করিয়া (i) অভীরুবৎ রোদনের ন্যায় উচ্চৈঃ শব্দে সঙ্গীত করিতেছে॥ ১১॥

শস্তাঃ কুর্ব্বন্তি মাং সব্যং দক্ষিণং পশবো পরে। বাহাংশ্চ পুরুষব্যাঘ্র লক্ষয়ে রুদতো মম॥ ১২॥

শস্তা গবাদয়ো মাং সব্যং বামং কুর্ব্বন্তি। অপরে গর্দ্দভাদ্যাঃ প্রদক্ষিণং কুর্ব্বন্তি। বাহান্ অশ্বান্। ১২।

---

* অগ্নিবমন পদে অগ্নি উদ্গার অর্থাৎ শ্লোকে অনলাননা শৃগালী বলিয়া উক্ত করেন, তদর্থে শৃগাল জাতির মধ্যে (উল্কামুখ বলিয়া বিশেষ জাতি আছে, প্রাকৃত লোকে নিশাকালে প্রান্তরস্থ উল্কামুখ শৃগালকে দেখিয়া শৃগাল বলিয়া উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বৈচক্ষণ্যবিহীনজনে (আলেয়া) প্রেতবলিয়া উক্ত করে।

(i) অভীরুবৎ পদে নিঃশঙ্ক অর্থাৎ শঙ্কারহিত।

হে পুরুষব্যাঘ্র, অর্থাৎ হে নরশ্রেষ্ঠ ভীম; প্রশস্ত পশু গোসকল আমাকে * বামকরিতেছে অর্থাৎ আমার বাম দিকে গমনকরিতেছে, (।) অপর অপ্রশস্ত পশু গর্দ্ধভাদিরা দক্ষিণদিকে গমন করিতেছে, অর্থাৎ আগত অমঙ্গলের শূচনা করিতেছে, আর মদীয় বাহন অর্থাৎ ।। অশ্বাদিকে রোদন বিশিষ্ট লক্ষকরিতেছি ।। ১২ ।

মৃত্যুদূতঃ কপোতোয় মুলূকঃ কম্পয়ন্ মনঃ । প্রত্যুলূকশ্চ কুহ্বানৈ র্বিশ্বং বৈ শূন্য মিচ্ছতঃ ।। ১৩ ।।

অয়ং কপোতো মৃত্যুদূতো মৃত্যুশূচকঃ উলূকঃ পেচকঃ প্রত্যুলূকঃ তৎপ্রতি পক্ষো বকঃ কাকোবা কুহ্বানৈঃ কুৎসিত শব্দৈ র্বিশ্বং শূন্য মিচ্ছতিঃ । ১৩ ।

এই § মৃত্যুদূতকপোত অর্থাৎ রক্তপাদ কপোত বি-

---

* বামকরিতেছে, ইত্যর্থে সম্মুখহইতে আগমন দ্বারা বাম ভাগে প্রস্থিত হইতেছে।

(।) অপর পশু পদে অপ্রশস্ত অর্থাৎ কুৎসিত পশু গর্দ্ধভাদি, আদিপদে গর্দ্ধভশৃগালাদিরবামে গমনশুভ । আর গোমৃগাদির দক্ষিণে গমন শুভ শূচকহয় । যথা বামেশবশিবা কুম্ভ দক্ষিণে গো মৃগদ্বিজঃ ইত্যাদি।

।। অশ্বাদি পদে অশ্ব হস্তি প্রভৃতি ।

§ মৃত্যুদূত কপোত পদে; রক্তপাদ কপোত অর্থাৎ প্রাকৃত লোকে (ঘুঘু) পক্ষীকে রক্তপাদ কপোত বলে । তাহার শব্দে ত্রৈলোক্যের অমঙ্গল হয় অর্থাৎ যেস্থানে ঘুঘু ডাকে এবং তৎপাদ বিহরণ স্থল অবিলম্বে শূন্যহয়।

শেষঃ। আর উলূক অর্থাৎ ¶ কৃষ্ণপেচক,॥ প্রত্যুলূক, অর্থাৎ উলূকের প্রতিপক্ষ দোণকাক, ইহারা § বিশ্বকে শূন্যকরিবার ইচ্ছায় কুৎসিত শব্দ দ্বারা আমার মনকে কম্পিত করিয়েছে॥ ১৩।

ধূম্রাদিশঃ পরিধয়ঃ কম্পতেভূঃ সহাদ্রিভিঃ। নির্ঘাতাশ্চ মহাংস্তাত সাকঞ্চস্তনয়িত্নুভিঃ॥ ১৪॥

ধূম্রাধূসরা দিশঃ পরিধয় ইবাগ্নিং লোকমাবৃন্বন্তি। দিব্যাসাহ সান্ধ্যভাভ্যাং নির্ঘাতো নিরভ্র বজ্রপাতঃ স্তনয়িত্নুভেোঃ গর্জিতানিতৈঃ সহ॥ ১৪।

দিকপরিধি অর্থাৎ দিঙমণ্ডল ধূমারন্যায় ধূলায় ধূবর অর্থাৎ মলিন হইয়াছে, যেমন ধূমায় অগ্নিকে আবরণ কারে তদ্রূপ লোক সকল খরতর বায়ু দ্বারা উত্থিত ধূলাতে আবৃত হইতেছে। এবং ঘন ঘন ধরাধর সহিত ধরণীর কম্প হইতেছে, হেতাত ভীম, ইহা অত্যন্ত অমঙ্গল জানিহ। অনন্তর অর্দ্ধশ্লোকার্থে অন্তরীক্ষগত নিমিত্ত কহিতেছেন, বিনামেঘে গর্জ্জনের সহিত নির্ঘাত অর্থাৎ বজ্রপাত হইতেছে। ইহার পর শ্লোকদ্বয়ে ও এইউৎপাত বর্ণন করিয়াছেন॥ ১৪॥

¶ উলূক পদে কৃষ্ণপেচক অর্থাৎ কালপেচক।

॥ প্রত্যুলূক পদে উলূকের প্রতিপক্ষ অর্থাৎ পেচকের শত্রু ডাঁড়ক্ক ইহারা সকলেই যমের দূত।

§ বিশ্বশূন্য পদে হটাৎ মারিভয় উপস্থিত হইয়া জনশূন্য হয়।

বায়ুর্ব্বাতি খরস্পর্শো রজসা বিসৃজং স্তমঃ । অসৃগ্বর্ষন্তি জলদা বীভৎস মিব সর্ব্বতঃ ॥ ১৫ ।

তমোবিশেষেণ বিসৃজন্ অসৃক্ রক্তং । ১৫ ।

অনন্তর মহারাজা যুধিষ্ঠির বিশেষ করিয়া ভীমকে নিমিত্ত দর্শন করাইতেছেন, যথা (বায়ুরিতি) ॥

হে ভীমসেন, দর্শন করুক । * খরস্পর্শ বায়ু বহিতেছে এবং ধূলিদ্বারা দিক সকলকে তমোভূত করিতেছে, আর মেঘসকল রক্তবর্ষণদ্বারা সর্ব্বতোভাবে ধরণীতলকে হৃংসিত করিতেছে ॥ ১৫ ॥

সূর্য্যং হতপ্রভং পশ্য গ্রহমর্দ্দং মিথোদিবি । সসঙ্কুলৈ র্ভূতগণৈ র্জ্বলিতে ইব রোদসী ॥ ১৬ ।

গ্রহাণাং মর্দ্দং যুদ্ধং ভূতা রুদ্রানুচরাস্তেষাং গণৈঃ সংকুলৈ র্ব্যাপ্তিশ্রৈঃ প্রাণিভিঃ সহিতৈঃ রোদসী দ্যাবা পৃথিব্যৌ জ্বলিতে প্রদীপ ইব পশ্যেতি । ১৬ ।

হে ভীম, দর্শনকরহ সূর্য্যপ্রভার হানি হইয়াছে, এবং পরস্পর গ্রহদিগের যুদ্ধ হইতেছে অর্থাৎ উপর্য্যুপরি

---

* খরস্পর্শ বায়ু পদে তীব্রবায়ু অর্থাৎ ধূলিকর্কর দ্বারা পীড়াদায়ক !

গমন করিতেছে আর * প্রাণিগণের সহিত মিলিত হইয়া † ভূতগণে বিচরিত হইয়াছে, এবং পৃথিবীতল ও আকাশমণ্ডলে প্রজ্বলিত দীপ বৎ দৃষ্ট হইতেছে। ১৬।

নদ্যোনদাশ্চ ক্ষুভিতাঃ সরাংসি চমনাংসি চ। নজ্বলত্যগ্নি রাজ্যেন কালোয়ং কিং বিধাস্যতি॥ ১৭।

পুনর্ভৌমানাহ। নদ্য ইতি। সার্দ্ধত্রিভিঃ। প্রাণিনাং মনাংসি চ। ১৭।

অনন্তর, ভূমিগত উৎপাত পুনর্ব্বার সার্দ্ধত্রয় শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে, যথা

(নদ্য ইতি)॥

হে ভীমসেন। দেখ, নদনদী এবং সাগর আর প্রাণিমাত্রের মন হটাৎ ক্ষুব্ধ হইতেছে, অপর ‡ রাজ্যে অগ্নি জ্বলিত নহেন, সুতরাং ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হইল, না জানি ইহাতে কিরূপ ঘটনা হইবে অর্থাৎ এইকাল কিরূপ বিধান করিবেন তাহা উপলব্ধি করিতে পারিনা। ১৭

নপিবন্তি স্তনং বৎসা নদুহ্যন্তি চ মা-

---

* প্রাণিগণের সহিত মিলিত ভূতগণ পদে, মনুষ্য শরীরে ভূতাশ্রয়।

† ভূত শব্দে রুদ্রানুচর পিশাচ জাতি।

‡ রাজ্যে অগ্নিজ্বলিত নহে, অর্থাৎ বেদোদিত অগ্নিহোত্র কর্ম্ম রহিত হইবেক।

তরঃ। রুদন্ত্যশ্রুমুখা গাবো নদুহ্যন্ত্যৃষভাব্রজে॥ ১৮।

নদুহ্যন্তি ইতি কর্ম্মকর্ত্তর্য্য ভিধানমার্ষং নপ্রস্নুবন্তীত্যর্থঃ। ১৮

* বৎসমাত্রে মাতৃস্তন পানকরেন, এবং (I) গাবিদোহন ও হয়না, আর গাবিসকল অশ্রুমুখী হইয়া রোদন করিতেছে, গোষ্ঠমধ্যে বৃষভেরা নিরুৎসাহ হইয়াছে। ১৮

দৈবতানি রুদন্তীব স্বিদ্যন্তি প্রচলন্তিচ। ইমেজনপদা গ্রামাঃ পুরোদ্যানাকরাশ্রমাঃ। ভ্রষ্ট শ্রিয়ো নিরানন্দাঃ কিমঘং দর্শয়ন্তি নঃ॥ ১৯॥

দৈবতানি প্রতিমা অঘং দুঃখং। ১৯।

সার্দ্ধেক শ্লোকেভীমসেনকেরাজ যুধিষ্ঠির ভূমিগত উৎপাতদর্শন করাইয়া কহিতেছেন, যথা। (দৈবতানীতি) হে ভীমসেন, দেব প্রতিমা সকল যেন রোদন করিতেছেন, এবং স্বেদবিশিষ্ট অর্থাৎ ঘর্ম্মান্বিতা আর কম্পিতা

---

* বৎসমাত্রে মাতৃস্তন পানকরেনা, ইত্যর্থে বৎসহীনা গাবি হইবেক বোধ হইতেছে।

(I) গাবিদোহন হয়না, পদে যথাবিহিত দোহন রহিত অর্থাৎ মৃতবৎসা গাবিকে নানাকৌশলে দুগ্ধার্থে দোহন করে, ফলিতার্থ দোহন সম্পন্ন হয়না।

হইতেছেন, অপর ॥ জনপদ সকল ও গ্রাম, পুরী, উদ্যা ন, আকর, আশ্রম শ্রীহীন, ও নিরানন্দ হইয়াছে, ইহা তে যে আমার দিগের কি দুঃখ দর্শন হইবে তাহা উপল ব্ধি করিতে পারিনা ॥ ১৯ ।

মন্যএতৈ র্মহোৎ পাতৈ র্নূনং ভগবতঃ পদৈঃ। অনন্য পুরুষ শ্রীভি হীর্না ভূর্হ ত সৌভগা ॥ ২০ ॥

এতৈঃকৃত্বা নবিদ্যতে অন্যেষু পুরুষেষু শ্রীবজ্রাঙ্কুশাদি শোভা যেষাং তৈর্ভগবতঃ পদৈ হীর্না ভূরিত্যহং মন্যে। ২০।

নিমিত্ত দর্শনের ফলকেলক্ষ করিয়া ভীমকেক হিতেছেন, যথা। (মন্যইতি)॥

হে ভীমসেন, এই সকল মহোৎপাতদ্বারা নিশ্চিত উপ লব্ধি হইতেছে, যে * অনন্য পুরুষ ভগবানের (।) পাদ পদ্ম চিহ্নাদি শোভা হীনা ধরণী হইয়াছেন, অর্থাৎ এমত জ্ঞান হইতেছে যে ভগবান এই মর্ত্ত্যলোককে পরিত্যাগ করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

॥ জনপদ পদে, দেশ। গ্রাম পদে পল্লী পুরীপদে ভবন; উদ্যান পদে বিহারার্থ কল্পিত বন, আকরপদে স্বর্ণরৌপ্যামণি মুক্তাদির খনি, আশ্রম পদে ঋষিদিগের আশ্রয় স্থান।

* অনন্য পুরুষ পদে, অদ্বিতীয় পুরুষ।

(।) পাদ, পদ্ম চিহ্নাদি পদে অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ, ধনুক, বৃত্তবিন্দু, গোস্পদ, সফরীমৎস্যাকার, শংখ ইত্যাদি বামপদ

ইতি চিন্তয়ত স্তস্য দৃষ্টারিষ্টেন চেতসা।
রাজ্ঞঃ প্রত্যাগমদ্ ব্রহ্মণ্ যদুপুর্য্যাঃ কপিধ্বজঃ ॥ ২১ ॥

তস্য রাজ্ঞইত্যেবং দৃষ্টান্যরিষ্টানি যেন তেন চেতসা চিন্তয়তঃ সতঃ। ২১।

এইরূপ অরিষ্ট দর্শনে রাজা চিন্তা করিতেছিলেন, এমত সময় অর্জ্জুন আগত হইলেন, তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে যথা (ইতীতি)॥

* এই সকল অরিষ্ট অর্থাৎ উৎপাতদৃষ্টস্বচিত্তে রাজা যুধিষ্ঠির চিন্তা করিতেছিলেন হে শৌনক, এমতকালে তাঁহার পুরতঃ যদুপুরী দ্বারকা হইতে কপিধ্বজ অর্জ্জুন প্রত্যাগমন করিলেন॥ ২১॥

তৎপাদয়োর্নিপতিতমযথাপূর্ব্বমাতুরং। অধোবদনমব্বিন্দূন্ সৃজন্তং নয়নাব্জয়োঃ॥ ২২॥

অযথা পূর্ব্বং নিপতিতং তদেবাহ আতুরমিতি ইত্যাদি অব্বিন্দূন্ অশ্রূণি নেত্রাভ্যাং বিসৃজন্তমিত্যর্থঃ। ২২।

চিহ্ন, অনন্তর দক্ষিণ পদে অষ্টকোণ যন্ত্র, স্বস্তিক, চক্র, ছত্র, ধ্বজ বজ্র, জম্বুফল, ঊর্দ্ধ্ব রেখা, পদ্ম, যব, অঙ্কুশ, ইত্যাদি চিহ্ন ভগবচ্চরণারবিন্দ ব্যতীত অন্য পুরুষের নাই সুতরাং তাঁহাকে অনন্য পুরুষ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন॥

* এই সকল অরিষ্টপদে পূর্ব্বোক্ত অরিষ্ট।

দ্বারকা হইতে সমাগত অর্জ্জুনের অবস্থা বর্ণন করিতেছেন, যথা (তমিতি) ॥

অতিশয় কাতর অর্জুন মহারাজা যুধিষ্ঠিরের পাদদ্বয়ে পতিত হইলেন, তাহাঁকে রাজা যুধিষ্ঠির দেখিলেন, যে অর্জুন যে অবস্থায় দ্বারকা গমন করিয়াছিলেন, তাহার বিপরীতাবস্থায় আগত হইলেন, অর্থাৎ সে উৎসাহ নাই, সে প্রসন্ন বদন নাই, অতিদীন মলিন অধোবদন এবং কমলায়ত লোচনদ্বয়ে অবিরত বারিধারা নিপতন হইতেছে ॥ ২২ ॥

বিলোক্যোদ্বিগ্ন হৃদয়ো বিচ্ছায় মনুজং নৃপঃ । পৃচ্ছতিস্ম সুহৃন্মধ্যে সংস্মরন্নারদেরিতং ॥ ২৩ ॥

উদ্বিগ্নং কম্পিতং হৃদয়ং যস্য বিচ্ছায়ং বিগতকান্তিং । ২৩ ।

রাজা যুধিষ্ঠির অনুজ ভ্রাতা অর্জ্জুনকে * বিচ্ছায় দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত (।) নারদের উক্তিকে স্মরণ করিয়া উদ্বিগ মনে সুহৃৎগণ মধ্যে অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীযুধিষ্ঠিরউবাচ ॥ কচ্চিদানর্ত্ত পুর্য্যাং নঃ স্বজনাঃ সুখমাসতে । মধু ভোজ দশার্হার্হাঃ সাত্বতান্ধক বৃষ্ণয়ঃ ॥ ২৪ ॥

স্বজনা বান্ধবাঃ । ২৪ ।

---

* বিচ্ছায় পদে বিগতকান্তি, অর্থাৎ ভ্রষ্টশ্রীক ।

(।) নারদের উক্তি পদে পূর্ব্বোক্ত ধৃতরাষ্ট্রের বন প্রস্থান কালে রাজাকে নারদ কহিয়াছিলেন যে অতি শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণ ধরণীতল পরিত্যাগ করিবেন, রাজার এই চিন্তা বুঝি সেইকাল উপস্থিত হইয়াছে ॥

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যথা (কচ্চিদিতি) ॥

হে অর্জুন, আনর্ত্ত পুরী অর্থাৎ দ্বারকা নগরীতে আমার দিগের স্বজন অর্থাৎ মধুবংশ, ভোজবংশ, দশার্হ বংশ সাত্বত বংশ, অন্ধকবংশ, বৃষ্ণিবংশ প্রভৃতি বান্ধবেরা কিরূপ সুখে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ২৪ ॥

শূরোমাতামহঃ কচ্চিৎ স্বস্ত্যাস্তে বাথ মারিষঃ। মাতুলঃ সানুজঃ কচ্চিৎ কুশল্যানক দুন্দুভিঃ ॥ ২৫ ॥

কিং বক্ষ্যতীতি শঙ্কয়া ব্যবহিত ক্রমেণ পৃচ্ছতি শূরইত্যাদিনা। মারিষো মান্যো মাতামহঃ আনক দুন্দুভিঃ বসুদেবঃ। ২৫।

অর্জুন কিবলেন ইত্যভিপ্রায়ে শূর প্রভৃতির নামোল্লেখে ক্রমে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে, যথা (শূরইতি) ॥

হে ভ্রাতঃ আমারদিগের মান্য মাতামহ শূর রাজা কিরূপ সুস্থাবস্থায় আছেন, এবং অনুজগণের সহিত আমার দিগের মাতুল ✱ আনক দুন্দুভি কিরূপ কুশলী আছেন তাহাবল ॥ ২৫ ॥

সপ্ত স্বসার স্তৎপত্ন্যো মাতুলান্যঃ সহা-

✱ আনক দুন্দুভি পদে বসুদেব। অর্থাৎ বসুদেবের জন্মকালে দেবতারা আনক দুন্দুভি ধ্বনি করিয়াছিলেন, একারণও ইঁহার এক নাম আনক দুন্দুভি। আনক পদে শানী, দুন্দুভি পদে তদ্রূপ যোগী বাদ্য ॥

স্বজাঃ। আসতে সস্নুষাঃ ক্ষেমং দেবকী প্রমুখাঃ স্বসৃং॥ ২৬॥

স্বসারঃ পরস্পরং বসুদেব ক্ষেমাস্তাসামপিক্ষেমং পৃষ্টমেব পৃথগপি পৃচ্ছতি স্বাগিতি। ২৬।

আর বসুদেবপত্নী * সপ্ত সহোদরা দেবকী প্রভৃতিমুখ্যা আমার দিগের মাতুলানী রা, পুত্র এবং বধূগণের সহিত কিরূপ ক্ষেম অর্থাৎ কল্যাণাবস্থায় আছেন॥ ২৬॥

কচ্চিদ্রাজাহুকো জীবত্যসৎ পুত্রোহস্য চানুজঃ। হৃদীকঃ সসুতোহক্রূরো জয়ন্ত গদ সারণাঃ। আসতে কুশলং কচ্চিদ্যে চ শত্রুজিদাদয়ঃ। কচ্চিদাস্তে সুখং রামো ভগবান্ সাত্বতাং প্রভুঃ॥ ২৭।

আহুকঃ উগ্রসেনঃ অসৎ পুত্রো যস্য অতএব জীবন মাত্রমেব পৃষ্টং অনুজো দেবকঃ হৃদীকঃ তৎসুতঃ কৃতবর্ম্মা জয়ন্তা দয়শ্চ কৃষ্ণ ভ্রাতরঃ।

(।) অসৎ পুত্র উগ্রসেন কিরূপে এক্ষণে জীবিত আছেন; আর তদ্ভ্রাতা দেবক ও সপুত্র হৃদীক, অর্থাৎ কৃতবর্ম্মার সহিত হৃদীক, ও অক্রূর এবং জয়ন্ত, গদ, সারণ, শত্রু-

* বসুদেব পত্নী সপ্ত সহোদরাঃ অর্থাৎ ধৃতদেবা, শান্তিদেবা, উপদেবা শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা; দেবকীইত্যাদি।

(।) অসৎ পুত্র উগ্রসেন, অর্থাৎ দেবশত্রু কংসপুত্র যাঁর, তাহাঁর নাম অসৎপুত্র॥

জিৎ আর ভগবান বলরাম প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতৃগণেরা কিরূপ সুখে কালযাপনা করিতেছেন, ॥ ২৭ ॥

প্রদ্যুম্নঃ সর্ব্ববৃষ্ণীনাং সুখমাস্তে মহারথঃ। গম্ভীররয়োঽনিরুদ্ধো বর্দ্ধতে ভগবানুত ॥ ২৮ ।

সর্ব্ববৃষ্ণীনাং মধ্যে মহারথঃ গম্ভীররয়ঃ যুদ্ধে মহাবেশোবর্দ্ধতে মোদতে ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

সর্ব্ব বৃষ্ণিবীরের মধ্যে মহারথ প্রদ্যুম্ন, আর অনিরুদ্ধ কিরূপসুখে বাসকরিতেছেন, হে অর্জ্জুন ভগবদংশভূত যাদবেরা যুদ্ধে মহাবেশে বৃদ্ধ অর্থাৎ সংগ্রাম প্রাপ্তে মহা হর্ষযুক্ত হয়েন ॥ ২৮ ॥

সুষেণশ্চারুদেষ্ণশ্চ শাম্বো জাম্ববতীসুতঃ। অন্যেচ কার্ষ্ণিপ্রবরাঃ সপুত্রা ঋষভাদয়ঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্যাপত্যানি কার্ষ্ণয়ঃ তেষু প্রবরাঃ ॥ ২৯ ।

যাদবদিগের শৌর্য্যাদি প্রশ্নে পৃথক২ সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যথা (সুষেণ ইতি) ॥

শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য পুত্র সকলের এবং মুখ্য সুষেণ ও চারুদেষ্ণ, জাম্ববতী পুত্র শাম্ব ও ঋষভাদির কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥ ২৯ ॥

অথৈবানুচরাঃশৌরেঃ শ্রুতদেবোদ্ধবাদয়ঃ। সুনন্দনন্দ শীর্ষণ্যা যেচান্যে সাত্ত্বতর্ষভাঃ। অপিস্বস্ত্যাসতে সর্ব্বে রামকৃষ্ণভুজাশ্রয়াঃ। অপিস্মরন্তি কুশল মস্মাকং বদ্ধসৌহৃদাঃ ॥ ৩০।

সুনন্দ নন্দ শীর্ষণ্যৌ মুখ্যৌ যেষাং তে ॥ ৩০।

অনন্তর প্রধান২ শ্রীকৃষ্ণানুচরের ও কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যথা (অথৈতি) ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সখা শ্রুতদেব উদ্ধবাদি, যাহারদিগের মধ্যে সুনন্দ নন্দপ্রধান, আর অন্য২ সাত্ত্বত বংশ্য প্রভৃতি যাহারা রামকৃষ্ণের ভুজবলের আশ্রয় করিয়া দ্বারকায় বাসকরেন, এবং আমারদিগের সহিত যাহারদিগের বদ্ধ সৌহার্দ্দ, তাহারা সকলে কিরূপ সুস্থাবস্থায় আছেন ॥ ৩০ ॥

ভগবানপি গোবিন্দো ব্রহ্মণ্যো ভক্তবৎসলঃ। কচ্চিৎ পুরে সুধর্ম্মায়াং সুখমাস্তে সুহৃদ্বৃতঃ ॥ ৩১ ॥

ভগবান সুখমাস্তে ইতি প্রশ্নস্যানৌচিত্য মাশঙ্ক্যাহ পুর ইত্যাদি ॥ ৩ ।

অনন্তর, সর্ব্বাপেক্ষা প্রশ্নাবসানে ভগবানের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যথা (ভগবানিতি) ॥

হে ভ্রাতঃ, অর্জুন, দ্বারকাপুরীমধ্যে সুধর্ম্মা সভাতে সকল সুহৃদ্‌গণে আবৃত, সর্ব্ব বেদ্য ভক্তবৎসল ভগবান গোবিন্দ কিরূপসুখে অবস্থিতি করিতেছেন ।৩১

মঙ্গলায় চ লোকানাং ক্ষেমায় চ ভবায় চ।
আস্তে যদুকুলাম্ভোধাবাদ্যোঽনন্তসখঃ পুমান ॥ ৩২ ॥

ভগবতো দ্বারকাবস্থানেহপি লোকমঙ্গলং নান্যদিতি আশয়েনাহ, চতুর্ভিঃ । মঙ্গলায় শুভায় ক্ষেমায় লব্ধ পালনায়, ভবায় উদ্ভবায়; অনন্ত সখঃ বলভদ্র সখায়ঃ ॥ ৩২ ।

ভগবানের দ্বারকামধ্যে অবস্থিতি শুদ্ধলোক মঙ্গলার্থে তদাশয়েচতুঃ শ্লোকউক্ত হইয়াছে, যথা (মঙ্গলায়েতি) ।

অনন্তর † পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ‡ লোকের মঙ্গলার্থে এবংক্ষেমায় অর্থাৎ পরিপালনার্থে, আর * ভবায় অর্থাৎ উদ্ভবার্থে ক্ষীরসমুদ্রবৎ যদুকুলে চন্দ্র তুল্য উদয় হইয়া দ্বারকাতে অবস্থিতি করিতেছেন, নচেৎ তাঁহার অবতারের কোনপ্রয়োজননাই ॥ ৩২

---

† পরম পুরুষ পদে পরমাত্মা অনন্ত সখ পদে অনন্ত সখা যাঁর অর্থাৎ অনন্ত সখ্যানুরোধে বলভদ্ররূপে কৃষ্ণেরসখা হইয়াছেন ।

‡ লোকমঙ্গলার্থে, অর্থাৎ শুভার্থে,

* ভবায় পদে উদ্ভবায় অর্থাৎ সৃষ্টিলীলা রক্ষার্থেসুতরাং ধর্ম্ম স্থাপনের নিমিত্ত অবতীর্ণ

যদ্বাহুদণ্ডগুপ্তায়াং স্বপুর্য্যাং যদবোহ র্চ্চিতাঃ। ক্রীড়ন্তি পরমানন্দং মহা পৌরুষিকা ইব ॥ ৩৩ ॥

অর্চ্চিতাঃ সর্ব্বৈ পূজিতাঃ পরমানন্দং যথাভবতি। মহাপৌরুষিকা বৈকুণ্ঠনাথানুচরাঃ॥ ৩৩।

যে শ্রীকৃষ্ণের বাহুদণ্ড দ্বারা রক্ষিতা স্বপুরী দ্বারকা, সেই দ্বারকাতে যদুবংশ্যেরা সর্ব্বলোকের পূজিত হইয়া ¶মহাপৌরুষিকের ন্যায় পরমানন্দে ক্রীড়া করেন, অর্থাৎ স্বচ্ছন্দ পুরুষের ন্যায় বিহরিত হইয়াছেন, সে গোবিন্দের কুশল বল, ইত্যাশয় কহিতেছেন। ৩৩।

যৎপাদশুশ্রূষণমুখ্যকর্ম্মণা। সত্যাদয়ো দ্ব্যষ্টসহস্র যোষিতঃ। নির্জ্জিত্য সংখ্যে ত্রিদশাংস্তদাশিষো হরন্তি বজ্রায়ুধ বল্লভোচিতাঃ ॥ ৩৪ ॥

যস্য পাদশুশ্রূষণমেব মুখ্যং তপ আদিভ্যঃ শ্রেষ্ঠং যৎকর্ম্ম তেন। সত্যভামাদয়ঃ সংখ্যে যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণবলেন নির্জ্জিত্য তদাশিষঃ দেবভোগ্যান্ পারিজাতাদীন্ বজ্রায়ুধস্য বল্লভা শচীতস্য উচিতাঃ॥ ৩৪।

¶ মহাপৌরুষিক পদে মহাবংশপ্রসূত, অর্থাৎ সম্রাট বংশোদ্ভূত পুরুষবৎ। ইত্যর্থে বোধ হয় যদুবংশোদ্ভবেরা রাজ্য হইয়াও স্বচ্ছন্দাচারী! কিন্তু এখানে তাহা বলেন নাই, অর্থাৎ মহাপুরুষ গোবিন্দ, তৎসম্বন্ধে তদনুচরগনকে মহাপৌরুষিক বলিয়া উক্ত করিয়াছেন!

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির আক্ষেপের সহিত শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম শুশ্রূষার মুখ্যত্ব বর্ণন করিয়া কহিতেছেন, যথা (যৎ পাদ ইতি) ।।

সমস্ত কর্ম্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম শুশ্রূষণ মুখ্যকর্ম্ম যে কৃষ্ণচরণ সেবা কর্ম্মদ্বারা * সত্যভামাদি ষোড়শ সহস্র কৃষ্ণ পত্নীরা শ্রীকৃষ্ণবলে সংগ্রামে দেবতাগণকে পরাজয় করতঃ দেবভোগ্য পারিজাতাদিকে হরণ করিয়াছিলেন, এবং (।) বজ্রায়ুধ অর্থাৎ ইন্দ্রবল্লভ ৎ শচীর তুল্য ক্ষমতাবিশিষ্ট হইয়াছিলেন ।। ৩৪ ।।

যদ্বাহুদণ্ডাভ্যুদয়ানুজীবিনো যদু প্রবী

* সত্যভামার প্রথম নামগ্রহণে; রুক্মিণীর লঘুতা হয়, কারণ রুক্মিণীই সর্ব্ব প্রধানা, সুতরাং এশ্লোকার্থে সত্যভামার গৌরবাধিক্য বর্ণনা কেন করেন, তাহার তাৎপর্য্য, যে পারিজাত হরণে রুক্মিণীর উৎসাহ নহে তাহাতে শুদ্ধ সত্যভামাই যত্ন করিয়াছিলেন; একারণ এস্থলে তাঁহারি মুখ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত সম্যক্ বিষয়ে যে রুক্মিণীর অপেক্ষায় সত্যভামার গৌরব এমতনহে। এতদর্থে কৃষ্ণপত্নী সকলে সংগ্রাম করেন নাই, শুদ্ধ পারিজাত ভোগার্থ প্রাধান্য বর্ণনামাত্র, যদি ও কৃষ্ণভোগ্যা দিগের শচীর তুলনা হয়না, তথাপি লৌকিক প্রাধান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় তাহার দৃষ্টান্ত ব্রহ্মকে গগন সদৃশ বলিয়া ব্যাখ্যা করেণ সুতরাং ইহলোকে ইন্দ্রপদই উত্তম।

(।) বজ্রায়ুধ ইন্দ্র, অর্থাৎ বজ্র যাহার অস্ত্র তাহার নাম বজ্রায়ুধ।

ৎ শচীর তুল্য ক্ষমতা অর্থাৎ শচী যেমন মান্য, সত্যভামাও স্বর্গে তদ্রূপ মান্যা হইয়াছিলেন।

রা হ্যঙ্গতো ভয়া মুহুঃ। অধিক্রমন্ত্যঙ্ঘ্রি-ভি রাহৃতাং বলাৎ সভাং সুধর্ম্মাং সুর সত্তমোচিতাং ॥ ৩৫।

যদ্বাহু দণ্ডপ্রভাবো পজীবনঃ সুধর্ম্মা মঙ্ঘ্রি ভিরধিক্রমন্তি সংগোবিন্দঃ সুখমাস্তে ইতি গত পঞ্চ শ্লোকেনান্বয়ঃ। ৩৫।

শ্রীকৃষ্ণপাদ পদ্ম শুশ্রূষণ প্রভাব বর্ণনানন্তর বাহুদণ্ড প্রভাবের বর্ণনকরিতেছেন, যথা (যদ্বাহুদণ্ড ইতি)॥

যে শ্রীকৃষ্ণের (!) বাহুদণ্ড প্রভব পরমকল্যাণোপজীবি যদুবংশীয় প্রধান পুরুষেরা অঙ্গতোভয় হইয়া বারম্বার সুরসত্তমোচিতা অর্থাৎ ইন্দ্রের বল্লভা দেবোপযোগিনী * সুধর্ম্মা সভাকে চরণ দ্বারা আক্রমণ করিয়াছেন, সেই গোবিন্দ কিরূপ সুখে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা এই শ্লোকাবধি গত পঞ্চশ্লোকাভিপ্রায়ে কহিয়াছেন ॥ ৩৫।

কচ্চিত্তে নাময়ং তাত ভ্রষ্ট তেজা বিভাসি মে। অলব্ধমানোঽবজ্ঞাতঃ কিম্বা তাত চিরোষিতঃ ॥ ৩৬ ॥

(!) যদ্বাহু দণ্ড প্রভব কল্যাণোপজীবি পদে শ্রীকৃষ্ণ বাহুবলাশ্রিত যাদব বংশ।

* সুধর্ম্মা পদে দেবসভা; মনুষ্যলোকে যাহার দর্শন হয়না আশ্চর্য্য এই যে শ্রীকৃষ্ণাশ্রয়ে যাদবেরা সেই সুধর্ম্মা সভায় প্রত্যহই বারম্বার আরূঢ় হইয়াছেন।

ইদানীং ভবে,বন্ধুশনং পৃচ্ছতি ! কচ্চিদিতি। অনাময়ং আরো গ্যং ন লব্ধবানোয়েন বন্ধুভি সকাশাৎ। কিম্বাতৈঃ প্রভুত অবজ্ঞাতঃ তিরস্কৃতঃ যত শ্চিরোবিতঃ বহুকালং তত্রস্থিতঃ।৩৬

হে তাত, হে অর্জ্জুন, তুমি কিরূপে, আরোগ্যাবস্থায় ছিলে তাহাবল, সংপ্রতি তোমাকে ভ্রষ্ট তেজা কেন দেখাযায়, অর্থাৎ তোমার সে লাবণ্যাদির হানি কেন হইল। অনুভব করি দ্বারকায় বন্ধুসকাশে মান প্রাপ্তির ব্যাঘাত হইয়া থাকিবে কিম্বা (১) কুটম্বালয়ে বহু দিবস বাস জন্য অবজ্ঞাত অর্থাৎ তিরস্কৃত হইয়াথাকিবে, নচেৎতোমার পূর্ব্বাপেক্ষ অবস্থার মালিন্য কেন হইয়াছে ॥৩৬।

কচ্চিন্নাভিহতো ভাবৈঃ শব্দাদিভি রমঙ্গলৈঃ। নদত্তমুক্ত মর্থিভ্য আশায়া যৎ প্রতিশ্রুতং ॥ ৩৭ ॥

অভাবৈরিতি ছেদঃ। প্রেম শূন্যৈ রমঙ্গলৈঃ পুরুষৈঃ শব্দাদিভি র্নাভিহতঃ নতাড়িতোসি কিং বধাহর্থিভ্যঃ কিমপি দাস্যামীতি নোক্তং কিং যদ্বা আশয়া সহ যথাশা ভবতি তথা দাস্যামীতি প্রতিশ্রুতং সৎনদত্তং কিং॥ ৩৭।

হে ভ্রাতঃ অর্জ্জুন, তোমার গতোৎসাহের কারণ কি, কোন প্রেম শূন্য অসৎ পুরুষ কর্ত্তৃক অসম্বন্ধ কুৎসিত

(১) কুটম্বালয়ে বহু দিবস বাসের ফল, অর্থাৎ সমাগমন কালে যদ্রূপ সমাদর হয় বহু দিবস বাস হইলে সে সমাদর থাকেনা। সুতরাং দিন২ সম্মানের হানি হইয়া যায়।

বাক্য প্রযোগে তাঁহার দণ্ড করিতে নাপারিয়া কি ক্ষো-
ভিত হইয়াছ, কিম্বা প্রার্থিত ব্যক্তিকে দিব বলিয়া আ
শ্বাস করিতে পার নাই, অথবা, দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত
হইয়া দেওয়া হয় নাই, তাহাবল, তন্নিমিত্ত ক্ষুব্ধমনা
কেন হইতেছ।। ৩৭ ।।

কচ্চিত্ত্বং ব্রাহ্মণং বালং গাং বৃদ্ধং রোগি
ণং স্ত্রিয়ং। শরণোপসৃতং সত্ত্বং নাত্যা
ক্ষীঃ শরণপ্রদঃ ।। ৩৮ ।

অনাদ্ধা শরণাগতং সত্ত্বং প্রাণিমাত্রং নত্যক্তবান সিকিং যস্ত্বং
পূর্ব্বং শরণ প্রদঃ।। ৩৮ ।

হে অর্জ্জুন, তুমি সর্ব্ব প্রাণির শরণপ্রদ, অর্থাৎ তোমা-
র শরণাগত ব্যক্তিকে তুমি ত্যাগ করনা, অতএব, ইদা-
নীং কি ব্রাহ্মণ, বালক, গাবি, বৃদ্ধ, রোগী স্ত্রী, শরণাগত
কে রক্ষাকরিতে পারনাই, তন্নিমিত্ত ক্ষোভিত হইয়াছ,
তাহাবল।। ৩৮।।

কচ্চিত্ত্বং নাগমোহগম্যাং গম্যাং বাহ
সংকৃতাং স্ত্রিয়ং। পরাজিতো বাথ ভবা
ন্নোত্তমৈ র্নাসমৈঃ পথি ।। ৩৯ ।

অগম্যামিতিচ্ছেদঃ। নিন্দিতাং স্ত্রিয়ং নাগমঃ কিং নগতবান
সি। অসংকৃতাং মলিন বস্ত্রাদিকাং যদ্বা আশয়া সহ যথা আশা
ভবতি তথা দাস্যামীতি প্রতিশ্রুতং যৎ তন্নদত্তং কিং ।। ৩৯ ।

হে অর্জ্জুন, তোমার মলিনত্বের কারণ কি, এতদ্বিতর্কে রাজা কহিতেছেন, যথা। কচ্চিত্ত্বমিতি ৩।

তুমি কি * অগম্যা অর্থাৎ নিন্দিত স্ত্রী গমনে উৎসুক হইয়া গমনকরিয়া তন্নিমিত্ত নিরুৎসাহ হইয়াছ, নো ৩ কোন † গম্যা অর্থাৎ গমনোপযোগ্যা ‡ অসৎকৃতা স্ত্রী গমনকরিয়া সৎকারার্থ আশাদিয়া বস্ত্রালঙ্করণাদি দাও নাই, কিম্বা পথি গমনে কোন § অসৎব্যক্তির নিকট পরাজিত হইয়াছ, নচেৎ তোমার সে প্রসন্ন বদনাম্বু কেন মলিন হইয়াছে॥ ৩৯॥

অপিস্বিৎ পর্য্যভুঙ্ক্থাস্ত্বং সম্ভোজ্যান্ বৃদ্ধবালকান্। জুগুপ্সিতং কর্ম্মকিঞ্চিৎ কৃতবান্নযদক্ষমং॥ ৪০॥

---

* অগম্যা পদেগমনোপযোগ্যানহে অর্থাৎ নিন্দিতা। কি আশ্চর্য; জিতেন্দ্রিয়পুরুষ অর্জ্জুনকেএমতকুৎসিতবার্ত্তা জিজ্ঞাসারাজা কেন করেন, উত্তর, ইহাতে অর্জ্জুন দোষী নহেন, অথাৎ বিসন্নতার কারণ যত প্রকার আছে, রাজা যুধিষ্ঠির বিতর্ক করিয়া প্রশ্ন ছলে তত প্রকারই জিজ্ঞা করিতেছেন, যেহেতু এরূপ ব্যক্তিও আছে যে অগম্যা গমনের উদ্যম করিয়া অগমনে মনঃক্ষুন্ন হয় রাজার অভিপ্রায় কিঅনিপ্রাকৃত লোকবৎ অর্জুনের এরূপ যদি হইয়া থাকে, তাহার সান্ত্বনা করা আবশ্যক।

† গম্যা পদে গমনোপযোগ্যা। অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রী।

‡ অসৎকৃতা পদে বস্ত্রালঙ্কারাদি বর্জিতা অর্থাৎ মলিনা; তাহাকে সৎকার করিতে পারনাই।

§ অসম পদে নীচ ব্যক্তি, তৎকর্ত্তৃক পরাজিত অথবা তাহাকে পরাজয় করিতে অশক্ত।

সদ্ভোজনার্হান্‌বৃদ্ধান্‌বালকাংশ্চ কিংশ্বিৎ পর্য্যভুঙ্ক্ত্বা ত্যক্ত্বা ভুক্তবানসি ! কিংঅক্ষমং কর্ম্ম যোগ্যংযৎত্বমক্ কেনসিকিংবা

পুনর্ব্বার অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে ভ্রাতঃ তুমি কি (১) ভোজনার্হ বস্তু বালক বৃদ্ধকে না দিয়া আপনি ভোজন করিয়া পরে অপরাদ্ধ হইয়াছ, অথবা কোন কিছু নিন্দনীয় কর্ম্ম, যাহা ভবদ্বিধ ব্যক্তিতে করিতে পারেনা, তাহা করিয়া পশ্চাৎ পরিতাপিত হইয়াছ, ।৪০।

কচ্চিৎ প্রেষ্ঠ তমেনাথ হৃদয়েনাত্ম বন্ধুনা । শূন্যোস্মি রহিতো নিত্যং মন্যসে তেন্যথা নরুক্ । ৪২ ॥

নিত্যং সদা প্রেষ্ঠতমেন হৃদয়েন অত্যন্তরঙ্গেণ । স্ববন্ধুনা ... কেন রহিতঃ শূন্যোস্মীত্যাত্মানং মন্যসে যদা স্বজনেন ... স্মি ইত্যনুষঙ্গ ! অন্যথা তে রুক্ মনঃপীড়া নঘটতে ।৪২ ॥

অথবা, প্রিয়তম স্ববন্ধু শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রহিত হইয়াছ, কৃষ্ণ কি মৃত, না, অন্তরঙ্গবন্ধু তৎকর্ত্তৃক রহিত হৃদয় শূন্য হইয়া আপনাকে শূন্য দর্শন করিতেছ, এতদ্ভিন্ন কি তোমার মনঃপীড়ার অন্য কারণ আমি দেখিতে পাইনা, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বিয়োগ ভিন্ন তোমার এরূপ অবস্থার ঘটনা কেন হইবে ॥৪১॥

---

(১) ভোজনার্হ পদে ভোজনোপযোগ্যবস্তুঃ অর্থাৎ উপাদেয় বস্তু যাহা বালবৃদ্ধকে দিয়া ভোজন করিতে হয়, তাহা না দিয়া বালবৃদ্ধকে ত্যাগ করিয়া আপনি ভোজন করিয়াছ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথম স্কন্ধে যুধিষ্ঠির প্রশ্নশ্চতুর্দ্দশোহধ্যায়ঃ ।১৪

ইতি প্রথমে চতুর্দ্দশঃ ॥ ১৪ ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ পরমহংসসংহিতায় প্রথমস্কন্ধে যুধিষ্ঠির প্রশ্ন চতুর্দ্দশ অধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

অথ পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥

কলি প্রবেশ মালক্ষ্য পুরং ন্যস্য পরীক্ষিতি । আরুরোহ নৃপঃ স্বর্গমিতি পঞ্চদশেঽব্রবীৎ ॥ ১ । স্বামীকৃতমুখ বন্ধং ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়ের ফল স্বামী এই মুখবন্ধ শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন, অর্থাৎ কলি প্রবেশ দৃষ্টে রাজা যুধিষ্ঠির পরীক্ষিতকে রাজ্যাভিষিক্ত করতঃ স্বর্গপথে আরোহণ করেন ॥ ১ ।

শ্রীসূতউবাচ ॥ এবং কৃষ্ণসখঃ কৃষ্ণো ভ্রাত্রারাজ্ঞা বিকল্পিতঃ । নানাশঙ্কাস্পদং রূপং কৃষ্ণ বিশ্লেষকর্শিতঃ ॥ ১ ॥

ততোঽর্জনঃ আবিকল্পিত ইতিচ্ছেদঃ নানা শঙ্কাস্পদং রূপমালক্ষ্য বিকল্পিতইত্যর্থঃ । প্রতিভাষিতুংনাশক্নোদিত্যুত্তরে ণান্বয়ঃ । তত্রহেতুঃ ! কৃষ্ণ বিশ্লেষেণ কর্শিতকৃশঃ ক্লিষ্টঃ ॥ ১ ।

শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে অর্জ্জুনের বৈবর্ণ্য কারণ কহিতেছেন, তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে, যথা (এবমিতি) ॥

* কৃষ্ণ সখ, অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক বিবিধ শঙ্কার আশ্রয় স্বরূপ নিমিত্ত সকলের বর্ণনা শ্রবণে বিকম্পিত চিত্ত হইলেন, অর্থাৎ প্রগাঢ় চিন্তাপন্ন হইয়া তদ্বাক্যের উত্তর প্রদানে অশক্ত হইতেছেন, কারণ, কৃষ্ণ বিচ্ছেদে অত্যন্ত (1) কৃশ হইয়াছেন, সুতরাং দৌর্ব্বল্য জন্য অবসন্নতা হইয়াছে ॥ ১।

শোকেন শুষ্যদ্বদনহৃৎসরোজহতপ্রভঃ। বিভুং তমেবানু ধ্যায়ন্নাশক্নোৎ প্রতিভাষিতুং ॥ ২।

শোকেন হেতুনা বদনঞ্চ হৃচ্ছতে এব সরোজে শুষ্যন্তী বদনহৃৎ সরোজে যস্য। হতা প্রভা তেজো যস্য ॥ ২।

পূর্ব্বশ্লোকে আভাষ মাত্র কহিয়া অত্র শ্লোকাবধি স্পষ্ট করিয়া কহিতেছেন, যথা (শোকেনেতি) ॥

কৃষ্ণশোকে অর্জ্জুনের মুখপদ্ম এবং হৃৎপদ্ম অত্যন্ত শুষ্ক হইয়াছে, আর হত প্রভ হইয়াছেন, অর্থাৎ তেজো হ্রাস জন্য লাবন্য রহিত, শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকে অনুধ্যান করত: মৌনাবলম্বন করিয়া আছেন, রাজবাক্যের প্রতি কোন বাক্য কহিতে শক্ত হইতেছেন, না ॥ ২।

কৃচ্ছ্রেণ সংস্তভ্যশুচঃ পাণিনা মৃজ্যনেত্রয়োঃ। পরোক্ষেণ সমুন্নদ্ধপ্রণয়োৎকণ্ঠ্যকাতরঃ ॥ ৩।

---

* কৃষ্ণসখ পদে অর্জ্জুন, অর্থাৎ কৃষ্ণসখা যাঁর তাঁহার নাম কৃষ্ণসখ।

(1) কৃশ পদে কাতর অর্থাৎ দুর্ব্বল, প্রাকৃত ভাষায় (কাহিল) বলে।

শুচঃ শোকাশ্রূণি যানুদ্গচ্ছন্তি তানি নেত্রয়োরেব সংস্তভ্য গলিতানিচ পাণিনা আমৃজ্য। পরোক্ষেণ দর্শনাগোচরেণ শ্রীকৃষ্ণেন হেতুনা সমুন্নদ্ধং অধিকং যৎ প্রেমৌৎকণ্ঠ্যং তেন কাতরো ব্যাকুলঃ নৃপমিত্যাহেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। ৩।

অনন্তর, অর্জ্জুন রাজাকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা এই শ্লোক অবধি কহিতে আরম্ভ করিলেন, যথা (কৃচ্ছ্রেণেতি)॥

অনেক কষ্টে শোক সংস্তম্ভন করতঃ হস্তদ্বারা চক্ষুদ্বয়ের গলিত বারিধারা মার্জ্জন করিয়া * শ্রীকৃষ্ণাদর্শন জন্য অধিকতর উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অর্জ্জুন রাজাকে কহিতেছেন, ইহা উত্তরশ্লোকাভিপ্রায়ে উক্ত করিয়াছেন॥ ৩।

সখ্যং মৈত্রীং সৌহৃদঞ্চ সারথ্যাদিষু সংস্মরন্। নৃপমগ্রজমিত্যাহ বাষ্পগদ্গদয়াগিরা॥ ৪॥

সখ্যং হিতৈষিতাং মৈত্রী মুপকারিতাং সৌহৃদং সুহৃত্ত্বং সখ্যান্বিতাঞ্চ বাষ্পেণ কণ্ঠাবরোধাদগদ্গদয়া॥ ৪।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের যে সকল কর্ম্ম স্মরণ করিয়া অর্জ্জুন কাতর হইয়াছিলেন, তাহা এইশ্লোকে বর্ণন করেন, যথা (সখ্যমিতি)॥

---

* শ্রীকৃষ্ণাদর্শন জন্য অধিকতর উৎকণ্ঠিত, পদে শ্রীকৃষ্ণবিয়োগে অত্যন্ত বিরহাতুর, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে যে প্রেম উদ্দীপ্ত ছিল তদপেক্ষা অদর্শনে কোটিগুণ হইয়াছে, কারণ মিলন কালে কেবল তৎসঙ্গামোদে মগ্নীভূত হয়; বিয়োগে তৎকৃত ভাবং কর্ম্ম এবং তদ্গুণ অনুস্মরণ হয়, আর তদ্রূপে জগৎসংস্কৃত হয় এনিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণাদর্শনে অর্জ্জুনের অধিকতর প্রেমোৎকণ্ঠা

মধ্যম পাণ্ডব অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণের * সখ্য, ও মৈত্রী, ও সৌহৃদ এবং সারথ্যাদি কর্ম্ম সকল স্মরণ করতঃ বাষ্পদ্বারা কণ্ঠাবরোধ প্রযুক্ত গদ্‌গদ বাক্যে অগ্রজ ভ্রাতা রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন ॥ ৪ ॥

বঞ্চিতোহং মহারাজ হরিণা বন্ধুরূপিণা। যেনমেহপহৃতং তেজো দেববিস্মাপনং মহৎ ॥ ৫ ।

যেন মাং বঞ্চয়তা দেবান্ বিস্মাপয়তি যৎ ॥ ৫ ।

অর্জ্জুন শোকে বিষণ্ণবদন হইয়া রাজাকে কহিতেছেন হে মহারাজ, ¶ আরকি জিজ্ঞাসা করহ (।) বন্ধুরূপী সেই শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আমি বঞ্চিত হইয়াছি, যে শ্রীকৃষ্ণ ॥ দেব বিস্মাপন আমার মহত্তেজ হরণ করিয়াছেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমার তেজ হরণ করতঃ অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন ।৫

যস্যাক্ষণ বিয়োগেণ লোকোহ্য প্রিয়দর্শ-

* সখ্যপদে সখিতা অর্থাৎ হিতৈষিত্ব; (মৈত্রী) পদে মিত্রতা অর্থাৎ উপকারিত্ব। (সৌহৃদ) পদে সুহৃত্ত্ব, অর্থাৎ সম্বন্ধিতা, যাহাকে প্রাকৃত ভাষায় কুটুম্ব বলে। এবং সারথ্যাদি কর্ম্ম অর্থাৎ ভৃত্যবৎ সারথি হইয়া পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন।

¶ আর কি জিজ্ঞাসা করহ, এতৎ বাক্যে মহারাজসম্বোধন করাতেই খেদোক্তির আকাংক্ষা মাত্র।

(।) বন্ধুরূপী শ্রীকৃষ্ণ বলাতে তাঁহাকে পরমেশ্বর বলা হইয়াছে, কারণ তিনি বন্ধুরূপী হইয়া আমার দিগের কর্ম্মানুসারে পূর্ব্ববৎ জ্ঞান প্রদর্শন করাইয়াছিলেন; ॥

॥ দেব বিস্মাপন মহত্তেজ পদে, দেবতারা আমার তেজে অসন্ন হইয়াছিলেন, অর্থাৎ খাণ্ডব দাহাদিতে ইন্দ্রাদি দেব পরাজয় পাইয়াছেন।

নঃ । উক্থেন রহিতোহ্যেষ মৃতকঃ প্রোচ্যতেযথা ॥ ৬ ॥

যস্যক্ষণ বিয়োগেন ইত্যাদিযচ্ছব্দানাং তেনাহমদ্যমূষিত ইতি সপ্তম শ্লোকস্থেনতৎশব্দেন সম্বন্ধঃ প্রিয়স্যাপ্যপ্রিয়ত্বে দৃষ্টান্তঃ। উক্থেন প্রাণেন এব পিত্রাদি ॥ ৬ ।

হে মহারাজ, যে কৃষ্ণের ক্ষণকাল মাত্র বিয়োগে এই লোক সেইরূপ অপ্রিয় দর্শন হয়, যেমন (!) প্রাণরহিত মৃত শরীর অপ্রিয় দেখায় ॥ অর্থাৎ শব যেমন হৎসিৎ সেইরূপ কৃষ্ণবিনে এই পৃথিবী হৃৎসি তাকারে প্রতিভা পাইতেছে। সুতরাং আমি সেই শ্রীকৃষ্ণ বঞ্চিত হইয়াছি আমার অবস্থারকথা আর কি জিজ্ঞাসা করহ, ইহা আকাঙ্ক্ষায় কহিয়াছেন ॥ ৬।

যৎসংশ্রয়াদ্দ্রুপদগেহ মুপাগতানাং ।
রাজ্ঞাং স্বয়ম্বর মুখে স্মর দুর্ম্মদানাং ।
তেজোহৃতং খলু ময়া নিহতশ্চ মৎস্যঃ
সজ্জীকৃতেন ধনুষাধিগতাচকৃষ্ণা ॥ ৭ ।

শ্রীকৃষ্ণোপকারানমুস্মরতি । যৎসংশ্রয়াদিতি দশভিঃ । যস্য সংশ্রয়াৎ বলাৎ স্মরেণ কামেন দুর্ম্মদানাং অতিমত্তানাং তেজঃ প্রভাবঃ হৃতং ধনু গ্রহণৈব পশ্চাৎ তদ্ধনুঃসজ্জীকৃতঞ্চ তেন মৎস্য যন্ত্রোপরি ভ্রমনবিদ্ধঃ ॥ ততস্তান বিজিত্য দ্রৌপদী প্রাপ্তাচ ॥ ৭ ।

(!) প্রাণ রহিত শরীর দৃষ্টান্তে এই বলাহইল যে মহারাজ যদ্রূপ প্রাণ রহিত শরীরকে শব বলে, আমিও কেশব বিহীনে শবাকার হইয়াছি, সুতরাং মৃত শরীরের লাবন্য কি ।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকৃত উপকারের অনুস্মরণ করত রাজপুরতঃ অর্জ্জুন কহিতেছেন; তদর্থে উক্ত হইয়াছে; যথা; (যদিতি)॥

হেমহারাজ স্মরণকরহ; যে শ্রীকৃষ্ণ বলেতে আমি দ্রুপদ রাজ গৃহে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরকালে (স্মরদুর্ম্মদ) রাজাসকলের অর্থাৎ কামোপহতচিত্ত উন্মত্তবৎ রাজাসকলের তেজোহরণ করণপূর্ব্বক সজ্জীকৃত ধনুর্দ্বারা বাণে যন্ত্রোপরি মৎস্যভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। অতএব খেদের বিষয় আর কিকহিব ইদানীং সেই শ্রীকৃষ্ণে বঞ্চিত হইয়াছি॥ ৭॥

যৎসন্নিধাবহমু খাণ্ডব মগ্নয়েদা মি
ন্দ্রঞ্চসামর গণং তরসা বিজিত্য।
লব্ধাসভা ময়কৃতাদ্ভুত শিল্পমায়া
দিগ্‌ভ্যোহরন্নৃপতয়ো বলিমধ্বরেতে। ৮

উইতিবিস্ময়ে খাণ্ডব মিন্দ্রস্য বনং অদাং দত্তবানস্মি। খাণ্ডব দাহে রক্ষিতেন ময়েন কৃতা সভাচ লব্ধা অদ্ভুত শিল্পরূপামায়া যস্যাং সাযস্যাস্তে অধ্বরে রাজসূয়ে॥ ৮।

হে মহারাজ অন্যদপি শ্রীকৃষ্ণ মহিমা শ্রবণ করুন; যথা (যৎসন্নিধাবিতি)॥

যে * শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধিতে আমি অমরগণের সহিত ইন্দ্রকে অবহেলে জয়করিয়া † অগ্নিকে খাণ্ডববন প্রদান ক

---

* শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধি পদে শ্রীকৃষ্ণসন্নিধানে অর্থাৎ কৃষ্ণসাহায্যে।
† অগ্নিকে খাণ্ডববন প্রদান করিয়াছিলাম; ইত্যর্থে অগ্নিসন্ত

রিয়াছিলাম এবং অগ্নিমুখ হইতে ময়দানবকে রক্ষা করিয়াছি; সেই ময়কর্ত্তৃক শিল্পমায়া নির্ম্মিতা; ‡ অদ্ভুতা সভা লাভ হয়; অপরমপি সেই সভায় রাজসূয় যজ্ঞকালে দিগ্দিগন্তর হইতে রাজারা বলি আহরণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ সকলেই কর প্রদান করিয়াছিলেন; আমি সেই শ্রীকৃষ্ণ হারা হইয়াছি ॥ ৮ ॥

যত্তেজসা নৃপশিরোঙ্ঘ্রি মহন্ মখার্থ মার্য্যোঽনুজ স্তব গজাযুত সত্ত্ব বীর্য্যঃ। তেনাহৃতাঃ প্রমথনাথ মখায় ভূপা যন্মোচিতা স্তদনয়ন্ বলি মধ্বরেতে ॥ ৯ ॥

অনন্তর, শ্লোকঃ বিগীতিঃ তথাপি ব্যাখ্যায়তে। নৃপশিরঃসু অঙ্ঘ্রির্যস্যতং জরাসন্ধং তবানুজোভীম, মখার্থ মহন্ হতবান্ তদ্বিজয়ং বিনা রাজসূয় মখানুপপত্তে। গজাযুত সোবসত্বং উৎসাহ শক্তিঃ বীর্য্যং বলংচ যস্যসঃ। তংহত্বা প্রমথনাথো মহাভৈরব তস্য মখায় যে রাজান স্তেনাহৃতাঃ তেযৎযস্মাৎ মোচিতা স্তস্মাৎতেঅধ্বরে বলি মানীতবন্তঃ ॥ ৯ ॥

অনন্তর; ক্রমান্বয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে; তথাপি ব্যাখ্যা করিয়া কহিতেছি; যথা (যত্তেজসেতি.) ।

---

‡ অদ্ভুতাসভা পদে আশ্চর্য্যাসভা, অর্থাৎ অসুরশিল্পীন্দ্র ময়দানব কর্ত্তৃক শিল্পরূপা বিবিধ মায়া যাহাতে প্রকটীকৃতা হইয়াছিল; শিল্পমায়া পদে, জলেস্থল, স্থলেজল, দ্বারেঅদ্বার, অদ্বারেদ্বার; শুক্তিতেরজত, রজতেশুক্তিভ্রান্তি হইয়াছিল।

যে শ্রীকৃষ্ণের তেজদ্বারা *(নৃপশিরোঽঙ্ঘ্রি) অর্থাৎ জরাসন্ধকে নাগাযুতবলবিশিষ্ট তোমার অনুজভ্রাতা; ভীমসেন রাজসূয় যজ্ঞার্থ বধ করিয়াছিলেন; অর্থাৎ জরাসন্ধকে জয় করিতে না পারিলে †রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হইত না; জরাসন্ধ কিম্ভূত; না; প্রমথনাথ অর্থাৎ মহাভৈরব যজ্ঞের নিমিত্ত বহু রাজাকে আহরণ করত আবদ্ধ করিয়াছিল; তাহাকে বিনাশ করতঃ রাজাগণকে পরিমুক্ত করেন। তন্মোচিত রাজারা নানোপকরণের সহিত ভবদীয় রাজসূয়ে আগমন করিয়াছিলেন। আমিই ইদানীং সেই শ্রীকৃষ্ণবিহীন হইয়া জীবিত আছি।৯

পত্ন্যাস্তবাধি মখকৢপ্ত মহাভিষেক শ্লাঘিষ্ট চারুকবরং কিতবৈঃ সভায়াং স্পৃষ্টং বিকীর্য্যপদয়োঃ পতিতাশ্রুমুখ্যা যস্তৎ স্ত্রিয়োঽকৃতহতেশ বিমুক্তকেশাঃ॥ ১০

যৈঃ কিতবৈঃ দুঃশাসনাদিভিঃ স্তবপত্ন্যাঃ কবরং বিকীর্য্য উগ্যচ্যস্পৃষ্টং আকৃষ্টং তেষাং স্ত্রিয়োহতেশাঃ অতএব বৈধব্যাৎ বিমুক্ত কেশাশ্চ অকৃত চকার। কথংভূতং কবরং অধিমখং রাজসূয়মধিকৃত্য কপ্তো রচিতো মহাভিষেকঃ তেন শ্লাঘ্যতমং। চারু

---

* নৃপশিরোঽঙ্ঘ্রি শব্দে জরাসন্ধ অর্থাৎ রাজাদিগের মস্তকোপরি পাদ প্রক্ষেপ করিয়াছিল, একারণ নৃপশিরোঽঙ্ঘ্রিনাম হইয়াছে।

† রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না; ইত্যর্থে জরাসন্ধ অশীতি সহস্র রাজাকে বলিদানার্থ বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল; সুতরাং তদ্বিজয়

রগ্যং তচ্চ তচ্চ স্মরণাৎ তদানী মেবাস্মৎ কৃপয়া প্রাপ্তস্য শ্রীকৃষ্ণ স্য নমনে পদয়োঃ পতিতানি অশ্রু নিমুখ্যাৎ যস্যাঃ পত্ন্যাঃ পদ শব্দ সাপেক্ষস্যাপি পতিত শব্দ স্যাশ্রুপদেন সমাসো নিত্য সাপেক্ষত্বাৎ ॥ ১০।

অনন্তর; অর্জ্জুন অভাবনীয় শ্রীকৃষ্ণ প্রভাবের অনুস্মরণ করতঃ রাজাযুধিষ্ঠিরকে অশ্রুমুখে কহিতেছেন; তদর্থে উক্ত হইয়াছে; যথা (পত্ন্যাইতি) ॥

হেমহারজ; তোমার প্রিয়াপট্টমহিষী দ্রৌপদীর ক বরীবন্ধকে শৈথিল্য করিয়া অর্থাৎ মুক্তবন্ধ করিয়া কিতব অর্থাৎ ধূর্ত্তদুঃশাসনাদিদ্বারা কেশ আকৃষ্ট হইয়াছিল; তৎকালে * অশ্রুমুখী দ্রৌপদীআলায়িত কেশা শ্রীকৃষ্ণানুস্মরণ করতঃ তৎপাদপদ্মদ্বয়ে প্রণামকরিতে বিগলিত কেশাগ্র সকল কৃষ্ণ চরণে পতিত হয়; দ্রৌপদীর † কবরী কিম্ভূতা; না; শ্লাঘ্যতমা; অর্থাৎ রাজসূয় মহাযজ্ঞে অভিষিক্তা; পুনঃ" কিম্ভূতা; না; রমণীয়া; অর্থাৎ মনোহর বেশেরচিতা; তন্মোচনজন্য শ্রীকৃষ্ণ অস্মদাদির প্রতি কৃপাবিষ্ট হইয়া ঐ ধূর্ত্তদুঃশাসনাদির পত্নীগণ

---

* পতিতাশ্রুমুখ্যাঃ শব্দমূলে আছে. তদর্থে ধূর্ত্ত সভা অর্থাৎ দুর্য্যোধনের সভামধ্যে দ্রৌপদী বিপদগ্রস্তা হইয়া যৎকালিন শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়াছিলেন. তৎকালে কৃপাবলোকনে সভাগত শ্রীকৃষ্ণ, তাহাঁকে প্রণাম করিতে দ্রৌপদীর মুখনির্গত অশ্রুজল শ্রীকৃষ্ণ চরণদ্বয়ে পতিত হয়, একারণ (পদয়োঃ পতিতাশ্রুমুখী) দ্রৌপদীর বিশেষণ হইয়াছে, অর্থাৎ যদ্রূপ কেশ সকল পতিত তদ্রূপ অশ্রুজল ও পতিত হইয়াছিল ॥

† কবরী পদে কেশ বেশ অর্থাৎ প্রাকৃতভাষায় (খোঁপাকে)

কে হতনাথা অর্থাৎ § বিধবাকরতঃ দ্রৌপদীর কেশবন্ধন করিয়া তাহারদিগকে মুক্তকেশা করিয়াছিলেন; অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণে ইদানীং বঞ্চিত হইয়াছি ॥১০॥

যোনোজুগোপবনএত্যদুরন্তকৃচ্ছ্রা
দ্দুর্ব্বাসসোঽরিরচিতা দযুতাগ্র
ভুগ্‌যঃ। শাকান্নশিষ্টমুপযুজ্য যত
স্ত্রিলোকীং তৃপ্তামমংস্ত সলিলে
বিনিমগ্নসঙ্ঘঃ ॥ ১১ ॥

শিষ্যাণামযুতস্যাগ্রে তৎপঙ্‌ক্তৌ ভুঙ্‌ক্তে য স্তস্মাৎ দুর্ব্বাসসোহেতোঃ অরিণা রচিতং যৎ দুরন্তং কৃচ্ছ্রং শাপলক্ষণং তস্মাৎ সকাশাৎ নোঽস্মান্ বনে এত্যজুগোপ কিংকৃত্বা শাকমেবান্নং তস্মিন্ পাত্রেঽবশিষ্টং উপযুজ্য ভুক্ত্বা যত উপযোগাৎ সলিলে বিনিমগ্নো মুনীনাংসঙ্ঘঃ ত্রিলোকীং তৃপ্তাং অমংস্তঃ! এবংহি ভারতীকথা! কদাচিৎ দুর্ব্বাসসো দুর্য্যোধনেনাতিথ্যং কৃতং তেনচ পরিতুষ্টেন বরং বৃণীষ্বেত্যুক্তে দুর্ব্বাসসঃশাপাৎ পাণ্ডবা নশ্যেয়ুরিতি মনসি বিধায় দুর্য্যোধনেনোক্তং। যুধিষ্ঠিরোঽস্মৎ কুলমুখ্যোঽতস্তস্যাপ্যেবং ভবতাশিষ্যাযুত সহিতেনাতিথিনা ভাব্যং। কিন্তু দ্রৌপদী যথা ক্ষুধয়ান সীদেৎ তথা তস্যাং ভুক্ত

---

§ বিধবাপদে তৎকালেই কি, ধূর্ত্ত দিগের পত্নীগণকে বিধবা করিয়াছিলেন; এমতনহে, অর্থাৎ ঐ অপরাধে অপরাধ্য ব্যক্তি দিগকে ভারত যুদ্ধে হতকরিয়া তৎপত্নীগণকে বিমুক্ত কেশাকরতঃ যুধিষ্ঠিরকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া; শ্রীকৃষ্ণ আপনি স্বয়ং রাজার বামপার্শ্ববর্ত্তিনী মহারাজ্ঞির স্বহস্তে কেশবন্ধন করিয়া

ষত্যাং তদ্গৃহে গন্তব্যং ইতি। ততশ্চ তথৈব দুর্ব্বাসসি প্রাপ্তে পরমাদরেণ যুধিষ্ঠিরেণ মাধ্যাহ্ন্যাদিকং কৃত্বা আগম্যতামিতি বিজ্ঞাপিতঃ মুনিসংঘোহ্ঘমর্ষণায় জলেনিমমজ্জ। তত্রচিন্তাতুরায়া দ্রৌপদ্যা স্মৃতমাত্রতঃ শ্রীকৃষ্ণঃঅঙ্কস্থাং রুক্মিণীংহিত্বা তৎক্ষণমেব ভক্তবাৎসল্যেনাগতঃ। তয়াচাবেদিতে বৃত্তান্তে ভগবতোক্তং হে দ্রৌপদি অহঞ্চ বুভুক্ষিতোস্মি প্রথমং মাংভোজয়। তথাচাতি লজ্জয়া উক্তং অহোমদীয় মভাগ্যং ভাগ্যঞ্চ যতঃ ত্রৈলোক্যনাথো যজ্ঞ পুরুষো ভগবান্ মদ্গৃহমাগতঃ ভোজনং প্রার্থয়তীতি মনসিবিধায়োক্তং। ভোস্বামিন্ মদ্ভোজন পর্য্যন্ত মক্ষয়মন্নং সূর্য্যদত্ত স্থাল্যাং ময়াচমর্ব্বান সংভোজ্য ভুক্তং। অতো নাস্ত্যন্নমিত্যশ্রুপাতঞ্চকার। তথাপ্যতি নির্ব্বন্ধেন স্থালী মানায্য তৎকণ্ঠলগ্নং কিঞ্চিচ্ছাকান্নং প্রাশ্যোক্তং মুনিসংঘমাহ্বয়েতি। অথ ভীমঞ্চ প্রহিতবান্ ভীমেন গত্বোক্তং স্বামিন্ ভোজনার্থ মাগম্যতাং কথংবিলম্বং ক্রিয়তে! সচতাবতাতিতৃপ্তঃ বৃথাপাক ভয়েন প্রপলায্য গত ইতি॥ ১১॥

হে মহারাজ; অন্যদপি শ্রীকৃষ্ণ মহিমা কহিতেছি শ্রবণ করহ; ' যোনইতি)॥

যে শ্রীকৃষ্ণ আমারদিগের দ্বৈতবনে আগত হইয়া শাকান্ন ভোজনে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক রচিত; † অযুত শিষ্যাগ্রভুক্ দুর্ব্বাসার দ্বারা ব্রহ্মশাপরূপ দুরন্ত কৃচ্ছ্র; তাহাহইতে আমারদিগকে রক্ষাকরিয়াছিলেন; । অর্থাৎ স্থালীকণ্ঠলগ্ন কিঞ্চিৎ শাকান্ন ভোজনকরতঃ গোবিন্দ

† অযুত শিষ্যাগ্রভুক্ অর্থাৎ অযুতশিষ্যের সহিত একত্রে এক পঙক্তিতে যিনি ভোজন করেন।

জলমগ্ন মুনিগণ এবং স্বর্গমর্ত্যপাতালাদিস্থিত জনগণের সহিতত্বপ্ত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ সকলকেই পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন॥ ১১॥

এই শ্লোকার্থে স্বামী ভারতী কথার আখ্যায়িকা ধৃত করিয়াছেন; যথা দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক বিরচিত "দুরন্তকৃচ্ছ্র; অর্থাৎ অনিবারিত ব্রহ্মশাপরূপ বিপদগ্রস্ত করিতে মন্ত্র ণাকরিয়াছিল; তদ্ব্যাখ্যা। কদাচিৎ একাদশীর পারণার্থ দুর্ব্বাসা অযুত শিষ্যসহিত হস্তিনানগরেররাজাধিরাজচক্র বর্ত্তী দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক আতিথ্য অঙ্গীকারকরেন; এবং দুর্য্যোধনের যত্নে ও ভক্তি শ্রদ্ধাতে বাধ্য হইয়া তুষ্ট-স্তঃকরণে রাজাকে বর প্রার্থনা করিতেকহেন। তৎশ্রব ণে রাজা নিজান্তঃকরণে চিন্তাকরিলেন যে এই দুর্ব্বাসার শাপদ্বারা পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিব; ইহা মনেতে স্থির করিয়া মুনি নিকট বর যাচিঞা করিয়া কহিলেন; হে ব্রহ্মণ; আমারদিগের কুলের মধ্যে প্রধানরাজা যুধি ষ্ঠির; অতএব আপনি আগত একাদশীর পারণার্থ দ্বা দশীতে দ্বৈতবনে তাঁহার দিগের আশ্রমে সশিষ্য অতিথী হইবেন।

কিন্তু; এমত সময় সমাগত হইবেন; যেন দ্রৌপদী ক্ষুধায় পীড়্যমানা না হয়েন; অর্থাৎ দ্রৌপদীর ভোজনাবসানে অতিথী হইবেন।

এতৎ শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া দুর্য্যোধনের হৃদিস্থিত দুস্মন্ত্রণার ভাবগ্রহণ করতঃ ঈষৎ হাস্যযুক্ত হইয়া সশিষ্য দুর্ব্বাসা প্রস্থান করিলেন। অনন্তর; একপক্ষাবসানে

বরদানানুরোধে পারণার্থ দ্বাদশীতে অযুতশিষ্য সম-ভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরাশ্রমে উপস্থিত হয়েন; রাজা যুধিষ্ঠির পরমাদরদ্বারা ঋষিকে গ্রহণকরত; কহিলেন; হে ব্রহ্মণ্ আপনি মাধ্যাহ্ন্যাদিকর্ম্ম সমাপন করিয়া পারণার্থ আসিবেন; এই রাজাকর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া মুনি সংঘসহিত দুর্ব্বাসা অঘমর্ষণার্থ অর্থাৎ মাধ্যাহ্নিক অবগাহণার্থ জলাশয়ে নিমগ্ন হইলেন।

এতদনন্তর; রাজা দ্রৌপদীকে সংবাদকরেন যে দুর্ব্বাসা পারণার্থ আসিয়াছেন ভোজনার্থ সামগ্রী প্রস্তুত করহ। তৎশ্রবণে পাবণ্ডমহিষী শাপভয়ে ব্যাকুলা হইয়া কহিলেন; অদ্য কি উপায় করিব; আমার কোনসামগ্রী নাই; একে সাক্ষাজ্জলদগ্নির ন্যায় দুর্ব্বাসা; তাহাতে অযুত শিষ্য সহিত; আমি বিপদে পড়িলাম কিদ্রব্যদিয়া এই সকল ব্রাহ্মণের ক্ষুধাশান্তি করিব; আর নিরাহার দানেই বা কিপ্রকারে বিদায় করিব; এবিপদে কে উদ্ধার করিবে; হে অনাথনাথ গোবিন্দ; হে পাণ্ডব সখেহরি কিকরিলে; আজি দুর্ব্বাসার কোপানলে তোমারপাণ্ডব দগ্ধ হয়; দীননাথ; দীনবন্ধু; আমিদীনা হইয়া ডাকিতেছি; দাসির প্রতি করুণাকরিয়া আমগ্ন বিপদ পাথোধি হইতে উদ্ধারকরহ॥

এই চিন্তাতুরা হইয়া দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন; তৎস্মৃতমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ক্রোড়স্থিতা রুক্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকাহইতে দ্বৈতবনে ভক্তবৎসল্যতা প্রযুক্ত দ্রৌপদীর সম্মুখে সমাগত হইলেন; তখনশ্রীকৃষ্ণদর্শনে

দ্রৌপদী পরমহৃষ্টান্তঃকরণে আপনারদিগের বিপদ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন॥

তৎশ্রবণানন্তর গোবিন্দ হাস্যযুক্তমুখে দ্রৌপদীকে কহিতেছেন; হেসখি; তোমার বাক্যপশ্চাৎ শ্রবণকরিব; সংপ্রতি আমি বুভুক্ষিত অর্থাৎ ক্ষুধায় পীড়্যমান হইতেছি; অগ্রে আমাকে ভোজন করাহ। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ভোজন যাচিঞায় দ্রৌপদী অতি লজ্জিতা হইয়া মনেং কহিতেছেন; হা; ইহারপরভাগ্য ইবা কি আছে; যেহেত্ত ত্রৈলোক্যনাথ; যজ্ঞপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ; আমার গৃহে আগত হইয়া ভোজন প্রার্থনা করিতেছেন; আমার এমনি দুর্ভাগ্য; যে যাচ্যমান গোবিন্দকেআমি অদ্য ভোজন করাইতে পারিলামনা।

ইহাই মানসে চিন্তাকরিয়া সখেদ বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে কহিতেছেন; । হে শ্রীকৃষ্ণ তুমি সকলি জ্ঞাত আছ; আমার সূর্য্যদত্ত স্থালীতে অন্নতাবৎ অক্ষয় থাকে যাবৎ আমি না ভোজন করি। অদ্য আমি সকলকে আহার করাইয়া ভোজন করিয়াছি; অতএব অন্ননাই; তোমাকে কি আহার করাইব; ইহা বলিয়াই দ্রৌপদী মহা দুঃখে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন॥

তদ্দৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া বলিতেছেন; হে দ্রৌপদিবিষন্নতাকে দূরীকৃতকরতঃপাকস্থালী আনয়ন করহ অবশ্য তাহাতে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে পারে; দ্রৌপদী কৃষ্ণাজ্ঞায় পাকস্থালী আনিবায় তৎকণ্ঠে লগ্ন কিঞ্চিৎ শাকান্নছিল; তদ্দৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণ

কহিলেন হেসখি তুমি আমার হস্তে ভক্তিপূর্ব্বক ঐ শাক কণা প্রদান করহ আমি উহাতেই পরিতৃপ্ত হইব; এত দ্বাক্য শ্রবণে দ্রৌপদী বিলাপ করিয়া কহিতেছেন; যে আমি কেমন করিয়া সর্ব্বযজ্ঞভুক্ যজ্ঞেশ্বরের হস্তে এই উচ্ছিষ্ট শাকান্ন প্রদানকরিব; শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ২ যাচিঞা করাতে দ্রৌপদী কৃষ্ণহস্তে শাককণা প্রদান করিলেন; ভক্ত্যনুরোধে গোবিন্দ (তৃপ্তোঽস্মি জগতাসহ) বলিয়া ভোজনকরতঃ কহিলেন; যে মুনিগণকে ভোজনার্থ আহ্বান করহ; তখন রাজাজ্ঞায় ভীম জলাশয়তীরে গিয়া দুর্ব্বাসাদিকে আহ্বানকরতঃ কহিলেন; যে তোমরা কি নিমিত্ত বিলম্ব করিতেছ ভোজনার্থ আগমন করহ; তখন মুনিগণে পরমতৃপ্ত হইয়াছেন; আরক্ষুধার লেশমাত্রও নাই; সুতরাং বৃথাপাক ভয়ে অর্থাৎ পাকান্ন নষ্ট হইলে পাছে রাজা কিছু বলেন এইভয়ে ভীমকে বিদায় করিয়া পলায়ন করিলেন। অতএব হে মহারাজ; এরূপ বিপদ হইতে যে শ্রীকৃষ্ণ আমার দিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন; সেইকৃষ্ণ হারা হইয়াছি ॥ ১১ ॥

যত্তেজসাথ ভগবান্যুধিশূলপাণি। র্বিস্মাপিতঃ সগিরজোঽস্ত্র মদান্নিজং. মে। অন্যেঽপিচাহ মমুনৈব কলেবরেণ প্রাপ্তো মহেন্দ্র ভবনে মহদাসনার্দ্ধং ॥ ১২ ॥

পি লোকপালানিজানাস্ত্রাণিদদুঃ। অন্যদপ্যাশ্চর্য্যমাহ । অমুনৈবেতি মহতইন্দ্রস্যাসনার্দ্ধং॥ ১২

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির; যে শ্রীকৃষ্ণ তেজে গিরিজা পার্ব্বতীর সহিত ভগবান মহাদেব আমাকর্ত্তৃক সংগ্রামেতে বিস্মাপিত অর্থাৎ * বিস্ময়াপন্নহইয়া নিজাস্ত্র আমাকে প্রদান করেন। এবং অন্যান্য † লোকপালেরাও নিজ২ অস্ত্র সকল প্রদান করিয়াছেন। অন্যদপি আশ্চর্য্য; আমি এই নরশরীরে ইন্দ্রভবন অমরাবতীতে গমন করতঃ মহদাসন অর্থাৎ ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ইদানীং সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার ‡ এই অবস্থা করিয়া গিয়াছেন॥ ১২॥

তত্রৈবমে বিহরতোভুজদণ্ডযুগ্মং।
গাণ্ডীবলক্ষণ মরাতি বধায় দেবাঃ।
সেন্দ্রাঃশ্রিতা যদনুভাবিত মাজ

---

* বিস্ময়াপন্ন পদে আমার যুদ্ধে পার্ব্বতীর সহিত ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ দেবাধিদেব মহাদেব শঙ্কর পরিতুষ্ট হইয়া পাশুপতাস্ত্র দিয়াছিলেন।

† লোকপাল পদে (ইন্দ্রোবহ্নিঃ পিতৃপতি র্নৈঋতো বরুণো মরুৎ। কুবের ঈশপতয়ঃ পূর্ব্বাদীনাং দিশঃ ক্রমাৎ॥) ইন্দ্র, অগ্নিঃ যম; নৈঋতি. বরুণ, বায়ু; কুবের; ঈশান; এই অষ্টলোকপালেরা নিজ২ অস্ত্রপদে ঐন্দ্র, আগ্নেয়, যাম্য, নৈঋত্য, বারুণ, বায়ব্য, কৌবের; ঐশানাদি অস্ত্র দিয়াছিলেন॥

‡ এই অবস্থাপদে আমাকে যেতেজোদ্বারা সর্ব্বোপরিখ্যাত করিয়াছিলেন; অধুনা সেই আমি আমার সেতেজের অপহরণে নিস্তেজ করিয়া গিয়াছেন॥

মীঢ়তেনাহমদ্য মুষিতঃ পুরুষেণ
ভূম্না ॥ ১৩ ॥

তত্রৈব স্বর্গ ক্রীড়িতঃ গাণ্ডীবং লক্ষণং চিহ্নংযস্য তৎ। অরাতয়ো নিরাতকবচা দৈত্যা স্তেষাং বধার্থং আশ্রিতবন্তঃ যেনানুভাবিতং প্রভাবযুক্তং কৃতং হে আজমীঢ় যুধিষ্ঠির; তেন মুষিতা বঞ্চিতোস্মি কথংভূতেন ভূম্না। নিজমহিমাবস্থানেন ॥১৩

যে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রভাব যুক্ত গাণ্ডীব লাঞ্ছিত আমার ভুজ দণ্ড যুগল; ইন্দ্রপালিত স্বর্গস্থানে সর্ব্বতোভাবে ক্রীড়িত হইয়াছিল এবং অরাতি অর্থাৎ দেব শত্রুনিবাত কবচকে বধ করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রাদি দেবতারা যে ভুজদণ্ড যুগলকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। আমার সেই ভুজদণ্ড যুগল এখন স্তম্ভিত হইয়াছে; অতএব † আজমীঢ়; অর্থাৎ যুধিষ্ঠির; আমি সেই * ভূমা পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সংপ্রতি মুষিত অর্থাৎ বঞ্চিত হইয়াছি ॥ ১৩॥

যদ্বান্ধবঃ কুরুবলাব্ধি মনন্তপার মে
কোরথেনততরেঽহ মতার্য্যসত্বং।
প্রত্যাহৃতং পুরুধনঞ্চ ময়াপরেষাং

---

† আজমীঢ় পদে যুধিষ্ঠির অর্থাৎ অজমীঢ় নামক চন্দ্রবংশীয় রাজার বংশ।

* ভূমা পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পদে স্বমহিমাতে অবস্থিত পুরুষকে ভূমাবলে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকেই সকলেঅবলম্বন করিয়া আছে তিনি কাহাকেও অবলম্বন করেন না, অর্থাৎ পরমাত্মা।

তেজস্পদং মণিময়ঞ্চ হৃতং শি
রোভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

যদ্বান্ধব শ্লোকত্রয়স্যাপিত্তেন মুষিতোহস্মীতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ শ্রীকৃষ্ণবান্ধবেন এক এবাহং কৌরব সৈন্যাব্ধিং। নাস্যান্তো গাম্ভীর্য্যেণ পারঞ্চ দেশতো যস্যতং ততরে তীর্ণবান্ উত্তর গোগ্রহে অতার্য্যাণি দুস্তরাণি সত্বানি তিমিঙ্গিলাদীনি ভীষ্মাদি রূপাণি যস্মিন্। পরৈর্নীতং গোধনং প্রত্যাহৃতং পরেষাঞ্চ শিরোভ্যঃ সকাশাৎ তেজস্পদং প্রভাবাস্পদং উষ্ণীষরূপং মণিময়ং মুকুট রত্নরূপং বহুধনং তান্ মোহনাস্ত্রেণ মোহয়িত্বা হৃতং যদ্বান্ধবেন ময়া ॥ ১৪ ॥

অনন্তর; যদ্বান্ধবঃইত্যাদি শ্লোকত্রয়ে অর্জ্জুন রাজাকে শ্রীকৃষ্ণ মহিমা পুনঃ প্রকাশীকৃত করতঃ কহিয়াছেন; যথা (যদ্বান্ধব ইতি।) ॥

হে মহারাজ; আমি যে শ্রীকৃষ্ণবান্ধবকর্ত্তৃক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরসাহায্য দ্বারা অনন্ত পার কুরুসৈন্য সমুদ্রকে এক এক রথেরদ্বারা পার হইয়াছিলাম; কুরুসৈন্য সাগর কিম্ভূত; না; অতার্য্য; অর্থাৎ কোনমতে পার হওয়া যায়না; যেহেতু তাহার অন্তনাই অতি গম্ভীর যাহাতে অজেয় তিমিঙ্গিল নক্রচক্রাদি স্বরূপ মহাসত্বরূপে ভীষ্মাদিরাছিলেন। তাঁহারদিগকে জয় করিয়া * শত্রুকর্ত্তৃ

---

* শত্রুকর্ত্তৃক হৃত বিরাটের গোধন পদে উত্তর গোগ্রহে দুর্য্যোধনাদি কর্ত্তৃক বিরাটের গোহরণ হয়; সেই সকল গো আনয়নের নিমিত্তএকাকীঅর্জ্জুন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাশ্বত্থামা, কর্ণাদিকে জয়করিয়া বিরাটকে গাবিআনিয়া দিয়াছিলেন, এবং বীরভাগের উষ্ণীষ লইয়া উত্তরাকে পাঞ্চালী ক্রীড়নার্থ বস্ত্র প্রদান

ক হৃত বিরাটের গোধনকে প্রত্যাহৃত হইয়াছিলাম; কেবল তাহাও নহে; এবং তদ্যুদ্ধে শত্রুদিগের তেজস্পদ অর্থাৎ মহিমাস্পদ যেউষ্ণীষ; মোহনাস্ত্রদ্বারা মোহিত করিয়া উষ্ণীষের সহিত মহাধন মণিময় মুকুট সকল হরণ করিয়াছিলাম; অধুনা সেই বান্ধব শ্রীকৃষ্ণেতে বঞ্চিত হইয়াছি ॥ ১৪ ॥

যোভীষ্ম কর্ণ গুরুশল্যচমূষ্বদভ্র রাজন্যবর্য্যরথমণ্ডলমণ্ডিতাসু। অগ্রেচরো মমবিভো রথ যূথপানামায়ুর্মনাংসি চদৃশা সহওজ আর্চ্ছৎ॥ ১৫

অদভ্রা অনল্পা যে রাজন্যবর্য্যা স্তেষাং রথমণ্ডলে মণ্ডিতাসু ভীষ্মাদীনাংচমূষু। সারথিরূপেণমমাগ্রেচরতঃসন্ যোহবিভো তেষাং রথ যূথপানাং আয়ুরাদীনি যোদৃশা দৃষ্ট্যৈব আর্চ্ছৎ হৃতবান্ মনাংসীত্যুৎসাহাদি শক্তিং সহোবলং ওজঃশস্ত্রাদিকৌশলং ।১৫

অনন্তর; ভারতীয় যুদ্ধোপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ প্রভাব বর্ণন দ্বারা রাজাযুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন; যথা (যোভীষ্মেতি)॥

যে শ্রীকৃষ্ণ প্রভাবে আমি ভারতীয় মহাযুদ্ধে জিত হইয়াছিলাম; অর্থাৎ যেগোবিন্দ † অদভ্র অর্থাৎ অনল্প রথমণ্ডল মণ্ডিত শ্রেষ্ঠ২ রাজাগণ; এবং ভীষ্ম; দ্রোণ; কর্ণ শল্য প্রভৃতি সৈন্যমধ্যে; আমার সারথিরূপে অগ্র

---

† অদভ্র পদে অনল্প অর্থাৎ প্রগাঢ়২ বলিষ্ঠ রাজাসকল।

গামী হইয়া দৃষ্টিদ্বারা রথযূথ পতিদিগের; * মন; প্রাণ; সহঃ ওজ প্রভৃতি হরণ করিয়াছিলেন; ইদানীং সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাকেবঞ্চনা করিয়া গমনকরিয়াছেন।১৫

যদ্দোঃষুমা প্রণিহিতং গুরুভীষ্ম কর্ণ। নপ্তৃ ত্রিগর্ত্ত শল সৈন্ধব বাহ্লি কাদ্যৈঃ। অস্ত্রাণ্যমোঘ মহিমানি নিরূপিতানি নোপস্পৃশু র্নৃহরি দাস মিবা সুরাণি॥ ১৬॥

যদ্যদ্দোঃ সু ভুজেষু মামাংপ্রণিহিতংস্থাপিতং তেনৈব। গুর্ব্বা দিভি র্নিরূপিতানি প্রযুক্তান্যস্ত্রাণি নস্পৃশন্তিস্ম। গুরুর্দ্রোণ নপ্তা ভূরিশ্রবাঃ ত্রিগর্ত্তঃ ত্রিগর্ত্ত দেশাধিপতিঃ সুশর্ম্মা; শলঃ শল্য; সৈন্ধব সিন্ধুদেশাধিপতির্জয়দ্রথঃ বাহ্লিকঃ শান্তনোর্ভ্রা তা। অমোঘ মহিমা যেষাং তস্মাভূতান্যপি মহি॥ ১৬॥

অনন্তর; আর ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভাব অর্জ্জুন মহারাজাকে বিলাপের সহিত কহিতেছেন; যথা (যদ্দোঃইতি)॥

হে মহারাজ; ভারতযুদ্ধে যে শ্রীকৃষ্ণ নিজ বাহুবলে আমাকে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন; ইদানীং সেই শ্রীকৃষ্ণে বঞ্চিৎ হইয়াছি; কৃষ্ণভুজ রক্ষিত মদ্দেহ কিম্ভূত; না; ভীষ্ম; দ্রোণ কর্ণঃ ভূরিশ্রবা; ত্রিগর্ত্ত; সুশর্ম্মা; শল; শল্য; জয়দ্রথ; বাহ্লীক প্রভৃতি বীরবরগণের প্রেরিত অমোঘ মহিমা

---

* মনোহরণ পদে উৎসাহ রহিত। প্রাণ পদে শক্তি। সহপদে সহিষ্ণুতা। ওজপদে অস্ত্রাদি কৌশল ইত্যাদি সমুদায় দর্শন

অর্থাৎ অমোঘ অস্ত্র সকল আমাকে সেইরূপ স্পর্শ করিতে পারেনাই; যদ্রূপঃ নৃসিংহদাস প্রহ্লাদের শরীরকে অসুর প্রেরিত শস্ত্র সকল স্পর্শ করে নাই ॥ ১৬ ॥

সৌত্যে বৃতঃ কুমতি নাত্মদ ঈশ্বরো মে যৎপাদপদ্ম মভবায় ভজন্তি ভব্যাঃ। মাংশ্রান্তবাহ মরয়ো রথিনো ভুবিষ্ঠং নপ্রাহরন্ যদনুভাব নিরস্ত চিত্তাঃ ॥ ১৭ ॥

স্বাপরাধ মনুস্মরন্ সং তপ্যমান আহ! সৌত্যে সারথ্যে কুমতিনা মে ময়াবৃতঃ; কুমতি ত্বমেবাহ। আত্মদ ইত্যাদিনা অভাবায় মোক্ষায় ভব্যাঃ শ্রেষ্ঠাঃ শ্রান্তা বাহা অশ্বা যস্যতং মাং জয়দ্রথ বধেহি জলপানং বিনা অশ্বাঃ শ্রান্তাঃ ততোরথাদবতীর্য্য বাণৈর্ভুবং ভিত্ত্বা জলং সংপাদিতং! ময়া তদা যস্যানুভাবেন নিরস্তচিত্তা অরয়ো মাং ন প্রহৃতবন্তঃ সংসৌত্যে বৃতইতি কুমতিত্বং ॥ ১৭ ॥

অনন্তর অর্জ্জুন আপনার অপরাধ স্মরণ করিয়া সন্তাপযুক্ত হইয়া রাজাযুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন; । যথা (সৌত্যেইতি)॥

হে মহারাজ অর্থাৎ হে যুধিষ্ঠির; আমার এই কুমতি; যেআমিকুবুদ্ধিবশেসাক্ষাৎব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণকেঅতিনীচ সারথ্য কর্ম্মে বৃত্ত করিয়াছিলাম; । শ্রীকৃষ্ণঃকিম্ভূত; না; (আত্মদঃ) অর্থাৎ বাৎসল্য প্রযুক্ত স্বীয়ভক্তকে আত্মাপর্য্যন্ত প্রদান করেন। পুনঃ কিম্ভূত; না; যে শ্রীকৃষ্ণের

পাদপদ্মকে ভবগণেরা অভব নিমিত্ত নিরন্তর ভজনা করেন; অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম সাধক যোগী ঋষিগণেরা সংসার বন্ধনের পরিমুক্তির নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে আরাধনা করেন। অন্যদপি যুদ্ধকালে শ্রান্তবাহু আমি; আমাকে ভূমিষ্ঠ দেখিয়া ও যৎপ্রভাবে মহারথি শত্রুগণেরা নিরস্ত চিত্ত হইয়া অস্ত্র প্রহার করে নাই। অতএব আমি সেই শ্রীকৃষ্ণকে সৌত্যে অর্থাৎ সারথ্যে বরণ করিয়াছিলাম; ইহাহইতে আর দুর্বুদ্ধি কাহাকে বলে; এবং এতদপেক্ষা পরিতাপের বিষইবা কি আছে॥ ১৭॥

এতদর্থে আখ্যায়িকা স্মরণ করাইয়াছেন। অর্থাৎ জয়দ্রথ বধকালে অবিরত সংগ্রামে আমি শ্রান্তবাহু হইয়াছিলাম; অর্থাৎ জলপান বিনা মদীয় রথবাহ অশ্বসকল শ্রান্তহইয়াছিল; তদ্দৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণ রথে হইতে নামিয়া অশ্বগণকে মুক্তকরিয়া বাণদ্বারা পৃথিবী ভেদকরতঃ জলসম্পন্নকরেন; এবং সেই জলপানে অশ্ব সকলের শ্রান্তিদূর হইয়াছিল; আমি তাবৎকাল বিরথ হইয়া ভূমিতলে দণ্ডায়মান ছিলাম; কিন্তু মহারথি অরি সেনারা আমাকে কেহই অস্ত্রক্ষেপ করেনাই; ইহাকেবল † শ্রীকৃষ্ণ মহিমা; নচেৎ তৎসময়ে আমার শরীরকেচ্ছিন্ন করিতে পারিত। ইদানীং সেই শ্রীকৃষ্ণে বঞ্চিত হইয়াছি॥ ১৭॥

---

† শ্রীকৃষ্ণমহিমা পদে তিনি সর্ব্বজীবের অন্তর্যামী; অর্থাৎ সকলেরই; বুদ্ধির নিয়ন্তা, সুতরাং আমাকে বিরথজানিয়া শত্রুদিগে

নর্ম্মাণ্যুদার রুচির স্মিতশোভিতা
নি। হেপার্থ হেঽর্জ্জুন সখে কুরু
নন্দনেতি। সংজল্পিতানি নরদেব
হৃদিস্পৃশানি স্মর্ত্তুর্লুঠন্তিহৃদয়ং
মম মাধবস্য ॥ ১৮ ॥

হেনরদেব, উদারং রুচিরংগম্ভীরং যৎস্মিতং তেন শোভিতানি নর্ম্মাণি পরিহাস বাক্যানি তথা কার্য্য প্রস্তাবেষু হেপার্থ ইত্যা দীনি মধুরাক্ষরাণি সংজল্পিতানিচ হৃদিস্পৃশানি মনোজ্ঞানি মাধবস্য যান্যেতানি তানীদানীং স্মর্ত্তুর্মমহৃদয়ং লুঠন্তি ক্ষো ভয়ন্তি নিগুভাবস্বার্থঃ ॥ ১৮ ॥

অনন্তর; শ্রীকৃষ্ণ ভাবানুস্মরণ করিয়া অর্জ্জুন মহারা- জা যুধিষ্ঠিরকে কাতর হৃদয়ে কহিতেছেন; যথা। (নর্ম্মাণীতি)॥

† হেনর দেব; হেযুধিষ্ঠির; শ্রীকৃষ্ণেরউদার গভীরহাস্য অর্থাৎ সুশোভিত রুচির যে ঈষৎহাস্য; এবং তদ্যুক্ত মনোহর নম্রপরিহাস বাক্য স্মরণকরিয়া; এবং কার্য্যা র্থ প্রস্তাবে * হৃদিস্পৃশ যে সম্বোধনবাক্য অর্থাৎ হে পার্থ; হে অর্জ্জুন; হে সখে; হে কুরুনন্দন; ইত্যাদি মনের আহ্লাদ বর্দ্ধন শ্রীকৃষ্ণের যে সকলবাক্য ইদানীং আমি সেই সকল বাক্যকে স্মরণ করিতেছি; তাহাতে আমার হৃদয়কে লুণ্ঠন অর্থাৎ ক্ষোভিত করিতেছে; অ- র্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বিরহে আমার হৃদয় বিদীর্ণহইতেছে ॥ ১৮

---

† নরদেব পদে (নরাণাংদেব) অর্থাৎ নরশ্রেষ্ঠ।

শয্যাসনাটন বিকত্থন ভোজনাদি
ষ্বৈক্যাদ্বয়স্য ঋতবা নিতিবিপ্রল
ব্ধঃ। সখ্যুঃসখেব পিতৃবত্তনয়স্য
সর্ব্বং। সেহেমহান্মহিতয়া ক্ষমতে
রঘং মে। ১৯॥

বিকত্থনং স্বগুণশ্লাঘনং শয্যাদিষু ঐক্যাৎ অতিরেকাৎ হেতোঃ কদাচিদ্ব্যভিচারং। দৃষ্ট্বা হেবয়স্য ঋতবান্ সত্যযুক্তং২ ইতি বক্রোক্ত্যা বিপ্রলব্ধ তিরস্কৃতোপি! ঋভুগানিতি পাঠে ঋভবো দেবাঃ সেবকাঃ সন্তিযস্য! অসৌমহানপি ময়া বঞ্চ ইতি। মহা বিপ্রলব্ধ ইত্যর্থঃ; ঋতবানিতিপাঠে ভুবন্নভাব আর্যঃ! মেংঘং অপরাধং অসহত মহিতয়া মহত্ত্বেনেত্যর্থঃ। মহামহিতয়া ইতি পাঠে একপদেংতি মহত্ত্বেনেত্যর্থঃ! সখ্যুরঘং সখেব তনয়স্যাঘং পিতেব॥ ১৯।

অনন্তর; অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ সহবাস জন্য যে সুখে কাল যাপনা করিয়াছিলেন; তাহা আক্ষেপের সহিত বর্ণন করিয়া মহারাজা যুধিষ্ঠিরকেকহিতেছেন; তদর্থে উক্ত হইয়াছে; যথা (শয্যেতি)॥

হে মহারাজ; শ্রীকৃষ্ণের * গুণের কথা আমি কি কহিব;

* শ্রীকৃষ্ণের গুণের কথা কহিতে পারিনা, ইত্যর্থে শ্রীকৃষ্ণকে নির্গুণ বলাহইল, অর্থাৎ যাহাঁর গুণনাই তাহাঁরগুণের কথা কি আছে; অথবা; লৌকিকমতে যাহারগুণের কথা কহিয়া পর্য্যাপ্তি হয়না তাহাকেও কহিয়াথাকে; যেইহাঁর গুণের কথা কি কহিব. সুতরাং এতদ্দ্বয়াভিপ্রায়ে সগুণ নির্গুণ উভয়ই শ্রীকৃষ্ণ; যেহেতু যাহাঁর ইচ্ছাশক্তি প্রভব সত্ত্ব রজস্তম গুণত্রয়; যৎপ্রভাবে এই জগৎকার্য্যের সম্পাদন হইতেছে; সেগুণের কথা কহিবার শক্তি কি, যেহেতু অস্বরূপে স্বরূপ বোধকরিয়া লোক সকল ভ্রা

অর্থাৎ কিছুমাত্র কহিতে পারিনা; যেহেতু; একত্রে শয়ন ভোজন উপবেশন পর্য্যটনাদি করিয়াছি; এবং কৃষ্ণ সন্নিধানে কদাপি (বিকত্থন) অর্থাৎ † আত্মগুণ প্রশংসা করিয়াছি আর সর্ব্বদা ভাবের ঐক্যতাপ্রযুক্ত কচিৎ কচিৎ শ্রীকৃষ্ণের কোন লৌকিক কার্য্যেরব্যভিচারদৃষ্টে (ঋতবান্) বলিয়া বিপ্রলব্ধ বাক্যে তিরস্কারও করিয়াছি; অর্থাৎ হে যাদব হে সখে তুমিবড় সত্যবাদী; এরূপ ‡ বক্রোক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ তিরস্কৃত হইয়াও আমার প্রতি ক্রোধনাকরিয়া সেই মহামহিম; অতি গাম্ভীর্য্যাদি গুণবিশিষ্ট গোবিন্দ; স্বীয় মহত্ত্বগুণে (।) হুমতি যে আমি; আমার এতৎ অপরাধ সকল সেইরূপ ক্ষমা করিয়াছেন; অর্থাৎ আমার দৌরাত্ম্য সহিষ্ণুতা করিয়াছিলেন; যদ্রূপ ¶ সখার দৌরাত্ম্যসখা ও পুত্রের দৌরাত্ম্য পিতা সহিষ্ণুতা করেন। শ্রীকৃষ্ণ কিম্ভূত; না; ঋভুমান; অর্থাৎ ঋভবশব্দে দেবতা সেই সকল দেবতারা যাঁহাকে সেবা করেন ॥ ১৯ ॥

সোহং নৃপেন্দ্ররহিতঃ পুরুষোত্ত

---

† আত্মগুণ প্রশংসা পদে আত্মশ্লাঘা অর্থাৎ আমি কুমতি প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে কখনং কহিতাম যে আমি নাথাকিলে এই ভারত যুদ্ধ সম্পন্ন এবং খাণ্ডব দাহাদি নাকরিলেরাজার ময়নির্ম্মিতা সভা লাভ হইতনা, অর্থাৎ আমি বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ বলবান ইত্যাদি।

‡ বক্রোক্তি পদে বাঁকাকথা অর্থাৎ ব্যঙ্গোক্তিঃ।

(।) কুমতি পদে কুবুদ্ধি অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্বের অনুপলব্ধিযাহার হয় তাহাকেই কুমতিবলে। সুতরাংইহা অর্জ্জুনেরআক্ষেপোক্তিঃ।

¶ সখার দৌরাত্ম্য সখা ও পুত্রের দৌরাত্ম্য পিতা সহ্যকরেন এতাদৃক্ বাক্প্রয়োগের তাৎপর্য্য এইযে; শ্রীকৃষ্ণই সকল ভাবাক্রা

যেন সখ্যাপ্রিয়েণ সুহৃদা হৃদয়েন শূন্যঃ। অধ্বন্যুরুক্রম পরিগ্রহ মঙ্গরক্ষন্ গোপৈরসদ্ভি রবলেব বিনির্জ্জিতোস্মি ॥ ২০ ॥

ত্বয়া শঙ্কিতং পরাজয়ঞ্চ প্রাপ্তোহ মিত্যাহ তেন সখ্যারহিতঃ অতোহৃদয়েন শূন্যঃ অঙ্গ হেরাজন্ উরুক্রমস্য পরিগ্রহং ষোড়শ সাহস্র স্ত্রীলক্ষণং অসদ্ভি র্নীচৈর বলা যোষেব। ২০।

অনন্তর; অর্জ্জুনরাজাকে কহিতেছেন; হে মহারাজতু নিশঙ্কা করিয়াছ যে আমি পরাজয় প্রাপ্ত হইয়াছি; ইহা ও মিথ্যা নহে; অর্থাৎ নীচকর্ত্তৃক পরাজিত ও হইয়াছি; তদর্থে উক্ত করিয়াছেন; যথা (সোহমিতি)॥

হে * নৃপেন্দ্র অর্থাৎ রাজচক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠির; শ্রবণ করহ; আমি † সেইপ্রিয় সেইসখা; সেইসুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রহিত হইয়া হৃদয় শূন্য হইয়াছি; অর্থাৎ পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণহীন হইয়া তৎপরিগ্রহ ষোড়শসহস্রস্ত্রীকে আনয়ন কালে পথিমধ্যে অতিনীচ অসৎগোপগণ কর্ত্তৃক

---

* নৃপেন্দ্রপদে (নৃপানামিন্দ্র নৃপেন্দ্র) অর্থাৎ সকল রাজার উপরিবর্ত্তী রাজা।

† সেই প্রিয়; সখা, সুহৃদ পদে সেই শ্রীকৃষ্ণ; কিন্তু কেবল সখা কিসুহৃৎ কিপ্রিয়, এক কহিলেই হয়, ইহাতে একাভিপ্রায় শব্দকে রূপান্তরে বারম্বার বলিবার তাৎপর্য্য কি; উত্তর, সখা; সুহৃৎ প্রিয়, তিনশব্দের অভিপ্রায়ও তিনহয়, যথা (সখা) অর্থাৎ সমবয়স্য অথবা স্নেহবশত হিতান্বেষী। (সুহৃৎ) স্বভাবতো হিতাশংসী অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে হিতোপদেশ কর্ত্তা। (প্রিয়) দর্শন মাত্রতঃ প্রীতিদায়কঃ ॥

র্ত্তুক‡ অবলার ন্যায় পরাজিতহইলাম হে অঙ্গ অর্থাৎ হেরাজন(১) আমি সেইঅর্জ্জুন;কিন্তুস্ত্রীগণকে তৎকালে রক্ষা করিতে পারিলাম না কি খেদের বিষয় ॥ ২০ ॥

ইত্যর্থে একাদশস্কন্ধীয়া আখ্যায়িকায় কহিয়াছেন; যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন; তৎকালে. শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শসহস্র মহিষীকে লইয়া অর্জ্জুন হস্তিনা নগরে আসিতেছিলেন; পথিমধ্যে কতকগুলিন অসৎগোপগণেরা বলপূর্ব্বক কৃষ্ণস্ত্রীগণকে হরণ করিতে উদ্যত হইলে; অর্জ্জুন নিবারণ করিতে পারিলেন না; অনন্তর ঐ অসৎগণেরা স্ত্রীগণের শরীরস্পর্শ করিবামাত্র সকলেই পাষাণ ভূতা হইয়াগেলেন ॥ ২০ ।

তদ্বৈধনুস্তইষবঃসরথোহয়াস্তে সোহ
হংরথী নৃপতয়োযত আনমন্তি।
সর্ব্বং ক্ষণেন তদভূদসদীশরিক্তং
ভস্মন্ হুতং কুহকরাদ্ধ মিবোপ্ত
মর্ব্যাং ॥ ২১ ॥

শ্রীকৃষ্ণবিয়োগএবাত্রহেতু র্নান্যইত্যাহ। তদিতি। যতো যেভ্যঃ ঈশেনরিক্তং শূন্যং অসৎকার্য্যাক্ষমং সমন্ত্র বিধানৈরপি ভস্মনিহু

‡ অবলার ন্যায় পরাজিত পদে অবলা স্ত্রীকেবলে অর্থাৎ আমি পুরুষ হইয়া স্ত্রীরমত পরাজয় পাইয়াছি। অথবা বলবান হইয়া অবলের ন্যায় হইয়াছি॥

(১) সেই আমি পদে একরথে নিবাতকবচাদিকে জয়করিয়াছিলাম॥

তৎ ইব ভস্মমিতি লুপ্তসপ্তম্যেকং পদং অতিপ্রীত্যাদপি কুহকাৎ মায়াবিনঃ সকাশাৎ রাদ্ধং লব্ধং ইব সম্যক্ কর্ষণাদিনাপি উষর ভূমৌ উপ্তং বীজমিব॥ ২১।

অনন্তর অর্জ্জুনশ্রীকৃষ্ণেরকর্ত্তৃত্ব বিষয়কব্যাখ্যা করিয়া রাজাকে কহিতেছেন; অর্থাৎ বিনা শ্রীকৃষ্ণজগতেকাহার ও কোন বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব নাই; তদর্থে উক্ত হইয়াছে; যথা। (তদিতি)॥

হে মহারাজ; আমার সেইধনু; সেই সকল বাণ; সেই রথ সেইসকল অশ্বগণ আছে; এবং আমি ও সেইরথী আছি; পূর্ব্বেপৃথিবীস্থরাজাসকল; এইধনুঃ প্রভাবে আ স্মাকে বিনয় পুরঃসর করপ্রদান করতঃ প্রণাম করিত; এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ বিহীনে আমার সেইসকল বৈভব অর্থাৎ শৌর্য্যাদি ভস্মাহুতির ন্যায় ব্যর্থ হইল; যেমন † কুহক সন্নিহিত লাভাকাংক্ষা ও উষরভূমিতেবীজবপনে শস্য প্রাপ্তীচ্ছা অসৎ অর্থাৎ বিফল; সেইরূপ আমার অস্ত্রাদি সকল তদুপযোগীকার্য্যে অক্ষম হইয়াছে॥ ২১

রাজং স্ত্বয়ানুপৃষ্টানাং সুহৃদাং নঃ
সুহৃৎপুরে। বিপ্রশাপ বিমূঢ়ানাং
নিঘ্নতাং মুষ্টিভির্মিথঃ॥ ২২॥

সুহৃৎ পুরে ত্বয়াপৃষ্টানাং নঃসুহৃদাং মধ্যে চত্বারঃ পঞ্চবাঽবশেষিতাঃ তত্রহেতুঃ। বিপ্রশাপেত্যাদি॥ ২২॥

---

† কুহক পদে মায়াবী অর্থাৎ বাজীকর সন্নিধানে কোন বিষয়েই কিছু লাভকরা যায়না॥

হে রাজন্; তুমি আমারদিগের সুহৃৎপুর দ্বারকাতে সুহৃৎবর্গের কিরূপ কুশলে আছেন যে জিজ্ঞাসা করিতেছেন; তাহার সংবাদ কহিতেছি শ্রবণ করেন; অর্থাৎ বিপ্রশাপে বিমুগ্ধ যাদবীয়েরা সুরাপানে মত্ত হইয়া পরস্পর † এরকা মুষ্টি প্রহারে প্রায় হত হইয়াছে; ইহা উত্তর শ্লোকান্বয়ে কহিয়াছেন; ॥ ২২।

বারুণীং মদিরাং পীত্বামদোন্মথিত চেতসাং। অজানতামিবান্যোন্যং চতুঃপঞ্চাব শেষিতাঃ ॥ ২৩ ॥

বারুণীং অন্নময়ীং অজানতা মিবান্যোন্যং এরকাভির্মুষ্টিভি র্নিঘ্নতাং। ২৩।

হে রাজন্; পূর্ব্বোক্ত যাদবেরা * বারুণী মদির পানে মত্ত হইয়া মদোন্মথিত চিত্তব্যক্তিরা পরস্পর অজ্ঞান হইয়া † এরকা মুষ্টির আঘাত করতঃ প্রায় বিনষ্ট হইয়াছে; অনুমান করি চারি পাঁচজন অবশিষ্ট থাকিতে পারে॥ ২৩।

প্রায়েণৈতদ্ভগবত ঈশ্বরস্য বিচেষ্টিতং। মিথোনিঘ্নন্তি ভূতানি ভাবয়ন্তিচ যন্মিথঃ ॥ ২৪ ॥

---

† এরকা পদে নিগ্রন্থিতৃণ অর্থাৎ হোগলা মুষ্টির আঘাতেই প্রায়হত; ইহাতেই বোধহইতেছে যে বিপ্রশাপেইহত হইয়াছে: নচেৎ এরকাঘাতে কি বলবৎ মনুষ্যের বিনাশ হইতেপারে;

* বারুণী মদিরা পদে পৌষ্টীসুরা অর্থাৎ অন্নোদ্ভবা মদিরা।

অবশেষিতা ইত্যনেন নোক্ত কর্ত্তার মাহ। প্রায়েণেতি ত্রিভিঃ। ভাবয়ন্তি পালয়ন্তি॥ ২৪।

অবশেষিত অর্থাৎ অত্যল্প অবশিষ্ট চারি পাঁচজন যাদব থাকিতে পারে ইত্যাশয়ে অর্জ্জুন রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন; তদর্থে শ্লোকত্রয় উক্ত হইয়াছে;। যথা (প্রায়েণেতি)॥

হে মহারাজ; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরকার্য্যই এই যে † পরস্পর জীবদ্বারা জীবের সংহার এবং পরস্পর জীবদ্বারা জীবের * পালন করেন॥ ২৪॥

জলৌকসাং জলেযদ্বন্মহান্তোঽদন্ত্যনীয়সঃ। দুর্ব্বলান্ বলিনো রাজন্মহান্তো বলিনো মিথঃ॥ ২৫॥

জলৌকসাং মৎস্যাদীনাং মধ্যে মহান্তঃস্থূলা অনীয়সঃ সূক্ষ্মান্ যথা ভক্ষয়ন্তি॥ ২৫।

রাজা যুধিষ্ঠিরকে অর্জ্জুন যদুবংশ বিনাশ কারণ দৃষ্টান্ত দিতেছেন; তদর্থে উক্তহইয়াছে। যথা। (জলৌকসামিতি)॥

হেরাজন্ যদ্রূপ ‡ জলচর মৎস্যাদির মধ্যে যাহারা

---

† মূলে (মিথ) শব্দ আছে মিথ শব্দের অর্থ (পরস্পর)।

* মূলে (ভাবয়ন্তি) শব্দ আছে। তদর্থে পালন।

‡ জলচর দৃষ্টান্ত মাত্র, ফলিতার্থ সংসারের এইরূপবিধি যেস্থূল শরীর ব্যক্তি সূক্ষ্ম শরীর ধারি ব্যক্তিকে সবলব্যক্তি দুর্ব্বলব্যক্তিকে হিংসাকরে। এবং বলবান্ ও স্থূল এতদুভয় ব্যক্তিকে সাবকাশ প্রাপ্ত হইলে উভয়েই পরস্পর হিংসাকরিয়া থাকে॥

স্থূল তাহারা সূক্ষ্ম জলচর সকলকে আহার করে। এবং যাহারা বলবান্ তাহারা দুর্ব্বল সকলকে গ্রাসকরে। তদ্ভিন্ন স্থূলজলচর ও বলবান্ জলচর সকল, ছিদ্রপাইলে পরস্পর উভয়েই উভয়কে ভোজন করে॥ ২৫।

এবং বলিষ্ঠৈর্যদুভি র্মহদ্ভি রিতরান্ বিভুঃ। যদূন্ যদুভিরন্যোন্যং ভূভারাণ্ সংজহারহ॥ ২৬॥

ভুবোভার ভূতান্ সংহৃতবান্॥ ২৬॥

† এই প্রকার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিষ্ঠ যাদবদ্বারা দুর্ব্বল যাদবকে এবং স্থূলতর যাদবদ্বারা ক্ষুদ্র যাদবকে পরস্পার সংহার করতঃ পৃথিবীর ভারাবতরণ করেন॥ ২৬।

দেশকালার্থ যুক্তানি হৃত্তাপোপশমানিচ।

---

† এই প্রকার যদুবংশ বিনাশ করিয়াছেন ইত্যর্থে ভুভার হরণ করেন অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীস্থ বলবান দুর্ব্বলক্ষত্রিয়কে ও স্থূল ক্ষত্রিয়েরা ক্ষুদ্র ক্ষত্রিয় সকলকে বিনাশ করেন। ফলিতার্থ যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগের প্রবৃত্ত কারণ কৃতাস্ত্র ক্ষত্রিয় সকলকে পৃথিবীতে রাখিবেন না এই কামনায় পরস্পর ক্ষত্রিয়দ্বারা সমস্ত ক্ষত্রিয়কে বিনাশ করেণ, যেহেতু ধনুর্যুদ্ধ প্রচার থাকিলে অবেদ ম্লেচ্ছজাতিরা কিপ্রকারে ক্ষত্রিয়গণকে জয় করিয়া পৃথিবী গ্রহণ করিতে পারে সুতরাং নাট্য সন্দর্শনেরব্যাঘাত জানিয়া এক কালিন সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশকরিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই অভিপ্রায় স্পষ্টই বোধ হইতেছে, । কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের সাহায্য করিয়াছিলেন কিন্তু বিনাযুদ্ধে অশ্বত্থামার দ্বারা পাণ্ডব পুত্রগণকে সংহার করিবার কি প্রয়োজন ছিল।

হরন্তি স্মরতশ্চিত্তং গোবিন্দাভি হিতা
নিচ ॥ ২৭ ॥

অতঃপরং বক্তুংনশক্নোমিতি। সূচয়ন্নাহ দেশকালোচিতা
র্থ যুক্তানি মনঃপীড়োপশমন করাণিচ গোবিন্দস্য বচনানি স্মর
তো মমচিত্ত স্মরন্তি আকর্ষয়ন্তি।২৭

অর্জ্জুন মহারাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিতেছেন; যে হে
মহারাজ; আমি আর কহিতে শক্ত হইনা; যেহেতু
শ্রীকৃষ্ণ বিশ্লেষ জন্য অর্থাৎ বিচ্ছেদে অবসন্ন হইতেছি।
ইত্যর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (দেশকালার্থ যুক্তানীতি)।
হে মহারাজ; শ্রীকৃষ্ণ যে আমাকে হেপার্থ; হেঅর্জ্জুন
হেসখে; ইত্যাদি সম্বোধন করত দেশোচিত ও সম-
য়োচিত এবং শোভন অর্থযুক্ত অথচ মনস্তাপের শান্তি
কর বাক্য সকল কহিয়াছিলেন; ইদানীং সেই সকল
বাক্য আমার হৃদয়ে স্মৃত হইয়া চিত্তকে আকর্ষণ
করিতেছে ॥ ২৭ ॥

এবং চিন্তয়তো জিষ্ণোঃ কৃষ্ণপাদ সরো
রুহং। সৌহার্দ্দে নাতিগাঢ়েন শান্তাসী
দ্বিমলা মতিঃ ॥ ২৮ ॥

এবমিতি সূতোক্তিঃ। অতিদৃঢ়েন স্নেহেন চিন্তয়তোমতিঃ
শান্তা বিশোকা বিমলা বিরক্তা চাসীৎ ॥ ২৮।

সূত গোস্বামী শৌনকাদিকে কহিয়াছেন; এইরূপ
অতিদৃঢ় স্নেহেতে অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মকে

স্মরণ করতঃ যেরূপ বিশোক হইয়াছিলেন; তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা (এবমিতি)॥

এইরূপ সুদৃঢ় স্নেহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ স্মরণ করতঃ অর্জ্জুনের মতিশান্তা হইয়াছিল। অর্থাৎ অর্জ্জুনের বুদ্ধিশোক রহিতা এবং * বিমলা হইয়াছিল॥ ২৮.

বাসুদেবাঙ্ঘ্র্যনুধ্যান পরিবৃংহিত রংহসা। ভক্ত্যা নির্ম্মথিতা শেষ কষায় ধিষণোর্জ্জুনঃ॥ ২৯॥

মতি বৈমল্য ফলমাহ। বাসুদেবাঙ্ঘ্রি অনুধ্যানেন পরিবৃংহিতং রংহোবেগো যস্যাঃ। তয়া নির্ম্মথিতা উন্মূলিতা অশেষাঃ কষায়াঃ কামাদয়ঃ যস্যাঃ। সাধিষণা বুদ্ধির্যস্য সঃজ্ঞানং পুনরধ্যগম দিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ॥ ২৯॥

অনন্তর, মতি বিমলতার ফল কহিতেছেন। যথা (বাসুদেবেতি)॥

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের চরণার বিন্দ ধ্যানদ্বারা (পরিবৃংহিত) বিস্তারিত (রংহা) অর্থাৎ বেগযার; সেই মতি ভক্তি; তংদ্বারা † নির্ম্মিথিত অশেষ কষায় যার সেই ধি

---

* বিমলা পদে মলা রহিতা। অর্থাৎ নির্ম্মল মতি। রজস্তমো লেশ মাত্র ও ছিলনা অর্থাৎ বৈরাগ্যযুক্তা বুদ্ধি হইয়াছিল।

† নির্ম্মথিত কষায় পদে কামাদি বাসনা উন্মূলিত। অর্থাৎ ভগবৎ পাদপদ্ম ধ্যানে দৃঢ়াভক্তি যোগে অর্জ্জুনের বিষয় ভোগার্থ চেষ্টার বিরতি হইয়া পুনর্ব্বার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়াছিল।

যণা অর্থাৎ বুদ্ধি যুক্ত হইয়া অর্জুন পুনর্ব্বার জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৯॥

গীতং ভগবতাজ্ঞানং যত্তৎ সংগ্রাম মূর্দ্ধনি। কালকর্ম্ম তমোরুদ্ধং পুনরধ্যগমদ্বিভুঃ॥ ৩০॥

কালেন কর্ম্মভিঃ তমসা ভোগাভি নিবেশেনচ রুদ্ধ মা বৃতং সৎ॥ ৩০।

অনন্তর। সূতগোস্বামী শৌনকাদি নৈমিষীয় ঋষিগণকে কহিয়াছিলেন, যে অর্জ্জুন মহাশয় যেরূপ পুনর্ব্বার জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাহা বেদব্যাস গোস্বামী শ্লোকিত করিয়াছেন;। যথা (গীতমিতি।)॥

কুরু পাণ্ডবীয় যুদ্ধসমাজে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে জ্ঞানের উপদেশ করেন, † কালগুণ সহকারে;

অর্থাৎ পুনর্ব্বার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় বলাতে ভগবদ্গীতোক্ত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়াছিল। ইহা পরশ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে॥

† কালগুণ সহকারে অর্থাৎ সময়ানুসারে ; বহুবিধ কর্ম্ম পদে সংগ্রামাদিরাজ্যরক্ষা প্রভৃতিকর্ম্মানুরোধেব্যগ্রতা প্রযুক্ত এবং ভোগাভিনিবেশ অর্থাৎ প্রাপ্তরাজ্যে নানাবিধ সুখসম্ভোগ লালসায় সম্যক্‌জ্ঞান বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাহা অবশ্যই হইতে পারে অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের সহিত ভোগের নিত্য বিরোধ, যেহেতু অবিদ্যা প্রভবভোগ। ভোগনষ্ট নাহইলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মেনা। কাল পদে সময় অর্থাৎ সম্পন্ন সময় তত্ত্বজ্ঞান অসম্পন্ন হয়;।

এবং বহুবিধ কর্ম্ম ও ভোগাদি নিবেশদ্বারা সেইজ্ঞান
* রুদ্ধ হইয়াছিল, অধুনা শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্বরণে
তচ্চরণারবিন্দানুভাবনায় পুনর্ব্বার সেই জ্ঞান প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন। ৩০।

বিশোকো ব্রহ্ম সম্পত্ত্যা সংচ্ছিন্ন দ্বৈত
সংশয়ঃ। লীন প্রকৃতি নৈর্গুণ্যা দলি
ঙ্গত্বা দসম্ভবঃ।। ৩১।

জ্ঞানফল মাহ। বিশোকইতি! এতদেব শোক হেতুভাবে
নোপ পাদয়তি! শোকস্যহি হেতু দ্বৈতভ্রম তস্যাদেহঃ তস্যালি
ঙ্গং তস্যগুণাঃ। তেষামবিদ্যা তত্র ব্রহ্ম সংপত্ত্যা ব্রহ্মাহমিতি
জ্ঞানেন লীনা প্রকৃতি রবিদ্যা যস্মিন্। তন্নৈর্গুণ্যং ভবতি নতু
সুষুপ্তি প্রলয়য়ো রিবা বিদ্যা শেষত্বস্মা নৈর্গুণ্যাৎ গুণকার্য্য
লিঙ্গনাশঃ অলিঙ্গত্বাচ্চ অসম্ভবঃ সম্যগে্ভাগায় ভবতি পুনঃ
পুন রিতিসম্ভবঃ স্থূল শরীরং তদ্রহিতঃ ততশ্চ তৎ পরিচ্ছেদা
ভাবাৎ সংচ্ছিন্নো দ্বৈতলক্ষণঃ সংশয়ো ভগোযস্য সঃ বিশোকো
জাত ইতি।। ৩১।।

অনন্তর। জ্ঞানের ফল কহিতেছেন তদর্থে উক্ত হই-
য়াছে। যথা (বিশোকইতি)।।

শ্রীকৃষ্ণোক্ত পূর্ব্বজ্ঞান সংপ্রাপ্ত হইয়া দ্বৈত সংশয়কে
দূরীকরণ পূর্ব্বক অহংব্রহ্ম ইত্যাকার জ্ঞান দ্বারা † নির্গু

---

* রুদ্ধপদে আবৃত।।

† দ্বৈত সংশয় পদে ব্রহ্মভিন্ন জীবভিন্ন জ্ঞান।

র্ত্তা প্রযুক্তঅর্থাৎ* গুণকার্য্য যেস্থূলশরীরও লিঙ্গশরীর তদভিমান বর্জ্জন পুরঃসরঅবিদ্যানাশেঅর্থাৎঅজ্ঞান নাশে দ্বিতীয়ভ্রম দূরহয় সুতরাং অর্জ্জুন তৎকালে শোকরহিত হইয়াছিলেন॥ ৩১।

দ্বৈত সংশয় পদে অহংকর্ত্তা অহংসুখীত্যাদি আত্মা ভিমানের শান্তি; সুতরাং মায়াপ্রভব দেহে অহংবুদ্ধি নাশহইলে অর্থাৎ‡ গুণকার্য্যনাশেনির্গুণতা প্রাপ্তিহয়। নচেৎ ভোগায়তন লিঙ্গশরীরাপায় ব্যতীত অর্থাৎ শ-রীর াভিমানত্যাগবিনা তত্ত্বজ্ঞানজন্মেনা। বিনাতত্ত্বজ্ঞা নেও মোক্ষ হইতেপারেনা এবং শোকাদিরও অপনয়ন হয়না। অর্থাৎ যাবৎ ব্রহ্মভিন্ন জীবভিন্ন বোধথাকে তা বৎ রোগ শোক জরা দুঃখ সুখ আত্মামাত্যাপত্য কল ত্রাদির মায়া থাকে। যখন (অহংব্রহ্ম নচান্যোস্মি) জ্ঞান হয়; তখন আর দ্বৈতজ্ঞান থাকেনা অর্থাৎ অদ্বৈ ততা প্রাপ্তে সংসৃতির নিবৃত্তি হয়। যথা শ্রুতিঃ। (তত্র কো মোহঃ কঃশোকএকত্বমনুপশ্যতি।)' কেননা যেখা-নে সমস্ত একরূপ দর্শন হয় সেখানে আর কি মোহ কি শোক অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন আর কিছু দর্শনহয়না। অতএব অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণচরণানুস্মরণের ফলে দ্বৈত ভ্রমেপরিমুক্ত হইয়া শোককে দূরীকৃত করিয়াছিলেন॥ ৩১॥

---

* নির্গুণতা পদে নির্লিপ্ততা অর্থাৎ গুণাদি সঙ্গরহিত।

‡ গুণকার্য্য পদে মায়ার কার্য্য অর্থাৎ অনিত্য দেহগেহাদিকে নিত্যবুদ্ধি।

নিশম্য ভগবন্মার্গং সংস্থাযদুঙ্গলস্যচ। স্বঃপথায় মতিংচক্রে নিভৃতাত্মা যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩২॥

ভগবতো মার্গ মালক্ষ্য যদুকুলস্য সংস্থাংনাশং শ্রুত্বা নারদোক্ত মনুস্মৃত্য স্বঃ স্বর্গপথায় স্বর্গমার্গায় নিভৃতাত্মা নিশ্চল চিত্তঃ ॥ ৩২ ॥

অনন্তর। রাজাযুধিষ্ঠির অর্জ্জুন মুখে ভগবন্নির্ষান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বধামগমন বার্ত্তা শ্রবণে যেরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন; তাহা অত্রশ্লোকে কহিতেছেন। যথা (নিশম্যেতি)॥

মহারাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের মুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বধামোপগমন এবং যদুঙ্গলের বিনাশ বার্ত্তা শ্রবণ করত পূর্ব্বোক্ত† নারদ বাক্য স্মরণ করিয়া (নিভৃতাত্মা) অর্থাৎ নিশ্চল চিত্ত হইয়া স্বঃপথে অর্থাৎ স্বর্গপথে গমন করিতে মতি করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

পৃথাপ্যুপশ্রুত্য ধনঞ্জয়োদিতং নাশং যদূনাং ভগবদ্গতিঞ্চতাং। একান্তভক্ত্যা ভগবত্যধোক্ষজে। নিবেশিতাত্মোপররাম সংসৃতেঃ ॥ ৩৩ ॥

---

† নারদ বাক্য অর্থাৎ পূর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রান্বেষণ কালে রাজাকে নারদগোস্বামী যেকথা কহিয়াছিলেন সেইকথা স্মরণ করিয়া নিশ্চল চিত্ত হইয়াছিলেন।

তাং ভগবদ্গতিং দুর্জ্ঞেয়াং বক্ষতি। হি (সৌদামিন্যাযথা কাশে যান্ত্যা হিত্বা ভ্রমণ্ডলং। গতির্নলক্ষ্যতে মর্ত্যৈ স্তথাকৃষ্ণস্য দৈবতৈ রিতি।) সংসৃতে রুপররাম জীবন মুক্তো বভূব দেহং জহৌ বিতিবা॥ ৩৩॥

অনন্তর দুর্জ্ঞেয়া ভগবদ্গতি তদর্থে কহিতেছেন। যথা (পৃথাপীতি)॥

পৃথা অর্থাৎ কুন্তী অর্জ্জুন কর্ত্তৃক উক্ত যাদবদিগের নাশ এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বধামে গতির উপশ্রবণ করত এ কান্ত ভক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণচরণার বিন্দে মনোভিমানী আ ত্মাকে নিবেশ করিয়া সংসারে বিরক্তা হইয়াছিলেন অর্থাৎজীবনমুক্তা হইয়াছিলেন; অথবা প্রাণত্যাগকরি য়াছিলেন। ইত্যর্থে তৎকালে প্রাণত্যাগ করেন নাই জীবন সত্ত্বে জীবনের কার্য্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। ৩৩

অত্র শ্লোকে স্বামী ভগবানের গতির দুর্জ্ঞেয়ত্বাভি- প্রায়ে শাস্ত্রান্তরীয় বাচনিক প্রমাণ ধৃতকরিয়াছেন। যথা (সৌদামিন্যা যথাকাশে যান্ত্যা হিত্বাভ্রমণ্ডলং। গতির্নলক্ষ্যতে মর্ত্যৈ স্তথাকৃষ্ণস্য দৈবতৈরিতি।) যেমনমনুষ্য কর্ত্তৃকআকাশে সৌদামিনীর গতি অর্থাৎ আকাশে মেঘমণ্ডলে সৌদামিনীর আগতি অপগতির লক্ষ্যহয়না। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণেরগতিকে দেবতারা লক্ষ্য করিতে পারেননা ইত্যর্থেস্পষ্টপ্রতীয়মানহইতেছে যে সৌদামিনীর গতি মনুষ্যে লক্ষ্যকরিতে পারেনা; কিন্তু দেবতারা লক্ষ্যকরিতে পারেন; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের গতি

দেবতাদিগের পক্ষে এমত দুর্জ্ঞেয়া যে কোনমতেই লক্ষ্য করিতে পারেন না। সুতরাং ভগবানের লীলা সম্বরণে তাঁহারমৃত্যুহইয়াছে যে কেহ২কহেন সে অলীক; অর্থাৎ যে শ্রীকৃষ্ণেরগতি দেবতাদিগের পক্ষে দুর্জ্ঞেয়া হইল সেই কৃষ্ণের দেহত্যাগ বিষয়ের নিশ্চয় করিয়া কহিবার সামর্থ্য কি?। ইহাতে ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বিশিষ্ট কৃষ্ণের লীলা বিগ্রহ ধারণ অর্থাৎ যেরূপে উৎপত্তি দেহত্যাগও সেইরূপ। অর্থাৎঅযোনিসম্ভবআনন্দ মূর্ত্তিরবিনাশহওয়া সম্ভব নহে। সেরূপ যে কিরূপে তিরোধান হইয়াছিল তাহা দেবতারাও লক্ষ্য করিতে পারেন নাই অতএবনিশ্চয় হইল যে শ্রীকৃষ্ণ স্বদেহেই স্বধামোপগত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩।

যয়া হরদ্ভুবো ভারং তাং তনুং বিজহাব জঃ। কণ্টকং কণ্টকেনৈব দ্বয়ঞ্চাপীশিতুঃ সমং ॥ ৩৪ ॥

তদেবমুক্তমপি যাদবেভ্যো ভগবদ্বৈলক্ষণ্যং অবুদ্ধ্বা তৎসাম্যং বদতো মন্দমতীন্ প্রতিবৈলক্ষণ্যং সূচয়তি দ্বাভ্যাং। যয়া যাদব যাতন্বা ভুবোভার কণ্টকেন কণ্টক মিবাহরৎ। যাদবতনুর্ভূভার তনুশ্চেতি দ্বয়মপি সংহার্য্যত্বে সমমেব ॥ ৩৪।

অনন্তর ভগবানের দেহত্যাগ বিষয়ের যে কি অভিপ্রায় তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন; অর্থাৎ যাদবগণ হইতে যে অনিষ্ট হইবে ইহা আলোচনা করিয়া তাহার

দিগের শমতা জন্য ব্রহ্মশাপচ্ছলে বিনাশকরতঃ আ-পনারও যাদব তনুত্যাগ করিয়াছিলেন। তদর্থে শ্লোক দ্বয় উক্ত হইয়াছে। যথা (যয়াহরদিতি)॥

* অজঃ শ্রীকৃষ্ণ যে যাদবী তনুধারণ করত সমস্ত পৃথিবীর ভারাবতরণ করিয়াছিলেন; অনন্তর সেই যাদব শরীরকেও ত্যাগ করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্তএই; যেমন মনুষ্য শরীরে বিদ্ধকণ্টকের উদ্ধার নিমিত্ত অপর এক কণ্টকের আহরণ করে, পরে বিদ্ধকণ্টকের উদ্ধার হইলে কণ্টকদ্বয়কে সমান্ বোধকরিয়া আহৃত কণ্টককেও ত্যাগকরে॥ ৩৪॥

তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাদবরূপ কণ্টকদ্বারা বিদ্ধা পৃথিবীর কণ্টকোদ্ধারস্বীয়যাদবরূপ কণ্টক দ্বারা করিয়া অবশেষে উভয় তনুই ত্যজ্যত্বে সমান জ্ঞান করেন অর্থাৎ পৃথিবীতে ভগবানের অবতার হইবার কারণ এই যে পৃথিবীর ভারহরণকরা; ভারহরণ হইলেপর তাহা-তে প্রয়োজন থাকেনা; তন্নিমিত্ত কণ্টকের উদ্ধারার্থে কণ্টকেরগ্রহণের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কেনলা মায়াগুণে উৎপন্নজীবকর্ত্তৃক পৃথিবী ভারক্রান্তা হয়েন মায়ারূপ ধারণে ভগবান্ সেইভারের অপনয়ন করিয়াছেন, সু

---

* অজঃ (নজাতোঽজঃ) যাঁহার জন্মনাই তাঁহাকে অজবলে। ইত্যর্থে শ্রীকৃষ্ণের জন্মনাই, যাঁহার জন্মনাই তাহার মৃত্যুও নাই। তবে যেতিনি জন্মিয়াছেন এবং মরিয়াছেন লোকে বলে সেই তাঁহার অবিজ্ঞেয়া মায়া।

তরাং সে তনু তাহাঁর অবশ্য ত্যজ্যত্বে পরিগ্রহ হয়। ইহাতে যদিকেহ এমত সংশয় করেন; যে দেহত্যাগ করিয়াছেন যখন পুরাণেউক্ত হইয়াছে; তখন তাহাঁর প্রাকৃতজীবের ন্যায় দেহ অবশ্যই ছিল। সেই সংশয়ের নিরাকরণার্থ উত্তর শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।। ৩৪।

যথামৎস্যাদি ৰূপাণি ধত্তেজহ্যা দ্যথা নটঃ। ভূভারঃ ক্ষপিতোযেন জহৌতচ্চ কলেবরং।। ৩৫।।

শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তের্বিশেষ মাহ। যথেতি। তান্যপি যথাধত্তে জহাতিচ তদাহ যথানটঃ নিজৰূপেস্থিতো ৰূপান্তরাণিধত্তে অন্তর্দ্ধত্তেচ তথা তদপি কলেবরং জহৌ অন্তরধাদিত্যর্থঃ।। ৩৫।

অনন্তর; শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির বিশেষ করিয়া কহিতেছেন, অর্থাৎ প্রাকৃত জীবদেহের ন্যায় ভগবানের দেহনহে তদর্থে উক্ত করিয়াছেন। যথা। যথেতি।।

যেৰূপ ভগবান্ বিশ্বকার্য্যানুরোধে মৎস্যাদি ৰূপ ধারণ করেন এবং কার্য্যাপায়ে তদ্রূপের পরিত্যাগ করেন; তদর্থে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; যেমন নটেরা অর্থাৎ বাজীকরেরা স্বৰূপে অবস্থিত হইয়া রঙ্গভূমে প্রয়োজন বশতঃ নানা কৃত্রিম ৰূপকে ধারণকরে। সেইৰূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরীর ত্যাগের কথা বর্ণন করিয়াছেন।। ৩৫।।

বৈচক্ষণ্যদ্বারা ইহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করাযায় যে

ভগবানের জন্মমৃত্যু বাদ মাত্র অর্থাৎ বাক্যে বলা মাত্র। যেরূপ নট অর্থাৎ বাজীকর সকল ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া রঙ্গভূমে নিজরূপে থাকিয়া ক্ষণে ক্ষণে কৃত্রিমরূপ অর্থাৎ ব্যাঘ্র ভল্লূক পক্ষীত্যাদি রূপ ধারণেক্রীড়াকরে এবং ক্ষণকাল মাত্রেই তদ্রূপের সংহার করে তাহাতে যেমন নটের মৃত্যু বলাযায়না তদ্রূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ভূভারহরণার্থ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নানাশরীর অর্থাৎ মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ বামন পরশুরাম শ্রীরাম বলরাম বুদ্ধ কল্কীত্যাদি রূপ ধারণ করত লীলা বিস্তার করিয়া লীলাবসানে অন্তর্ধান হয়েন। তাহাতে তৎস্বরূপের নাশ বলাযাইতে পারে না। এবং রূপদৃষ্টেতাহাঁরজন্মহইয়াছে ইহাও বলাযায় না; দেখ নৃসিংহ রূপ স্ফাটিক স্তম্ভ মধ্যেআবির্ভাব হইয়াপ্রহ্লাদকে রক্ষাকরত হিরণ্যকশিপু প্রভৃতিকে বিনষ্ট করিয়া তদ্রূপে তিরোধান হয়েন; তন্নিমিত্ত নৃসিংহ দেবের মৃত্যু হইলকে বলিবে। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ যখন দৈবকী গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন; তখন অস্ত্র শস্ত্র বস্ত্র আভরণ বিশিষ্ট ভূমিষ্ঠ হয়েন; যদ্যপি এরূপ জন্ম হয় তবে মৃত্যু ও তদ্রূপ অঙ্গীকার করিতে হইবে, তাহাঁর জন্মমৃত্যু উভয়ই মিথ্যা কেবল আবির্ভাব তিরোভাবমাত্র॥ ৩৫।

যদা মুকুন্দো ভগবানিমাং মহীং জহৌ স্বতন্বা শ্রবণীয় সৎকথঃ। তদাহরেবা

প্রতিবুদ্ধ চেতসা মভভ্র হেতুঃ কলির ন্ববর্ত্ততঃ ॥ ৩৬ ॥

যুধিষ্ঠিরস্য স্বর্গারোহণ প্রসংঙ্গায় কলিপ্রবেশ মাহ! যদেতি১ স্বতনুং জহৌ স্বতনোরেব বৈকুণ্ঠারোহাৎ। শ্রবণার্হা সতী কথা যস্য তদা যদহরের তস্মিন্নেব অহন্নিতি লুপ্তসপ্তম্যন্তং পদং অপ্রতিবুদ্ধ চেতসামিতি বিবেকিনাস্তু নপ্রভুরিত্যুক্তং অনুবর্ত্তত ইতি। পূর্ব্বমেবাংশেন প্রবিষ্টস্য স্বেন রূপেনানু প্রবৃত্তিরুক্তা ॥ ৩৬ ॥

মহারাজা যুধিষ্ঠির দেবের স্বর্গারোহণ প্রসঙ্গ নিমিত্ত কলি প্রবেশ কহিতেছেন; তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ যুধিষ্ঠির দেব কলি প্রবিষ্ট দেখিয়া এই পৃথিবী পরিত্যাগ করতঃ স্বর্গারোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যথা (যদেতি)॥

† শ্রবণীয় সৎকথ অর্থাৎ শ্রবণ যোগ্যা যাহাঁর কথা তাহাঁর নাম শ্রবণীয় সৎকথ; সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অখিল ব্রহ্মাণ্ড পাতা জগৎপিতা যে দিবস স্বশরীর দ্বারা পৃথিবী পরিত্যাগকরতঃ বৈকুণ্ঠাখ্য স্বীয়ধামে আরোহণ করেন। সেই দিবস অপ্রতি বুদ্ধচেতা দিগের অভদ্র হেতু অর্থাৎ অবিবেকীজন সকলের অমঙ্গল নিমিত্ত এইধরণীতলে তামস কলি প্রবেশ করে ॥ ৩৬ ॥

---

† শ্রবণীয় সৎকথ পদে যাহাঁর কথা শ্রবণ যোগ্যা অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উত্তমালীলা কথাই সুশ্রাব্যাকর্ণ রসায়ণা, যৎশ্রবণে পরম মধুর লাগে।

ইত্যর্থে বেদব্যাস গোস্বামীর অভিপ্রায় জানিয়া শ্রীধর গোস্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন; যে কলিযুগ প্রবৃত্ত হইয়া যে সকল অধর্ম্ম কর্ম্মের উদয় করিবে অর্থাৎ অমেধ্যভোজন অপেয় পান অস্পৃশ্যস্পর্শন অগম্যা গমন অযাজ্য যাজন প্রভৃতি জন সমূহের অমঙ্গল সূচক কর্ম্মের প্রবৃত্তি জন্মাইবে তাহাতে কেবল কতক গুলিন অপ্রতি বুদ্ধজন অর্থাৎ মূঢ়তম লোকেরই প্রবৃত্তি হইবেঃ বিবেক যুক্ত ধার্ম্মিকজনেরা কদাপি লোকশাস্ত্র বিদ্বিষ্ট কদর্য্য কর্ম্ম সমাচারণের প্রবৃত্তি করিবেন না। যেহেতু ভগবানের আজ্ঞা আছে; যে স্বধর্ম্ম পরিপালন পূর্ব্বক যাহারা আমার স্মরণ বা মনন করিবে; তাহারদিগের বুদ্ধিকে কলি আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হইবেনা। এবং পূর্ব্ব শ্লোকে ভগবানের লীলা সম্বরণ প্রসঙ্গে যে দেহত্যাগের কথা কহিয়াছেন যে শুদ্ধ লোক বিড়ম্বনা অর্থাৎ লোক সকলের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিলেন; অত্রশ্লোকে যখন স্বতনুর সহিত বৈকুণ্ঠারোহণ করত পৃথিবীকে ত্যাগ করেন কহিয়াছেন; তখন ভগবান যে লীলাধিকারিক স্বতনুত্যাগ করিয়াছেন এসন্দেহ ত্যাগ হইয়া গেল ॥ ৩৬॥

যুধিষ্ঠির স্তৎ পরিসর্পণং বুধঃ পুরেচ রাষ্ট্রেচ গৃহেতথাত্মনি। বিভাব্য লোভানৃত জিহ্ম হিংসনাদ্যধর্ম্ম চক্রং গমনায় পর্য্যধাৎ ॥ ৩৭ ॥

বুধো যুধিষ্ঠির স্তস্যাকলেঃ পরিসর্পণং প্রসরণং বিভাব্য কর্ম্ম ভূতং লোভাদ্যধর্ম্ম চক্রং যস্মিন্ জিহ্মং কৌটিল্যং পর্য্যধাৎ তদুচিত পরিধান মকরোৎ ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর; রাজাযুধিষ্ঠির বিবেচনা করিয়াছিলেন; যে শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বধামে যাত্রা করিলেন তখন পৃথিবীতে কলির অধিষ্ঠান হইল; অতএব আর পৃথিবীতে থাকা কোনক্রমেই উচিত বিবেচনা করা যায়না; তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা (যুধিষ্ঠিরেতি।)॥

মহাবিচক্ষণ অর্থাৎ সুপণ্ডিত রাজা যুধিষ্ঠির বিচার করিয়া দেখিয়াছিলেন যে এতদ্ধরণীমণ্ডলে কলির সমাগমনে রাজ্যে রাজ্যে ও নগরে নগরে ও গৃহে গৃহে এবং আত্মাতে অর্থাৎ সর্ব্বলোকের চিত্তে * লোভ অনৃত জিহ্ম হিংসাদি অধর্ম্ম চক্র প্রবর্ত্তিত হইবে। সুতরা এতদগ্রেই প্রস্থান করা কর্ত্তব্য; ইহা স্থির করত † স্বর্গ গমনোচিত বস্ত্রাদি পরিধান করিয়াছিলেন ॥৩৭॥

---

* লোভাদি অধর্ম্ম পদে লোভ, অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা। (জিহ্ম) অর্থাৎ কৌটিল্য। হিংসন অর্থাৎ অবৈধ প্রাণিঘাতন। কাম অর্থাৎ পরদারা হরণাদি। ক্রোধ, ঈর্ষ্যা অর্থাৎ পরশ্রী কাতরতা। অসূয়া অর্থাৎ পরগুণে দোষারোপ। দম্ভ অর্থাৎ মাৎসর্য্য দ্বেষ অর্থাৎ পরানিষ্ট চিন্তা। পৈশুন্য অর্থাৎ শত্রুতা। স্তেয় অর্থাৎ অন্যায় পূর্ব্বক পরধন গ্রহণ। খলতা অর্থাৎ ক্রূরতা। ইত্যাদি অধর্ম্ম চক্র ॥

† স্বর্গগমনোচিত বস্ত্রাদি পদে অজিন বল্কলাদি পরিধেয় অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যবান হইয়াছিলেন ॥

অর্থাৎ দুরন্ত কলির আগমন হইবে এই আশঙ্কায় মহারাজা যুধিষ্ঠির চিন্তা করিলেন যে ইহার পর সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলে লোভ; অনৃত; জিহ্ম হিংসাদি অধর্ম্ম চক্র প্রবৃত্ত হইবে আদিপদে কাম; ক্রোধ; ঈর্ষ্যা; অসূয়া; দম্ভ; দ্বেষ; পৈশুন্য; মোহ; খলতা; এবং বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম্মের ব্যাঘাত; পথভ্রষ্টাচার; বর্ণসঙ্কর স্ত্রীমাত্রের অপাতিব্রত্য; অর্থাৎ স্বৈরিণীত্যাদি হইবে। এবং রাজা সকল অব্রহ্মণ্য প্রজাপীড়ক ও প্রজার ধনহর্ত্তা বাণিজক হইবে; সুতরাং আমার দিগের স্বর্গারোহণ করাই কর্ত্তব্য ॥ ৩৭ ॥

সম্রাট পৌত্রং বিনিয়ত মাত্মনঃ সুসমং গুণৈঃ। তোয়নীব্যাঃ পতিং ভূমেরভ্যসিঞ্চ দ্গজাহ্বয়ে॥ ৩৮ ॥

আত্মনঃ স্বস্য গুণৈঃ সুসমং অতিসদৃশং তোয়ং সর্ব্বতএব স্থিতং সমুদ্রোদকমেব নীবী পরিধানবিশেষো যস্যা স্তস্যা ভূমেঃ পতিত্বে নাভিষিক্তবান্॥ ৩৮

স্বর্গগমনে মতিকরতঃ রাজা যুধিষ্ঠিরের বিষয় বৈরাগ্য জন্মে; তদনন্তর যাহা করিয়াছিলেন; তাহা এই শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা (সম্রাড়িতি।)॥

রাজা যুধিষ্ঠির আপনার সদৃশ অতিশয় গুণদ্বারা নিয়ত ভূষিত † পৌত্রকে * (তোয়নীবী) পৃথিবীর প-

† পৌত্র পদে রাজা পরীক্ষিত।

* তোয় নীবী পদে সমুদ্রমেখলা অর্থাৎ আসমুদ্রা পৃথিবী।

তিত্বে হস্তিনানগরে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ।

মথুরায়াং তথাবজ্রং শূরসেন পতিং ততঃ। প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টি মগ্নী নপিবদীশ্বরঃ ॥ ৩৯ ॥

বজ্রং অনিরুদ্ধস্য পুত্রং নিরূপ্য কৃত্বেত্যর্থঃ। অপিবৎ আত্মন্যারোপয়া মাস ঈশ্বরঃ সমর্থঃ ॥৩৯।

যেরূপ হস্তিনানগরেস্বপৌত্র অভিমনু্য পুত্রপরীক্ষিতকে অভিষিক্তকরিয়াছিলেন সেইরূপমথুরাতেও শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র অনিরুদ্ধ পুত্রকে শূরসেনের * প্রাজাপত্যে নিরূপিত করতঃ অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এবং † অগ্নিহোত্রাদি আত্মাতে আরোপণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ সংসার পরিত্যাগেরাজা সমর্থ হইয়াছিলেন।৩৯

বিসৃজ্য তত্রতৎ সর্ব্বং দুকূল বলয়াদিকং। নির্ম্মমোনিরহংকারঃ সংচ্ছিন্না শেষ বন্ধনঃ ॥ ৪০ ॥

সংচ্ছিন্নানি অশেষাণি বন্ধনানি উপাধয়ঃ যেন ॥ ৪০ ।

নীবী শব্দে কটিতট লগ্ন পরিধেয় বস্ত্র, অতএব সমুদ্র জল পৃথিবীর পরিধেয় বস্ত্র স্বরূপ হইয়াছে।

* প্রাজাপত্য পদে প্রজাপালন কর্ম্মে অভিষেক করিয়াছিলেন।

† অগ্নিহোত্রাদি আত্মাতেআরোপণ পদে বাহ্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ প্রব্রাজ্য ধর্ম্মের পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা উত্তর শ্লোকে ব্যক্ত হইবেক।

মহারাজা যুধিষ্ঠিরের বৈরাগ্য লক্ষণ বর্ণন করিয়া অত্র শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন; যথা (বিসৃজ্যেতি)।

মহারাজা যুধিষ্ঠির হস্তিনায় সমস্ত আভরণাদি অর্থাৎ পট্টবস্ত্র বলয়াঙ্গদাদি আভরণপরিত্যাগ পূর্ব্বকসর্ব্বত্রে মমতা শূন্য এবং † অহংকার অর্থাৎ অভিমান শূন্য হইয়া ✻ অশেষ বন্ধন সকলকে ছেদন করিয়াছিলেন ।৪০

বাচং জুহাব মনসি তৎপ্রাণ ইতরেচ তং। মৃত্যাবপানং সোৎসর্গং তং পঞ্চত্বে হ্যজোহবীৎ ॥ ৪১ ॥

তদেব দর্শয়তিদ্বাভ্যাং। বাচ মিত্যুপলক্ষণং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি মনসি প্রবিলাপিতবান ইত্যর্থঃ। তচ্চমনঃ প্রাণে প্রাণাধীন প্রবৃত্তিত্বাৎ। তং প্রাণমিতরে অপানে তেনা কর্ষণাৎ। অপান ব্যাপার উৎসর্গঃ তৎসহিত মপানং মৃত্যৌ তদধিষ্ঠাতৃ দেবতায়াং অনেনৈব রাগা দিষ্বপি তত্তৎকর্ম্ম সাহিত্যংজ্ঞেয়ং। তং মৃত্যুং পঞ্চত্বে পঞ্চভূতানামৈক্যেদেহে। দেহস্যৈব মৃত্যুর্নাত্মনইতি ভাবিতবান ইত্যর্থঃ। অজোহবীদিতি যমনুগন্তান্ধ্যুক্তিরূপ। ৪১

---

† অহংকার শূন্যপদে অভিমান অর্থাৎ দেহগেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরহিত এবং আমি আমার শব্দের পরিত্যাগ ও অহংকর্ত্তা অহংসুখীইত্যাদি অভিমানের শান্তি করিয়াছিলেন।

✻ অশেষ বন্ধন পদে সর্ব্বোপাধি শূন্য হইয়াছিলেন। অর্থাৎ সমস্ত প্রকার মায়া বন্ধন ছেদন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ সর্ব্বত্রে মমতা শূন্য হইয়াছিলেন। যথা (মমেত্যধাসমাৎ বন্ধো বিমুক্তি র্নির্মমেতিচ।) আমি আমার ইত্যাকার জ্ঞান যাবৎ তাবৎ বদ্ধঃ যখন আমি আমার জ্ঞানের বিরাগ হয় তখন জীব সর্ব্ববন্ধনে মুক্ত হয়। অতএব রাজা সকল বন্ধনে মুক্ত হইয়াছিলেন॥

অনন্তর নির্ম্মমত্বের কারণ শ্লোকদ্বয়েদর্শন করাইতেছেন। যথা (বাচমিতি)।।

মহারাজা যুধিষ্ঠির বৈরাগ্যেসমবস্থিত হইয়া * মনেতে বাক্যকে এবং প্রাণেতে মনকে আহুতি দিয়াছিলেন, আর অন্যান্যপ্রাণসকল প্রাণেতে; প্রাণকেঅপানেতে; অপানকে উৎসর্গের সহিত মৃত্যুতে আহুতি দিয়া পঞ্চত্বে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে † (অজোহবীৎ) অর্থাৎ আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন। ৪১।

শ্লোকাভিপ্রায়ে স্বামী ব্যাখ্যা কল্লেন। যে মনেতে বাক্য লয় করিয়াছিলেন এই উপলক্ষণ অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই মনেতে লয় করিয়াছিলেন। মনে হইতে সকল ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি সেই মনকে প্রাণেতে লয় করিলেন অর্থাৎ প্রাণায়াম পরায়ণহইয়াছিলেন। যেহেতু সকল ইন্দ্রিয়েরই প্রবৃত্তি প্রাণেরঅধীনা। সেই প্রাণকে অপানে লয়কল্লেন অর্থাৎ প্রাণের অবস্থান অপানের আকর্ষণে হয়। অপানকে উৎসর্গের সহিত মৃত্যুতে লয় করিলেন। যেহেতু মৃত্যুই অপানের অধিষ্ঠাতৃ দে

---

* মনেতে বাক্যকে প্রাণে মনকে ইতর প্রাণ প্রাণেতে অপান মৃত্যুতে অর্থাৎ মল মূত্রাদি উৎসর্গ কর্ম্মের সহিতঅপানকে মৃত্যুতে আহুতি দিয়াছিলেন এতদুপলক্ষণ মাত্র; সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই মনেতে লয় করিয়াছিলেন অর্থাৎ মহাভূতে ভূতাদি পঞ্চকে লয় করিয়াছিলেন।

† অজোহবীৎ পদে আহুতি। কিন্তু জুহাবশব্দ হয় এখানে অজোহবীৎ শব্দ প্রয়োগে আর্ষপ্রমাণ অর্থাৎ ঋষিবাক্য।

বত্তা সুতরাং তাঁহাতেই অপানের লয় সম্ভব। এতদ্বি ধান দ্বারা রাগাদিতে অর্থাৎ বাসনাদিতে তৎতৎকর্ম্মের সহিত লয় করেন। সেই মৃত্যুকে পঞ্চত্বে লয় করিয়াছিলেন; অর্থাৎ পঞ্চভূতাদির ঐক্যে উৎপন্ন যেদেহ সেইদেহেরই মৃত্যু, আত্মার মৃত্যুনাই এই ভাবনা করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

ত্রিত্বে হুত্বাচ পঞ্চত্বং তচ্চৈক্যত্বে জুহো ম্মুনিঃ। সর্ব্বমাত্মন্যজুহবী দ্ব্রহ্মণ্যাত্মান মব্যয়ে ॥ ৪২॥

ত্রিত্বে গুণত্রয়ে তচ্চ ত্রিত্বং একত্বে অবিদ্যায়াং সর্ব্বং সর্ব্বা ধারোপহেত্ত্ব মবিদ্যাং আত্মনি জীবে২জোহবীদিতিবক্তব্যে অজুহবীদিত্যার্ষং। এবং শোধিতমাত্মানং ব্রহ্মণিঅব্যয়ে কূটস্থে নত স্যান্যত্র লয় ইত্যর্থঃ। ৪২।

অনন্তর আত্মলয় করিয়া রাজা মৌনাবলম্বী হইয়াছিলেন তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে। যথা (ত্রিত্বেইতি)। পাঞ্চত্বকে গুণত্রয়ে লয় অর্থাৎ ঐক্যকরিয়া রাজা মৌন দ্বারা চিন্তাকরতঃ অবিদ্যাতেসকললয় করেনঅর্থাৎ সকলের আধারভতা হয়েন; সেইঅবিদ্যাকে আত্মাতে অর্থাৎ জীবেআহুতি প্রদানকরিয়াছিলেন। এবং জীবকে অব্যয় পরমাত্মা পরব্রহ্মেতে লয় করেন অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্মব্যতীত জীবেরলয়স্থান অন্যনাই। এইরূপভাবনা দ্বারা সমস্তবিষয়কে ক্রমান্বয়ে লয়করত আত্মস্থ করিয়া যোগ যুক্তহইয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

চীর বাসা নিরাহারোবদ্ধবা ঙ্মুক্ত মূর্দ্ধ জঃ। দর্শয়ন্নাত্মনো রূপং জড়োন্মত্ত পিশাচবৎ। অনবেক্ষ্যমাণো নিরগাদশৃণ্বন্ বধিরো যথা ॥ ৪৩॥

তদেব মাত্ম প্রতিপত্তি মুক্ত্বা বাহ্যস্থিতিমাহ। চীরবাসা ইতিদ্বাভ্যাং। বদ্ধবাক্ মৌনী। অনবেক্ষ্যমাণঃ অনুজ্ঞাদি প্রতীক্ষা মকুর্ব্বন্॥ ৪৩।

মহারাজা যুধিষ্ঠিরের আত্মপ্রতিপত্তি অর্থাৎ অধ্যাত্ম স্থিতি কথনানন্তর বাহ্য স্থিতির ব্যাখ্যা করিতেছেন। তদর্থে শ্লোকদ্বয়উক্তহইয়াছে॥ যথা (চীরবাসাইতি) মহারাজা যুধিষ্টির † চীরবস্ত্র পরিধান করিয়া * নিরাহার ও বদ্ধবাক্ হইয়াছিলেন; এবং কেশমুণ্ডনাদি করিয়াছিলেন; জড় উন্মত্ত পিশাচের ন্যায় আপনার রূপ দর্শন করাইয়াছিলেন॥ ৪৩॥

অর্থাৎ রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী আসমুদ্রাবনিপতি হইয়া ও জড়ের ন্যায় অর্থাৎ মূর্খতমেরন্যায় এবং উন্মত্তবৎ অর্থাৎ পাগলের ন্যায় ও পিশাচবৎ অর্থাৎ অত্যন্তহীনের ন্যায় আপনাকে দেখাইবার নিমিত্ত মস্তক মুণ্ডন কৌপীনবস্ত্র পরিধান করতঃ মৌনাবলম্বন ক

---

† চীরবস্ত্র পদে বস্ত্রখণ্ড অর্থাৎকৌপীন বস্ত্র।

* নিরাহার পদে এককালিন আহারেরপরিত্যাগ নহে। অর্থাৎ আহারের সংযম করিয়াছিলেন।

রিয়াছিলেন। এবং ‡ অনবেক্ষ্যমাণঃ ও শব্দাদি শ্রবণে বধিরের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥

উদীচীং প্রবিবেশাশাং গতপূর্ব্বাং মহাত্মভিঃ হৃদিব্রহ্মপরং ধ্যায়ন্নাবর্ত্তেত যতোগতঃ ॥ ৪৪ ॥

আশাংদিশং গত পূর্ব্বাং পূর্ব্বং প্রবিষ্টাং যতঃ যাং দিশং॥৪৪

অনন্তর, রাজাযুধিষ্ঠির স্বহৃদয়ে পরব্রহ্মকেধ্যানকরতঃ উত্তরদিকে গমনকরেন যেদিকে পূর্ব্বতন পুরুষেরা গমন করিয়াছিলেন; অর্থাৎ যে উত্তর দিকেগত হইলে আর পুনরাবৃত্তি থাকেনা সেই উত্তরদিকে রাজা গমনে মতি করিয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥

সর্ব্বেতমনু নির্জগ্মু ভ্রাতরঃ কৃতনিশ্চয়াঃ। কলিনা ধর্ম্মমিত্রেণ দৃষ্টাস্পৃষ্টাঃ প্রজাভুবিঃ ॥ ৪৫ ॥

অধর্ম্মো মিত্রং যস্য তেন ॥ ৪৫ ।

অনন্তর; মহারাজা যুধিষ্ঠিরের গমনে অনুজাদিরাও অনুগমন করিয়াছিলেন; তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (সর্ব্বেতমিতি।)॥

অধর্ম্ম মিত্র কলিকর্ত্তৃক পৃথিবীতে প্রজা সকল পৃষ্ট হইলইহা দৃষ্টিকরিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরউত্তরাশা পথেগম

---

‡ অনবেক্ষ্যমাণ পদে কাহার প্রতীক্ষা করেন নাই অর্থাৎ অনুজভ্রাতাদিগের ও প্রতীক্ষা করেন নাই। কর্ণ সত্ত্বেও শব্দের অশ্রবণ করিয়াছিলেনং যেমন বধির ব্যক্তির শ্রবণশক্তির অভাব।

নের মতি করাতে তদ্দৃষ্টে সকল ভ্রাতারা অর্থাৎ ভীমা র্জ্জুন নকুল সহদেবেরা তাঁহার পশ্চাৎ অনুগমনে কৃত নিশ্চয় হইয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

তে সাধু কৃত সর্ব্বার্থা জ্ঞাত্বা ত্যান্তিক মা অনঃ। মনসা ধারয়া মাসু বৈকুণ্ঠ চরণাম্বু জং ॥ ৪৬ ॥

সাধুকৃতাঃ সর্ব্বেঽর্থা ধর্ম্মাদয়োযৈঃ; অতএব বৈকুণ্ঠস্য চর ণাম্বুজ মেব আত্যান্তিকং শরণং জ্ঞাত্বা মনসা ধারয়া মাসুঃ ॥ ৪৬

পাণ্ডবেরা সকলেইসাধুকর্ম্মকৃৎ অর্থাৎ সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্মা দির অনুষ্ঠানে কৃতার্থ হইয়াছেন, সুতরাং তদপেক্ষা ভগবানের আরাধনাকেই আত্যন্তিক জ্ঞানে মনেতে বৈকুণ্ঠ চরণাম্বুজ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দকেপরিণামে হৃদয়ে ধারণা করিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

অর্থাৎ সমস্ত শুভকর্ম্ম হইতে শ্রীকৃষ্ণ পাদ পদ্মানুস্মর- ণই আত্যান্তিকশুভ; যেহেতু কর্ম্মফলে ভোগ হয়; ভো- গানুরোধে পুনর্ব্বার জন্মহয়; জন্ম হইলেই গর্ভযন্ত্রণার অনুভব করিতে হয়। কর্ম্ম নির্ম্মূলন কারণ হরি সেবন, সুতরাং হরিভাবনার তুল্য শুভ আর নাই ॥ ৪৬ ।

তদ্ধ্যানো দ্রিক্তয়া ভক্ত্যা বিশুদ্ধ ধিষ ণাঃ পরে। তস্মিন্নারায়ণপদ একান্ত মত য়ো গতিং। অবাপুর্দ্দুরবাপাংতেঅসদ্ভি

বিষয়াত্মভিঃ। বিধূত কল্মষা স্থানং বিরজে নাত্মনৈব হি ॥ ৪৭ ॥

কথং ভূতে পদে বিধূত কল্মষাণা মাস্থানং যৎ তস্মিন্; বিরজে নাত্মনৈব প্রাপুঃ। নত্বযোড়শ কলেন লিঙ্গেন গত্বে র্বা বিশেষণং বিরজে নাত্মনৈবাবস্থান রূপাং গতিং। তে বিধূত কল্মষাঃ প্রাপুঃ॥ ৪৭।

অনন্তর; ভগবদ্ধ্যানের যে ফল তাহা এই শ্লোকে ব্যাখ্যা করিয়া কহিয়াছেন। যথা (তদ্ধ্যানইতি)॥

অতিরিক্ত ভক্তিদ্বারা অর্থাৎ সুদৃঢ়া ভক্তিদ্বারা বিধূত কল্মষ বিশুদ্ধ বুদ্ধি যোগীগণেরা যে গতিকে লাভকরেন, অর্থাৎ নির্ম্মল যে বিষ্ণুর পরম পদে অভিগমন করেন। সেগতি বিষয় বিদূষিতাত্ম অসদ্বুদ্ধি অর্থাৎ ভোগাভিলাষী কর্ম্মকৃৎ পুরুষ বিষয়িদিগের অতি দুর্লভা। অর্থাৎ কর্ম্ম নির্ম্মূলন না করিলে ভগবানের বিরজ পরম পদে অবস্থিতিরূপা গতি লাভ করিতেপারেনা। ৪৭

ইত্যর্থে রাজা যুধিষ্ঠির তৎপদাভিলাষের নিমিত্তে সমস্ত সন্ন্যাস পূর্ব্বক ভগবচ্চরণার বিন্দকে একান্ত হৃদয়ে ধারণা করিয়াছিলেন॥ ৪৭॥

বিদুরোপি পরিত্যজ্য প্রভাসে দেহ মাত্মবান্ কৃষ্ণাবেশেন তচ্চিত্তঃ পিতৃভিঃ স্বক্ষয়ং যযৌ ॥ ৪৮ ॥

তীর্থান্যটন্ প্রভাসে শ্রীকৃষ্ণাবেশেন শ্রীকৃষ্ণেচিত্ত মাবেশ্য তচ্চিত্ত এবসন্ তদানীং নেত্ত মাগতৈঃ পিতৃভিঃ সহ স্বক্ষয়ং স্বাধিকার স্থানং যযৌ॥ ৪৮॥

অনন্তর বিদুর মহাশয় যেরূপে তিরোধান করিয়াছি লেন, তাহা অত্রশ্লোকেকহিয়াছেন। যথা (বিদুরইতি)

বিদুর মহাশয় নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে প্রভাসতীর্থে সমাগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণে চিত্তকে অভিনিষ্ট করিয়া কৃষ্ণাবেশে দেহত্যাগ করতঃ † পিতৃগণের সহিত স্বক্ষয় অর্থাৎ স্বীয় সংযমনী পুরে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

দ্রৌপদীচ তদাজ্ঞায় পতীনা মনপেক্ষতাং। বাসুদেবে ভগবতি হ্যেকান্ত মতিরাপতং ॥ ৪৯ ॥

স্বাত্মানং প্রত্যনপেক্ষতাং তদাজ্ঞাত্বা তংআপ ॥ ৪৯।

অনন্তর দ্রৌপদী দেবী পাণ্ডবদিগকে মহাপথে প্রস্থিত দেখিয়া তাহাঁরদিগের সহিত অনুগমন করেন; তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (দ্রৌপদীতি।)॥

দ্রৌপদী পতিদিগের অবস্থা দেখিয়া * আপনার

---

† পিতৃগণের সহিতপদে বিদুরকে লইতে আগত হইয়াছিলেন যে পিতৃগণেরা তাহারদিগের সহিত অর্থাৎ আজ্যপা সোমপা, হবিষ্মন্ত, বর্হিষদ, সুকালিনইত্যাদি পিতৃগণেরাপিতৃপতি যমের অভাবে যমলোককে শূন্য দেখিয়া নরদেহাপন্ন বিদুরাখ্য যমকে লইতে আসিয়াছিলেন; তাহাঁরদিগের সহিত স্বাধিকার স্থানে গমন করিয়াছেন।

* আপনার প্রতি অনপেক্ষা পদে আপনি আত্মাভিলাষের কোন অপেক্ষা করেন নাই,।

প্রতি অনপেক্ষা হইয়া তাহাঁরদিগের সহিত গমন ক-রেন। এবং † ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে একান্ত মতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ কৃষ্ণভিন্ন জগৎমিথ্যা জ্ঞানে বৈরাগ্যকে লাভ করিয়াছিলেন॥ ৪৯।

যঃশ্রদ্ধয়ৈতদ্ভগবৎ প্রিয়াণাং। পাণ্ডোঃ সুতানা মিতি সংপ্রয়াণং। শৃণোত্যলং স্বস্ত্যয়নং পবিত্রং লব্ধাহরৌভক্তি মুপৈতি সিদ্ধিং॥ ৫০।

ইত্যেবং যৎসংপ্রয়াণং। অলমতিশয়েন স্বস্ত্যয়নং মঙ্গলাস্পদং অলংপবিত্রঞ্চ॥ ৫০।

অনন্তর পাণ্ডবদিগের স্বর্গারোহণ কথা শ্রবণের ফল কহিতেছেন। যথা। (যঃশ্রদ্ধয়েতি)॥

যে ব্যক্তি ভগবৎ প্রিয় পাণ্ডবদিগের স্বর্গারোহণ আখ্যান শ্রবণ করেন সেইব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি এবং পরমাসিদ্ধি লাভ হয়। এতদুপাখ্যান কিম্ভূত; না। ‡ অতিশয় স্বস্ত্যয়ন এবং পবিত্রতম হয়॥ ৫০।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথমস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৫॥

---

† ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে একান্তগতি পদে অনন্যচিন্তা অর্থাৎকৃষ্ণভিন্ন কোন চিন্তা করেন নাই।

‡ অতিশয় স্বস্ত্যয়ন পদে অতিমঙ্গলাস্পদ অর্থাৎ সমস্ত কল্যানদায়কহয়। পবিত্র পদেপুন্যাখ্যান যচ্ছ্রবণে পাপমাত্রথাকেনা।

ইতি প্রথমে পঞ্চদশঃ ।। ১৫ ।। * ।।

এই শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে শুক প্রণীত পরম হংস সংহিতায় প্রথমস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ।। ১৫ ।।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অথ ষোড়শাধ্যায় আরম্ভঃ।

ততশ্চ ষোড়শে ভূমি ধর্ম্ময়োঃ কলিখিন্নয়োঃ । সংবাদে বর্ণ্যতেপ্রাপ্তিঃপালকস্য পরীক্ষিতঃ । ১ । স্বামীকৃতমুখবন্ধং

অনন্তর শ্রীধর স্বামী মুখবন্ধ শ্লোকে ষোড়শাধ্যায়ের ফল কহিয়াছেন। অর্থাৎ কলি কর্ত্তৃক খিন্না পৃথিবী ও কলি কর্ত্তৃক খিন্ন বৃষরূপ ধর্ম্মের সংবাদে রাজা পরীক্ষিতের মহিমা এবং পরীক্ষিৎ হইতে কলির স্থান প্রাপ্তির বর্ণনা করেন ।। ১ ।।

শ্রীসূতউবাচ ।। ততঃপরীক্ষিদ্দ্বিজবর্য্য শিক্ষয়া মহীং মহাভাগবতঃ শশাসহ। যথাহি সূত্যামভিজাতকোবিদাঃ সমাদিশন্ বিপ্র মহদ্গুণ স্তথা ।। ১ ।।

দ্বিজবর্য্যাণাং শিক্ষয়া সূত্যাং জন্মনি অভিজাত কোবিদাঃ জাতকর্ম্মবিদঃ। হেবিপ্র মহতাং গুণা যস্মিন্ সঃ ।। ১ ।

সূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিকে রাজা পরীক্ষিতের রাজ্য শাসন এবং তাঁহার যেরূপ ক্ষমতা; তাহা এই শ্লোকে কহিতেছেন; যথা (ততইতি।) ।।

অনন্তর, মহারাজা পরীক্ষিত * দ্বিজবর্য্যদিগের শি-
ক্ষানসারে এই মহী তলকে শাসনকরিয়াছেন; হে বিপ্র;
হে শৌনক; † জাতক র্ম্মবিৎ পণ্ডিতেরা জন্মকালে কহি
য়াছিলেন পরীক্ষিত রাজাতে যেসকল গুণ উদয় হই-
বে; বিদ্যমান যৌবনকালে সেই সকল মহাগুণের উদ
য় হইয়াছিল ॥ ১॥

স উত্তরস্য তনয়া মুপযেমে ইরাবতীং।
জনমেজয়াদীং শ্চতুর স্তস্যা মুৎপাদয়ৎ
সুতান্ ॥ ২ ॥

জনমেজয়াদীনিত্যর্দ্ধে২ ক্ষরাধিক্যং ছান্দসং ॥ ২ ।

সেই রাজা পরীক্ষিৎ মৎস্যরাজ উত্তরের কন্যা ইরা
বতীকে বিবাহ করেন; এবং জনমেজয়াদি চারিপুত্র
কে ইরাবতী গর্ব্ভে উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ২ ।

আজহারাশ্বমেধাং স্ত্রীন্ গঙ্গায়াং ভূরি

* দ্বিজবর্য্যদিগের শিক্ষাদ্বারা, ইত্যর্থে কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা
ধৌম্য বৈশম্পায়ন, ব্যাসাদি বিপ্রবর্গেরা যেরূপ শিক্ষা করাইয়া
ছিলেন, সেই শিক্ষানুসারে পৃথিবী শাসন করেন। অর্থাৎ কৃপাচা
র্য্যের কৃপায় অস্ত্রগ্রামাদি শিক্ষাকরেন এবং ব্যাসাদিদ্বারা নীতি
শিক্ষা করতঃ সামদান দণ্ড ভেদাদিতে নিপুণ হইয়াছিলেন।

† জাতকর্ম্মবিৎ। পদে জাতক গণক পণ্ডিত অর্থাৎ লগ্নাচার্য্য
গণেরা জন্ম কালে গণিয়া কহিয়াছিলেন; যে যুধিষ্ঠির তোমার এই
পৌত্র বহুগুণ শালী দিগ্বিজয়ী হইয়া স্বধর্ম্মে প্রজাপালন করি
বেন! বিদ্যমান যৌবনে রাজা পরীক্ষিতের সেইসকল গুণ প্রকা
শ হওয়াতে জাতক গণক দিগের বাক্য সফল হইয়াছে ॥

দক্ষিণান্। শারদ্বতং গুরুং কৃত্বা দেবা যত্রাক্ষিগোচরাঃ ॥ ৩।

অজহাৎ কৃতবান্ ইত্যর্থঃ। শারদ্বতং কৃপং যত্র যেষু হয়মেধেষু ॥ ৩।

মহারাজা পরীক্ষিত;† শারদ্বান্ অর্থাৎ কৃপাচার্য্যকে গুরুকরিয়া গঙ্গাতীরে প্রভুত দক্ষিণার সহিত তিন অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এবং তদ্যজ্ঞেতে * দেবতারা সকলেরই চক্ষুগোচর হইয়াছিলেন ॥ ৩॥

নিজগ্রাহৌজসাবীরঃ কলিং দিগ্বিজয়ে ক্বচিৎ। নৃপলিঙ্গ ধরং শূদ্রং ঘ্নন্তং গো মিথুনং পদা ॥ ৪॥

নিজগ্রাহ নিগৃহীতবান্ কলিমেব নির্দিশতি নৃপেতি ॥ ৪।

বীর অর্থাৎ মহারাজা পরীক্ষিত কোন সময়ে দিগ্বিজয়ার্থে গমন করিয়া কলিকে নিগ্রহ করিয়াছিলেন। কলি কিম্ভূত; না;‡ নৃপলিঙ্গধর অর্থাৎ রাজ বেশধারী,

---

† শারদ্বান্ পদে শরকানন মধ্যে যাঁহার উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ গৌতম ঋষির রেত শরকাননে পতিত হওয়াতে কন্যাপুত্র জন্মে, তাঁহার পুত্রের নাম কৃপ। কন্যার নাম কৃপী হয়।

* দেবতারা সকলেরই চক্ষুগোচর হইয়াছিলেন। অর্থাৎ মহারাজার অশ্বমেধযজ্ঞের আহুতি গ্রহণার্থে দেবতারা স্বশরীরে সমাগত হইয়াছিলেন॥

‡ নৃপলিঙ্গধর পদে রাজ বেশধারী শূদ্র, অর্থাৎ কলি ম্লেচ্ছরূপে রাজবেশ ধারণ করিয়া গাবি বৃষকে আঘাত করিয়াছিল।

† শূদ্ররূপ; পুনঃ কিম্ভূত; না, পদাঘাত দ্বারা গোমিথুন অর্থাৎ গাবি ও বৃষকে ক্লান্ত করিয়াছিল অর্থাৎ পীড়িত করিয়াছিল ॥ ৪ ॥

শৌনকউবাচ ॥ কস্যহেতো র্নিজগ্রাহ কলিং দিগ্বিজয়ে নৃপঃ। নৃদেব চিহ্নধৃক্ শূদ্রঃ কো সৌ গাং যঃ পদাহনৎ ॥ ৫ ॥

কস্য হেতো রিত্যয়মর্থঃ। কলিং কস্মাদ্ধেতোঃ কেবলং নিজগ্রাহ নত্ত হতবান্ যতো সৌ শূদ্র কঃ অতিকুৎসিতঃ যোগাং পদাঽহন্নিতি ॥ ৫।

শৌনকাদি ঋষিগণেরা প্রশ্ন করিয়াছেন যে কি হেতু রাজা পরীক্ষিত কলি নিগ্রহকরেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (কস্যহেতোরিতি ॥) ॥

শৌনক সূতগোস্বামীকে জিজ্ঞাসাকরেন; যে হে সূত; কিহেতু রাজা পরীক্ষিত দিগ্বিজয়ে গিয়াঙ্কৎসিৎ পুরুষ রাজবেশধারী ম্লেচ্ছরূপী কলি যে পদাঘাতে গাবিকে আঘাত করিয়াছে; তাহাকে একুকালে বিনাশ নাকরিয়া কেবল নিগ্রহমাত্র করিয়াছিলেন। তাহা বিস্তার রূপে কহেন। ইহা উত্তর শ্লোকে কহিয়াছেন ॥ ৫।

তৎকথ্যতাং মহাভাগ যদি বিষ্ণুকথাশ্রয়ং। অথবাস্য পদাম্ভোজ মকরন্দ লিহাং সতাং। কিমন্যৈরসদালাপৈ রায়ুষো যদসদ্ব্যয়ঃ ॥ ৬ ।

---

† শূদ্র পদে সকলের শোক প্রদ অর্থাৎ ম্লেচ্ছ।

অস্যাবিষ্ণোঃ পদাম্ভোজয়োর্যোমকরন্দস্তং নিহন্তিযে তে ষাং সতাং মহতাং বা কথাশ্রয় মিতি সম্যসান্নিঃ কৃষ্টস্যানু যঙ্গঃ। তর্হিকথ্যতাং নচেৎ কিমন্যৈ রসদ্ভি রালাপৈঃ। যদ্বৈ রায়ুষো বৃথাক্ষয়ঃ॥ ৬॥

অনন্তর শৌনকাদিরা সূতেরপ্রতি যদভিপ্রায়েপ্রশ্নকরেন; তাহা এই শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন, যথা (তৎকথ্যতামিতি)॥

হে মহাভাগ; হে সূত; কলিবৃত্তান্ত যদ্যপি বিষ্ণুকথাশ্রিত অথবা; শ্রীকৃষ্ণ পাদ পদ্ম গলিত মকরন্দ পান শীল সাধুদিগের কথাশ্রয় হয়, তবে কহেন। নচেৎ অন্য অসদালাপের কিপ্রয়োজন; যেহেতু নিরর্থ পমায়ুর ক্ষয় হইয়া যায়॥ ৬॥

অর্থাৎ হরিকথালাপ ভিন্ন যে আলাপ সে বিফল; সুতরাং এই প্রশ্নের এই অভিপ্রায়; যে যদি কলিনিগ্রহ প্রস্তাবে কৃষ্ণগুণানুবাদ অথবা তদ্ভক্ত মহিমানুবর্ণন থাকে; তবে আপনি কহেন; নচেৎ অসদাপে আয়ুক্ষয় করার ফল কি॥ ৬॥

ক্ষুদ্রায়ুষাং নৃণামঙ্গ মর্ত্যানা মৃত মিচ্ছতাং। ইহোপহূতো ভগবান্ মৃত্যুঃ শামিত্র কর্ম্মণি॥ ৭॥

অস্মাক ময়ং সত্র প্রয়ত্নোপি হরিকথা মৃতপানার্থ এবেত্যাহ সার্দ্ধ দ্বাভ্যাং। ক্ষুদ্র মল্পায়ু র্যেষাং অতো মর্ত্যানাং মরণবতাং। তথাপি ঋতং সত্যং মোক্ষমিচ্ছতাং যোমৃত্যুঃ সই

হ সত্রে শমিত্ত্বিদং শামিত্রং কর্ম্ম পশুহিংসনং তদর্থ উ
পাহূতঃ ॥ ৭ ॥

সূতগোস্বামীর প্রতি প্রশ্ন করিয়া শৌনক কহিতেছে
ন; হেসূত আমারদিগের যজ্ঞ প্রযত্ন কেবল হরি লীলা
মৃত পানার্থই হয়। তদর্থে সার্দ্ধদ্বয় শ্লোক উক্ত হইয়া
ছে। যথা (ক্ষুদ্রায়ুষামিতি)॥

অল্পায়ু মরণশীল মনুষ্যেরা অর্থাৎ মরণ ধর্ম্মী যদি
ও তথাপি ঋত ইচ্ছু অর্থাৎ সত্য অবিনাশী মোক্ষেচ্ছু
তাহারদিগের অমৃতত্ব নিমিত্তে পশুহিংসারূপ কর্ম্ম
যে যজ্ঞ; সেইযজ্ঞে এখানে ভগবান্ মৃত্যু অর্থাৎ যম
আহূত হইয়াছেন ॥ ৭ ॥

এই আকাংক্ষায় বলাহইল যে এখানে যজ্ঞস্থলে যম
কে আহ্বান করায় তিনি যজ্ঞকর্ম্মে বৃত থাকা প্রযুক্ত
স্বাধিকার কর্ম্মে তৎকাল অবসর প্রাপ্ত হইয়াছেন; এই
কাল মধ্যে হরিলীলা শ্রবণের বিস্তর সময় প্রাপ্ত হওয়া
গিয়াছে। সুতরাং শৌনকাদির এই অভিপ্রায় যে আম
রা যে যজ্ঞেবৃত আছি ইহাতে ভোগ সম্বন্ধ নাই; শুদ্ধ
ভগবৎপ্রাপ্ত্যর্থ। কারণ ভোগসত্ত্বে মোক্ষহয়না ॥ ৭ ॥

অন্যদপি। যাহারা মোক্ষেচ্ছু তাহারদিগের সম্বন্ধে
উপদেশকরিয়াছেন; যেহেতুপশুহিংসা কর্ম্মে স্বর্গাদিভো
গ আছে মোক্ষনাই; সুতরাং যাহারা মরণধর্ম্মী হইয়া
অমরণ ধর্ম্মকে ইচ্ছাকরেন; তাহাদিগের শামিত্র কর্ম্মে
তে অর্থাৎ পশুহিংসা কর্ম্ম যজ্ঞেতে ভগবান মৃত্যুই
আহূতহয়েন অর্থাৎ মৃত্যুকেই ডাকাহয়; কেননা জীব

হিংসা করিলেই সেইআপনার হিংসাকরা হয়; যথা (যোয়ংহন্তি সন্তং হন্তিচেতি বেদোক্তমেবচ ।) যে যাহাকে হনন করে সে তাহাকে হনন করে; এই বেদে উক্ত করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

নকশ্চিন্ম্রিয়তে তাবদ্যাবদাস্তে ইহান্তকঃ। যতেত বুদ্ধিমান্ মৃত্যোরভাবায় পুরৈবহি। এতদর্থং হিভগবানাহূতঃ পরমর্ষিভিঃ। অহো নৃলোকে পীয়েত হরিলীলামৃতংবচঃ ॥ ৮ ।

ততঃ কিমত আহ নকশ্চিদিতি । ততোপি কিমত আহ। অহোনলোকে হরিলীলামৃতং বচঃ পীয়েত তদর্থং হরি লীলৈবামৃতংযস্মিন্ ॥ ৮ ॥

অনন্তর শৌনক সূতকে কহিয়াছেন; যে আমার দিগের তৎকালমৃত্যু নাই তুমি নিঃশঙ্কেহরিলীলা কথা বিস্তার করিয়া কহ তদর্থে উক্ত হইয়াছে যথা (নকশ্চিদিতি)॥

রে সূত, যাবৎকাল এখানে এইযজ্ঞে অন্তক আছেন; অর্থাৎ ভগবান্ যম আহূত আছেন; তাবৎ কাহার মৃত্যু হইবে না; অতএব বুদ্ধিমান জন এতৎবিবেচনায় মৃত্যুর অভাবের নিমিত্ত পূর্ব্বেইযত্নবান হয়েন। এতন্নিমিত্তেই ঋষিগণ কর্ত্তৃক ভগবান্ যম যজ্ঞে আহূত হয়ে

ন। এতদর্থে † উপদেশ এইযেযাবৎএখানে যম আছে ন তাবৎ নৃলোকে মন্দ ভাগ্যেরা হরিলীলামৃতকথা পানকরুক্।। ৮।

মন্দস্য মন্দপ্রজ্ঞস্য বয়োমন্দায়ুষশ্চবৈ। নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং দিবাচ ব্যর্থ কর্ম্মভিঃ।। ৯।।

তদভাবে বৃথৈব জীবন মিত্যাহ। মন্দস্যালসস্য নক্তং রাত্রৌ যদ্বয় আয়ুস্তন্নিদ্রয়া দিবাচ যদ্বয় স্তদ্ব্যর্থ কর্ম্মভি রপহৃয়তে। ৯

হরিলীলামৃত পানের অভাবে বৃথা জীবন ক্ষেপহয়; তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (মন্দস্যেতি)।।

আলস্য যুক্ত অল্পায়ু অল্পবুদ্ধি জীবের বৃথা কাল ক্ষেপ হইতেছে; অর্থাৎ রাত্রিকাল নিদ্রা কর্ত্তৃক্ দিবা ব্যর্থ কর্ম্ম দ্বারা অপাহরণ হইতেছে।। ৯।

আক্ষেপের বিষয় এই যে ইহারা আপনার দিগের কল্যাণার্থে হরিলীলামৃত কথা পান করিতে কেহই রুচিকরেন।। ৯।

শ্রীসূত উবাচ।। যদাপরীক্ষিৎ কুরুজাঙ্গ লে বসন্। কলিং প্রবিষ্টং নিজচক্রব

---

† অহো, ইতিখেদে ও আশ্চর্য্যে। এবং উপদেশবাক্যেও যায়। এখানে উপদেশ বাক্যে ধৃত করাগেল। অর্থাৎ মৃত্যু পরিত্রা ণার্থ হরিলীলা রূপ অমৃত পান করা কর্ত্তব্য। যেহেতু অমৃতপা নে জীবের অমরণ ধর্ম্ম লাভ হয়।

র্ত্তিতে। নিশম্য বার্ত্তা মনতিপ্রিয়াং
ততঃ শরাসনং সংযুগশৌণ্ড আদদে।১০

তত্রতাবৎ কলি নিগ্রহ প্রসঙ্গমাহ। যদানিজ চক্রবর্ত্তিতে স্বসেনয়া পালিতে দেশে কলিং প্রবিষ্টং শুশ্রাব; তদা তামনতি প্রিয়াং বার্ত্তাং কিঞ্চিৎ প্রিয়াঞ্চ যুদ্ধকৌতুক সম্পত্তেঃ। তাং নিশম্য ততঃ শরাসনং দুষ্ট নিগ্রহার্থ মাদদে;০ সংযুগ শৌণ্ডঃ যুদ্ধে প্রগল্ভঃ পাঠান্তরে যুদ্ধে শৌরিত্যর্থঃ॥ ১০॥

সূতগোস্বামী শৌনকাদিকে এই অভিপ্রায়ে কহিতে ছেন; যদি ইহোপহূত ভগবান্ যম যাবৎ আছেন; তবে তাবৎ কলি নিগ্রহ প্রসঙ্গ কহি; তাহাতে কিঞ্চিন্মা ত্র ও অপচয় হইবার সম্ভাবনা নাই; তদর্থে কলি নিগ্র হ প্রসঙ্গ কহিতেছেন; যথা (যদেতি)॥

যখন নিজ চক্রবর্ত্তিতে অর্থাৎ † নিজ সেনা পালিত দেশে কলি প্রবিষ্ট এই ‡ অনতি প্রিয়া বার্ত্তা শ্রবণ কর তঃ * সংযুগ শৌণ্ড অর্থাৎ সংগ্রামে প্রগল্ভ রাজা

† স্বসেনাপালিত দেশ পদে সেনাগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত দেশ। ইহাতে কুমারিকাখণ্ড হইতে ভিন্নখণ্ড তুরুস্কাদি দেশ। যেহেতু কুমারিকাখণ্ডকে নিজে রক্ষা করিতেন তদ্ভিন্ন তুরুস্কাদি দেশকে স্বসেনাদ্বারা রক্ষা করিয়াছেন, এতন্নিমিত্ত নিজচক্রবর্ত্তি তদ্দেশে কলি প্রবিষ্ট বার্ত্তা শ্রবণে অমর্ষী হইয়াছিলেন॥

‡ অনতিপ্রিয়া বার্ত্তা পদে অতিপ্রিয়া বার্ত্তা নহে তদর্থে কিঞ্চিৎ প্রিয়া বার্ত্তা উপলব্ধি হয়, যেহেতু যুদ্ধকৌতুক সম্পত্তির নিমিত্ত হয়।

* সংযুগ শৌণ্ড পদে যুদ্ধে প্রগল্ভ অর্থাৎ সংগ্রাম বিশারদ।

পরীক্ষিৎ দুষ্ট নিগ্রাহার্থে তখন শরাসন ধারণ করেন ॥ ১০॥

স্বলঙ্কৃতং শ্যামতুরঙ্গযোজিতং রথং মৃগেন্দ্র ধ্বজমাস্থিতঃ পুরাৎ। বৃতোরথাশ্ব দ্বিপ পত্তিযুক্তয়া স্বসেনয়া দিগ্বিজয়ায় নির্গতঃ ॥ ১১।

ততশ্চ দিগ্বিজয়ায় নির্গতঃ ॥ ১১ ॥

অনন্তর রাজা পরীক্ষিৎ কলিপ্রবিষ্ট বার্ত্তা শ্রবণে কি করিয়াছিলেন; তাহা এই শ্লোকে কহিয়াছেন। যথা (স্বলঙ্কৃতমিতি)॥

অলঙ্কৃত শ্যামবর্ণ অশ্বযুক্ত এবং সিংহধ্বজ বিশিষ্ট রথারূঢ় হইয়া (পুরাৎ) অর্থাৎ স্বপুর হইতে হস্ত্যাশ্ব রথ পদাতিক যুক্ত স্বীয় সৈন্যের সহিত দিগ্বিজয়ের নিমিত্ত গমন করিলেন ॥ ১১ ॥

ভদ্রাশ্বং কেতুমালঞ্চ ভারতং চোত্তরান্ কুরূং। কিংপুরুষাদীনি বর্ষাণি বিজিত্য জগৃহে বলিং ॥ ১২ ॥

ভদ্রাশ্বাদীনি পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণোত্তরতঃ সমুদ্র লগ্নানি বর্ষা

কিন্তু মূলে কোন২ পণ্ডিত সংযুগ শৌণ্ড আদদে স্থলে (সংযুগ শৌরিরাদদে) এইরূপ পাঠ অর্থাৎ রাজা পরীক্ষিৎ সংগ্রামে শৌরি কৃষ্ণের তুল্য ছিলেন।

ণি মেরোঃ সর্ব্বতঃ। ইলাবৃতং তত উত্তরতো রম্যকং হিরণ্ময়ং চ দক্ষিণতো হরিবর্ষং কিংপুরুষঞ্চতানি বিজিত্য।। ১২।

দিগ্বিজয়ার্থ স্বপুর হইতে নির্গত হইয়া রাজা যে যে দেশ সকল জয়করিয়াছিলেন; তাহা এই শ্লোকে খ্যাত করিয়াছেন; যথা (ভদ্রাশ্বমিতি)।।

ভদ্রাশ্ববর্ষ; কেতুমাল বর্ষ ভারতবর্ষ; উত্তর কুরুবর্ষ; কিংপুরুষাদি বর্ষসকলকে জয় করিয়া করগ্রহণ করিয়াছিলেন।। ১২।।

আদিপদে পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সমুদ্র লগ্ন জম্বুদ্বীপ নববর্ষের সহিত জয়করিয়াছিলেন; ইত্যর্থে সুমেরুর চতুঃপার্শ্বস্থ ভারতবর্ষ কিংপুরুষ বর্ষ হরিবর্ষ ভদ্রাশ্ববর্ষ; কেতুমালবর্ষ ইলাবৃত বর্ষ; হিরণ্ময়বর্ষ; রম্যক বর্ষ উত্তরকুরুবর্ষ এই নববর্ষ জয় করিয়া কর গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বলোকের বোধের নিমিত্ত অন্য অষ্ট বর্ষের ব্যাখ্যা নাকরিয়া শুদ্ধ ভারত বর্ষের সীমা বর্ণন করিয়া কহি, অর্থাৎ ভারতবর্ষের উত্তর হিমালয় পর্ব্বত বিস্তৃত দ্বিসহস্র যোজন দৈর্ঘ্যে সমুদ্রপর্য্যন্ত অশীতি সহস্র যোজন উর্দ্ধে দ্বিসহস্র যোজন পরিমিত; তদ্দক্ষিণে এবং তন্মধ্যস্থিত স্থান মাত্রকেই ভারতবর্ষ বলেন। যথা (পূর্ব্বে কিরাতা স্তস্যান্তে পশ্চিমে যবনাস্থিতা অন্ধ্রাদক্ষিণতোবীর তুরুষ্কাস্ত্বপিচোত্তরে।) পূর্ব্বে কিরাত পশ্চিমে যবন দক্ষিণে অন্ধ্র উত্তরে তুরুষ্ক দেশ।

এবং * সমুদ্রান্তর্বর্ত্তীনবোপদ্বীপ ভারতবর্ষের সীমার মধ্যে ধৃত হইয়াছে, তুরস্ক দেশের সীমা হিমালয়ান্ত বর্ত্তী যতদেশ সেসকলই তুরস্কদেশ ॥ এই সমস্তই রাজা পরীক্ষিতের শাসনেছিল ॥ ১২ ॥

তত্রতত্রোপশৃণ্বানঃ স্বপূর্ব্বেষাং মহাত্মনাং। প্রণীয়মানঞ্চ যশঃ কৃষ্ণমাহাত্ম্য সূচকং। আত্মানঞ্চ পরিত্রাত মশ্বত্থাম্নো স্ত্রতেজসা। স্নেহঞ্চ বৃষ্ণি পার্থানাং তেষাং ভক্তিঞ্চ কেশবে তেভ্যঃ পরম

* সমুদ্রান্তবর্ত্তী নবউপদ্বীপ পদে এই ভারতবর্ষের নবউপদ্বীপ আছে; সাগর ব্যবধান প্রযুক্ত পরস্পর অগম্য অর্থাৎ জল সম্বরণ যন্ত্র ব্যতীত গমন করা যায়না।

ইন্দ্রদ্বীপ অর্থাৎ হিমপ্রধান ম্লেচ্ছদেশ বিশেষ। কশেরুমৎ যাহাকে দুর্গ রাবনাবাস বলে অর্থাৎ লঙ্কা। তাম্রবর্ণদ্বীপ, গভস্তিমৎ অর্থাৎ মরীচি দ্বীপ। নাগদ্বীপ অর্থাৎ নাকরদ্বীপ। কটাহ পূর্ব্বে মারীচাবাস ও তারকট কহিত, ইদানীং যেনাম হউক। সিংহল, প্রাচীন নাম বাস্কলাবাস ইদানীং শিলন নামেখ্যাত। সৌম্য উপদ্বীপ গান্ধর্ব্ব এই অষ্ট অপর কুমারিকা উপদ্বীপ, সহস্র যোজন পরিমিত দক্ষিণোত্তর খণ্ডদ্বয় মধ্যক্ষীণ অর্থাৎ ডমরুমধ্যের ন্যায়; তাহাকে পূর্ব্বে কাঞ্চনা কহিত অর্থাৎ স্বর্ণাকর। একনাম মাহেয়অর্থ। ৎরাবণ পুত্র মহীবাসকরিয়াছিল এতৎসকল দ্বীপহইতে কিঞ্চিৎ নিম্ন এ কারণ কাব্যাদিতে পাতাল বলিয়া ধৃতকরিয়াছেন। এইসমস্ত এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রউপদ্বীপসকল রাজা পরীক্ষিতের শাসনে ছিল।

সংতুষ্টঃ প্রীত্যুজ্জৃম্ভিত লোচনঃ। মহা
ধনানি বাসাংসি দদৌ হারান্মহামনাঃ॥১৩

প্রীয়মানাং যশ আদীনি শৃণ্বন্ তেভ্যোদদাবিতি তৃতীয়ে নান্বয়ঃ॥ ১৩॥

মহারাজা পরীক্ষিৎ দিগ্বিজয় করিয়া প্রত্যাগমন কালে পূর্ব্বপুরুষদিগের যশোবর্ণন শ্রবণকরতঃ যেরূপ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা একশ্লোকে বর্ণন করিতে ছেন; যথা (তত্রতত্রোপশৃণ্বানইতি)॥

* স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মাদিগের যশোগান † সেই সেই স্থানে শ্রবণ করিতেছেন এবং কৃষ্ণ মাহাত্ম্যসূচক আপনার পরিত্রাণের কথা ও শ্রবণ করেন অর্থাৎ উত্তরা গর্ভস্থ অশ্বত্থামার ব্রহ্মশিরা অস্ত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণরক্ষা করিয়াছিলেন। বৃষ্ণিবংশ ও পাণ্ডুবংশের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ স্নেহ আর তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে যেরূপ ভক্তি ছিল তাহাও সকলে গানকরিতেছেন। সেই সকল মহদ্যশ বর্ণনা শ্রবণে রাজা পরীক্ষিৎ পরম সন্তুষ্ট হইয়া

---

* স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষ মহাত্মাগণ অর্থাৎ যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেবাদি।

† সেই সেই স্থানে অর্থাৎ যে যে স্থান জয় করিয়া আসিয়াছেন সেই সেই স্থানেই স্বপূর্ব্ব পুরুষগণের মহিমা বর্ণন শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইত্যর্থে সেসকল স্থান যে পরীক্ষিত নূতন জয় করিলেন এমত নহে পূর্ব্বে পাণ্ডবদিগের ও অধীনে সেই সকল দেশছিল।

প্রফুল্ল পদ্মায়ত্তন লোচন দ্বারা দৃষ্টিকরিয়া সেই সকল জনকেমহাধন অমূল্যবস্ত্র মনিময় হারাদি প্রদান করিয়াছিলেন। অর্থাৎঅত্যন্ত হৃষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ১৩॥

সারথ্য পারষদ সেবন সখ্য দৌত্য বীরাসনানুগমন স্তবন প্রণামান্। স্নিগ্ধেষু পাণ্ডুষুজগৎ প্রণতিঞ্চ বিষ্ণোর্ভক্তিং করোতি নৃপতিশ্চরণারবিন্দে ।১৪।

স্নিগ্ধেষু পাণ্ডবেষু বিষ্ণোর্যানি সারথ্যাদীনি কর্ম্মাণি তানি শৃণ্বন্ তথা বিষ্ণোর্জগৎকর্ত্তৃকাংপ্রণতিঞ্চ শৃণ্বন্নৃপতিঃ পরীক্ষিৎ বিষ্ণোশ্চরণারবিন্দে ভক্তিং করোতি। পারষদ মিতি রেফবকারয়োঃ বিশ্লেষ শ্ছান্দসঃ। তত্রপার্শ্বদং সভাপতিত্বং। সেবনং চিত্তানুবৃত্তিঃ। বীরাসনং রাত্রৌ খড়্গ হস্তস্য তিষ্ঠতো জাগরণং ॥ ১৪

মহারাজা পরীক্ষিৎ পাণ্ডবার্থে শ্রীকৃষ্ণ যে যে কর্ম্ম সকল করিয়াছিলেন, সেইসকলকর্ম্মসকলেই কহিতেছেন; তাহা শ্রবণ করিলেন; তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (সারথ্যাদি)॥

স্নিগ্ধপাণ্ডবাদিতে অর্থাৎ স্বধর্ম্মশীল বিনয়ী পাণ্ডবেতে † শ্রীকৃষ্ণের সারথ্যাদি কর্ম্ম সকল এবং যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বদ অর্থাৎ সভাপতিত্ব ও সেবন অর্থাৎ ‡ চি-

† শ্রীকৃষ্ণের সারথ্যাদি কর্ম্ম পদেভক্তবৎসলতা প্রযুক্ত অর্জ্জুনের সারথী হইয়া সংগ্রামে সাহায্য করিয়াছিলেন।

‡ চিত্তানুবৃত্তি পদে সেবন অর্থাৎ দাসবৎ যুধিষ্ঠিরের মনোমত সেবা করিয়াছিলেন।

ত্তানুবৃত্তি; সখ্য অর্থাৎ সমবয়স্যতা; ও দৌত্য অর্থাৎ প্রেষ্যত্ব; বীরাসন; অর্থাৎ রাজা যুধিষ্ঠির নিদ্রিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ জাগরণ করত খড়্গপাণি হইয়া তাঁহার শরীর রক্ষার্থ দণ্ডায়মানথাকিতেনএবংজগজ্জনে সম্মানপূর্ব্বক রাজ কে প্রণামবন্দনাদিকরিয়াছিলেন, ইত্যাদিজগদা . শ্বরেরকর্ম্মসকল শ্রবণ করিয়া * পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণচরণার বিন্দে অনপায়িনী ভক্তি করিয়াছিলেন ॥ ১৪।

তস্যৈবং বর্ত্তমানস্য পূর্ব্বেষাং বৃত্তিম নুহং। নাতিদূরে কিলাশ্চর্য্যং যদাসী ত্তন্নিবোধমে ॥ ১৫ ॥

বৃত্তিমনুবর্ত্তমানস্য নাতিদূরে শীঘ্রমেব ॥ ১৫ ॥

বর্ত্তমান মহারাজা পরীক্ষিৎ স্বপূর্ব্ব পুরুষ দিগের মাহাত্ম্য শ্রবণ করণানন্তর গমন করেন; অর্থাৎ গমন শীল পরীক্ষিতের † অনতিদূরে যে এক আশ্চর্য্য হইয়াছিল তাহা তোমরা শ্রবণ করহ ॥ ১৫ ॥

---

* পরীক্ষিৎ কৃষ্ণচরণারবিন্দে ভক্তি করেন, ইহাও হইতে পারে, অথবা, রাজা যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে ভক্তি করিয়াছিলেন। এমত অর্থ ও গ্রহণ করাযায়; যেহেতু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে (তেষাং ভক্তিঞ্চ কেশবে) তাহাদিগের কৃষ্ণেভক্তি যেরূপছিল। ইত্যাদি।

† অনতিদূর ইত্যর্থে কিঞ্চিদ্দূরে বোধহইল। স্বামী কিন্তু নাতিদূর শব্দে শীঘ্র কহিয়াছেন, অর্থাৎ অতিঅল্পক্ষণ মধ্যেই আশ্চর্য্য দেখিয়াছিলেন! দেশাভিমুখে আগমন কালিন স্বসেনা পালিত ম্লেচ্ছদেশে সেই আশ্চর্য্য দেখেন ইত্যর্থঃ ॥

ধর্ম্মঃ পদৈকেন চরন্ বিচ্ছায়ামুপলভ্য গাং। পৃচ্ছতিস্মা শ্রুবদনাং বিবৎসা মিরমাতরং ॥ ১৬ ॥

ধর্ম্মোবৃষরূপঃ বিচ্ছায়াং হতপ্রভাং। গাং গোরূপাং পৃথ্বীং। বিবৎসাং নষ্টপত্যাং॥ ১৬ ॥

যে আশ্চর্য্য দেখিয়াছিলেন তাহা এই শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া কহিতেছেন, যথা (ধর্ম্মইতি)॥

বৃষরূপ ধর্ম্ম একপদে বিচরণ করত গোরূপা পৃথিবীকে প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, গোরূপা পৃথিবী কিম্ভূতা, না; বিচ্ছায়া অর্থাৎ হতপ্রভা অত্যন্তমলীনা; পুনঃ কিম্ভূতা; না; পুত্রহীন মাতার ন্যায় ॥ ১৬ ॥

ইত্যর্থে গোরূপা পৃথিবীকে পাদত্রয় হত বৃষরূপ ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; যে মাতঃ তুমি এরূপ মলীনা শোক সংযুক্তা কেন হইয়াছ ॥ ১৬ ॥

কচ্চিদ্ভদ্রেনাময় মাত্মনস্তে বিচ্ছায়াসি ম্লায়তেষন্মুখেন। আলক্ষয়ে ভবতী মন্তরাধিং দূরেবন্ধুং শোচসিকঞ্চ নাম্ব॥১৭

তে আত্মনো দেহস্য। যদ্যপি বহিরাময়ো ন লক্ষ্যতে তথাপি অন্তর্মধ্যে আধিঃপীড়া যস্যাস্তাং ত্বামালক্ষয়ে। কেন যতো বিচ্ছায়াসি। অত্র হেতুঃ ম্লায়তা বৈবর্ণ্যং ভজতা মুখেন লিঙ্গেন তত্র কারণানিবিকল্পয়ন্ পৃচ্ছতি। দূরেবন্ধু মিত্যাদি পঞ্চভিঃ। দূরস্থিতং ॥ ১৭ ॥

হে ভদ্রে অর্থাৎ কল্যাণি তোমার শরীরের বাহিরে কোন পীড়া লক্ষ হয়না, কিন্তু অন্তর্মধ্যে পীড়ার যে লক্ষণ তাহা তোমাতে লক্ষ হইতেছে; যেহেতু তুমিহত প্রভা হইয়াছ; এবং ঈষম্লান বদন হইয়াছে, সুতরাং লক্ষণ দ্বারা বন্ধু বিচ্ছেদরূপ শোকে আমগ্না হইয়াছ বোধ হইতেছে॥ ১৭॥

পাদৈর্ন্যূনং শোচসি মৈকপাদ মূতাত্মানং বৃষলৈর্ভোক্ষ্যমাণং। অহোসুরাদীন্ হৃত যজ্ঞ ভাগান্ প্রজা উতস্বিন্মঘবত্যর্ষতি॥ ১৮॥

ত্রিভিঃপাদৈর্ন্যূনং অতএবৈক পদং মা মাং বৃষলৈ রতউর্দ্ধং ভোক্ষ্যমাণং পুংস্ত্বমাত্মপদ বিশেষণত্বাৎ॥ হৃত যজ্ঞভাগযেষাং যজ্ঞাদ্যকরণাৎ॥১৮

তিনপাদ হীন একপদে দণ্ডায়মান আমাকে দেখিয়া শোক করিতেছ; ইহারপর বৃষলকর্ত্তৃক অর্থাৎ * ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক আমি ভোক্ষ্যমাণ হইব। এতদ্ভিন্ন অন্যখেদের বিষয় আরও আছে; যেহেতু পৃথিবীতলে দেবতারা যজ্ঞভা

---

* ম্লেচ্ছকর্ত্তৃক ভোক্ষ্যমাণ পদে গোহত্যাকারী ম্লেচ্ছগণে গো মাংস ভক্ষণার্থে গোজাতির পরিক্ষয় করিবেক! অথবা আমাকে গ্রাস করিবেক, অর্থাৎ ধর্ম্ম প্রবৃত্তির ব্যাঘাৎ জন্মিবে। তুমি পরার্থে কি শোককর? তোমাকেও ম্লেচ্ছে অধিকার করিয়া ভোগ করিবেক!

গে বঞ্চিৎ হইবেন; অর্থাৎ কেহই যজ্ঞ করিবেক না; যজ্ঞাভাবে প্রজা উৎসন্ন জন্য মঘবা ইন্দ্র অবর্ষণ করিবেন। ইত্যর্থে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি দোষে প্রজাসকল উপদ্রুত হইবে ॥ ১৮ ॥

অরক্ষ্যমাণাঃ স্ত্রিয় উর্ব্বিবালান্ শোচস্যথো পুরুষাদৈরিবার্ত্তান্। বাচং দেবীং ব্রহ্মকুলে কুকর্ম্মণ্য ব্রহ্মণ্যে রাজকুলে কুলাগ্র্যান্॥ ১৯॥

হে উর্ব্বি পৃথ্বি, ভর্ত্তৃভিররক্ষমাণা স্ত্রিয়ঃ পিতৃভিররক্ষমাণান্ বালকান্ তৈরেব পুরুষাদৈরিব নির্দয়ৈ রার্ত্তান্ ক্লিষ্টান্। বাচং দেবীং সরস্বতীং কুকর্ম্মণি দুরাচারে ক্ষিপ্তাং। কুলাগ্র্যান্ ব্রাহ্মণোত্তমান্ সেবকান্॥ ১৯॥

হে বসুন্ধরে পৃথিবী; যেমন পতি কর্ত্তৃক অরক্ষ্যমাণা স্ত্রী শোকাতুরা হয়; যেমন পিতা মাতা কর্ত্তৃক অরক্ষ্যমাণ বালক মলীন হইয়া রোদন করে; যেমন পুরুষাদ অর্থাৎ নির্দ্দয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক তাড়িত প্রজা ক্লিষ্ট হয়। যেমন দুরাচার কুকর্ম্মশালীর নিকট বাক্যরূপা সরস্বতী ক্ষুন্না হয়েন, যেমন কুলাগ্র্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণোত্তমেরা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে সেবাধর্ম্মে হতপ্রভ অর্থাৎ হত শ্রী হয়; তুমিও সেইরূপ শোকযুক্তা রোদমানা; ক্লিষ্টা ক্ষুণ্নমনা; হতপ্রভা হইয়াছ ॥ ১৯ ॥

অন্যাভিপ্রায় এই যে পৃথিবীর অবস্থা দেখিয়া আলো

চিত হইয়া বৃষরূপ ধর্ম্ম ভাবি অবস্থার কথা কহিতেছেন। হেবসুন্ধরে; অতঃপরস্ত্রীলোকদিগকেভর্ত্তৃগণেরা রক্ষণাবেক্ষণ করিবেনা; পিতৃগণ কর্ত্তৃক বালকগণেরা রক্ষিত হইবেনা; পুরুষাদ রাক্ষসবৎ ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক প্রজা সকল আর্ত্ত অর্থাৎ ক্লিষ্ট হইবে। দুরাচার দুষ্কর্ম্ম শীলে সরস্বতী দেবী প্রতিষ্ঠিতা হইবেন; অর্থাৎ অসদাচারী জনে বেদবিদ্যার আলোচনা করিবে; দ্বিজাগ্র্য ব্রাহ্মণোত্তমেরা অব্রহ্মণ্য রাজকুলে অর্থাৎ অবেদ রাজকুলের সেবক হইবে ॥ ১৯ ॥

ইত্যর্থে বলাহইল যে পৃথিবী তুমি এখন কি শোক করিতেছ; ইহার পর এইসকল কার্য্য তোমাতে হইবে তখন তোমার শোক রাখিবার স্থান থাকিবেক না রাজাসকল প্রজা ভক্ষক হইবে; ব্রাহ্মণেরা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বকসেবাধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। দুষ্কর্ম্মশীল অসদাচারিজনেরা বেদবিচার করিবে। অব্রহ্মণ্য রাজা হইবেঅর্থাৎসমস্ত জগৎভয়াকুলহইবেক।১৯ ॥

কিং ক্ষত্রবন্ধূন্ কলিনোপসৃষ্টান্ রাষ্ট্রাণি বা তৈরবরোপিতানি। ইতস্ততো বাশন পান বাস স্নান ব্যবায়োন্মুখ জীবলোকং ॥ ২০ ॥

উপসৃষ্টান্ব্যাপ্তান্। অবরোপিতানি ব্যবায়ো মৈথুনং নিষেধাভাবেন সর্ব্বতঃঅশনাদিষু উন্মুখং প্রবর্ত্তমানং জীবলোকংবা॥২০

হে ধরণি; কলিকর্ত্তৃক কক্ষএবক্ষু সকল কি উপসৃষ্ট হইয়াছে; না; তাহার দিগের দ্বারা রাজ্যে রাজ্যে অবৈধ ব্যবায়াদি ধর্ম্ম ব্যাপ্ত হইয়াছে; না; সর্ব্বতঃ স্নানাশন পান বাসাদির যথেষ্টাচার হইয়াছে; অর্থাৎ নিষিদ্ধাচারের আদর দ্বারা জীবলোক ব্যাপ্ত হইয়াছে; নচেৎ তোমাকে এরূপ মলিনা কেন দেখিতে পাই ॥ ২০ ॥

অন্যদপি এরূপবলিলেও হয়; যে হেপৃথিবীকলিকর্ত্তৃক অর্থাৎ রাজা জগৎময় ব্যাপ্ত হইবে। সমস্ত রাজ্যে রাজ্যে অবৈধ মৈথুনাদির নিষেধ থাকিবেক না; পান ভোজন স্নান বাসাদির বিচার নাকরিয়া সকলে যথেষ্টাচারে প্রবর্ত্তমান হইয়া সর্ব্বত্রেই ভোজনাদি করিবেক। তুমি; এই ভাবিভাবনাতেই এতাতাদৃশী মলিনা হইয়াছ উপলব্ধি হয় ॥ ২০।

যদ্বাম্বতে ভূরিভারাবতার কৃতাবতারস্য হরের্ধরিত্রি। অন্তর্হিতস্য স্মরতী বিসৃষ্টা কর্ম্মাণি নির্ব্বাণ বিড়ম্বিতানি ॥ ২১॥

হে অম্ব মাতঃ ধরিত্রি তে তব যোভূরিভার স্তস্যাবতারার্থং কৃতাবতারস্য কর্ম্মাণি স্মরতী তেন বিসৃষ্টাসতী শোচসি। নির্ব্বাণং বিলম্বিতং আশ্রিতং যেষু তানি পাঠান্তরে নির্ব্বাণং বিড়ম্বিতং উপহসিতং যৈঃ। মোক্ষাদপ্যধিক সুখানীত্যর্থঃ। ২১।

হে অম্ব, মাতঃ ধরিত্রি; ভূরিভারাক্রান্তা যে তুমি; তোমার ভারাবতরণার্থ যিনিনানা অবতার করিয়াছিলেন সেই শ্রীকৃষ্ণের গুণ কর্ম্মাদি সকল স্মরণ করিয়া শোক ক-

রিতেছ; না, তৎকর্ত্তৃক বিসৃষ্টা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে ত্যাগকরিয়া গিয়াছেন বলিয়া শোকান্বিতা হইয়াছ?। শ্রীকৃষ্ণ কিম্ভূত; না; যাঁহার কর্ম্ম সকলনির্ব্বাণ অর্থাৎ মুক্তিসমাশ্রয় করিয়া আছে; অথবা (নির্ব্বাণবিড়ম্বিত) অর্থাৎ কৃষ্ণলীলাশ্রবণ কীর্ত্তনানুধ্যানের নিকট নির্ব্বাণ মুক্তি উপহাসের আস্পদ হইয়াছে, ইত্যর্থে বলাহইল মোক্ষাপেক্ষা কৃষ্ণানুস্মরণেঅধিক অসুখানুভব হয়॥২১॥

ইদং সমাচক্ষ্ব তবাধিমূলং বসুন্ধরে যেন বিকর্শিতাসি। কালেন বা তে বলিনাং বলীয়সা সুরার্চ্চিতং কিং হৃত মম্বসৌভগং॥২২॥

হে অম্ব তে সৌভাগ্যং কালেন হৃতং ২২

অনন্তর বৃষরূপী ধর্ম্ম পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন যথা (ইদমিতি)॥

হে অম্ব হেমাতঃ বসুন্ধরে ময়োক্ত যে যে প্রস্তাব, তন্মধ্যে তোমারপীড়ারমূল কে হয়; তাহা কহযদ্দ্বারা তুমি আকর্ষিতা হইয়াছ; অর্থাৎ হতপ্রভা ক্লিষ্টা হইয়াছ। অথবা † সমস্ত বলবান হইতে বলবান যে কাল তৎকর্ত্তৃক তোমার * দেবতার্চ্চিত সৌভগ হৃত হইয়াছে, তন্নিমিত্তই কি তুমি শোক করিতেছ॥২২॥

---

† সমস্ত বলবান হইতে বলবান্ কাল, পদে সকল বলি হইতে বলবান কলি তোমার সৌভাগ্য হরণ করিয়াছে।

* দেবতার্চ্চিত সৌভগ পদে দেবগণেরা পুজাকরেন এমন সৌভাগ্য তোমার কলি নষ্ট করিয়াছে, অর্থাৎ অব্রহ্মণ্য ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃ

ধরণ্যুবাচ ॥ভবান্ হি বেদতৎসর্ব্বং যন্মাং ধর্ম্মানুপৃচ্ছসি। চতুর্ভির্বর্ত্তসে। যন পাদৈ লোক সুখাবহৈঃ ॥ ২৩ ॥

ভবান জানাত্যেব তথাপি বক্ষ্যামীত্যাহ। যেন হেতুভূতেন ত্বংচতুর্ভিঃ পদৈ বর্ত্তসে॥ ২৩ ॥

বৃষরূপী ধর্ম্মবাক্য শ্রবণকরতঃ ধর্ম্মপ্রতিপৃথিবী যাহা কহিয়াছিলেন তাহা এই শ্লোকে কহিতেছেন। যথা (ভবানিতি)॥

পৃথিবী কহিতেছেন; হেধর্ম্ম তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা তুমি সকলি জান, তথাপি তোমাকে কহিতেছি। যেহেতু লোকেরসুখাবহ যে তোমার ‡ পাদ চতুষ্টয়; তদ্দ্বারা তুমিবর্ত্তিতহও ॥২৩॥ ইত্যাকাংক্ষায় বলাহইল যে আমার পীড়ামূল শুদ্ধ তোমার পাদহানিতা অর্থাৎ তোমাকে একপাদ দেখিয়া আমি শোকাতুরা হইয়াছি; অতএব তুমি চতুষ্পাদ যুক্ত সংপূর্ণ বলবান হইলেই আমার আধিব্যাধি শোক বিষাদাদি সমস্ত দূরীভূত হয় ॥ যদবধি তোমার চতুষ্পাদের সম্পূর্ণ পূর্ত্তিনাহইবে তদবধি আমার শোক ব্যতীত হর্ষোদয় হইবার কোন সম্ভাবনা নাই ॥ ২৩ ॥

---

‡ ধর্ম্মপাদচতুষ্টয় পদে সত্য শৌচ দয়া দান, যথা (পুরাণান্তরেপি। সত্যং শৌচং দয়াদান মিতিপাদ চতুষ্টয়ং) সত্য মিথ্যা

সত্যং শৌচং দয়াক্ষান্তি স্ত্যাগ সন্তোষ আর্জ্জবং। শমোদমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃশ্রুতং ॥ ২৪॥

সত্যং যথার্থভাষণং শৌচং শুদ্ধত্বং দয়া পরদুঃখা সহনং ক্ষান্তিঃ ক্রোধ প্রাপ্তৌ চিত্তসংযমনং ত্যাগঃ অর্থিষু মুক্তহস্ততা। সন্তোষোঽলংবুদ্ধিঃ আর্জ্জবং অবক্রতা শমো মনো নৈশ্চল্যং। দমো বাহ্যেন্দ্রিয় নৈশ্চল্যং। তপঃ স্বধর্ম্মঃ সাম্যং অরিমিত্রাদ্যভাবঃ। তিতিক্ষা পরাপরাধ সহনং। উপরতি র্লাভপ্রাপ্তাবৌদাসীন্যং শ্রুতং শাস্ত্র বিচারঃ॥ ২৪॥

অনন্তর; ধর্ম্মকে পৃথিবী কহিতেছেন; হে বৎস; শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক রহিত হইয়া তোমার সত্যাদি পাদ চতুষ্টয় মধ্যে তিনপাদ ক্ষীয়মান হইয়াছে এতন্নিমিত্তই শোচনা করিতেছি; অর্থাৎ বলবান কলির সমাগমনে তোমার দিন২পাদ হানিহইতেছে। ইত্যর্থে ধর্ম্ম পাদাঙ্গ কহিতেছেন; যথা (সত্যমিতি)॥

সত্য শৌচ দয়া ক্ষান্তি দান সন্তোষ আর্জ্জব শম দম তপ সাম্য তিতিক্ষা উপরতি শ্রুত এইকয় ধর্ম্ম পাদাঙ্গ হয়॥ ২৪॥

বাক্যের উপরতি। (শৌচ) সদাচার (দয়া) সর্ব্বজীবেকারণ্য (দান) পরহিতান্বেষণা। ইত্যাদি ধর্ম্মের পাদচতুষ্টয় হয়, । অর্থাৎ পৃথিবীতে অহিংসাদি যতধর্ম্ম আছে সকলধর্ম্মই এই পাদ চতুষ্টয়ের অনুগত হয়॥

যথার্থ ভাষণের নাম সত্য। আচার দ্বারা শুদ্ধি হও য়ারনাম শৌচ। পরদুঃখ অসহনেরনাম দয়া অথবা জীবের প্রতি কারুণ্যকেও দয়াবলে। উপস্থিত ক্রোধে চিত্তকে সংযম অর্থাৎ স্থির করার নাম ক্ষান্তি। প্রার্থিত ব্যক্তি, অর্থাৎ যাচকের প্রতি মুক্তহস্ততাকে ত্যাগবলে, ঐ ত্যাগের নামই দান। অলং বুদ্ধিঅর্থাৎ সর্ব্ববস্তুতে নশ্বরবদ্ধির নাম সন্তোষ; অথবা; সুখ দুঃখে সমানভাব নায় তুষ্টি। বক্রতা শূন্য অর্থাৎ সরলতাকে আর্জ্জব বলে। অন্তরিন্দ্রিয় সংযমের নাম শম। অর্থাৎ মনের নিশ্চলতা, বহিরিন্দ্রিয়ের দমনের নাম দম। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যহীন। স্বধর্ম্ম পরিপালনের নাম তপ। শত্রু মিত্রে সমান জ্ঞানের নাম সাম্য। পরাপরাধ সহনের নাম তিতিক্ষা। লাভাপচয়ে উদাসীনতা অর্থাৎ লাভেহর্ষ অপচয়ে অবিষন্নতার নাম উপরতি। সংশাস্ত্র বিচারের নাম শ্রুত। অর্থাৎ লোক শাস্ত্রবিরুদ্ধাচার নাকরণ। ইত্যাদি ধর্ম্মাঙ্গের যতহানি হইবে আমারও ততই শোক আধি ব্যাধি বিষাদবৈবর্ণ্যতার বৃদ্ধি হইতে থাকিবেক। একারণ আমি চিন্ত্যমানা হইয়াছি; যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণভূখণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছেন, আর কাহাকে সমাশ্রয় করিয়া ধর্ম্ম স্থির থাকিবে॥ ২৪

জ্ঞানং বিরক্তি রৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজোবলং স্মৃতিঃ। স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তি ধৈর্য্য মার্দ্দব মেবচ॥ ২৫।

জ্ঞানং আত্মবিষয়ং। বিরক্তি র্বৈতৃষ্ণং ! ঐশ্বর্য্যং নিয়ন্তৃত্বং। শৌর্য্যং সংগ্রামোৎসাহঃ। তেজঃ প্রভাবঃ। বলং দক্ষত্বং॥ স্মৃতিঃ কর্ত্তব্যানুসন্ধানং। স্বাতন্ত্র্যং অপরাধীনতা। কৌশলং ক্রিয়া নিপুণতা। কান্তিঃ সৌন্দর্য্যং; ধৈর্য্যং অব্যাকুলতা। মার্দ্দবং চিত্তা কঠিনত্বং॥ ২৫॥

জ্ঞান; বিরক্তি ঐশ্বর্য্য শূরতা তেজ বল স্মৃতি স্বাতন্ত্র্য কৌশল কান্তি ধৈর্য্য মৃদুতা প্রভৃতি ধর্ম্ম পাদ হয়॥ ২৫

অনন্তর জ্ঞানাদি বিষয়ের স্পষ্টার্থ করিয়া স্বামী কহিয়াছেন; (জ্ঞান) পদে আত্মতত্ত্ববিষয়ের স্ফূর্ত্তি। অর্থাৎ মোক্ষার্থ নিরূপণ। (বিরক্তি) পদে বিতৃষ্ণা অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ে বৈরাগ্য। (ঐশ্বর্য্য) পদে নিয়ন্তৃত্ব অর্থাৎ সর্ব্বত্রে ঈশ্বরতা। (শৌর্য্য) পদে শূরতা অর্থাৎ সংগ্রামের উৎসাহ। (তেজঃ) পদে প্রভাব অর্থাৎ মহিমা প্রকাশ। (বল) পদে দক্ষত্ব অর্থাৎ নিপুণতা। (স্মৃতি) পদে কর্ত্তব্যানুসন্ধান অর্থাৎ উচিত কর্ম্মের অনুস্মরণ। (স্বাতন্ত্র্য) অপরাধীনতা অর্থাৎ আত্মবশতা। (কৌশল) কার্য্য নৈপুণ্য। (কান্তি) সৌন্দর্য্য। (ধৈর্য্য পদে অব্যাকুলতা। (মার্দ্দব) পদে মৃদুতা অর্থাৎ চিত্তের কাঠিন্যাভাব। ইত্যাদি গুণ সকল ধর্ম্ম পদাশ্রিত অর্থাৎ ধার্ম্মিক ব্যক্তিতে এই সকল গুণের অধিষ্ঠান হয়॥ ২৫॥

প্রাগল্ভ্যং প্রশ্রয়ঃশীলং সহ ওজঃ বলং ভগঃ। গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তির্মানো নহঙ্কৃতিঃ॥ ২৬॥

প্রাগল্ভ্যং প্রতিভাতিশয়ঃ। প্রশ্রয়ঃ বিনয়ঃ ॥ শীলং সুস্বভাবঃ। সহ ওজ বলানি মনসো জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাঞ্চ পাটবানি। ভগঃ ভোগাস্পদত্বং গাম্ভীর্য্যং অক্ষোভ্যত্বং। স্থৈর্য্য মাঞ্চলতা। আস্তিক্যং শ্রদ্ধা। কীর্ত্তিঃ যশঃ। মানঃ পূজ্যত্বং। অনহঙ্কৃতি র্গর্বাভাবঃ॥ ২৬॥

প্রাগল্ভ্য; প্রশ্রয়; শীল, সহ; ওজ; বল; ভগ, গাম্ভীর্য্য; স্থৈর্য্য; আস্তিক্য; কীর্ত্তি; মান; অনহংকৃতি॥ ২৬॥

ইত্যর্থে স্বামী অর্থকরেন। প্রাগল্ভ্য) পদে অতিশয় প্রতিভা অর্থাৎ দীপ্ততা। (প্রশ্রয়) পদে বিনয় (শীল) পদে সুস্বভাব। (সহ ওজ বল) পদে মনের এবং * জ্ঞানেন্দ্রিয় + কর্ম্মেন্দ্রিয়প্রভৃতির পটুতা। (ভগ) পদে ভোগাস্পদ অর্থাৎ ভোগের আশ্রয়। ইত্যর্থে ঐশ্বর্য্য। (গাম্ভীর্য্য) পদে গম্ভীরতা অর্থাৎ ক্ষোভ শূন্যত্ব। (স্থৈর্য্য) পদে অচঞ্চলতা। (আস্তিক্য) পদে শ্রদ্ধা অর্থাৎ গুরু শাস্ত্র দেবতা ব্রাহ্মণাদিতে বিশ্বাস। (কীর্ত্তি) পদে যশঃ। (মান) পদে পূজ্যত্ব অর্থাৎ সমাদর। (অনহংকৃতি) পদে অহংকার শূন্য অর্থাৎ গর্বাভাব॥ ২৬॥

এতেচান্যেচ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ। প্রার্থ্যা মহত্ত্ব মিচ্ছদ্ভির্নবিয়ন্তিস্ম কর্হিচিৎ॥ ২৭॥

---

* জ্ঞানেন্দ্রিয় পদে নাসিকা জিহ্বা চক্ষু শ্রোত্র ত্বক। অর্থাৎ ঘ্রাণ রসাস্বাদন দর্শন শ্রবণ স্পর্শন।

+ কর্ম্মেন্দ্রিয় পদে। বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ।

এতেচান্যেচ ভগবন্ নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ। প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ॥

এতেত্রিকোন চত্বারিংশৎ অন্যেচ ব্রহ্মণ্যত্বাদয়ো মহান্তোগুণা যস্মিন্ নিত্যাঃ সহজাঃ ন বিয়ন্তি ক্ষীয়ন্তেস্ম॥ ২৭॥

ধর্ম্মপাদাশ্রিত একচত্বারিংশৎগুণব্যাখ্যা করিয়া এই শ্লোকে তাহারমহিমা কহিতেছেন, যথা (এতেচেতি)

এই একচত্বারিংশৎ এবং অন্য ব্রহ্মণ্যতাদি মহদ্গুণ সকল মহত্ত্ব ইচ্ছুক সাধুদিগের প্রার্থনীয়; অর্থাৎ সাধুদিগের সহজভয়। † মহল্লোকের দ্বারা ইহার কদাপি ক্ষয় হয়না॥ ২৭।

ইত্যর্থে বলা হইল যে এই একচত্বারিংশৎ মহদ্গুণএবং ব্রহ্মণ্যতাদি গুণ সকল বৃষরূপ ধর্ম্মের চতুষ্পাদে নিত্য অধিষ্ঠান করেন; অর্থাৎ তাঁহার সহজগুণ; সাধুদিগের প্রার্থনীয়; যাঁহারা এতদ্গুণ বিশিষ্ট তাহারদিগের নাশ নাই। সুতরাং পৃথিবী ধর্ম্মপাদের হানিদৃষ্টে উত্তর শ্লোকে কৃষ্ণানুস্মরণংকরত কহিতেছেন॥ ২৭॥

তেনাহং গুণ পাত্রেণ শ্রীনিবাসেন সাম্প্রতং। শোচামি রহিতং লোকং পাপ্মনা কলিনেক্ষিতং॥ আত্মানঞ্চানুশোচামি ভবন্তঞ্চামরোত্তম। দেবানৃষী

---

† মহল্লোকদিগের দ্বারা ক্ষয়হয়না; ইত্যর্থে মহান্ ব্যক্তিতে এসকল গুণের অধিষ্ঠান নিত্যই আছে! যেহেতু তাঁহারদিগের এগুণ সহজ হয়। সহজ পদে পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মফলে শরীরের সহিত জন্মিয়াছে। সুতরাং যাহাঁরা এই একচত্বারিশৎ ও ব্রহ্মণ্যত্বাদি গুণরহিত নহেন তাহাঁরা কদাপি অবসন্ন হয়েন না।

ন্‌ পিতৄন্‌ সাধূন্‌ সর্ব্বান্‌ বর্ণাংস্তথাশ্রমান॥ ২৮॥

তেন গুণপাত্রেণ গুণালয়েন। পাপ্মনা পাপহেতুনা॥ ২৮॥

অতএব বৃষরূপ ধর্ম্মের পাদত্রয় ভগ্ন দেখিয়া ধর্ম্মসেতু ও ধর্ম্মধারণকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের তিরোধান বিষয়ক আক্ষেপোক্তি দ্বারা ধর্ম্মকে ধরণী কহিতেছেন। যথা (তেনাহমিতি) ॥

সেই গুণপাত্র অর্থাৎ গুণালয় শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আমি অধুনা রহিত হইয়া এবং পাপাশ্রয় পাপহেতু কলিকর্ত্তৃক অবলোকিত লোক দেখিয়া শোক করিতেছি। এবঞ্চ হে অমরোত্তম ধর্ম্ম; তোমার অবস্থা এবং আমার আপনারবস্থা; ও দেবতা ঋষি পিতৃ সাধু আর সমস্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অবস্থার অনুদর্শন করিয়া অনুতাপ অর্থাৎ শোক করিতেছি॥ ২৮॥

ইত্যর্দ্ধে পৃথিবী অনুশোচকরতঃ এই অভিপ্রায়ে কহিয়াছেন: যে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা ধরণীতে পাপাত্মা কলির আগমন হইয়াছে, অতএব তৎকর্ত্তৃক সমস্ত ধর্ম্ম বিপ্লব হইবে ইত্যাশঙ্কায় পৃথিবী কাতরা হইয়াছেন, অর্থাৎ যে ধর্ম্মবিনা ধরণী ভার সহনকরিতে অশক্তা সেই ধর্ম্মেরপাদ ভগ্নহইয়াছে; সুতরাং হেঅমরোত্তম; দেবতা ঋষি পিতৃ সাধুগণের অর্চ্চনার অনুদিন হানি হইবে। এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদির ধর্ম্মবিলোপহইবেক, আর গৃহস্থধর্ম্ম; ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম; বানপ্রস্থধর্ম্ম; ও সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নাশ

হইয়া যাইবেক; এহেতু আমার দারুণ শোকউপস্থিত হইতেছে; বিশেষতঃ তুমি যে ধর্ম্ম; তোমার হীনাবস্থাই আমার বিশেষ শোকের কারণ হইয়াছে ॥ ২৮

ব্রহ্মাদয়ো বহুতিথং যদপাঙ্গ মোক্ষ কামাস্তপঃ সমচরন্ ভগবৎপ্রপন্নাঃ। সাশ্রীঃ স্ববাস মরবিন্দবনং বিহায় যৎপাদ সৌভগমলং ভজতেঽনুরক্তা ॥ ২৯ ॥

তস্যাবিরহো দুঃসহ ইত্যাহ চতুর্ভিঃ। ব্রহ্মাদয়ো যস্যাঃ শ্রিয়ঃ অপাঙ্গ মোক্ষঃ স্বস্মিন্ দৃষ্টিপাতঃ তৎকামাঃ সন্তঃ বহুতিথং বহুকালং তপঃ সমচরন্ সম্যক্ চরন্তিস্ম। ভগবদ্ভিরুক্তৈঃ প্রপন্না আশ্রিতা অপি সাশ্রী যস্য পাদলাবন্যং অলমনুরক্তা সতী সেবতে ॥ ২৯ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বিরহ যে সুদুঃসহ তদর্থে চতুঃশ্লোক উক্ত হইয়াছে; । যথা (ব্রহ্মাদয়ইতি) ॥

ব্রহ্মাদি দেবগণেরা যে কমলা অর্থাৎ লক্ষ্মীর অপাঙ্গ পাত হইবার কামনা করেন। এবং যোগী ঋষি প্রভৃতি সাধুগণেরা বহুকাল পর্য্যন্ত কলাকাষ্ঠারূপে তপস্যার সমাচরণ পূর্ব্বক কমলার অপাঙ্গ পাত আমারদিগের প্রতি হউক এই কামনা করেন। অতএব ভাগ্যবান উক্ত মহাশয়কেরা যে হরিপ্রিয়ার চরণে প্রপন্ন হইয়াছেন; † সেই কমলা স্বীয়বাস পদ্মকাননকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণলাবন্যকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচরণ শোভার

---

† সেই কমলা কৃষ্ণ পাদপদ্ম শোভায় অনুরক্তা হইয়া সেবা করেন ইত্যর্থে বলা হইল যে শ্রীমল্লক্ষ্মী হরিপ্রিয়া হইয়া ও কৃষ্ণ

অনুরক্তা হইয়া সেবাকরেন; সুতরাং তদ্বিরহ সহ্যক রিতে কে শক্তহয়? ॥ ২৯॥

তস্যাহমজ্জ্বলিশাঙ্কুশকেতুকেতৈঃ শ্রীমৎপদৈর্ভগবতঃ সমলঙ্কৃতাঙ্গী। ত্রীনত্যরোচ উপলভ্য ততো বিভূতিং। লোকানসমাং ব্যসৃজদুৎসয়তীং তদন্তে।৩০

তস্য ভগবতঃ শ্রীমদ্ভিঃ পদৈঃকেতুর্ধ্বজঃ অব্জাদয়ঃ কেতাশ্চিহ্নানি যেষাং তৈঃযদ্বা অব্জাদীনা মাশ্রয়ৈঃ সম্যক্ অলঙ্কৃত মঙ্গং যস্যাঃ সাহং ততো ভগবতো বিভূতি সম্পদ মুপলভ্য প্রাপ্য ত্রীন্ লোকান্ অতিক্রম্য রোচে শোভিত বত্যস্মি। পশ্চাৎ তস্যা বিভূতে রন্তে নাশকালে প্রাপ্তেসতি! উৎস্ময়ন্তীং গর্বং কুর্ব্বাণাং মাং সত্যসৃজৎ ত্যক্তবান্॥ ৩০।

অনন্তর; ধরণী ধর্ম্মকে কহিতেছেন; হে লোক সাক্ষিণ্। আমি শ্রীকৃষ্ণ পদাঙ্ক ভূষিতা হইয়া জগতে ধন্যা হইয়াছিলাম; তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (তস্যাহমিতি) ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণের পদ্ম বজ্র ধ্বজাদি চিহ্ন বিশিষ্ট পাদপদ্মাঙ্কে অলঙ্কৃতাঙ্গী হইয়া আমি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি লোকত্রয়কে অতিক্রম করিয়া শোভিতা হইয়াছিলাম;

পাদ পদ্ম শোভার প্রাপ্তিইচ্ছা করেন; যেহেতু বৈকুণ্ঠ নাথ মহিষী হইয়া নারায়ণ রূপের সেবায় পরিতৃপ্ত থাকিয়া ও গোপীনাথ গোবিন্দ রূপের চরণ সেবা করিতে পুনরভিলাষ যুক্তা হয়েন। অর্থাৎ মাধুর্য্যরসাভিলাষিনী হইয়া কমলা নিরন্তর গোবিন্দ নন্দ নন্দনের সেবা করিতে কামনা করিতেছেন॥

এবং সেই ভগবৎ বিভূতি অর্থাৎ পরম সম্পৎ স্বরূপ পাদাঙ্ক প্রাপ্ত হইয়া আমার তৎকালে মহাগর্ব্ব হই য়াছিল; বস্তুতঃ অহঙ্কার হইলেই তাহার নাশহয়; অর্থাৎ তৎসম্পদের অপক্ষয় হয়; আমার সেই সম্প ত্তির নাশকালে আমাকে ভগবান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

যোবৈ মমাতি ভরমাসুর বংশ রাজ্ঞা
মক্ষৌহিণী শত মপানুদদাত্মতন্ত্রঃ।
ত্বাং দঃস্থ মূনপদ মাত্মনি পৌরুষেণ স
ম্পাদয়ন্ যদুষুরম্য মবিভ্রদঙ্গং ॥ ৩১ ।

কিঞ্চ যোবৈ আসুরঃ বংশো যেষাং তেষাং রাজ্ঞাং অক্ষৌহিণী শতরূপং মমাতিভরং ভারং অপনীত বান্। ত্বাঞ্চ উনপদয়াং দুঃস্থং সন্তং পৌরুষেণ পুরুষকারেণ আত্মনি স্বস্মিন্ সম্পূর্ণপদং সুস্থং সংপাদয়ন্ লক্ষণ হেত্বোঃ ক্রিয়ায়া ইতিহেতৌ শতৃপ্রত্যয়ঃ। সম্পাদয়িতু মিত্যর্থঃ। অবিভ্রৎ ধৃতবান্ ইত্যর্থঃ॥ ৩১।

আরও শোকের কারণ তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ কর; যথা (যোবৈ ইতি)॥

যে সকল অসুরবংশ প্রসূত রাজাদিগের শত শত অক্ষৌহিণী সেনাভরে আমি অতিভারাক্রান্তা হইয়াছিলাম, আত্মতন্ত্র অর্থাৎ স্বতন্ত্র পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ আমার সেই অতিভরের অপনয়ন করেন। এবং স্বীয়পুরুষকার দ্বারা সমস্তদুঃখের উনত্বসম্পাদনঅর্থাৎসম্পূর্ণ পাদ সুস্থ সম্পাদন নিমিত্ত যদুবংশেতে সুচারু মনোহর অ

ঙ্গকে ধারণ করিয়াছিলেন। অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণেতে বিরহি
তা হইয়াছি। ইহা উত্তরাভিপ্রায়ে কহিতেছেন॥ ৩১।

কাবা সহেত বিরহং পুরুষোত্তমস্য প্রে
মাবলোক রুচির স্মিত বল্গুজল্পৈঃ।
স্থৈর্য্যং সমানমহরন্মধু মানিনীনাং রো
মোৎসবো মম যদঙ্ঘ্রি বিটঙ্কিতায়াঃ।৩২

তস্য বিরহং কাবা সহেত প্রেমাবলোকশ্চ রুচিরস্মিতঞ্চ বল্গু
জল্পশ্চ তৈঃ মধু মানিনীনাং সত্যভামাদীনাং সমানং গর্বসহিতং
স্থৈর্য্যং স্তব্ধত্বং যোহহরৎ। যস্যাঙ্ঘ্রিণা রজসা খচিতেন বিটঙ্কি
তায়াঃ অলঙ্কৃতায়া শস্পাদি মিষেণ রোমোৎসবোভবতি॥ ৩২।

শ্রীকৃষ্ণ বিরহ অত্যন্ত দুঃসহ এতদর্থে উক্ত হইয়াছে;
যথা (কোবাসহেত ইতি)॥

কে এমন স্ত্রী আছে যে শ্রীকৃষ্ণ বিরহ সহ্য করিতে
পারে। অর্থাৎ কেহই পারেনা। যেহেতু সেই পুরুষো
ত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাবলোকন ও মনোহর হাস্য এবং
সুমিষ্ট আলাপাদি দ্বারা † মধু মানিনী দিগের অর্থাৎ
সত্যভামাদি মহিষীগণের ❊ মানের সহিত স্থৈর্য্যকে
অপহরণ করিয়াছিলেন। এবং যে শ্রীকৃষ্ণের উত্থিত চ
রণ রজেতে অলঙ্কৃত হইয়া আমার সমস্ত গাত্রে শস্পা
দিরূপ অর্থাৎ তৃণাদি রূপ ‡ রোমোৎসব হইয়াছিল।

---

† মধু মানিনী পদে মান মদে মত্তা কামিনী।

❊ মানের সহিত পদে গর্ব্বের সহিত।

‡ রোমোৎসব পদে রোমাঞ্চ।

অধুনা সেই শ্রীকৃষ্ণেতে রহিতাহইয়া আমারক্রটিত লাবন্য হইয়াছে ।। ৩২।

তয়ো রেবং কথয়তোঃ পৃথিবী ধর্ম্ময়োস্তদা। পরীক্ষিন্নাম রাজর্ষিঃ প্রাপ্তঃ প্রাচীংসরস্বতীং ।। ৩৩।

কথয়তোঃ সতোঃ প্রাচীং পূর্ব্ববাহিনীং কুরুক্ষেত্রে ॥ ৩৩।

এইরূপ ধর্ম্ম পৃথিবীর কথোপকথন কালে রাজর্ষি পরীক্ষিৎ পূর্ব্ব বাহিনী সরস্বতীতীরকে প্রাপ্ত হইলেন অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইলেন ।। ৩৩ ।।

অথ াৎ বৃষরূপধর্ম্ম ও গাবিরূপা পৃথিবীর কথোপকথন কুরুক্ষেত্রের যে স্থানেহইতেছিল সেইস্থানে রাজা পরীক্ষিৎ আগত হইলেন। ইত্যর্থে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পর কলি ধর্ম্মনাশের নিমিত্ত যজ্ঞীয়দেশে সমাগত হইয়াই ধর্ম্মের আঘাৎ করিতেছে, ইতঃপূর্ব্বে কলি তুরুষ্কাদি দেশে থাকিয়া ইষ্টসাধন করিত ।। ৩৩ ।।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথম স্কন্ধে পারীক্ষিতে ধর্ম্মপৃথ্বী সম্বাদঃ ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।। ১৬ ।।

ইতি প্রথমে ষোড়শঃ ।। ১৬ ।।

এই শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে প্রথম স্কন্ধে শুকপ্রণীত সংহিতাতে পারীক্ষিত প্রস্তাবে ধর্ম্ম পৃথিবী সংবাদ কথন নামে ষোড়শোহধ্যায় সমাপ্ত হইল ॥ * ॥ ১৬।

অথ সপ্তদশোহধ্যায়ঃ।

ততঃ সপ্তদশে রাজ্ঞা কলে র্বিগ্রহউচ্যতে। তদ্বীর্য্যং বীর্য্য ভাজোপি বৈরাগ্যং বক্তুমদ্ভুতং ॥ ১। স্বামীকৃতমুখবন্ধং।

মুখবন্ধ শ্লোকে স্বামী সপ্তদশ অধ্যায়ের সমস্ত ফল কহিয়াছেন। অর্থাৎ রাজা পরীক্ষিৎ কলিবীর্য্য এবং তাহার নিগ্রহ ও অদ্ভুত বৈরাগ্যাদি বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীসূতউবাচ। তত্র গোমিথুনং রাজা হন্যমান মনাথবৎ। দণ্ডহস্তঞ্চ বৃষলং দদৃশে নৃপলাঞ্ছনং ॥ ১॥

হন্যমানং তাড্যমানং ॥ ১।

নৈমিষীয় ঋষি শৌনকাদির প্রতি সূতগোস্বামী যে রূপ কহিয়াছিলেন, তাহা এই শ্লোকে কহিতেছেন। যথা (তত্রেতি) ॥

সূতগোস্বামী কহিতেছেন, হে শৌনক, (তত্র) পূর্ব্বোক্ত সরস্বতীতীরে রাজা পরীক্ষিৎ † নৃপবেশধারী এক বৃষল অর্থাৎ শূদ্রকে * দণ্ডহস্ত দেখিলেন। এবং

---

† নৃপবেশ ধারী শূদ্র পদে রাজার ন্যায় বেশধারী ম্লেচ্ছ অর্থাৎ এস্থলে বৃষল শব্দে ম্লেচ্ছশূদ্র, যেহেতু অনেক শূদ্র ম্লেচ্ছ ভিন্ন কোনমতেই সৎশূদ্রে গোহত্যায় প্রবৃত্ত হয়না।

* দণ্ডহস্ত পদে লৌহময় দণ্ডহস্ত অর্থাৎ খড়্গহস্ত।

ভৎকর্ত্তৃক তাড্যমান (1) অনাথেরন্যায় গোমিথুনকেও দর্শন করিলেন ॥ ১ ॥

বৃষং মৃণালধবলং মেহন্তমিববিভ্যতং। বেপমানং পদৈকেন সীদন্তং শূদ্র তাড়িতং ॥ ২॥

মৃণালং পদ্মকন্দ তদ্বৎধবলং; ভয়ান্মেহন্তং মূত্রয়ন্তং ইবেত্যনেন পাদাবশেষো ধর্ম্মো ভয়ান্মূত্রয়ন্নিব প্রতিক্ষণং ক্ষীয়মাণাৎ শঃ তস্য পানির্বাহাৎ কম্পমান ইতিদর্শিতং ॥ ২ ॥

অনন্তর রাজা পরীক্ষিৎ কিরূপ অবস্থাপন্ন গোমিথুনকে দেখিলেন, তাহা কহিতেছেন; যথা (বৃষমিতি)। মৃণালের ন্যায় ধবল এক বৃষকে দেখিলেন। অর্থাৎ † পদ্মের কন্দবৎশ্বেতবর্ণ; অতি ‡ শীর্ণকায় * কম্পান্বিত একপদে দণ্ডায়মান ম্লেচ্ছকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ভয়েতে প্রস্রাব করিতেছে ॥ ২ ॥

গাঞ্চ ধর্ম্মদুঘাং দীনাং ভৃশং শূদ্রপদাহতাং। বিবৎসা মশ্রুবদনাং ক্ষামাং যব সমিচ্ছতীং ॥ ৩ ॥

---

(1) অনাথেরন্যায় গোমিথুন পদে রক্ষাকর্ত্তা শূন্য গাবী ও বৃষ।

† পদ্মকন্দ পদে পদ্ম মূল হইতে পঙ্কমধ্যে যে দাঁটা বাহির হয় তাহাকে মৃণাল বলে, সে অতি শ্বেতবর্ণ হয়।

‡ শীর্ণকায় পদে প্রতিক্ষণ ক্ষীয়মাণ।

* কম্পমান পদে দর্শন করাইয়াছেন যে শোভনরূপ ধর্ম্মের নির্ব্বাহ হইতেছে না, অর্থাৎ ধর্ম্মের অস্থিরতা হইয়াছে, ইতিদর্শিতং।

ধর্ম্মদুঘাং হবির্দোগ্ধ্রীং) ক্ষামাং কৃশাং। যবসং তৃণং অত্র সস্যাদি প্রসব ক্ষয়াৎ। বিবৎসেব যজ্ঞাভাবাৎকৃশা! অতএব যজ্ঞভাগমিচ্ছন্তী পৃথিবীতি সুচিতং॥ ৩॥

বৃষাবস্থার দর্শন করিয়া অনন্তর গাবির অবস্থা যেরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহা এইশ্লোকে কহিতেছেন; যথা। (গাঞ্চেতি)॥

শূদ্র পদাঘাতে অর্থাৎ ম্লেচ্ছের গাঢ় পদাঘাতে পীড়িতা ধর্ম্মদুঘা অর্থাৎ হবির্দোগ্ধ্রী পৃথিবীকে রাজা অবলোকন করিলেন; অতিদীনা অর্থাৎ মলীনা হইয়াছেন। এবং বিবৎসা অর্থাৎ বৎসহীনা; অশ্রুবদনা অর্থাৎ রুদ্যমানা; ক্ষামা অর্থাৎ কৃশা হইয়া যবস ইচ্ছা করিতেছেন॥ ৩॥

এতদর্থে এই প্রতীতি হইতেছে যে গোরূপা পৃথিবীকে ম্লেচ্ছ পদাঘাত করিতেছে তাহার অভিপ্রায় এই যে যজ্ঞীয়দেশে ম্লেচ্ছেরা পাদসঞ্চারণ করিতে লাগিল সুতরাং তাহাতেই পৃথিবী অত্যন্ত আঘাত বিশিষ্টা হইয়াছেন। যেহেতু পৃথিবী ধর্ম্মদুঘা অর্থাৎ ধর্ম্মরূপ ঘৃতবতী যজ্ঞাভাবে কৃশা; তাঁহা হইতে আর ধর্ম্মপুষ্টি হইতেছেনা। যজ্ঞ স্বরূপ তৃণ ভোজনে ইচ্ছা করিতেছেন; সস্যাদি প্রসবক্ষয়েতে বৎসহীনা গাবির ন্যায় রুদ্যমানা হইয়াছেন; এবম্ভূতা ধরণীর অবস্থা দেখিয়া মহারাজা পরীক্ষিৎ তৎকালে অত্যন্ত ক্রোধের আহরণ করিয়াছিলেন॥ ৩॥

পপ্রচ্ছ রথ মারূঢ়ঃ কার্ত্তস্বর পরিচ্ছদং।

মেঘ গম্ভীরয়া বাচা সমারোপিত কা র্ম্মুকঃ ॥ ৪ ॥

কার্ত্তস্বরং সুবর্ণং পরিচ্ছদঃপরিকরোযস্য। স্বর্ণনিবদ্ধমিত্যর্থঃ। সজ্জীকৃত কার্ম্মুকঃ ॥ ৪ ॥

অনন্তর, রাজা পরীক্ষিৎ পৃথিবী ধর্ম্মকে তাড্যমান. দেখিয়া রাজবেশধারী ম্লেচ্ছকে জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন, যথা। (পপ্রচ্ছেতি)॥

পূর্ব্বোক্ত অবস্থাপন্ন গাবি ও বৃষকে দেখিয়া মেঘ গর্জ্জনন্যায় গম্ভীর বাক্যদ্বারা রাজবেশধারী ম্লেচ্ছকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন; রাজা পরীক্ষিত, কিম্ভূতঃ ন; মনোহর রথে আরূঢ়; এবং স্বর্ণনির্ম্মিত ভূষণাদিতে ভূষিত, ও করতলে সজ্জীকৃত ধনুঃ। অর্থাৎ গুণযুক্ত ধনুঃ ॥ ৪ ॥

কস্ত্বং মচ্ছরণে লোকে বলাদ্ধংস্যবলা ন্ বলী। নর দেবোসি বেশেন নটবৎ ক র্ম্মণা দ্বিজঃ ॥ ৫ ॥

হংসি ঘাতয়সি। রাজাহমিতিচেৎ তত্রাহ। নট ইব বেশমাত্রেণ নর দেবোসি কর্ম্মণা অদ্বিজঃ শূদ্রঃ ॥ ৫ ॥

অহে বলিষ্ঠ; তুমি কে, মৎপালিত দেশে বল পূর্ব্বক বলীবর্দ্ধ অর্থাৎ গোবৃষকে আঘাত করিতেছ; তোমা কে রাজবেশধারী দেখিতেছি; কিন্তু † শূদ্রবৎ কর্ম্মাচ রণ করিতেছঃ যেহেতু রাজরূপে গোহত্যা করিতে

---

† শূদ্র শব্দে ম্লেচ্ছ, অর্থাৎ ম্লেচ্ছ ব্যতীত সৎশূদ্রে কদাপি গো হিংসা করেনা।

উদ্যত হইয়াছ; সুতরাং তুমি রাজা নহ; শুদ্ধ * নটবং বেশধারণ করিয়াছ এইমাত্র ॥ ৫ ॥

যস্ত্বং কৃষ্ণেগতে দূরং সহগাণ্ডীব ধন্বনা। শোচ্যোস্য শোচ্যান্ রহসি প্রহরন্ বধমর্হসি ॥ ৬ ॥

অশোচ্যান্ নিরপরাধান্ রহসি যস্ত্বং প্রহরসি সশোচ্য সাপরাধোসি। অতোবধমর্হসি ॥ ৬।

রাজা পরীক্ষিৎ কহিতেছেন; তুমি যে ম্লেচ্ছ তাহাতে সন্দেহ নাই; যেহেতু তোমার কর্ম্মদ্বারা প্রকাশ হইতেছে; যথা। (যস্ত্বমিতি)।

অর্জ্জুনের সহিত শ্রীকৃষ্ণ দূরেগমন করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বধামোপগত হইয়াছেন দেখিয়া নির্জ্জনেতুমি অশোচ্য ব্যক্তিকে হনন করিতেছ অর্থাৎ নিরপরাধী ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিতেছ, একারণ তুমি অপরাধী অর্থাৎ বধার্হ † যেহেতু রাজার নিকট বিচারে এরূপ ব্যক্তি বধযোগ্য হয় ॥ ৬ ॥

ত্বং বা মৃণালধবলঃ পাদৈর্ন্যূনঃ পদাচর

---

* নটবৎ বেশধারী পদে যেমন রঙ্গভূমে নাটুয়ারা নানাবেশ ধারণ করিয়া থাকে তদ্রূপ বেশধারণ মাত্র।

† রাজার নিকট বিচারে বধযোগ্য পদে আমি রাজা পৃথিবীতে থাকিতে তুমি অরাজকের ন্যায় নিস্বামীক জ্ঞানে লোকহিংসা করিতে উদ্যত হইয়াছ, একারণ বধার্হ হইলে, সুতরাং তোমাকে বধকরিয়া গোবৃষকে অদ্য আমি রক্ষা করিব।

ন্। বৃষরূপেণ কিং কশ্চিদ্দেবো নঃ পরি
খেদয়ন্ ॥ ৭।

বৃষং প্রত্যাহ! ত্বং বা কঃ স্বয়মেব সংভাবয়তি ॥ কিং কশ্চিৎ দেবো বৃষরূপেণাস্মান্ পরিখেদয়ন্ বর্ত্তসে ॥ ৭ ॥

অনন্তর; মহারাজা পরীক্ষিৎ বৃষকে দেখিয়া নিজান্তঃকরণে চিন্তা করিতেছেন; তদর্থে শ্লোক উক্ত হইয়াছে; যথা (ত্বমিতি)॥

পদ্মকন্দের ন্যায় ধবলবর্ণ তুমি কে; ত্রিপাদহীন হইয়া একপাদে বিচরণ করিতেছ; এতৎজিজ্ঞাকরণানন্তর স্বচিত্তে স্বয়ং ভাবনা করিতেছেন, যে বৃষরূপে কি কোন দেবতা আমার দিগকে খেদিত করিবার নিমিত্ত ছলে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন ॥ ৭ ॥

নজাতু কৌরবেন্দ্রাণাং দোর্দ্দণ্ড পরির
ম্ভিতে। ভূতলেঽনুপতন্ত্যস্মিন্ বিনাতে
প্রাণিনাং শুচঃ ॥ ৮ ॥

দোর্দ্দণ্ডঃ পরিরম্ভিতে পরিরম্ভিতবৎ সুরক্ষিতে। তে শুচঃ অশ্রুণি বিনানোষাং অশ্রুণি নানুপতন্তি ইতি খেদ হেতুত্বং দর্শিতং। ৮ ॥

অনন্তর বৃষকে খেদের হেতু কহিতেছেন; । যথা (নজাত্বিতি)॥

হে বৃষ; কৌরবেন্দ্রদিগের অর্থাৎ পাণ্ডুবংশাবতংস রাজেন্দ্রদিগের সুরক্ষিত দেশে কোন প্রাণির শোকাশ্রু পাত হয়না, কি দুঃখের বিষয়; অদ্য তোমার শোকা-

শ্রু পতন দৃষ্টে আমার অন্তকরণে অত্যন্ত খেদ জন্মি-
তেছে ॥ ৮।

মা সৌরভেয়াত্র শুচো ব্যেত্ততে বৃষলা
দ্ভয়ং। মারোদীরম্ব ভদ্রংতে খলানাং
ময়িশাস্তরি ॥ ৯ ॥

এবমুক্তে পুনরপি ! শোচন্তং প্রত্যাহ। ভোঃ সুরভেঃ পুত্র অত্র
মাশুচঃ শোকং মা কুরু। ব্যেত্তু অপযাত্তু। গাং প্রত্যাহ। অম্ব
মাতঃ শাস্তরি ময়িজীবতি সতি তে ভদ্রমেব ভবতো মারোদীঃ ৯

অতঃপর মহারাজা পরীক্ষিৎ গোবৃষকে আশ্বাস করি
য়া কহিতেছেন। যথা (মাসৌরভেয়ইতি) ॥

হে সৌরভেয় অর্থাৎ সুরভি পুত্র বৃষ, হে অম্ব মাতঃ
সুরভে। তোমরা আর শোক করিহ না (বৃষলাদ্ভয়ং)
অর্থাৎ ম্লেচ্ছ হইতে যে ভয় হইয়াছে সে ভয়কে ত্যাগ
করহ; তোমারদিগের কল্যাণ হইবে খল সকলের দণ্ড
কর্ত্তা রাজা পরীক্ষিৎআমি জীবিত আছিঅর্থাৎআমি
জীবিত থাকিতে কোন হানি হইবেনা অতএব তোমরা
আর রোদন করিহনা ॥ ৯ ॥

যস্য রাষ্ট্রে প্রজাঃ সর্ব্বা স্ত্রস্যন্তে সাধ্ব্য
সাধুভিঃ। তস্য মত্তস্য নশ্যন্তি কীর্ত্তি
রায়ু র্ভগোগতিঃ ॥ ১০।

মদ্ধিতার্থ মেবৈনং হনিষ্যামি ন তবোপকারায়েত্যাহ ! যস্যে
তি দ্বাভ্যং। হে সাধ্বি সর্ব্বাঃ যাঃ কাশ্চিদপীতার্থঃ। অসাধুভিঃ
ত্রস্যন্তে পীড্যন্তে। ভগোভাগ্যং গতিঃ পরলোকঃ ॥ ১০ ॥

মহারাজা পরীক্ষিৎ গোবৃষকে এই অভিপ্রায়ে কহিয়াছিলেন; যে তোমার উপকারার্থে এই পাপিষ্ঠকে আমি নিগ্রহ করিব এমত নহে; অর্থাৎ আত্মহিতার্থে ইহাকে নষ্ট করিব; ইত্যর্থে উত্তর শ্লোকদ্বয়ে উক্ত হইয়াছে। যথা। (যস্যেতি)॥

হে সাধ্বি; হে সুরভে যে রাজার রাজ্যে সকল প্রজা অসাধুগণ কর্ত্তৃক † ত্রাসিহয়; সেই * মত্তরাজার ‡ কীর্ত্তি আয়ু (।) ভগ ॥ গতি অচিরাৎ নাশহইয়া যায়॥ ১০॥

এষরাজ্ঞঃ পরোধর্ম্মোহ্যার্ত্তানা মার্ত্তিনিগ্রহঃ। অতএনং বধিষ্যামি ভূতদ্রুহ মসত্তমং॥ কোহবৃশ্চত্তবপাদাং স্ত্রীন্ সৌরভেয় চতুষ্পদঃ। মাভুবং স্ত্বাদৃশো রাষ্ট্রে রাজ্ঞাং কৃষ্ণানুবর্ত্তিনাং॥ ১১॥

পুনরপি শোচন্তং বৃষভং প্রত্যাহ। কোহবৃশ্চিৎ চিচ্ছেদ। ত্বাদৃশস্ত্বদ্বিধাঃ দুঃখিতাঃ॥ ১১॥

পুনরপি শোকযুক্ত বৃষভকে রাজধর্ম্ম কহিতেছেন; । যথা (এষরাজ্ঞইতি)॥

---

† ত্রাসিত পদে পীড়িত।

* মত্ত পদে পানমত্ত অর্থাৎ মাতাল।

‡ কীর্ত্তি পদে যশঃ।

(।) ভগ পদে ভাগ্য॥

॥ গতি পদে পরলোক।

রাজাদিগের এইপরমধর্ম্ম; যে দুঃখীপ্রজাদিগের দুঃখ নিগ্রহকরা। অতএব এইপ্রাণিহিংসক অসৎ তম পাপীয়ান্ পুরুষকে বধ করিব। হে সৌরভেয়; কে তোমার চতুষ্পদের মধ্যে তিনপাদকে ছেদন করিয়াছে; এই কৃষ্ণানুবর্ত্তী পাণ্ডবদিগের রাজ্যে তোমারদিগের মত কেহ দুঃখী ছিলনা॥ ১১॥

ইত্যর্থে বলাহইল, যে শ্রীকৃষ্ণানুবর্ত্তী যুধিষ্ঠিরাদি মহারাজাদিগের শাসিতা ধরণীতলে ধার্ম্মিক সত্তম প্রজাদিগের কদাপি ঈদৃশ দুঃখ জন্মায়নাই। যেরূপ নিরপরাধী তোমারদিগের যন্ত্রণা দেখিতেছি॥ ১১॥

আখ্যাহি বৃষ ভদ্রং বঃ সাধূনাম কৃতাগসাং। আত্মবৈরূপ্য কর্ত্তারং পার্থানাং কীর্ত্তি দূষণং॥ ১২॥

বো ভদ্রমস্তু। আত্মন স্তব পাদচ্ছেদেন বৈরূপ্যং কৃতবন্তং। কীর্ত্তিং দূষয়তীতি তথা তং আখ্যাহি॥ ১২॥

অনন্তর। রাজা পরীক্ষিৎ বৃষবৈরূপ্যকারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন; যথা (আখ্যাহীতি)॥

হে বৃষ; তোমরা সাধু, অকৃতাগস অর্থাৎ কোন অপরাধীনহ; তোমার আত্ম বৈরূপ্যকারী অর্থাৎ তোমার পাদ ছেদনকর্ত্তা; এবং পাণ্ডবদিগের কীর্ত্তি দূষণকে হইয়াছে তাহাকহ॥ ১২॥

ইত্যর্থে কহিয়াছিলেন যেসর্ব্বতোভাবেপরোপকারে রত মাতাপিতারন্যায় হিতকারিণী গোজাতি। তাহা

কে যাহারা হিংসাকরে, তাহারদিগকে পাপিষ্ঠ নরাধম কহিতে হয়; বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণানুরূপ পাণ্ডবেরাও গোজাতির প্রতিপালন করিয়াছিলেন; তজ্জন্য তাঁহারদিগের যশোগান সকলেইকরেন; ইদানীং কে এমন পাপিষ্ঠ যে গোহত্যা করিয়া পাণ্ডবদিগের সেই কীর্ত্তিকে দূষিতা করিতে উদ্যত হইয়া তদ্বংশে কলঙ্কারোপ করিতেছে; ॥ ১২ ॥

জনে নাগস্যঘং যুঞ্জন্ সর্ব্বতোঽস্যচ মদ্ভয়ং ॥ ১৩॥

ননু তদাখ্যানে কৃতেকথং ভদ্রং স্যাদিত্যত আহ। যস্মা দনাগসি জনে যঃ অ ঘংদুঃখং যুঞ্জন্ কুর্ব্বন্ ভবতি। অস্যৈবংভূতস্য মত্তঃ সকাশাৎ সর্ব্বত্রাপি ভয়ং ভবতি। ততঃ সাধূনাং ভদ্রং ভবেদিতি ॥ ১৩ ॥

যদিবল তাহার পরিচয় দিলে ইদানীং কিরূপে মঙ্গল হইতে পারে ইত্যর্থে উক্ত হইয়াছে, যথা (জনইতি) হে সৌরভেয়। নিরপরাধি ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি দুঃখ যুক্ত করে অর্থাৎ সর্ব্বদা ক্লেশ প্রদান করে। সেইব্যক্তি আমার নিকটে সর্ব্বদা ভয়প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ সমুচিত দণ্ডপায়; তাহার দণ্ড হইলেই সুতরাং সাধুগণের মঙ্গল হয় ॥ ১৩ ॥

অনাগঃ স্বিহ ভূতেষু য আগস্কৃ ন্নিরঙ্কুশঃ। আহর্ত্তা স্মিভুজং সাক্ষা দমর্ত্ত্যস্যাপি সাঙ্গদং ॥ ১৪ ॥

এতস্যাদণ্ডেহহমসমর্থ ইতিমা শঙ্কী রিত্যাহ। অনাগঃসু ব আগস্কৃৎ অপরাধকর্ত্তা তস্যাগর্ত্তাস্য দেবস্যাপি ভুজং আহর্ত্তাস্মি আহরিষ্যামি। সাঙ্গদ মিত্যনেন মূলত উৎপাট্য হরিষ্যামি ইতি দর্শিতং॥ ১৪॥

হেবৃষ এবম্ভূত ব্যক্তির আমি দণ্ডকরিতে নাপারি এমত আশঙ্কা কদাপি করিহ না। তদর্থে উক্ত হইয়াছে যথা (অনাগইতি)॥

(অনাগঃসু) অর্থাৎ নিরপরাধিব্যক্তি দিগের নিকট যেব্যক্তি অপরাধ করে সেইমনুষ্যের দণ্ডকরা কি সেই ব্যক্তি দেবতা হইলে ও আমি তাহারসাঙ্গদ ভুজ উৎপাটন করি। অর্থাৎ তাহার আমূল বাহু চ্ছেদন কর্ত্তা হই॥ ১৪॥

রাজ্ঞোহি পরমোধর্ম্মঃ স্বধর্ম্মস্থানুপালনং। শাসতোহন্যান্ যথাশাস্ত্র মনাপদ্যুৎ পথানিহ॥ ১৫॥

নন্বেকস্য নিগ্রহেণ অন্যস্যানুগ্রহে তব কিং প্রয়োজনং। তত্রাহ রাজ্ঞোহীতি। অন্যান্ অধর্ম্মিষ্ঠান্ শাসতো দণ্ডয়তঃ॥ ১৫॥

যদিবল অন্যের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত অন্যের নিগ্রহ করায় তোমার কি প্রয়োজন, তদর্থে প্রয়োজনতা দর্শন করাইতেছেন। যথা। (রাজ্ঞোহীতি)॥

স্বধর্ম্মস্থ প্রজাদিগের প্রতিপালনকরা এবং অনাপদে উৎপথ গামী প্রজার শাসন করা রাজাদিগের পরম ধর্ম্মহয়। অর্থাৎ শাস্ত্র প্রসিদ্ধাচারশীল ধর্ম্মিষ্ঠ প্রজার প্রতি অনুগ্রহের প্রয়োজন। তদন্য অধর্ম্মিষ্ঠ প্রজাদিগের দণ্ডকরা রাজধর্ম্মে রাজাদিগের আবশ্যকহয়। ১৫

শ্রী ধর্ম্ম উবাচ। এতদ্বঃ পাণ্ডবেয়ানাং যুক্তমার্ত্তা ভয়ং বচঃ।যেষাং গুণগণৈঃ কৃষ্ণো দৌত্যাদৌ ভগবান্ কৃতঃ॥১৬॥

আর্ত্তানামভয়ং যস্মাৎ তদ্বচো যুক্ত মুচিত মেব॥ ১৬॥

অনন্তর মহারাজা পরীক্ষিতের বাক্যাবসানে বৃষরূপী ধর্ম্ম প্রত্যুত্তর করিতেছেন। যথা (এতদ্বইতি)। হেপাণ্ডবেয় তোমারদিগের এরূপ যুক্তবাক্যই বটে, যে কাতর ব্যক্তিদিগকে অভয় প্রদানকরা; নাহবে কেন। যে বংশে তুমি জন্মিয়াছ সেই পাণ্ডবদিগের গুণ গণ দ্বারা আবদ্ধ হইয়া স্বয়ং ভগবান শ্রী কৃষ্ণ †দৌত্যাদি কর্ম্মকে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন॥১৬

নবয়ং ক্লেশবীজানি যতঃস্যুঃপুরুষর্ভ। পুরুষং তং বিজানীমো বাক্য ভেদ বিমোহিতাঃ॥ ১৭॥

বয়ংত্ত যতঃ পুরুষাৎ প্রাণিনাং ক্লেশ হেতবো ভবেয়ুঃ তং পুরুষং ন বিজানীমঃ যতো বাদিনাং বাক্যভেদৈঃ বিমোহিতাঃ॥ ১৭।

ধর্ম্মের কোন ক্লেশ নাই প্রাণিমাত্রের যে ক্লেশ হইবে; তদর্থে উক্ত হইয়াছে; যথা (নবয়মিতি)।

বাদিদিগের ভেদবাক্যের দ্বারা বিমোহিত হইয়া যে পুরুষ হইতে প্রাণিদিগের ক্লেশের কারণ হইবে

---

† দৌত্যাদি কর্ম্ম পদে দূত হইয়াছিলেন. আদিপদে দাসত্ব এবং হীন কর্ম্মাদির অঙ্গীকারে অর্জ্জুনের সারথ্যে অশ্বরক্ষা করিয়াছিলেন॥

সেই পুরুষকে জানিতেছিনা। ১৭ ॥

কেচিদ্বিকল্প বসনা আহু রাত্মন মাত্মনঃ।
দৈবমন্যেঽ পরেকর্ম্ম স্বভাব মপরে বিভুং ॥ ১৮ ॥

বাক্য ভেদা নেবাহ। বিকল্পং ভেদং বসতে আচ্ছাদয়ন্তি। কে যোগিনস্তে আত্মান মেব আত্মনঃ প্রভুং সুখ দুঃখ প্রদমাহুঃ। তদুক্তং আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধু রাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ। ইতি। যদ্বা বিকল্পৈঃ কুতর্কৈঃ প্রাবৃতা নাস্তিকা এবং হি তেবদন্তি। ন তাবদ্দেবতা দীনাং প্রভুত্বং। কর্ম্মাধীনত্বাৎ। নচকর্ম্মণঃ স্বাধীনত্বাৎ। অতঃস্বয়মেবপ্রভুঃ নচান্যঃ কশ্চিদিতি ॥ অন্যেদৈবজ্ঞাঃ দৈবং গ্রহাদিরূপাং দেবতাং। অপরেমীমাংসকাঃকর্ম্ম। অপরে লোকায়তিকাঃ স্বভাবং ॥ ১৮ ॥

ইত্যর্থে ছলবাক্যে ধর্ম্ম ধর্ম্মহানির কথা কহিয়া আপনাকে ধর্ম্ম বলিয়া পরিচয় দিতেছেন; কেননা আমার পাদ হানিভার কারণ লোকের ধর্ম্মের স্থিরতা থাকিবেক না। তদর্থে উক্ত হইয়াছে যথা (কেচিদ্বিকল্প ইতি) ॥

অনন্তর বাক্যভেদ এই কহিতেছেন; যে কেহ২ ভেদ বাক্যদ্বারা জনসকলকে আচ্ছাদিতকরিবে অর্থাৎআপনার সঙ্কল্পযুক্ত বাক্যই কহিবে। কেহবা অধ্যাত্ম যোগবিৎ হইয়া আত্ম শুভাশুভ ফল প্রদানে দেবাদিরকর্তৃত্ব স্বীকার নাকরিয়া আপনারই প্রভুত্বমানিবে। অন্যে দৈবকে মান্য করিবে। অপরে কর্ম্মকে মান্যকরিবে

অর্থাৎ সকলেইকর্ম্মাধীন। অপরে ইহার কিছুই মান্য নাকরিয়া স্বভাবকেই বলবান করিয়া কহিবে॥ ১৮॥

অপ্রতর্ক্যা দনির্দ্দেশ্যাদিতি কেষ্বপিনি শ্চয়ঃ। অত্রানুরূপং রাজর্ষে বিমৃশ স্বম নীষয়া॥ ১৯॥

কেষ্বপি সেশ্বরেষু কেষ্বপীতি দুর্লভত্বং দর্শিতং! নিশ্চয় ইতি সিদ্ধান্তঃ॥ অপ্রতর্ক্যাৎ মনোসোঽগোচরাৎ। অনির্দ্দেশ্যাৎ বচসোঽ গোচরাৎ পরমেশ্বরাৎ সর্ব্বং ভবতীতি। বিচারয় স্ববুদ্ধ্যা। ১৯।

কেহবা অপ্রতর্ক্য অনির্দ্দেশ্য অর্থাৎ নিত্য সত্যমুক্ত স্ব ভাব একজন পরমাত্মা আছেন; তিনি অতিদুর্লভ নিশ্চ য় করিয়া বাগ্বিন্যাস করিবে; অপ্রতর্ক্য অর্থাৎ মনের অগোচর। অনির্দ্দেশ্য অর্থাৎ বাক্যের অগোচর পর- মেশ্বর হইতে সকল হয় অন্যের কিছু সাধ্যনাই। অত এব হেরাজর্ষে, তুমি স্ববুদ্ধিদ্বারা বিচারকরহ; যে আমা র দিগের দুঃখদ পুরুষ কেহয়॥ ১৯॥

ইত্যর্থে বলাহইল যে, যেপুরুষহইতে এইসকল বাক্য ভেদ জন্মিবে সেই পুরুষই আমারদিগের দুঃখ প্রদাতা হইয়াছে।

বিকল্প বসন, পদে স্বরূপ তত্ত্বকেপ্রচ্ছন্ন করিয়া কুতর্ক দ্বারা সকলের চিত্তভেদ জন্মাইয়া দিবেক। অর্থাৎ এক পরমেশ্বর হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়া একং কর্ত্তাদ্বারা জগৎকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে; ইহা সত্যাঙ্গীকার নাকা

রিয়া পৃথক২ বাক্যদ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া ধর্ম্মমূল চ্ছেদন করিবে। কেহ২ যোগী হইয়া আত্মবাদী হইবেক। তদর্থে প্রমাণ দিয়া মূলচ্ছেদনকরতঃ শাখাগ্রহণ করিবেক। যথা (আত্মৈবহ্যাত্মনো বন্ধু রাত্মৈব রিপুরাত্মনইতি।) আপনার বন্ধু আপনি; আপনার শত্রু ও আপনিহয়। ইহাতে আপনার প্রভুত্বব্যতীত হরিহরাদি কোনদেবতার কোন প্রভুত্বনাই। ফলে কথাযথার্থ; কিন্তু নিয়ন্তা পুরুষকে মান্যকরিতে হইবে।

কেহবা দৈব গ্রহাদিরূপ দেবতাকেই সর্ব্বনিয়ন্তা বলিয়া মান্যকরিবে । কিন্তু (গ্রহরূপী জনার্দ্দনকে মান্য করিবেকনা।) অপরে কর্ম্মাধীনজগৎবলিয়া কর্ম্ম মান্য করিবে অর্থাৎ মীমাংসক মতাবলম্বী হইয়া কর্ম্ম প্রাধান্যাঙ্গীকারে কর্ম্মফল প্রদ পরমেশ্বরকে মান্যকরিবেক না। যেহেতু কর্ম্মের স্বাধীনত্ব নাই স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।

অপরে কেহ২ ইহার কিছুই মান্য করিবেক না; অর্থাৎ ঈশ্বর কর্ম্ম দৈব আত্মা সকলি অলীক স্বভাব দ্বারাই সকল হইতেছে, এই স্বভাববাদী নাস্তিক হইয়া জগচ্চিত্তকে মোহিত করিবেক। যেহেতু অনাদিসংসার এমনিই হয় ইহা কাহারও কর্ম্মও নহে, ইহার কর্ত্তাও কেহ নহে।

কেহবা এক পরমাত্মা অপ্রতর্ক্য অনির্দ্দেশ্য আছেন মাত্র অর্থাৎ তিনি অতীন্দ্রিয় নির্গুণ নিরীহ; অচল শাশ্বত নিরঞ্জন মাত্র; ইহা বলিলেইহইবে; তজ্জন্যকোন

উপাসনা করিবার প্রয়োজন নাই, এইরূপ ব্রহ্মবাদ ছলে নাস্তিকতায় প্রবৃত্ত হইবে। ইহা স্ববুদ্ধিদ্বারা বিচার করিয়া জান যে দুঃখদ পুরুষ কে এবং আমিই বা কেহই ॥ ১৯ ॥

এবং ধর্ম্মে প্রবদতি সসম্রাড় দ্বিজসত্তমাঃ। সমাহিতেন মনসা বিখেদঃ পর্য্যচষ্টত ॥ ২০ ॥

বিখেদঃ গত মোহঃ পর্য্যচষ্টত প্রত্যভাষত জ্ঞাতবানিতি বা।২০

সূতগোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিতেছেন; যথা (এবমিতি।)।

হে দ্বিজসত্তমাঃ অর্থাৎ নৈমিষীয় ঋষিগণেরা শ্রবণ করহ' এরূপ ধর্ম্মবাক্য শ্রবণানন্তর চক্রবর্ত্তী রাজা পরীক্ষিৎ গত মোহ হইয়া সমাহিত চিত্তে জ্ঞাতহইয়া প্রত্যুত্তর করিয়াছিলেন ॥ ২০।

ধর্ম্মং ব্রবীষি ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মোসি বৃষরূপধৃক্। যদধর্ম্মকৃতঃ স্থানং সূচকস্যাপি তদ্ভবেৎ ॥ ২১ ॥

অনির্দ্ধারিত মিবব্রুবন্ ঘাতকং জানন্নপি ন সূচয়েৎ ইত্যেবং রূপং ধর্ম্মং ব্রবীষি অতো ধর্ম্মোসিস্ সূচনে কোদোষ ইত্যতআহ। যদিতি। স্থানং নরকাদি ॥ ২১॥

ধর্ম্মপ্রতি ধর্ম্মজ্ঞরাজা পরীক্ষিত কহিতেছেন; যে

† তুমিধর্ম্ম, । যেহেতুএরূপধর্ম্মকহিতেছ। এবংধর্ম্মঘাতককে জানিয়াও অনির্দ্ধারিতরূপে সূচনা করিতেছ। সুতরাং ধর্ম্ম বর্ণনাতেইঅধর্ম্মকৃত স্থানের সূচক হইয়াছ অতএব তুমি বৃষরূপে যে ধর্ম্ম তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥

অথবা দেবমায়ায়া নূনং গতিরগোচরা। চেতসো বচসশ্চাপি ভূতানা মিতি নিশ্চয়ঃ॥ ২২ ॥

যদ্বা অজ্ঞানা দপ্যকথনং সংভবতীত্যাহ। অথবেতি। দেবস্য মায়ায়া গতির ব্যবঘাতক লক্ষণাবৃত্তিঃ ভূতানাং চেতসো বচসশ্চ অগোচরানুজ্ঞেয়া ন ভবতীতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২২ ॥

ধর্ম্ম স্বরূপতা জানিয়া ও রাজা পুনরাশঙ্কা ক্রমে কহিতেছেন। যথা

অথবা কোন দেবমায়া হইবে; যেহেতু দেবমায়ার অগোচরা গতি। অর্থাৎ মনুষ্যদিগের বাক্যের এবং মনের অগোচর; কোনমতে নিশ্চয়রূপে জানাযায়না।২২

---

† তুমিধর্ম্ম বলাতে এই অর্থ হয়, যে ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মোক্তি ভঙ্গীতেই অধর্ম্মের সূচক হয়েন। যখনঅধর্ম্মকৃত স্থান অর্থাৎ নরক স্থান সূচক হইয়া ধর্ম্মহন্তাকে জানিয়াও অনির্দ্ধারিত রূপে কহিয়াছিলেন, তখনই রাজা বিগত মোহ হইয়া ধর্ম্মকে চিনিয়াছিলেন; অর্থাৎ পূর্ব্বে ধর্ম্ম যেসকলবাক্যভেদ বর্ণনা করিয়া বিচিত্ররূপে বাদীগণের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেনতাহাতেই রাজার ভ্রান্তির অপসরণ হইয়াগিয়াছে॥

ইত্যর্থে এই আশঙ্কা করিয়াছিলেন; ধর্ম্মই নিশ্চয় হ ইবেন কি; কোন দেবমায়াই হইবেন; যেহেতু বৃষরূপ ছলে স্বরূপ লক্ষণকে আচ্ছাদন করিয়াছেন; অর্থাৎ দে বতার মায়া দুর্জ্ঞেয়া; কোন জীবেরই বাক্য মনের গো চর নহে ॥ ২২

তপঃ শৌচং দয়া সত্য মিতি পাদাঃ কৃ তেকৃতাঃ। অধর্ম্মাংশৈ স্ত্রয়োভগ্নাঃ স্ময় সঙ্গমদৈস্তব ॥ ২৩ ॥

ধর্ম্মোঽসা বিতি জ্ঞাত্বা তস্য পাদানুবাদেন ব্যবস্থাগাহ। তপই তিদ্বাভ্যাং। অধর্ম্ম পাদৈস্তব ত্রয়ঃ পাদাস্ত্রিভিরংশৈঃ ভগ্নাঃ। স্ময়ো বিস্ময়ঃ॥ ২৩ ॥

অনন্তর রাজা পরীক্ষিত ধর্ম্মপাদানুস্মারক রূপে কহি তেছেন; অর্থাৎ এনিই ধর্ম্ম নিশ্চয জানিয়া দুইশ্লোকে ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথা (তপইতি)॥

হে ধর্ম্ম; সত্যযুগে তপ শৌচ দয়া সত্য এই তোমার চতুষ্পাদ পরিপূর্ণছিল। অধর্ম্মাংশে অর্থাৎ স্ময় সঙ্গ মদদ্বারা তোমার পাদত্রয় ভগ্ন হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বে সত্যযুগে তপ শৌচ দয়া সত্য চারিপাদ ধর্ম্ম পরে ত্রেতাযুগে অধর্ম্ম সংসর্গে ক্রমশঃ এক২ পাদ ধর্ম্মে র হানি হইয়াছে। অর্থাৎ তপঃশৌচ দয়াদি তিন পা দের পরিক্ষয় হইয়াছে। ইহাহইতে বিস্ময়ের কার্য্য কি বল। ২৩॥

ইদানীং ধর্ম্মপাদস্তে সত্যং নির্বর্ত্তয়ে দ্যতঃ। তংজিঘৃক্ষত্য ধর্ম্মোয় মনৃতে নৈধিতঃ কলিঃ ॥ ২৪ ॥

ইদানীং কলৌ হেধর্ম্মতে পাদশ্চতুর্থাংশঃ। তত্রাপি সত্যমেবা স্তি। যতঃসত্যাদ্ভবান আত্মানং নিবর্ত্তয়েৎ কথঞ্চিৎ ধারয়েৎ। যদ্বা পুরুষস্বাং সাধয়েৎ। তমপি পাদং অনৃতেন সম্বর্দ্ধিতঃ কলিরূপোঽয় মধর্ম্মো গ্রহীতুমিচ্ছতি। তত্রেয়ং স্থিতিঃ কৃত যুগে প্রথমং সম্পূর্ণ চতুস্পাদ্ধর্ম্মঃ। ত্রেতায়াং চতুর্ণামপি মধ্যে স্ময়েনতপঃ। সঙ্গেন শৌচং। মদেনদয়া। অনৃতেনসত্যমিত্যেবং চতুর্থাং শোহীয়তে। দ্বাপরেত্বর্দ্ধং। কলৌ চতুর্থাংশোঽবশিষ্য তে সোপ্যন্তে নঙ্ক্ষতীতি ॥ ২৪ ॥

হেধর্ম্ম ইদানীং কলিতে তত্রাপি তোমার পাদচতু র্থাংশআছে। যেহেতু সত্যহইতে তুমি কথঞ্চিৎ আপ নাকে ধারণা করিতেছ। মিথ্যাতে সম্বর্দ্ধিত কলিরূপ অ র্ম্ম সেই সত্যাখ্য তোমার পাদকে সংপ্রতি গ্রাসকরিতে ইচ্ছাকরিতেছে ॥ ২৪।

যদ্রূপ তোমার তপ শৌচদয়া সত্যাদি পাদচতুষ্টয় প্রথম সত্যযুগে সংপূর্ণ ছিল; বর্ত্তমান কলিতেও অধর্ম্ম রূপের স্ময় সঙ্গ মদ অনৃত পাদ চতুষ্টয় পরিপূর্ণ। ক্র মশঃ ত্রেতাদিযুগেঅধর্ম্ম এক২চরণাঘাতেধর্ম্মেরএক২পা দেরআঘাত করিয়া আসিতেছে। অর্থাৎ ত্রেতাযুগেচতু ষ্পাদের মধ্যে তপ আখ্য পাদকে অধর্ম্ম † স্মর নামে

† স্ময় পদে বিস্ময় এখানে কামকে স্ময়বলিয়া ধারণাকরাগেল

স্বপাদাঘাতের দ্বারা হতকরিয়াছে। দ্বাপরে শৌচাখ্য পাদকে * সঙ্গাখ্য স্বপাদদ্বারা নাশকরিয়াছে এবং দয়াখ্য তৃতীয় পাদকে মদাখ্য স্বপাদদ্বারা আঘাত করিয়াছে। সত্যাখ্য পাদকে স্বীয় অনৃতাখ্য পাদদ্বারা নষ্ট করিবে। অর্থাৎ কলিতে সত্যাখ্যপাদের চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিবেক; কিন্তু সেই চতুর্থাংশ ও কলির শেষে নাশ হইয়া যাইবেক॥ ২৪।

ইয়ং ভূমির্ভগবতা ন্যাসিতোরুভরাসতী। শ্রীমদ্ভিস্তৎ পদন্যাসৈঃ সর্ব্বতঃকৃত কৌতুকাঃ॥ ২৫॥

ন্যাসিতঃ অন্যোন্য দ্বারেণাবতারিত উরুর্ভরো যস্যাঃ। কৃতং কৌতুকং মঙ্গলং যস্যাঃ॥ ২৫॥

অনন্তর মহারাজা গোরূপ ধারিণী পৃথিবীর অবস্থা শ্লোকদ্বয়ে কহিতেছেন। যথা (ইয়মিতি)॥

মহাভারাক্রান্তা ধরণী অর্থাৎ এই পৃথিবী উরুভরা

অাৎ কামার্থিকি ব্যক্তির কোনমতেই তপস্যা করা হয়না যেহেতু অজিতেন্দ্রিয়ের সাধ্যতপস্যাকরা।

* সঙ্গ পদে অসৎসঙ্গ. অর্থাৎ ইতর অনাচারীর সঙ্গকরিলে কোনমতেই শৌচাচার সিদ্ধহইতে পারেনা।

‡ মদ শব্দে মত্ততা অর্থাৎ বিষয়মত্ত ব্যক্তি কোন মতেই দানাদি করিতে শক্ত হয়না।

॥ অনৃত পদে মিথ্যা অর্থাৎ মিথ্যাবাদী কদাপি সত্যপথে গমন করেনা।

অন্যান্য দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক তাঁহার ভার অব তারিত হইয়াছে। এবং ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্নবিশিষ্ট স্বীয় পাদ বিন্যাস দ্বারা কৌতুক বিশিষ্টা অর্থাৎ পৃথি বীকে মঙ্গল যুক্তা করিয়াছেন॥ ২৫॥

শোচত্যশ্রুকলা সাধ্বী দুর্ভগেবোজ্ঝিতা সতী। অব্রহ্মণ্যা নৃপব্যাজাঃ শূদ্রাভো ক্ষ্যন্তি মামিতি॥ ২৬

অশ্রূণি কলয়তি মুঞ্চতীত্যশ্রুকলা। তেনত্যক্তা সতী শূদ্রা ভোক্ষ্যন্তিমামিতি শোচতি॥ ২৬॥

সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক ত্যক্তা সতী পৃথিবী † দুর্ভগা অর্থাৎ বিধবার ন্যায় অশ্রুজল ত্যাগ করিয়া রোদন করিতেছেন; যে অতঃপর ‡ অব্রহ্মণ্য নৃপবেশধারী শূদ্র সকল আমাকে ভোগ করিবে॥ ২৬॥

ইতিধর্ম্মং মহীঞ্চৈব সান্ত্বয়িত্বা মহারথঃ। নিশাত মাদদে খড়্গং কলয়েহধর্ম্মহেতবে॥ ২৭॥

নিশাতং নিশিতং অধর্ম্মস্য হেতুর্যঃকলিঃ তং হন্তু মিত্যর্থঃ। ২৭

অনন্তর রাজা পরীক্ষিত ধর্ম্ম ও পৃথিবীকে সান্ত্বনা

---

† দুর্ভগা পদে বিধবা অর্থাৎ পতিহীনার দুরবস্থার ঘটনা হয়, যেহেতু স্বামী রহিত হইলে হীনব্যক্তিও উত্তমা স্ত্রীকে ভোগ করিতে ইচ্ছাকরে॥

‡ অব্রহ্মণ্য নৃপবেশধারী শূদ্র পদে ম্লেচ্ছ সকল রাজবেশ ধারন করিয়া আমাকে ভোগ করিবে।

করিয়া যাহা করিয়াছিলেন তাহা এই শ্লোকে কহিতেছেন (ইতিধর্ম্মমিতি) ॥

ঐইকথা কহিয়া মহারাজা পরীক্ষিত ধর্ম্ম ও পৃথিবীকে সান্ত্বনা করিয়া অধর্ম্মকারণ কলিকে ছেদনকরিবার নিমিত্ত কোশে হইতে নিষ্ক্রান্ত করিয়া শাণিতখড়্গধারণ করিলেন ।।২৭ ॥

তং জিঘাংসুমভিপ্রেত্য বিহায় নৃপলাঞ্ছনং । তৎপাদমূলং শিরসা সমগাদ্ভয়বিহ্বলঃ ॥ ২৮ ॥

অভিপ্রেত্য জ্ঞাত্বা ।। ২৮ ॥

তদ্দৃষ্টে কলি ভীত হইয়া যাহা কহিয়াছিল তাহা বর্ণন করিতেছেন । যথা (তমিতি) ॥

অনন্তর কলি আপনাকে হনন করিতে উদ্যত রাজা পরীক্ষিতকে † দেখিয়া মহাভীতি প্রযুক্ত বিহ্বল হইয়া নৃপবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবনত মস্তকে তৎপাদতলে পতিত হইল ॥ ২৮ ।

পতিতং পাদয়োর্বীরঃ কৃপয়া দীনবৎসলঃ । শরণ্যো নাবধীচ্ছ্লোক্য আহচেদং হসন্নিব ।। ২৯ ।।

শরণ্য আশ্রয়ার্হঃ । শ্লোক্যঃসুকীর্ত্যর্হঃ ॥ ২৯ ॥

---

† দেখিয়া শব্দে এখানে কেবল দর্শন নহে অর্থাৎ রাজার অভিপ্রায় জানিয়া ।

অনন্তর; রাজা পরীক্ষিৎ স্বপাদতলে অবনত কলিকে দেখিয়া কৃপাবিষ্ট চিত্তে যাহা কহিয়াছিলেন; তাহা এ ইশ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন;। যথা (পতিতমিতি)।

মহারাজাধিরাজ † দীনবৎসলমহাবীররাজা পরীক্ষিত্ * শরণ্য এবং ‡ শ্লোক্য পাদতলে পতিত অর্থাৎ শরণাগত কলিপ্রতি কৃপান্বিতহইয়া বধকরিতে পারিলেন না; কারুণ্যরসে আপন্ন হইয়া ঈষৎ হাস্যমুখে কহিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

রাজোবাচ । নতেগুড়াকেশ যশোধরাণাং বদ্ধাঞ্জলেবৈ ভয়মস্তি কিঞ্চিৎ। নবর্ত্তিব্যং ভবতা কথঞ্চন ক্ষেত্রে মদীয়ে ত্বমধর্ম্মবন্ধুঃ ॥ ৩০ ॥

গুড়াকোশোহর্জুনঃ তস্য যশোধরা যেবয়ং তেষাং তান্প্রতি বদ্ধাঞ্জলি র্যেন তস্যতব। কিন্তু কথঞ্চন কেনাপ্যং শেন নবর্ত্তিভব্যং। যস্মাত্ত্বং অধর্ম্মস্য বন্ধুঃ ॥ ৩০ ॥

মহারাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী, পাণ্ডুকুলাবতংশ পরীক্ষিত আশ্বাসযুক্ত বাক্যে এই অভিপ্রায়ে কলিকে কহিয়াছিলেন। যথা (নতেইতি) ॥

হে কলে। (।) গুড়াকেশ অর্থাৎ অর্জ্জুনের ॥ যশোধর

---

† দীন বৎসল পদে দীনপ্রতি পালক।

* শরণ্য পদে আশ্রয় ভূত।

‡ শ্লোক্য পদে সুকীর্ত্তিমান্।

(।) গুড়াকেশ পদে জিতনিদ্র অর্থাৎ যিনি নিদ্রাকে জয়করেন তাহাকে গুড়াকেশ বলে, এখানে জিতনিদ্র অর্জ্জুন হয়েন।

॥ যশোধর অর্থাৎ বংশধর।

যে আমরা; আমাদ্রদিগের নিকটে যাহারা * বদ্ধাঞ্জলি হয় তাহারদিগের কিছুমাত্র ভয়নাই। অতএব তোমার প্রাণের ভয়নাই কিন্তু কোনপ্রকারে তুমি (১) মদীয় ক্ষেত্রে অভিবর্ত্তিত হইওনা; যেহেতু তুমি অধর্ম্ম বন্ধুঃ॥ ৩০॥

ইত্যর্থে বলাহইল যে অর্জ্জুনের বংশধর আমি; আমার নিকট যেব্যক্তি শরণাগত তাহার পৃথিবীমধ্যে কোনস্থানে কিঞ্চিন্মাত্রও ভয়নাই। অতএব আশ্বাস করিয়াছিলেন যে তোমাকে আমি আর বধ করিব না, যখন তুমি কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক চরণোপান্তে আমার শরণাপন্ন হইয়াছ। এক্ষণে মদীয় ক্ষেত্র মধ্যে তুমি কদাপি বাস করিহনা, যেহেতু তুমি অধর্ম্মের পরিবার। ইহা কল্কীপুরাণে কহিয়াছেন। যথা (অধর্ম্মস্য প্রিয়া ভার্য্যা মিথ্যা মার্জ্জার লোচনা। তস্যাঃ পুত্রোতি তেজস্বীদম্ভঃ পরম কোপনঃ। সমায়ায়াংভগিন্যান্তুলোভং পুত্রঞ্চ কন্যকাং। নিকৃতিং জনয়ামাসতয়োঃ ক্রোধঃ সুতোভবৎ। সহিংসায়াং ভগিন্যান্তু জনয়ামাসতং কলিং।) মিথ্যানামেঅধর্ম্মভার্য্যা সেইমিথ্যারবিড়ালের ন্যায় চক্ষু। তাহার পুত্র দম্ভ অতি তেজস্বীএবং ক্রোধী হয়। তাহার ভগ্নীমায়া তাহার গর্ব্ভে লোভনামে পুত্র ও নিকৃতি নামে কন্যা হয়। নিকৃতির গর্ব্ভে লোভ হইতে ক্রোধনামে পুত্র জন্মে। সেই ক্রোধের ভগিনী

---

* বদ্ধাঞ্জলি পদে কৃতাঞ্জলি অর্থাৎ কর যোড়করা।

(১) মদীয় ক্ষেত্র পদে মৎপালিতা পৃথিবী।

হিংসা; হিংসাগর্ভে কলিনামেপুত্র জন্মে। সুতরাং কলি অধর্ম্মের বংশ॥

ত্বাং বর্ত্তমানং নরদেব দেহেম্বনু প্রবৃত্তোঽয় মধর্ম্ম পূগঃ। লোভোঽনৃতং চৌর্য্য মনার্য্য মংহো জ্যেষ্টাচমায়া কলহশ্চ দম্ভঃ॥ ৩১।

তদেবাহ। রাজদেহেষু বর্ত্তমানং ত্বামনু সর্ব্বতঃ প্রবৃত্তঃ। অনার্য্যং দৌর্জ্জন্যং অংহঃ স্বধর্ম্মত্যাগঃ। জ্যেষ্ঠা অলক্ষ্মীঃ। মায়া কপটং॥ ৩১॥

নরদেব দেহে অর্থাৎ রাজদেহে বর্ত্তমান তোমাকে দেখিয়া পশ্চাৎ এই অধর্ম্ম সমূহ প্রবৃত্ত হইবে অর্থাৎ লোভ অনৃত চৌর্য্য অনার্য্য অংহ জ্যেষ্ঠা মায়া কলহ দম্ভ প্রভৃতির অনুগমন হইবে॥ ৩১।

তুমি যখন রাজবেশে প্রবিষ্ট হইয়াছ তখন উত্তম পদকে অভিলাষ করিয়াছ কেননা রাজ দেহেতেই তোমার অধিষ্ঠান হইবে সুতরাং শ্রেষ্ঠব্যক্তিরই সকলে অনুগত হয়। তোমাকে রাজরূপে প্রবিষ্ট দেখিয়া লোভাদি অধর্ম্ম দলের প্রবেশ হইবে। এতন্নিমিত্ত নিষেধ করিতেছি যে আমার পালিত দেশে তুমিবাস করিহনা। অধর্ম্মপূগ পদে লোভ অর্থাৎ পরধন লিপ্সা। অনৃত পদে মিথ্যা। চৌর্য্য পদে পরধনাপহরণ। অনার্য্য পদে দুর্জ্জনতা অর্থাৎ নিরর্থ লোকের ক্লেশ প্রদাতা। অংহ পদে স্বধর্ম্ম ত্যাগ। জ্যেষ্ঠা পদে অলক্ষ্মী

অর্থাৎ ভ্রষ্টশ্রী। মায়া পদে কপট। কলহ পদে নিরর্থ বৈরতা। দম্ভ পদে মাৎসর্য্য অর্থাৎ আত্মম্ভরতা॥ ৩১।

নবর্ত্তিব্যং তদধর্ম্মবন্ধো ধর্ম্মেণ সত্যেনচ বর্ত্তিতব্যে ব্রহ্মাবর্ত্তে যত্রযজন্তি যজ্ঞৈর্যজ্ঞেশ্বরং যজ্ঞ বিতান বিজ্ঞাঃ॥৩২॥

তৎ তস্মাৎ বর্ত্তিতব্যে বর্ত্তিতুমর্হে ব্রহ্মাবর্ত্তে দেশে যজ্ঞস্য বিতানং বিস্তারঃ তত্র বিজ্ঞা নিপুণাঃ॥ ৩২ ॥

হে অধর্ম্ম বন্ধো; হেকলে। এই ব্রহ্মাবর্ত্তদেশে তুমি বর্ত্তিত হইওনা; যে ব্রহ্মাবর্ত্তদেশ সত্যেরদ্বারা ও ধর্ম্মেরদ্বারা বর্ত্তিত হইয়াছে; অর্থাৎ যেখানে † যজ্ঞ বিতান বিজ্ঞ নিপুণ ঋষিগণেরা যজ্ঞদ্বারা সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর পরমাত্মা নারায়ণের অর্চ্চনা করেন সেস্থানে অধর্ম্মবন্ধু যে তুমি; তোমার বাসোপযোগ্য হয়না॥ ৩২।

যস্মিন হরি র্ভগবানিজ্যমান ইজ্যাত্মমূর্ত্তি র্যজতাং শংতনোতি। কামান মোঘান্ স্থিরজঙ্গমানা মন্তর্বহি র্বায়ু রিবৈষ আত্মা॥ ৩৩॥

ইজ্যা যাগঃ তদ্রূপা মূর্ত্তির্যস্য শংক্ষেমং কামাংশ্চ। ননু ইন্দ্রাদয়ো দেবা ইজ্যন্তে নতু হরি স্তত্রাহ। এষ স্থাবরাদীনা মাত্মেতি।

---

† যজ্ঞ বিতান বিজ্ঞ পদে যজ্ঞের বিস্তার এবং যজ্ঞ নিপুণ ঋষিদিগের বাস সেখানে কলির বাস হইতে পারেনা।

তথাপি জীব বন্ন পরিচ্ছিন্ন ইত্যাহ অন্তর্বহিরিতি। যথা বায়ুঃ প্রাণরূপেনান্তঃ স্থিতোপি বহিরপ্যস্তি তদ্বৎ। সর্ব্বান্তর্যামীশ্বরো পীতি॥ ৩৩॥

ব্রহ্মাবর্ত্তে কলির বাস অতি অযোগ্য ইত্যর্থে আরো কহিতেছেন,। যথা (যস্মিন্নিতি)॥

যে স্থানে যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান বাসুদেব যজ্ঞদ্বারা পূজ্য হইয়াছেন। এবং যাগশীল পুরুষদিগের সমস্তকল্যাণের বিস্তার ও অমোঘরূপে সমস্ত অভিলাষের ফল প্রদান করিতেছেন। পূর্ব্বোক্তন্যায় তোমার তথায় বাসকরা উপযুক্ত হয়না। যদিবল যাগে ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চ্চনা সেখানে হরির অর্চ্চনা কই। উত্তর। এই হরি সজীব অজীব অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমাদির আত্মাস্বরূপ হয়েন সুতরাং ইন্দ্রাদির অর্চ্চনাতে তাঁহারি অর্চ্চনাহয়। যদিবল আত্মাবলাতে সর্ব্বব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন তিনি কাহার ব্যাপ্য নহেন। ইহাতে রূপগুণ বিশিষ্ট পরিচ্ছিন্নব্যাপ্য পদার্থ হরিকে আত্মাবলার সঙ্গতি কি। উত্তর; হরি এক কিন্তু তাহার অলৌকিক কর্ম্ম, অর্থাৎ যেমন বায়ু প্রাণরূপে জীবের অন্তঃস্থব্যাপ্য এবং পরিচ্ছিন্ন বাহিরেও সেইবায়ু সর্ব্বব্যাপক অপরিচ্ছিন্ন। তদ্রূপ ভগবান বাসুদেব সর্ব্বদেহের বহিঃস্থ এবং অন্তঃস্থ হইয়াছেন॥ ৩৩॥

সূতউবাচ॥ পরীক্ষিতৈবমাদিষ্টঃ সকলি

জাত বেপথুঃ। তমুদ্যতাসি মাহেদং দ ণ্ডপাণি মিবোদ্যতং ॥ ৩৪ ॥

উদ্যতাসিং উদ্ধৃতখড়্গং। দণ্ডপাণিং যমং। উদ্যতং উদ্যুক্তং ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর; পরীক্ষিতের বাক্য শ্রবণে কলি যাহা করিয়াছিলেন তাহা সূতগোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিতেছেন যথা (পরীক্ষিদিতি) ॥

পরীক্ষিৎ কর্ত্তৃক † আদিষ্ট কলি মহারাজা পরীক্ষিতকে উদ্ধৃত খড়্গ দণ্ডপাণি অর্থাৎ যমের ন্যায় উদ্যুক্ত দেখিয়া কম্পান্বিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

যত্র ক্বাথবৎস্যামি সার্ব্ব ভৌম তবাজ্ঞয়া। লক্ষয়ে তত্র তত্রাপি ত্বামাত্তেষু শরাসনং ॥ ৩৫ ॥

অত্র নবস্তব্যমিতি। যাতব আজ্ঞা তয়া যত্রক্বাপি বৎস্যামি। কিন্তু তত্র তত্রাপি আত্তঃ গৃহীতঃ ইষুঃ শরাসনঞ্চ যেনতং ত্বামেব লক্ষয়ে॥ ৩৫।

কম্পান্বিত কলেবর হইয়া কলি রাজাপরীক্ষিতকে যেরূপ কহিয়াছিলেন তাহা এই শ্লোকে কহিতেছেন। যথা (যত্রেতি) ॥

---

† আদিষ্টকলি পদে আদেশ প্রাপ্তকলি অর্থাৎ রাজাপরীক্ষিৎ আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে কলিকে সেই কলি।

হে সার্ব্বভৌম অর্থাৎ সমস্ত ভূমিপতি, তোমার আজ্ঞাতে আমি যে কোনস্থানে বাস করিতে ইচ্ছাকরিঃ সেই সেই স্থানেই ধনুর্ব্বাণধারী তোমাকে দর্শন করিতেছি॥ ৩৫।

মদীয় ক্ষেত্রে বাস নাকরিয়া তুমি অন্য কোনস্থানে বাসকরহ, পরীক্ষিতের এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কলি সার্ব্বভৌম অর্থাৎ সমস্ত ভূমিপতি বলিয়া পরীক্ষিতকে সম্বোধন করিয়াছেন; যে হে রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তিন্। আমি তোমার অধিকার নহে এমত স্থান দেখিতে পাইনা যে তবাজ্ঞা প্রতিপালনার্থ তথায় গিয়া বাস করি। অর্থাৎ তুমি সমস্ত বর্ষেরই শাসন কর্ত্তা॥৩৫

তন্মেধর্ম্ম ভৃতাং শ্রেষ্ঠ স্থানং নির্দ্দেষ্টু মর্হসি। যত্রৈব নিয়তোবৎস্যে আতিষ্ঠং স্তেনশাসনং॥ ৩৬॥

তৎ তস্মাৎ নিয়তো নিশ্চলো বৎস্যামি॥ ৩৬।

অতএব হে ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ধার্ম্মিকবর আমাকে এমতস্থান তুমি নির্দ্দেশ করিয়া দেহ; যেস্থানে আমি তোমার আজ্ঞাতে † নিয়ত বাসকরিয়া থাকিতে পারি॥ ৩৬॥

শ্রীসূতউবাচ। অভ্যর্থিত স্তদা তস্মৈ স্থা

---

† নিয়ত বাস করিতে পারি ইত্যর্থে নিশ্চলরূপে বাস করিয়া থাকি।

নানি কলয়েদদো। দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ
সুনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥ ৩৭॥

পানং মদ্যাদেঃ। সূনাঃ প্রাণিবধাঃ। দ্যূতেঽনৃতং। পানেম দঃ। পূর্ব্বং মদো দয়ানাশকত্বে নোক্তঃ। অত্রতুগর্ব্বদ্বারা তপো নাশকত্বেন। স্ত্রীষু সঙ্গঃ। হিংসায়াং ক্রৌর্য্যংচ দয়া নাশক মিতি জ্ঞেয়ং। যদ্যপি সর্ব্বং সর্ব্বত্র সংভবতি তথাপি প্রধান্যেনাস্তৃতা দীনাং দ্যূতাদিষু যথা সংখ্যং তৎজ্ঞেয়ং। দ্বাদশস্কন্ধেতু সত্যং দয়া তপোদানমিতি পাদা বির্ভোনৃপেতি অত্রদান শব্দেন শৌচ মেবোক্তং। মনঃ শুদ্ধি রূপত্বাৎ। ভূতাভয়দানস্য ত্রেতায়াং ধর্ম্মপাদানাং তুর্য্যাং শোষ্যীয়তে শনৈঃ। অধর্ম্ম পাদৈ রনৃত হিংসাঽসন্তোষ বিগ্রহৈ বিভাত্রচ অসন্তোষ শব্দেন তস্য হেতু র্গর্ব্বোলক্ষ্যতে। বিগ্রহ শব্দেনচ তদ্ধেতুঃ স্ত্রীসঙ্গ ইত্য বি রোধঃ। ৩৭॥

কলির এতৎ প্রার্থনা সূচক বাক্যের শ্রবণ করিয়া মহারাজা পরীক্ষিৎ যেসকলস্থানে কলিকে বাস করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থান সূতগোস্বামী শৌনকাদিকে কহিতেছেন। যথা (অভ্যর্থিতইতি)। অনন্তর মহারাজা পরীক্ষিত; স্থানপ্রাপ্তি কলিকে তখন দ্যূত পান স্ত্রী সূনা এই চতুর্ব্বিধ অধর্ম্ম স্থান প্রদান করিলেন অর্থাৎ নিয়ত বাসকরিতে কলিকে আদেশ করিলেন॥ ৩৭॥

স্বামীব্যাখ্যাকরেন। দ্যূতপদে অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা অর্থাৎ যেস্থানে জুয়াখেলা হয় সেখানে সত্যের লেশ নাই। পান পদে মদ্য অর্থাৎ পানে মত্তব্যক্তির নিক

ট কাহার মর্য্যাদানাই অর্থাৎ সুরাপব্যক্তি নির্ম্মর্য্যা-
দক হয়। স্ত্রীসঙ্গে অসন্তোষঅথবা গর্ব্ব। শূনা পদে অ
বৈধ প্রাণীহিংসা অর্থাৎ নির্দ্দয়তা।

পূর্ব্বে মদকে দয়া নাশক বলিয়াছিলেন এখানে নিম
র্য্যাদক কহিলেন অর্থাৎ গর্ব্বদ্বারা তপোনাশক হই-
য়াছেঃ সুতরাং একাভিপ্রায় যেহেতু নির্ম্মর্য্যাদক ব্যক্তি
কেই গর্ব্বী বলে। এবং গর্ব্বিতব্যক্তির দয়াও থাকেনা।
ফলিতার্থ হিংসাধর্ম্মেই যথার্থ নিষ্ঠুরতা হয়। স্ত্রীপদে
অসন্তোষ অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সন্তোষ নাই। অসন্তোষ
শব্দে গর্ব্ব বলিয়াছেন। ইহাতে কোন বিরোধ নাই।

যদিও সত্যাদিতেও এসকল স্থানে অধর্ম্মের বাসছি
ল তথাপি সেই সকল স্থানে অধর্ম্ম বন্ধু কলিকে
পর্য্যবসান কালপর্য্যন্তও প্রাধান্য রূপে বাসকরিতে
নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ অন্যান্যযুগে একং স্থানে
বাস মাত্রছিল বিদ্যমান কলিকালে পরীক্ষিতের পত্তন
হইলে সর্ব্বত্রেই সমানরূপে বাসকরিতে পারিবেক।
যেহেতু পূর্ব্বে দ্যূতেই মিথ্যা পানেই নির্ম্মর্য্যাদ স্ত্রীস
ঙ্গেই অসন্তোষতা হিংসাতেই নির্দ্দয়তার অধিষ্ঠান
ছিল। কলিকালে সর্ব্বত্র সকলেতেই এইসকল গুণের অ
ধিষ্ঠান হইবেক। একারণ রাজাপরীক্ষিত তৎকালে তা
হাকে ঐস্থান চতুষ্টয়ে প্রাধান্যরূপে বাসকরিতে আ-
দেশ করিয়াছিলেন॥ ৩৭।

পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপ মদাৎ প্র

ভুঃ। ততোঽনৃতং মদং কামং রজো

বৈরঞ্চ পঞ্চমং॥ ৩৮।

চতুর্বিধস্থানং প্রাপ্যৈকত্রাবস্থানং দেহীতি। পুনর্যাচমানায় জাতরূপং সুবর্ণঞ্চদত্তবান্। ততঃ সুবর্ণদানাৎ অনৃতং মদং কামং নিত্তিসঙ্গং। রজইতি রজোমূলাং হিংসাং এতানি চত্বারি। পঞ্চমং বৈরঞ্চ অদাৎ ইতি॥ ৩৮।

চতুর্বিধ স্থান প্রাপ্তে কলি পুনর্ব্বার অপরস্থানের যাচঞা করাতে মহারাজা যেস্থান প্রদান করিয়াছিলেন; তাহা এই শ্লোকেকহিতেছেন। যথা (পুনশ্চেতি)॥

পুনর্ব্বার স্থান যাচঞা করাতে যাচমান কলিকে মহারাজা পরীক্ষিত জাতরূপে অর্থাৎ সুবর্ণে একস্থান দিলেন। সুতরাং সুবর্ণ সহিত কলির পঞ্চ স্থানবালোপ যোগ্য হইল। অর্থাৎ অনৃত মদ কাম রজ বৈর এইপঞ্চবিধ অধর্ম্ম স্থানে কলিকে নিয়ত বাস করিতে দিলেন॥ ৩৮॥

ইত্যর্থে কলির অভিপ্রায় এই যে অনৃত মদ কাম রজ এইচতুর্বিধ একেতে বাসকরে এমনস্থান যাচঞা করাতে মহারাজা সুবর্ণে বাসদিলেন। অর্থাৎ সুবর্ণে এই চতুর্বিধই আছে। সুবর্ণ শব্দ উপলক্ষমাত্র বৈরকেই সুবর্ণ বলিয়া গিয়াছেন। যেহেতু উপরোক্ত স্থান চতুষ্টয়ই বৈরমূলকহয়। অসত্য স্থানে বৈরতা নিয়তই উপস্থিত হয় তদ্রূপ পানেও স্ত্রীসঙ্গে এবং হিংসায়ও বৈরতা জন্মে॥ ৩৮॥

অমূনি পঞ্চস্থানানি হ্যধর্ম্ম প্রভব কলিঃ। ঔত্তরেয়েণ দত্তানি ন্যবস তন্নিদেশ কৃৎ॥ ৩৯॥

অমূনি অমীষু স্থানেষু ন্যবসদিত্যর্থঃ॥ ৩৯॥

ঔত্তরেয় অর্থাৎ মহারাজা পরীক্ষিত কর্ত্তৃক দত্ত এই পঞ্চস্থানে অধর্ম্ম প্রভব অর্থাৎ অধর্ম্ম বংশ কলি তদাদেশ রক্ষার্থ বাস করিয়াছিলেন॥ ৩৯॥

অথৈতানি নসেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃক্বচিৎ। বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজালোক পতির্গুরুঃ॥ ৪০

অথেতি হেতৌ বুভূষুর্ভূতিমিচ্ছুঃ। শ্রীসুবর্ণয়োরসেবনং নাম তয়োরনাসক্তিঃ। ৪০

এইহেতু কলি উৎপত্তি বিধায় কোন ধর্ম্মশীল পুরুষ এই চারিকে সেবা করেন না। বিশেষতঃ লোকপালক ধর্ম্মশীল রাজারা কদাপি অনৃত মদ কাম রজ বৈর অর্থাৎ দ্যূত পান স্ত্রী সূনা স্বর্ণ সেবা করিবেন না॥ ৪০॥

এতৎ বাক্যের অত্যন্ত অসঙ্গতি হইতেছে; যেহেতু সংসারি ব্যক্তির পক্ষে দ্যূত পানের অর্থাৎ মিথ্যা ও মদ্যের অসেবন করায় কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু স্ত্রী সুবর্ণ হিংসা ব্যতীত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। যদ্যপি ইহাতেই অধর্ম্ম প্রভব কলির বাস হইল তবে কলির প্রভাব বৃদ্ধি ব্যতীত নিগ্রহ করা কিরূপে সিদ্ধ হইতেপারে, যেহেতু এইসকল স্থানসকল যুগেই সকলের কর্ত্তৃকই সেব্য হইয়াছে। উত্তর। ইহাতে সংশয় কি। সর্ব্ব কাল সম্বন্ধে দ্যূত পানের অপরিগ্রহ; রাজাদিগের কদাচিৎ সময়ে পরিগ্রহ হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা-

তেও অধর্ম্মপ্রভব কলির ক্রিয়াও দেখাযায়; অর্থাৎ দ্যুতেযুধিষ্ঠিরনলাদিরবিদুর্দ্দশা নাঘটিয়াছিল; এবং পানে অর্থাৎ যুদ্ধসময়ে সুরাপানেরফলে কলি প্রভাবে যোদ্ধাদিগের আয়ুর হানিকরে; একারণসংগ্রামেরনাম কলি সনা অর্থাৎহিংসা বৈধেতরহিংসা অসেব্যা। স্ত্রী. পদে ধর্ম্মপত্নী ব্যতীত বেশ্যাদি অসেব্যা; স্বর্ণশব্দে ধনরত্নাদির অসেব্য অসেব পদেঅনাসক্তি অর্থাৎ অনাসক্তব্যক্তিতে বৈরক্ত উপস্থিতহইতেপারেনা। ৫০।

বৃষস্য নষ্টাং স্ত্রীন্ পাদান্ তপঃ শৌচং দয়ামিতি। প্রতিসন্দধ আশ্বাস্য মহীঞ্চ সমবর্দ্ধয়ৎ॥ ৪১।

এবং কলিং নিগৃহ্য বৃষস্য পাদান প্রতিসন্দধে তপআদীনি প্রবর্ত্তিতবান্ ইত্যর্থঃ.॥ ৪১॥

মহারাজা পরীক্ষিত কলিকে উক্তপঞ্চ স্থান প্রদান ক. রতঃ যেরূপ ধর্ম্ম প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন; তাহা কহিতেছেন। যথা (বৃষস্যেতি)।

মহারাজা পরীক্ষিৎ এইরূপকলির নিগ্রহ করিয়া বৃষরূপ ধর্ম্মের নষ্ট পাদত্রয়ের পুনর্ব্বারসন্ধারণা করিয়াছিলেন; অর্থাৎ তপ সত্য দয়াদিধর্ম্মের প্রবর্ত্ত করিয়া পৃথিবীকে ধর্ম্মদ্বারা বর্দ্ধমানা করিয়াছিলেন॥ ৪১॥

ইত্যর্থে জানাইয়াছেন; যে মহারাজা পরীক্ষিতের জন্ম দ্বাপরযুগে হইয়াছে; তন্নিমিত্ত তাঁহার অবস্থিতিকাল পর্য্যন্ত কলি প্রভাবান্বিত হইতেপারে নাই; অর্থাৎ পরীক্ষিতের রাজশাসন কালে পৃথিবীতে কলি প্রবর্ত্ত হইয়াও ক্ষমতাপ্রকাশ করিতে পারে নাই;

যেহেতু তৎকালে তপস্যাদি যাগ যজ্ঞাদির প্রবাহ বৃদ্ধিছিল ॥ ৪১ ॥

সএষ এতর্হ্যধ্যাস্তে আসনং পার্থিবোচিতং। পিতামহেনোপন্যস্তং রাজ্ঞারণ্যং বিবিক্ষতা ॥ আস্তেঽধুনা সরাজর্ষিঃ কৌরবেন্দ্র শ্রিয়োল্লসন্। গজাহ্বয়ে মহাভাগ শ্চক্রবর্ত্তী বৃহৎশ্রবাঃ ॥ ৪২ ॥

যুগাদীয় সৎপ্রবৃত্তিরপি তৎপ্রভাবা দিত্যাহ ত্রিভিঃ। এতর্হি ইদানীং যুধিষ্ঠিরেণারণ্যং প্রবেষ্টু মিচ্ছতা উপন্যস্তং সমর্পিতং আসন মধ্যাস্তে অধুনা আস্তে পালয়তে। ইতিচ বর্ত্তমান সামীপ্যে বর্ত্তমান বন্নির্দেশঃ। স্মেত্যধ্যাহারো বা। ৪২।

অনন্তর শৌনকাদি ঋষিগণকে সূতগোস্বামী কহিতেছেন যে তোমারদিগেরযজ্ঞপ্রবৃত্তি যে একালেহইয়াছে সেশুদ্ধ রাজা পরীক্ষিতের প্রভাবেই জানিবেন; নচেৎ একলিতে যজ্ঞ সম্পন্ন হইবার নহে। তদর্থে শ্লোকত্রয় উক্ত করিয়াছেন। যথা। (সএষইতি) ॥

অরণ্য প্রবেশেচ্ছুক রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক প্রদত্ত রাজোচিত সিংহাসনে এই রাজ পরীক্ষিতরাজচক্রবর্ত্তী বৃহৎশ্রবা অধিষ্ঠিত আছেন; অর্থাৎ ইদানীং রাজর্ষিবর্য্য কৌরবেন্দ্র শ্রীযুক্ত হস্তিনানগরে † রাজ্য প্রতিপালন করিতেছেন ॥ ৪২ ॥

---

† রাজ্য প্রতিপালন করিতেছেন ইহাতে বর্ত্তমান কালের ন্যায় কিন্তু সূতগোস্বামী শৌনকাদিকে পরীক্ষিত পতনের পর ভাগবত শ্রবণ করান, সুতরাং ভূতকালের কথা বর্ত্তমান কালের

ইত্থম্ভূতানুভাবোয় মভিমন্যু সুতোনৃপঃ। যস্যপালয়তঃ ক্ষৌণীং যূযং সত্রায় দীক্ষিতাঃ ॥৪৩।

সত্রায় সত্রং কর্ত্তুং দীক্ষিতাঃ দীক্ষাং কৃতবন্তঃ॥ ৪৩।

এবম্ভূত মহানুভাব অভিমন্যু পুত্র রাজা পরীক্ষিৎ যাঁহার পৃথিবী পালন কালে তোমরা এই নৈমিষারণ্য মধ্যে দীর্ঘসত্রে অর্থাৎ দীর্ঘকাল ব্যাপী যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছ ॥ ৪৩ ॥

অর্থাৎ মহারাজা পরীক্ষিতের প্রভাবে কলি প্রভাব খাটছিল তন্নিমিত্ত তোমরা যজ্ঞ করিতে শক্ত হইয়াছ; নচেৎ কলির প্রভাব সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইলে কেহই কোনকর্ম্ম করিতে পারিতেন না। ইত্যর্থে বলাহইল যে রাজা পরীক্ষিতের সময় কলি আসিয়াছিলেন এই মাত্র কিন্তু দ্বাপরের ক্ষমতা সর্ব্বদাই ছিল ॥ ৪৩।

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথম স্কন্ধে পারীক্ষিতে কলি নিগ্রহো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

ইতি প্রথমে সপ্তদশঃ। ১৭ ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে পারমহংস্য সংহিতায় শুকপ্রণীত প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিতপ্রস্তাবে কলি নিগ্রহ নামে সপ্তদশ অধ্যায়ঃ।

ন্যায় বোধ হইতেছে। উত্তরবাক্যে এই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, যে বর্ত্তমান সমীপ্য ভূতকালকে বর্ত্তমান কালের ন্যায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতন্নিমিত্ত বর্ত্তমান কাল বলিয়া বোধকরা যায় ॥

অষ্টাদশঅধ্যায়ারাম্ভঃ।

রাজ্ঞস্ত্বষ্টাদশে তস্য ব্রহ্মশাপোনিরূপ্যতে। জাতো বৈরাগ্য মাহরৎ॥ সচানুগ্রহএবাস্য স্বামীকৃতমুখবন্ধং।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের সম্যক্‌ফল এই মুখবন্ধ শ্লোকে শ্রীধর গোস্বামী কহিয়াছেন। যথা (রাজস্ত্বিতি)।

পরীক্ষিৎ রাজার প্রতি ব্রহ্মশাপ নিরূপণ, এবং সেই ব্রহ্ম-শাপ তাঁহার সম্বন্ধে অনুগ্রহেরন্যায় কার্য্যকরিয়াছিল, অর্থাৎ তন্নিমিত্তই রাজা পরীক্ষিৎ সংসারে বিতৃষ্ণ হইয়া বৈরাগ্যকে আহরণ করিয়াছিলেন। ১।

সূতউবাচ। যোবৈ দ্রোণ্যস্ত্র বিপ্লুষ্টো নমাতুরুদরেম্মৃতঃ। অনুগ্রহাদ্ভগবতঃ কৃষ্ণস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ।১।

পরীক্ষিতো নির্বাণ মত্যাশ্চর্য্যং বক্তুং তৎ সম্ভাবনার্থং জন্মাশ্চর্য্য মনুস্মারয়তি। যোবাইতি বিপ্লুষ্টো নির্দ্দগ্ধ সঃ॥ ১॥

মহারাজা পরীক্ষিতের নির্বাণ বিষয়ক অর্থাৎ কালধর্ম্ম প্রাপ্তি বিষয় অতি আশ্চর্য্য সম্ভাবনা, এতন্নিমিত্তশ্রীসূতগোস্বামী তাঁহার জন্মাশ্চর্য্য কথার অনুস্মরণ করাইতেছেন, যথা (যোবৈ-দ্রোণ্যস্ত্রইতি)।

শ্রীসূতগোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে শৌনক, যে রাজা পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ব্ভে অশ্বত্থামার ব্রহ্মশিরা অস্ত্রাগ্নিতে বিপ্লষ্ট অর্থাৎ নির্দ্দগ্ধ হইয়াও

অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহেতে (১) কালবশে গমন করেন নাই। ১।

ব্রহ্মকোপোত্থিতাদ্যস্তু তক্ষকাৎ প্রাণ বিপ্লবাৎ। নসংমুমোহোরুভয়াদ্ভগ বত্যর্পিতাশয়ঃ। ২।

ব্রহ্মকোপাদুত্থিতাৎ তক্ষকাৎ যঃ প্রাণ বিপ্লবঃ প্রাণানাং নাশস্তস্মাদ্যদুরুভয়া তস্মান্নসংমুমোহ। অত্রহেতুঃ। যস্তু ভগ বত্যেবার্পিতাশয় ইতি ॥ ২ ॥

তক্ষক দংশন করিবেন এই প্রাণ বিপ্লব উরুভয় উপস্থিত হওয়াতেও রাজা যে কারণে ভীতিযুক্ত হন নাই সেইকারণ এই শ্লোকে দর্শন করাইতেছেন। যথা (ব্রহ্মকোপেতি)।

মহারাজাধিরাজ ভাগবতাগ্রগণ্য পরীক্ষিৎ একান্ত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার চিত্ত সমর্পিত ছিল। ব্রহ্মকোপে উত্থিত তক্ষক হইতে প্রাণ বিপ্লব অর্থাৎ প্রাণনাশক যে দারুণ ভয় উপস্থিত হয় তাহাতে তিনি মোহ যুক্ত হন নাই। ২।

উৎসৃজ্য সর্ব্বতঃ সঙ্গং বিজ্ঞাতাজিত সংস্থিতিঃ। বৈয়াসকের্জহৌ শিষ্যো গঙ্গায়াং স্বং কলেবরং। ৩।

কিন্তুৎসৃজ্যেতি! বৈয়াসকেঃ শুকস্য শিষ্যঃ সন বিজ্ঞাতা অজিতস্য হরেঃ সংস্থিতি তত্ত্বং যেন সঃ। ৩ ॥

---

(১) কালবশে গমন করেন নাই! ইত্যর্থে সেই পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপে তক্ষকাগ্নিতে নিশঙ্ক হইয়া কালধর্ম্ম প্রাপ্তহন নাই ॥ এই আশ্চর্য্য। ইহা উত্তরশ্লোকাভিপ্রায়ক।

অনন্তর রাজার বৈরাগ্য লক্ষণ বর্ণন করিতেছেন, যথা (উৎসৃজ্যেতি)।

যিনি সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করতঃ নিরুপদ্রব নিঃসঙ্গ হইয়া বৈয়াসকি অর্থাৎ ব্যাস সূনু শুকদেবের নিকট উপদিষ্ট হইয়া অজিত অপরিমিত অখণ্ডাব্যয় পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সংস্থিতি জানিয়া অর্থাৎ পরমার্থ তত্ত্বাবগত হইয়া সুরনিম্নগা গঙ্গারতীর নীরে স্বীয় কলেবরকে পরিত্যাগ করেন। ৩।

নোত্তম শ্লোক বার্ত্তানাং জুষতাং তৎ কথামৃতং। স্যাৎসংভ্রমোঽন্তকালেপি স্মরতাং তৎপদাম্বুজং। ৪।

নচৈতচ্চিত্র মিত্যাহ। উত্তমঃ শ্লোকস্যৈব বার্ত্তা যেষু অতএব নিত্যং তৎকথা রূপমমৃতং জুষতাং সংভ্রমো ন স্যাৎ। ৪॥

সাধুদিগের মৃত্যুকালেও স্মৃতি ভ্রংশাদি হয়না, তদর্থে কহিয়াছেন। যথা (নোত্তমশ্লোকেতি)।

উত্তম শ্লোক ভগবান (২) শ্রীকৃষ্ণ, তৎ সেবীজন, যাঁহারা নিরন্তর ভগবৎ কথামৃত পানকরিয়া থাকেন, তাহাঁদিগের অন্তকালে অর্থাৎ মরণ কালেও স্মৃতি ভ্রম জন্মে না। ৪।

তাবৎ কলির্নপ্রভবেৎ প্রাবিষ্টোঽপীহ সর্ব্বতঃ। যাবদীশো মহানূর্ব্ব্যা মাভি মন্যব একরাট্। ৫।

তস্মিন্ রাজ্ঞি সুতরাং তন্নচিত্রং ইত্যাশয়েনাহ। তাবদিতি।

---

(২) শ্রীকৃষ্ণ সেবীজন পদে যাঁহারা একান্ত কৃষ্ণভক্ত অনুদিন শ্রীকৃষ্ণ পাদ পদ্ম স্মরণ করেন। তাহাঁরদের মুমূর্ষ অবস্থাতেও মোহ

অভিমন্যোঃ পুত্রঃ একরাট্ চক্রবর্ত্তী ঈশঃ প্রতি স্তাবৎ। ৫॥

অনন্তর পঞ্চম শ্লোকে রাজাপরীক্ষিতের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। যথা (তাবদিতি)। .

পূর্ব্বে কলি এই ধরণীমণ্ডলে প্রবৃষ্ট হইয়াও যাবৎকাল পর্য্যন্ত মহারাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী অভিমন্যু পুত্র পরীক্ষিৎ এক সাম্রাজ্য করিয়াছিলেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত কলি আপনার প্রভাব প্রকাশ করিতে ক্ষমবান্ হয়নাই। ৫।

অর্থাৎ পরীক্ষিতের রাজ্যশাসন কালে কলিকাল এই নাম মাত্র ছিল, কিন্তু কলিকালোচিত কার্য্যমাত্র সম্পন্ন হয় নাই, দ্বাপর যুগের যে সকল ধর্ম্ম, তাহাই সম্পাদনীয় ছিল। ৫।

যস্মিন্নহনি যর্হ্যেব ভগবানুৎসসর্জ্জ গাং। তদৈবেহানুবৃত্তোসাবধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ। ৬।

নন্ু তদা কলেরপ্রবেশ এবাস্তু প্রবৃষ্টোপি ন প্রভবে দিতি-কুতস্তত্রাহ। যস্মিন্নহনিইতি যর্হি যস্মিন্নেবক্ষণে গাংপৃথ্বীংঅনুবৃত্তঃ প্রবিষ্টঃ অধর্ম্মস্য প্রভবো যস্মিন্। ৬॥

অনন্তর কলি প্রবিষ্ট যেকালে হইয়াছিল সেইকালের নিরূপণ করিয়া কহিয়াছেন। যথা (যস্মিন্নিতি)।

যে দিন যে ক্ষণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীকে পরিত্যাগ করেন। সেই দিন সেই ক্ষণে (৪) অধর্ম্ম প্রভব অর্থাৎ

জন্মেনা, সুতরাং ভগবদ্ভক্ত রাজা পরীক্ষিতের একপ সৎপ্রবৃত্তি হওয়ায় বিচিত্র জ্ঞান করিহ না।

(৪) অধর্ম্ম প্রভব পদে অধর্ম্মের উৎপাদক অথবা অধর্ম্মহইতে উৎপন্ন ব্যক্তিকেও অধর্ম্ম প্রভব বলে। যে হেতু অধর্ম্মের বংশে কলির

অধর্ম্মের উৎপাদক কলি এই পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয়। ৬।

নানুদ্বেষ্টিকলিংসম্রাট্ সারঙ্গইব সার
ভুক্। কুশলান্যাশু সিদ্ধ্যন্তি নেতরাণি
কৃতানিযৎ। ৭।

নন্বধর্ম্মহেতুং কলিং সর্ব্বথা কিং নহতবান্ তত্রাহ। নানু-দ্বেষ্টীতি। সারঙ্গোভ্রমরঃ সারগ্রাহী। সারমাহ। যৎ যস্মিন কুশলানি পুণ্যানি আশু সংকল্পমাত্রেণ ফলন্তি ইতরাণি পাপানি আশু নসিদ্ধ্যন্তি যতস্তানি কৃতান্যেব সিদ্ধ্যন্তি নতু সংকল্পিত মাত্রাণীতি। ৭॥

অধর্ম্মের উৎপাদক কলিকে রাজা নিগ্রহ করিয়াছিলেন কিন্তু যেকারণে এক কালে বিনষ্ট করেন নাই তাহা এই শ্লোকে ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন। যথা (নানুদ্বেষ্টীতি)।

রাজা পরীক্ষিৎ এক সম্রাট্ ভ্রমরের ন্যায় সারগ্রাহী ছিলেন। অতএব কলির দোষ গুণের বিচার করিয়া এক মহৎ গুণগ্রহণ নিমিত্তই কলিকে বিনাশ করেন নাই, অর্থাৎ কলি-যুগে শুভকর্ম্ম মানস মাত্রেই সফল হয়। অশুভ পাপকর্ম্ম মানসকরিলেও সফল হয়না, পাপকর্ম্ম নাকরিলে তাহার ফল ফলেনা। অতএব কলি অনিষ্ট প্রবর্ত্তক যদিও তথাপি তাহাকে একেবারে বিনষ্টকরেন নাই। ৭।

কিন্তুবালেষু শূরেণ কলিনা ধীরভীরুণা।
অপ্রমত্তঃ প্রমত্তেষু যোবৃকোনৃষুবর্ত্ততে ৮।

উৎপত্তিহয় ইহা কল্কীপুরাণে কহিয়াছেন। যথা (সহিংসায়াং ভগিন্যান্তু জনয়ামাস তংকলিং॥) ক্রোধের ভগিনী নিকৃতি সেই নিকৃতি গর্ব্ভে ক্রোধহইতে কলিউৎপন্ন হয়। সুতরাং অধর্ম্মান্বয়েই কলির উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে॥

ননু দোষাধিক্যাৎ দ্বেষএব যুক্তঃ। নধীরেষু, তস্যাকিঞ্চিৎকরত্বাদিত্যাহ। কিন্তু তেন তৎবৎ বালেষু অধীরেষু অপ্রমত্তঃ অবহিতঃ সন্ যোবৃক ইব বর্ত্ততে। ৮॥

দোষাধিক্য প্রযুক্ত কলির বিনাশ করাই যুক্ত কর্ম্ম কিন্তু রাজা পরীক্ষিৎ কলির এক বলবৎ গুণ গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন যে ধীরব্যক্তির প্রতি কলির বল নাই, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (কিন্ত্বিতি)

রাজা পরীক্ষিৎ এই বিবেচনা করিয়াছিলেন, যে ধীরভীরু কলি,মূর্খের প্রতিই তাহার শূরতা প্রকাশ, ধর্ম্মেস্থির ধীর ব্যক্তিকে অতিশয় ভয় করে, সুতরাং স্বধর্ম্মে সাবধান যে সকল বিদ্বান, তাহারদিগের প্রতি বলকরিয়া ধর্ম্মচ্যুত করিতে পারিবেক না। যাহারা নির্ব্বোধ গুরুশাস্ত্রে বিশ্বাস নাকরে তাহারদিগের প্রতি স্বীয় শৌর্য্য প্রকাশ করতঃ (৫) বৃকের ন্যায় বর্ত্তমান হইবেক। অর্থাৎ মূর্খেরাই কলির বশে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবেক। ৮।

ইত্যর্থে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় সাবধান যে ব্যক্তি তাহাকে কলি ভয়করে, তদিতর অজিতেন্দ্রিয় লোলুপ ব্যক্তিকেই কলি ধর্ম্মপদবী হইতে অন্তর করে। ৮।

উপবর্ণিত মেতদ্বঃ পুণ্যং পারীক্ষিতং ময়া।
বাসুদেবকথোপেত মাখ্যানং যদপৃচ্ছতা। ৯।

পারীক্ষিতমাখ্যানং অপৃচ্ছত পৃষ্টবন্তোযূয়ং। ৯॥

অনন্তর সূত গোস্বামী শৌনকাদি নৈমিষীয় ঋষিগণকে কহিতেছেন। যথা (উপবর্ণিতমিতি)।

হে শৌনকাদি ঋষিগণ, তোমরা ভগবান বাসুদেবের কথা শ্রিত আখ্যান শ্রবণেচ্ছুহইয়া যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তদ্ধু-

(৫) বৃকপদে ব্যাঘ্র বিশেষঃ।

ত্তরে ভাগবতাগ্রগণ্য রাজা পরীক্ষিতের এই পবিত্রাখ্যান আমা কর্তৃক উপবর্ণিত হইল। ৯।

যাযাঃ কথা ভগবতঃ কথনীয়োরুকর্ম্মণঃ। গুণকর্ম্মাশ্রয়াঃপুংভিঃ সেব্যাস্তাস্তা বুভূষুভিঃ। ১০ ।

কিং বহুনা নরৈ রেতাবৎ এবকর্ত্তব্য মিতি সর্ব্বশাস্ত্র সারং কথয়তি। যাযাইতি। কথনীয়ানি উৰ্দ্ধণি কর্ম্মাণিযস্য তস্য গুণ-কর্ম্ম বিষয়াঃ বুভূষুভিঃ সম্ভাবমিচ্ছদ্ভিঃ। ১০ ॥

অতঃপর আর অধিক কি কহিব মনুষ্য মাত্রেরই যৎ কর্ত্তব্য তদর্থে সর্ব্বশাস্ত্রের সার উদ্ধার করিয়া কহিতেছি। যথা-(যা যা ইতি)॥

হে ঋষিগণ। সম্যক প্রকার কথনীয় গুণকর্ম্মাদি যাঁর সেই গোবিন্দের গুণকর্ম্মাশ্রিত যে যে লীলা কথা আছে সেই সেই লীলা কথাই সম্ভাবেচ্ছু পুরুষের সেব্যা হয়,অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তীচ্ছু ব্যক্তির হরিলীলা কথাই শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ১০।

ঋষয়ঊচুঃ। সূতজীব সমাঃ সৌম্য শাশ্বতী র্বিশদংযশঃ। যত্ত্বংশংসসি কৃষ্ণস্য মর্ত্ত্যানা মমৃতং হি নঃ। ১১।

পুন র্ব্বিস্তরেণ কথাঃ শুশ্রূষবঃ সূতোক্তিং তৎসঙ্গঞ্চাভিনন্দন্তি সূতেতিত্রিভিঃ। শাশ্বতীঃ সমাঃ অনন্তান্ বৎসরান্ জীব অত্যন্ত সংযোগে দ্বিতীয়া বিশুদ্ধং যশঃ। কীর্ত্তয়সি তচ্চাস্মাকং মর্ত্ত্যানা মমৃতং মরণ নিবর্ত্তকং। ১১ ॥

অনন্তর শৌনকাদি ঋষিগণেরা সূতমুখে বিশেষ বিস্তাররূপে হরিকথার শ্রবণ মানসে তদুক্তি ও তৎসঙ্গকে সমাদরকরতঃ

সূতকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। যথা (সূতজীবেতি)।

রে সূত, তুমি বহুসংবৎসর জীবিত থাকহ, যে হেতু মরণ ধর্ম্মী আমারদিগের মরণ নিবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মল যশ তুমি আরও বিস্তারিত করিয়া কহিবে, অতএব তুমি চির জীবী হও আমরা আশীর্ব্বাদ করি। ১১।

কর্ম্মাণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু ১২।

কিঞ্চাস্মিন কর্ম্মণি সত্রে অনাশ্বাসে হবিশ্বসনীয়ে বৈগুণ্য বাহুল্যেন ফলনিশ্চয়াভাবাৎ। ধূমেন ধূম্রঃ বিবর্ণ আত্মা শরীরং যেষাং তানস্মান্ কর্ম্মণি যষ্ঠী আসবং মকরন্দং মধু মধুরং। ১২।

হেসূত। আমরা অনাশ্বাস এই যজ্ঞ কর্ম্মের আরম্ভ করিয়াছি কিন্তু সফল হইবে কি নাহইবে তাহার কিছুই নিশ্চয় নাই, যে হেতু যজ্ঞকর্ম্ম বিঘ্নবাহুল্য হয়। সুতরাং ইহার ফল লাভাকাঙ্ক্ষা অতিদুর, সংপ্রতি যজ্ঞীয়ধূমে আমরা ধূম্রবর্ণ হইয়া ছিলাম এসময় তুমি আসিয়া অতি সুমধুর শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম মধুপান করাইয়া পরিতৃপ্ত করিলে। ১২।

তুলয়াম লবেনাপি নস্বর্গং নাপুনর্ভবং। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ। ১৩।

ভগবৎসঙ্গিনো বিষ্ণুভক্তা যেষাং সঙ্গস্য যোলবঃ অত্যল্পকালঃ তেনাপি স্বর্গং নতুলয়ামেতি নসমং পশ্যাম নচাপবর্গং সম্ভাবনায়াং লোট মর্ত্যানাং তুচ্ছাশিষো রাজ্যাদ্যাঃ নতুলয়ামেতি। কিমুত বক্তব্যং॥ ১৩॥

অরে সূত। ভগবদ্ভক্তের যে অল্পকাল সঙ্গ হয়, তাহার সহিত আমরা স্বর্গ সুখের এবং অপুনর্ভব মোক্ষেরও তুলনা করিনা, অর্থাৎ বৈষ্ণব সঙ্গের তুল্য স্বর্গ এবং মোক্ষও সুখদ নহে।

সুতরাং ভাগবত সঙ্গাপেক্ষা মনুষ্যদিগের কল্যাণের বিষয় আর কি আছে? যাহাতে স্বর্গ ও মোক্ষসুখ সুখের মধ্যে গণ্য না হইল তাহাতে মর্ত্যলোকে রাজ্যাদি সুখ সুখের মধ্যে কোথায় পরিগণিত হইবে। ১৩।

কোনাম তৃপ্যেদ্রসবিৎ কথায়াং মহত্তমৈ কান্ত পরায়ণস্য। নান্তং গুণানা মগুণস্য জগ্মু র্যোগেশ্বরা যে ভব পাদ্মমুখ্যাঃ। ১৪।

এবং তৎসঙ্গ মভিনন্দ্য শ্রবণোৎসুক্য মাবিষ্কুর্বন্তি কোনামেতি! রসবিৎ রসজ্ঞ মহত্তমানা মেকান্তেন পরমায়নং আশ্রয়ো যঃ তস্য কথায়াং অগুণস্য প্রাকৃত গুণরহিতস্য কল্যাণ গুণানা মন্তং যে যোগেশ্বরা স্তেপি নজগ্মুঃ। এতাবত্তু ইতি নপরিগণরাঞ্চক্রুঃ। ভবঃ শিবঃ পাদ্মো ব্রহ্মা মুখ্যো যেষাংতে॥ ১৪॥

অনন্তর। ভগবৎকথা প্রশংসা করিয়া কহিতেছেন॥ যথা (কোনামেতি)।

মহত্তম অর্থাৎ সাধুদিগের এক আশ্রয় যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার কথামৃত পানে পরিতৃপ্ত হইয়াছে এমত রসজ্ঞ কে আছে তাহারই বা নাম কি? অর্থাৎ হরিকথা শ্রবণেতে তৃপ্তির পরিশেষ কাহারই হয়না, এবং নির্গুণ প্রাকৃত গুণবর্জ্জিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণ যুক্ত অনন্ত গুণের পারদর্শন করিতে শিব ব্রহ্মাদিরা যোগেশ্বর হইয়াও (৬) শক্ত নহেন॥ ১৪॥

তন্নো ভবান্বৈভগবৎ প্রধানো মহত্তমৈ কান্ত পরায়ণস্য। হরেরুদারং চরিতং

(৬) শক্তনহেন। অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই সকল গুণ ইহা বলিয়া পরিসমাপ্ত করিতে পারেন নাই।

বিশুদ্ধং শুশ্রূষতাং নো বিতনোত্ত বিদ্বন্। ১৫।

নোঽস্মাকং মধ্যেভগবান্ প্রধানঃ সেব্যো যস্য সভবান্ নঃ শুশ্রূষতাং হরেশ্চরিতং বিস্তারয়ত্ত॥ ১৫॥

হে বিদ্বন্। সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ সূত ভগবৎ প্রধান তুমি অর্থাৎ পরম ভাগবত তুমি, মহত্তম সাধুদিগের একাশ্রয় যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার পরিশুদ্ধ নির্ম্মল উদার চরিত আমরা শ্রবণেচ্ছু হইয়াছি, আমারদিগের সম্বন্ধে তুমি হরিলীলা কথা বিস্তার করিয়াকহ। ১৫।

সবৈমহাভাগবতঃ পরীক্ষিদ্যেনাপবর্গাখ্য মদভ্রবুদ্ধিঃ। জ্ঞানেন বৈয়াসকি শব্দিতেন ভেজেখগেন্দ্রধ্বজপাদমূলং। ১৬।

তচ্চ শুক পরীক্ষিৎ সম্বাদেন কথয়েত্যাহ। সবাইতিদ্বাভ্যাং। বৈয়াসকিনা শ্রীশুকেন শব্দিতেন কথিতেন যেন জ্ঞানেন জ্ঞান-সাধনেন অপবর্গাইত্যাখ্যা যস্য তৎ। খগেন্দ্রধ্বজস্য হরেঃ পাদমূলং ভেজে॥ ১৬॥

শুক পরীক্ষিৎ সম্বাদে সেই হরিকথা বর্ণন করহ ইত্যা শয়ে দ্বইশ্লোকে প্রশ্ন করিতেছেন। যথা (সবাইতি দ্বাভ্যাং)। সেই মহাভাগবত পরীক্ষিৎ অনল্পবুদ্ধি অর্থাৎ মহাবুদ্ধিমান (বৈয়াসকি শব্দিতেন) ব্যাসসূনু যোগেশ্বর জ্ঞাননিষ্ঠ শুকদেব কর্ত্তৃক যে জ্ঞান প্রাপ্তহন সেই জ্ঞানদ্বারা তিনি (৭) অপ-বর্গাখ্য শ্রীকৃষ্ণের পাদমূলে গমন করিয়াছিলেন। ১৬।

---

(৭)। অপবর্গাখ্য কৃষ্ণের পাদমূলে গমন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ (তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং) এই ব্রহ্মাখ্য ধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তন্নঃপরং পুণ্যমসংবৃতার্থ মাখ্যান মত্যদ্ভুত যোগনিষ্ঠং। আখ্যাহ্যনন্তাচরিতোপপন্নং পারীক্ষিতং ভাগবতাভিরামং। ১৭।

উদসংবৃতার্থং যথা ভবতি তথাখ্যাহি তদেব নির্দ্দিশতি পরীক্ষিতে কথিতং আখ্যানং, শ্রীভাগবতং পুরাণং পরং পুণ্যং সত্ত্ব শোধকং অত্যদ্ভুতে যোগে নিষ্ঠাযস্য অনন্তস্যাচরিতেরুপপন্নং যুক্তং অতএব ভাগবতানাং অভিরামং প্রিয়ং এতৈর্ব্বিশেষণৈঃ কর্ম্মজ্ঞান ভক্তিযোগ প্রকাশকত্বং দর্শিতং॥ ১৭॥

অনন্তর শৌনকাদিরা ভাগবত শ্রবণেচ্ছাবশতঃ সূত প্রতি প্রশ্ন করিতেছেন। যথা (তন্নইতি)।

হেসূত। (৮) অসংবৃতার্থ (৯) পুণ্যতম অতিঅদ্ভুত এবং (১০) যোগনিষ্ঠ ও অপরিসীম ভগবানের গুণকথনেতে উপপন্ন যে আখ্যান পরীক্ষিৎকে শুকদেব কহিয়াছিলেন যাহা ভগবদ্ভক্তদিগের অভিরাম অর্থাৎ সর্ব্বতঃ প্রকারে ভক্তগণের (১১) অভিরঞ্জন হয় সেই সত্ত্বশোধক ভাগবত পুরাণ তুমি যথাবৎ বর্ণন করিয়া কহ। ১৭।

শ্রীসূতউবাচ। অহোবয়ং জন্মভৃতোঽদ্যহাস্ম বৃদ্ধানুবৃত্ত্যাপি বিলোমজাতাঃ। দৌষ্কুল্য মাধিং বিধুনোতিশীঘ্রং মহত্তমানা মভিধান যোগঃ। ১৮।

ইত্যর্থে গোলোক বৈকুণ্ঠাদিকেও গ্রহণ করিতে হইবে যেহেতু বিষ্ণুর পরমপদ এতদুভয় ধামকেই বলে।

(৮) অসংবৃতার্থ পদে অর্থ সঙ্কোচ রহিত অর্থাৎ যাহাতে অর্থের আবরণ নাথাকে এরূপ ব্যাখ্যা করিয়া কহ। (৯) পুণ্যতম পদে সত্ত্ব

শ্রীভাগবত ব্যাখ্যানে লব্ধ প্রসঙ্গং মহতা মাদরপাত্র -মাত্মানংশ্লাঘতে দ্বাভ্যাং। অহোতি। অত্যাশ্চর্য্যেহ ইতি হর্ষে বয়মিতি বহুবচন শ্লাঘায়াং প্রতিলোমজাতো অপি অদ্য জন্মভূতঃ সফল জন্মানঃসাম্প্রতাঃ। বৃদ্ধানা মনুবৃত্ত্যা আদরেণ জ্ঞানবৃদ্ধঃ শুকঃ তস্য সেবয়েতিবা যতোদুষ্কুলত্বং তন্নিমিত্তং আধিঞ্চ মনঃ পীড়াং। মহত্তমানা মভিধান যোগঃ লৌকিকোপি সংভাষণ লক্ষণ সম্বন্ধঃ বিধুনোতি অপ নয়তি। ১৮।

শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মহত্তমদিগের আদর পাত্র হইয়া সূতগোস্বামী আপনিই আপনাকে ধন্যতমজ্ঞান করিতেছেন। যথা (অহোইতি দ্বাভ্যাং)।

সূতগোস্বামী অতি আশ্চর্য্যজ্ঞানে হর্ষযুক্ত হইয়া কহিতেছেন, কি আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহা হইতে আমারদিগের হর্ষহইবার বিষয় আর কি আছে, যে হেতু আমরা বিলোমজাত বর্ণসঙ্কর এইসকল জ্ঞান বৃদ্ধ মাহা মহা ঋষিরা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণার্থ আমারদের সমাদর করিতেছেন, অতএব অদ্য আমার জন্ম সফল হইল। যেহেতু মহত্তম দিগের আলাপে হীনজাতি হইলেও পবিত্ররূপে আদরণীয় হয়, মহান্ ব্যক্তির সহিত লৌকিক সম্ভাষণে দুষ্কুলজাতত্ব প্রযুক্ত যে আধি অর্থাৎ মনঃ পীড়া, তাহার আশু অপনয়ন হয়। ১৮।

শোধক অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি কারণ। ইত্যর্থে ভাগবতের কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তিযোগ প্রকাশকত্ব দর্শন করাইয়াছেন॥ অর্থাৎ বিনাকর্ম্মে চিত্ত শুদ্ধিহয়না চিত্তশুদ্ধিবিনা ভক্তি ও জ্ঞান জন্মেনা সুতরাং কর্ম্মভক্তিজ্ঞান ত্রিবিধানুষ্ঠান বর্ণন করিয়াছেন। (১০) যোগনিষ্ঠ পদে অতিশয় রূপে অদ্ভুত২ যোগের উপদেশ আছে। (১১) অভিরাম পদে ভাগবতদিগের অভিরঞ্জন অর্থাৎ প্রিয়তম॥

ইত্যর্থে সূতগোস্বামীর মনের অভিপ্রায় এই যে আমরা দুষ্কুল অর্থাৎ বিলোমজাত বর্ণ সঙ্কর মহত্তম দিগের সহিত সংভাষণ যোগ্য নহি ইহাতে জ্ঞান বৃদ্ধঋষিগণেরা আদর করিতেছেন তাহাতেই ধন্যহইলাম ও জন্ম সফল হইল, এবং নীচ-জাতি বলিয়া যে মনঃপীড়াছিল সেই মনের পীড়া দুরীকৃত হইয়া গেল। ইহাতে মহত্ত্ব প্রাপ্তির প্রতি সাধুসঙ্গকেই কারণ মান্য করাযায়। (বৃদ্ধানুবৃত্ত্যা) অর্থাৎ জ্ঞানবৃদ্ধ যোগীবর শুকসেবা প্রযুক্তই দৌষ্কুল্য আধির অপনয়ন হইল, যদি শুক প্রসাদে ভাগবতাধ্যয়ন নাকরিতাম তবে কখনই এই কুলবৃদ্ধ ঋষিগণ কর্ত্তৃক এতাদৃক আদরের লাভকরিতে পারিতামনা। সুতরাং সাধুসঙ্গ ব্যতীত কদাপি পবিত্র হইতে পারা যায়না। ১৮।

কুতঃ পুনর্গৃণতো নামতস্য মহত্তমৈকান্ত পরায়ণস্য। যোহনন্ত শক্তি র্ভগবাননন্তো মহদ্গুণত্বা দ্যমনন্ত মাহুঃ। ১৯।

কুতঃ পুনঃ কিংপুন র্বক্তব্যং তস্যানন্তস্য নামগৃণতঃ পুংসো মহত্তমানা মভিধান যোগো দৌকুল্যং বিধুনোতি ইতি। যদ্বা, নাম গৃণতঃ কুতঃ পুনর্দ্দৌষ্কুল্যমিতি। যদ্বা নামগৃণতঃ পুংসস্তস্য নাম দৌষ্কুল্যং বিধুনোতিইতি। কিং বক্তব্যমিতি কৈমুত্য মেবাহ। অনন্তা শক্তয়ঃ যস্য স্বতোপ্যনন্তঃ। কিঞ্চ মহৎসুগুণা যস্য সমহদ্গুণ স্তস্যভাব স্তস্মাৎ যৎগুণতোপি অনন্তমাহুঃ। ১৯।

পুনর্ব্বার আপনার দুষ্কুলতামার্জ্জনার প্রতি কারণ দর্শা-ইতেছেন। যথা (কুতঃপুনরিতি)।

মহত্তম সাধুদিগের একান্ত আশ্রয় যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, যে

ব্যক্তি তাহাঁর নাম উচ্চারণ করেন সেইব্যক্তির সাধুসংভাষণ জন্য তুষ্কুলত্ব মোচন ও মনঃপীড়ার যে শান্তি হইবে ইহা বলিবার কোন অপেক্ষা নাই। অর্থাৎ যেব্যক্তির মুখে অনবরত ভগবন্নামোচ্চারণ হয় তাহার আবার তুষ্কুলত্ব কি? যে ভগবান অনন্ত শক্তি এবং স্বয়ং অনন্ত, ও সমস্ত মহৎ পদার্থেও তাহাঁর গুণ আছে, একারণ গুণেতেও অনন্ত, সুতরাং সর্ব্বশাস্ত্রেই তাঁহাকে অনন্ত বলিয়া থাকেন, সেই ভগবৎ পরায়ণ হইয়া যেব্যক্তি তন্নাম গ্রহণ করেন তাঁহার তুষ্কুলত্ব ও মনঃ পীড়ার সহিত সম্বন্ধ কি?। ১৯॥

এতাবতালং ননুসূচিতেন গুণৈরসাম্যানতিশায়নস্য। হিত্বেতরান্ প্রার্থয়তো বিভূতির্যস্যাংঘ্রিরেণুং জুষতেনভীপেসাঃ। ২০।

এতৎ প্রপঞ্চয়তি ত্রিভিঃ। এতাবতেতি। তস্য যদসাম্যং অনতিশায়নঞ্চ গুণৈস্তৎসাম্যং তদাধিক্যঞ্চান্যস্য নাস্তি ইত্যস্যার্থস্য জ্ঞানায় এতাবতা সুচিতেনালং পর্য্যাপ্তং কস্তদ্বিস্তরেণ বক্তুং শক্নোতি। তদেবাহ ইতরান ব্রহ্মাদীন্ প্রার্থয়মানান্ হিত্বা বিভূতিঃ শ্রীঃ অনভীপ্সোরপি যস্যাংঘ্রিরেণুং সেবতে। ২০।

অপর তিনশ্লোকে ভগবন্মহিমা বর্ণন করিতেছেন। যথা (এতাবতেতি)।

ভগবানের মহিমার ইয়ত্তানাই সুতরাং এইমাত্র কহিয়া পর্য্যাপ্তি করা যাইতেপারে, যিনি অনতিশায়ন অর্থাৎ গুণেতে তাঁহার সমান বা অতিশয় কেহই নাই, সেই শ্রীকৃষ্ণের গুণ বিস্তার করিয়া কে কহিতে শক্ত হয়? যেহেতু জগতে উপাসনীয়া লক্ষ্মী ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক প্রার্থ্যমানা হইয়াও ব্রহ্মাদিকে ত্যাগ করিয়া অনভীপ্সু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদরেণুকেই

নিরন্তর সেবা করেন। অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবতারা কমলাকে প্রাপ্তহইবার নিমিত্ত সর্ব্বদা প্রার্থনা করেন লক্ষ্মী তাঁহার দিগকে ত্যাগ করিয়াও অন্যপ্রার্থিত শ্রীকৃষ্ণের চরণ রেণুর সেবা করিতেছেন। ২০।

অথাপি যৎপাদ নখাবসৃষ্টং জগদ্বিরঞ্চ্যো পহৃতার্হণাম্ভঃ। সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ কোনামলোকে ভগবৎপদার্থঃ।২১

অথেতি। অথান্তরে যস্য পাদনখাদবসৃষ্টং নিঃসৃতমপি বিরিঞ্চেনোপহৃতং। সমর্পিতং অর্হণাম্ভঃ অর্ঘ্যোদকং ঈশসহিতং জগৎপুনাতি। বিরিঞ্চোপহৃতং সেশ মিতিচ তয়োরুপসেবকত্ব মুক্তং তস্মাৎ মুকুন্দব্যতি রিক্তঃ কোনাম ভগবৎ পদস্যার্থঃ সর্ব্বেশ্বর ইত্যর্থঃ। ২১।

অনন্তর ভগবানের ঈশ্বরত্ব বর্ণন করিতেছেন। যথা (অথাপীতি)।

যাঁহার পদনখর হইতে নিঃসৃত যে জল, সেইজল সমর্পণ দ্বারা ব্রহ্মা শিব মস্তকে অর্ঘ্যপ্রদান করেন। শিবের সহিত ঐ অর্হণাম্ভঃ অর্থাৎ সমর্পিত অর্ঘ্যোদক এই ত্রিজগৎকে পবিত্র করিতেছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অতিরিক্ত পুরুষ আর কে আছে যে ভগবৎ শব্দের বাচ্য হইবে, ইত্যর্থে শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত জগতের এক ঈশ্বর। ২১।

যখন শ্রীকৃষ্ণের চরণনখরাবসৃষ্ট জলকে ব্রহ্মা উপহার করতঃ শিব মস্তকে অর্ঘ্যপ্রদান করিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর তাহাতে সন্দেহ কি? যেহেতু শিব ব্রহ্মাকে শ্রীকৃষ্ণের উপসেবক বলিয়া উক্তকরা হইয়াছে। যে স্থলে জগদীশ্বরাভিমানী শিব ব্রহ্মার উপসেবকত্ব উক্ত হইল সে স্থলে শ্রীকৃষ্ণের অতিরিক্ত পুরুষ আর কে হইবে? সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই সকলের ঈশ্বর। ২১।

যত্রারনুক্তাঃ সহসৈবধীরাঃ ব্যপোহ্য দেহা দিষু সঙ্গমূঢ়ং। ব্রজন্তি তৎপারমহংস্য মন্ত্যং যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স্বধর্ম্মঃ। ২২।

ধীরাঃ সন্তঃ উঢ়ং ধৃতংঅন্ত্যং পরমকাষ্ঠাপন্নং। তদাহ যস্মিন্নহিংসা উপসমশ্চ স্বাভাবিকোধর্ম্মঃ। ২২॥

যে শ্রীকৃষ্ণেতে অনুরক্ত হইয়া সৎপুরুষেরা অর্থাৎ সাধুগণেরা, দেহ গেহ ধন জনাদির সঙ্গ ত্যাগকরতঃ অন্ত্য পারমহংস্য পদ সেই বিষ্ণুর পরমপদে সহসা অধিগমন করেন। অহিংসা এবং উপশম যে স্থানের স্বভাবিক ধর্ম্মহয়।

ইত্যর্থে বলা হইল যে শ্রীকৃষ্ণ সেবী সাধুগণেরা অনায়াসে সেই ভগবানের পরমপদকে লাভকরেন। য,হা যত্যাশ্রমী অহিংসা ও উপশম শীল যোগীগণেরা অর্থাৎ পরমহংসাশ্রমেস্থিতি করিয়া পরমহংসেরা বহুআয়াসে প্রাপ্ত হয়েন। ২২।

অহংহি পৃষ্টোঽর্য্যমনো ভবদ্ভিরাচক্ষআত্মা বগমোত্র যাবান্। নভঃপতন্ত্যানসমং পতত্রিণস্তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ। ২৩।

এবং স্বভাগ্য মভিনন্দ্য পারীক্ষিতোপাখ্যানং বক্তুমাহ অহংহীতি। অর্য্যমনঃ হেস্থূর্য্যাঃ ত্রয়ীমূর্ত্তয়ঃ অত্র যাবানাত্মাবগমঃ মমজ্ঞানং তাবদাচক্ষে প্রবদামি তথাহি যথা পক্ষিণো নভঃ আত্মাসমংস্বশক্ত্যনুরূপমেব উৎপতন্তি নত্বৎস্নং। তথাবিপশ্চিতোপি বিষ্ণোর্গতিং লীলাং সমং স্বমত্যনুরূপমেব বদন্তীতি॥ ২৩॥

অনন্তর স্বভাগ্যকে প্রশংসা করিয়া সূতগোস্বামী রাজা পরীক্ষিতের উপাখ্যান কহিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, অর্থাৎ

আমার পর ভাগ্যবান কে আছে, যেহেতু সূর্য্যতুল্য ঋষি-গণেরা মম্মুখ বিনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণেচ্ছু হইয়া প্রশ্ন করিতেছেন। যথা (অহমিতি)।

হে অর্য্যমনঃ অর্থাৎ সূর্য্যতুল্য বেদমূর্ত্তি ঋষিগণেরা, তোমাদিগের দ্বারা আমি পৃষ্টহইয়া আপনারএই শ্লাঘাকরি যেআমি ধন্য, যখন আপনারা আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন তখন আমার যাবৎজ্ঞান তাবৎ আমি তোমাদিগকে আর্থাৎ যে পর্য্যন্ত আমার বুদ্ধিশক্তি সেইপর্য্যন্তই ব্যাখ্যা করিয়া কহিব। যেমন পক্ষীগণেরা আপন২ শক্ত্যনুসারে আকাশ পথে উড্ডীয়মান্ হয়, সেইরূপ পণ্ডিতগণেরাও স্ব স্ব বুদ্ধ্যনুসারে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথার বর্ণন করিতে সক্ষম হয়েন। ২৩।

একদা ধনুরুদ্যম্য বিচরন্মৃগয়াং বনে। মৃগা
ননুগতঃ শ্রান্তঃ ক্ষুধিত স্তৃষিতো ভৃশং। ২৪।

একদেত্যাদিনা কথয়তি অচক্ষাণঃ অপশ্যন্ তং প্রসিদ্ধমাশ্রমং তস্মিন্ মুনিং শমীকং॥ ২৪॥

অনন্তর রাজা পরীক্ষিতের উপাখ্যান কহিতে আরম্ভ করি-লেন। যথা (একদেতি।

হে শৌনকাদি ঋষিগণেরা শ্রবণ করহ। কোন একদিবস রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়াকরণার্থে ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক মৃগান্বেষণে বন প্রবেশ করতঃ পলায়ন পর মৃগযুথের পশ্চাৎ২ ধাবমান হওয়াতে অত্যন্ত শ্রান্ত এব ক্ষুধা পিপাসায় সাতিশয় পীড়িত হইলেন। ২৪।

জলাশয় মচক্ষাণঃ প্রবিবেশ তমাশ্রমং। দদর্শ
মুনি মাসীনং শান্তং মীলিত লোচনং। ২৫।

প্রতিরুদ্ধা প্রত্যাহৃতা ইন্দ্রিয়াদয়ো যেন অতএবোপারতং স্থান-ত্রয়াৎ জাগ্রদাদি লক্ষণাৎ পরংতুরীয়ং প্রাপ্তং। অতএব ব্রহ্মভূতত্বাদি-বিক্রিয়ং॥ ২৫॥

পানার্থেপানীয় অন্বেষণা করিয়া কুত্রাপি জলাশয় দেখিতে নাপাইয়া শমীক নামা মহামুনির প্রসিদ্ধ আশ্রমে উপ-স্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন যে ঐ মুনি যোগাসনে উপবিষ্ট, নয়ন যুগল মুদ্রিত করিয়া রহিয়াছেন। ২৫।

প্রাণায়াম যোগদ্বারা ইন্দ্রিয়াদির প্রত্যাহার করতঃ শ্রোত্রত্বক্ ঘ্রাণ চক্ষু জিহ্বা বাক্‌পাণি পাদপায়ু উপস্থ মনপ্রাণ বুদ্ধি ইত্যাদিকে স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রতিরোধ করিয়া জাগ্রৎ স্বপ্ন সুসুপ্তি স্থানত্রয়ের অর্থাৎ অবস্থাত্রয়ের অতিক্রম করত তৎপরবর্ত্তি তুরীয়স্থ পরব্রহ্মে চিত্তকে সংলগ্ন করিয়াছেন। এতন্নিমিত্ত তৎকালে স্বয়ং অবিক্রিয় নিত্য সত্য মুক্ত স্বভাব সাক্ষাৎ ব্রহ্মভূত হইয়াছেন। যথা (ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি ইতিশ্রুতিঃ। ২৫।

বিপ্রকীর্ণ জটাচ্ছন্নং রৌরবেণাজিনেনচ।
বিশুষ্যত্তালু রুদকংতথাভূত মযাচত। ২৬।

বিপ্রকীর্ণাভি র্জটাভি রাচ্ছন্নং। রুরু র্ম্মৃগবিশেষ স্তস্য চর্ম্মণাচ্ছন্নং। বিশেষেণ শুষ্যৎ তালুর্যস্য সঃ তথা ভূতং মুনিং॥ ২৬॥

রৌরবাজিন পরিধান অর্থাৎ রুরুশব্দে মৃগবিশেষ তাহার চর্ম্ম পরিধেয়বস্ত্র, আর বিকীর্ণ জটাজালে আচ্ছন্নগাত্র, অর্থাৎ আলাইত জাটাজূট সমস্ত অঙ্গকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এব-ম্ভূত অবস্থাপন্ন ঋষিকে দেখিয়া ও রাজা পরীক্ষিৎ পিপাসাতুর অর্থাৎ পিপাসায় শুষ্কতালু হওয়াতে অতি কাতর হইয়াছিলেন,

সুতরাংপ্রাণরক্ষার্থ মুনি সন্নিধানে জল যাচিঞাকরিলেন। ২৬

অলব্ধতৃণভূম্যাদিরসংপ্রাপ্তার্ঘ্যসূনৃতং। অব
জ্ঞাত মিবাত্মানং মন্যমানোশ্চুকোপহ। ২৭

নলব্ধতৃণং তৃণাসনং ভূমি রুপবেশনস্থানং চ যেন সঃ। নসংপ্রাপ্তোঽর্ঘ্যঃ সুনৃতং প্রিয়বচনঞ্চ যেন সঃ॥ ২৭॥

ধ্যানস্থ মুনি জানিতে পারিলেন না যে রাজা অতিথি হইয়া জলযাচঞা করিতেছেন, সুতরাং আতিথেয় রক্ষা করা হইল না, যথা (অলব্ধেতি)।

রাজা পরীক্ষিৎ সাশ্রমী ঋষির আশ্রমে অতিথি হইয়া তাঁহার সৎকার লাভ করিতে পারিলেননা অর্থাৎ রাজা মোহবশে মনেং করিলেন যে তপোমদে মত্তহইয়া আমাকে তাচ্ছল্য করিয়া তৃণাসন ও উপবেশন স্থান ও অর্ঘ্যাদি প্রদান করিলেননা, এবং প্রিয়বচন দ্বারা অভ্যর্থনাও করিলেন না, অনুমান করি আমাকে অবজ্ঞা করিয়াছেন, এই বিবেচনা করিয়া শমীক প্রতি রাজার অত্যন্ত কোপ জন্মিল। ২৭।

অভূতপূর্ব্বঃ সহসা ক্ষুত্তৃড়ভ্যা মর্দ্দিতা-।
ত্মনঃ ব্রাহ্মণং প্রত্যভূদ্ব্রহ্মন্ মৎসরোমন্যু
রেবচ। ২৮।

মৎসরস্তদ্ভুৎকর্ষা সহনং। ২৮॥

অনন্তর রাজার নিরর্থক ক্রোধের কারণ কহিতেছেন যথা (অভূত পূর্ব্বইতি)।

হে শৌনক। মহারাজা পরীক্ষিৎ সত্বগুণাবলম্বী বৈষ্ণবরাজ, ব্রাহ্মণ প্রতি (১) এরূপ ক্রোধ তাঁহার কদাপি ছিলনা। কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণায় পীড়িত হওয়াতেই তাঁহার বুদ্ধির মোহ হয়, তন্নিমিত্ত তিনি অভিমানী হইয়া ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বেষ করিয়া নিরতিশয় ক্রোধে আবিষ্ট হইলেন। ২৮।

সত্তব্রহ্মঋষেরংশে গতাসু মুরগংরুষা।
বিনির্গচ্ছন্ধনুষ্কোট্যা নিধায় পুরমাগতঃ।২৯

গতাসুং মৃতং। ধনুষ্কোট্যা চাপাগ্রেণ। ২৯।

অনন্তর, মুনির গলদেশে মৃত সর্প প্রদান করিয়া ছিলেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে, যথা (সত্বিতি)।

মহারাজা পরীক্ষিৎকে ঋষি অনাদর করিয়াছিলেন, ইহাই আপনার মনেস্থির করিয়া ক্রোধের পরবশতা প্রযুক্ত ঋষির আশ্রম হইতে নির্গমন কালে ভূতলে পতিত মৃতসর্প কলেবর দেখিয়া ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা উত্তোলন করতঃ শমীকের স্কন্ধদেশে বেষ্টন করিয়া দিলেন, তদনন্তর আর তত্রাশ্রমে স্থিতি নাকরিয়া স্বপুরে প্রত্যাগত হইলেন। ২৯।

---

(১) এরূপ ক্রোধ পূর্ব্বে ছিলনা, ইহাতেই বলাহইল যে ক্রোধ হিংসা দ্বেষ পৈশুন্য মাৎসর্য্য ক্রোধাদি কলির স্বভাব। যদিও রাজা পূর্ব্বে কলি নিগ্রহ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু কলিকে যখন সুবর্ণে স্থান প্রদান করিয়াছেন তখন স্বয়ং স্বীয় মুকুটে ভূষণ করিয়া আনিয়াছেন, সেই কলিই এখন রাজা পরীক্ষিতের শরীরে বল প্রকাশ করিল, নতুবা এমত অকৃতজ্ঞ অজিতেন্দ্রিয় রাজা পরীক্ষিৎ নহেন যে সামান্য ক্ষুধা পিপাসায় অবশ হইরা তিনি ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিবেন, এসমস্তই কলির কর্ম্ম তাহাতে সন্দেহ নাই॥

এষকিং নিভৃতাশেষ করণোমীলিতেক্ষণঃ।
মৃষাসমাধি রাহোস্মিৎ কিংনুস্যাৎ ক্ষত্র
বন্ধুভিঃ। ৩০।

সর্পনিধানে রাজ্ঞোভিপ্রায়মাহ। এষকিং প্রত্যাহৃত সর্ব্বেন্দ্রিয়ঃ সন্ মীলিতেক্ষণঃ স্থিতঃ। যদ্বাক্ষত্র বন্ধুভি রাগতৈ র্গতৈর্বা কিংনুস্যাৎ অবজ্ঞয়া মৃষা সমাধিঃ সন্নিতি জিজ্ঞাসয়েত্যর্থঃ॥ ৩০॥

মহামুনি শমীকের গলদেশে মহারাজা পরীক্ষিৎ যে অভিপ্রায়ে মৃতসর্প প্রদান করেন, তদভিপ্রায় এই শ্লোকে ব্যক্ত করিতেছেন, যথা (এষকিমিতি)।

ধ্যানাবলম্বি মুনিকে দর্শন করিয়া রাজার মনে এই তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, যে এইঋষি প্রত্যাহৃত সর্ব্বেন্দ্রিয় হইয়া যথার্থই চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন, কি, (২) অভ্যাগত ক্ষত্রিয়াতিথি বৈমুখ হওয়াতেই বা কি হইতে পারিবে এইরূপ অবজ্ঞাকরিয়া মিথ্যা সমাধিতে যুক্ত হইয়া চক্ষুমুদ্রিত করিলেন! ইহা জানিবার নিমিত্ত মুনির স্কন্ধদেশে মৃত সর্প অর্পণ করেন, অর্থাৎ অপমানিত হইলে ইহাঁর মিথ্যা সমাধি থাকিবেক না। ৩০!

---

(২) অভ্যাগত ক্ষত্রিয় দৃষ্টে যে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন, শুদ্ধ এরূপ তর্কও নহে, তাহাতে গুঢ়াভিপ্রায় এই যে সমস্ত ব্রাহ্মণ জাতিকে রাজারা এইকারণে রক্ষা করিয়া থাকেন, যে তাঁহারা সর্ব্বদাই নিশ্চলরূপে ভগবদারাধনা করেন অন্য কোন কর্ম্ম করেননা এবং অন্যমনাও থাকেন না, যখন সমীককে সমাধিস্থ দেখিলেন তখনি কুতর্ক উপস্থিত হইল যে ভণ্ডঋষি সংসারের বিবিধ কর্ম্ম এইক্ষণ করিতে ছিলেন কেবল আমাকে দেখিয়াই বৃথা সমাধি যুক্ত হইলেন, নতুবা ক্ষুৎপিপাসাতুর অতিথি বারম্বার আর্ত্তস্বরে ডাকিতেছে ইহাতে ও কি গৃহস্থ ব্যক্তির

তস্যপুত্রোঽতিতেজস্বী বিহরন্ বালকোঽর্ভকৈঃ। রাজ্ঞাঘংপ্রাপিতংতাতং শ্রুত্বা তত্রেদমব্রবীৎ। ৩১।

তস্যপুত্রঃ শৃঙ্গীনাম অঘংদুঃখং তত্রার্ভকমধ্যে॥ ৩১॥

রাজা দণ্ডকরিয়া মুনির আশ্রম হইতে নির্গত হইয়া আসিবা মাত্রে তৎপুত্র শৃঙ্গী যিনি কৌশিকী নদীর জলে অন্যান্য মুনিবালকের সহিত মিলিত হইয়া জলকেলী করিতেছিলেন, তাঁহাকে অপর এক ব্যক্তি আসিয়া কহিলেন অরে দুর্বৃত্ত; তোমারা যেমন তেমনিই রাজা পরীক্ষিৎ আসিয়া তোমার পিতার অপমান করিয়া স্কন্ধদেশে মৃতসর্প সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তৎশ্রবণে শৃঙ্গী যাহা বলেন তাহা এইশ্লোক অবধি ষষ্ঠশ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন। যথা (তস্য পুত্রেতি)।

শমীকের পুত্র শৃঙ্গীনামে ঋষি, অতি তেজস্বী, বালক বৃন্দের সহিত কৌশিকীতে জলকেলী করিতেছিলেন, লোক মুখে রাজাকর্ত্তৃক পিতার অপমান বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহা রোষভরে সেই কৌশিকী তীরে ঋষি সমাজে এই বাক্য কহিতে লাগিলেন। ৩১।

অহো অধর্ম্মঃ পালানাং পীব্নাং বলিভুজামিব। স্বামিন্যঘং যদ্দাসানাং দ্বারপালাং শুনামিব। ৩২।

ধ্যান ভঙ্গ হয়না, ? সুতরাং রাজা কুতর্কবশে ঋষিকে ভণ্ড জানিয়া দণ্ড করিলেন। অথবা গৃহী হইয়া আতিথ্য করিলেন না এই অভিপ্রায়েই শাসন করিয়াছিলেন।

পাপানাং রাজ্ঞাং পীন্নাং পুষ্টানাং অধর্ম্মমেব নির্দ্দিশতি স্বামিনি
সোনাং যদধং পাপাচরণং বলিভুজাং কাকানামিব শুনামিব
াচেতি ॥ ৩২ ॥

অরে কি আক্ষেপের বিষয়, অধর্ম্মপাল ক্ষত্রিয় দিগের এরূপ
অধর্ম্ম উপস্থিত হইল, যাহারা পত্রাবশিষ্ট বলিভুক্ কাকের
এবং দ্বারপাল কুক্কুরের তুল্য ব্রাহ্মণদিগের উচ্ছিষ্টভুক্ তাহা
রাও প্রভুর প্রতি পাপাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ৩২।

ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রবন্ধুর্হি দ্বারপালো নিরূপিতঃ।
সকথং তদ্গৃহেদ্বাস্থঃ সভাণ্ডং ভোক্তুম-
র্হতি। ৩৩।

দাসত্বং দর্শয়তি ব্রাহ্মণৈ রিতি। সভাণ্ডং ভাণ্ডএব স্থিতং ॥ ৩৩ ॥

ব্রাহ্মণেরা দ্বারপালক কুক্কুরের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণকে নিরূ
পিত করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রসাদ ভোজন করিয়া দ্বার রক্ষাই
করিবে, কি চমৎকারের বিষয় তাহারা কি তৎ গ্রহে ভাণ্ড-
স্থিত অন্নাদি ভোজন করিতে যোগ্য হয়। ৩৩?।

কৃষ্ণে গতে ভগবতি শাস্তর্য্যুৎপথ গামি-
নাং। তদ্ভিন্নসেতু মদ্যাহং শাস্মি পশ্যত
মেবলং। ৩৪।

তদনন্তর মহং শাস্মি দণ্ডয়ামি ॥ ৩৪ ॥

এরূপ উৎপথগামিদিগের শাসনকর্ত্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে
গমন করিয়াছেন বলিয়াই দুরাত্মাদিগের বৃদ্ধিহইতে আরম্ভ

হইল, অতএব তোমারা আমার কিপর্য্যন্ত বল তাহা দেখহ, ভগবৎকৃত সেতু ভেত্তা অর্থাৎ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক স্থাপিতা যে মর্য্যাদা সেই মর্য্যাদাভঙ্গকর্ত্তাকে অদ্য আমি শাসন করি। ৩৪।

ইত্যুক্ত্বা রোষতাম্রাক্ষো বয়স্যা নৃষিবালকঃ।
কৌশিক্যাপ উপস্পৃশ্য বাগ্বজ্রং বিসসর্জ্জহ।৩৫

ইতি বয়স্যান্ উক্ত্বা রোষেণ তাম্রেহক্ষিণী যস্য। কৌশিকী নদী তস্যাঅপঃ সন্নিরার্ষঃ বাগ্বজ্রং শাপং॥ ৩৫॥

শমীক ঋষির পুত্র শৃঙ্গী ক্রোধে আরক্তবর্ণচক্ষু সখাগণকে এইরূপ কহিয়া কৌশিকীর জলস্পর্শ করিয়া, কৃতাচমন হইয়া রাজার প্রতি অমোঘ বাক্‌বজ্র বিসর্জ্জন করিলেন, অর্থাৎ রাজাকে অভিশপ্ত করিলেন। ৩৫।

ইতি লংঘিত মর্য্যাদং তক্ষকঃ সপ্তমেহনি।
দংক্ষ্যতিস্ম কুলাঙ্গারং চোদিতো মে ততো দ্রুহং। ৩৬।

ইত্যেবং সর্প নিক্ষেপেণ দংক্ষ্যতি ভক্ষয়িষ্যতি পাঠান্তরে ভস্মী করিষ্যতি। স্মেতি পাদপূরণে কুলস্যাঙ্গার তুল্যং মে ময়া ততইতি দ্রুহমার্ষং॥ ৩৬॥

ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করিয়াছেন, তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (ইতি লঙ্ঘিতেতি)।

এই শ্রীকৃষ্ণ দত্ত মর্য্যাদা লঙ্ঘন যে করিয়াছে, অর্থাৎ আমার পিতার উপরে দৌরাত্ম প্রকাশে বিদ্রোহাচরণ যে করিয়াছে,

আমার বাক্যে সেই দুরাত্মাকে অদ্য অবধি সপ্তম সংখ্যক দিবসে (২) নাগরাজ তক্ষক দংশন করিবে। ৩৬।

ততোঽভ্যেত্যাশ্রমং বালো গলে সর্পকলেবরং। পিতরং বীক্ষ্য দুঃখার্ত্তো মুক্তকণ্ঠো রুরোদহ। ৩৭।

গলেসর্প কলেবরং যস্যেত্যলুক সমাসঃ। মুক্তকণ্ঠ উচ্চৈরিত্যর্থঃ। ৩৭

অনন্তর শৃঙ্গী কৌশিকী তীর হইতে আশ্রম পদে প্রত্যাগমন করতঃ পিতার গলদেশে মৃত সর্পকলেবর দোদুল্যমান রহিয়াছে দেখিলেন, এবম্ভূত দুরবস্থাপন্ন পিতাকে দেখিযা অতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। ৩৭

সবা আঙ্গিরসো ব্রহ্মন্ শ্রুত্বা সুত বিলাপনং। উন্মীল্য শনকৈর্নেত্রে দৃষ্ট্বাচাংশে মৃতোরগং। ৩৮।

আঙ্গিরসো ঽঙ্গিরাগোত্রোদ্ভবঃ। ৩৮।

সূতগোস্বামী নৈমিষীয় শৌনকাদি ঋষিকে কহিতেছেন। যথা (সবেতি।)

হে শৌনক, পুত্র বিলাপন শ্রবণে অঙ্গিরা বংশজাত শমীক ঋষির ক্রমশঃ সমাধির অবসান হইল, আর্থাৎ অল্পে অল্পে

---

(২) নাগরাজ মহাসর্প তক্ষক দংশন করিবে ইহা কহিবার তাৎপর্য্য এই যে দুরাত্মা যেমন আমার পিতার কণ্ঠে মৃত সর্পকলেবর দিয়াছে, তেমনি তাহার মৃত্যু ঐ সর্পহইতেই হইবে।

চক্ষুর উন্মীলন করিয়া আপনার গলদেশে লম্বমান মৃতসর্প রহিয়াছে দেখিলেন। ৩৮।

পিপাসাতুর রাজা কাতর হইয়া যৎকালে জলযাচিঞা করিয়া ছিলেন তৎকালে ধ্যানভঙ্গ হইল না কিন্তু পুত্ররোদন শ্রবণ মাত্রেই ধ্যান ভঙ্গহইয়াগেল ইহাও সামান্য আশ্চর্য্য জনক নহে, ইহারই বা কারণ কি? উত্তর বাক্য এই যে আত্মা বৈজায়তে পুত্র, সুতরাং কেহ২ বলেন যে স্নেহাধিক্য প্রযুক্ত পুত্র বিলাপনে ধ্যানভঙ্গ হয়, ইহাও শূক্ষ্মাভিপ্রায় নহে, শমীক ঋষি যোগাবলম্বন করিয়া যে ভগবানকে ধ্যানকরিতে ছিলেন সেই ভগবানই রাজা পরীক্ষিতের রক্ষাকর্ত্তা, যখন পরীক্ষিৎ ক্ষুৎতৃট্ পরীত হইয়া গমন করেন, তখন শমীক হৃদিস্থিত ভগবান্ও অত্যন্ত ব্যস্থ হইয়াছিলেন একারণ তাঁহার সমাধির অত্যয় হইয়াছিল, পুত্ররোদন নিমিত্ত মাত্র।৩৮।

বিসৃজ্য তঞ্চ পপ্রচ্ছ বৎস কস্মাদ্ধিরোদিষি।
কেন বা তেপ্যপকৃত মিত্যুক্তঃ স ন্যবেদয়ৎ। ৩৯।

তঞ্চসর্পং বিসৃজ্য কেনাপকারঃ কৃতঃ॥ ৩৯॥

অনন্তর, গলদেশ হইতে রাজদত্ত মৃত সর্পকে দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া সম্মুখে রোরুদ্যমান সন্তানকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রে বৎস, তুমি কিকারণ রোদন করিতেছ, কোন ব্যক্তি হইতে তোমার অপকার হইয়াছে, এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে শৃঙ্গী বিষন্ন বদনে পিতাকে (৩) সমস্ত বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। ৩৯।

---

(৩) সমস্ত বার্ত্তা নিবেদন করিলেন, ইত্যর্থেহে পিতঃ রাজা পরীক্ষিৎ আসিয়া তোমার গলায় মৃতসর্প প্রদান করিয়াছে, তৎশ্রবণে আমি তাহাকে এই অভিশাপ দিয়াছি যে অদ্যাবধি সপ্তমদিবসে তাহাকে তক্ষক দংশন করিবে।

নিশম্যশপ্তমতদর্হং নরেন্দ্রং স ব্রাহ্মণো
নাত্মজ মভ্যনন্দৎ৷ অহোবতাংহো মহদদ্য
তে কৃত মল্পীয়সীদ্রোহ উরুর্দ্দমোধৃতঃ। ৪০।

অনভিনন্দনবাক্যং অহো তে ইত্যাদি বতকষ্টং তেত্বয়া মহৎপাপং কৃতং অল্পীয়সী দ্রোহেঽপরাধে দমো দণ্ডঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রবণানন্তর শমীকঋষি দুঃখার্ত্তহইয়া যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা এই শ্লোকঅবধি বর্ণিত হইয়াছে। যথা (নিশম্যেতি।) যখন শমীকঋষি পুত্রের মুখে শ্রবণ করিলেন যে রাজাধিরাজ পরীক্ষিৎ এই অল্পাপরাধে স্বপুত্র শৃঙ্গীকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছেন, তখন আপন পুত্রকে আর বিশেষ আদর করিলেননা অর্থাৎ তদ্বাক্য শ্রবণে আনন্দিত নাহইয়া বরং বিরক্ত হইয়া পুত্রকে কহিতে লাগিলেন। অরে অবোধ বালক, কি খেদের বিষয়, রাজা পরীক্ষিতের প্রতি এরূপ শাপ দেওয়ায় তোমার অত্যন্ত পাপকরা হইয়াছে, ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর অপরাধে মহান্ ব্যক্তির গুরুতর দণ্ডকরা উচিত নহে। ৪০।

নবৈনৃভির্নরদেবং পরাখ্যং সংমাতুমর্হস্য
বিপক্কবুদ্ধে। যত্তেজসা দুর্ব্বিষহেন গুপ্তা
বিন্দন্তি ভদ্রাণ্যঙ্গতোভয়াঃ প্রজাঃ। ৪১।

পরো বিষ্ণুরিত্যাখ্যা খ্যাতির্যস্য তংনরদেবং নৃভিঃ সংমাতুং সমংদ্রষ্টুং ॥ ৪১ ॥

অনন্তর শমীকঋষি পুত্রের নিকট রাজমহিমা, বর্ণন করিয়া কহিতেছেন তদর্থে পঞ্চশ্লোক উক্ত হইয়াছে, যথা (নবৈইতি) অরে অপক্কবুদ্ধি বালক ! তোমার বুদ্ধির পরিপাক জন্মেনাই,

যেহেতু রাজা যে কি পদার্থ তাহা তুমি জানিতে শক্ত নহ, রাজাকে নরদেব বলে, মনুষ্যদিগের দেবতা সাক্ষাৎ পরাখ্য বিষ্ণুস্বরূপ, যাহার তেজ দুর্ব্বিষহ, যদ্দ্বারা প্রজা সকল অকুতো ভয়ে আপনং সম্যক্ কল্যাণকে লাভ করে। ৪১।

অলক্ষ্যমাণে নরদেবনাম্নি রথাঙ্গপাণাবয়ঙ্গলোকঃ। তদাহিচৌর প্রচুরো বিনংক্ষ্যত্যরক্ষ্যমাণোহবিবরূথ বৎ ক্ষণাৎ। ৪২।

অলক্ষ্যমাণেহবিবরূথবৎ মেষবৎ ॥ ৪২ ॥

রাজা নরদেব, চক্রপাণির রূপ বিশেষ, নামান্তর মাত্র, এই অখণ্ড ধরামণ্ডলের রক্ষাকর্ত্তা যদি রাজা নাথাকেন অথবা রাজাকর্ত্তৃক ধরণীমণ্ডল অরক্ষ্যমাণ হয় অর্থাৎ রাজা যদ্যপি পৃথিবীকে অবলোকন নাকরেন, তবে রক্ষণাভাবে চৌরাদির প্রাচুর্য্য হয়, তাহা হইলে দস্যুগণ কর্ত্তৃক প্রজাসকল নানা-প্রকারে উপদ্রুত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হয়, যেমন রক্ষকাভাবে মেষের পাল ক্ষণকালের মধ্যেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। ৪২।

তদদ্য নঃ পাপমুপৈত্যনন্বয়ং যন্নষ্ট নাথস্য বসো র্বিলুম্পকাৎ। পরস্পরং ঘ্নন্তি শপন্তি বৃঞ্জতে পশূন্স্ত্রিয়োহর্থান্ পুরুদস্যবো-জনাঃ। ৪৩।

নষ্টনাথো যস্য লোকস্য তস্য বসুনোধনস্য বিলুম্পকা দপহর্ত্তুশ্চৌরাদেব ইতি। যৎপাপং ভবিষ্যতি তদস্মন্নিমিত্তত্বা দস্মানুপৈষ্যতি। অনন্বয়ং সম্বন্ধ শূন্যমেতদেব পাপং দর্শয়তি; পরস্পরমিতি। শপন্তি পরুষংবদন্তি। পশ্বাদীন বৃঞ্জতে অপহরন্তি। পুরুদস্যব শ্চৌরবহুলাঃ। ৪৩

অনন্তর, অরাজকের ফল প্রদর্শন করাইয়া কহিতেছেন। যথা (তদদ্যনইতি।)

যে রাজ্যের রাজা নষ্টহয়, রক্ষণাভাবে সেরাজ্যের লোকদিগের ধনাদি বসুলুম্পক অর্থাৎ চৌরকর্ত্তৃক অপহৃত হয়, এবং ঘোরতর অরাজকে পরস্পর সকলে সকলকে হত্যাকরে, ও মর্য্যাদা নাশক কটু বাক্য কহে। অরে অবোধ বালক, অদ্য লোক রক্ষক রাজাকে তুমিই বিনষ্ট করিলে, এক্ষণে পরস্পর সকলে সকলকে কটু কহিবে, পরস্পর সকলেই সকলকে হত্যা করিবে অনায়াসেই দস্যু কর্ত্তৃক প্রজার ধন দারা পশুপ্রভৃতি অপহৃত হইবে, অতএব আমরাই এই অরাজকা পৃথিবী করিয়া লোকা নিষ্ট সাধনের কারণ হইলাম, অরক্ষমাণ প্রজাদিগের অপকারার্থ যে পাপ হইবে সুতরাং সেইপাপ আমাদিগকেই আশ্রয় করিবে, কিন্তু রাজ্যের সহিত কি রাজ্যানিষ্ট করণ পাপের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ মাত্র নাই ॥ ৪৩।

তদার্য্যধর্ম্মশ্চ বিলীয়তে নৃণাং বর্ণাশ্রমাচার যুতস্ত্রয়ীময়ঃ। ততোঽর্থকামাভি নিবেশিতা ত্মনাং শুনাং কপীনা মিববর্ণ সঙ্করঃ।৪৪।

আর্য্যধর্ম্মঃ সদাচারঃ শুনাংকপীনামিব চ অর্থকাময়ো রেবাভি নিবেশিত চিত্তানাং॥ ৪৪ ॥

অরাজকে প্রজা সকল দুরাত্মাহইবে, অর্থাৎ নিয়ন্তার অভাবে আর্য্য ধর্ম্ম যে বেদপ্রণীত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম তাহা প্রনষ্টহইবে, অনন্তর প্রজা সকল অর্থওকামেতে কেবল অভিনিবিষ্ট হইবে, সুতরাং কামার্থে অভিনিবেশিতাত্মা জনেরা (৩) বানরের ন্যায়

---

(৩) বানর ও কুঃকুর কামাসক্ত বটে, কিন্তু শ্লোকে অর্থা

এবং স্ংস্করের ন্যায় নিরন্তর বর্ণশঙ্কর প্রজার উৎপত্তি করিতে থাকিবেক, যেহেতু ধর্ম্মরক্ষার্থে শাস্তা পুরুষ থাকিল না। ৪৪

ধর্ম্মপালো নরপতিঃ সতু সম্রাড় বৃহচ্ছ্রবাঃ। সাক্ষান্মহা ভাগবতো রাজর্ষির্হয়মেধরাট্। ক্ষুৎতৃট্ শ্রমযুতো দীনো নৈবাস্মচ্ছাপমর্হতি। ৪৫।

এবং রাজমাত্রস্য শাপানর্হত্বমুক্ত্বা প্রস্তুতে বিশেষমাহ। ধর্ম্মপাল ইতি। সার্দ্ধেন হয় মেধযাজী॥ ৪৫॥

রাজা মাত্রকেই শাপদেওয়া কর্ত্তব্য নহে ইহা কহিয়া অনন্তর বিশেষ করিয়া রাজা পরীক্ষিতের প্রশংসা করিতেছেন। যথা (ধর্ম্মপাল ইতি।)

সর্ব্বরাজাপেক্ষা রাজা পরীক্ষিৎ ধর্ম্মপাল অর্থাৎ সর্ব্ব ধর্ম্ম রক্ষাকর্ত্তা, অথবা ধর্ম্মপাল পদে ধর্ম্মতঃ প্রজা পালন করেন, তিনি সম্রাট্ অর্থাৎ সম্যক্ পৃথিবীপতি অতিযশস্বী, বৃহচ্ছ্রবা, যাহার গুণ শ্রবণ অতি বৃহৎ অর্থাৎ অপার গুণরাশী, সাক্ষাৎ ভাগবতাগ্র গণ্য বৈষ্ণবরাজ চূড়ামণি, সমস্ত রাজার উপরিবর্ত্তী রাজা, অশ্বমেধ যজ্ঞেদীক্ষিত, এবম্ভূত অশেষ গুণশালি রাজা পরিশ্রান্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া আমারদিগের আশ্রমে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে শাপদেওয়া আমাদের উচিত হয়না। ৪৫।

ইত্যভিপ্রায়ে বলাহইল যে রাজা দোষরহিত তাঁহার প্রতি অভিশম্পাত করা অকর্ত্তব্য কর্ম্ম, যদি কহ যে যখন মৃতসর্প

সক্তও কহিয়াছেন তাহার অভিপ্রায় কি, উত্তর, এই অর্থগদ ধনবিশেষ নহে আহারাসক্তিকে অর্থাসক্তি বলিয়াছেন।

গলদেশে দিয়া ব্রাহ্মণের অপমান করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে শাপার্হ ব্যতীত এককালে নির্দ্দোষী অপাপশীল কিরূপেই বলাযায়! উত্তর, রাজার কোন দোষনাই, রাজা আমার অপমান করেন নাই বরং ধর্ম্মরক্ষাই করিয়াছেন, রাজদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তির যমদণ্ড থাকেনা। সুতরাং ধর্ম্মপাল রাজা পরীক্ষিৎ অনুগ্রহ করিয়া আমাকে যমদণ্ড হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন, যখন ক্ষুধা পিপাসা পরীত আমার আশ্রমে অতিথি হইয়াছিলেন, তখন চতুঃশাল বিশিষ্ট গৃহবাসকরতঃ গৃহী হইয়া ফল জলাসন প্রদানে আতিথ্য ধর্ম্ম রক্ষাকরা কি আমার কর্ত্তব্য ছিলনা? যে গৃহীর গৃহহইতে অতিথি বৈমুখহয়, তাহার গৃহে কোন্ পাপ আশ্রয় নাকরে? সুতরাং আমি তাঁহার নিকট অপরাধী, তিনি আমাদিগের রাজা, রাজধর্ম্মানুসারে শাসন করিয়াছেন, অতএব এরূপ ধার্ম্মিকের দণ্ডকরা অত্যন্ত দোষাবহ হইয়াছে। ৪৫।

অপাপেষু স্বভৃত্যেষু বালেনাপক্ববুদ্ধিনা।
পাপং কৃতং তদ্ভগবান্ সর্ব্বাত্মা ক্ষন্তুমর্হতি।৪৬

অস্য মহাপাপস্যান্যৎ প্রায়শ্চিত্তং মদৃষ্ট্বা পাপ মাবেদয়ন্। ভগবন্তং প্রার্থয়তে। অপাপেষ্বিতি॥ ৪৬॥

অতএব শমীকঋষি অপাপে পাপকরার প্রায়শ্চিত্তান্তর নাদেখিয়া ভগবানের স্মরণ করিয়া কহিতেছেন, । যথা (অপাপেষ্বিতি।)

পাপরহিত দাসের প্রতি অপক্ব বুদ্ধি অতি বালক কর্ত্তৃক যে অপরাধ জন্মিয়াছে, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত নিষ্পাপ রাজা পরীক্ষিতের প্রতি শাঁপ দিয়া যে পাপ করিয়াছে, সে পাপে বালকের নিস্তার নাই, অতএব সকলের অন্তরাত্মা সর্ব্ব সন্তুজনীয়

অন্তর্যামী ভগবান্ মমপুত্রের সেই অপরাধ ক্ষমাকরুন্। ৪৬।

তিরস্কৃতাবিপ্রলব্ধাঃশপ্তাঃক্ষিপ্তাহতাঅপি। নাস্যতৎ প্রতিজর্ব্বন্তি তদ্ভক্তাঃ প্রভবো পিহি। ৪৭।

রাজাচেৎ প্রতিশাপং দদ্যাৎতর্হি নিষ্কৃতির্ভবেদপি তত্তু নসম্ভবতি। অস্য ভাগবতত্বাদিত্যাহ। তিরস্কৃতা নিন্দিতা বিপ্রলব্ধা বঞ্চিতাঃ ক্ষিপ্তা অবজ্ঞাতা হতা স্তাড়িতাঃ অস্য তিরস্কারাদিকর্ত্তুর্নতৎপ্রতীকার কুর্ব্বন্তি। তদ্ভক্তা বিষ্ণুভক্তাঃ প্রভবঃ সমর্থা অপি॥ ৪৭॥

অনন্তর, আক্ষেপের সহিত ঋষিবর যেরূপ প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা এই শ্লোকে কহিতেছেন। যথা (তিরস্কৃতেতি) যদিস্যাৎ রাজা আমার পুত্রের শাপের উপর প্রতিশাপ দেন তবেই ইহার কৃতপাপের নিষ্কৃতি হয়, নতুবা এপাপে পরিত্রাণ নাই কিন্তু তাহারও সম্ভাবনা নাই, যেহেতু রাজা ভগবদ্ভক্ত, ভগবদ্ভক্তেরা ক্ষমাপন্ন, তাঁহারদিগকে কেহ যদি নিন্দা করে কি তিরস্কার করে, বা অবজ্ঞাকরে, অথবা বঞ্চনা বা তাড়না, কি কটুবাক্য ক্ষেপকরে, কিম্বা আঘাত করে ইত্যাদি অপকারের প্রতীকারাদি করিবার সামর্থ্য সত্বেও বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবেরা ক্ষমা গুণের সমাশ্রয় করিয়া থাকেন। ৪৭।

ইতিপুত্রকৃতাঘেন সোঽনুতপ্তো মহামুনিঃ স্বয়ং বিপ্রকৃতো রাজ্ঞা নৈবাঘং তদচিন্তয়ৎ। ৪৮।

বিপ্রকৃতঃ অপকৃতঃ অঘ মপরাধং॥ ৪৮॥

এই পুত্রকৃত পাতকের স্মরণ করিয়া মহামুনি পুনঃপুনঃ অনুতপ্ত হইতে লাগিলেন, কিন্তু রাজাপরীক্ষিত যে অপরাধ

করিয়াছেন তাহাকে অপরাধ বলিয়াই গণ্য করিলেন না। সাধুদিগের স্বতঃ স্বভাব এই যে আপনার দোষ ব্যতীত পরদোষের পরিগ্রহণ করেন না অর্থাৎ আপনি যে তাঁহাকে জলদানাদি করেন নাই তাহাই চিন্তা করিয়া বিষাদিত হই তেছেন। ৪৮।

প্রায়শঃ সাধোবো লোকে পরৈর্দ্বন্দ্বেষু যোজিতঃ। নব্যথান্তি নহৃষ্যন্তি যত আত্মা গুণাশ্রয়। ৪৯।

যুক্তশ্চেত্যাদিত্যাহ প্রায়শইতি। দ্বন্দ্বেষু সুখদুঃখাদিষু অগুণাশ্রয়ঃ সুখদুঃখাদ্যাশ্রয়ো নভবতি॥ ৪৯॥

অতএব সাধু ব্যবহারের কিঞ্চিৎ দর্শন করাইয়াছেন। যথা (প্রায়শইতি।)

(৫) প্রায়ই সাধুলোকেরা অন্যকর্ত্তৃক দুঃখ কি সুখাদিতে যুক্ত হইলেও বিষাদিত বা হর্ষান্বিত হন না। তাঁহারা নিশ্চিত রূপেই জানেন যে পরমাত্মার সুখ দুঃখাদি নাই, তাহাতে আমারদিগের লাভাপচয়ের সম্বন্ধ কি?। ৪৯।

---

(৫) প্রায় সাধুলোক বলাতে এমত বোধহইল যে কোন২ সাধুরও সুখদুঃখাদিতে হর্ষ বিষাদ আছে, উত্তর, এই প্রায় শব্দে সাধুর স্বভাব দুইপ্রকার হয়, এক অদ্বৈতবাদী অপর দ্বৈতবাদী, যাঁহারা জগৎকে আত্মা দেখেন, আত্মা ভিন্ন বস্তুমাত্র দেখেননা আত্মানির্লিপ্ত সর্ব্বান্তর্যামী ভোক্তাপুরুষ তাঁহার সুখদুঃখাদিনাই শুদ্ধ তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যে নির্ভর। অপর ঈশ্বর জগতের কর্ত্তা সর্ব্বনিয়ন্তা, তদধীনতা প্রযুক্ত অন্যের কর্ত্তৃত্বাদি নাই, সুতরাং ঈশ্বর যখন যাঁহাকে সুখেরাখেন তখনসুখী, যখন দুঃখে রাখেন তখনদুঃখী, তাহাতে আমাদিগের কর্ত্তৃত্বকি? অতএব

।*। ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারম হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং প্রথম স্কন্ধে পারীক্ষিতে বিপ্রশাপোপলম্ভোনামা-ষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ১৮ ॥ * ॥

* ইতি প্রথমেঽষ্টাদশঃ * ॥ ১৮ ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ শুকপ্রণীত পরমহংস সংহিতায় প্রথমস্কন্ধে পারীক্ষিত প্রস্তাবে রাজা পরীক্ষিতের বিপ্রশাপ কথন অষ্টাদশাধ্যায়ঃ ॥ * ॥

উনবিংশতি অধ্যায়ারম্ভ।

প্রায়োপবিষ্টগঙ্গায়াং রাজ্ঞিযোগিজনাবৃতে।
শুকস্যাগমনং তত্র প্রোক্তমেকোনবিংশকে ॥
স্বামিকৃতমুখবন্ধং।

শ্রীধরস্বামী মুখবন্ধ শ্লোকে উনবিংশতি অধ্যায়ের সম্যক্ ফল ব্যাখ্যাকরিতেছেন যথা। (প্রায়োপবিষ্টেতি)।

যোগিগণাবৃত গঙ্গাতীরে (১) প্রায়োপবিষ্ট রাজা পরীক্ষিৎ এবং সেই স্থানে মহাযোগিশুকদেবের সমাগমন, উন বিংশতি অধ্যায়ে এই প্রস্তাব মাত্র কথিত হইয়াছে। ১।

সাধুলোকেরা দুঃখের কালে খেদিত, সুখেরকালে আনন্দ যুক্ত হন না, ঈশ্বরেচ্ছাবশতঃ যাহা হইবার তাহাই হইয়া থাকে অন্যের কর্তৃত্বাদি নাই ॥

(১) প্রায়োপবিষ্ট, পদে প্রায়োপবেশ যেব্যক্তি করে তাহাকে প্রায়োপবিষ্টকহে, প্রায়োপবেশের অর্থ, দেহপরিত্যাগার্থ ধন জনাদিতে মমতা শূন্য হইয়া তীর্থে অবস্থান করা।

শ্রীসূতউবাচ। মহীপতি স্ত্বথতৎ কর্ম্মগর্হ্যং বিচিন্তয়ন্নাত্মকৃতং সুদুর্ম্মনাঃ। অহোময়া নীচ মনার্য্যবৎ কৃতং নিরাগসি ব্রহ্মণি গূঢ় চেতসি। ১।

স্বকৃতং তৎকর্ম্ম মুনি স্কন্ধে সর্প নিক্ষেপণং গর্হ্যং নিন্দ্যং বিচিন্তয়ন সুদুর্ম্মনা জাতঃ। চিন্তা মেবাহ সার্দ্ধ দ্বাভ্যাং। অহোইতি। নীচং পাপং শমীক মিতি পাঠে সত্রবার্থঃ। ব্রহ্মণি ব্রহ্মণে গূঢ়ং গুপ্তং তেজোযস্য॥ ১।

মহারাজা পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণাপমান করিয়া পশ্চাৎ যেরূপ পরিতাপিত হইয়াছিলেন তাহা এই শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন। যথা (মহীপতীতি)।

রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী পরীক্ষিৎ মৃগান্বেষণে বনে গিয়া স্বয়ং যে গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, অর্থাৎ মহামুনি শমীকের গলদেশে মৃতসর্প প্রদান করিয়াছিলেন, সে অতিশয় নিন্দ্য কর্ম্ম করাহইয়াছে, ইহা আপনার মনে আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, এবং সুদুর্ম্মনাহইয়া আপনাকে আপনিই ধিক্কার দিয়া কহিতেছেন, যে পরব্রহ্মেতে একান্ত চিত্ত যাঁহার অভিনিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে এবম্ভূত মহাযোগি জনের প্রতি আমি অত্যন্ত পাপাচরণ করিয়াছি, এবং নিরপরাধিব্যক্তির প্রতি নীচবৎ অন্যায্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছি অতএব আমার মত পামর এসংসারে আর কে আছে ?। ১।

ধ্রুবং ততোমে কৃত দেব হেলনাদ্দুরত্যয়ং ব্যসনং নাতিদীর্ঘাৎ। তদস্তু কামং হ্যঘ

নিষ্কৃতায় মে যথানপর্য্যাং পুনরেব মদ্ধা।২।

কৃতং যদ্দেবহেলনং ঈশ্বরাবজ্ঞা পাপমিত্যর্থঃ। তস্মাৎ নূনং মেব্যসনং ভবিষ্যতি। তত্তুনাতিদীর্ঘাৎ কালাৎ অচিরাদেবাস্তু। তথাপি অদ্ধা সাক্ষাৎ নপুত্রাদি দ্বারেণেতি প্রার্থণা। কামং অসঙ্কোচতঃ এবং প্রার্থণায়াঃ প্রয়োজনং অঘস্য নিষ্কৃতায় প্রায়শ্চিত্তায়। যথা পুনরেবং নকুর্য্যামিতি॥ ২।

মহারাজা পরীক্ষিৎ আত্ম দুরিতানুস্মরণ করতঃ খেদপুর্ব্বক কহিতেছেন, যথা (ধ্রুবমিতি)।

সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব স্বরূপ শমীক, তাঁহাকে অবহেলা করাতে অর্থাৎ অবজ্ঞা করিয়া অপমান করিয়াছি, তন্নিমিত্ত অতি অবিলম্বে আমার দুরত্যয় মহাদুঃখ উপস্থিত হইবে। এক্ষণে ভগবানের নিকট আমি এই প্রার্থণা করি যে আমার পুত্রাদিতে সেই ঘোরতর দুঃখ উপস্থিত না হইয়া অতি সত্বর আমাতেই স্পর্শ হউক্, তহাহইলে আমি যেমন পাপ করিয়াছি তেমন প্রায়শ্চিত্ত হইবে, যেন এরূপ পাপ পুনর্ব্বার আর করা নাহয়।২।

অদ্যৈব রাজ্যং বলমৃদ্ধকোষং প্রকোপিত ব্রহ্মকুলানলো মে। দহত্বভদ্রস্য পুনন মেহভূৎ পাপীয়সী ধীদ্বিজ দেব গোভ্যঃ।৩।

এবং সাক্ষাৎ স্বস্যৈব ব্যসনং সংপ্রার্থ্যততঃ প্রাগেব কিঞ্চিৎ প্রার্থয়তে অদ্যৈব মেরাজ্যাদি দহত্ত। প্রকোপিতং ব্রহ্মকুলং তদেবানলঃ পুনর্দ্বিজাদীন্ পীড়য়িতুং সা ধী র্মে মাভূৎ নভবেদিত্যর্থঃ।৩॥

এইরূপ আপনি স্বয়ং আপনার ব্যসন প্রার্থণা করিয়া তদনন্তর রাজা পরীক্ষিৎ বিশেষ কিঞ্চিৎ প্রার্থণা করিতেছেন। যথা (অদ্যৈবেতি)।

হে ভগবন্ প্রকোপিত ব্রহ্মকোপানল অদ্যাই অর্থাৎ এই-ক্ষণ মাত্রই আমার সৈন্য সামন্ত সহিত সমৃদ্ধিমৎ রাজ্য এবং ধনাগারাদি সকল দগ্ধ করুক্ যেহেতু আমি অতি পামর, যেন গোব্রাহ্মণ দেতার প্রতি পীড়াদায়িনী এই (২) পাপীয়সী বুদ্ধি আমার পুনর্ব্বার নাহয়। ৩।

সচিন্তয়ন্নিত্থমথাশৃণোদ্যথা মুনেঃ সুতোক্তো নির্ঋতি স্তক্ষকাখ্যঃ। স সাধু মেনে নচিরেণ তক্ষকানলং প্রসক্তস্য বিরক্তি কারণং। ৪।

ইত্থং চিন্তয়ন্ সরাজা মুনেঃসুতোক্তঃ সপ্তমেহনি নির্ঋতি র্মৃত্যুর্যথা ভবিষ্যতি তথাহশৃণোৎ। শমীক প্রেষিতাৎ শিষ্যাৎ শ্রুত্বাচ সঃ তক্ষকস্য বিষাগ্নিং সাধু মেনে। যতো বিষয়েষু প্রসক্তস্য বিরক্তিকারণং। ৪॥

অনন্তর রাজা আপনার প্রতি এইরূপ চিন্তা করিয়া পরে যাহা শ্রবণ করিলেন তাহা অত্রশ্লোকে কহিতেছেন। যথা (সচিন্তয় দিতি)।

রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন এমত কালে মুনি পুত্রোক্ত তক্ষকাগ্নিতে আপনার মৃত্যু বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন, তৎশ্রবণে সর্পরাজ তক্ষকের বিষাগ্নিকে সাধু বলিয়া মান্য করিলেন, কেননা, সংসারাসক্ত ব্যক্তির মৃত্যুবার্ত্তা অনাসক্তির কারণ হয়। ৪।

---

(২) পাপিয়সী বুদ্ধি আমার পুনর্ব্বার নাহয় ইত্যর্থে আপনাকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া সর্ব্বসাধারণের প্রতি সাবধানার্থ কহিয়াছেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণাপমান করাতে আমি প্রত্যক্ষ প্রতিফল প্রাপ্ত হইলে কখন কোনব্যক্তি গোব্রাহ্মণ দেবতার প্রতি আমার মত আর অত্যাচার করিবেক না, কথায়২ দৃষ্টান্ত দিবে যে ব্রাহ্মণের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া রাজা পরীক্ষিত অচিরে বিপন্ন হইয়াছিল।

অত্রান্তরে পুরাণান্তরীয় আখ্যায়িকার শ্রবণ আছে। যৎ-কালে শমীকপুত্র শৃঙ্গী রাজাকে অভিশপ্ত করেন, তৎকালে ঐ মহামুনি শমীক ব্যস্থ হইয়া রাজার সাম্পরায়িককার্য্যোপ দেশার্থ বার্ত্তা বাহক গৌরমুখ নামক আপনশিষ্যকে রাজ সন্নিধানে প্রেরণ করেন, ঐ মুনিশিষ্য গৌরমুখ বিষন্ন বদনে অনিষ্টও উদ্বেগকর সমাচার প্রদানার্থ রাজসভায় সমাগত হইয়া সংবাদ দিলেন, হে মহারাজ, আপনি যে ঋষির আশ্রমে গিয়া পানার্থ জলযাচিঞা করিয়াছিলেন, আর অপ্রাপ্ত সলিলাদি জন্য প্রকোপিত হইয়া যাঁহার অপমান করিয়া মৃতভুজঙ্গাঙ্ক কণ্ঠে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শমীক ঋষির পুত্র আপনাকে এই অভিশপ্ত করিয়াছেন যে অদ্যাবধি সংখ্যা করিয়া সপ্তম দিবসে তক্ষক আপনাকে দংশন করিবে সেই দংশনেই আপনাকে কালধর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে হইবে, যদিও মৃত্যু সমাচার অবক্তব্য তথাপি আপনার পার লৌকিক কার্য্য সাধনার্থে অনুরুদ্ধ হইয়া বিষবৎ বিষম ঘোর তর অনিষ্টবার্ত্তাও প্রদান করিতে হইল, মহারাজ, বিষন্ন চেতানাহইয়া মুমুর্ষুকালে যৎ কর্ত্তব্য তাহা করুন, এক্ষণে আমি বিদায় হইলাম। মহারাজা পরীক্ষিৎ এতৎ অশুভ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও শুভবৎ গ্রহণ করিলেন, এবং ভগ-বান্‌কে স্মরণ করিয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি ধন্য, আমাহইতে যেমন ব্রাহ্মণের অপমান হইয়াছিল তেমনিই প্রতিফল প্রাপ্তহইলাম। আর কেহ এরূপ ব্রাহ্মণের অপমান করিবেক না, আরও শুভচিন্তা করিয়া কহিলেন, যে আমি নিরন্তর অপারণীয় সংসারে আসক্ত ছিলাম এই ব্রহ্ম-শাপানুসারে সংসার প্রতি অবশ্যই আমার বৈরাগ্য উপ স্থিত হইতে পারিবে, অতএব এই শাপ আমার বরের তুল্য

হইল, বিশেষতঃ তক্ষক যে দংশন করিবে ইহাতেও তিনি আপনার উত্তম ভাগ্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। ৪।

অথো বিহায়েম মমুঞ্চলোকং বিমর্শিতৌ হেয়তয়া পুরস্তাৎ। কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি সেবা মধিমন্য মান উপাবিশৎ প্রায়মমর্ত্ত্যনদ্যাং।৫।

অথো অনন্তরং। উভৌ লোকৌ পুরস্তাদ্রাজ্য মধ্য এব হেয়তা বিচারিতৌ বিহায়। কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি সেবা মেবাধি মন্যমানঃ সর্ব্বপুরুষার্থেভ্যো হধিকাং জানন্ প্রায়মনশনং তস্মিন্নিত্যর্থঃ। তৎসংকল্পেনোপাবিশদিতি যাবৎ। যদ্বা প্রায়ং প্রকৃষ্ট ময়নং শরণং যথা ভবতি তথা। ৫॥

এই শ্লোকে রাজা পরীক্ষিতের মনোভিপ্রায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা (অথোইতি)।

অনন্তর রাজা পরীক্ষিৎ বিচারেইহামুত্র উভয়লোককেই হেয়ত্বে পরিগ্রহ করিয়া তদুভয়লোককে পরিত্যাগকরতঃ হরিচরণ সেবাই পুরুষার্থ চতুষ্টয় হইতে অধিক জানিয়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সেবাই সমস্ত পুরুষার্থের সীমা ইহা বিশেষরূপ উপলব্ধি করিয়া সুরনিম্নগা তীরে (৩) প্রায়োপবেশন করিলেন, যদি বলেন যে রাজা সহসা এতাদৃক্ জনগণাদিতে আবৃত হইয়া

(৩) প্রায়োপবেশ শব্দে মুমূর্ষু কালে তীর্থাশ্রয় করা, অর্থাৎ প্রায় শব্দে প্রকৃষ্টায়ন তাহাতে উপবেশন করারনাম প্রায়োপবেশ। সুতরাংমরণকালে গঙ্গাতীরই প্রকৃষ্টাশ্রয় তথায় উপবেশন করিয়াছিলেন। অথবা প্রায় শব্দে অনশন অতএব রাজা পরীক্ষিত হরিপাদপদ্ম প্রাপ্তি কামনায় অনশনে গঙ্গাতীরে উপবেশন করিয়াছিলেন, ফলিতার্থ তাঁহাতে প্রায়োপবেশের দ্বিবিধ প্রকার অর্থই সংলগ্ন হইয়াছে, যেহেতু তিনি গঙ্গাতীরে অনশনে মৃত্যুকালে শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম প্রাপ্তি কামনায় উপবিষ্ট হইয়াছিলেন।

মর্ত্ত্যলোকের সুখ এবং যজ্ঞাদিসাধ্য স্বর্গাদি সুখকে সহসা একককালে কিরূপে পরিত্যাগ করিলেন ? উত্তর, রাজা পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপাভিষিক্ত হইয়া প্রায়োপবেশ কালেই কি তাঁহার বৈরাগ্য হইল এমত নহে। ইহলোক ও পরলোকের সুখকে তাঁহার হেয়বোধ পুর্ব্বেই হইয়াছিল, অর্থাৎ বাল্যাবস্থাবধিই বিবেচনা করিয়া তিনি নিশ্চয় করিয়াছিলেন, ইদানীং চরমাবস্থাতে যে পরিত্যাগ করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?। ৫।

যাবৈলসৎ শ্রীতুলসী বিমিশ্র কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিরেণ্ব ভ্যধিকাম্বু নেত্রী। পুনাতি সেশানুভয়ত্র লোকান্ কস্তাংনসেবেত মরিষ্যমাণঃ। ৬।

অমর্ত্ত্যনদ্যামিতি বিশেষণস্য ফলমাহ। যা গঙ্গা লসন্তী স্ত্রীর্যস্যাঃ তুলস্যা বিমিশ্রা যে কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিরেণব স্তৈরভ্যধিকং সর্ব্বোৎকৃষ্টং যদম্বু-তস্য নেত্রী তদ্বাহিনী। উভয়ত্র অন্তর্বহিশ্চ সেশান্ ঈশৈর্লোকপালৈঃ সহিতান্ লোকান্ পুনাতি। মরিষ্যমাণঃ আসন্নমরণঃ মরণস্য নিয়ত কালত্বাৎ সর্ব্বোপি তথা অতস্তাং কো ন সেবেত। ৬॥

ভাগবতদিগের মৃত্যুকালে সকল স্থানই সমান তাহাতে গঙ্গাতীরাশ্রয়করার বিশেষ ফলাধিক্য কি ? তদর্থে উক্ত হইয়াছে। যথা (যাবৈইতি)।

রাজা পরীক্ষিৎ ভাগবত বরাগ্রগণ্য তাঁহার মৃত্যুকালে গঙ্গাতীরে বাসকরার বিশেষ ফল এই যে নিরন্তর লক্ষ্মী যে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মকে সেবা করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদোদ্ভবা গঙ্গা যিনি তুলসী মিশ্রিত শ্রীকৃষ্ণ চরণরেণুর সংস্পর্শে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুণ্যতম সলিল বাহিনী হইয়া ঈশানাদি লোকপালের

সহিত সমস্ত লোককে (৪) বহিরন্তরে পবিত্র করিতেছেন, সুতরাং (৫) মৃত্যুকালে এবম্ভূতা গঙ্গার তীরাশ্রয় করিতে কে না বাঞ্ছা করে।৬।

ইতি ব্যবচ্ছিদ্য সপাণ্ডবেয়ঃ প্রায়োপবেশং প্রতিবিষ্ণুপদ্যাং। দধ্যৌ মুকুন্দাঙ্ঘ্রিমনন্য ভাবো মুনিব্রতো মুক্ত সমস্ত সঙ্গঃ।৭।

ইতি, এবং বিষ্ণুপদ্যাং গঙ্গায়াং প্রায়োপবেশং প্রতি ব্যবচ্ছিদ্য নিশ্চিত্য। পাণ্ডবেয় ইতি তৎকুলোচিতত্বং দর্শয়তি। নাস্ত্যন্য-স্মিন্ ভাবোষস্য সঃ। কৃতো মুনিব্রতঃ উপাস্তঃ। তৎকৃতঃ। মুক্তঃ সমস্ত সঙ্গোযেন সঃ।৭॥

অনন্তর রাজা পরীক্ষিতের কৃত নিশ্চয়তা শৌনকাদিকে সূতগোস্বামী কহিতেছেন, যথা (ইতি ব্যবচ্ছিদ্যেতি)।

পাণ্ডুকুলাবতংশ রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীবিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা-তীরে প্রায়োপবেশ করাই নিশ্চয় করিয়া সমস্ত ইতর সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণৈক ভাবনা ব্যতীত অন্যভাবনা রহিত

---

(৪) বহিরন্তরে পবিত্র করিতেছেন, ইত্যর্থে গঙ্গাসলিল পানে অন্তঃ পবিত্র স্নানে বহিঃ পবিত্র, অথবা লোকপালদিগের মণ্ডলের মধ্যে গঙ্গা এবং বহির্ভাগেও গঙ্গাস্থিতি করিয়া সমস্ত লোককে পবিত্র করিতেছেন।

(৫) মৃত্যুকালে তত্তীরাশ্রয় করিতে কেনা বাঞ্ছা করে, ইত্যর্থে মূলের সহিত অর্থভিন্ন হইতেছে যদি এমত বোধহয়, অর্থাৎ মূলের অর্থ কেনা সেবাকর্ত্তর; ভাষার্থে কেনা বাঞ্ছা করে লেখা হইয়াছে, ইহার অভি-প্রায় এই যে সেবা শব্দার্থে এখানে বাঞ্ছাই বোধ হয়, কেননা মৃত্যুকালে গঙ্গা সেবা সকলেই করিতে পারেনা, যাহার পূর্ব্ব সাধনা থাকে সেই ব্যক্তিই মৃত্যুকালে গঙ্গাসেবা করিতে পারে, কিন্তু বাসনা সকলেই করে, এনিমিত্তই সেবার্থে বাঞ্ছা ব্যাখ্যা করাহইয়াছে।

হইয়া কেবল এক যোগিজনধ্যেয় পরমানন্দ সন্দোহ নিধান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণারবিন্দ ধ্যানে নিবিষ্ট চেতা হইলেন। ৭।

তত্রোপ জগ্মু র্ভুবনং পুনানা মহানুভাবা মুনয়ঃ সশিষ্যাঃ। প্রায়েণ তীর্থাভি গমাপ দেশৈঃ স্বয়ং হি তীর্থানি পুনন্তিসন্তঃ। অত্রির্বশিষ্ঠ শ্চ্যবনঃ শরদ্বানরিষ্টনেমি র্ভৃগু রঙ্গিরাশ্চ। পরাশরো গাধিসুতোঽথরাম উতথ্য ইন্দ্রপ্রমদঃ সুবাহুঃ। মেধাতিথি র্দেবল আর্ষ্টিষেণো ভরদ্বাজো গৌতমঃ পিপ্পলাদঃ। মৈত্রেয় ঔর্ব্বঃ কবষঃ কুম্ভযোনি র্দ্বৈপায়নো ভগবান্নারদশ্চ। ৮।

তত্রতদাতদ্দর্শনার্থং মুনয় উপাগতাঃ নতুতীর্থস্নানার্থং কৃতার্থত্বাৎ। নতুতাদৃশানা মপি তীর্থযাত্রাদৃশ্যতে। তত্রাহ প্রায়েণেতি। তীর্থযাত্রা ব্যাজৈঃ। ৮॥

অনন্তর সেই রাজা পরীক্ষিত কে দেখিতে মুনিগণেরা যে অভিপ্রায়ে তথায় আসিয়াছিলেন, তাহা এই শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। যথা (তত্রোপজগ্মুরিতি)।

রাজা পরীক্ষিৎ গঙ্গাতীরে যৎকালে প্রায়োপবেশ করেন, তৎকালে মহর্ষিগণেরা তদ্দর্শনার্থে তথায় উপাগত হইলেন, নচেৎ আপনারা তীর্থে স্নানকরিয়া কৃতার্থ হইব বলিয়া গঙ্গাতীরে আগমন করেন নাই, কেননা তাদৃশ ব্যক্তিদিগের পরিত্র

হইবার নিমিত্ত তীর্থস্নানের আবশ্যক করেনা, যথা অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, সুবাহু, মেধাতিথি, দেবল, আর্ষ্টিষেণ, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব্ব করুথ, অগস্ত্য, বেদব্যাস, আর ভগবান, নারদ, ইত্যাদি মহর্ষি গণেরা স্বতঃ পবিত্র, তীর্থযাত্রাচ্ছলে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করতঃ তীর্থ সকলকে পবিত্র করেন, সুতরাং তাঁহারা এস্থানে কেবল রাজা পরীক্ষিতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তৎকালে আসিয়া ছিলেন। ৮।

অন্যেচ দেবর্ষি মহর্ষি বর্য্যা রাজর্ষি বর্য্যা অরুণাদয়শ্চ। নানার্ষেয় প্রবরান্ সমেতান ভর্চ্চ্য রাজা শিরসা ববন্দে। ৯।

অরুণাদয় রাজর্ষিত্ব বিশেষেণ পৃথঙ্নির্দ্দিষ্টাঃ। নানা যান্যার্ষেয়ানি ঋষীণাং গোত্রাণি তেষু প্রবরান্ শ্রেষ্ঠান্। শিরসা ভুবং স্পৃষ্ট্বাববন্দে। ৯।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অরুণ পর্ব্বতাদি দেবর্ষি রাজর্ষি প্রধান২ গোত্রজাত ঋষিপুত্রেরা একত্র মিলিত হইয়া সমাগত হইলেন, ইহা দেখিয়া মহারাজা পরীক্ষিৎ যথা বিধানে তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করিয়া ভুমিগত মস্তক করতঃ অবনীতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া সকলকেই প্রণাম করিলেন। ৯।

সুখোপবিষ্টে ষ্বথতেষুভূয়ঃ কৃতপ্রণামঃ স্বচিকীর্ষিতংযৎ। বিজ্ঞাপয়ামাস বিবিক্তচেতা উপস্থিতোঽগ্রেঽভি গৃহীতপাণিঃ ।১০।

বিজ্ঞাপনার্থং পুনঃ কৃতপ্রণামঃ। বিবিক্তং শুদ্ধং চেতোযস্য। অভিগৃহীতৌ সংযোজিতৌ পাণীযেন সঃ। স্বচিকীর্ষিতং প্রায়োপবেশাদি বুক্তমযুক্তংবেতি বিজ্ঞাপয়ামাস। ১০॥

অনন্তর রাজা পরীক্ষিৎ সমাগত ঋষিদিগের সহিত যেরূপ আলাপ করিয়াছিলেন, তাহা এই শ্লোকে কহিয়াছেন; যথা (সুখোপবিষ্টেষ্বিতি)।

সমাগত ঋষিগণেরা রাজদত্ত আসনে সুখোপবিষ্ট হইলেপর পরিশুদ্ধ চিত্ত রাজা পরীক্ষিৎ পুনঃপ্রণাম করতঃ (৬) অভিগৃহীত পাণি সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া (৭) স্বীয়াভিপ্রায় তাঁহাদিগকে বিজ্ঞাপন করিলেন। ১০।

শ্রীরাজোবাচ। অহোবয়ং ধন্যতমা নৃপানাং মহত্তমানুগ্রহণীয়শীলাঃ। রাজ্ঞাং স্মলং ব্রাহ্মণ পাদশৌচাদারাদ্বিসৃষ্টং বত গর্হ্য কর্ম্ম। ১১।

অনুমোদনেনানুগ্রহ মালক্ষ্য আত্মানং শ্লাঘতে। অহোইতি। নৃপানাংমধ্যে মহত্তমৈরনুগ্রহণীয়ং শীলং তত্ত্বং যেষাং। এতচ্চ রাজ্ঞামতিদুর্লভ মিত্যাহ। ব্রাহ্মণানাং পাদশৌচাৎ পাদক্ষালনোদকাৎ। দূরা দুচ্ছিষ্ট বিন্মূত্র পাদাম্ভাংসি সমুৎসৃজেৎ ইতিস্মৃতেঃ। দূরে হি তৈস্তাদ্বিসৃজ্যতে। ততোঽপিদূরাদেব বিসৃষ্টং ক্ষিপ্তং তত্রাপি স্থাত্তমযোগ্য মিত্যর্থঃ। গর্হ্যং কর্ম্ম যস্যেত্যাত্মান মুদ্দিশ্যোক্তং। ১১॥

---

(৬) অভিগৃহীত পাণিপদে সংযোজিতকর অর্থাৎ কৃতাঞ্জলিপুট।

(৭) স্বীয়াভিপ্রায় পদে স্বচিকীর্ষিত অর্থাৎ ব্রহ্মশাপাভিষিক্ত হইয়া যে প্রায়োপবেশাদি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা যুক্তিসিদ্ধ হইয়াছে

অনন্তর রাজা তাঁহাদিগকে আত্মবাক্যের সমাদর করিতে দেখিয়া আপনাকে শ্লাঘ্য যুক্ত মানিয়া আশ্চর্য্যজ্ঞানে কহিতে ছেন। যথা (অহোইতি)।

মহারাজা পরীক্ষিৎ অত্যন্ত খেদেও হর্ষযুক্ত হইয়া কহিতেছেন, কিং আশ্চর্য্যের বিষয়! মহত্তমদিগের অনুগ্রহভাজন আমরা অন্য রাজাদিগের হইতে ধন্য, মহর্ষিগণেরা যে অনুগ্রহ করেন ইহাহইতে সুকৃতি চিহ্ন আর কি আছে? ইহাতে ব্রাহ্মণদিগের অনুগ্রহভাজন হওয়া অতি দুর্ল্লভ তাহা বলা-হইল কিন্তু আমার মত সুনিন্দিত কদর্য্য কর্ম্মকারি রাজা-দিগের সমীপে ব্রাহ্মণদিগের গমন করা থাকুক তাঁহাদিগের ভবনে পাদপ্রক্ষালনাদিও করেন না, অর্থাৎ এরূপ পাপাচার ব্যক্তির গৃহ সাধুদিগের পাদশৌচজল ও বিষ্ঠামূত্র উচ্ছিষ্ট হইতেও দূরে থাকে, আমাকে এতাদৃশ কদর্য্য কর্ম্মকৃৎপুরুষ জানিয়াও ঋষিগণেরা যে অনুগ্রহ করিতেছেন, তাহাতেই আমি ধন্যতম হইলাম। ১১।

তস্যৈব মেঽঘস্য পরাবরেশো. ব্যাসক্ত চিত্তস্য গৃহেষ্বভীক্ষ্ণং। নির্ব্বেদ মূলো দ্বিজ শাপ রূপো যত্র প্রসক্তো ভয়মাশু ধত্তে। ১২।

আস্তাং তাবদনুগ্রহঃ ব্রহ্মশাপোপি ভগবৎ প্রসাদাদেবজাত ইত্যাহতস্য গর্হ্য কর্ম্মণএব অতোঽঘস্য পাপাত্মনো গৃহেষ্বাসক্ত চিত্তস্য মে স্বপ্রাপ্তয়ে পরাবরাণা মীশ এব দ্বিজশাপতয়া বভূব। যত্র যস্মিন্ শাপে সতি গৃহেষু প্রসক্তো ভয়ং ধত্তে নির্ব্বিণ্ণো ভবতি

কি না? ইহা জানিবার কারণ মহর্ষি গণের পুরঃস্থিত হইয়া বিজ্ঞাপন করিলেন।

স্বয়ং। যতোনির্ব্বেদমূলঃ নির্ব্বেদো বৈরাগ্যং মূলং প্রাপ্তি কারণং যস্মিন্। স্বস্য বৈরাগ্য প্রাপ্যত্বাৎ তস্যচ ভয় মূলত্বাৎ তদর্থং দ্বিজশাপং কারিতবানিত্যর্থঃ। ১২।

অনন্তর রাজা ভগবানকে স্মরণ করিয়া কহিতেছেন, যে আমার প্রতি ভগবানের ভূরি অনুগ্রহ, যেহেতু তাঁহার প্রসাদেই আমাতে ব্রহ্মশাপ হইয়াছে, ইত্যভিপ্রায়ে কহিতেছেন যথা (তস্যেতি।)

নিরন্তর গর্হ্য কর্ম্মকৃৎপাপাত্মা অভীক্ষ্ণ গৃহাসক্ত যে আমি, আমার নির্ব্বেদ মূল অর্থাৎ বৈরাগ্য প্রাপ্তিকারণ ভগবান্ পরাবরেশ গোবিন্দই স্বয়ং ব্রহ্মশাপ রূপে প্রসন্ন হইয়াছেন, কেননা বিনাবৈরাগ্যে তৎ প্রাপ্তি হইতে পারেনা একারণ আত্মপ্রাপ্ত্যর্থে ভগবানই ব্রহ্মশাপ করাইয়াছেন, গৃহাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে এই ব্রহ্মশাপে আশু ভয়োৎপন্ন হয়, কিন্তু আমার পক্ষে এইশাপ অভয়প্রদ হইয়াছেন, যেহেতু ব্রহ্মশাপ নাহইলে আমার সংসারে নির্ব্বেদ কখনই হইতনা। ১২।

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা গঙ্গাচ দেবী ধৃতচিত্ত মীশে। দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহক স্তক্ষকো বা দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথা।১৩।

তান্ প্রার্থয়ন্তেদ্বাভ্যাং। তংমামাং উপযাতং শরণাগতং প্রতিযন্তু জানন্তু। দেবীদেবতা রূপা গঙ্গাচ প্রত্যেতু। বা শব্দঃ প্রতিক্রিয়া নাদরে গাথাঃ কথা গায়ত। ১৩।

অনন্তর ঋষিগণের নিকট আরও দুই শ্লোকে প্রার্থনা করিতেছেন। যথা (তংমোপ যাতমিতি।)

হে মহর্ষিগণ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ধৃতচিত্ত শরণাগত বলিয়া

আমাকে আপনারা জ্ঞানকরুন্, এবং সর্ব্বদেব স্বরূপিণী বিষ্ণু-রূপা গঙ্গাও শরণাগত বলিয়া জানুন, আপনারা হরি কথালাপ করিতে থাকুন্ এসময় ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক উপসৃষ্ট অর্থাৎ বিসর্জ্জিত মায়াসর্প বা তক্ষকদংশন করুক্ তাহাতে আমার কোঁন ক্লেশনাই। ১৩।

পুনশ্চভূয়া ভগবত্যনন্তে রতিঃ প্রসঙ্গশ্চ তদাশ্রয়েষু। মহৎসুযাংযা মুপযামিসৃষ্টিং মৈত্রস্তু সর্ব্বত্র নমো দ্বিজেভ্যঃ। ১৪।

স আশ্রয়ো যেষাং তেষু প্রকৃষ্টঃ সঙ্গো ভূয়াৎ। যস্যাং তস্যাং সৃষ্টৌজন্মনি। ১৪॥

অনন্তর, ঋষিদিগের অগ্রে পুনঃ প্রার্থনা করিতেছেন,। যথা (পুনশ্চেতি।)

হে দ্বিজগণ! আমি আপনাদিগকে ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার করি, আপনারা আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন্ যেন এই দেহাবসান হইলে আমার যে যে জন্মহইবে, সেই২ জন্মে এইরূপ অপরিসীম (৮) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আমার পুনর্ব্বার রতিজন্মে, আর ভগবানই এক আশ্রয় এমত মহান্ সাধুদিগের সহিত সঙ্গ, এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবের সহিত মিত্রতা হয়। ১৪।

---

(৮) ভগবান শ্রীকৃষ্ণে রতিজন্মে ইত্যর্থে রাজার অভিপ্রায় নির্ব্বাণাদি মুক্তির প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ অভিলাষ মাত্র এই যে ইহ সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করতঃ ভগবৎসেবাই করিতে থাকি, যেহেতু হরিসেবা ব্যতীত ভগবদ্ভক্তেরা মুক্তি ইচ্ছা করেন না। শাস্ত্রান্তরেও প্রমাণ আছে, যথা (সালোক্যং সার্ষ্টি সামীপ্যং সারূপ্যংশ্রীহরেরপি। তত্র নির্ব্বাণ মোক্ষঞ্চনহি বাঞ্ছন্তি বৈষ্ণবাইতি। তথাচ ভগবান আপনি কহিয়াছেন যে এইসকল মুক্তিআমি দিতে চাহিলেও আমার ভক্তেরা আমার সেবাব্যতীত

ইতিস্মরাজাধ্যবসায়যুক্তঃ প্রাচীনকূলেষু
স্বশেষু ধীরঃ। উদঙ্ মুখো দক্ষিণ কূল আস্তে
সমুদ্রপত্ন্যাঃ স্বসুত ন্যস্তভারঃ। ১৫।

অধ্যবসায়ো নিশ্চয়ঃ প্রাগগ্রেষু কুশেষু আস্তে স্ম স্বসুতে জনমে জয়ে ন্যস্তো ভারো রাজ্যং যেন সঃ। ১৫॥

ঋষিগণকে প্রণাম করিয়া বিগত বিষয় তৃষ্ণ হইয়া যাহা করিয়াছিলেন তাহা এই শ্লোকে কহিতেছেন। যথা (ইতি স্মেতি।)

প্রায়োপবেশে কৃতনিশ্চয় রাজা পরীক্ষিৎ যৎকালে গঙ্গা-তীরে আইসেন তৎকালেই স্বপুত্র জনমেজয়কে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়াই আসিয়াছিলেন অর্থাৎ ধনজনাদি চিন্তার বহির্ভূত হইয়া সমুদ্র পত্নী সুরধুনীর দক্ষিণ কূলে পূর্ব্বাগ্র কুশাস্তরণে উত্তরাভিমুখে উপবেশন করিয়াছিলেন। ১৫।

এবঞ্চ তস্মিন্নর দেব দেবে প্রায়োপবিষ্টে
দিবিদেবসংঘাঃ। প্রশস্য ভূমৌ ব্যকিরন্
প্রসূনৈ র্মুদাম্মুহু র্দুন্দুভয়শ্চ নেদুঃ। ১৬।

মুদাব্যকিরন্ দেবসংঘৈ র্বাদিতাঃ নেদুঃ। ১৬॥

প্রায়োপবিষ্ট রাজা পরীক্ষিতের প্রতি দেবতারাও প্রসন্ন হইয়াছিলেন, যথা। (এবমিতি)।

এবং সেই গঙ্গাতীরে নরদেব রাজা পরীক্ষিৎ প্রায়োপবিষ্ট হইলে পর সুরলোকে দেবতারা রাজাকে বহু প্রশংসা করিয়া ভূমিতলে রাজার উপর পুষ্পবর্ষণ করিলেন, এবং হর্ষযুক্ত হইয়া দুন্দুভির বাদ্য করিতে লাগিলেন। ১৬।

বাঞ্ছা করেনা। যথা (দীয়মানং নগৃহ্নন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাইতি।

মহর্ষয়ো বৈ সমুপাগতা যে প্রশস্য সাধ্বিত্যনুমোদমানাঃ। ঊচুঃ প্রজানুগ্রহশীলসারা যদুত্তমশ্লোকগুণাভিরূপং ॥ ১৭ ॥

শিরসৈব সপর্য্যা মাজ্ঞহার আত্মনিবেদনং কৃতবান, তেন সহাগতাঃস্ত্র্যর্ভকাদয়ো নিবৃত্তাঃ। সউপবিবেশ সন্ধিরার্দ্রঃ। ১৭ ॥

স্ত্রী বাল প্রভৃতি রাজার সহিত যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা নমস্কারাদি করিয়া নিবৃত্তহইলেন, পরে ঋষিগণেরা যাহাকরিলেন তাহা কহিতেছেন। যথা (মহর্ষয় ইতি) ॥

রাজারনিকট (৮) প্রজানুগ্রহশীল যেসকল মহর্ষিগণেরা সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা রাজা পরীক্ষিতের একাগ্রভক্তিযুক্ত বাক্যশ্রবণে উত্তমশ্লোক ভূপতির গুণাভিরূপ বহুপ্রশংসা করিলেন এবং বিস্তর সাধুবাদদিয়া কহিতেলাগিলেন ॥ ১৭ ॥

নবাইদংরাজর্ষিবর্য্যচিত্রং ভবৎসু কৃষ্ণং সমনুব্রতেষু। যেহধ্যাসনং রাজকিরীটজুষ্টং সদ্যোজহুর্ভগবৎপার্শ্বকামাঃ ॥ ১৮ ॥

ভবৎসু পাণ্ডোর্বংশ্যেষু যে জহুরিতি যুধিষ্ঠিরাদ্যভিপ্রায়েণ ॥ ১৮ ॥

ঋষিগণেরা অনুনয়পুর্ব্বক কহিতেছেন, যথা (নবাইদমিতি) হে রাজর্ষিবর্য্যপরীক্ষিৎ! তোমরা শ্রীকৃষ্ণানুব্রত, যেহেতু পরম ধার্ম্মিক পাণ্ডুরাজারবংশেউৎপন্ন, তোমারদিগের এরূপ সদাচরণ করায় আশ্চর্য্যজ্ঞান হয়না, কেমনা, সদাচার এবংশের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, দেখ মহারাজ! যুধিষ্ঠিরাদি তোমার পিতামহগণ, এই অখণ্ড ধরামণ্ডলের একপতি ছিলেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ সন্নিহিত অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত এরূপ বৈরাগ্যের আহরণ

---

(৮) প্রজানুগ্রহশীলপদে সর্ব্বজীবানুকম্পী।

করিয়াছিলেন যে সমস্ত ভূপতিগণের প্রার্থনীয় কিরীটযুক্ত রাজমুকুট, এবং সমস্তরাজোপরি উপবেশন করিতেন যেসিংহাসনে, সেই রাজসিংহাসন (৯) সদ্য পরিত্যাগ করিয়া মহাপথে গমন করিয়াছিলেন। অতএব তুমি যে ভগবৎ প্রাপ্তি কামনায় সংসারে বিরক্তহইবে এ বিচিত্রনহে॥ ১৮॥

সর্ব্বেবয়ং তাবদিহাস্মহেহথ কলেবরং যাব দসৌ বিহায়। লোকং পরং বিরজস্কং বিশোকং যাস্যত্যয়ং ভাগবতপ্রধানঃ॥১৯॥

পরস্পারং মন্ত্রয়ন্তে সর্ব্বে। ইতি পরং শ্রেষ্ঠংলোকং। তত্রহেতুঃ বিরজস্কং বিশোকঞ্চ যাস্যতি ইতি কুতস্তত্রাহ অয়মিতি। ১৯॥

অনন্তর মহর্ষিবর্য্যেরা পরীক্ষিতকে সম্যক্‌আশ্বাসকরিয়া আপনারা পরস্পর কহিতেছেন। যথা (সর্ব্বেবয়মিতি) আমরা সেইকালপর্য্যন্ত এইস্থানে অবস্থিতিকরিব, যেপর্য্যন্ত মহাভাগবত হরিচরণপরায়ণ পাণ্ডুকুলাবতংশ অভিমন্যুপুত্র রাজাপরীক্ষিত স্বীয়কলেবর পরিত্যাগকরিয়া বিরজ বিশোক বিষ্ণুর পরমধামে অধিগমন নাকরেন॥ ১৯॥

আশ্রুত্যমৃষিগণ বচঃ পরীক্ষিৎ সমং মধুচ্যুদ্গুরুচাব্যলীকং। আভাষতৈনানভিবন্দ্য যুক্তঃ শুশ্রূষমাণশ্চরিতানিবিষ্ণোঃ॥ ২০॥

আশ্রুত্যআকর্ণ্যসমং পক্ষপাতশূন্যং মধুচ্যুৎ অমৃতস্রাবি গুরুগম্ভীরার্থং অব্যলীকং সত্যং। ২০॥

অনন্তর রাজাপরীক্ষিতের অভিপ্রায় ব্যাখ্যাকরিয়াছেন। যথা (আশ্রুত্যেতি)॥

(৯) সদ্যপরিত্যাগকরিয়াছিলেন, ইত্যর্থে স্বধামোপগত শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তা

এবম্ভূত পক্ষপাতশূন্য অমৃতশ্রাবি কপটতারহিত গম্ভীরার্থ যুক্ত মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণকরতঃ রাজা পরীক্ষিত বিনয়াবনত কন্ধর প্রণিপাত পূর্ব্বক অখিলব্রহ্মাণ্ড পরিপাতা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরিত শ্রবণমানসে মুনিবৃন্দসমক্ষে এই নিবেদন করিলেন ॥ ২০ ॥

সমাগতাঃ সর্ব্বতএব সর্ব্বে বেদা যথা মূর্ত্তি ধরা স্ত্রিপৃষ্ঠে। নেহাথ নামুত্রচ কশ্চনার্থ ঋতেপরানুগ্রহ মাত্মশীলং ॥ ২১ ॥

ত্রয়াণাংলোকানাংপৃষ্ঠে উপরি সত্যলোকে বেদা যথা মূর্ত্তিধরা ভবন্তি তত্তুল্যাঃ। জ্ঞানাতিশয় মুক্তা কৃপালুতামাহনেতি। ভবতাং প্রয়োজনং পরানুগ্রহংবিনা নাস্তি। তর্হি সএবার্থঃস্যাৎ। ন আত্মশীলং স্বস্বভাবং। ॥ ২১ ॥

স্তবনীয়বাক্যে ঋষিগণপ্রতি রাজা যেউক্তি করিয়াছিলেন, এইশ্লোকে তাহা স্ফুট করিয়াছেন। যথা (সমাগতা ইতি) ত্রিলোকের উপরিস্থ সত্যলোকে বেদসকল যেমন মূর্ত্তিমান আছেন, সেইরূপ বেদমূর্ত্তিস্বরূপ আপনারা এস্থানে সমাগত হইয়াছেন, ইত্যভিপ্রায়ে জ্ঞানাতিশয়তা বর্ণনকরিয়া অনন্তর কৃপালুতা বর্ণনকরিয়া কহিতেছেন, হেঋষিগণ! আপনাদিগের পরানুগ্রহকরণই স্বতঃস্বভাব, তদ্ব্যতীত আপনাদেরঐহিক বা আমুত্রিক কোনপ্রয়োজন মাত্রনাই! যেহেতু আপনারা সাক্ষাৎ জ্ঞানস্বরূপ জীবন্মুক্তপুরুষ, আত্মারাম, শুদ্ধ জীবের হিতান্বেষী হইয়াই আগমন করিয়াছেন, জীবের পরিত্রাণকরা আপনাদিগের স্বভাবসিদ্ধহয় ॥ ২১ ॥

শ্রবণে তৎক্ষণমাত্রেই সমস্তসঙ্গ পরিত্যাগকরিয়াছিলেন ॥

ততশ্চবঃ পৃচ্ছমিদং বিপৃচ্ছে বিশ্রভ্য বিপ্রা ইতিকৃত্যতায়াং। সর্ব্বাত্মনা ম্রিয়মাণৈশ্চ কৃত্যংশুদ্ধঞ্চ তত্রামৃশতাভিযুক্তাঃ॥ ২২॥

পৃচ্ছং প্রষ্টব্যং। বিস্রভ্য বিশ্বাসংকৃত্বা এবংকর্ত্তব্য মিত্যস্তভাবঃ। ইতিকৃত্যতা তস্মিন্‌বিষয়ে সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বাবস্থাসুকৃত্যং, বিশেষতশ্চ ম্রিয়মাণৈঃ তচ্চশুদ্ধং পাপসম্পর্করহিতং আমৃশত বিচারয়ত। ২২॥

অনন্তর, রাজা পরীক্ষিত বিশেষরূপ আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্মের প্রশ্নকরিতেছেন, যথা (ততইতি)॥
হে বিপ্রগণেরা! আমিবিশেষরূপ আপনারদিগের বাক্যপ্রতি বিশ্বাসকরতঃ আমার অভিপ্রেতসিদ্ধ এইপ্রশ্ন জিজ্ঞাসাকরিতেছি, অর্থাৎ করণীয়তাবিষয়ে জীবসকলের সর্ব্বাবস্থাতে কি কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ ম্রিয়মাণ ব্যক্তিদিগের দ্বারা পরিশুদ্ধ সম্পাদনীয় কর্ম্মই বা কি? মৃত্যুকালে জীবের কি কর্ত্তব্য, তাহা আপনারা বিচার করিয়া এ দীনব্যক্তিকে উপদেশ করুন্॥ ২২॥

তত্রা ভবদ্ভগবান ব্যাসপুত্রো যদৃচ্ছয়াগা মটমানোঽনপেক্ষঃ। অলক্ষ্যলিঙ্গো নিজ লাভতুষ্টোবৃতশ্চবালৈ রবধূতবেশঃ॥ ২৩॥

তত্র তেষু যাগ যোগ তপো দানাদিভি র্ব্বিদ্যমানেষু সংস্সু যদৃচ্ছয়া গাং পর্য্যটন্ ব্যাসপুত্র স্তত্রাভবৎপ্রাপ্তঃ। নলক্ষ্যমাশ্রাদি লিঙ্গংযস্য। অবধূতঃ অবজ্ঞয়া জনৈস্ত্যক্তো য স্তস্যৈব বেশো যস্য॥ ২৩॥

প্রশ্ন জিজ্ঞাসানন্তর, জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিগণেরা স্বাভিপ্রায়সিদ্ধ উত্তরকরিতেছেন, অর্থাৎ কেহকহেন যজ্ঞই পরিশুদ্ধকর্ম্ম, কেহ

যোগকে কেহ তপস্যাকে কেহ দানকে বিশুদ্ধকর্ম্ম বলিয়া পরস্পর বিচারকরিতে আরম্ভকরিলেন, এমতকালে পরমর্ষি শুকদেব সেইস্থানে যেরূপে আগমনকরিলেন, তাহাকহিতেছেন। যথা (তত্রেতি)

যেসময় মহর্ষিগণেরা বিচার আরম্ভকরিলেন, সেইসময় বেদব্যাসপুত্র পরমজ্ঞানীশুকদেব তৎসভায়সমাগতহইলেন, অর্থাৎ তিনি তৎসভাকে লক্ষকরিয়া আইসেন নাই, রাজার ভাগ্যাধীন যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে২ সহসা তৎস্থানে উপস্থিত হইলেন, তিনি কোন্ আশ্রমী বা কোন্ বর্ণ, তাহার চিহ্ন কিছুমাত্র নাই, নিজলাভ তুষ্ট আত্মারাম অবধূত বেশ অর্থাৎ পরিধেয়বস্ত্রাদি কোন বাহ্যউপকরণের পরিগ্রহ নাই, কতকগুলিন (১০) নগরীয় বালক কর্ত্তৃক আবৃত ॥ ২৩॥

তং দ্ব্যষ্টবর্ষং সুকুমার পাদ করোরুবাহ্বংশ কপোলগাত্রং। চার্ব্বায়তাক্ষোন্নসতুল্য কর্ণ সুভ্রাননং কম্বু সুজাত কণ্ঠং॥ ২৪॥

তমিত্যাদীনাং প্রত্যুত্থিতা ইতি তৃতীয়শ্লোকেনান্বয়ঃ। দ্বিগুণান্যষ্ট বর্ষাণি যস্য। সুকুমারৌ পাদৌ করৌ উরু বাহু অংশৌ কপোলৌ গাত্রঞ্চ যস্য। চারুণী আয়তে অক্ষিণী যস্মিন্। উন্নতানাসা যস্মিন্ লম্ব হ্রস্বাদি বৈষম্যং বিনাতুল্যৌ কর্ণৌ যস্মিন্॥ শোভনে ভ্রুবৌ যস্মিন্। এবম্ভূতমাননং যস্য তং। কম্বুবদ্রেখাত্রয়ান্বিতং সুষ্ঠজাত কণ্ঠৌ যস্য॥ ২৪॥

অনন্তর শুকদেবের স্বরূপাবস্থা শ্লোকত্রয়ে বর্ণনকরিয়া কহিতেছেন, যথা (তমিতি)

---

(১০) নগরীয়বালককর্ত্তৃক আবৃতপদে বালকেরা অবধূত দেখিয়া ক্ষিপ্তবৎ জ্ঞানকরিয়া অবজ্ঞায় ধূলী কর্দ্দমাদি বিক্ষেপদ্বারা ত্যক্ত বিরক্ত করি-

দ্ব্যষ্টবর্ষ বয়ঃক্রম অর্থাৎ শুকদেবের বয়ঃক্রম ষোড়শবৎসর মাত্র বলিয়া সকলে অনুমানকরিলেন, এবং কর চরণ উরু বাহু স্কন্ধ কপোল এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গসকল সুকোমল, আকর্ণস্পর্শী সুদীর্ঘনয়নদ্বয়, সুশোভন উন্নতনাসিকা, লম্বহ্রস্বাদি বৈষম্য রহিত সমানরূপেসুগঠিত শ্রবণদ্বয়, মনোহর ভ্রূযুগলে সুশোভিত, এবং কণ্ঠদেশেকম্বুচিহ্ন, অর্থাৎ কুম্ভের গলদেশের চিহ্ন-ন্যায় গলদেশে সুশোভন রেখাত্রয় আছে ॥ ২৪ ॥

নিগূঢ়জত্রুং পৃথুতুঙ্গবক্ষস মাবর্ত্তনাভিং
বলিবল্গূদরঞ্চ। দিগম্বরং বক্রবিকীর্ণ কেশং
প্রলম্ববাহুং স্বমরোত্তমাভং ॥ ২৫ ॥

কণ্ঠস্যাধোভাগেস্থিতে অস্থিনী জত্রুণী মাংসেন নিগূঢ়ে জত্রুণী যস্য। পৃথু বিস্তীর্ণং তুঙ্গ মুন্নতং বক্ষোযস্য। আবর্ত্তনাভি স্তির্য্যক নিম্নরেখাভি র্বল্গুরম্য মুদরং যস্য। দিশএবাম্বরং যস্য। বক্রা বিকীর্ণাশ্চ কেশাযস্য প্রলম্বৌ বাহূ যস্য। স্বমরেষু শ্রেষ্ঠেষু দেবেষু হরিঃ তদ্বদাভা যস্য ॥ ২৫ ॥

(এবমপি? নিগূঢ়জত্রুং) অর্থাৎ কণ্ঠদেশের অধোভাগের অস্থিগ্রন্থিরনাম জত্রু, সেইজত্রুদেশ মাংসাবৃত পরিপুষ্টাঙ্গ, এবং বিস্তীর্ণ ও সমুন্নত বক্ষস্থল (১১) দক্ষিণাবর্ত্তগভীরনাভি-মণ্ডল, কৃশোদর রেখাত্রয়বিশিষ্ট অতিমনোহরদৃশ্য, দিগম্বর

তেছে, অর্থাৎ তাঁহার বেশদেখিয়া ইহাই তৎকালে উপলব্ধি হইয়াছিল যেন উন্মত্তদেখিয়া সকলে তাঁহাকে অবজ্ঞাকরিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে।

(১১) (আবর্ত্তবৎনাভিমণ্ডল) অর্থাৎ আবর্ত্তন্যায় নাভিমণ্ডল স্বামী ব্যাখ্যাকরেন, যেমন নদ্যাদিতে তরঙ্গ উত্থিতহইলে বায়ুবেগে জলের পাকপড়ে তাহাতে স্থানে২ জলনিম্নহইয়া গভীর গর্ত্তাকার হয়, সেইরূপ শুকদেবের গভীরনাভি! শ্রোতাভিমুখে জলগহ্বরহয় একারণ দক্ষিণাবর্ত্ত বলাযায়।

অষ্টদিককেই বস্ত্রকরিয়াছেন ইত্যর্থে উলঙ্গ, (১২) বিকীর্ণ বক্র কেশপাশে মণ্ডিত শিরোভাগ, আজানুলম্বিত বাহুদ্বয় শোভিত (১৩) অমরোত্তম তুল্য অঙ্গের দীপ্তি, ইত্যর্থে অমরোত্তম শ্রীনারায়ণ, সেই নারায়ণেরন্যায় অঙ্গের আভা, তাহাতে শুকদেবকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়াই বোধ হইতেছে॥ ২৫।

শ্যামংসদাপীব্যবয়োঙ্গলক্ষ্ম্যাস্ত্রীণাংমনোজ্ঞং রুচিরস্মিতেন। প্রত্যুত্থিতাস্তে মুনয়ঃ স্বাস নেভ্যস্তল্লক্ষণজ্ঞা অপিগূঢ়বর্চ্চসং॥ ২৬॥

সদাপীব্যং অত্যন্তোত্তমং যদ্বয়ো যৌবনং। তেন যা অঙ্গলক্ষ্মীঃ দেহ কান্তিতয়া রুচিরস্মিতেনচ। গূঢ়বর্চ্চসমপি প্রত্যুত্থিতাঃ তংদৃষ্ট্বা প্রত্যুদ্গামং কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ॥ ২৬॥

অত্যুত্তম মনোহর শ্যামবর্ণ, উদ্ভিন্ন নবযৌবন তাহাতে ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখ, সুতরাং বর্ণসৌন্দর্য্যে এবং প্রাপ্তযৌবনে, এবং সুচারুহাস্যে যোষিৎদিগেরমনোজ্ঞ অর্থাৎ যুবতীদিগের মনোহর মূর্ত্তি, এবম্ভূত (গূঢ়বর্চ্চা) প্রচ্ছন্নতেজা শুকদেবকে দর্শন করিয়া তৎস্বরূপ লক্ষণজ্ঞ ঋষিগণেরা স্বস্ব আসনহইতে উত্থিত হইয়া তৎপুরতঃ প্রত্যাগমন করিলেন॥ ২৬॥

সবিষ্ণুরাতোতিথয়ে আগতায় তস্মৈ সপর্য্যাং শিরসা আজহার। ততো নিবৃত্তা হ্যবুধাঃ স্ত্রিয়োঽর্ভকা মহাসনেসোপবিবেশ পূজিতঃ॥ ২৭॥

শিরসৈব সপর্য্যা মাজহার। আত্মনিবেদনং কৃতবান্। তেন সদাগতাঃ স্ত্রার্ভকাদয়ো নিবৃত্তাঃ॥ ২৭॥

---

(১২) বিকীর্ণ বক্রকেশপাশ পদে আমুক্ত কুটিল কুন্তলাবৃত।

(১৩) অমরোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তুল্যআভা বলাতে কেবল কৃষ্ণবর্ণ নহে, এমতে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বেশ বলাহইল।

অনন্তর, রাজা পরীক্ষিত শুকদেবকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করতঃ যেরূপ সমাদরকরিয়াছিলেন, তাহা এইশ্লোকে কহিতেছেন যথা (সবিষ্ণুরাতেতি)॥

বিষ্ণুকর্ত্তৃক রক্ষিত ব্যক্তিকে বিষ্ণুরাত বলে সুতরাং বিষ্ণুরাত পরীক্ষিত স্বীয় শিরোদ্বারা আগত অতিথিরূপ শুকদেবের সপর্য্যা আহরণ করিয়াছিলেন, শুকচরণোপান্তে সমর্পিত শিরোদ্বারা আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন! ঋষিগণ কর্ত্তৃক এবং রাজাকর্ত্তৃক সুপূজিত শুকদেবের গৌরব দর্শনকরিয়া পূর্ব্বে তন্মহিমানভিজ্ঞ অজ্ঞানাপন্ন নগরনিবাসী স্ত্রী বালকাদিরা সুবিস্মিত হইয়া উদ্দেশতঃ প্রণামকরিয়া নিবৃত্তহইল, অনন্তর সুপূজিতহইয়া শুকদেব রাজদত্ত মহাসনে উপবেশন করিলেন॥ ২৭॥

সসংবৃতস্তত্র মহান্মহীয়সাং ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি দেবর্ষি সংঘৈঃ। ব্যরোচতালং ভগবান্ যথেন্দু গ্রহর্ক্ষ তারানিকরৈঃপরীতঃ॥২৮॥

সভগবান্ ব্রহ্মর্ষি সংঘাদিভিঃ সংবৃতঃসন্ অলং ব্যরোচত। গ্রহাঃ শুক্রাদয়ঃ। ঋক্ষাণ্যশ্বিন্যাদীনি অন্যাস্তারাঃ॥ ২৮॥

মহানমহীয়ান্ ব্রহ্মর্ষি রাজর্ষি দেবর্ষি সমূহে পরিবৃত হইয়া ভগবান শুকদেব যখন সেই মহাসভায় উপবিষ্ট হইলেন, তখন এক আশ্চর্য্য শোভা হইল, যেমন নির্ম্মল নভোমণ্ডলে (১৪) গ্রহ নক্ষত্র তারাদি পরিবৃত চন্দ্রের শোভনীয় দর্শন হয়॥ ২৮॥

---

(১৪) গ্রহপদে শুক্রাদি সপ্ত, নক্ষত্রপদে অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি তারাপদে অন্যান্যা জন্ম সম্পদাদি নবমী।

প্রশান্তমাসীনমকুণ্ঠ মেধসং মুনিং নৃপো
ভাগবতো হভ্যুপেত্য । প্রণম্যমূর্দ্ধাবহিতঃ
কৃতাঞ্জলি র্নত্বাগিরা সুনৃতয়ান্বপৃচ্ছৎ ॥ ২৯।

কুণ্ঠা সর্ব্বার্থেষু মেধা যস্য ॥ প্রশ্নার্থং পুনর্নত্বা ॥ ২৯ ॥

অনন্তর ! রাজা শুকদেবকে য়াহাকহিলেন, তাহা এইশ্লোক অবধি বর্ণন করিতেছেন, যথা (প্রশান্তমিতি)

সুখোপবিষ্ট (১৫) প্রশান্ত শমদমাদি সম্পন্ন অকুণ্ঠমেধা মহামুনি শুকদেবকে বৈষ্ণবরাজ চূড়ামণি পরীক্ষিত ভূমিগত শিরা হইয়া প্রণামকরতঃ সাবহিতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে পুনর্নমস্কারকরিয়া বিনয়পূর্ব্বক প্রশ্নকরিতেছেন ।। ২৯ ॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ । অহো অদ্য বয়ং ব্রহ্মন্
সৎসেব্যাঃক্ষত্রবন্ধবঃ । কৃপয়াহতিথিরূপেণ
ভবদ্ভি স্তীর্থকাঃকৃতাঃ । যেষাং সংস্মরণাৎ
সদ্যঃ পুংসাং শুধ্যন্তি বৈগৃহাঃ। কিংপুন
র্দর্শনাৎস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥ ৩০ ॥

সুনৃতাং গিরামাহ । অহো ইতি পঞ্চভিঃ । সতাং সেব্যা জাতাঃ যতো হতিথিরূপেণ হেতুনা যোগ্যাঃ কৃতাঃ । ৩০ ॥

মহারাজা পরীক্ষিত শুক প্রংশংসাকরিয়া আপনার সৌভাগ্য স্বীকার করিতেছেন, যথা (অহো ইতি)

হে ব্রহ্মন্ ! হে বাদরায়ণে ! আমরা ক্ষত্রবন্ধু তথাপি অদ্য সাধুদিগের সেব্য হইলাম, যেহেতু কৃপা প্রকাশ করতঃ

---

(১৫) প্রশান্তপদে প্রকৃষ্টরূপে শমশীল অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়, শমশব্দে অন্তরিন্দ্রিয় শাসন, দমশব্দে বহিরিন্দ্রিয় দমন, সুতরাং অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় দমন যাহার হয়, তাহাকে প্রশান্ত বলে।

আপনারা অতিথিরূপে সমাগতহইয়া আমাদিগকে তীর্থ স্বরূপ করিলেন, অর্থাৎ সম্যক্ পবিত্র করিলেন ! যে সকল সাধুরা আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের আগমনের কথা দূরে থাকুক, স্মরণ মাত্রেই গৃহীদিগের গৃহ সকল আশু পবিত্রহয়, তাহাতে দর্শন স্পর্শন পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক উপবেশনাদি করিলে যে কিহয়, তন্মহিমা পুনর্ব্বার কহিবার বিষয় নহে ॥ ৩০ ॥

সান্নিধ্যাত্তে মহাযোগিন্ পাতকানি মহান্ত্যপি। সদ্যো নশ্যন্তি বৈপুংসাং বিষ্ণোরিব সুরেতরাঃ ॥ ৩১ ॥

বিষ্ণোঃ সান্নিধ্যাৎ সুরেতরা অসুরা গয়াদয় ইব। ৩১ ॥

হে মহাযোগিন্ ! হে শুক ! আপনকার নিকটস্থ হইবা মাত্রেই মানবদিগের মহৎপাপাদিও সদ্য সেইরূপ বিনাশহয়, যদ্রূপ ভগবান্ বিষ্ণুর সন্নিধিমাত্রে সুরেতর অসুরসকল বিনষ্ট হইয়াযায় ॥ ৩১ ॥

অপিমে ভগবান্ প্রীতঃ কৃষ্ণঃ পাণ্ডুসুত প্রিয়ঃ। পৈতৃস্বসেয় প্রীত্যর্থং তদ্গোত্র স্যাত্ত বান্ধবঃ ॥ ৩২ ॥

পাণ্ডুসুতানাং প্রিয় অতস্তেষাং পৈতৃস্বসেয়ানাং প্রীত্যর্থং তদ্গোত্রস্য মেঅাত্তং স্বীকৃতং বান্ধবং বন্ধুকৃত্যং যেন। ৩২ ॥

অনন্তর ! আত্মভাগ্য শ্লাঘাকরিয়া পরীক্ষিত কহিতেছেন, যথা (অপীতি)

অদ্য আমারপ্রতি নিশ্চয় পাণ্ডবপ্রিয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া থাকিবেন, যেহেতু তিনি আমার পিতামহেরদের মাতু-

লেয়, পাণ্ডবেরাও তাঁহার পৈতৃষ্বসেয়, সুতরাং তাঁহারদিগের প্রীত্যর্থে তদ্গোত্র অর্থাৎ তদ্বংশ যে আমি, আমাকেও বন্ধুভাবে গ্রহণকরিতে স্বীকৃতহইলেন ॥ ৩২ ॥

অন্যথাতে হব্যক্তগতে দর্শনং নঃ কথং নৃণাং। নিতরাং ম্রিয়মাণানাং সংসিদ্ধস্য বনীয়সঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্যথা শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদবিনা। অব্যক্তা গতির্যস্য। ম্রিয়মাণানাং নিতরাং কথংস্যাৎ। বনয়িতায়াচয়িতা বনয়ত্ভতমো বনিয়ান্তস্য। অত্যু দারতয়া মাং যাচেথা ইতি প্রবর্ত্তকস্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতাভিন্ন সাধুসংদর্শন হইতে পারেনা, তদর্থে উক্ত হইয়াছে, যথা (অন্যথেতি)

হে ব্রহ্মন্! নতুবা অব্যক্তগতি যে তুমি, আমরা নরলোকহইয়া তোমার দর্শন কিরূপে করিতে পারি। বিশেষতঃ ম্রিয়মাণব্যক্তিদিগের তবদর্শন অত্যন্ত অসম্ভব, একারণ নিশ্চয়ার্থে অনুমান করিতেছি, যে আমারপ্রতি ভগবান্ গোবিন্দ প্রসন্ন হওয়াতেই আপনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া উদারতাপ্রকাশে আমার অভীষ্টসিদ্ধ্যর্থে প্রবর্ত্তকহইয়া মোক্ষযাচিঞা করিতে আমাকে উপদেশ দিতেছেন ॥ ৩৩ ॥

অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিং যোগিণাংপরমং গুরুং। পুরুষস্যেহ যৎকার্য্যং ম্রিয়মাণস্য সর্ব্বথা ॥ ৩৪ ॥

সম্যক্‌সিদ্ধি র্যস্মাৎ তং কার্য্যংকর্ত্তুং যোগ্যং ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর! অনুনয়পূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া শুকদেবকে কহিতেছেন, যথা (অতইতি)

হে শুক, ! আপনি যোগিদিগের পরমগুরু, অতএব আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছাকরি, যে ম্রিয়মাণপুরুষের অর্থাৎ মুমূর্ষু ব্যক্তির সর্ব্বতঃপ্রকারে কিকার্য্যকরা কর্ত্তব্য ।। ৩৪ ।।

যচ্ছ্রোতব্য মথোজপ্যং যৎ কর্ত্তব্যং নৃভিঃ প্রভো। স্মর্ত্তব্যং ভজনীয়ং বা ব্রূহি যদ্বা বিপর্য্যয়ং ।। ৩৫ ।।

কর্ত্তব্যংত্বাবশ্যকমিতিত্তয়োর্ভেদঃ । বিপর্য্যয়াৎআশ্রয়িতব্যাদিতি ।।৩৫।।

অনন্তর, সুদুর্ল্লভ শুকদেবের আগমনবিষয়ে হর্ষযুক্ত হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকরিতেছেন, যথা (যচ্ছ্রোতব্যমিতি)
হে প্রভো শুক ! মনুষ্যদিগের যাহা শ্রোতব্য, যাহা জপ্য, যাহা কর্ত্তব্য, যাহা স্মর্ত্তব্য, যাহা ভজনীয়, এবং যাহা অকর্ত্তব্য, এই সকল অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে বিস্তার করিয়া কহিতে আজ্ঞা হউক ।।৩৫

নূনংভগবতোব্রহ্মন্ গৃহেষুগৃহমেধিনাং । ন লক্ষ্যতেহ্যবস্থানমপিগোদোহনংক্বচিৎ।।৩৬।

তদ্দর্শনস্যাতি দুর্ল্লভত্বাদিদানী মেব কথনীয় মিত্যাশয়েনাহনূন মিতি । গোদোহনকাল মাত্রমপি ।। ৩৬ ।।

অনন্তর ! শুকদেবের বহুক্ষণ স্থায়িত্বনাই, এতদর্থে উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ তোমারদর্শন অত্যন্তদুর্ল্লভ, অতএব ত্বরাপুর্ব্বক কহেন ! যথা (নূনমিতি)
হে শুক ! গৃহমেধিদিগের সম্বন্ধে তোমারদর্শন অতিদুর্ল্লভ, অর্থাৎ গৃহিদিগের গৃহে তোমারদিগের আগমন বা অবস্থান

প্রায়ই হয়না, ভাগ্যবশতঃ যদিহয়, তবে এক গোদোহন কাল মাত্র কদাচিৎ অবস্থিতি করেন ॥ ৩৬ ॥

শ্রীসূতউবাচ ॥ এবমাভাষিতঃপৃষ্টঃ সরাজ্ঞা শ্লক্ষ্ণয়া গিরা। প্রত্যভাষতধর্ম্মজ্ঞো ভগবান বাদরায়ণিঃ ॥ ৩৭ ॥

এবং অহো ইত্যাদিকয়া শ্লক্ষ্ণয়া মধুরয়া গিরা আভাষিতঃ অভিমুখীকৃতঃ পৃষ্টশ্চ ॥ ৩৭

অনন্তর, সূতগোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিতেছেন, যথা (এবমিতি)

হে শৌনক! পরমধর্ম্মজ্ঞ ভগবান্ শুকদেব যিনি বাদরায়ণের পুত্র, রাজাপরীক্ষিত কর্ত্তৃক এইরূপ মধুরবাক্য প্রয়োগে সম্ভাষিত অর্থাৎ পৃষ্টহইয়া তত্তৎপ্রশ্ন সকলকে সমাদরকরতঃ প্রত্যুত্তর করিতে সম্মত হইলেন ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবতেমহাপুরাণেপারমহংস্যাং সংহিতায়াংপ্রথমস্কন্ধেপারীক্ষিতেশ্রীশুকাগমনং নামৈকোনবিংশো হধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

এতদ্ভাগবত মহাপুরাণ পারমহংস্য সংহিতায় প্রথমস্কন্ধে পরীক্ষিত প্রস্তাবে শ্রীশুকদেবের আগমন নাম একোনবিংশতি অধ্যায়ঃ ॥ ❋ ॥ ১৯ ॥ ❋ ॥

আর্য্যং ধর্ম্মজ মাহতারি মবনৌ কৃত্বা পরীক্ষিন্নৃপং ব্রহ্মাস্ত্রাদিভি রক্ষিতং কলিজয় খ্যাতঞ্চ কৃত্বাভুবি। অন্তেবঃ শুকক্ষপতঃ স্ব পরম

জ্ঞানোপদেশেনতং। শাপাদাবদমুং নমামি পরমানন্দাকৃতিং মাধবং॥ প্রথমস্কন্ধ গূঢ়ার্থ পদভাবার্থদীপিকা। শক্তি রুদ্দীপনীয়েয়ং যথাস্মা-ত্তত্ত্বদীপিকা॥ ইতি প্রথমে একোনবিংশঃ॥ ১৯॥

যে শ্রীকৃষ্ণ সমস্তশত্রু জয় করিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য দিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরেরস্বর্গারোহণান্তর পরীক্ষিতকে এই সমস্ত পৃথিবীর রাজাকরেন, এবং প্রথমত উত্তরাগর্ব্ভে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রাদি হইতে রক্ষাকরেন, আর যৌবনকালে কলি জয়করাইয়া জগতীতলে মহাপুরুষরূপে খ্যাতকরেন, অনন্তর অন্তকালে যিনি আপনার পরমজ্ঞান উপদেশার্থ শুক-রূপ হইয়া ব্রহ্মশাপরূপ দাবদাহ হইতে পরিমুক্ত করেন, সেই পরমানন্দমূর্ত্তি মাধবকে আমি নমস্কার করি।

প্রথমস্কন্ধের গূঢ়ার্থ পদের ভাবার্থ উদ্দীপনকারিণী নাম্নী টীকা যেরূপ তত্ত্বদীপিকা সেইরূপ এইটীকা ভাবার্থবোধিকা শক্তির উদ্দীপনীয়া হয়েন, ইতি শ্রীধরস্বামী কৃত প্রথমস্কন্ধে (১৯) উনবিংশতি অধ্যায়।

সমাপ্তশ্চায়ং প্রথমস্কন্ধঃ।

ব্যাসাখ্যাপরত্নঃখ রক্ষ কবিতা ব্যাখ্যাতি দক্ষঃস্বয়ং।
খ্যাতোঽভুদ্‌গুরুধীধরঃ কবিবরো গোস্বামিকশ্রীধরঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতাখ্য তৎকবিকৃত ব্যাখ্যানুশিক্ষা মিমাং।
ধীরো নন্দকুমার এষতনুতে গৌড়ীয় ভাষাং শ্রিয়া॥

শ্রীমদ্ভাগবতস্যাদ্য খণ্ডস্য পরিপূর্ণতা।
জাতা নভস্যোনবিংশে দ্বাদশ্যাং কশ্যপাত্মজে॥

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ।

নির্ঘন্ট।

বিবরণ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　পৃষ্ঠাঙ্ক

প্রথম অধ্যায়।

গ্রন্থ প্রতিজ্ঞা। ১
প্রণব ও ভগবৎশব্দ এবং বাসুদেব শব্দের অর্থ। ৩
শ্রীভাগবত মহিমা। ৯
জন্মাদ্যস্যাদি শ্লোক ত্রয়ের অর্থ। ১৩
নৈমিশীয়োপাখ্যান ঋষিপ্রশ্ন। ৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সুতের উক্তি ঋষিপ্রশ্নের উত্তর এবং ভগবদ্বর্ণন। ৫৩

তৃতীয় অধ্যায়।

ষোড়শকল পরমেশ্বরের পৌরুষরূপধারণের কথন। ৯২
চতুর্বিংশতি অবতার কথন ও ভাগবত প্রশংসা। ৯৯

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রবচনাদি বর্ণনদ্বারা নানাশাস্ত্র প্রকাশে বেদব্যাসের চিত্ত প্রসন্ন নাহওয়াতে সরস্বতী তীরে তপোধর্ম্মে লগ্নহয়েন। ১৩৬
অত্রমধ্যে শুকদেবেরবৃত্তান্তকথন ও শৌনকপ্রশ্নেসুতেরউক্তি এবংপ্রসঙ্গতঃ বেদব্যাসেরজন্মবৃত্তান্ত অথর্ব্ববেদের অপরিগ্রহ কারণ। ১৩৮
বেদব্যাসেরঅপরিতোষভাবর্ণন এবংতৎসমীপেনারদেরআগমন। ১৬৩

পঞ্চম অধ্যায়।

বেদব্যাসেরচিত্তপ্রসাদনিমিত্ত নারদকর্ত্তৃকসর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষাহরিসংকীর্ত্তনের উৎকর্ষ কথন ও নারদঋষিকর্ত্তৃক স্বজন্মবৃত্তান্তকথন। ১৬৫

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নারদেরপ্রতি বেদব্যাসের প্রশ্ন। ২১২
বেদব্যাসপ্রতি নারদেরউত্তর ভাগবতপরিচর্য্যার অসাধারণ ফলজনকতা বিষয়ে বেদব্যাসের বিশ্বাসজন্মাইবার নিমিত্তনারদকর্ত্তৃক হরিসংকীর্ত্তন জনিত আপনার পূর্ব্বজন্ম সংভূত সৌভাগ্য বর্ণন। ২১৪
বেদব্যাসকে ভগবদ্গুণ বর্ণন প্রধান ভাগবতশাস্ত্র প্রকাশকরিতে অনুমতিকরিয়া নারদের স্বধামে গমন। ২৪৩

সপ্তম অধ্যায়।

ভাগবতশ্রোতা রাজাপরীক্ষিতের জন্মবৃত্তান্ত কথনে দ্রৌপদীর নিদ্রিত বালক বধজন্য অশ্বত্থামার নিগ্রহবর্ণন। ২৪৬

বিবরণ পৃষ্ঠাঙ্ক

অশ্বত্থামারঅস্ত্রহইতে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃকপরীক্ষিতেররক্ষা ও কুন্তীরস্তব এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের শোকবর্ণন অশ্বমেধার্থ অক্ষৌহিণী।গণনা। ২৯৮

নবম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরপ্রতিভীষ্মোক্তি সমস্তধর্ম্ম নিরূপণ এবং ভীষ্মকৃত ভগবৎস্তোত্র ও ভীষ্মের স্বর্গারোহণ। ৩৫০

দশম অধ্যায়।

হস্তিনাপুরীহইতেশ্রীকৃষ্ণেরদ্বারকাগমনএবংস্ত্রীগণকর্ত্তৃকশ্রীকৃষ্ণস্তব। ৩৯৭

একাদশ অধ্যায়।

দ্বারকাবাসিজনকর্ত্তৃকস্তূয়মান শ্রীকৃষ্ণেরপুরীপ্রবেশএবংরতিবর্ণন। ৪[illegible]

দ্বাদশ অধ্যায়।

পরীক্ষিতরাজার জন্মকথন, এবং উত্তরাগর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণেরবিবরণ। ৪৬৭

জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতকর্ত্তৃক পরীক্ষিতের জন্মলগ্ন ফলকথন। ৪৮২

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

তীর্থযাত্রাহইতে বিদুরের প্রত্যাগমন, এবং বিদুরোক্তিমত ধৃতরাষ্ট্রের মহাপথগমনার্থ নির্গম। ৪৯৩

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন দ্বারকাগমনানন্তর অরিষ্টদর্শনজন্যরাজাযুধিষ্ঠিরেরভয় এবং অর্জ্জুনমুখেশ্রীকৃষ্ণেরবৈকুণ্ঠগমনবার্ত্তাশ্রবণ,ওভগবন্মহিমানুবর্ণন। ৫৪১

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অবনীতে কলিপ্রবেশ দৃষ্টে রাজাপরীক্ষিতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া যুধিষ্ঠিরাদির স্বর্গারোহণ। ৫৭২

ষোড়শ অধ্যায়।

পরীক্ষিতের অশ্বমেধ বর্ণন, এবং দিগ্বিজয়ে গমন ও কলিকর্ত্তৃক আহত গোরূপ ধর্ম্ম পৃথিবীর বৃত্তান্ত শ্রবণ। ৬[illegible]

সপ্তদশ অধ্যায়।

রাজাপরীক্ষিত কর্ত্তৃক কলিনিগ্রহ। ৬৬

অষ্টাদশ অধ্যায়।

পরীক্ষিতেরমৃগয়ার্থগমন ও ব্রহ্মশাপ এবংরাজারবৈরাগ্যবর্ণন। ৬[illegible]

ঊনবিংশতি অধ্যায়।

স্বদেহপরিত্যাগার্থে রাজার প্রায়োপবেশন এবং তৎ সমীপে শুকদেবের গমন ৭[illegible]

গ্রন্থসমাপ্তঃ।

কতিপয় বিশেষ অশুদ্ধের শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৵০	৬	সম্বদ্ধ	সম্বন্ধ
ঐ	১১	তীরবর্ত্তি	তীরপ্রবৃত্তি
ঐ	১৮	নহেন	না হন
৵৹	২	অনুষ্ঠানে	অনুষ্ঠান
৶	১১	সুলভ মলিন	সুলভ সলিল
ঐ	১২	তদ্বারা	তদ্দ্বারা
ঐ	২০	ফলাকাঙ্ক্ষর	ফলাকাঙ্ক্ষার
ঐ	২৩	যে কোনরূপে	যে কোনরূপ
।৵	১৫	মহেশ্চন্দ্র	মহেশচন্দ্র
৩	১৮	"আপোনারায়ণঃ স্বয়ম্" (এই পাঠ ত্যাগ করিতে হইবে)	
ঐ	২২	সন্ধ্যাঅদ্বিতীয়মন্ত্র	সন্ধ্যামন্ত্র
৬	৮	উপাং শেষ্ম বিন্মত্র	উপানং শ্লেষ্ম বিন্মূত্র
১৪	২৪	তাহাতে	তাহা
১৭	১৭	প্রবাহিতজল	প্রবাহরহিতজল
ঐ	১৪	প্রবাহিতমহজ্জল	প্রবাহরহিতমহজ্জল
২১	১৫	নস্বল্লেষ্বাপঃ	নস্বল্লেম্বপি
ঐ	২৫	অগ্নিতে	অগ্নিও
২৩	২২	তড়াগ	তাড়াগ
২৩	২৩	রিষ্টকাভিবা	রিষ্টকাভির্ব্বা